পবিত্র ত্রিপিটক

(ষোড়শ খণ্ড)

খুদ্দকনিকায়ে জাতক

(পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড)

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে দেবমনুষ্য তথা বিশ্বের সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের জন্য যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন সেসবই এই ত্রিপিটকে ধারণ করা আছে। ত্রিপিটক মানে বুঝায় বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধর্মপিটক। এখানে 'পিটক' শব্দ দিয়ে ঝুড়ি বা বাক্স বুঝানো হয়।

গোটা ত্রিপিটকে এমন অসংখ্য জ্ঞানমূলক উপদেশের ছড়াছড়ি যা মানুষকে জাগতিক ও বৈষয়িক দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করায়। তাই ত্রিপিটক বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। আর গৌতম বুদ্ধের মতো মহান এক ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনেতিহাস ও বাণী সম্পর্কে জানতে হলেও ত্রিপিটক পাঠ, অধ্যয়ন ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

এমন অমূল্য জ্ঞান ও রত্নের আকর বিশালাকার পালি ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় শত বছর আগে। শত বছর ধরে এত প্রযত্ন-প্রয়াস সত্ত্বেও এখনো পুরো ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

এই প্রথম বাংলায় পুরো ত্রিপিটককে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নাম দিয়ে ২৫ খণ্ডে প্রকাশ করেছে ত্রিপাসো বাংলাদেশ। যেসব পিটকীয় বই ইতিপূর্বে অনূদিত হয়েছে সেগুলোকে কিছুটা সম্পাদনা করে এই সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর যেগুলো ইতিপূর্বে অনূদিত হয়নি সেগুলো অভিজ্ঞ অনুবাদক দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মহান ত্রিপিটকের এই সংস্করণ যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর ও বিশুদ্ধ হয় তার জন্য লেখালেখি, সম্পাদনা ও ধর্মীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ একদল ভিক্ষুকে নিয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। পালি ত্রিপিটকের প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ, কঠিন ও দুর্বোধ্য বৌদ্ধ পরিভাষার যথাসম্ভব সহজ ব্যাখ্যা এবং দক্ষ সম্পাদনা এই সংস্করণের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

‘পবিত্র ত্রিপিটক’ নামে ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো :

১. ত্রিপিটকের ছোট-বড় ৫৯টি বইকে (ধারাবাহিকতার কোনো রকম ব্যত্যয় না ঘটিয়ে) কম্বাইন্ড করে মোট ২৫ খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক প্রকাশ।

২. পূর্বে অনূদিত ভালো মানসম্পন্ন বইগুলোর সঙ্গে বেশ কিছু বইয়ের প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষায় নতুন বাংলা অনুবাদ সংযোজন।

৩. সম্পাদনার সময় বাংলা একাডেমি প্রণীত ‘প্রমিত বাংলা বানানরীতি’ পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে।

৪. বৌদ্ধ পরিভাষাগুলোর বানান ও যথাযথ প্রয়োগে যথাসম্ভব অর্থপূর্ণ সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫. দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত এমন অভিজ্ঞ অনুবাদক, লেখক ও সম্পাদকদের দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকটি পরম শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে সম্পাদনা করা হয়েছে।

৬. ৭০ গ্রাম বিদেশি অফসেট ধবধবে সাদা কাগজের ব্যবহার, ঝকঝকে টকটকে ছাপা, শক্ত পেস্টিং বোর্ডের ওপর উন্নত মানের বিদেশি রেক্সিন দিয়ে বাইন্ডিং, তার ওপর ১৭০ গ্রামের চার রঙা ঝকঝকে আকর্ষণীয় মলাট, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

৭. যুবা-বৃদ্ধ সব বয়সের পাঠকদের পড়তে অসুবিধা না হয় মতো তুলনামূলক বড় অক্ষরে ছাপানো হয়েছে ত্রিপিটকের সবগুলো বই।

৮. ত্রিপিটকের কোন বইয়ে কোন সূত্রটি রয়েছে সেটি চট করে খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রত্যেক ত্রিপিটক সেটের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র সম্বলিত একটি রেফারেন্স গাইড সরবরাহ করা।

মহাকারুণিক তথাগত গৌতম বুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

জন্ম : ৮ জানুয়ারি ১৯২০
পরিনির্বাণ : ৩০ জানুয়ারি ২০১২

পবিত্র ত্রিপিটক (ষোড়শ খণ্ড)

[খুদ্দকনিকায়ে **জাতক** - পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড]

পবিত্র ত্রিপিটক

ষোড়শ খণ্ড

[খুদ্দকনিকায়ে **জাতক** - পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড]

শ্রীঈশান চন্দ্র ঘোষ
কর্তৃক অনূদিত

সম্পাদনা পরিষদ

শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু (আহ্বায়ক)
শ্রীমৎ বিধুর ভিক্ষু
ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
শ্রীমৎ সম্বোধি ভিক্ষু
শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু
শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

পবিত্র ত্রিপিটক (ষোড়শ খণ্ড)

[খুদ্দকনিকায়ে **জাতক** - পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড]

অনুবাদক : শ্রীঈশান চন্দ্র ঘোষ

গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক

ত্রিপাসো-র প্রথম প্রকাশ : ২৫৬১ বুদ্ধবর্ষ; ২৫ আগস্ট ২০১৭

ত্রিপাসো-র দ্বিতীয় প্রকাশ : ২৫৬২ বুদ্ধবর্ষ; ২৯ মে ২০১৮

(২৫৬২ বুদ্ধবর্ষের শুভ বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে পুনঃপ্রকাশিত)

প্রকাশক : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

কম্পিউটার কম্পোজ : বিপুলানন্দ ভিক্ষু

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

প্রচ্ছদ ডিজাইন : সুভাবিতো ভিক্ষু

মুদ্রণ : রাজবন অফসেট প্রেস

রাজবন বিহার, রাঙামাটি

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) প্রতি সেট ২০,০০০/- টাকা মাত্র

PABITRA TRIPITAK - VOL-16

(Khuddak Nikaye Jatak - 5th & 6th part)

Translated by Sree Ishan Chandra Ghosh

Published by Tripitak Publishing Society, Bangladesh

Khagrachari Hill District, Bangladesh

e-mail : tpsocietybd@gmail.com

ISBN 978-984-34-3078-6

এক নজরে পবিত্র ত্রিপিটক

বিনয়পিটকে

- পারাজিকা
- পাচিত্তিয়
- মহাবর্গ
- চূলবর্গ
- পরিবার

সুত্তপিটকে

- দীর্ঘনিকায় (তিন খণ্ড)
- মধ্যমনিকায় (তিন খণ্ড)
- সংযুক্তনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- অঙ্গুত্তরনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- খুদ্দকনিকায় (উনিশটি বই)

১. খুদ্দকপাঠ
২. ধর্মপদ
৩. উদান
৪. ইতিবুত্তক
৫. সুত্তনিপাত
৬. বিমানবত্থু
৭. প্রেতকাহিনী
৮. থেরগাথা
৯. থেরীগাথা
১০. অপদান (দুই খণ্ড)
১১. বুদ্ধবংশ
১২. চরিয়াপিটক
১৩. জাতক (ছয় খণ্ড)
১৪. মহানির্দেশ
১৫. চূলনির্দেশ
১৬. প্রতিসম্ভিদামার্গ
১৭. নেত্তিপ্রকরণ
১৮. মিলিন্দ-প্রশ্ন
১৯. পিটকোপদেশ

অভিধর্মপিটকে

- ধর্মসঙ্গণী
- বিভঙ্গ
- ধাতুকথা
- পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি
- কথাবত্থু
- যমক (তিন খণ্ড)
- পট্ঠান (পাঁচ খণ্ড)

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড)

জ্ঞাতব্য : সর্বশেষ ষষ্ঠ সঙ্গীতি অনুসারে পবিত্র ত্রিপিটকভুক্ত মোট ৫৯টি বইকে 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি' হতে মোট ২৫ খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করা হলো। পাঠকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে কোন খণ্ডে কোন গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো।]

পবিত্র ত্রিপিটক - প্রথম খণ্ড - পারাজিকা
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বিতীয় খণ্ড - পাচিত্তিয় ও মহাবর্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - তৃতীয় খণ্ড - চূলবর্গ ও পরিবার
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্থ খণ্ড - দীর্ঘনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চম খণ্ড - মধ্যমনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষষ্ঠ খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তম খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - নবম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (পঞ্চক ও ষষ্ঠক নিপাত)
পবিত্র ত্রিপিটক - দশম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - একাদশ খণ্ড - খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, সুত্তনিপাত, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, প্রেতকাহিনি
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাদশ খণ্ড - থেরগাথা, থেরীগাথা, বুদ্ধবংশ, চরিয়াপিটক
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োদশ খণ্ড - অপদান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্দশ খণ্ড - জাতক (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চদশ খণ্ড - জাতক (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষোড়শ খণ্ড - জাতক (পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তদশ খণ্ড - মহানির্দেশ ও চূলনির্দেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টাদশ খণ্ড - প্রতিসম্ভিদামার্গ ও নেত্তিপ্রকরণ
পবিত্র ত্রিপিটক - ঊনবিংশ খণ্ড - মিলিন্দ-প্রশ্ন ও পিটকোপদেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - বিংশ খণ্ড - ধর্মসঙ্গণী ও বিভঙ্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - একবিংশ খণ্ড - ধাতুকথা, পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি ও কথাবত্থু
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাবিংশ খণ্ড - যমক (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্বিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (পঞ্চম খণ্ড)

লও হে মোদের অঞ্জলি

পরম পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

এক পরম পুণ্যপুরুষের নাম। বিগত ২০১২ সালে
পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নিথর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু
বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে থাকলেও তাঁর আদর্শ ও বাণী
এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর।
তিনি আমাদের জীবনে, চলনে, বলনে, মননে ও আচরণে
চিরজাগরূক হয়ে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।
তিনি একজন আদর্শ স্বপ্নদ্রষ্টা।
তিনি স্বপ্ন দেখতেন, বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক
পবিত্র ত্রিপিটক একদিন বাংলায় অনূদিত হবে।
ভিক্ষু-গৃহী সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত উপদেশ মোতাবেক জীবনকে
চালিত করে পরম শান্তিময় দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করবে।
কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।
বিলম্বে হলেও আজ আমরা এই পরম পুণ্যপুরুষের
স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একে একে আমরা
সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে চাই।
দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে চাই বুদ্ধের অমৃতনির্ঝর অমিয় উপদেশবাণী।
আমরা এ কাজে সদ্ধর্মপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহী সকলের
আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আমাদের সকল কার্যক্রম—ত্রিপিটক অনুবাদ ও প্রকাশ—এই মহান
পুণ্যপুরুষের পবিত্র করকমলে—
পরম কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে নিবেদিত।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি

বাংলাদেশ

গ্র ন্থ সূ চি

দ্বিতীয় প্রকাশের নিবেদন

আপনারা সবাই জানেন বিগত ২৫ আগস্ট ২০১৭, রোজ শুক্রবার ত্রিপাসো বাংলাদেশ নতুন এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক (ত্রিপিটকের ৫৯টি বইকে মোট ২৫ খণ্ডে কম্বাইন্ড করে) প্রকাশ করেছিল। দিনটি বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাসে ছিল অবিস্মরণীয় গৌরবের এবং দুর্লভ অর্জনের। এক জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো, বাংলাদেশ 'এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হয়নি' এই অপবাদটি অপসৃত করেছে চিরতরে। ত্রিপাসো, বাংলাদেশ এই অনন্য কাজটি করার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সদ্ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনসাধারণকে ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা-উপদেশগুলো পরিপূর্ণ ও ভালোভাবে জানার, শেখার, অনুশীলন করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, অপরদিকে (বাংলা ভাষায়) বুদ্ধধর্ম বিষয়ে গবেষক ও বৌদ্ধ-দর্শন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুগণকে আরও বেশি করে বুদ্ধধর্মকে নিয়ে আলোচনা-গবেষণা করার অবারিত দ্বার খুলে দিয়েছে।

বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হওয়ার পর এদেশের আপামর জনসাধারণের মাঝে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক, গবেষক ও বিজ্ঞ পাঠকসমাজ কর্তৃক সমাদৃত হয় দারুণভাবে। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্তরের লোকজন পরম আগ্রহে বাংলা ত্রিপিটকের রয়েল সেট সংগ্রহ করতে থাকেন। কেবল বৌদ্ধরা নন, অনেক উচ্চ শিক্ষিত, মুক্ত-চিন্তাবিদ হিন্দু, মুসলমানেরাও ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে মনোযোগী হন। আর তাই তো মাত্র দশ দিনের মাথায় প্রথম সংস্করণের সব কপি শেষ হয়ে যায়। ফলে ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে আসা অনেককে মলিন মুখে, মনে অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। তারা আমাদের অতৃপ্তির কথা জানিয়ে পুনর্মুদ্রণ করার আকুল আহ্বান জানান, আর কবে নাগাদ পুনর্মুদ্রিত ত্রিপিটক পাবেন সেটি জানতে চান।

ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকসমাজের প্রত্যাশা ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে মাত্র এক মাসের ব্যবধানে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নিতে হলো। সত্যি কথা বলতে কী, পাঠকসমাজ কর্তৃক বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটকের প্রতি এই সমাদর ও আগ্রহ দেখে আমরাও আনন্দিত।

মধু মঙ্গল চাকমা
সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

নির্ধারিত সময়ের আগে প্রকাশনা প্রসঙ্গে

ত্রিপাসো, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এই প্রথম বাংলা ভাষায় একসঙ্গে সমগ্র ত্রিপিটককে প্রকাশ করার এক মহান পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সেই লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল ২০১৫ সালের একদম গোড়ার দিকে জানুয়ারি মাসে। আমরা লক্ষ্য স্থির করেছিলাম, ২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনে সমগ্র ত্রিপিটকটি মোড়ক উন্মোচনের মাধ্যমে প্রকাশ করবো এবং পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনটিকে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় করে রাখবো। এতদিন আমরা সেভাবেই প্রচার করে আসছিলাম।

কিন্তু, বেশ কয়েকটি কারণে আমরা নির্ধারিত সময়ের আগেই ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে **"পবিত্র ত্রিপিটক"** নামে ২৫ খণ্ডবিশিষ্ট সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এক. পবিত্র ত্রিপিটকের বেশ কিছু বইয়ের বাংলায় অনুবাদ ও পূর্বে অনূদিত বইগুলোর সম্পাদনা, প্রুফ রিডিং-এর কাজ শেষ করতে যত সময় লাগবে বলে আমরা ভেবেছিলাম আমাদের অভিজ্ঞ সম্পাদনা পরিষদ তার অনেক আগেই, অন্তত দেড় বছর আগে, দক্ষতার সঙ্গে কাজ শেষ করতে সক্ষম হয়েছে।

দুই. বই ছাপা ও বাইন্ডিং-এর কাজও অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে শেষ হয়েছে।

তিন. ত্রিপাসো-র সাধারণ সদস্য-সদস্যা, পবিত্র ত্রিপিটকের অগ্রিম গ্রাহক ও সমগ্র ত্রিপিটক পড়তে আগ্রহী এমন অনেক ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে একটা অনুযোগ একদম শুরু থেকেই ছিল যে, ত্রিপিটক প্রকাশনার তারিখটি এত দেরিতে কেন! তাদের সকলের আকুল অনুরোধ ছিল এই যে, সম্ভব হলে প্রকাশের তারিখটি এগিয়ে আনা হোক।

একদিকে অনুবাদ, সম্পাদনা, প্রুফ রিডিংসহ ছাপার কাজও যখন পুরোপুরি শেষ হয়েছে, আর অন্যদিকে আগ্রহী পাঠকরাও যখন ভগবান বুদ্ধের অমূল্য উপদেশবাণী সম্বলিত পবিত্র ত্রিপিটকটি হাতের কাছে পাবার ও পড়ে দেখার অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন, তখন আর দেরি কেন! কেন শুধু বসে বসে দীর্ঘ দেড়টি বছর অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকা! কথায় আছে : "শুভ কাজে দেরি করতে নেই।" তাই আমরাও দেরি না করে সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের তারিখটিকে এগিয়ে নিয়ে আসলাম। এতে করে আপনাদের সমগ্র ত্রিপিটক পাঠের শুভ সূচনা হোক! বুদ্ধজ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হোক প্রতিটি মানুষের জীবন!

"চিরং তিট্‌ঠতু বুদ্ধসাসনং!"

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

প্রকাশকের নিবেদন

ত্রিলোকশাস্তা মহাকারুণিক তথাগত ভগবান বুদ্ধ অনন্ত জ্ঞানের আধার। তাঁর প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম। এ ধর্ম জ্ঞানের ধর্ম, এ ধর্ম ত্যাগের ধর্ম। এক কথায় উচ্চমার্গীয় পণ্ডিত-বেদনীয় ধর্ম বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। অপরদিকে এই বিশ্বচরাচরে সত্ত্বগণের দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের একমাত্র ধর্মও বটে। আজ আড়াই হাজার বছর অধিককাল যাবত প্রতিরূপ দেশসহ বিশ্বের নানা দেশে এ ধর্ম প্রতিপালিত হয়ে আসছে। এ কর্মবাদী ও আচরণীয় ধর্মের অমূল্য ও অতুলনীয় নীতিশিক্ষাগুলো আপনাপন জীবনে অনুশীলন করে বহু মানুষ লৌকিক ও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান পেয়েছেন, এখনো পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও পাবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এরই ধারাবাহিকতায় এই পার্বত্যাঞ্চলের মহান আর্যপুরুষ সর্বজনপূজ্য সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তেও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান ও স্বাদ পেয়েছেন। এদেশের বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে ও নড়েবড়ে বৌদ্ধধর্মকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোতে পূজ্য বনভন্তের যে অতুলনীয় অবদান তা অনস্বীকার্য। তাঁর সেই অতুলনীয় অবদানের কথা এদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে অক্ষয় হয়ে লেখা থাকবে। সুদীর্ঘ কাল ধরে এদেশের বৌদ্ধদের মাঝে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার করে তিনি বিগত ৩০ জানুয়ারি ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে চুরানব্বই বছর বয়সে পরিনির্বাপিত হন। তিনি অকাল বলবো না তবে অকস্মাৎ পরিনির্বাণ লাভ করায় যে অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না।

আমরা জানি, বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তিস্তম্ভ হচ্ছে 'ত্রিপিটক'। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরব্যাপী দেবমানব তথা সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তথাগত বুদ্ধ যে অমিয় উপদেশবাণী—চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ—প্রচার করেছিলেন সে-সব নীতিশিক্ষা ও উপদেশবাণীর আকর গ্রন্থই হচ্ছে ত্রিপিটক। মূলত সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম এই তিনটি পিটককেই ত্রিপিটক বলা হয়। দুঃখমুক্তি নির্বাণপ্রদায়ক ধর্মকে জানতে হলে, বুঝতে হলে ত্রিপিটক শিক্ষা ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী বহুকাল আগে থেকে প্রয়োজনের তাগিদে পালি থেকে নিজ নিজ ভাষায় ত্রিপিটক

অনুবাদ করে বুদ্ধবাণীর চর্চা শুরু করেছিলেন। তাই প্রকৃত বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক পবিত্র ত্রিপিটক আজ বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত ও বহুলভাবে পঠিত ও পাঠক-নন্দিত।

আমরা জানি, পবিত্র ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ শুরু হয়েছে আজ থেকে শত বছর আগে। এ কাজে বহু সদ্ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উদ্যোগ লক্ষ করা গেছে। পবিত্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে *বৌদ্ধ মিশন প্রেস*, *যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাস্ট*, *ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড*সহ বহু প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে কিছু মহৎপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিগত ও সমন্বিত উদ্যোগে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এত কিছু উদ্যোগ সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এ দেশের মাটিতে শ্রাবকবুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের মতো মহান এক পুণ্যপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর পূতপবিত্র পুণ্যস্পর্শে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ দেশের বৌদ্ধসমাজে যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব! প্রকৃতির অমোঘ বিধান অনুযায়ী তাঁর সবাক উপস্থিতি এখন আর আমাদের মাঝে নেই। তাঁর নির্বাক নিথর পবিত্র দেহধাতুই শুধু আমাদের মাঝে পড়ে আছে। তিনি এখন অনুপাদিশেষ নির্বাণে পরিনির্বাপিত। কিন্তু তাঁর আশা জাগানীয়া স্বপ্নের বাণীগুলো এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তাঁর সুললিত উপদেশবাণীগুলো এখনো আমাদের বন্ধুর জীবন চলার পথে একমাত্র পাথেয় হয়ে আছে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় দিনরাত অবিশ্রান্তভাবে অঝোর ধারায় অমৃতোপম ধর্মবারি বর্ষণ করে লাখো মানুষকে সদ্ধর্মে সিক্ত করেছেন।

তিনি তাঁর ধর্মদেশনায় প্রায়ই কিছু আশা ও স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করতেন। তন্মধ্যে একটি হলো, সমগ্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। তিনি বলতেন, এতে করে সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত বুদ্ধের উপদেশবাণীগুলো পড়ার, জানার ও উপলব্ধি করার সুযোগ হবে এবং তদনুযায়ী আচরণ, প্রতিপালন ও কর্মসম্পাদন করে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে।

পূজ্য বনভন্তের সেই মহান আশা ও স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানের লক্ষ্যেই *ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ* নামে একটি ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় বিগত ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়িতে ২১ (একুশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠনের মাধ্যমে। এটি মূলত

সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের মাসিক ১০০/- টাকা হারে দেওয়া শ্রদ্ধাদান-নির্ভর একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এটির সদস্য সংখ্যা আট শতাধিক। এটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পিটকীয় বইগুলো বাংলায় অনুবাদ করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং সদ্ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। ত্রিপাসো প্রতিষ্ঠার পর থেকে খুব অল্প সময়ে ভিক্ষুসংঘ ও সর্বস্তরের সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ ব্যাপক সাড়া আমরা পেয়েছি তাতে আমরা যারপরনাই অভিভূত ও কৃতজ্ঞ।

আজ আমরা অতীব আনন্দিত যে সম্পাদনা পরিষদের নিরলস প্রচেষ্টায় দীর্ঘ কয়েক বছরের ব্যাপক প্রস্তুতির পর শেষ পর্যন্ত মহান বুদ্ধবাণীর আকর গ্রন্থ পুরো ত্রিপিটক এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় ছাপানোর কাজটা শুরু করতে পেরেছি। এর আগেও বেশ কয়েকবার মহান সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্‌যোগে পুরো ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশ করার কাজ শুরু করেও শেষ পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখেনি। আমরা খুব আশাবাদী যে আমাদের এবারের বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করার মহান এই কাজটি সকলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় সফলতার সাথে শেষ করতে পারবো। এবং এর মাধ্যমে বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে প্রকৃত বুদ্ধবাণীকে জানার, বুঝার ও উপলব্ধি করার অবারিত দ্বার উন্মোচিত হবে।

এবার একটু সোসাইটি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পাঠকদের অবগতির জন্য না বললেই নয়। এ সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় যার মহান স্বপ্ন ছিল এবং যাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ও প্রচেষ্টায় এতো বড় মহৎ পুণ্যকর্ম করার সুযোগ হয়েছে তন্মধ্যে আমি প্রথমে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনার স্বপ্নদ্রষ্টা ও সকলের কল্যাণমিত্র পরম পূজ্য বনভন্তেকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এরপর সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য ও পূজ্য বনভন্তের একান্ত আদর্শিক শিষ্য শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তেকে শ্রদ্ধাভিনন্দন ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ তিনিই মূলত ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে বর্ষাবাস পালনের উদ্দেশ্যে রাংগাপানিছড়া শান্তিগিরি বনভাবনা কুটিরে আসেন এবং বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তেকে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনা বিষয়ে তাঁর সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন। আমরা বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের কতিপয় সদস্য শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তের মারফত বিষয়টি অবগত হই এবং শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তের সাথে দেখা করি। সাক্ষাতে তিনি সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং সাংগঠনিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থের

উৎসসহ যাবতীয় বিষয়ে যৌক্তিক ধারণা উপস্থাপন করেন এবং এ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবির ও শ্রদ্ধেয় বিধুর মহাস্থবির ভন্তের সদিচ্ছা রয়েছে এবং সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তের আত্মপ্রত্যয়ী মনের দৃঢ়তা ও ঐকান্তিক সদিচ্ছা আমাদের সবাইকে ভীষণভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। ফলে এ মহৎ মানবকল্যাণকর পুণ্যকর্মের সুযোগ হাতছাড়া করা সঙ্গত হবে না মনে করে সকলের মতৈক্যের ভিত্তিতে শ্রদ্ধেয় ভন্তের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ও দিকনির্দেশনায় ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। আমি শ্রদ্ধেয় ভন্তের এ মহতী উদ্যোগ ও কুশলকর্মের প্রচেষ্টাকে সোসাইটির সকল সদস্যের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাচিত্তে সাধুবাদ জানাই এবং ব্রহ্মচর্য জীবনের সফলতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এ ছাড়াও সম্পাদনা পরিষদের যে সকল শ্রদ্ধাভাজন ভিক্ষুসংঘ নিরলসভাবে ও একান্ত অধ্যবসায়ের সাথে প্রকাশনার কার্যক্রমে মূখ্য ভূমিকা পালন করে ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রেখেছেন বা রেখে যাচ্ছেন তাঁরা বৌদ্ধজাতির ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। আমি তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সোসাইটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে দেশ-বিদেশ হতে যে সকল ধর্মানুরাগী বৌদ্ধ জনসাধারণ সোসাইটির সদস্যভুক্ত হয়ে কিংবা দাতা হিসেবে এককালীন অর্থ সহায়তা দিয়ে সোসাইটির কার্যক্রমকে বেগবান করেছেন আমি তাঁদের এ মহান ত্যাগ ও পুণ্যকর্মের চেতনাকে সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমি বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনার মাধ্যমে সকলের ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু ও ধর্মবোধ উৎপন্ন হয়ে কোনো এক জন্মে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ হোক, এ প্রার্থনা করছি।

নিবেদক

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদের বক্তব্য

'ত্রিপিটক' হলো বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের নাম। পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে ত্রিপিটকের পরিসর যথেষ্ট ব্যাপক ও বিশাল। ত্রিলোকশাস্তা ভগবান বুদ্ধ সত্ত্বগণের হিত ও কল্যাণে যে বাণী প্রচার করেছিলেন, তারই সমন্বিত রূপ হলো ত্রিপিটক। মোটকথা, ভগবান বুদ্ধের বাণী ও নির্দেশনার পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ হলো ত্রিপিটক। এ ত্রিপিটক বুদ্ধের উপদেশ, কথোপকথন, বচন, উপাখ্যান, বিধান প্রভৃতি বিষয়ক পরিপূর্ণ এক বিশাল শাস্ত্রবিশেষ।

'ত্রিপিটক'-এর আভিধানিক অর্থ হলো পেটিকা, ঝুড়ি, ভাণ্ডার, ধারণপাত্র, আধার। বৌদ্ধসাহিত্যে পিটক শব্দ অর্থ এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—বুদ্ধের দেশনা বা ধর্ম-দর্শন যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে, তা-ই পিটক। ত্রিপিটক মানে তিনটি পিটক। বুদ্ধের বিনয় বা নীতিমালা-বিষয়ক নির্দেশনার আধারকে বলা হয় বিনয়পিটক। সূত্র-বিষয়ক উপদেশের আধারকে বলা হয় সূত্রপিটক। পরমার্থ-বিষয়ক দেশনার আধারকে বলা হয় অভিধর্মপিটক। এই তিনটি পিটকের সমন্বিত সমাহারের নাম ত্রিপিটক। বলা বাহুল্য যে, প্রথম ধর্মসঙ্গীতি (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৫ অব্দে) ও দ্বিতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে (খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে) ত্রিপিটক নামের সূচনা হয়নি। তখন 'ধর্ম-বিনয়' নামে অভিহিত করা হয়েছিল। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দুইশত ছত্রিশ বছর পর খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে 'ধর্ম-বিনয়কে' পিটকানুসারে 'ত্রিপিটক' নামকরণ করা হয়।

তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতি বুদ্ধধর্মের ইতিহাসে অনন্য মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। এ সঙ্গীতির মাধ্যমে যেমনি বুদ্ধবচনকে (ধর্ম-বিনয়কে) ত্রিপিটকরূপে আখ্যায়িত করা হয়, তেমন বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষা করার স্তম্ভও নির্মিত হয় সুদৃঢ়ভাবে। সঙ্গীতি সমাপ্তিলগ্নে সঙ্গীতিতে অংশগ্রহণকারী অর্হৎ ভিক্ষুগণ দেখতে পান বিধর্মীর কবলে পড়ে বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসন ভারতবর্ষ হতে তিরোহিত হবে একদিন। বুদ্ধের শাসনদরদী সঙ্গীতির সভাপতি মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবির সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষাকল্পে সম্রাট অশোককে দেশ-বিদেশে ভিক্ষু প্রেরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। স্থবিরের অনুরোধে অশোক ভারতবর্ষ ও এর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে ধর্মদূত হিসেবে

বিশিষ্ট ভিক্ষুদের প্রেরণ করেন সুপরিকল্পিতভাবে। যেসব স্থানে ভিক্ষু প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে কাশ্মীর, গান্ধার, মহারাষ্ট্র, সুবর্ণভূমি (বর্তমানে মায়ানমার ও থাইল্যান্ড), সিংহলদ্বীপ (বর্তমানে শ্রীলংকা) এবং মধ্য-এশিয়ার দেশসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সময় সম্রাট অশোকপুত্র ভিক্ষু মহিন্দকে শ্রীলংকায় প্রেরণ করা হয়। 'সম্রাট অশোকের পুত্র-কন্যা যথাক্রমে থের মহিন্দ ও থেরী সংঘমিত্রা কর্তৃক প্রথম ত্রিপিটক শ্রীলংকায় নীত হয়। এভাবে ক্রমে ত্রিপিটক দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া, সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ৬)

চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি আগ পর্যন্ত বুদ্ধের বাণীর আধার 'ত্রিপিটক' পুস্তক আকারে সংকলিত হয়নি। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে শ্রীলংকার ধর্মপ্রাণ নৃপতি বট্টগামনী অভয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীলংকায় চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সঙ্গীতিতে সমগ্র ত্রিপিটক ও এর অর্থকথা তালপত্র ও ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ বুদ্ধের বাণীর আধার ত্রিপিটক প্রথম পুস্তক আকারে সংকলিত করা হয়। এতদিন যেই ত্রিপিটক শ্রুতিধর পণ্ডিত ভিক্ষুগণের মাঝে গুরু-শিষ্যপরম্পরায় স্মৃতিতে বা মুখে মুখে ছিল, এ সঙ্গীতিতে সেই ত্রিপিটক লেখ্যরূপ পায়। ইহাই (থেরবাদীদের) বর্তমান ত্রিপিটক।

ত্রিপিটক কেবল বৌদ্ধদের নিকট নিখাদ একটি ধর্মীয় গ্রন্থ (বা গ্রন্থের সম্ভার) নয়। এটির জ্ঞানগর্ভ এবং সর্বজনীন বিষয়বস্তুর কারণে সর্বদেশে ও সর্বজনের অনুসন্ধিৎসু মনকে আলোড়িত করে, পুলকিত এবং নিবৃতও করে। বিশ্বের বিবেকবান, যুক্তিবাদী ও সত্য অনুসন্ধানী মানুষের হৃদয় জয় করে নেয় এ ত্রিপিটক। ক্রমেই ত্রিপিটক (ভারতবর্ষ অতিক্রম করে) এশিয়া ও প্রাচ্যের বহুদেশে গিয়ে পৌঁছে। বৌদ্ধপ্রধান দেশের ভাষায় যেমন—সিংহলী, বার্মিজ, থাই, চীনা, কম্পোডীয়, তিব্বতী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয় (মূল পালি ত্রিপিটক)। অনেক উৎসুক ও সত্যসন্ধানী ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ড. ফৌসবল প্রথম ল্যাটিন ভাষায় ধর্মপদ অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। উনিশ শতকের শেষভাগে সিংহলী ত্রিপিটক প্রথম ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়। অধ্যাপক টি. ডব্লিউ রীস ডেভিডস্ (Prof. T.W. Rhys Davids) ১৮৮১ সালে লন্ডনে 'পালি টেক্সট সোসাইটি' গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই পালি টেক্সট সোসাইটি থেকে ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করা হয়। তখন ইউরোপ-আমেরিকার অসংখ্য পাঠকসহ বিশ্বের পাঠকসমাজ ত্রিপিটক

সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করেন। 'এই মহৎ ও সুকঠিন কাজটি সুসম্পন্ন করতে রীস ডেভিডস্-এর সহধর্মিনীসহ বহু মনীষী নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। এসব মনীষীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—E.B. Cowell, Flusball, Alexander David Neill, W. Montgomery, Prof. Lamam Foucaux, Abel Remusat, Sylvain Levi, E.B. Muller, J.E. Ellam, Childers, Dr. Paulcarus, Karl Neumann, Oldenburg, Hapkin.' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ১০৯)। এর সমসাময়িককালে ত্রিপিটকের অনেক গ্রন্থ জার্মান, ফ্রান্স, রুশ ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়।

বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক অনুবাদের ইতিহাস কিছুতেই সুদীর্ঘকালের বলা যাবে না। উনিশ শতকের দিকে বুদ্ধের বাণীর আধার এই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা শুরু হয়। বিশেষত অগ্রমহাপণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহান ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের এক মহাউদ্যোগ হাতে নেন ১৯৩০ সালে। তিনি এই বছর রেঙ্গুনে 'বৌদ্ধ মিশন প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। আর বাংলায় অনূদিত ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো প্রকাশ করার জন্য একে একে 'যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাষ্ট', 'রাজেন্দ্র ত্রিপিটক প্রকাশনী' গঠিত হয়। প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের সেই উদ্যোগের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলায় ত্রিপিটক অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পালি অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া এমএ, ডি-লিট লন্ডন; পণ্ডিত প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, ধর্মতিলক স্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, শ্রীজ্যোতিপাল স্থবির প্রমুখ সদ্ধর্মহিতৈষীগণ। ১৯৩৪ সালে শ্রীধর্মতিলক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'বুদ্ধবংশ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। ১৯৩৫ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'থেরগাথা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আর ১৯৩৭ সালে প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত বিনয়পিটকের 'মহাবর্গ' গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। গ্রন্থটি ছাপানোর ব্যয়ভার বহন করে 'যোগেন্দ্র-রূপলীবালা ট্রাষ্ট'। ১৯৪০ সালে ড. বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত 'মধ্যমনিকায় - প্রথম খণ্ড' উক্ত ট্রাষ্ট হতে প্রকাশিত হয়। বলে রাখা দরকার, ইতিপূর্বে ১৯২৯ সালে ঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ৬ খণ্ড জাতক বাংলায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেসের বিশেষ ক্ষতি সাধন হয়। ফলশ্রুতিতে কিছুসংখ্যক ত্রিপিটকের গ্রন্থ প্রকাশের পর অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের মহা উদ্যোগ শেষ হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বরেণ্য ভিক্ষু ও বিদ্বজ্জনের উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু গ্রন্থ বিচ্ছিন্নভাবে বাংলায় অনূদিত হতে থাকে। এ পর্বে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তাঁরা হলেন—ভিক্ষু শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত মহাথের, জ্যোতিপাল মহাথের, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, ড. সুকোমল চৌধুরী, ড. আশা দাস, ডা. সীতাংশু বড়ুয়া, অধ্যাপক সুকোমল চৌধুরী প্রমুখ। তারপরও বেশ কিছু পিটকীয় গ্রন্থ বাংলায় অননূদিত থেকে যায়।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লোকোত্তর জ্ঞানের বৈভবে ঋদ্ধ, মহামানব পরম পূজ্য বনভন্তের পবিত্র সান্নিধ্যে পার্বত্যাঞ্চলের বৌদ্ধসমাজ খুঁজে পায় মৌলিক বুদ্ধধর্মের পুনরুত্থান বা পুনর্জাগরণ। এতদঞ্চলে রচিত হয় বুদ্ধধর্মের এক নতুন অধ্যায়, নতুন ইতিহাস। শুধু পার্বত্যাঞ্চলে নয়, গোটা বাংলাদেশের বৌদ্ধসমাজে তাঁর এ পুনর্জাগরণের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রাণসঞ্চারী সদ্ধর্ম প্রচারের ফলে পার্বত্যাঞ্চলে যেন বুদ্ধযুগের আবহ সৃষ্টি হয়। সদ্ধর্ম পুনর্জাগরণের মহাযোগী বনভন্তের সদ্ধর্ম প্রচার ও বুদ্ধের শাসন রক্ষা, শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চিন্তা-চেতনা, পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য, পদক্ষেপ গ্রহণ করা অকল্পনীয়। তাঁর সেই পদক্ষেপের গৌরবোজ্জ্বল প্রতিটি অধ্যায় অনন্য দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হতে থাকে নানারূপে, নানারঙে। এসব অধ্যায়ের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো, ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করা। আর সেগুলো ছাপানোর জন্য রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করা। পূজ্য বনভন্তের সেই পদক্ষেপ বা পরিকল্পনাকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করতে রাজবন বিহারের ভিক্ষুসংঘ 'বনভন্তে প্রকাশনী' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গঠন করে ১৯৯৯ সালের জুন মাসে। সংস্থার ফান্ড বৃদ্ধির জন্য একই বছরের ২৬ জুনে 'উৎসর্গ ও সূত্র' নামে ভিক্ষু-গৃহীদের ব্যবহারিক ধর্মীয় কর্তব্য সন্নিশ্রিত ছোট্ট পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। আর এভাবেই শুরু হয় বনভন্তে প্রকাশনীর পথচলা। এরপর ২০০৩ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশ করা হয় পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের অনূদিত বিনয়পিটকীয় গ্রন্থ 'চূলবর্গ' গ্রন্থটি। এর পরে আরও বহু পিটকীয় ও সংকলিত বই বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশিত হয়।

ইতিপূর্বে বুদ্ধের শাসনদরদী শ্রাবকবুদ্ধ পূজ্য বনভন্তে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করার লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও শ্রীলংকায় পালি বিষয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে দিয়ে 'মহাসতিপট্‌ঠান সুত্ত অট্‌ঠকথা' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নেন ২০০১ সালে। একই বছরের ৪ মার্চে রাজবন

বিহার উপাসক-উপাসিকা পরিষদ কর্তৃক সেটা প্রকাশিত হয়। পূজ্য বনভন্তে তাঁর সেই লালিত স্বপ্নকে পূরণ করা সহজতর করতে রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন শিষ্যদেরকে। এবার রাজবন বিহারে প্রেস প্রতিষ্ঠার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। আর প্রতিষ্ঠা করা হলো 'রাজবন অফসেট প্রেস'। ২০০৪ সালের ২৯ জুলাই, রোজ মঙ্গলবার পূজ্য বনভন্তে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। ২০০৫ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া কর্তৃক অনূদিত 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (চতুর্থ খণ্ড) প্রকাশ করা হয়। আর গ্রন্থটিও মুদ্রিত হয় রাজবন অফসেট প্রেস হতে।

এ সময় পরম পূজ্য বনভন্তে প্রায়ই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতেন। তিনি বলেন, আমি এতদঞ্চলে বুদ্ধের শাসন উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুরক্ষা করতে চাচ্ছি। তজ্জন্য পুরো ত্রিপিটক শাস্ত্র রাজবন বিহারে সংগ্রহ করে রেখেছি। আর সেগুলো বাংলায় অনুবাদ করার দিকে জোর দিচ্ছি। ত্রিপিটক ছাড়া বুদ্ধের শাসন সুরক্ষা করা সম্ভব নয়। আন্দাজ করে বুদ্ধধর্ম আচরণ করা যায় না। এ দেশে ত্রিপিটকশাস্ত্র বাংলায় অনুবাদ করে সহজলভ্য করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এ কাজের জন্য একটি শক্তিশালী লেখক তথা অনুবাদক গোষ্ঠী গড়ে তোলা অপরিহার্য। তিনি আমাদেরকে (শিষ্যদেরকে) লক্ষ করে বলেন, তোমরা পালি শিক্ষা কর, ত্রিপিটক শিক্ষা কর। অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করতে পালি শিক্ষা কর।

গুরুভন্তের মুখ হতে এমন অনুপ্রেরণাময়, অনাবিল সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ বাক্য শুনে কিছুসংখ্যক শিষ্য পালি শিক্ষা করতে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত হয় দারুণভাবে। তারা ব্যক্তিগতভাবে পালি শিক্ষা করতে উদ্যোগী হন। তাদের সেই উদ্যোগ পূজ্য বনভন্তের কাছে নিবেদন করলে বুদ্ধশাসন হিতৈষী ভন্তে বেশ প্রীত হন। তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ প্রদান করে অনুমতি প্রদান করেন। এবার তারা ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরোর কাছে পালি শিক্ষা করা আরম্ভ করলেন। কয়েক বছর ধরে গভীর আগ্রহে পালি শিক্ষা করার পর তারা একটা ভালো পর্যায়ে পৌঁছুতে সমর্থ হন। অন্যদিকে ২০০৬ সালে রাজবন বিহারে পালি শিক্ষা করার এক সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো বনভন্তের উৎসাহপূর্ণ দেশনায় উজ্জীবিত ভিক্ষুগণের প্রচেষ্টায়। পূজ্য বনভন্তের অনুমোদন ও আশীর্বাদ পেয়ে তারা বহু গ্রন্থপ্রণেতা এবং পালি ভাষায় অভিজ্ঞ ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে রাজবন বিহারে এসে পালি শিক্ষা

দিতে বিনীত অনুরোধ জানান। মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তের এই ঐকান্তিক সদিচ্ছা, আগ্রহ ও আশীর্বাদের কথা শুনে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরও শাসনদরদী চিত্তে এগিয়ে আসেন। তিনি ২০০৬ সালের বর্ষাবাস রাজবন বিহারে যাপন করে ৩৫ জনের অধিক ভিক্ষু-শ্রামণকে পালি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তবে শিক্ষা গ্রহণের মাঝখানে অনেক চড়াই-উতরাই পাড়ি দিতে গিয়ে প্রায় শিক্ষার্থীই শিক্ষার কার্যক্রম হতে ঝড়ে পড়েন। মাত্র ৭/৮ জনের মতো ভিক্ষু শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। তারা পালি ভাষা অর্জনের মোটামুটি একটা ভালো পর্যায়ে উপনীত হন ২০০৯ সালের প্রথমদিকে।

সুখের বিষয়, পালি শিক্ষা গ্রহণের পর পূজ্য বনভন্তের সেই শিষ্যগণ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ২০০৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে করুণাবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পাচিত্তিয়' বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজকে উপহার দেন। একই বছরের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পারাজিকা' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকের হাতে অর্পণ করেন। আর বছরের শেষের দিকে প্রবারণা পূর্ণিমা তিথিতে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ১ম খণ্ড' এবং ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ২য় খণ্ড' বাংলায় অনুবাদ করে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের নিজকে একটা অনন্য স্থানে অধিষ্ঠিত করেন। অপরদিকে ২০০৮ সালের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু সূত্রপিটকের 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (পঞ্চম নিপাত) বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করেন। ২০১০ সালের পূজ্য বনভন্তের ৯১তম দিনে 'সংযুক্তনিকায়, স্কন্ধ-বর্গ' গ্রন্থটি বাংলায় অনূদিত হয়। অনুবাদ করেন ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, সুমন ভিক্ষু, আদিকল্যাণ ভিক্ষু, সীবক শ্রামণ যৌথভাবে। এই পিটকীয় গ্রন্থ সবই রাজবন অফসেট প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। এভাবেই পূজ্য বনভন্তের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়ার অনুপম সদিচ্ছা বাস্তবায়নে তাঁর শিষ্যগণ দৃঢ়প্রত্যায়ী হয়ে এগিয়ে আসেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় একের পর এক অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ হতে থাকে। বলে রাখা দরকার, বনভন্তের শিষ্যদের এ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার মহৎ কাজ দেখে পালি শিক্ষায় সমৃদ্ধ সদ্ধর্মশাসন অনুরাগী ভিক্ষুরাও এ কাজে আগ্রহশীল হয়ে উঠেন।

মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তে বিগত ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে

থাকলেও তাঁর আদর্শ, বাণী এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক, মহান স্বপ্নদ্রষ্টা ও অপরিসীম প্রেরণার উৎস। আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় তিনি চিরঞ্জীব, চির অম্লান। জগদ্দুর্লভ এ মহাপুরুষের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজে সহজলভ্য করার স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানকল্পে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা। বনভন্তের শিষ্যসংঘের মধ্য থেকে কতিপয় চিন্তাশীল, শাসনহিতৈষী, সাহিত্যানুরাগী ভিক্ষু এবং সচেতন ধর্মপিপাসু ও জ্ঞানান্বেষী দায়ক-দায়িকাবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয় এ প্রকাশনা সংস্থাটি। সংস্থার অন্যতম একটা লক্ষ্য হচ্ছে পূজ্য বনভন্তের শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থ বঙ্গানুবাদের কাজে ব্রতী হয়েছেন, তাদের অনূদিত গ্রন্থসমূহ একটি সুনির্দিষ্ট প্রকাশনা হতে প্রকাশ করার সুব্যবস্থা করা। সংস্থার বিশ্বাস, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এখনো অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ কয়েক বছরে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার পর পরই সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার কাজে নেমে পড়ে। ২০১৩ সালে শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত 'উদান' গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশ এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'মহানির্দেশ' গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে সোসাইটির অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। এরপর ২০১৪ সালের অক্টোবরে করুণাবংশ ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'অপদান' (প্রথম খণ্ড) ও 'অপদান' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থ দুটি ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় খুদ্দকনিকায়ের 'চূলনির্দেশ' গ্রন্থটি। এ গ্রন্থের যৌথ অনুবাদক হলেন : ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু। ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ এভাবে একের পর এক পিটকীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিয়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সোসাইটির এই প্রকাশনা কার্যক্রম বৌদ্ধসমাজের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যানুরাগী, সচেতন ও সদ্ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের কাছে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। তারা ক্রমেই সোসাইটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদেরকে বুদ্ধশাসন ও সদ্ধর্ম সুরক্ষার দুর্লভ কার্যক্রমে নিয়োজিত করতে থাকেন। অন্যদিকে সোসাইটির সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও পূজ্য

বনভন্তের যেসব শিষ্য পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদে নিয়ত তারাও সোসাইটির ছত্রতলে এসে প্রবল আগ্রহ আর নিষ্ঠার সাথে অনুবাদের কাজে যোগ দেন। এ রকম সমন্বিত প্রয়াস ও সুপরিকল্পনা-মাফিক অনুবাদকাজের ফলে মূল ত্রিপিটকের সমস্ত গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হবার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছায় কয়েক বছরের মধ্যে।

এবার ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ পরম পূজ্য বনভন্তের লালিত স্বপ্ন সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সময় নির্ধারণ করে। নির্ধারিত সময়টি হলো, ২০১৯ সালের পূজ্য বনভন্তের ১০০তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপাসো পক্ষ থেকে এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক 'পবিত্র ত্রিপিটিক' নামে প্রকাশ করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ, মহান ও পবিত্র কাজটি সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য ত্রিপাসো-এর সম্পাদনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ হতে দক্ষ, অভিজ্ঞ সদস্য নিয়ে 'বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা কমিটি' নামে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে।

তারই প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ৩০ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের ৫ম পরিনির্বাণ দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে মহান ত্রিপিটকের গ্রন্থ ছাপানোর কাজ শুভ উদ্বোধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ত্রিপাসো-এর পক্ষ হয়ে এ মহান কাজের শুভ উদ্বোধন করেন বনভন্তের শিষ্যসংঘের প্রধান ও রাজবন বিহারের আবাসিক প্রধান এবং ত্রিপাসো-এর উপদেষ্টা পরিষদের আহবায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির, আর চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়।

সমগ্র ত্রিপিটকের মোট ৫৯টি গ্রন্থকে মাত্র ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে রয়েল সেট আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সর্বদিক বিবেচনা করে। ত্রিপিটকের মতো বিশাল গ্রন্থের সমাহার প্রকাশনা ও সম্পাদনা করা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ, আর শ্রমসাধ্য তো বটেই। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য অভিজ্ঞতার যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি রয়েছে মহামূল্যবান শ্রমদান ও ন্যায়-নিষ্ঠ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়ার অপরিসীম ধৈর্য ও কষ্ট-সহিষ্ণু মনোবৃত্তিরও। আমরা এ প্রকাশনা এবং সম্পাদনার কাজ সুন্দর, আকর্ষণীয় ও পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য করে তুলতে অনেক খ্যাতিমান লেখক, সাহিত্যিকের সাথে আলোচনা করেছি। তাদের সুপরামর্শ ও যৌক্তিক অভিমতগুলো গ্রহণ করেছি। অন্যদিকে পিটকীয় গ্রন্থের অনেক অনুবাদকের সাথেও যোগাযোগ করেছি। তারা প্রত্যেকে নিঃশর্তভাবে

আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তজ্জন্য আমরা সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলায় অনূদিত পিটকীয় বইগুলোর অধিকাংশ আজ থেকে বহু বছর আগে অনুবাদ করা। বইগুলো প্রুফ দেখাসহ সম্পাদনা করতে গিয়ে আমরা পূর্বপ্রকাশিত (পিটকীয়) গ্রন্থের বানানরীতিতে পরিবর্তন এনেছি। বর্তমান পাঠকবৃন্দের যাতে সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হয় সেই লক্ষ্যে এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। আর বাংলা একাডেমির আধুনিক 'প্রমিত বাংলা বানানরীতি' মেনেই এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। অনুবাদকগণ বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর ভিন্ন ভিন্ন বানান ব্যবহার করেছেন। বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর বানানের এই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য আমরা বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দের বানানরীতি প্রণয়ন করেছি এবং সেই বানানরীতিই আমরা ব্যবহার করেছি। তাই কিছু কিছু বৌদ্ধ পরিভাষার বানানেও পরিবর্তন এনেছি। আমাদের এই পরিবর্তন আধুনিক বাংলা ব্যাকরণরীতি এবং অর্থগত দিকের সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের এ কাজটি অনেকের কাছে যথেষ্ট সাহসীও মনে হতে পারে। আসল কথা হলো, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি মূলানুবাদের ভাষা অবিকৃত রেখে অধিকতর আধুনিক ও যুগোপযোগী করার। এতগুলো বইয়ের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকাশনার কাজে দুয়েকটি ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যদিও আমরা সেটা না করতে যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। নির্ভুল, সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রকাশনার মাধ্যমে পাঠকসমাজকে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক উপহার দেয়ার মানসে নিরলসভাবে কাজ করেছি আমরা। তারপরও অনিচ্ছাকৃত ভুল-প্রমাদ রয়ে গেলে, সেগুলো উদার চিত্তে গ্রহণ করার আহ্বান রইল। সমগ্র ত্রিপিটক এই প্রথম বাংলায় প্রকাশনার এ মহতী ও বিশাল কর্মকাণ্ডে, বিশেষত প্রুফ রিডিংসহ বিভিন্ন কাজে আমাদেরকে যাঁরা আন্তরিকভাবে কায়িক-বাচনিক ও আর্থিক সহায়তা করেছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ।

এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো একদিকে যেমন পরম পূজ্য বনভন্তের সেই লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে দিতে সমর্থ হলো, অন্যদিকে এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক অনূদিত হয়নি, এ লজ্জাজনক উক্তি ঘুচিয়ে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করলো বলে আমরা মনে করি। এ মহতী পুণ্যময় কার্য সমাধা করে ত্রিপাসো কেবল আমাদের পরম কল্যাণমিত্র মহাগুরু বনভন্তের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনই করলো না, এতদঞ্চলে প্রকৃত বুদ্ধবাণীর প্রচার, প্রসার ও চিরস্থায়ী করার

সুযোগ সৃষ্টি করে দিলো। ত্রিপাসো-এর পরবর্তী লক্ষ্য, মূল পিটকের বাইরে অট্‌ঠকথা ও টীকা-অনুটীকাসমূহ বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। আর এসব গ্রন্থ প্রজন্মপরম্পরা সহজলভ্য করার তাগিদে কাজ করা।

নিবেদক
সম্পাদনা পরিষদ
ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
১৯ জানুয়ারি ২০১৬

খুদ্দকনিকায়ে

জাতক

অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের বৃত্তান্ত
ফৌসবোল-সম্পাদিত জাতকার্থবর্ণনা-নামক মূল পালিগ্রন্থ হইতে

(পঞ্চম খণ্ড)

শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষ
কর্তৃক অনূদিত

পুনর্মুদ্রণ : বৈশাখ—১৩৮৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ : মাঘ—১৩৯১
তৃতীয় মুদ্রণ : মাঘ—১৪০৪
চতুর্থ মুদ্রণ : বৈশাখ—১৪০৬

প্রকাশক :
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ টেমার লেন
কলকাতা-৯

পরমারাধ্যা মাতৃদেবী কালীতারার উদ্দেশ্যে

উৎসর্গ-পত্র

মাতঃ,

আপনি ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই পিতাকে হারাইয়া এবং শেষে পতিপুত্রাদির অকালমৃত্যুবশতঃ দারুণ শোক পাইয়া সারাজীবন দুঃখেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন; কিন্তু ক্ষণৈকের জন্যও কাহারও নিকট নিজের দৈন্যদৌর্ব্বল্য প্রকাশ করেন নাই—অদম্য তেজের সহিত নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া ভবযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। এখন আমারও জীবন-সন্ধ্যা সমাগতা। যখনই আমি নিজের অতীত জীবনের কথা ভাবি, তখনই মনে হয়, আপনার আদর্শ চরিত্রের কণামাত্র লাভ করিতে পারিলে আমি ধন্য হইতাম।

বৈধব্যাবস্থায় আমার শিক্ষাবিধানের জন্য আপনি যে উৎকণ্ঠা ভোগ করিয়াছিলেন এবং যেরূপে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে এখনও অশ্রুসংবরণ করিতে পারি না। সেই শিক্ষার নিদর্শনস্বরূপ আমার বহুশ্রমসম্পাদিত জাতকের এই পঞ্চম খণ্ড আপনার পবিত্র নামে উৎসর্গ করিলাম। ভগবান করুন, অধম সন্তানের এই ভক্তিদত্তোপহার পাইয়া আপনার স্বর্গীয় আত্মার যেন কথঞ্চিৎ তৃপ্তি সাধিত হয়।

বিজ্ঞাপন

এই খণ্ডের ১ম হইতে ১৪৪ম পৃষ্ঠা কলিকাতার ‘হেয়ার প্রেস’ নামক মুদ্রাযন্ত্রে এবং অবশিষ্টাংশ ‘এশিয়ান প্রেস’ নামক মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। মুদ্রণের উৎকর্ষ-সম্বন্ধে কোন যন্ত্রের কতদূর কৃতিত্ব, পাঠকেরাই তাহার বিচার করিবেন।

অশুদ্ধি-সংশোধনের জন্য একটী তালিকা দিলাম। ইহা দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট অংশগুলি অগ্রেই সংশোধন করিয়া লইলে পাঠের সুবিধা হইবে।

কলিকাতা
১৫ই ভাদ্র, ১৩৩৪ **শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ**

ক্রোড়-পত্র

উন্মাদয়ন্তী-জাতকের (৫২৭) আখ্যায়িকা জাতকমালায় (১৩) এবং কথাসরিৎ-সাগরেও (৯১-ম তরঙ্গ) দেখা যায়। কথাসরিৎ-সাগরে রাজার নাম যশোধন, সেনাপতির নাম বলধর এবং নায়িকার নাম উন্মাদিনী। যশোধন কামানলে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি উন্মাদিনীকে গ্রহণ করেন নাই।

পালি সাহিত্যে সুজম্পতি (ইন্দ্র) এবং সহম্পতি (মহাব্রহ্মা) এই দুইটি শব্দ দেখা যায়। উদীচৎ বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্যে এই শব্দ দুইটী যথাক্রমে সুজাম্পতি ও সহাম্পতি। ইহাদের উৎপত্তি নির্ণয় করা কঠিন। পালি পণ্ডিতদিগের মতে 'সুজা' ইন্দ্রের পত্নীর নাম; কিন্তু 'সহ' বা 'সহা' কি? বেদে 'সুজা' শব্দ যজ্ঞে ব্যবহৃত চমসবিশেষের নাম। যজ্ঞে ব্যবহৃত অনেক দ্রব্যে দেবত্ব আরোপতি হইত। অতএব 'সুজম্পতি' বা 'সুজাম্পতি' শব্দের এইরূপে উৎপত্তি হইয়াছে কি না, তাহা বিবেচ্য। 'সহম্পতি' বা 'সহাম্পতি', বোধ হয়, 'স্বধা' কিংবা 'স্বাহা' শব্দজ।

সূচিপত্র

খুদ্দকনিকায়ে জাতক (পঞ্চম খণ্ড)

ত্রিংশতি নিপাত

চত্বারিংশন্নিপাত

পঞ্চাশন্নিপাত

ষষ্টি নিপাত

সপ্ততি নিপাত

অশীতি নিপাত

খুদ্দকনিকায়ে

জাতক

ত্রিংশতি নিপাত

৫১১. কিংছন্দো-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে পোষধকর্ম্মসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন বহু উপাসক ও উপাসিকা পোষধ গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মসভায় গিয়া উপবেশন করিলে শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'উপাসকগণ, তোমরা পোষধ গ্রহণ করিয়াছ কি?' তাঁহারা উত্তর দিলেন, 'হাঁ ভদন্ত; আমরা পোষধী।' ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, 'তোমরা পোষধী হইয়া অতি উত্তম কাজ করিয়াছ। পুরাকালে লোকে অর্দ্ধ পোষধমাত্র পালন করিয়া তাহার ফলে মহাযশস্বী হইয়াছিলেন।' অনন্তর উপাসকদিগের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

*   *   *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত যথাধর্ম্ম রাজ্য শাসন করিতেন। তিনি সদ্ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং অপ্রমত্তভাবে শীলরক্ষা ও পোষধ পালন করিতেন। তিনি অমাত্যাদি অন্য সকলকেও দানাদি পুণ্যকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পুরোহিত উৎকোচগ্রাহী ও অবিচারক ছিলেন এবং লোকের অসমক্ষে তাহাদের নিন্দা করিয়া বেড়াইতেন।[১] একদা পোষধের দিন রাজা অমাত্যাদি সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'তোমরা অদ্য পোষধী হইও।' কিন্তু পুরোহিত পোষধ গ্রহণ করিলেন না; তিনি সমস্ত দিন উৎকোচ গ্রহণ করিলেন এবং অবিচার করিয়া অন্যায় আজ্ঞা দিলেন। অনন্তর তিনি রাজদর্শনে গেলেন। রাজা তখন, অমাত্যদিগের মধ্যে কে কে পোষধ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। তিনি পুরোহিতকেও জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচার্য্য, আপনিও ত পোষধ গ্রহণ করিয়াছেন?' 'হাঁ, মহারাজ,' এই মিথ্যা উত্তর দিয়া পুরোহিত প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন। কিন্তু ইহাতে জনৈক অমাত্য তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, 'মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই পোষধ গ্রহণ করেন নাই।' পুরোহিত বলিলেন, 'আমি প্রাতরাশের সময়ে

---

[১]। মূলে 'পিট্ঠিমাংসিক (backhiter) ছিলেন, এইরূপ আছে।

ভোজন করিয়াছি বটে; কিন্তু গৃহে ফিরিয়া মুখ প্রক্ষালন করিব এবং পোষধ গ্রহণপূর্ব্বক সায়ংকালে কিছু আহার করিব না। রাত্রিকালেও আমি শীলরক্ষা করিয়া চলিব। ইহাতে আমার অর্দ্ধপোষধ পালন করা হইবে।' অমাত্য বলিলেন, 'বেশ, তাহাই করুন গিয়া, আচার্য্য।' অনন্তর পুরোহিত গৃহে গিয়া এইরূপই করিলেন।

ইঁহার পর একদিন পুরোহিত বিচারাসনে উপবেশন করিলে জনৈক শীলবতী নারী বিচার প্রার্থনায় সেখানে উপস্থিত হইল। বিচার শেষ হইতে বিলম্ব ঘটিল বলিয়া সে গৃহে ফিরিতে পারিল না। পোষধ লঙ্ঘন করিব না, এই সঙ্কল্পে সে ব্রতের সময় উপস্থিত হইলে মুখ প্রক্ষালন আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে এক ব্যক্তি পুরোহিতকে একথালা সুপক্ক আম্রফল আনিয়া দিল। ঐ নারী পোষধী আছে জানিয়া পুরোহিত তাহাকে ফলগুলি দিয়া বলিলেন, 'তুমি এই আম কটা খাইয়া পোষধ পালন কর।' ঐ নারী তাহাই করিল। এই হইল পুরোহিতের কৃত কর্ম্মের কথা।

কালক্রমে পুরোহিতের মৃত্যু হইল; তিনি দিব্য রূপ ধারণপূর্ব্বক হিমবন্ত প্রদেশে কৌশিকী গঙ্গার তীরে কোন রমণীয় ভূভাগে এক ত্রিযোজনব্যাপী আম্রকাননস্থ কাঞ্চনময় বিমানে অলঙ্কৃত রাজপল্যঙ্কে সুপ্তপ্রবুদ্ধবৎ জন্মান্তর লাভ করিলেন। ষোড়শ সহস্র দেবকন্যা তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তিনি রাত্রিকালেই এবংবিধ শ্রীসম্পত্তি ভোগ করিতেন। বিমানবাসী হইলেও তিনি প্রেত ছিলেন; তাঁহার কর্ম্মের পরিণাম কর্ম্মানুরূপই হল। অরুণোদয় হইলেই তিনি আম্রবনে প্রবেশ করিতেন; অমনি তাঁহার দিব্যভাব অন্তর্হিত হইত; তিনি অশীতিহস্তপ্রমাণ তালতরুর ন্যায় মহাকায় ধারণ করিতেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ভীষণ জ্বালা জন্মিত; তাহাতে তাঁহার দেহ সুপুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় দেখাইত; তখন তাঁহার হস্তদ্বয়ে এক একটী মাত্র অঙ্গুলি থাকিত; তাহার অগ্রভাগে কুদ্দালপ্রমাণ বৃহৎ নখ থাকিত, তিনি ঐ নখ দ্বারা নিজের পৃষ্ঠ-মাংস চিরিয়া ও তুলিয়া খাইতেন এবং বেদনায় উন্মত্ত হইয়া উচ্চৈস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া বেড়াইতেন। সারাদিন তাঁহাকে এতই দুঃখ পাইতে হইত! কিন্তু সূর্য্য অস্তমিত হইবামাত্র তাঁহার এই বিকট দেহ অন্তর্হিত হইত; তিনি দিব্য দেহ লাভ করিতেন; সালঙ্কারা দিব্যানর্ত্তকীগণ নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে বেষ্টন করিত; তিনি মহাসম্পত্তি ভোগ করিতে করিতে রমণীয় আম্রবনে দিব্য প্রাসাদে আরোহণ করিতেন। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বজন্মে সেই পোষধাবলম্বিনী নারীকে আম্রফল দান করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ত্রিযোজনব্যাপী আম্রবন পাইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি উৎকোচ গ্রহণপূর্ব্বক অবিচার করিতেন বলিয়া এখন নিজের পৃষ্ঠ-মাংস উৎপাটন করিয়া তাহা ভক্ষণ করিতেন। তিনি

অর্দ্ধপোষধ পালন করিয়াছিলেন এই জন্য রাত্রিকালে মহাসম্মান লাভ করিতেন, ষোড়শসহস্র নর্ত্তকী তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিত।

এই সময়ে বারাণসীরাজ বিষয়ভোগের দোষ দেখিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি গঙ্গার (কৌশিকীর) অধোদেশে[১] এক রমণীয় ভূভাগে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করিতেন। একদিন পূর্ব্ববর্ণিত আম্রবন হইতে বৃহৎ ঘটপ্রমাণ একটা আম্রফল গঙ্গায় পড়িয়া স্রোতোবেগে চলিতে চলিতে, যে ঘাটে উক্ত তাপস স্নানাদি করিতেন, তাহার সম্মুখে উপনীত হইল। রাজর্ষি তখন মুখ ধুইতে ছিলেন। তিনি নদীর মধ্যভাগে ঐ ফলটা আসিতেছে দেখিয়া সাঁতার দিয়া উহা ধরিলেন এবং আশ্রমে আনিয়া অগ্নিশালায় রাখিলেন। অনন্তর তিনি ছুরিকা দিয়া উহা চিরিলেন, যতটুকু খাইলে জীবন রক্ষা হয়, ততটুকু মাত্র ভোজন করিলেন, এবং অবশিষ্ট আম কলার পাতায় ঢাকিয়া রাখিলেন। ইঁহার পর—যতদিন সমস্ত ফলটা নিঃশেষ না হইল ততদিন—প্রত্যহ তিনি একটু একটু খাইতে লাগিলেন। কিন্তু এই আমটা যখন ফুরাইয়া গেল, তখন অন্য কোন ফল খাইতে তাঁহার প্রবৃত্তি রহিল না। তিনি রসতৃষ্ণায় বদ্ধ হইয়া ঐরূপ আম্র খাইবার মানসে নদীতীরে গিয়া তাকাইতে লাগিলেন এবং আম না পাইলে এখান হইতে উঠিব না, এই সংকল্প করিলেন। তিনি সেখানে অনাহারে উপর্য্যুপরি ছয় দিন বসিয়া রহিলেন; বায়ু ও তাপে তাঁহার দেহ শুষ্ক হইল, তথাপি তিনি নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বসিয়া রহিলেন। সপ্তম দিনে ঐ নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চিন্তা করিয়া ঋষির এই আচরণের কারণ বুঝিতে পারিলেন; তিনি ভাবিলেন, 'এই তাপস তৃষ্ণাবশে সপ্তাহকাল অনশনে থাকিয়া গঙ্গার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে। ইহাকে আম্রফল না দিলে অন্যায় হইবে; কারণ এ অনাহারে মারা যাইবে; অতএব ইহাকে আম্রফল দিতে হইতেছে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি তাপসের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং গঙ্গার উপরে আকাশে আসীন হইয়া তাঁহার সহিত প্রথম গাথায় আলাপ করিলেন :

১. কি আশায়, কি উদ্দেশ্যে, কিসের কারণ
কি খুঁজিছ এত গ্রীষ্মে একাকী, ব্রাহ্মণ?

ইহা শুনিয়া তাপস নয়টী গাথা বলিলেন :

২. আকারে বৃহৎ উত্তম গঠন উদকের ঘটসম
দেখিলাম এক আম্রফল আমি, বর্ণগন্ধরসোত্তম।

---

[১]। মূলে 'অধোগঙ্গায়া' আছে (যেখানে পুরোহিত জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার 'ভাটিতে')।

৩. স্রোতোবেগে তাহা যেতেছিল ভেসে দেখিয়া, তন্বঙ্গি, তায়
দুই হাতে আমি করি উত্তোলন রাখিনু অগ্নিশালায়।
৪. রাখিনু ঢাকিয়া কলার পাতায়; কাটিলাম ছুরি দিয়া
টুকরো একটী; ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হ'ল তাহা আস্বাদিয়া।
৫. গেল ক্লান্তি জ্বালা; কিন্তু ক্রমে খেয়ে নিঃশেষ করিনু তায়;
এবে মহাকষ্ট; অন্য কোন ফল খেতে মন নাহি যায়।
৬. সুস্বাদু সে আম্র স্রোত হতে আমি করিলাম আহরণ।
তারি তরে হায়, শীর্ণ দেহে বুঝি ঘটিবে এবে মরণ।
৭. বহু মীন চরে সলিলে তোমার; রমণীয় তট তব;
তবু পাই ক্লেশ থাকি অনাহারে; বলিলাম খুলি সব।
৮. মৃগরাজকটি কে তুমি কল্যাণি? করিওনা পলায়ন;
নিজ পরিচয় দাও শুনি এবে; হেথা তুমি কি কারণ?
৯. প্রমৃষ্ট কাঞ্চন—সম সমুজ্জ্বল কান্তি যাহাদের দেহে,
ত্রিদশললনা পরিচর্য্যারতা বিরাজে দেবের গেহে—
গিরি সানুদেশে ব্যাঘ্রী লীলাবতী বিরাজ যেমন করে,
বিলাস তাদের অতি মনোহর, দর্শকের মন হরে।
১০. নরলোকে আছে পরমসুন্দরী, রমণীরতন কত;—
নারী কি গন্ধর্ব্বী, কিন্তু কেহ নয়, চার্ব্বঙ্গি, তোমার মত।
কি নাম তোমার? জন্ম কোন কুলে? কাহারা বান্ধব তব?
শুধাই তোমায় না করি গোপন প্রকাশিয়া বল সব।

তখন নদীদেবতা আটটী গাথা বলিলেন :

১১.এই যে কৌশিকী, রম্য তটে তুমি বসিয়া রয়েছ যার,
করি আমি বাস বিমানে গভীর জলরাশিতলে তার।
১২. নানা তরুরাজি–সমাকীর্ণ কত কন্দর হইতে আসি
স্রোতস্বিনীগণ ঢালে অঙ্গে মোর দিবানিশি বারিরাশি।
১৩. নাগলোকপ্রিয় বনভূমি হতে নীলাম্বুবাহিনী নদী
আসি শত শত করে কলেবর পুষ্ট মোর নিরবধি।
১৪. আম্র, জম্বু, নীপ, তিল, উডুম্বর, লকুচাদি ফল কত
বহি আনি তাহা উপহার মোরে করে দান অবিরত।
১৫. দুই তীরে মোর মহীরুহ হতে ফল যত পড়ে জলে,
সে সব নিশ্চয় মম বশানুগ; ভেসে যায় স্রোতোবলে
১৬. তুমি বুদ্ধিমান, মহাপ্রাজ্ঞ, ভূপ, শুন উপদেশ মোর;
বলিলাম যাহা, বিচারি তা মনে রোধ তৃষ্ণারিপু ঘোর।

১৭. নবীন বয়সে মরিতে যে চাও বসি হেথা অনশনে,
এই ব্যবসায় রাজর্ষি, তোমার, ঘৃণা আমি করি মনে।
১৮. তৃষ্ণাবস যেই, চরিত্র তাহার গোপন কভু না থাকে,
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, পিতৃগণ-আদি সকলেই জানে তা'কে।
পার্শ্বচর যারা এই সকলের; বিজ্ঞ ঋষিগণ আর
দিব্য চক্ষু দিয়া চরিত্রের দোষ দেখিতে পারেন তার।

অনন্তর তাপস চারিটী গাথা বলিলেন :

১৯. সমস্ত নশ্বর; আয়ু হইতেছে ক্ষয়,—
জানি ইহা সুচরিত ধর্ম্মে যেই রয়।
অন্যের অহিত চিন্তা না করে যে জন,
পাপবৃদ্ধি হতে তার পারে না কখন।
২০. ঋষিগণ সমাদর করেন তোমার;
পাপ হতে লোক সব করিতে উদ্ধার
সঙ্কল্প তোমার, দেবি, বড়ই শোভন,
অকারণ করি কিন্তু মোরে সম্ভাষণ
অনার্য্য ভাষায় আজ তুমি, বরাননে
নিজেই অর্জ্জিলে পাপ, ভাবি দেখ মনে।
২১. ঘটে যদি তব তীরে মরণ আমার,
নিশ্চয়, সুশ্রোণি, নিন্দা রটিবে তোমার।
২২. পাপ কর্ম্ম হতে তাই রক্ষ আপনারে;
নিন্দা যেন কোন জন না করে তোমারে,
মারা গেল ঋষি কিছু না করি আহার;
না করিলা তুমি তার কোন প্রতিকার।

ইহা শুনিয়া দেবতা পাঁচটী গাথা বলিলেন :

২৩. দুষ্কর করিলা তুমি দমি রিপুগণে;
ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শান্তি পাও মনে,
সে হেতু, অদম্য তৃষ্ণা আম্রের কারণ
জানিয়া তোমার, হেথা মম আগমন।
নিয়োজিব নিজে আমি সেবায় তোমার;
দিব আম্র, চাও যাহা করিতে আহার।
২৪. পূর্ব্বের বন্ধন যেই করিয়া ছেদন
নব বন্ধনেতে বদ্ধ মোহবশে হয়,
অধর্ম্মের পথে সেই করে বিচরণ,

আবার পাপের তার হয় উপচয়।

২৫. চল, আমি করি তব বাসনা পূরণ,
চিত্তের উৎকণ্ঠা তব হইবে বিগত,
সুশীতল আম্রবনে করি বিচরণ
নিরুদ্বেগে খাও সেথা আম্র ইচ্ছামত।

২৬. বিচরে, নৃপতি, সেথা চক্রবাকগণ
নানাপুস্পরসপানে মত্ত অনুক্ষণ;
বিচরে ময়ূর ক্রৌঞ্চ বিবিধ বর্ণের,
শারিকা মধুরকণ্ঠা; কূজন হংসের
শ্রবণে অমৃত বর্ষে; কোকিল সেখানে
জানায় আছে সে সেথা, সুমধুর তানে।

২৭. ফলভারে অবনত আম্রবৃক্ষরাজি,
অথচ মুকুলে তারা রহিয়াছে সাজি
পালাল-খলের ন্যায় হরিদ্রা বরণে!
কুসুম্ভকদম্ব-আদি পুষ্প-আস্তরণে
মণ্ডিত ভূভাগ সেথা; বুঝিছে উপরে
পক্ক তালফল অই, হের, থরে থরে।

এইরূপ বর্ণনা করিয়া নদীদেবতা তাপসকে লইয়া সেইখানে নামাইয়া দিলেন এবং 'এই আম্রবনে আম্র ভক্ষণ করিয়া নিজের তৃষ্ণার দমন কর' ইহা বলিয়া চলিয়া গেলেন। তাপস আম্র ভোজন করিয়া নিজের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিলেন; অনন্তর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তিনি আম্রবনে বিচরণ করিতে করিতে সেই প্রেতকে দুঃখভোগ করিতে দেখিয়া অবাক হইলেন। সূর্য্য অস্তমিত হইলে কিন্তু তাহাকেই আবার নর্ত্তকীপরিবৃত ও দিব্যসম্পত্তি-সম্পন্ন দেখিয়া তিনি তিনটী গাথা বলিলেন :

২৮. অঙ্গদ, কেয়ূর, মালা, কিরীট পরিয়া
সর্ব্ব অঙ্গ দিব্য গন্ধ-চন্দনে চর্চ্চিয়া
বিহরিছ রাত্রিমানে; কিন্তু দিনমানে
এত দুঃখ ভোগ তুমি কর কি কারণে?

২৯. ষোড়শ সহস্র নারী পরিচর্য্যা যার
রাত্রিকালে করে, অহো কি ঐশ্বর্য্য তার!
দিনমানে দুঃখ তব বড়ই ভীষণ
শিহরে বিস্ময়ে তনু করি বিলোকন।

৩০. পূর্ব্বজন্মকৃত, বল, কোন মহাপাপ
ঘটাইল ভাগ্যে তব হেন দুঃখ তাপ?
কি পাপ করিলে ধরি মানব জীবন?
নিজ পৃষ্ঠ-মাংস এবে খাও কি কারণ?

প্রেত তাপসকে চিনিতে পারিয়া বলিল, 'আমি পূর্ব্বে আপনার পুরোহিত ছিলাম; আমি আপনারই অনুগ্রহে অর্দ্ধপোষধ পালন করিয়াছিলাম। তাহার ফলে রাত্রিকালে সুখ অনুভব করিতেছি। আর দিবাভাগে আমি যে দুঃখ পাই, তাহা আমার স্বকৃত পাপের পরিণাম। আপনি আমাকে ধর্ম্মাধিকরণে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; আমি উৎকোচ গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিচার করিতাম; আমি লোকের অসমক্ষে গ্লানি করিতাম। দিবাভাগে এই সকল পাপ করিতাম বলিয়া সেই কর্ম্মের ফলে এখন দিনমানে এত দুঃখ পাইতেছি।

৩১. বেদাদি বিবিধ শাস্ত্র করি অধ্যয়ন
হয়েছিনু কিন্তু আমি রিপুপরায়ণ।
করিয়া সুদীর্ঘ কাল পরের অহিত
সে পাপের ফল এবে পাই সমুচিত।

৩২. অসমক্ষে পরনিন্দা করে যেইজন
পরপৃষ্ঠ-মাংস-ভোজী বলা তারে যায়;
দেহান্তে স্ব-পৃষ্ঠ-মাংস করি উৎপাটন
খায় সে, খেতেছি যথা আমি এবে, হায়।'

ইহা বলিয়া প্রেত তাপসকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছেন?' তাপস তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। প্রেত জিজ্ঞাসা করিল, 'ভদন্ত, এখন আপনি এখানেই থাকিবেন, না চলিয়া যাইবেন?' তাপস উত্তর দিলেন, 'আমি এখানে থাকিব না; আশ্রমে ফিরিয়া যাইব।' প্রেত বলিল, 'বেশ, আপনি যান; আমি এখন আপনাকে নিয়ত আম্রফল দিব।' অনন্তর সে নিজের অনুভাববলে তাপসকে লইয়া তাঁহার আশ্রমে নামাইয়া দিল; তাঁহাকে সেখানে অনুৎকণ্ঠচিত্তে অবস্থিতি করিতে বলিল এবং তিনি এই উপদেশমত চলিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলে স্বস্থানে ফিরিয়া গেল। অতঃপর ঐ প্রেত তাপসকে প্রত্যহ আম্রফল দিতে লাগিল। তাপস উহা খাইতেন এবং কৃৎস্ন-পরিকর্ম্ম করিতেন। শেষে তিনি ধ্যানবল ও অভিজ্ঞা-সমূহ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[উপাসকদিগের নিকটে এই ধর্ম্মকথা বলিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন এবং জাতকের সমবধান করিলেন। সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহাদের কেহ কেহ স্রোতাপন্ন, কেহ কেহ সকৃদাগামী, কেহ কেহ বা অনাগামী হইলেন।

সমবধান : তখন উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই দেবতা এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

---

৫১২. কুম্ভ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে বিশাখার পঞ্চশত সুরাপায়িনী সখীদিগের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায়, একদা শ্রাবস্তী নগরে সুরোৎসব[১] ঘোষিত হইয়াছিল। ঐ পঞ্চশত রমণী উৎসবান্তে স্ব স্ব স্বামীর পানার্থ তীক্ষ্ণ সুরার আয়োজন করিয়া নিজেরাও উৎসবে আমোদ প্রমোদ করিবার অভিপ্রায়ে বিশাখার নিকট গমন করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, 'সখি, এস আমরা এই উৎসবে একটু আমোদ প্রমোদ করি।' বিশাখা বলিয়াছিলেন, 'এ তোমাদের সুরোৎসব; আমি সুরাপান করিব না।' 'বেশ, তুমি সম্যকসম্বুদ্ধকে দান দিতে থাক, আমরাই গিয়া উৎসব করি।' 'বেশ, তাহাই করা যাউক' বলিয়া বিশাখা তাহাদিগকে বিদায় দিয়াছিলেন।

অনন্তর বিশাখা শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহাদান দিলেন এবং সায়ংকালে বহু গন্ধমাল্য লইয়া ঐ সকল রমণীর সঙ্গে জেতবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহারা পথেই সুরাপান করিতে করিতে চলিল এবং বিহারের দ্বারকোষ্ঠকে গিয়াও সুরাপান করিল। অনন্তর বিশাখার সঙ্গে তাহারা শাস্তার নিকট উপস্থিত হইল। বিশাখা শাস্তাকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলেন; অন্য রমণীরা কেহ কেহ শাস্তার সম্মুখে নৃত্য আরম্ভ করিল; কেহ কেহ গান করিতে লাগিল, কেহ কেহ অতি অশ্লীলভাবে হস্তপদ চালনা করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা কলহে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদিগের ত্রাস জন্মাইবার জন্য শাস্তা নিজের ভ্রূরোমাবলী হইতে রশ্মি নিঃসারণ করিলেন; তাহাতে ভয়ানক অন্ধকার হইল; রমণীরা মরণভয়ে ভীত হইল; এবং তাহাদের মত্ততা ছুটিয়া গেল। এদিকে শাস্তা যে পল্যঙ্কে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেখান হইতে অন্তর্হিত হইলেন, এবং সুমেরুর শিখরোপরি উপবিষ্ট হইয়া ভ্রূযুগলমধ্যস্থ রোমরাজি হইতে রশ্মি নিঃসারণ করিলেন। ইহাতে বোধ হইল যেন যুগপৎ সহস্র চন্দ্র উদিত হইতেছে। তিনি সেখানে অবস্থিত হইয়াই ঐ রমণীদিগের উদ্বেগ উৎপাদন করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন :

---

[১]। বোধ হয় বর্ত্তমান 'হোলি' সুরোৎসবের স্থানীয়। রত্নাবলী-নামক সংস্কৃত নাটকে যে বসন্তোৎসবের বর্ণনা দেখা যায়, তাহাও সুরোৎসব। প্রাচীন গ্রীকদিগের Bacchanalia এবং রোমকদিগের Saturnalia নামক উৎসবেও স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সুরাপানে মত্ত হইত।

১. পুড়িতেছে এ জগৎ নিত্য রাগদ্বেষাদির ভীষণ জ্বালায়;
হাস্যের কি আনন্দের অবসর কিছু, কি হে, আছে হেথা, হায়?
চৌদিকে অজ্ঞানরূপ নিবিড় তিমিররাশি রয়েছে ঘিরিয়া;
নাশিতে তাহারে তবু জ্ঞানরূপদীপ কেহ দেখে না খুঁজিয়া![1]

এই গাথা শুনিয়া উক্ত পঞ্চশত রমণীর সকলেই স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল। শাস্তাও প্রত্যাগমনপূর্ব্বক গন্ধকুটীরের ছায়ায় বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন। তখন বিশাখা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'ভদন্ত, এই সুরাপানের অভ্যাস—যাহাতে লোকে এত নিলর্জ্জ হয়, যাহাতে বিশ্বাস লুপ্ত হইয়া যায়—এই কুপ্রথা কখন প্রথম দেখা দিয়াছে?' এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য শাস্তা এক অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কাশীরাজ্যবাসী সুরনামক এক বনেচর বিক্রয়োপযোগী দ্রব্য সংগ্রহের জন্য হিমালয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। হিমালয়ে তখন এমন একটী বৃক্ষ ছিল, যাহার কাণ্ড মানুষপ্রমাণ উচ্চ হইয়া তিনটী শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। যেখান হইতে এই শাখা তিনটী উদগত হইয়াছিল, সেখানে সুরাচাটি প্রমাণ[2] একটা গর্ত্ত জন্মিয়াছিল। বৃষ্টি হইলে এই গর্ত্তটী জলপূর্ণ হইত। ঐ বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে হরিতকী ও আমলকী বৃক্ষ এবং মরিচের গুল্ম ছিল। তাহাদের পক্কফলগুলি বৃন্তচ্যুত হইয়া গর্ত্তটার মধ্যে পড়িত। অদূরে স্বয়ংজাত শালি জন্মিত, শুকেরা সেখান হইতে শালির শীষ আনিয়া যখন ঐ বৃক্ষে বসিয়া খাইত, তখন তাহাদের মুখভ্রষ্ট শালি এবং তণ্ডুলও সেখানে পড়িত। এই সমস্ত সূর্য্যোত্তাপে পচিলে গর্ত্তের জল রক্তবর্ণ হইত। গ্রীষ্মকালে পিপাসার্ত্ত শুকগণ ঐ জল পান করিয়া এমন মত্ত হইত যে, তাহারা বৃক্ষমূলে পড়িয়া যাইত এবং কিয়ৎক্ষণ সেইভাবে ঘুমাইয়া কূজন করিতে করিতে চলিয়া যাইত। বন্য কুকুর, মর্কট প্রভৃতিরও এই দশা ঘটিত। ইহা দেখিয়া উক্ত বনেচর ভাবিল, 'এই জল যদি বিষ হইত, তাহা হইলে এই সকল প্রাণী মরিয়া যাইত; ইঁহারা কিন্তু অল্পক্ষণ ঘুমাইয়া যথাসুখে চলিয়া যায়; অতএব ইহা বিষ নহে।' এ সিদ্ধান্ত করিয়া সে নিজেও ঐ জল পান করিল, মত্ত হইয়া মাংস খাইবার ইচ্ছা করিল, আগুন জ্বালিল, বৃক্ষমূলে পতিত তিত্তিরকুক্কুটাদি মারিয়া তাহাদের মাংস অঙ্গারে পাক করিল, এক হাত তুলিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল এবং এক হাতে

---

[1]। ধর্মপদ-১৪৬ (জরাবগ্গের প্রথম গাথা)।

[2]। চাটি—নাদা বা মাটির গামলা, ইহা হইতে বাঙ্গালার প্রদেশবিশেষে প্রচলিত 'চাড়ি' শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে।

মাংস খাইতে লাগিল। এইভাবে মাংস খাইয়া সে দুই এক দিন সেই স্থানে অবস্থিতি করিল।

ঐ স্থানের নিকটে বরুণ-নামক এক তাপস থাকিতেন। বনেচর পূর্ব্বে সময়ে সময়ে তাঁহার নিকটে যাইত। এখন সে মনে করিল, 'তাপসের সঙ্গে বসিয়া এই পানীয় পান করিতে হইবে।' সে একটি বাঁশের নালিতে ঐ পানীয় পূরিল, তাহার সহিত কিছু পক্ক মাংসও লইল এবং তাপসের পর্ণশালায় গিয়া বলিল, 'ভদন্ত, আসুন, আমরা দুইজনে এই মাংস খাই ও রস পান করি।' সুর ও বরুণ কর্ত্তৃক প্রথম দৃষ্ট হইল বলিয়া এই পানীয়ের 'সুরা' ও 'বারুণী' নাম হইল।

তাপস ও বনেচর উভয়েই ভাবিল, 'উত্তম উপায় জুটিয়াছে।' তাহারা অনেকগুলি বাঁশের নালি সুরাপূর্ণ করিল, সেগুলি বাঁকে ঝুলাইয়া কোন প্রত্যন্ত নগরে গেল, এবং রাজার নিকট সংবাদ দিল যে, দুইজন পানাগারিক[১] আসিয়াছে। রাজা তাহাদিগকে ডাকাইলেন, তাহারা তাঁহার সম্মুখে সুরাপাত্র ধরিল; তিনি দুই তিনবার পান করিয়া প্রমত্ত হইলেন। তিনি যে সুরা পাইলেন, তাহাতে দুই একদিন চলিল। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর আছে?' বনেচরেরা উত্তর দিল 'আছে, মহারাজ।' 'কোথায় আছে?' 'হিমালয়ে।' 'বেশ, আন গিয়া।' তাহারা গিয়া দুই একবার সুরা আনয়ন করিল, তাহার পর ভাবিল, 'কতবার যাতায়াত করিব?' তাহারা সুরার উপাদানগুলি লক্ষ্য করিয়া সমস্ত সংগ্রহ করিল এবং নগরে ফিরিয়া ঐ বৃক্ষের ত্বক ও অন্য সমস্ত উপকরণ পাত্রে ফেলিয়া সুরা প্রস্তুত করিল। নগরবাসীরা সুরাপান করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে অনবহিত এবং নিতান্ত দুদ্দর্শাপন্ন হইল; সমস্ত নগর জনহীনবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তখন শৌণ্ডিকদ্বয় পলায়ন করিয়া বারাণসীতে গেল এবং সেখানেও রাজাকে নিজেদের আগমনবার্ত্তা জানাইল। রাজা তাহাদিগকে ডাকাইয়া অর্থ দিলেন; তাহারা সেখানেও সুরা প্রস্তুত করিল। এইরূপে বারাণসী নগরেরও সর্ব্বনাশ ঘটিল। তাহার পর শৌণ্ডিকেরা পলাইয়া সাকেত এবং সাকেত হইতে শ্রাবস্তীতে গেল। তখন শ্রাবস্তীতে সর্ব্বমিত্র-নামক এক রাজা ছিলেন। তিনি শৌণ্ডিকদ্বয়ের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কি চাও?' তাহারা বলিল, 'তণ্ডুলচূর্ণ, অন্য সমস্ত উপকরণ এবং পাঁচ শ চাটি।' রাজা তাহাদিগকে এ সমস্ত দেওয়াইলেন। তাহারা সেই পাঁচ শ চাটিতে সুরা পূরিল এবং সেগুলি রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক চাটির কাছে একটা বিড়াল বান্ধিয়া রাখিল। অনন্তর যখন চাটিগুলির সমস্ত দ্রব্য পচিয়া উথলিয়া পড়িল, তখন বিড়ালেরা চাটির

---

[১]। পানাগারিক—যাহারা সাধারণের জন্য পানাগার অর্থাৎ মদ্য বিক্রয়ের স্থান রাখে, শৌণ্ডিক।

অভ্যন্তর হইতে নিঃসৃত সুরা পান করিয়া মত্ত ও নিদ্রাভিভূত হইল। মুষিকেরা তাহাদের নাক, কান, দাড়ি ও লাঙ্গুল কামড়াইয়া খাইল। ইহা দেখিয়া রাজার নিযুক্ত লোকেরা গিয়া তাঁহাকে জানাইল যে, বিড়ালগুলি সুরাপান করিয়া মারা গিয়াছে। রাজা ভাবিলেন, 'লোক দুটা তবে বিষ প্রস্তুত করে'; তিনি তাহাদের দুই জনেরই শিরচ্ছেদ করাইলেন। মৃত্যুকালেও তাহারা 'সুরা দাও,' 'মধু দাও'[১] বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিল।

শৌণ্ডিকদ্বয়ের প্রাণবধ করাইয়া রাজা চাটিগুলি ভাঙ্গিতে আদেশ দিলেন। এদিক বিড়ালগুলির নেশা ভাঙ্গিয়াছিল; তাহারা উঠিয়া ইতস্তত খেলা করিয়া বেড়াইতেছিল। ইহা দেখিয়া রাজপুরুষেরা রাজাকে আবার সংবাদ দিল। রাজা ভাবিলেন, 'যদি ঐ দ্রব্য বিষ হইত, তাহা হইলে বিড়ালগুলা নিশ্চয় মারা যাইত; উহা বিষ নয়, বোধ হয় কোন মধুর দ্রব্য হইবে। অতএব পান করিয়া দেখা যাউক।' অনন্তর তিনি নগর অলঙ্কৃত করাইলেন, রাজাঙ্গনে মণ্ডপ নির্মাণ করাইলেন; তাহা উত্তমরূপে সাজাইলেন, এবং সেখানে সমুচ্ছ্রিত শ্বেতছত্রতলে রাজপল্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক অমাত্যগণ-পরিবৃত হইয়া সুরাপানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে দেবরাজ শক্র ভাবিতেছিলেন, 'পৃথিবীতে এখন এমন কে আছে যে মাতৃসেবা ইত্যাদি ধর্ম্মে অপ্রমত্ত হইয়া ত্রিবিধ-সুচরিতে ভূষিত হইয়াছে[২]। তিনি পৃথিবীর দিকে অবলোকন করিয়া দেখিতে পাইলেন, শ্রাবস্তীরাজ রাজাসনে বসিয়া সুরাপান করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার মনে হইল, 'এই রাজা যদি সুরাসক্ত হন, তাহা হইলে সমস্ত জম্বুদ্বীপের সর্ব্বনাশ হইবে। অতএব যাহাতে ইনি সুরাপান না করেন, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব।'

এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি হস্ততলে এক সুরাপূর্ণ কুম্ভ লইলেন এবং ব্রাহ্মণবেশে রাজার পুরোভাগে আকাশস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'এই কুম্ভ ক্রয় কর', 'এই কুম্ভ ক্রয় কর।' তিনি আকাশস্থ হইয়া এইরূপ বলিতেছেন দেখিয়া রাজা সর্ব্বমিত্র ভাবিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ কোথা হইতে আসিল? তিনি তিনটী গাথায় শক্রের সহিত আলাপ করিলেন :

১. কে তুমি ত্রিবিদ হতে প্রাদুর্ভূত হলে নভস্তলে?
চন্দ্রের উদয়ে যথা তমোহীনা শর্ব্বরী উজলে।
গাত্র হতে কি সুন্দর হইতেছে রশ্মি নিঃসরণ,—
অন্তরীক্ষে মেঘপাশে হয় যেন বিদ্যুৎ স্ফূরণ।

---

[১]। 'মধূ' সুরার নামান্তর।

[২]। অর্থাৎ কায়িক, বাচিক ও মানবিক সদনুষ্ঠান।

২. বায়ুহীন মহাশূন্যে করিতেছ তুমি বিচরণ।
ব্যোমে যাতায়াত-স্থিতি দেখিলে বিস্মিত হয় মন।
ঋদ্ধি করতলগত দেখিতেছি সুস্পষ্ট তোমার।
অপাদবিক্ষেপে গতি সাধ্য শুধু পক্ষে দেবতার।

৩. আসিয়া আকাশপথে করিতেছ শূন্যে অবস্থান,
'কর কুম্ভ ক্রয়' বলি করিতেছ সবায় আহ্বান।
কে তুমি? কি দ্রব্য তব আছে কুম্ভে, বল তুমি, শুনি,
বিক্রয় করিতে যাহা এত ব্যগ্র হইয়াছে তুমি।

শক্র উত্তর দিলেন, 'তবে শুনুন।' তিনি এই গাথাগুলি দ্বারা সুরার দোষ প্রদর্শন করিলেন :

৪. এ নয় ঘৃতের কুম্ভ অথবা তৈলের,
মধু কিংবা গুড় নাই ভিতরে ইঁহার;
ভূরি ভূরি অনর্থের এ কুম্ভ আধার;
বলিতেছি, শুন কত শত দোষ এর ভিতর।

৫. এ কুম্ভের দ্রব্য কেহ পান যদি করে
পা টলি প্রপাত হতে পড়ি সেই মরে;
কিংবা পূতিগর্ত্তে[১] পড়ি হাবুডুবু খায়,
অভক্ষ্য ভক্ষণ করে পাগলের প্রায়।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই;
পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনলিও, ভাই।

৬. পান যদি করে কেহ এ কুম্ভের রস,
রবে না শরীর, চিত্ত তার হবে আত্মবশ।
বেড়াবে গরুর মত খাবার খুঁজিয়া,
অথবা উন্মত্তবৎ নাচিয়া গাহিয়া।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই;
পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

৭. এই রসপানে লোকে ঘুরে পথে পথে
বিবস্ত্র নাগার মত—লজ্জা নাই তাতে!
কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান তার থাকে না তখন;
মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত রয় নিদ্রায় মগন।

---

[১]। মূলে 'সোব্‌ভ, গুহ, চন্দনিকা, অলিগল্ল এই চারিটা স্থানে পড়িবার কথা আছে। সোব্‌ভ ও গুহ গর্ত্তবাচক। চন্দনিকা ও অলিগল্ল গ্রামোপান্তস্থিত মলপূর্ণ গর্ত্ত বা পল্বল—cesspool, ইহা হইতে 'অলি গলি শব্দটি জন্মিয়াছে কি?

একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই;
পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

৮. খেলে ইহা উঠি লোকে থর থর কাঁপে,
নাড়ে মাথা, ছোঁড়ে হাত ইঁহার প্রভাবে;
কলের পুতুল প্রায় নাচিয়া বেড়ায়;
সে দৃশ্য তাদের দেখি বড় হাসি পায়।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই;
পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

৯. খেলে ইহা হবে লোকে হেন অচেতন,
শয্যার আগুনে পড়ি ত্যজিবে জীবন;
শৃগাল, কুক্কুর আদি মাংস ছিঁড়ি খাবে,
তথাপি সে সে—যাতনা টের নাহি পাবে।
কারাদণ্ড, প্রাণনাশ, বিত্তপরিক্ষয়
এ রস-পানের ফলে সমস্তই হয়।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই;
পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

১০. অবক্তব্য বলে ইহা খায় যেই জন,
সভামধ্যে বসে গিয়া হয়ে বিবসন;
বমন করিয়া বান্ত দ্রব্যে কিন্নকায়
বিষণ্নবদনে বসি ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ চায়।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই;
পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

১১. এ-রসে আবিল চক্ষে ভাবে লোকে মনে,
আমার সমান কেহ নাই ত্রিভুবনে।
আমারি নিজস্ব এই বিপুলা ধরণী;
আসমুদ্র-ক্ষিতিপতি—তুচ্ছ তারে গণি।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই;
পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

১২. সুরার অশেষ গুণ,—দম্ভের জননী,
নিয়ত কলহ-পরনিন্দা-প্রসবিনী,
কুরূপা, নির্লজ্জা, সদা শঙ্কাপ্রপীড়িতা,
ধূর্ত্ত চৌর প্রভৃতির একান্ত সেবিতা।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই;

পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

১৩. থাকুক সমৃদ্ধি-যুক্ত কুলের গৌরব,
অনেক সহস্রমিত বিপুল বিভব,—
পৈতৃক সম্পত্তি সব বিনাশ করিতে,
সুরাসম আর কিছু পাই না দেখিতে।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই;
পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

১৪. ধন, ধান্য, মণি, মুক্তা, রজত, কাঞ্চন,
গো, ভূমি, সকলি যায় সুরার কারণ।
বিত্তনাশ, কুলক্ষয় ঘটে সুরাপানে
সুরার প্রভাব এই সর্ব্ব লোকে জানে।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই;
পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

১৫. সুরাপানে দর্পভরে কটু ভাষে নর,
মাতা, পিতা, গুরুজনে গর্জ্জে নিরন্তর;
'এ বুঝি কলত্র মোর' ভাবি কোথা নাই;
শ্বশ্রূ-স্নুষা-দুহিতার হাত ধরি টানে।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই;
পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

১৬. সুরাপানে মত্ত যদি হয় নারীগণ,
দর্পভরে করে শ্বশ্রূস্বামীরে তর্জ্জন,
দাসভৃত্যসহ রত হয় ব্যভিচারে।
সুরার মাহাত্ম্য যত বর্ণিতে কে পারে?
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই;
পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

১৭. বধে লোকে মত্ত হয়ে করি সুরাপান
ধার্ম্মিক শ্রমণ আর ব্রাহ্মণের প্রাণ।
এই দুষ্কৃতির ফলে শেষে মতিহীন
অপায়ে জনম লভি পচে চিরদিন।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই;
পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

১৮. সুরায় আসক্ত হয়ে নরাধম যত
কায়ে, মনে বাক্যে সদা অপকর্ম্মে রত।

যাবৎ জীবন তারা পাপপথে চরি
নরকে জনম লভে দেহ পরিহরি।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই;
পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

১৯. প্রচুর সুবর্ণদানে, কাতরবচনে
যাচিলেও যে জন না মিথ্যা কভু ভণে,
সুরাসক্ত হয় যদি পরে সেই জন,
অকুণ্ঠিতচিত্তে বলে অলীক বচন।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই;
পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

২০. প্রেরিত হইলে কোন কার্য্যসিদ্ধিতরে,
উদ্দেশ্যটী সুরাপায়ী বিস্মরণ করে।
যতই জরুরী কেন কাজ তার হাতে,
শুধালেও বলিতে না পারে কোন মতে।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই;
পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

২১. স্বভাবত লজ্জাহীন, প্রভাবে সুরার
হইয়া উন্মত্ত করে লজ্জা পরিহার।
স্বভাবত ধীর বলি লোকে যারে জানে,
অনর্গল প্রলাপ করিবে সুরাপানে।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই;
পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

২২. এ-রস করিয়া পান চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ
শূকরশাবকবৎ একত্র শয়ন
করে পানাগারে শুধু মাটির উপর;
অনাহারে ক্রমে ভগ্ন হয় কলেবর,
অঙ্গশ্রী বিনষ্ট হয় এসব কারণ;
হয় তারা সকলের ধিক্কারভাজন।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই;
পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

২৩. করিলে গরুর মাথে দারুণ প্রহার
পড়ে সে ভূতলে যথা—সাধ্য নাহি তার
উঠিতে আবার; হায় ঠিক সেই মত

ভূতলে পড়িয়া থাকে সুরাপায়ী যত।
বারুণীর বেগ হায় বড়ই ভীষণ;
সহিতে তা' কভু কিহে পারে কোন জন?

২৪. ঘোরবিষসর্পবৎ ভাবি যারে মনে
নিয়ত বর্জ্জন করে সুধী সর্ব্ব জনে,
যে বিষ করিতে পান, মানুষ যে জন,
ইচ্ছা কি করিতে ভবে পারে হে কখন

২৫. বৃষ্ণিপুত্র, অন্ধকেরা হয়ে সুরামত্ত
হইল সাগর তীরে কলহে প্রবৃত্ত;[১]
মুষল লইয়া হাতে করে মহারণ,
জ্ঞাতিরা নাশিল পরস্পরের জীবন।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই;
পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

২৬. অসুরেরা, মহারাজ, পান করি সুরা
শাশ্বত ত্রিদিব হতে চ্যুত হল পুরা।
সুরার অনর্থ এত জানি শুনি কেবা
সে সর্ব্বনাশীর বল, করিবে হে সেবা?

২৭. দধি কিংবা মধু, ভূপ, এ কুম্ভেতে নাই;
ইহাতে যে দ্রব্য আছে, আমি তব ঠাঁই
বলিলাম, সর্ব্বমিত্র, গুণ তার যত;
জানি, কিনি লও, আর খাও ইচ্ছামত।

ইহা শুনিয়া রাজা সুরার অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারিলেন এবং তুষ্ট হইয়া দুইটী গাথায় শক্রের স্তুতি করিলেন :

২৮. মাতা বল, পিতা বল, কেহই আমার
হিতকারী নয়, বিপ্র, সদৃশ তোমার।
সাধিতে আমার তুমি পরম কল্যাণ
দয়াবশে উপদেশ করিয়াছ দান।
সাবধানে অতঃপর করিব পালন
আজ্ঞা তব; হব আমি কল্যাণ-ভাজন।

---

[১]। ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণের যদুবংশধ্বংস-কাহিনী এবং ৪র্থ খণ্ডের ঘটজাতক (৪৫৪) দ্রষ্টব্য। এই খণ্ডের সংকৃত্য-জাতকেও (৫৩০) উক্ত ঘঁটনার উল্লেখ আছে।

২৯. সুবৃহৎ পঞ্চ গ্রাম, দাসী একশত,
সপ্ত শত গো তোমায় করিলাম দান,
আর এই রমণীয় রথ দশখান
উৎকৃষ্ট তুরগযুক্ত পুষ্পরথ মত।
আচার্য আমার তুমি; কল্যাণ অশেষ
ঘটিল আমার লভি তব উপদেশ।

ইহা শুনিয়া শক্র নিজের দেবভাব প্রকটিত করিলেন এবং পূর্ব্ববৎ আকাশস্থ হইয়াই দুইটী গাথায় আত্মপরিচয় দিলেন :

৩০. দাসী শত, গ্রাম পঞ্চ, গবাদি যে ধন,
থাকুক সে-সব তব ভোগের কারণ।
তুমিই করহে ভোগ রথগুলি তব,
বহন যা' করে সব অশ্ব মনোজব।
আমি শক্র দেবরাজ, শুন হে রাজন,
এ সকল দ্রব্যে মোর নাই প্রয়োজন।

৩১. পলান্ন, পায়স, সর্পিঃ করহে ভক্ষণ;
মধুযুক্ত পূপে কর রসনা তর্পণ;
নাই তায় দোষ; থাকে ধর্ম্মে যেন মতি;
পাইবে প্রশংসা, শেষে স্বর্গে হবে গতি।

শক্র রাজাকে এই উপদেশ দিয়া স্বর্গে প্রতিগমন করিলেন। রাজাও আর সুরাপান না করিয়া সুরাভাণ্ডগুলি ভগ্ন করাইলেন এবং শীল গ্রহণপূর্ব্বক দানে রত ও স্বর্গবাসের উপযুক্ত হইলেন। কিন্তু জম্বুদ্বীপে ক্রমে ক্রমে সুরাপানের অভ্যাস বৃদ্ধি পাইল।

[**সমবধান :** তখন আনন্দ ছিলেন রাজা সর্ব্বমিত্র এবং আমি ছিলাম শক্র।]

জাতকমালাতেও এই আখ্যায়িকাটী আছে (১৭)।

---

৫১৩. জয়দ্দিষ-জাতক[১]

[শাস্তা জনৈক মাতৃপোষক ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্যাম-জাতকে (৫৪০) যেরূপ কথিত আছে, ইঁহার বর্ত্তমান বস্তুও সেইরূপ। কিন্তু এই প্রসঙ্গে শাস্তা বলিয়াছিলেন, 'পুরাকালে পণ্ডিতেরা কাঞ্চনমালা শোভিত শ্বেতচ্ছত্র

[১]। এই জাতকের সহিত অয়োগৃহ-জাতক (৫১০) এবং পরবর্ত্তী মহাসুতসোম-জাতক (৫৩৭) তুলনীয়।

পরিহার করিয়াও মাতাপিতার ভরণ-পোষণ করিয়াছিলেন।' অনন্তর তিনি এই অতীত কথা বলিয়াছিলেন :]

* * *

পুরাকালে কাম্পিল্য রাজ্যে উত্তর পঞ্চাল নগরে পঞ্চাল নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অগ্রমহিষী গর্ভধারণানন্তর এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। এই রমণীর পূর্ব্বজন্মে এক সপত্নী ক্রুদ্ধ হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিল, 'আমি যেন তোর গর্ভজাত সন্তান ভক্ষণ করিতে সমর্থ হই।' তদনুসারে সে মরণান্তে যক্ষী হইয়াছিল। পঞ্চাল-মহিষী পুত্র প্রসব করিলে সে এই কামনা চরিতার্থ করিবার অবসর পাইল; সে মহিষীর চক্ষুর সম্মুখেই অপক্ক মাংসখণ্ডদৃশ কুমারকে গ্রহণ করিল এবং মুর্মুর শব্দে ভক্ষণ করিয়া সূতিকাগৃহ হইতে চলিয়া গেল। মহিষী দ্বিতীয় বার পুত্র প্রসব করিলেন; যক্ষী দ্বিতীয় বারেও ঐরূপ করিল। তৃতীয় বার যখন মহিষী সূতিকাগারে প্রবেশ করিলেন, তখন উহার চারিদিকে কড়া পাহারা দিবার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু যেদিন তিনি প্রসব করিলেন, সেদিন যক্ষী পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়া নবজাত কুমারকে গ্রহণ করিল। 'যক্ষী আসিয়াছে' বলিয়া মহিষী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তিনি যেদিক দেখাইয়া দিলেন, আয়ুধহস্ত রক্ষকেরা সেইদিকে ছুটিয়া যক্ষীর অনুধাবন করিল। সে কুমারকে ভক্ষণ করিবার অবসর না পাইয়া পলায়নপূর্ব্বক একটা জলের নর্দ্দমায় প্রবেশ করিল। সেখানে শিশুটী তাহাকে নিজের জননী মনে করিয়া তাহার স্তনে মুখ দিল; ইহাতে তাহার হৃদয়ে অপত্যস্নেহ জন্মিল; সে শ্মশানে গিয়া শিশুটীকে একটা পাষাণময় গহ্বরে রাখিল এবং তাহার লালন পালনে প্রবৃত্ত হইল। ছেলেটী ক্রমে যখন বড় হইল, তখন যক্ষী মনুষ্য-মাংস আনিয়া তাহাকে খাইতে দিতে লাগিল।

রাজকুমার ও যক্ষী উভয়েই মনুষ্য-মাংস খাইত; রাজকুমার নিজের মনুষ্যভাব জানিত না। সে আপনাকে যক্ষীপুত্র বলিয়াই মনে করিত; কিন্তু যক্ষেরা যেমন নিজরূপ ত্যাগ করিয়া ইচ্ছামত অন্যরূপ ধারণ করিতে বা লোকচক্ষুর অগোচর হইতে পারে, কুমার তাহা পারিত না। সে যাহাতে ইচ্ছামত অন্তর্হিত হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে যক্ষী তাহাকে একটা শিকড় দিল। এই শিকড়ের গুণে সে লোকচক্ষুর অগোচর হইয়া মনুষ্যমাংস ভোজনপূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিল। যক্ষী মহারাজ বৈশ্রবণের সেবার জন্য গিয়া সেখানে প্রাণত্যাগ করিল।

পঞ্চাল-মহিষী চতুর্থবার একটী পুত্র প্রসব করিলেন। যক্ষী তখন মারা গিয়াছিল বলিয়া এই কুমারের কোন বিঘ্ন ঘটিল না। কুমার তাঁহার পরম শত্রু যক্ষীকে পরাজিত করিয়া জন্মিয়াছেন, এই মনে করিয়া তাঁহার নাম রাখা হইল

জয়দ্দিষ[১]। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইলেন এবং মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র উত্থাপিত করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল অলীনশত্রু কুমার। বোধিসত্ত্ব বয়ঃপ্রাপ্তির পর কৃতবিদ্য হইয়া ঔপরাজ্য লাভ করিলেন।

এদিকে যক্ষীর পালিতপুত্র অনবধানতাবশতঃ সেই শিকড়টা নষ্ট করিয়াছিল; কাজেই সে আর লোকচক্ষুর অগোচর হইতে পারিত না; সকলকে দেখা দিয়াই শ্মশানে গিয়া মনুষ্য-মাংস খাইত। লোকে তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইল এবং রাজার নিকট গিয়া অভিযোগ করিল, 'মহারাজ, এক দৃশ্যমানরূপ যক্ষ শ্মশানে মনুষ্য-মাংস খাইতেছে; সে ক্রমে নগরেও প্রবেশ করিয়া মানুষ মারিয়া খাইবে; তাহাকে ধরা কর্ত্তব্য।' রাজা অঙ্গীকার করিলেন, 'আচ্ছা; তাহাকে ধরিবার ব্যবস্থা করিতেছি।' অনন্তর তিনি ঐ যক্ষ ধরিবার জন্য কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ দিলেন। সৈনিকগণ গিয়া শ্মশান ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ইহা দেখিয়া সেই নগ্ন ও বিরাটাকায় যক্ষীপুত্র মরণভয়ে বিরাব করিতে করিতে লম্ফ দিয়া সৈনিকদিগের ভিতরে গিয়া পড়িল। সৈনিকেরাও 'যক্ষ আসিয়াছে' বলিয়া মরণভয়ে দুই দলে বিভক্ত হইয়া পলায়ন করিল। যক্ষীপুত্র এই অবসরে সেখান হইতে পলায়নপূর্ব্বক অরণ্যে প্রবেশ করিল; আর কখনও মনুষ্যপথে দেখা দিল না। ঐ অরণ্যের ভিতর দিয়া যে রাজপথ ছিল, তাহারই অদূরে একটা ন্যগ্রোথ বৃক্ষমূলে সে বাস করিত এবং যে সকল লোক ঐ পথ দিয়া যাতায়াত করিত, তাহাদের এক একটী ধরিয়া খাইতে লাগিল।

একদা এক ব্রাহ্মণ সার্থবাহ অটবীপালদিগকে[২] সহস্র মুদ্রা দিয়া পঞ্চশত শকটসহ ঐ পথে যাইতেছিলেন। নরযক্ষ বিকট শব্দ করিতে করিতে ঐ দল আক্রমণ করিল, লোকে ভয় পাইয়া বুকে ভর দিয়া শুইয়া পড়িল; ব্রাহ্মণকে ধরিয়া পলায়ন করিবার কালে যক্ষের পায়ে একটা কাঠের টুকরো ফুটিল; অটবীপালেরা তাহার অনুধাবন করিতেছে দেখিয়া সে ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিল এবং নিজের বাসস্থানে গিয়া নিস্তার পাইল।

নরযক্ষ যেদিন উক্তরূপে আহত হইয়াছিল, তাহার সপ্তম দিনে রাজা জয়দ্দিষ মৃগয়ার আদেশ দিয়া রাজধানী হইতে যাত্রা করিলেন। তিনি যখন নগরের বাহির হইতেছিলেন, সেই সময় তক্ষশিলাবাসী নন্দনামক এক মাতৃপোষক

---

[১]। পালি 'জয়দ্দিস'। মূলে শব্দটীর উৎপত্তি-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে মনে হয় ইহা দ্বিষ্-ধাতুমূলক। ইহার অর্থ শত্রুদমন বা রিপুঞ্জয়।

[২]। সার্থবাহদিগকে বনমধ্যে দস্যু ও হিংস্র জন্তু হইতে রক্ষা করিবার জন্য যাহারা প্রহরীর কাজ করিত, তাহারা অটবীপাল নামে অভিহিত হইত।

ব্রাহ্মণ চারিটী শর্তাহ গাথা[১] লইয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলেন। রাজা বলিলেন, 'মৃগয়া হইতে ফিরিয়া আপনার গাথা শুনিব।' তিনি ব্রাহ্মণের বাসের জন্য একটী বাড়ী দেওয়াইলেন এবং মৃগয়ায় গমন করিয়া সহচরদিগকে বলিলেন, 'যাহার পাশ কাটাইয়া মৃগ পলাইবে, সে ঐ ব্রাহ্মণের পুরস্কারের জন্য দায়ী হইবে।' অনন্তর একটা পৃষতমৃগ গহন স্থান হইতে উঠিয়া রাজার অভিমুখেই ছুটিল এবং পলাইয়া গেল। ইহা দেখিয়া অমাত্যেরা পরিহাস করিতে লাগিলেন। রাজা খড়গ হস্তে লইয়া মৃগটার অনুধাবন করিলেন, তিন যোজন গিয়া খড়গাঘাতে তাহার দেহ দ্বিখণ্ড করিলেন এবং উহা বাঁকে তুলিয়া ফিরিবার কালে নরযক্ষের আবাসস্থানে উপস্থিত হইয়া দর্ভতৃণের উপর উপবেশন করিলেন। সেখানে অল্পক্ষন বিশ্রাম করিবার পর তিনি চলিতে উদ্যত হইলেন। তখন নরযক্ষ দাঁড়াইয়া বলিল, 'থাম, যাইবে কোথায়? তুমি যে আমার ভক্ষ্য।' সে রাজার হাত ধরিয়া প্রথম গাথা বলিল :

১. ঘটিল সুযোগ আজ বহুদিন পরে;
লভিলাম মহাখাদ্য সপ্তাহ অন্তরে।
কোথা হতে এলে তুমি, কিবা নাম ধর?
কোন জাতি, কোন গোত্র সত্য করি বল।

যক্ষকে দেখিয়া রাজার ঊরু কাঁপিতে লাগিল; তিনি পলায়ন করিতে অশক্ত হইলেন; কিন্তু শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইয়া দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

২. জয়দ্দিষ নাম ধরি, পঞ্চাল-ঈশ্বর;
জানিনা এ নাম তব শ্রবণ-গোচর।
হয়েছে কি কোনদিন; মৃগয়ার তরে
ভ্রমিতেছি কচ্ছে আর কানন ভিতরে।
এই মৃগ-মাংস তুমি করহ ভক্ষণ;
বিনিময়ে এর মোরে দাও হে মোচন।

ইহা শুনিয়া নরযক্ষ তৃতীয় গাথা বলিল :

৩. আপনারে বাঁচাইতে মৃগ-মাংস বল খেতে;
আমার যা' আমাকেই দিতে তাহা চাও!
প্রথমে তোমারে, শেষে মৃগ-মাংস খাব আমি;
বৃথা বাক্যে কেন আর সময় কাটাও?

ইহাতে রাজা নন্দব্রাহ্মণের কথা স্মরণ করিলেন এবং চতুর্থ গাথা বলিলেন :

---

[১]। অর্থাৎ প্রত্যেক গাথার মূল্য শত মুদ্রা।

৪. মুক্তি যদি নাহি দেও পাইয়া নিষ্ক্রয়,
আজিকার মত মোরে দাও ছাড়ি তাই;
প্রত্যূষে ফিরিয়া কল্য আসিব নিশ্চয়,
করছি যে অঙ্গীকার ব্রাহ্মণের ঠাঁই
পালন করিয়া তাহা—সত্য রক্ষা করি,
নিশ্চয় আসিব পুনঃ নিকটে তোমারি।

ইহা শুনিয়া যক্ষ পঞ্চম গাথা বলিল :

৫. জানিতেছ এবে তব আসন্ন মরণ;
তবু কি কর্ম্মের তরে মন উচাটন?
সত্য করি বল; আমি দেখিব বিচারি,
প্রত্যূষে ফিরিতে আজ্ঞা দিতে কি না পারি।

রাজা ষষ্ঠ গাথায় তাঁহার প্রার্থনার কারণ বলিলেন :

৬. দিয়াছি ব্রাহ্মণে আশা, দিব তাঁরে ধন;
করিনি এখনো সেই প্রতিজ্ঞা পালন।
পালি সেই অঙ্গীকার, সত্য রক্ষা করি,
নিশ্চয় আসিব পুনঃ নিকটে তোমারি।

ইঁহার উত্তরে যক্ষ সপ্তম গাথা বলিল :

৭. দিয়াছ ব্রাহ্মণে আশা, দিবে তাঁরে ধন,
করোনি এখনো সেই প্রতিজ্ঞা পালন!
পালি সেই অঙ্গীকার—সত্য রক্ষা করি,
নিশ্চয় আসিও পুনঃ নিকটে আমারি।

এই কথা বলিয়া যক্ষ রাজাকে মুক্তি দিল। মুক্তি লাভ করিয়া রাজা বলিলেন, ‘তোমার কোন চিন্তা নাই; আমি প্রাতকালেই ফিরিয়া আসিব।’ অনন্তর পথের কতকগুলি চিহ্ন লক্ষ্য করিতে করিতে তিনি নিজের সেনার সহিত মিলিত হইলেন; সেনাপরিবৃত হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন; নন্দব্রাহ্মণকে মহার্হ আসনে উপবেশন করাইলেন, তাঁহার গাথাগুলি শুনিয়া তাঁহাকে চারি সহস্র মুদ্রা দান করিলেন[১], এবং তাঁহাকে যানে আরোহণ করাইয়া ভৃত্যদিগকে বলিলেন, ‘ইহাকে তক্ষশিলায় পৌঁছাইয়া দাও।’ এইরূপে ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়া তিনি দ্বিতীয় দিবসে যক্ষসমীপে ফিরিবার অভিপ্রায়ে পুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক উপদেশ দিলেন :

শাস্তা এই উপদেশ বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য বলিলেন।

---

[১]। পূর্ব্বে কিন্তু বলা হইয়াছে যে গাথাগুলি শতার্হ।

৮. নৃমাংসাদ হস্ত হতে পাইয়া মুকতি
প্রাসাদে ফিরিলা সুখভোগী নরপতি।
ব্রাহ্মণের সঙ্গে করি প্রতিজ্ঞা পালন
অলীনশত্রুকে এই বলেন বচন,

৯. 'অদ্যই এ রাজ্য, বৎস, করহ গ্রহণ;
যথাধর্ম্ম আত্মপরে করিও পালন।
অধর্ম্ম এ রাজ্যে যেন কভু নাহি ঘটে;
চলিলাম আমি নরখাদক-নিকটে।

ইহা শুনিয়া রাজকুমার দশম গাথা বলিলেন :

১০. করেছি কি অপরাধ তোমার চরণে?
বল, শুনি, অসন্তুষ্ট হলে কি কারণে?
রাজত্ব অদ্যই মোরে কেন চাও দিতে?
তোমা বিনা নাহি চাই রাজত্ব করিতে।

ইঁহার উত্তরে রাজা আর একটী গাথা বলিলেন :

১১. কার্য্যে কিংবা বাক্যে কভু, হয় না স্মরণ,
হয়েছ যে, বৎস, মম অপ্রীতিভাজন।
যক্ষের নিকটে বদ্ধ আছি অঙ্গীকারে;
যাইব তাহার কাছে সত্য রক্ষিবারে।

ইহা শুনিয়া কুমার বলিলেন :

১২. আপনি থাকুক হেথা; আমি যাব যক্ষ সন্নিধানে।
প্রাণ ল'য়ে ফিরিবে না কভু কেহ গেলে সেই খানে।
আপনি যক্ষের কাছে যদি, পিতঃ, করেন গমন,
আমিও নিশ্চিত যাব; উভয়েরি ঘটিবে মরণ।

রাজা বলিলেন :

১৩. ধর্ম্ম সুসঙ্গত, সাধু, বৎস, এই তোমার প্রস্তাব;
মরণ অপেক্ষা কিন্তু পাব আমি বেশী মনস্তাপ
যখন নিষ্ঠুর যক্ষ আত্মবল করিয়া প্রয়োগ
তীক্ষ্ণ শূলে করি পাক মাংস তব করিবেক ভোগ।

কুমার বলিলেন :

১৪. রক্ষিব তোমার প্রাণ আত্মপ্রাণ করি বিনিময়;
দিবনা তোমায় যেতে যেথা সেই যক্ষ দুরাশয়।
এইরূপে তব প্রাণ, হে পিতঃ, রক্ষিতে পারি যদি,
জীবন অপেক্ষা আমি মরণেই সুখ পায় অতি।

রাজা কুমারের বল জানিতেন। এই গাথা শুনিবার পর তিনি সম্মতি দিয়া বলিলেন, 'বেশ, বৎস; তুমিই গমন কর।' কুমার তখন জনক-জননীর চরণ বন্দনা করিয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা অর্দ্ধ গাথা বলিলেন :

১৫. (ক) ততঃপর ধৃতিমান রাজার নন্দন বন্দিলা মাতার আর পিতার চরণ।

তখন 'কুমারের মাতা, পিতা, ভগিনী, ভার্য্যা ও অমাত্যগণও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নগর হইতে বাহির হইলেন। নগরের বাহিরে গিয়া কুমার পিতার নিকট হইতে পথ জানিয়া লইলেন, পথে যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে, সুন্দররূপে সে সমস্ত সঙ্গে লইলেন এবং অপর সকলকে সময়োচিত উপদেশ দিয়া কেশরীর ন্যায় নির্ভয়চিত্তে গন্তব্যপথ অবলম্বনপূর্ব্বক যক্ষের বাসস্থানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহার জননী শোকসংবরণ করিতে পারিলেন না; তিনি নিঃসংজ্ঞ অবস্থায় ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার পিতাও দুই বাহু তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা অপরার্দ্ধ গাথা বলিলেন :

১৫. (খ) শোকে অভিভূতা মাতা ভূতলে পড়িলা; বাহু তুলি পিতা তাঁর কান্দিতে লাগিলা।

অতঃপর পিতার আশীর্ব্বাদ এবং মাতা, ভগিনী ও ভার্যার সত্যক্রিয়া বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা চারিটী গাথা বলিলেন :

১৬. কুমারের যাইতে দেখি মুখ ফিরাইয়া
প্রার্থনা করেন রাজা প্রাঞ্জলি হইয়া,
চন্দ্রার্ক, বরুণ, প্রজাপতি, দেবরাজ,
সোমদেব,—তোমা সবে রক্ষা কর আজ
নিষ্ঠুর যক্ষের গ্রাস হইতে কুমারে;
সুস্থদেহে গৃহে যেন ফিরিতে সে পারে।[১]

১৭. রামের চার্ব্বঙ্গী মাতা স্তুতি দেবগণে
রক্ষিলা তনয়ে তাঁর দণ্ডক কাননে।
আমারও কাতর বাক্য করিয়া শ্রবণ,
স্মরি সেই সত্য কথা যেন দেবগণ

[১]। এই গাথায় 'সোম' ও 'চন্দ্র' পৃথক দেবতা বলিয়া আহুত হইয়াছেন। বেদেও এই শব্দ দুইটী একার্থবাচক নহে। সোমদেব সোমরসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। চন্দ্রমণ্ডলে সোমরস রক্ষার কথা উত্তরকালে কল্পিত হইয়াছিল; এবং তখন চন্দ্রই সোমরসের অধিষ্ঠাতা হইয়াছিলেন।

রক্ষেন যক্ষের গ্রাস হইতে বাছারে;
সুস্থ দেহে গৃহে যেন ফিরিতে সে পারে।[১]

১৮. সমক্ষে, পরোক্ষে, কভু হয় না স্মরণ,
অপ্রিয় ভ্রাতার কিছু করেছি কখন।
আজ্ঞা পাইয়াছে যেতে যক্ষের নিকটে,
অনিষ্ট সেখানে তার নাহি যেন ঘটে।
রক্ষা যেন দেবগণ করেন ভ্রাতারে,
সুস্থ দেহে গৃহে যেন ফিরিতে সে পারে।

১৯. উপেক্ষি আমায় অন্য রমণীর প্রতি
হয় নাই, প্রভু, কভু তোমার আসক্তি।
আমারও, জীবিতেশ্বর, হয় নি কখন
তুমি যে অপ্রিয় মোর, ভাবনা এমন।
স্মরি এই সত্য কথা যেন দেবগণ
করেন বিপদে মোর স্বামীর রক্ষণ।

জয়দ্দিষ যে সকল চিহ্ন নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সেইগুলি লক্ষ্য করিয়া কুমার যক্ষের বাসস্থানে যাইবার পথ চিনিতে পারিয়া চলিতে লাগিলেন। এদিকে যক্ষ ভাবিতেছিল, 'ক্ষত্রিয়েরা নানা ছল জানে। কে জানে এ ক্ষেত্রে ঘটিবে?' সে এক বৃক্ষে আরোহণ করিল এবং সেখানে বসিয়া রাজা আসিতেছেন কিনা, দেখিতে

---

[১]। এই গাথার সহিত মূল রামায়ণের কোন বিরোধ নাই। কিন্তু ইহার পৌরাণিকী কথা উদ্ধার করিতে গিয়া টীকাকার যে অদ্ভুত রামায়ণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত হাস্যোদ্দীপক। তিনি বলিয়াছেন, 'বারাণসীতে রাম-নামক এক মাতৃপোষক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাণিজ্যের জন্য দণ্ডকি-রাজার অধিকারস্থ কুম্ভবতী নগরে গমন করিয়াছিলেন। যখন প্রভূত বারি বর্ষণে দণ্ডকির সমস্ত রাজ্য বিনষ্ট হয়, তখন রাম মাতা পিতার গুণ স্মরণ করিয়াছিলেন। তিনি মাতৃপোষক ছিলেন, এই নিমিত্ত দেবতারা তাঁহাকে রক্ষা করিয়া তাঁহার মাতার নিকট লইয়া গিয়াছিলেন।' এই টীকা পাঠ করিলে বুঝা যায়, সিংহল দেশীয় ভিক্ষুরা সাধারণতঃ মূল রামায়ণ জানিতেন না, লোকমুখে রামের নাম ও গুণগ্রামের কথা শুনিয়াছিলেন মাত্র। দশরথ-জাতকে যে বিচিত্র রামায়ণ আছে, তাহাও বোধ হয় এইরূপেই কল্পিত হইয়াছিল।

ফলতঃ রামায়ণ ও মহাভারত যে জাতকরচনাকালে, এমন কি বুদ্ধদেবের সময়েও প্রচলিত ছিল, জাতকের নানা অংশে তত্তদ্গ্রন্থ-বর্ণিত ব্যক্তিদিগের নামোল্লেখে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। জাতকের প্রাচীন গাথাগুলির সঙ্গেও এই গ্রন্থদ্বয়ের কুত্রাপি কোন বিরোধ নাই। কিন্তু সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞ সিংহলী ভিক্ষুরা গদ্যাংশে স্বকপোলকল্পিত উপাখ্যান রচনা করিয়া ঐ সকল চরিত্রের বিকৃতি ঘটাইয়াছেন। সেই কারণেই জাতকে রাম, কৃষ্ণা প্রভৃতি নায়কনায়িকার এতাদৃশী দুর্দ্দশা হইয়াছে।

লাগিল। কুমারকে আসিতে দেখিয়া সে মনে করিল 'পিতার পরিবর্ত্তে বোধ হয় পুত্র আসিতেছে। কাজেই আশঙ্কার কোন কারণ নাই।' অনন্তর সে বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক কুমারের দিকে পিঠ ফিরাইয়া বসিল, কুমারও গিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তখন যক্ষ বলিল,

২০. কে তুমি হে চারুমুখ যুবা ঋজুকায়?
কোথা হতে আগমন করিলে হেথায়?
জাননা কি বাস করি এই বনে আমি?
নিষ্ঠুর, নৃমাংসভোজী আমি, ইহা জানি
কোন জন, চায় যেই আপনার হিত,
ইচ্ছা করি এ অরণ্যে হয় উপস্থিত?

ইঁহার উত্তরে কুমার বলিলেন :

২১. জানি, যক্ষ, এই বন তব বাসভূমি
নিষ্ঠুর, নৃমাংসভোজী শুনিয়াছি তুমি।
আমি হই জয়দ্দিষ রাজার নন্দন
দাও তাঁরে মুক্তি, মোরে করিয়া ভক্ষণ।

যক্ষ বলিল :

২২. বুঝিলাম তুমি জয়দ্দিষের নন্দন;
একরূপ উভয়ের মুখের গঠন।
বড়ই দুষ্কর কর্ম্ম এসেছ করিতে;
রক্ষিতে পিতারে চাও মৃত্যু আলিঙ্গিতে।

কুমার বলিলেন :

২৩. পিতৃ-হেতু পুত্র করে প্রাণ বিসর্জ্জন,
আমি ত দুষ্কর ইহা ভাবিনি কখন।
মাতাপিতৃ-সেবা তরে ত্যজিলে জীবন
পুত্র হয় স্বর্গবাসী, সুখের ভাজন।

ইহা শুনিয়া যক্ষ বলিল, 'রাজপুত্র, মরণকে ভয় করে না, এমন প্রাণী ত নাই। তুমি কেন মরণকে ভয় কর না, জানিতে চাই।' ইঁহার উত্তরে কুমার দুইটী গাথা বলিলেন :

২৪. গোপনে কি অগোপনে করেছি কখন
কোন পাপ কাজ আমি, হয় না স্মরণ।
জন্মমরণের তত্ত্ব জানি আমি ভাল;
করি তাই তুল্য জ্ঞান ইহ-পরকাল।

২৫. কর, মহাবল, অদ্য আমায় ভক্ষণ;
লইয়া এ দেহ তব সাধ প্রয়োজন।
পড়িব বৃক্ষাগ্র কিংবা প্রপাত হইতে—
যেভাবে তোমার ইচ্ছা আমায় বধিতে।
প্রাণশূন্য দেহ মোর লইয়া তখন
যথারুচি মাংস তুমি করিও ভক্ষণ।

রাজপুত্রের কথায় যক্ষ ভয় পাইল। সে ভাবিল, 'আমার সাধ্য নাই যে ইঁহার মাংস খাই। এমন কোন কৌশল অবলম্বন করা আবশ্যক, যে এ পলায়ন করে।' ইহা স্থির করিয়া সে বলিল

২৬. নিতান্তই ইচ্ছা যদি, হে রাজকুমার,
পিতার রক্ষিতে প্রাণ দিতে আপনার,
বন হতে কাষ্ঠ ভাঙ্গি কর আনয়ন;
অবিলম্বে কর হেথা অগ্নি প্রজ্বালন।

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

২৭. রাজপুত্র ধৃতিমান আনিয়া ইন্ধন
করিলেন তাহে মহা অগ্নি প্রজ্বালন।
বলেন যক্ষেরে, 'অগ্নি হয়েছে প্রস্তুত;
অবিলম্বে কার্য্য তব কর ইচ্ছামত।'

কুমার অগ্নি প্রস্তুত করিয়া আবার উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া যক্ষ ভাবিল, 'এই ব্যক্তি পুরুষসিংহ; এ মরণকেও ভয় করে না। আমি এত কাল এরূপ নির্ভয় লোক কখনও দেখি নাই।' ইহা ভাবিতে ভাবিতে তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, সে বসিয়া বসিয়া পুনঃ পুনঃ কুমারের দিকে তাকাইতে লাগিল। কুমার তাহার এই কাণ্ড দেখিয়া বলিলেন :

২৮. অবিলম্বে খাও মোরে; অত্যাচারী যক্ষ তুমি; দেরি কেন আর?
অবাক হইয়া কেন দেখিতেছ মুখ মম তুমি বার বার?
বল আর কি করিলে তৃপ্তিসহ মাংস মোর করিবে ভক্ষণ?
যে আদেশ দিবে তুমি, তাহাই করিব, যক্ষ, আমি সম্পাদন।

যক্ষ বলিল :

২৯. ঈদৃশ ধার্মিক, সত্যবাদী সদাশয়
মহাপ্রাণী রাক্ষসেরও ভোজ্য নাহি হয়।
হেন সত্যবাদীর যে হইবে ভক্ষক,
শতধা বিদীর্ণ তার হইবে মস্তক।

ইহা শুনিয়া কুমার বলিলেন, 'যদি আমাকে খাইতে ইচ্ছা না কর, তাহা

হইলে, আমা দ্বারা কাঠ ভাঙ্গাইয়া আগুন জ্বালাইলে কেন?' যক্ষ বলিল, 'তুমি পলাও কিনা, এই পরীক্ষা করিবার জন্য।' কুমার বলিলেন, 'তুমি এখন আমার কি পরীক্ষা করিবে? আমি তির্য্যগ্‌যোনিতে শশকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও দেবরাজ শক্রের নিকট পরীক্ষা দেই নাই কি?

৩০. শশজন্মে[১] দেহোৎসর্গ করিয়া আমার
দ্বিজরূপী দেবেন্দ্রের করিনু সৎকার।
তুষ্ট হয়ে করিলেন শক্র সে কারণ
চন্দ্রের মণ্ডলে মোর মূরতি অঙ্কন।
মনোহর চন্দ্রদেব তখন হইতে
'শশী' নামে হন, যক্ষ, অর্চ্চিত মহীতে।'[১]

ইহা শুনিয়া যক্ষ কুমারকে ছাড়িয়া দিল। সে বলিল,

৩১. পক্ষ-অন্তে রাহুমুক্ত চন্দ্রার্ক যেমন
উজলে চৌদিক করি প্রভা বিকিরণ,
তেমতি তুমিও আজ, মহাত্মা কাম্পিল্যরাজ
যক্ষগ্রাস-মুক্ত হয়ে করহ প্রস্থান
করুক সকলে তব মহাগুণ গান।
দেখিয়া তোমার মুখ লভিনু অপার সুখ
জনক-জননী তব, জ্ঞাতিবন্ধুগণ;
আনন্দ-সাগরে সবে হউন-মগন।

'মহাবীর তুমি স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাও,' ইহা বলিয়া যক্ষ মহাসত্ত্বকে বিদায় দিল। তিনিও যক্ষকে এইরূপে সংযত করিয়া তাহাকে পঞ্চশীল দান করিলেন এবং সে প্রকৃতই যক্ষ কিনা, ইহা অবধারণ করিবার জন্য ভাবিতে লাগিলেন, 'যক্ষদিগের চক্ষু রক্তবর্ণ; তাহারা নির্নিমেষ, তাহাদের ছায়া নাই এবং তাহারা নির্ভীক। এ ব্যক্তি যক্ষ নহে; এ মানুষ। শুনিয়াছি আমার পিতার তিনটী সহোদরকে এক যক্ষী হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। বোধ হয়, সে তাহাদের দুই জনকে খাইয়াছিল, কিন্তু পুত্রস্নেহবশতঃ তৃতীয়টাকে না মারিয়া পালন করিয়াছিল। এ নিশ্চয় আমার পিতার তৃতীয় সহোদর। ইহাকে সঙ্গে লইয়া পিতাকে সমস্ত কথা বলিব এবং ইহাকে রাজত্ব দেওয়াইব।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া কুমার বলিলেন, 'শুনুন মহাশয়, আপনি যক্ষ নহেন, আপনি আমার পিতার

---

[১]। শশ-জাতক (৩১৬) দ্রষ্টব্য। আমি 'যক্‌খ' এই সম্বোধন পদ ধরিলাম, টীকাকার 'যক্‌খো' পাঠ করিয়া যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা আমার বিবেচনায় অসঙ্গত। তিনি বলেন, 'সক্‌কো... চন্দমণ্ডলে সসলক্‌খণং অকাসি, ততো পট্‌ঠায় তেন সসলক্‌খণেন স চন্দিমা সসী সসীতি এবং সসখ্খুত লোকস্‌স পেমবন্ধনে অজ্জ যক্‌খো বিরোচতি।'

জ্যেষ্ঠ সহোদর। চলুন, আমার সঙ্গে গিয়া বংশগত রাজ্যভার গ্রহণ করুন; আপনার মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র উত্তোলিত হউক।' যক্ষরূপী পুরুষ বলিল, 'আমি মনুষ্য নই।' কুমার বলিলেন, 'যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন, তবে বলুন, কাহার কথা বিশ্বাস করিবেন।' 'অমুক স্থানে এক দিব্যচক্ষু তাপস আছেন। (তাঁহার কথা বিশ্বাস করি)। তখন কুমার পুরুষাদকে লইয়া সেই তাপসের নিকট গেলেন। তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র তাপস বলিলেন, 'তোমরা পিতাপুত্রে এই বনে কি করিয়া বেড়াইতেছ?' অনন্তর তিনি উভয়ের প্রকৃত সম্বন্ধ বুঝাইয়া দিলেন। তখন পুরুষাদ কুমারের কথা বিশ্বাস করিল। সে বলিল, 'বৎস, তুমি যাও। আমি এক দেহে দ্বিবিধা প্রকৃতি পাইয়াছি। আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।' ইহা বলিয়া সে ঐ তপস্বীর নিকট প্রব্রজ্যা হইল। কুমার তাহাকে প্রণাম করিয়া নগরে চলিয়া গেলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৩২. রাজপুত্র ধৃতিমান যুড়ি দুই হাত
নৃমাংস ভক্ষকে করিলেন প্রণিপাত।
বিদায় লইয়া পুনঃ কাম্পিল্য নগরে
গেলেন অক্ষত দেহে প্রফুল্ল অন্তরে।

অনন্তর নগরবাসীরা রাজপুত্রের যেরূপ অভ্যর্থনা করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা অবশিষ্ট গাথাটী বলিলেন :

৩৩. পৌর-জানপদগণ সকলে তখন
গজসাদী, রথী, পদাতিক সর্ব্বজন,
কৃতাঞ্জলিপুটে নমি বলে বার বার,
'অহো কি দুষ্কর কর্ম্ম করিলা কুমার।'

কুমার আসিতেছেন শুনিয়া রাজা তাঁহার প্রত্যুদগমন করিলেন। কুমার মহাজনসঙ্ঘপরিবৃত হইয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস, তুমি কি উপায়ে তাদৃশ নরখাদকের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিলে?' কুমার বলিলেন, 'পিতঃ, ঐ ব্যক্তি যক্ষ নহেন; তিনি আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদর, এবং আমার জ্যেষ্ঠ তাত।' অনন্তর তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া অনুরোধ করিলেন, 'আপনি গিয়া একবার জ্যাঠা মহাশয়কে দেখিলে ভাল হয়।' রাজা তৎক্ষণাৎ ভেরীবাদন দ্বারা অনুচরদিগকে সমবেত করাইলেন এবং বহু অনুচরসহ সেই তাপসদিগের নিকটে গেলেন। কিরূপে যক্ষী রাজকুমারকে লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ভক্ষণ না করিয়া তাঁহার লালন পালন করিয়াছিল, কি কারণে কুমার যক্ষভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মহাতপস্বী রাজাকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তর বলিলেন। রাজা বলিলেন, 'চলুন, দাদা। আপনি গিয়া রাজত্ব করুন।' তাঁহার সহোদর

বলিলেন, 'না ভাই; আমি রাজ্য চাই না।' 'যদি রাজ্য না চান, তথাপি চলুন; আমার উদ্যানে বাস করিবেন; আমি চতুর্ব্বিধ উপকরণ দিয়া আপনার পরিচর্য্যা করিব।' কিন্তু তাঁহার অগ্রজ বলিলেন, 'না মহারাজ, আমি সেখানেও যাইব না।' তখন রাজা আশ্রমের অদূরে পর্ব্বতীয় ভূভাগে স্কন্ধাবার স্থাপনপূর্ব্বক সেখানে এক সুবৃহৎ সরোবর খনন করাইলেন; কর্ষণোপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত করাইলেন, প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী সহস্র ঘর লোক আনাইয়া সেখানে এক বৃহৎ গ্রাম পত্তন করিলেন এবং তাপসদিগের ভিক্ষাপ্রাপ্তির সুব্যবস্থা করিলেন। ঐ গ্রামের নাম হইল খুল্লকল্মাষদম্য নিগম।

মহাসত্ত্ব সুতসোম যেখানে এক নরখাদককে দমন করিয়াছিলেন, তাহা মহাকল্মাষদম্য নামে বেদিতব্য[১]।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা জাতকের সমবধান করিলেন। সত্য ব্যাখ্যার পর সেই মাতৃপোষক ভিক্ষু-স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন মহারাজকুলের মাতা পিতা ছিলেন সেই মাতা পিতা, সারিপুত্র ছিলেন সেই মহাতাপস; অঙ্গুলিমাল ছিলেন সেই নরখাদক; উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই কনিষ্ঠা ভগিনী; রাজমাতা ছিলেন সেই অগ্রমহিষী (?) এবং আমি ছিলাম অলীনশক্রকুমার। চরিয়াপিটক,২/৯]

----

৫১৪. ষড়দন্ত-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক তরুণী সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, ঐ রমণী শ্রাবস্তী নগরের এক কুলকন্যা ছিলেন এবং গৃহস্থাশ্রমের দোষ দেখিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একদিন ভিক্ষুণীদিগের সহিত ধর্ম্ম সভায় গিয়া দেখিলেন, দশবল অলঙ্কৃত ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মদেশন করিতেছেন। তাঁহার অপরিসীম পুণ্যপ্রভাবজাত উত্তমরূপসম্পত্তিযুক্ত দেহ অবলোকন করিয়া ঐ রমণী ভাবিলেন, 'যাঁহারা এই মহাপুরুষের পাদসেবা করিয়াছেন, কোন অতীত জন্মে আমি কি তাঁহাদের কাহারও সেবাশুশ্রূষা করিয়াছি?' তাঁহার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইবামাত্র তিনি জাতিস্মরত্ব লাভ করিলেন, তিনি জানিলেন যে, যখন বোধিসত্ত্ব ষড়দন্ত বারণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি নিজেই তাঁহার সেবিকা হইয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত স্মরণ করিবারকালে তাঁহার মনে বিপুল আনন্দ জন্মিল। তিনি প্রীতির বেগে অট্টহাস্য করিয়া দাঁড়াইলেন এবং ভাবিতে

---

[১]। মহাসূতসোম-জাতক (৫৩৭) দ্রষ্টব্য।

লাগিলেন, ‘পাদচারিকাদিগের মধ্যে যাহারা স্বামীর হিতাকাঙ্ক্ষিণী, তাহাদের সংখ্যা অল্প; যাহারা স্বামীর অহিত কামনা করে, তাহারাই সংখ্যায় বহুতর। আমি ইঁহার হিতাকাঙ্ক্ষিণী ছিলাম, না অহিতানুষ্ঠান করিতাম?’

অনন্তর পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া তিনি আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন, ‘অহো! আমি আত্মহৃদয়ে ইঁহার অল্পমাত্র দোষ পোষণ করিয়া শোণোত্তর নামক একজন নিষাদকে পাঠাইয়াছিলাম এবং তাহার দ্বারা ইঁহার বিংশত্যধিক শতহস্তপরিমিত দেহ বিষবিদ্ধ শরে বিদ্ধ করাইয়া ইঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটাইয়াছিলাম।’ এই বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া সেই নবীনা ভিক্ষুণী মহাশোকসন্তপ্ত হইলেন; তাঁহার হৃৎপিণ্ড উত্তপ্ত হইল; তিনি শোকসংবরণে অসমর্থ হইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে এবং উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই কাণ্ড দেখিয়া শাস্তা ঈষৎ হাস্য করিলেন। ইহাতে ভিক্ষুসঙ্ঘ জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ভদন্ত, আপনার হাস্য করিবার কারণ কি?’ শাস্তা বলিলেন, ‘ভিক্ষুগণ, এই তরুণী পূর্ব্বজন্মে আমার প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন, আজ তাহা স্মরণ করিতেছেন।’ অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে হিমবৎপ্রদেশে ষড়দন্ত হ্রদের নিকটে অষ্টসহস্র ঋদ্ধিমান ও আকাশগামী হস্তী বাস করিত। বোধিসত্ত্ব এই গজযূথপতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার সর্ব্ব শরীর শ্বেতবর্ণ, এবং মুখ ও পদতুষ্টয় রক্তবর্ণ ছিল। তিনি কালক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উচ্চতায় অষ্টাশীতি হস্তপরিমিত এবং দৈর্ঘ্যে বিংশত্যধিক শতহস্তপরিমিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রজতদামসদৃশ শুণ্ডটীর পরিমাণ অষ্টপঞ্চাশৎ হস্ত ছিল; তাঁহার দন্তগুলির পরিধি ছিল পঞ্চদশ হস্ত এবং দৈর্ঘ্য ছিল ত্রিংশৎ হস্ত; সেগুলি হইতে ষড়বর্ণ রশ্মি নিঃসৃত হইত। তিনি অষ্টসহস্র হস্তীর অধিনেতা হইয়াছিলেন এবং প্রত্যেকবুদ্ধদিগের সেবা করিতেন। খুল্ল সুভদ্রা ও মহা সুভদ্রা নাম্নী দুইটী হস্তিনী তাঁহার অগ্র মহিষীর পদ পাইয়াছিল। এই নাগরাজ অষ্টসহস্র গজপরিবৃত হইয়া কাঞ্চনগুহায় বাস করিতেন।

ষড়দন্ত হ্রদ দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে পঞ্চাশ যোজন। ইঁহার মধ্যভাগে দ্বাদশ যোজনপরিমিত জলাংশে শৈবালাদি কোনরূপ জলজ উদ্ভিদ নাই[১]; সেখানে নির্ম্মল জলরাশি ঐন্দ্রজালিক মণির ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই জলরাশি বেষ্টন করিয়া এক যোজন পরিমিত নিরবচ্ছিন্ন কহ্লারবন, তদনন্তর কহ্লারবন বেষ্টন করিয়া যোজন পরিমিত নীলোৎপলবন, তাহার পর এক একটীকে বেষ্টন করিয়া

---

[১]। মূলে ‘সেবালং বা পণকং’ আছে। ‘পণক’ এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ।

যথাক্রমে যোজনব্যাপী রক্তোৎপল, শ্বেতোৎপল, রক্তপদ্ম, শ্বেতপদ্ম ও কুমুদের বন অবস্থিত। এই সপ্তবন বেষ্টন করিয়া আবার কহ্লারাদি উক্ত সপ্তবিধ পুষ্পের যোজনব্যাপী আর একটী বন। তাহার পর যোজনব্যাপী রক্তশালি বন; সেখানে জল এত অগভীর যে, হস্তীরা অনায়াসে বিচরণ করিতে পারে। সর্ব্বশেষে জলের শেষ সীমা পর্য্যন্ত নীল, লোহিত ও শ্বেতবর্ণের সুরভি ও রমণীয় কুসুমপরিশোভিত নানাজাতীয় ক্ষুদ্র গুল্ম। এ যে দশটী বনের কথা বলা হইল, তাহাদের প্রত্যেকটীরই বিস্তার এক যোজন। ইহাদের বহির্ভাগে যথাক্রমে ছোট বড় নানাবিধ উৎকৃষ্ট জাতীয় মাস ও মুদ্গের বন, কলম্বী, এর্বারুক[১], অলাবু, কম্মাণ্ড প্রভৃতি লতার বন, পূগবৃক্ষপ্রমাণ ইক্ষুর বন, গজদন্ত-প্রমাণ ফলবিশিষ্ট কদলীবন, শালিবন, চাটিপ্রমাণ ফলবিশিষ্ট পনসবন, সুমধুরফলবিশিষ্ট তিন্তিড়ী বন, কপিত্থ-বন এবং সর্ব্বশেষে নানাজাতীয় তরুলতাসমাকীর্ণ মহারণ্য। ইঁহার বহির্ভাগে আবার বেণুবন। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন ষড়দন্ত হ্রদের এইরূপ শোভাসম্পত্তি ছিল। ইঁহার বর্ত্তমান শোভাসম্পত্তির কথা সংযুক্তার্থকথায় বর্ণিত আছে।

বেণুবনের চতুর্দ্দিকে একে একে সাতটী পর্ব্বতমালা আছে। বাহির হইতে ধরিলে ইহাদের প্রথমটীর নাম ক্ষুদ্র কৃষ্ণ, দ্বিতীয়টীর নাম মহাকৃষ্ণ, তৃতীয়টির নাম উদক, চতুর্থটীর নাম চন্দ্রপার্শ্ব, পঞ্চমটীর নাম সূর্য্যপার্শ্ব, ষষ্ঠটীর নাম মণিপার্শ্ব এবং সপ্তমটীর নাম সুবর্ণপার্শ্ব। সুবর্ণপার্শ্ব ষড়দন্ত হ্রদকে পরিবেষ্টন করিয়া পাত্রমুখবর্ত্তির[২] ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে। ইঁহার উচ্চতা সপ্ত যোজন। ইঁহার যে পার্শ্ব অভ্যন্তরীণ, তাহা সুবর্ণবর্ণ; ইহা হইতে যে আভা বিকীর্ণ হয়, তাহাতে ষড়দন্ত হ্রদ বালসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পায়। বহিঃস্থ পর্ব্বতগুলির মধ্যে একটীর উচ্চতা ছয়, একটীর পাঁচ, একটীর চারি, একটীর তিন, একটীর দুই ও একটীর এক যোজন। সপ্তগিরি-পরিবেষ্টিত ষড়দন্ত হ্রদের পূর্ব্বোত্তর কোণে, হ্রদশীকরশীতল স্থানে একটী বিশাল বটবৃক্ষ আছে। ইঁহার স্কন্ধের পরিধি পাঁচ যোজন, উচ্চতা সাত যোজন, চারিদিকে যে চারিটী শাখা গিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটীর দৈর্ঘ্য ছয় যোজন; যে শাখাটী ঊর্দ্ধদিকে গিয়াছে তাহারও প্রমাণ ছয় যোজন। কাজেই মূল হইতে ধরিলে ইহা তের যোজন উচ্চ; ইঁহার এক দিকের শাখা হইতে তাহার বিপরীত দিকের শাখা ধরিলে বার যোজন। ইঁহার প্ররোহের সংখ্যা আট হাজার। ফলতঃ এই মহাবৃক্ষ তৃণগুল্মাদিহীন মণিপর্ব্বতের ন্যায় বিরাজ করিত।

---

[১]। এর্বারুক (পালি 'এলালুক')। ইহা এক প্রকার শশা।

[২]। অর্থাৎ হ্রদের ধার হইতেই বৃত্তাকারে উঠিয়াছে। 'বর্ত্তি' বলিলে গামলা প্রভৃতির 'কানা' বা ধার বুঝায়।

ষড়দন্ত হ্রদের পশ্চিমদিকে সুবর্ণ পর্ব্বতে দ্বাদশ যোজন বিস্তীর্ণ কাঞ্চনগুহা। ষড়দন্ত নামক নাগরাজ অষ্টসহস্র নাগসহ বর্ষাকালে এই গুহায় এবং গ্রীষ্মকালে হ্রদশীকর-সিক্ত বায়ুসেবনার্থ ঐ মহাতরুর প্ররোহান্তরে বাস করিতেন।

একদিন গজরাজের অনুচরেরা সংবাদ দিল যে মহাশালবন পুষ্পিত হইয়াছে। তখন শালবনে কেলি করিবার অভিপ্রায়ে তিনি সপরিবারে ঐ বনে গমন করিলেন এবং স্কন্ধদ্বারা একটা সুপুষ্পিত শালবৃক্ষে আঘাত করিলেন। তখন খুল্লসুভদ্রা গজরাজের উপরিবাত স্থানে দাঁড়াইয়াছিল; আহত তরু হইতে শুষ্ক প্রশাখাদিযুক্ত পুরাতন পত্র ও বহু তাম্র পিপীলিকা তাহার শরীরোপরি পতিত হইল। মহাসুভদ্রা কিন্তু অধোবাতপার্শ্বে ছিল; তাহার শরীরের উপর পুষ্পরেণু, কিঞ্জল্ক ও নব কিসলয় পতিত হইল। ইহা দেখিয়া খুল্লসুভদ্রা ভাবিল, 'বটে, প্রিয় ভার্য্যার শরীরে পুষ্পরেণু, কিঞ্জল্ক ও কিসলয় বিকিরণ করিল, আর আমার শরীরে ফেলিল কেবল শুষ্ক প্রশাখা, পুরাতন পত্র ও তাম্র পিপীলিকা! ইঁহার প্রতিশোধ কি হইবে, তাহা আমি দেখিয়া লইব।' তখন হইতে সে মহাসত্ত্বের সম্বন্ধে মনে মনে বৈরভাব পোষণ করিতে লাগিল।

আর একদিন নাগরাজ স্নানার্থ সপরিবারে ষড়দন্তহ্রদে অবতরণ করিলেন। দুইটা তরুণ হস্তী শুণ্ডদ্বারা বীরণমূলগুচ্ছ গ্রহণ করিয়া নাগরাজের কৈলাসগিরিনিভ শরীর মর্দ্দন করিল; তিনি স্নান করিয়া উপরে উঠিলে তাহারা করেণু দুইটীকেও স্নান করাইল; করেণুদ্বয় উপরে উঠিয়া মহাসত্ত্বের পার্শ্বে দাঁড়াইল। তাহার পর অষ্টসহস্র হস্তী হ্রদে অবতরণ করিয়া জলকেলি করিল এবং সরোবর হইতে নানা পুষ্প আহরণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রথমে নাগরাজের রজতস্তূপনিভ দেহ, পরে করেণুদ্বয়ের দেহ মণ্ডিত করিল। একটা হস্তী সরোবরে বিচরণ করিবার কালে একটী বৃহৎ পদ্মফুল[১] পাইয়া, উহা আহরণপূর্ব্বক মহাসত্ত্বকে দান করিল; তিনি উহা শুণ্ডদ্বারা গ্রহণ করিয়া রেণুগুলি নিজের কুম্ভে বিকিরণ করিলেন এবং পুষ্পটী জ্যেষ্ঠা মহিষী মহাসুভদ্রাকে দিলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার অপরা ভার্য্যা ভাবিল, 'এই বড় ফুলটা নিজের প্রিয়ভার্য্যাকেই দিল, আমাকে ত দিল না।' সে পুনর্ব্বার মহাসত্ত্বের প্রতি বৈরভাব পোষণ করিল।

অতঃপর একদিন মহাসত্ত্ব পদ্মমধুমিশ্রিত নানাবিধ মধুর ফল ও বিসমূল সংগ্রহপূর্ব্বক যখন প্রত্যেকবুদ্ধদিগকে ভোজন করাইতেছিলেন, সেই সময়ে

---

[১]। মূলে 'সত্তুদ্দয়মহাপদুমং' আছে। 'উদ্দয়' শব্দটা অভিধানে পাই নাই। ইংরাজী অনুবাদে বিশেষণটা with seven shoots করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে অর্থ বুঝা যায় না। আমার মনে হয়, যাহার দলগুলি সাতটা স্তরে সন্নিবিষ্ট, এইরূপ কোন ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ পদ্মের দল তিন চারিটী স্তরে সজ্জিত থাকে।

খুল্লসুভদ্রা আত্মলব্ধ বন্যফলগুলি বুদ্ধদিগকে দান করিয়া মনে মনে কামনা করিল, ‘এই দেহ ত্যাগ করিয়া যেন মদ্ররাজকুলে জন্ম লাভ করি; তখন যেন আমার সুভদ্রা এই নাম হয়, আমি যেন বয়ঃপ্রাপ্তির পর বারাণসীরাজের অগ্রমহিষীর পদ পাইয়া তাঁহার এমন প্রিয়া ও মনোমোহিনী হই যে, তিনি আমার রুচি চরিতার্থ করিবার জন্য সর্ব্বদা উৎসুক থাকেন। তখন তাঁহাকে বলিয়া এক ব্যাধ পাঠাইব, বিষবিদ্ধ বাণে বিদ্ধ করাইয়া এই হস্তীর প্রাণনাশ করাইব এবং ইঁহার যে দন্তযুগল হইতে ষড়বর্ণ রশ্মি নিঃসৃত হইতেছে, সেই দুইটী আহরণ করাইতে সমর্থ হইবে।’

এই ঘটনার পর খুল্লসুভদ্রা আহার ত্যাগ করিল; এবং ক্রমে শীর্ণ হইয়া অল্পদিনের মধ্যে প্রাণত্যাগপূর্ব্বক মদ্ররাজ্যে মহিষীর গর্ভে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইল। ভূমিষ্ঠ হইবার পরে সে সুভদ্রা এই নামে অভিহিত হইল। সে যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, তখন মদ্ররাজ বারাণসীরাজের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। সে ভর্ত্তার অতি প্রিয়া ও মনোমোহিনী হইল, এবং তাঁহার ষোড়শ সহস্র রমণীর মধ্যে প্রধান স্থান লাভ করিল। সে জাতিস্মরা ছিল; একদিন অতীত জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া সে ভাবিতে লাগিল, ‘আমার প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে; এখন সেই গজরাজের দন্তযুগল আনাইতে হইবে।’ সে সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখিল, এবং একখানি মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া পীড়ার ভাণ করিয়া খট্বায় শুইয়া রহিল। রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘সুভদ্রা কোথায়?’ এবং যখন শুনিলেন সে পীড়িত হইয়াছে, তখন শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া খট্বায় উপবেশন করিয়া তাহার পৃষ্ঠ মর্দ্দন করিতে করিতে প্রথম গাথা বলিলেন :

১. কি হেতু, অনবদ্যাঙ্গি, মলিন বদন?
হেম কান্তি কেন তব পাণ্ডুর বরণ?
বল শুনি, কি কারণ, আয়ত-নয়নে,
মর্দ্দিতমালার মত রয়েছ শয়নে?

ইহা শুনিয়া সুভদ্রা দ্বিতীয় গাথা বলিল :

২. স্বপনে দোহদ এক জনমিল আজ,
কিন্তু সে দোহদ সুদুর্লভ, মহারাজ।

ইঁহার উত্তরে রাজা বলিলেন :

৩. সুখময় ধরাধামে মানুষের যত
আছে কাম্য, সব মম করলতগত।
কি পাইতে ইচ্ছা তব হয়েছে, সুন্দরি?
পূরাইব সাধ, তাহা আহরণ করি।

সুভদ্রা বলিল, 'মহারাজ, আমার দোহদ দুর্লভ। আমি এখন ইহা বলিতেছি না। আপনার রাজ্যে যত ব্যাধ আছে, সকলকে সমবেত করুন। আমি তাহাদের নিকট আমার ইচ্ছা ব্যক্ত করিব।' সে আপনার ইচ্ছা আরও স্পষ্টভাবে জানাইবার জন্য বলিল :

৪. রাজ্যে তব ব্যাধ যত আছে এক ঠাঁই
সমাগম হোক এসে একত্র সবাই।
বলিব তাদের কাছে তখন, রাজন,
কি পেলে মনের সাধ হইবে পূরণ।

'বেশ তাহাই করিব' বলিয়া রাজা শয়নাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং অমাত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন, 'ভেরীবাদন দ্বারা ঘোষণা কর যে, ত্রিংশতযোজন ব্যাপী কাশীরাজ্যে যত ব্যাধ আছে, সকলে এখানে সমবেত হউক।' অমাত্যেরা তাহাই করিলেন; অবিলম্বে কাশীরাজ্যবাসী ব্যাধগণ স্ব স্ব অবস্থানুরূপ উপঢৌকন লইয়া রাজভবনে সমবেত হইল এবং রাজাকে আপনাদের আগমনবার্ত্তা জানাইল। তাহাদের সংখ্যা প্রায় ষষ্টিসহস্র ছিল। তাহারা আসিয়াছে শুনিয়া রাজা বাতায়নসমীপে দাঁড়াইয়া হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক দেবীকে তাহাদের আগমনবার্ত্তা জানাইলেন। তিনি বলিলেন :

৫. এই, দেবি, সমবেত হের ব্যাধগণ,
শরবেধে সিদ্ধহস্ত, নিরাতঙ্কমন;
বনজ্ঞ, মৃগজ্ঞ[১] এরা, প্রাণ দিতে পারে,
যদি হয় প্রয়োজন, তুষিতে আমারে।

ইহা শুনিয়া সুভদ্রা ব্যাধদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক ষষ্ঠ গাথা বলিল :

৬. সমবেত হেথা যথ ব্যাধপুত্রগণ,
বলি যাহা সাবধানে করহ শ্রবণ।
ষড়দন্ত শ্বেতহস্তী দেখিনু স্বপনে;
দন্ত তার পেতে সাধ হইয়াছে মনে।
এ সাধ তোমরা যদি না কর পূরণ,
নিশ্চয় আমার তবে ঘটিবে মরণ।

ব্যাধপুত্রেরা বলিল :

৭. ষড়দন্ত গজ, দেবি! পিতা পিতামহ
দেখেনি এমন প্রাণী কোন কালে কেহ।

---

[১]। অর্থাৎ, ইহারা বনের কোথায় কি আছে, কোন পথে বনের কোন অংশে যাইতে হয়, কোথায় কোন পশু থাকে, কোন পশুর কিরূপ স্বভাব, ইত্যাদি জানে।

রাজপুত্রি, বল শুনি সে গজ কেমন,
স্বপনে যাহারে তুমি করিলে দর্শন।

ইহার পর ব্যাধপুত্রেরা আরও একটী গাথা বলিল :

৮. দিক, বিদিক চারি চারি, ঊর্দ্ধ, অধঃ আর,
এই দশ দিক, দেবি, বিদিত সবার।
এর মধ্যে কোন দিকে আছে বল শুনি,
ষড়দন্ত, স্বপ্নে যারে দেখিয়াছ তুমি।

ইহা শুনিয়া সুভদ্রা ব্যাধদিগের দিকে তাকাইল এবং শোণোত্তর নামক এক ব্যাধ তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ঐ ব্যক্তির পদদ্বয় প্রশস্ত, জঙ্ঘা অন্নপাত্রের ন্যায় স্থূল, উহার জানুদ্বয়ের ও পঞ্জরের অস্থিগুলি বৃহদাকার, শ্মশ্রু নিবিড়, দন্তগুলি বিরবচ্ছিন্ন পিঙ্গলবর্ণ; উহার আকার যেমন কুৎসিত, তেমনি বীভৎস; উহার শরীর এত দীর্ঘ যে, অন্য লোকের মাথার উপর দিয়া উহার মাথা দেখা যাইতেছিল। ঐ ব্যক্তি কোন পূর্ব্বজন্মে মহাসত্ত্বের শত্রু ছিল। উহাকে দেখিয়া সুভদ্রা ভাবিল, 'এই লোকটাই আমার কথা মত কাজ করিতে পারিবে।' সে রাজার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক শোণোত্তরকে লইয়া সেই সপ্তভূমিক প্রাসাদের উচ্চতম তলে আরোহণ করিল এবং উত্তর দিকের বাতায়ন খুলিয়া হিমালয়ের দিকে হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক চারিটী গাথা বলিল :

৯. ঋজু পথে হেথা হতে যাইবে উত্তরে,
লঙ্ঘিবে বৃহৎ সপ্ত গিরি পরে পরে,
উত্তুঙ্গ সুবর্ণপার্শ্ব গিরি তার পর,
সুপুষ্পিত আছে সেথা গন্ধর্ব্ব, কিন্নর।

১০. কিন্নরাধ্যুষিত সেই শৈলে আরোহণ
করি পাদদেশে তার কর বিলোকন
মহামেঘনিভ, শ্যাম, বিশাল-আকার
ন্যাগ্রোধ, প্ররোহ অষ্টসহস্র যাহার।

১১. ষড়দন্ত, সর্ব্বশ্বেত, দুষ্প্রসহ অতি
কুঞ্জরের রাজা সেথা করেন বসতি।
গজাষ্টসহস্র করে রক্ষণ তাঁহার,
দন্ত যাহাদের দীর্ঘ লাঙ্গলীষাকার।
বায়ুবৎ ক্ষিপ্রগতি সে সব বারণ,
নিমেষে অরির বক্ষঃ করে বিদারণ।

১২. সে সব গজের নাদ বড়ই ভীষণ,
মদমত্ত তারা শ্বাস ছাড়ে ঘন ঘন।

বায়ুর কম্পনশব্দ কানে যদি পশে,
তৎক্ষণাৎ উগ্রমূর্তি হয় রোষবশে,
মানুষ তাদের যদি দৃষ্টিপথে পড়ে,
ছাড়িয়া নিঃশ্বাস বায়ু ভস্ম তারে করে।

সুভদ্রার কথায় মরণভয়ে ভীত হইয়া শোণোত্তর বলিল :

১৩. রাজকোষে আভরণ আছে বহুবিধ,
স্বর্ণ-রৌপ্য-মণিমুক্তা-বৈদুর্য্যনির্ম্মিত
তবে কেন পেতে সাধ হইল তোমার
গজদন্তময়, দেবি, তুচ্ছ অলঙ্কার?
কিংবা অভিলাষ তব করিতে নির্মূল,
দুষ্কর-সাধনে নিয়োজিয়া, ব্যাধকুল?

সুভদ্রা বলিল :

১৪. স্মরিয়া পূর্ব্বের কথা ঈর্ষ্যাদুঃখানলে
শীর্ণ হল দেহ মোর, সদা বুঁক জ্বলে।
পূরণ করহে, ব্যাধ, মোর মনস্কাম,
দিব আমি তোমার উত্তম পঞ্চ গ্রাম।

সুভদ্রা আবার বলিল, ‘সৌম্য ব্যাধ, আমি প্রত্যেকবুদ্ধদিগকে দান দিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম, যেন এই ষড়দন্ত হস্তীর প্রাণনাশ করাইয়া তাহার দুইটী দন্ত আনাইতে সমর্থ হই। আমি যে স্বপ্নে কিছু দেখিয়াছি, ইহা মিথ্যা কথা। আমার সে প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। তুমি যাও, ভয় পাইও না।’ এই আশ্বাস পাইয়া ব্যাধ বলিল, ‘যে আজ্ঞা, মহারাণী।’ সে আজ্ঞাপালনে সম্মত হইয়া বলিল, ‘ঐ গজের বাসস্থান কোথায়, তাহা আরও একটু বিশদ করিয়া বলুন।

১৫. কোথা আছে, কোথা থাকে বলে সে বারণ?
কোন পথে চলে, ফিরে স্নানের কারণ?
কোথায় সে করে স্নান, বল বিস্তারিয়া,
গতিবিধি জানা তার যাবে কি দেখিয়া?

জাতিস্মরণ-জ্ঞানের প্রভাবে সুভদ্রার নিকট সে স্থানটি প্রত্যক্ষবৎ ছিল। সে দুইটি গাথায় ব্যাধের নিকট উহা বর্ণনা করিল :

১৬. গজরাজ থাকে যেথা, অদূরে তাহার
আছে রম্য, সুতীর্থ গভীর সরোবর,
জলে তার ফুটে ফুল বিবিধবরণ,
অলির গুঞ্জনে সেথা জুড়ায় শ্রবণ,

সেই ষড়দন্তহ্রদে স্নানের কারণ
প্রতিদিন নাগরাজ করয় গমন।
১৭. স্নানে তার শ্বেত অঙ্গ শ্বেততর হয়,
প্রস্ফুটিত পুণ্ডরীকসম শোভা পায়;
উৎপলের মালা শিরে করিয়া ধারণ
মহানন্দে ফিরে যায় নিজ নিকেতন।
অগ্রে চলে মহিষী, সুভদ্রা নাম যার,
গজরাজ ফিরে যায় নিজে পশ্চাতে তাহার।

ইহা শুনিয়া শোণোত্তর অঙ্গীকার করিল, 'মহারাণী, আমি সেই হস্তীর প্রাণনাশ করিয়া তাহার দন্তগুলি আনয়ন করিব।' সুভদ্রা তুষ্ট হইয়া তাহাকে সহস্র মুদ্রা দান করিল এবং বলিল, 'তুমি এখন নিজের বাড়ীতে যাও; অদ্য হইতে সাত দিনের মধ্যে সেখানে যাত্রা করিবে।' শোণোত্তরকে বিদায় দিয়া সুভদ্রা কর্ম্মকারদিগকে ডাকাইয়া বলিল, 'বাবা সকল, বাইস, কোদালি, আগর, হাতুড়ি, বাঁশের ঝাড় কাটিবার অস্ত্র, ঘাস কাটিবার জন্য কাস্তে, শাবল, লোহার কীলক এবং তেকাঁটা একটা অস্ত্র, এই সকল দ্রব্য[১] আমি চাই। তোমরা শীঘ্র এই সব প্রস্তুত করিয়া আন।' এইরূপ আজ্ঞা দিয়া সে চর্ম্মকারদিগকে ডাকাইল, এবং বলিল, 'এক কুম্ভ ওজনের[২] দ্রব্য ধরে, এমন একটা চামড়ার থলি প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা ছাড়া চামড়ার যোত, পেটি, হাতীর পায়ে খাটে এমন জুতা ও একটা ছাতা, এই সকল দ্রব্যও চাই। শীঘ্র এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া আন।' কর্ম্মকার এবং চর্ম্মকারেরা শীঘ্রই উক্ত সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া আনয়ন করিল। তখন সুভদ্রা সমস্ত পাথেয় দ্রব্য, অরণী প্রভৃতি অন্যান্য উপকরণ এবং ছাতুর লাড়ু[৩] ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্য সেই চামড়ার থলিতে পুরিল, এই সকল দ্রব্যের ওজন এক কুম্ভ হইল। শোণোত্তর যাত্রার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিল এবং সপ্তম দিনে উপস্থিত হইয়া সুভদ্রাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। সুভদ্রা বলিল, 'ভদ্র,

---

[১]। মূলে 'বাসিফরসু-কুদ্দাল নিখাদন-মুট্‌ঠিক-বেলুগুম্বচ্ছেদনসত্থি-তিণলায়নঅসি-লোহদণ্ড-খানুক-অয়-সিঙ্ঘাটকেহি' এইরূপ আছে। পরে দেখা যাইবে 'নিখাদন' ছিদ্র করিবার উপযোগী যন্ত্রবিশেষ আমি ইংরাজী অনুবাদকের সঙ্গে একমত হইয়া ইহাকে (auger) অর্থে ধরিলাম। 'সিঙ্ঘাটক' শিঙ্গাড়া বা পানিফলের আকারবিশিষ্ট তেকাঁটা যন্ত্র।

[২]। মূলে এক অংশে 'কুম্ভকারগাহিকং' এবং অপর অংশে 'কুম্ভভারগাহিকং' আছে। শেষের পাঠটীই বিশুদ্ধ। ৪ আঢ়ক = ১ দ্রোণ; ১১ দ্রোণ = ১ অম্মণ; ১০ অম্মণ = ১ কুম্ভ। কাজেই ১ কুম্ভ = ৪৪০ আঢ়ক।

[৩]। 'বদ্ধসত্তু-আদিকং'। আমি 'বদ্ধশক্তু' শব্দটী ছাতুর লাড়ু এই অর্থে গ্রহণ করিলাম। এই শব্দটী শক্তু-ভস্ত্রা-জাতকেও (৪০২) পাওয়া গিয়াছে।

তোমার পাথেয়াদি সমস্ত ঠিক ঠাক করিয়া রাখিয়াছি; তুমি এই থলিটা লও। শোণোত্তর মহাবলবান; তাহার গায়ে পাঁচটা হাতীর বল ছিল; সে ঐ প্রকাণ্ড ভারী থলিটা এমনভাবে তুলিল, যেন উহা কেবল একটা পিষ্টকের থলি মাত্র। সে থলিটাকে বগলের নীচে রাখিয়া এমনভাবে দাঁড়াইল যে, বোধ হইল যেন তাহার হাতে কিছুই নাই। অতঃপর সুভদ্রা শোণোত্তরের পুত্রাদির ভরণপোষণের ব্যয় দিল এবং রাজাকে বলিয়া তাহাকে হিমাচলে পাঠাইল।

শোণোত্তর রাজা ও রাণীকে প্রণাম করিয়া রাজভবন হইতে অবতরণ করিল; সমস্ত দ্রব্য রথে তুলিল এবং বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সে অনেক গ্রাম ও নিগম অতিক্রমপূর্ব্বক ক্রমে প্রত্যন্ত প্রদেশে উপস্থিত হইল, সেখান হইতে জনপদবাসীদিগকে ফিরাইয়া দিল এবং প্রত্যন্তবাসীদিগের সহিত বনভূমিতে প্রবেশ করিল। ইঁহার পর সে মনুষ্যপথ অতিক্রম করিল, প্রত্যন্তবাসীদিগকেও ফিরাইয়া দিল এবং একাকী ত্রিশ যোজন পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। ইঁহার প্রথমে কুশবন, পরে যথাক্রমে কাসবন, তৃণবন, তুলসীবন, শরবণ, তিরিবৎসবন[১] ষট্‌কন্টকগুল্মবন, বেত্রবন, নানাজাতীয় বন্য উদ্ভিদের বন, নলবন, শরবনসদৃশ নিবিড় বন (যাহার ভিতর সর্পও প্রবেশ করিতে পারে না), বড় বড় গাছের বন, বাঁশের বন, পঙ্কিল ভূমি, জলাবৃত ভূমি, পাষাণাবৃত ভূমি—এইরূপ আঠারটা অঞ্চল। সে কাস্তে দিয়া কুশবন কাটিল, বেণুগুল্মাদিচ্ছেদনোপযোগী অস্ত্র দ্বারা তুলসীবন প্রভৃতি কাটিল, কুড়াল দিয়া বড় বড় গাছগুলা কাটিল, যেগুলি খুব বড় গাছ, সেগুলি আগর দিয়া ছেঁদা করিল; এবং এইরূপে পথ প্রস্তুত করিতে করিতে যখন বাঁশবনে উপস্থিত হইল, তখন একখানা মই প্রস্তুত করিল। সে ঐ মইএর সাহায্যে একটা বাঁশের ঝাড়ের উপরে উঠিল, একটা বাঁশ কাটিয়া সম্মুখবর্ত্তী ঝাড়ের উপরে ফেলিল এবং ঐ বাঁশের উপর দিয়া সম্মুখবর্ত্তী ঝাড়ের উপরে গেল। এইভাবে সে বাঁশের ঝাড়গুলির উপর দিয়াই পথ প্রস্তুত করিয়া ঐ অঞ্চল অতিক্রম করিল এবং পললাবৃত ভূভাগে উপনীত হইল। এখানে সে কাদার উপর একখানা শুকনো তক্তা ফেলিল; উহার উপর দাঁড়াইয়া সম্মুখে আর একখানা তক্তা রাখিল এবং তাহার উপর দাঁড়াইয়া প্রথম তক্তাখানা তুলিয়া লইল ও সম্মুখে ফেলিল। এইভাবে কেবল দুইখানা তক্তার সাহায্যেই সে উক্ত ভূভাগ অতিক্রম করিল। ইঁহার পর সে একটা ডোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে চড়িয়া জলাবৃত অঞ্চল পার হইয়া পর্ব্বতপাদে উপস্থিত হইল। সেখানে দাঁড়াইয়া সে লোহার তেকাঁটাটা চামড়ার যোতে বান্ধিল, উহা উর্দ্ধে ছুড়িয়া পাহাড়ের গায়ে লাগাইল এবং যোত

[১]। 'ভিরিবচ্ছগহন' শব্দে কি বুঝায় তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না।

ধরিয়া কিয়দ্দূর আরোহণ করিল। তাহার শাবলের আগায় হীরার টুকরো ছিল। উহা দিয়া সে পাহাড়ের গায়ে ছেঁদা করিল এবং ঐ ছেঁদায় লোহার কীলক ঘা দিয়া বসাইয়া দিল। এইরূপে সেখানে সে দাঁড়াইবার সুবিধা পাইল, তেকাঁটাটা তুলিয়া পুনর্ব্বার কোন উচ্চতর স্থানে লাগাইল, সেখানে গিয়া চামড়ার যোতের সাহায্যে আবার কীলকের উপর নামিল, যোতটার অপর প্রান্ত কীলকের সঙ্গে বান্ধিল, বাঁ হাতে যোতটা ধরিল, ডান হাত দিয়া মূগুর লইয়া উহাতে ঘা দিল; ইহাতে কীলকটা পাহাড়ের গা হইতে খুলিয়া গেল এবং সে উহা হাতে লইয়া পুনর্ব্বার যেখানে তেকাঁটাটা ছিল, সেখানে আরোহণ করিল। এই উপায়ে সে ক্রমে প্রথম পর্ব্বতের শিকরোপরি আরোহণ করিল। অনন্তর ইঁহার অপর পার্শ্ব দিয়া অবতরণ আরম্ভ করিল। সে প্রথম পর্ব্বতের শিখরে কীলক প্রোথিত করিয়া চামড়ার থলিটাতে যোত বান্ধিল; ঐ যোত কীলকটার চারিদিকে জড়াইয়া দিয়া নিজে থলির মধ্যে বসিল, এবং মাকড়শা যেমন সূতা ছাড়িতে থাকে, সেইভাবে ঐ যোত ছাড়িতে ছাড়িতে নামিতে লাগিল। লোকে বলে সে যখন যোতে আর কুলাইল না, তখন যে চামড়ার ছাতাটায় বায়ু আবদ্ধ করিয়া পাখীর ন্যায় নামিয়া গেল[১]।

সুভদ্রার আজ্ঞা লইয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পরে কিরূপে সাতটী দুর্গম অঞ্চল অতিক্রমপূর্ব্বক শোণোত্তর পর্ব্বতীয় অঞ্চলে উপনীত হইয়াছিল এবং কিরূপে সেখানে একে একে ছয়টী পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া সুবর্ণপার্শ্ব পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, শাস্তা নিম্নলিখিত গাথা কয়টীতে তাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন :

১৮. শুনিয়া রাণীর বাক্য লুব্ধক তখন
তূণীর, ধনুক লয়ে করিল প্রস্থান।
লঙ্ঘিয়া সে সপ্ত মহাগিরি উত্তরিল
উত্তুঙ্গ সুবর্ণপার্শ্ব পর্ব্বত যেখানে।

১৯. কিন্নরের বাস যেথা, আরোহি সেখানে
নিরখিল ব্যধি সেই শিখরের পাদে
বিশাল, শ্যামল যেন নব জলধর,
ন্যগ্রোধ, প্ররোহ অষ্টসহস্র যাহার।

২০. দেখিল তাহার তলে সর্ব্বশ্বেতকায়
ষড়দন্ত গজে, দুষ্প্রসহ অরাতির।

---

[১]। অর্থাৎ ইদানীং লোকে parachute এর সাহায্যে যেমন উচ্চ স্থান হইতে অবতরণ করে, সেইভাবে।

রক্ষিছে তাহারে অষ্টসহস্র কুঞ্জর
লাঙ্গলের ঈষাসম দন্ত যাহাদের।
বায়ুবৎ ক্ষিপ্রগতি সে সব বারণ
নিমেষে অরির বক্ষঃ করে বিদারণ।

২১. অদূরে দেখিল সেই রম্য সরোবর
সুতীর্থ, গভীর, নানা কুসুমে শোভিত,
অলির গুঞ্জনে যেথা জুড়ায় শ্রবণ
অবগাহে জলে যার সেই গজরাজ।

২২. কোন পথে গজরাজ করে যাতায়াত,
থাকে কোথা, কোন পথে স্নান তরে যায়,
সমস্ত পরীক্ষা করি দেখে সাবধানে
লব্ধক সে; প্রযোজিত দুষ্কার্য্যে এমন
ঈর্ষ্যাপরায়ণা সেই রাণীর আদেশে।

অতঃপর এই কাহিনীর আদ্যন্তবৃত্তান্ত—শোণোত্তর নাকি সাত বৎসর মাস ও সাত দিনে মহাসত্ত্বের বনবাস স্থানে উপনীত হইয়াছিল এবং উল্লিখিতরূপে তাঁহার বনবাস-স্থান লক্ষ্য করিয়া স্থির করিয়ছিল, 'আমি এখানে একটা গর্ত্ত খনন করিব এবং তাহার মধ্যে থাকিয়া গজরাজকে শরাঘাতে নিহত করিব।' এই ব্যবস্থা করিয়া সে স্তম্ভাদি আহরণ করিবার জন্য বনের মধ্যে গিয়াছিল এবং বড় বড় গাছ কাটিয়া সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছিল। এই সমস্ত আয়োজন শেষ হইলে একদিন হস্তীরা যখন স্নান করিতে গেল, তখন সে প্রকাণ্ড কুদ্দাল লইয়া গজরাজের দাঁড়াইবার স্থানে একটা চতুষ্কোণ গর্ত্ত খনন করিল; খনন করিবার কলে যে মাটি তুলিতে লাগিল, তাহা লোকে যেমন বীজ বপন করে সেইভাবে অবলীলাক্রমে জলের উপর ফেলিয়া দিল, উদুখলের মত পাথরের উপর কাষ্ঠস্তম্ভগুলি বসাইল, সেগুলিকে পরস্পরের সহিত রজ্জু দ্বারা বান্ধিয়া (এবং তাহাদের গোড়ায় ভারী ভারী পাথর চাপা দিয়া) দৃঢ় করিল, তক্তা আনিয়া তাহার মধ্য দিয়া বাণ যাইতে পারে এমন একটা ছিদ্র করিল, তক্তা বিছাইয়া তাহা মাটি ও ঘাস পাতা দিয়া ঢাকিল, এবং পার্শ্বেই নিজের প্রবেশের জন্য একটা বিবর রাখিল।

এইভাবে গর্ত্ত নির্ম্মাণ শেষ হইলে শোণোত্তর প্রত্যূষকালে শিখা বন্ধন-পূর্ব্বক কাষায় বস্ত্র পরিধান করিল এবং শরাসন ও বিষাক্ত শরসহ গর্ত্তে অবতরণ করিয়া তাহার মধ্যে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এই কাণ্ড বর্ণনা করিবার কালে শাস্তা বলিলেন :

২৩. খনন করিয়া গর্ত্ত আচ্ছাদিল তায়
কাষ্ঠের ফলকে। ধনু লয়ে দুরাশয়
লুকাইল মাঝে তার। পার্শ্ব দিয়া যবে
যেতেছিল গজরাজ, বিধিল তাহারে
বিষদিগ্ধ দীর্ঘ শর হানি দুষ্টমতি।

২৪. শরাহত গজরাজ ছাড়ে ক্রৌঞ্চনাদ,
অনুচর গজগণ করে ঘোর রব;
অরাতির অন্বেষণে করি ছুটাছুটি
অষ্টদিকে চূর্ণ করে কাষ্ঠতৃণচয়।

২৫. শুণ্ড বিস্তারিয়া যবে বধের কারণ
ধরিলেন দুষ্ট ব্যাধে গজযূথপতি,
কাষায় বসন তার পেলেন দেখিতে—
ঋষিগণ-চিহ্ন যাহা। তীব্র বেদনায়
কাতর, তথাপি তিনি ভাবিলেন মনে,
অর্হনের বেশধারী অবধ্য সাধুর।

মহাসত্ত্ব তখন দুইটী গাথায় ব্যাধের সঙ্গে আলাপ করিলেন :

২৬. পাপপঙ্কে মগ্ন, সত্যে, ধর্ম্মে নাই মন,
পরিতে কাষায় বস্ত্র অযোগ্য সে জন।

২৭. নিষ্পাপ, ধার্ম্মিক, সত্যশীলবান জন,—
তা'রি পক্ষে শোভা পায় কাষায় বসন।

ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব ব্যাধের সম্বন্ধে নিজের চিত্তকে সম্পূর্ণ দ্বেষহীন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সৌম্য, তুমি কি উদ্দেশ্যে আমাকে শরবিদ্ধ করিলে? নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই করিলে বা অন্য কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া করিলে?'

এই প্রশ্ন বিশদ করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

২৮. মহাশরদ্ধি, তবু প্রশান্তহৃদয়
জিজ্ঞাসেন গজরাজ লুব্ধকে তখন,
'কি হেতু বিধিলা শরে বলত আমায়?
কে তোমারে নিয়োজিল করিতে এমন?'

ইঁহার উত্তরে ব্যাধ বলিল :

২৯. 'কাশীরাজ-প্রিয়তমা সুভদ্রা মহিষী
তোমায় স্বপনে দেখি বলিলা আমায়
'বধ গিয়া গজরাজে, আন দন্ত তার;
সে দন্তে আমার আছে বহু প্রয়োজন।'

ব্যাধের কথা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বুঝিলেন, ইহা খুল্লসুভদ্রারই কাজ। তিনি বেদনায় অভিভুত না হইয়া ভাবিলেন, 'আমার দন্ত তাহার কোন প্রয়োজন নাই; আমার প্রাণনাশের জন্যই সে এই লোকটাকে পাঠাইয়াছে।' এই ভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য তিনি দুইটী গাথায় বলিলেন :

৩০. আছে বহু দন্তযুগ বিশাল আমার
পূর্ব পুরুষের মুখে শোভিত যে সব;
জানে ইহা রাজপুত্রী কোপনস্বভাবা;
তথাপি বধিয়া মোরে সাধিল শত্রুতা!

৩১. উঠ ব্যাধ, আনি ক্ষুর কাট দন্তগুলি
যতক্ষণ নাহি আমি ত্যজি এ জীবন।
বল গিয়া ক্রোধনা সে রাজনন্দিনীরে
'মরিয়াছে গজ; এই দন্ত সব তার।'

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া শোণোত্তর যেখানে ছিল, সেখানে হইতে উঠিল এবং করাত লইয়া দন্ত ছেদন করিবার জন্য তাঁহার নিকটে গেল। মহসত্ত্বের পর্ব্বতবৎ দেহ অষ্টাশীতি হস্ত উচ্চ ছিল; কাজেই শোণোত্তোর হাত বাড়াইয়া তাঁহার দন্ত স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারিল না। তখন মহাসত্ত্ব তাহার দিকে নিজের দেহ অবনত করিয়া এবং মস্তক অধোদিকে রাখিয়া বসিলেন। ব্যাধ তাহার রজতদামসদৃশ শুণ্ডটীর উপর পা দিয়া কৈলাসকূটনিভ কুম্ভে আরোহণ করিল, জানুর আঘাতে তাহার মুখপ্রান্তের মাংস মুখবিবরের মধ্যে সরাইল এবং কুম্ভ হইতে অবতরণপূর্ব্বক করাত চালাইল। ইহাতে মহাসত্ত্ব তীব্র বেদনা পাইলেন; তাঁহার মুখবিবর রক্তে পূর্ণ হইল। ব্যাধ একবার এদিক হইতে, একবার ওদিক হইতে করাত চালাইতে লাগিল, কিন্তু দন্ত ছেদন করিতে সমর্থ হইল না। তখন মহাসত্ত্ব মুখ হইতে রক্ত নিঃসারণ করিয়া বেদনা সংবরণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি ভাই, দাঁত কাটিতে পারিলে না?' ব্যাধ উত্তর দিল, 'না, প্রভু।' মহাসত্ত্ব একটু ভাবিয়া বলিলেন, 'তুমি আমার শুড়টা তুলিয়া করাতের প্রান্তে ধরাও; শুঁড়টা যে নিজে তুলিব, এখন আমার সে বল নাই।' ব্যাধ তাহাই করিল; মহাসত্ত্ব শুণ্ড দ্বারা করাত ধরিলেন এবং উহা একবার এদিকে, একবার ওদিকে টানিতে লাগিলেন। লোকে যেমন অনায়াসে গাছের আগা কাটে, মহাসত্ত্বও সেইরূপে নিজের দাঁতগুলি কাটিয়া ফেলিলেন। তাঁহার আদেশে ব্যাধ ছিন্নদন্তগুলি কুড়াইয়া আনিল; তিনি তাহাদিগকে শুণ্ড দ্বারা তুলিয়া দান করিবার সময়ে বলিলেন, 'ভাই ব্যাধ, আমার দাঁতগুলি তোমাকে দান করিলাম। মনে করিও না যে, এগুলি আমার অপ্রিয় বলিয়া, বা শক্রত্ব, মারত্ব অথবা ব্রহ্মত্ব লাভের আশায় দিলাম। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞানরূপ দন্ত আমার পক্ষে এই সকল

দন্ত অপেক্ষা শতসহস্রগুণে প্রিয়তর। আমি যেন এই পুণ্যের ফলে সর্ব্বজ্ঞতা-জ্ঞান লাভ করিতে পারি।' অনন্তর দন্ত দান করিয়া তিনি আবার বলিলেন, 'ভাই, তুমি কত দিন এখানে আসিয়াছ?' ব্যাধ বলিল, 'আমি সাত বৎসর সাত মাস ও সাত দিনে আসিয়াছি।' 'যাও, এই দন্তগুলির অনুভাববলে তুমি এখন হতে সাত দিনে বারাণসীতে উপনীত হইবে।' ইহা বলিয়া, পথে যাহাতে তাহার কোন বিপদ না ঘটে সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া, মহাসত্ত্ব ব্যাধকে বিদায় দিলেন এবং বিদায় দিবার পর তাঁহার অনুচরগণের ও মহাসুভদ্রার ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৩২. উঠি, ক্ষুর লয়ে ব্যাধ লাগিল কাটিতে
গজরাজ-দন্তগুলি, সুন্দর, উজ্জ্বল—
তুলনা যাদের কোথাও নাই পৃথিবীতে।
অনন্তর সবগুলি লইয়া সত্বর
কাশী-অভিমুখে সেই করিল প্রস্থান।

ব্যাধ চলিয়া গেলে হস্তিসকল কোন শত্রু দেখিতে না পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৩৩. ভয়ার্ত্ত, শোকার্ত্ত সেই গজগণ, যারা
অষ্ট দিকে প্রধাবিত হয়েছিল সবে,
গজরাজ-শত্রু কোন না পেয়ে দেখিতে
ফিরি এল, ষড়্‌দন্ত মরিল যেখানে।

তাহাদের সহিত মহাসুভদ্রাও আসিলেন। তাহারা সকলে সেখানে রোদন ও ক্রন্দন করিয়া মহাসত্ত্বের কুলগুরুস্থানীয় প্রত্যেকবুদ্ধদিগের নিকটে গেল এবং বলিল, 'ভদন্তগণ, যিনি আপনাদিগকে উপকরণাদি দান করিতেন, বিষদিগ্ধবাণে বিদ্ধ হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সেখানে তাঁহার শব পড়িয়া আছে, সেখানে আসিয়া উহা দর্শন করুন।' এই সংবাদ শুনিয়া পঞ্চশত প্রত্যেকবুদ্ধ আকাশপথে গিয়া সেই পবিত্র ভূখণ্ডে অবতরণ করিলেন। তখন দুইটী তরুণ গজ দন্ত দ্বারা নাগরাজের শরীর উত্তোলনপূর্ব্বক প্রথমে উহা দ্বারা প্রত্যেকবুদ্ধদিগকে প্রণাম করাইল; পরে উহা চিতায় রাখিয়া দগ্ধ করিল। প্রত্যেকবুদ্ধগণ সমস্ত রাত্রি শ্মশানে বসিয়া ধর্ম্মগ্রন্থের বচনসমূহ আবৃত্তি করিলেন। অনন্তর সেই অষ্টসহস্র হস্তী শ্মশানানল নির্ব্বাণ করিল, এবং স্নানান্তে মহাসুভদ্রাকে অগ্রে লইয়া স্ব স্ব বাসস্থানে চলিয়া গেল।

এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৩৪. করিল সে গজগণ কতই ক্রন্দন!
করিল মস্তকে তারা ভস্ম বিকিরণ।
সর্ব্বভদ্রা মহিষীরে রাখি পুরোভাগে
পরে তারা গেল চলি নিজ নিকেতনে।

এদিকে শোণোত্তর সপ্তাহ অতীত হইবার পূর্ব্বেই দন্ত লইয়া বারাণসীতে প্রবেশ করিল।

এই ঘটনা বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৩৫. গজরাজ-দন্তগুলি, সুন্দর, উজ্জ্বল—
তুলনা যাদের কোথাও নাই পৃথিবীতে,
উদ্ভাসিত যাহাদের সুবর্ণ আভায়,
ছিল সর্ব্ব বনস্থলী—লয়ে সেই সব
উপনীত হল ব্যাধ বারাণসী ধামে।
দিল উপহার তাহা রাজনন্দিনীকে
'হত গজ, এই তার দন্ত' ইহা বলি।

দন্তগুলি রাণীর সম্মুখে ধরিয়া শোণোত্তর বলিল, 'আর্য্যে, যাহার সামান্য মাত্র দোষের কথা আপনি এতকাল মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন, সেই নাগ আমার বাণে বিদ্ধ ও নিহত হইয়াছে।' সুভদ্রা বলিল, 'তুমি কি বলিতেছ যে, সেই নাগ সত্য সত্যই মরিয়াছে?' 'নিশ্চয় জানিবেন যে, সে মারা গিয়াছে। এই সব তাহার দাঁত।' ইহা বলিয়া শোণোত্তর সুভদ্রাকে দাঁতগুলি দিল। সুভদ্রা মণিখচিত তালবৃন্তের উপরি মহাসত্ত্বের সেই ষড়বর্ণরশ্মিযুক্ত বিচিত্র দন্তগুলি গ্রহণপূর্ব্বক নিজের ঊরুদেশে রাখিল, এবং যিনি পূর্ব্বজন্মে তাহার প্রিয় ভর্ত্তা ছিলেন, তাঁহার দন্তগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অমনি তাহার মনে হইল, 'হায়, এই ব্যাধ এতাদৃশ সৌভাগ্যবান গজরাজকে বিষদিগ্ধ শরে নিহত করিয়া তাঁহার দন্তগুলি ছেদন করিয়া আনিয়াছে!' এইরূপে পূর্ব্বস্বামীকে স্মরণ করিয়া তাহার মনে মহাশোক জন্মিল। সে উহা সংবরণ করিতে পারিল না; উহাতে তৎক্ষণাৎ তাহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইল; সে সেই দিনই প্রাণত্যাগ করিল।

এই ঘটনা বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৩৬. পূর্ব্বজন্মে ছিল যেই পতি প্রিয়তম
দেখি তার দন্তগুলি অমনি হৃদয়
বিদীর্ণ হইল শোকে সেই রমণীর।
করিল সে প্রাণত্যাগ নিজ বুদ্ধি দোষে।

৩৭. সম্বোধি-সম্পন্ন শাস্তা মহা-অনুভাব
করিলেন হাস্য যবে ধর্ম্মসভা মাঝে,
জীবন্মুক্ত ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসেন তাঁরে,
'অকারণে হাস্য বুদ্ধ করেন কি কভু?'

৩৮. 'ওই যে কুমারী', শাস্তা দিলেন উত্তর,
'প্রব্রজ্যা লইয়া যিনি নবীন বয়সে
কাষায় বসন পরি রয়েছেন হোথা,
উনিই ছিলেন পূর্ব্বে ঈর্ষ্যাপরায়ণা
সেই রাজকন্যা; আমি ছিনু গজরাজ।'

৩৯. লয়ে তার দন্তগুলি সুন্দর উজ্জ্বল,—
তুলনা যাদের নাহি ছিল পৃথিবীতে
যে লুব্ধক কাশীতে হইল উপনীত
দেবদত্ত ছিল সেই পাপ দুরাশয়।

৪০. বীতব্যথ, বীতশোক, বীতরিপুচয়,
বলিলেন, দশবল নিজ প্রজ্ঞাবলে
বিচিত্রা, বিষাদময়ী পুরাণ কাহিনী,
ঘটে ছিল বহু শত যুগ পূর্ব্বে যাহা।

৪১. 'ষড়দন্ত হ্রদতীরে আমিই তখন
চরিতাম, ভিক্ষুগণ, নাগরাজ-বেশে
সে অতীত যুগে; এই কর অবধান।
প্রতিপাদ্য ইহ, জেন, এই জাতকের।'

দশবলের গুণবর্ণনাকারক, ধর্ম্মসংগায়ক স্থবিরগণ কালে এই গাথাগুলি রক্ষা করিয়াছিলেন।

[এই ধর্ম্মদেশন শুনিয়া বহু ব্যক্তি স্রোতাপন্ন প্রভৃতি হইয়াছিলেন। সেই ভিক্ষুণীও উত্তরকালে বিদর্শনসম্পন্ন হইয়া অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন।]

☞ এই জাতকের সহিত ৭২, ১২২, ২৬৭ ও ৪৫৫ সংখ্যানির্দিষ্ট জাতকগুলি তুলনীয়।

---

৫১৫. সম্ভব-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার কালে প্রজ্ঞাপারমিতা-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইঁহার বর্ত্তমান বস্তু মহাউম্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) প্রদত্ত হইবে।]

পুরাকালে কুরুরাজ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে ধনঞ্জয় কৌরব্য নামে এক রাজা ছিলেন। শুচিরত-নামক এক ব্রাহ্মণ তাঁহার অর্থধর্ম্মানুশাসক ছিলেন ও পৌরোহিত্য করিতেন। তিনি একদিন ধর্ম্মযাগ-নামক এক প্রশ্ন প্রণয়নপূর্ব্বক শুচিরত ব্রাহ্মণকে আসনে বসাইয়া ও বহু সম্মান করিয়া চারিটী গাথায় উহা জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. রাজ্য, আধিপত্য লাভ করেছি যথেষ্ট;
কিন্তু, শুচিরত, এতে নই আমি তুষ্ট।
লভিতে মহত্ত্ব এবে ব্যগ্র মোর মন,
প্রতিষ্ঠা এ পৃথিবীতে করিতে স্থাপন

২. ধর্ম্মবলে; অধর্ম্মকে ঘৃণা আমি করি,
রাজার কর্ত্তব্য এই—ধর্ম্মপথে চরি
প্রজার শিক্ষার্থে তিনি আদর্শ উত্তম
করিবেন নিজের চরিত্রে প্রদর্শন।

৩. ইহামুত্র হইব না নিন্দার ভাজন;
গাইবে আমার যশ দেব-নরগণ,

৪. এতাদৃশ সৌভাগ্য লাভের যে উপায়,
দয়া করি বল, বিপ্র, শুধাই তোমায়।
এই অর্থ, এই ধর্ম্ম ভাবিয়াছি সার;
ইহা ছাড়া নাই অন্য উদ্দেশ্য আমার।

এই গম্ভীর প্রশ্নের বিষয় কেবল বুদ্ধদিগের জ্ঞানগোচর। সর্ব্বোজ্ঞ বুদ্ধকেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত; সর্ব্বোজ্ঞ বুদ্ধ বর্ত্তমান না থাকিলে সর্ব্বজ্ঞতান্বেষী বোধিসত্ত্বকেও ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। শুচিরত বোধিসত্ত্ব ছিলেন না; কাজেই তিনি ইঁহার উত্তর দিতে অসমর্থ হইলেন। তিনি পণ্ডিতম্মন্য না হইয়া নিম্নলিখিত গাথায় নিজের অসামর্থ্য জানাইলেন :

৫. যে অর্থের, যে ধর্ম্মের প্রাপ্তির কারণ
ব্যগ্র হইয়াছে, ভূপ, আপনার মন,
প্রদর্শিতে পথ তার একমাত্র ক্ষম
বিদুর পণ্ডিতবর; নহে অন্য জন।

শুচিরতের উত্তর শুনিয়া রাজা বলিলেন, ‘বিপ্রবর, যদি আপনার কথা সত্য হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই বিদুরের নিকট গমন করুন।’ অনন্তর তিনি বিদুরের উপযুক্ত উপঢৌকন দিয়া বলিলেন :

৬. অবিলম্বে যাও তুমি বিদুর-সকাশে
ধর্ম্মার্থ-সংক্রান্ত শিক্ষা পাইবার আশে।

এই স্বর্ণ নিষ্ক[১] তাঁরে দিবে উপহার;
জানাবে চরণে তাঁর কোটি নমস্কার।

বিদুর প্রশ্নের যে উত্তর দিবেন, তাহা লিখিয়া লইবার জন্য রাজা শুচিরতকে লক্ষ মুদ্রা মূল্যের একখানি সুবর্ণ পট্ট দিলেন। অনন্তর কালবিলম্ব না করিয়া রাজা শুচিরতের গমনের জন্য যান এবং অনুগমনের জন্য রক্ষিগণ দিয়া উপঢৌকনসহ তাঁহাকে বিদুরের নিকট প্রেরণ করিলেন। শুচিরত ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঋজুপথে বারাণসীতে না গিয়া, যেখানে যেখানে পণ্ডিত লোক বাস করিতেন, সেই সেই স্থানে গমন করিলেন। এইরূপে সমস্ত জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়াও যখন প্রশ্নের উত্তর পাইলেন না, তখন তিনি বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে কোথাও নিজের বাসস্থান নির্ব্বাচন করিয়া প্রাতরাশসময়ে কতিপয় অনুচরসহ বিদুরের গৃহে গমন করিলেন। তিনি বিদুরের নিকট নিজের আগমন বার্ত্তা জানাইলে বিদুর তাঁহাকে ডাকাইলেন। তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন, বিদুর তখন ভোজন করিতেছেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৭. বিদুর করিতেছিলা স্বগৃহে ভোজন,
এমন সময়ে ভারদ্বাজ[২] বিপ্রবর
উপস্থিত হইলেন নিকটে তাঁহার।

বিদুর শুচিরতের বাল্যবন্ধু; তাঁহারা একই আচার্য্যের গৃহে বিদ্যাভ্যাস করিয়া ছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা দুইজনে এক সঙ্গে ভোজন করিলেন। অনন্তর, আহারান্তে সুখাসীন হইয়া বিদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাই, তুমি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ?' শুচিরত নিম্নলিখিত গাথায় নিজের আগমনের হেতু বলিলেন :

৮. যুধিষ্ঠির-বংশজাত ভুবনবিখ্যাত
কৌরব্য নৃপতি মোরে করিলা প্রেরণ
দূতরূপে তব পাশে; আজ্ঞা দিলা এই—
'অর্থ আর ধর্ম্মতত্ত্ব, জান গিয়া তুমি
বিদুরের মুখে'; তাই শুধাই তোমায়,
অর্থ কি, ধর্ম্মই বা কি, বল মহাশয়।

বিদুর ব্রাহ্মণ তখন বিনিশ্চয়াগারে বিচার করিতেন। সেখানে বহু বাদীপ্রতিবাদীর সমাগম হইত। তাহাদের কাহার মনের ভাব কিরূপ, ইহা নির্ণয় করা অতি কঠিন কাজ,—গঙ্গাস্রোতের প্রতিরোধচেষ্টা-সদৃশ এক প্রকার অসাধ্য

---

[১]। টীকাকার বলেন, এক নিষ্ক = ১৫ সুবর্ণ। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য।

[২]। বুঝিতে হইবে যে শুচরিত ভরদ্বাজগোত্রজ।

ব্যাপার। এই নিমিত্ত এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য তাঁহার অবকাশ ছিল না। তিনি নিজের অসামর্থ্য জানাইবার জন্য নবম গাথা বলিলেন :

৯. বিনিশ্চয়াগারে আমি রয়েছি নিযুক্ত
সহস্র সহস্র বাদীপ্রতিবাদী সেথা
আসে নিত্য; পরস্পরবিরোধী তাদের
চিত্ত বুঝা সুকঠিন; গঙ্গৌঘসদৃশ
করে তাহা অভিভূত সতত আমায়।
নাই শক্তি মোর, বিপ্র, সে সিন্ধুর বেগ
রোধিতে মুহূর্ত্তকাল। অবকাশ তবে
কেমনে পাইব বল দিতে সদুত্তর
ধর্ম্মার্থ-সংক্রান্ত এই প্রশ্নের তোমার?

নিজের অসামর্থ্য জানাইয়া বিদুর বলিলেন, 'আমার (জ্যেষ্ঠ) পুত্র সুপণ্ডিত এবং আমা অপেক্ষাও প্রাজ্ঞ; সেই এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবে; তুমি, ভাই, তাহার কাছে যাও।

১০. ভদ্রকার নামে মম সুত সুপণ্ডিত;
তার কাছে গিয়া তুমি জিজ্ঞাস, ব্রাহ্মণ,
প্রকৃত ধর্ম্মার্থ লাভ হয় কি উপায়ে।'

ইহা শুনিয়া শুচিরত বিদুরের গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক ভদ্রকারের গৃহে গমন করিলেন। ভদ্রকার তখন প্রাতরাশ গ্রহণ করিয়া বন্ধুজনসহ বসিয়া ছিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১১. ভদ্রকার বসি ছিলা নিজের আলয়ে,
এমন সময়ে ভারদ্বাজ বিপ্রবর
উপস্থিত হইলেন নিকটে তাঁহার।

শুচিরতকে দেখিয়া ভদ্রকার তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে ভদ্রকার তাঁহার আগমনের কারণ জানিতে চাহিলেন; শুচিরত বলিলেন :

১২. যুধিষ্ঠির-বংশজাত ভুবনবিখ্যাত
কৌরব্য নৃপতি মোরে করিলা প্রেরণ
দূতরূপে এ নগরে; আজ্ঞা দিলা এই—
'অর্থ আর ধর্ম্মতত্ত্ব জান তুমি গিয়া।'
অর্থ কি, ধর্ম্মই বা কি, বল ভদ্রকার।

ভদ্রকার বলিলেন, 'মহাশয়, আমি ইদানীং পরদারগমনে অভিনিবিষ্ট; আমার চিত্ত ব্যাকুল; কাজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার সাধ্য নাই। আমার অনুজ

সঞ্জয়কুমার আমা অপেক্ষা অধিক বিশদজ্ঞানী।' শুচিরতকে সঞ্জয়ের নিকট পাঠাইবার উদ্দেশ্যে ভদ্রকার দুইটী গাথা বলিলেন :

১৩. স্কন্ধে আছে মৃগ মাংস, তবু তাহা ফেলি
গোধা দেখি ছুটি আমি পিছু পিছু তার![1]
কি সাধ্য আমার বল দিতে সদুত্তর
অর্থ কি? ধর্ম্ম কি? এই কঠিন প্রশ্নের?

১৪. অনুজ আমার, বিপ্র, পরম পণ্ডিত,
সঞ্জয় তাহার নাম, যাও তার কাছে,
অর্থ কি? ধর্ম্ম কি? ইহা শুধাও তাহারে।

শুচিরত তৎক্ষণাৎ সঞ্জয়ের আলয়ে গমন করিলেন। সঞ্জয় তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসিলেন এবং শুচিরত তাহা জানাইলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা দুইটী গাথা বলিলেন :

১৫. সঞ্জয় বসিয়াছিলা বন্ধুগণ লয়ে,
এমন সময়ে ভারদ্বাজ বিপ্রবর
উপস্থিত হইলেন নিকটে তাঁহার।

১৬. 'যুধিষ্ঠির-বংশজাত ভুবন বিখ্যাত
কৌরব্য নৃপতি মোরে করিলা প্রেরণ
দূতরূপে এ নগরে; আজ্ঞা দিলা এই,
'অর্থ আর ধর্ম্মতত্ত্ব জান গিয়া তুমি।'
অর্থ কি? ধর্ম্মই বা কি? বলহে সঞ্জয়।'

ঐ সময়ে সঞ্জয়কুমারও পরদারসেবা করিতেন। তিনি বলিলেন, 'মহাশয়, আমি পরদারসেবী; সেজন্য আমাকে গঙ্গা পার হইয়া যাতায়াত করিতে হয়। সন্ধ্যাকালে ও প্রাতঃকালে যখন গঙ্গা পার হই, তখন মৃত্যু যেন আমাকে গ্রাস করিতে আসে। এই নিমিত্ত আমার চিত্ত সর্ব্বদা ব্যাকুল। আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে অশক্ত। আমার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছে; তাহার নাম সম্ভবকুমার। তাহার বয়স সাত বৎসর। সে আমা অপেক্ষা শতগুণে, সহস্র গুণে জ্ঞানী। সেই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবে; আপনি তাহার কাছে যান।'

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১৭. সকালে, বিকালে নিত্য বদন ব্যাদান
করিয়া গিলিতে চায় মৃত্যু যে পাপীরে,

---

[1]। অর্থাৎ গৃহে সুন্দরী ও সুশীলা ভার্য্যা থাকিতেও আমি পরদারভিলাষী।

সে কি পারে, শুচিরত, দিতে সদুত্তর
অর্থ কি? ধর্ম্ম কি? এই কঠিন প্রশ্নের?

১৮. কনিষ্ঠ সোদর মোর পরম পণ্ডিত;
সম্ভব তাহার নাম; যাও কাছে তার;
অর্থ কি? ধর্ম্মই বা কি? শুধাও তাহারে।

সঞ্জয়ের কথা শুনিয়া শুচিরত ভাবিলেন, 'দেখিতেছি, এ জগতে ইহা অতি অদ্ভুত প্রশ্ন। কেহই ইঁহার উত্তর দানে সমর্থ নহে। ইহা ভাবিয়া তিনি দুইটী গাথা বলিলেন :

১৯. অদ্ভুত এ প্রশ্ন বটে, সাধ্য কারো নাই
দিতে এর সদুত্তর; পিতা, পুত্রদ্বয়
না জানেন যাহা, তাহা বালকে যে জানে
এ কথা বিশ্বাস আমি করিব কেমনে?

২০. অর্থ কি? ধর্ম্ম কি? ইহা প্রবীণেরা যদি
বলিতে অক্ষম হন, কেমনে উত্তর
পারিবে করিতে দান বালক যে জন?

ইহা শুনিয়া সঞ্জয় বলিলেন, 'মহাশয়, সম্ভবকুমারকে বালক মনে করিবেন না, অন্য কেহ যদি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারে, তাহা হইলে আপনি সম্ভবের নিকটেই গমন করুন।' অনন্তর তিনি নানাবিধ অর্থদীপিকা উপমা প্রয়োগ করিয়া দ্বাদশটী গাথায় সম্ভবের গুণ বর্ণনা করিলেন :

২১. না জিজ্ঞাসি প্রশ্ন, শুধু বালক বলিয়া
করো না অবজ্ঞা তুমি সম্ভব কুমারে।
জিজ্ঞাসা করিলে তারে পাবে সদুত্তর
অর্থ কি, ধর্ম্ম কি, তুমি জানিবে, ব্রাহ্মণ।

২২. নিরমল পূর্ণচন্দ্র গগনে যেমন
নিষ্প্রভ নক্ষত্রগণে করে স্বপ্রভায়

২৩. তেমতি সম্ভব করে প্রজ্ঞাবলে সবে
অতিক্রম, যদিও সে বয়সে নবীন।
না জিজ্ঞাসি প্রশ্ন, শুধু বালক বলিয়া
করো না অবজ্ঞা তুমি সম্ভব কুমারে।
জিজ্ঞাসা করিলে তুমি পাবে সদুত্তর;
অর্থ কি, ধর্ম্ম কি, তুমি জানিবে, ব্রাহ্মণ।

২৪. মাস মধ্যে গ্রীষ্মকালে মধুমাস যথা
পত্রপুষ্পে অন্য মাসে করে অতিক্রম,

২৫. তেমতি সম্ভব করে প্রজ্ঞাবলে সবে
অতিক্রম, যদিও সে বয়সে নবীন।
না জিজ্ঞাসি প্রশ্ন, শুধু বালক বলিয়া
করো না অবজ্ঞা তুমি সম্ভব কুমারে।
জিজ্ঞাসা করিলে তারে পাবে সদুত্তর;
অর্থ কি, ধর্ম্ম কি, তুমি জানিবে, ব্রাহ্মণ।

২৬. তুষার-কিরীটী গন্ধমাদন পর্ব্বত—
দিব্যৌষধি-প্রভা যার উজলে চৌদিক,
সানুদেশে শোভে যার তরু নানাজাতি,
পুষ্পের সৌরভভার করিয়া বহন
বিতরে পবন যথা, দেববাস ভূমি—
শোভা সম্পত্তিতে যথা এই শৈলবর
অতিক্রম করিয়াছে অন্যান্য পর্ব্বত,

২৭. তেমতি সম্ভব করে প্রজ্ঞাবলে সবে
অতিক্রম, যদিও সে বয়সে নবীন।
না জিজ্ঞাসি প্রশ্ন, শুধু বালক বলিয়া
করো না অবজ্ঞা তুমি সম্ভব কুমারে।
জিজ্ঞাসা করিলে তারে পাবে সদুত্তর;
অর্থ কি, ধর্ম্ম কি, তুমি জানিবে, ব্রাহ্মণ।

২৮. পরিয়া অর্চ্চির মালা অনল যেমন
ধায় বেগে কচ্ছদেশে দহি তৃণরাজি,
রাখিয়া পশ্চাদভাগে কৃষ্ণবর্ত্ম শুধু;

২৯. কিংবা যবে ঘৃত আর উৎকৃষ্ট ইন্ধনে
পরিপুষ্ট হয়ে জ্বলে নিশীথ সময়ে
পর্ব্বত শিখরোপরি—কি যে তেজ তার!
শিরে শোভে ধূমরাশি জটার আকারে,

৩০. তেমতি সম্ভব করে প্রজ্ঞাবলে সবে
অতিক্রম, যদিও সে বয়সে নবীন।
না জিজ্ঞাসি প্রশ্ন, শুধু বালক বলিয়া
করো না অবজ্ঞা তুমি সম্ভব কুমারে।
জিজ্ঞাসা করিলে তারে পাবে সদুত্তর;
অর্থ কি, ধর্ম্ম কি, তুমি জানিবে, ব্রাহ্মণ।

৩১. দেহ দেখি গুণ বুঝা অসম্ভব অতি,
সেই অশ্ব ভাল, যাহা ধায় শীঘ্রগতি।
যে পারে অধিক ভার করিতে বহন,
সেই বলীবর্দ্দ ভাল বলে সর্ব্বজন;
গুণ যত ধেনুর দোহনে বুঝা যায়;
পণ্ডিতের উৎকর্ষ বাকপটুতায়।

৩২. তেমতি সম্ভব করে প্রজ্ঞাবলে সবে
অতিক্রম, যদিও সে বয়সে নবীন।
না জিজ্ঞাসি প্রশ্ন, শুধু বালক বলিয়া
করো না অবজ্ঞা তুমি সম্ভব কুমারে।
জিজ্ঞাসা করিলে তারে পাবে সদুত্তর;
অর্থ কি, ধর্ম্ম কি, তুমি জানিবে, ব্রাহ্মণ।

সম্ভবের গুণকীর্ত্তন শুনিয়া শুচিরত ভাবিলেন, 'প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাউক।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার কনিষ্ঠ কোথায় আছেন?' সঞ্জয় বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক বলিলেন, 'ঐ যে হেমবর্ণ বালকটী প্রাসাদদ্বারে পথের উপর অন্য বালকদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেছে, ওই আমার কনিষ্ঠ সহোদর। আপনি উহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করুন। ও বুদ্ধলীলায় উত্তর দিবে।' এই কথা শুনিয়া শুচিরত প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সম্ভবকুমারের নিকট গমন করিলেন। কুমার তখন শিথিল পরিহিত বস্ত্র স্কন্ধোপরি রাখিয়া উভয় হস্তে ধূলি তুলিতেছিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৩৩. সম্ভব খেলিতেছিলা বাটীর বাহিরে
এমন সময়ে ভারদ্বাজ বিপ্রবর
হইলেন উপস্থিত নিকটে তাঁহার।

ব্রাহ্মণ গিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন দেখিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'মহাশয় কি অভিপ্রায়ে আগমন করিয়াছেন?' শুচিরত বলিলেন, 'বৎস, আমার একটী প্রশ্ন আছে; আমি সমস্ত জম্বুদ্বীপ খুঁজিয়াও এমন কোন লোক পাইলাম না, যে তাহার উত্তর দিতে পারে। সেই জন্য তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি।' কুমার ভাবিলেন 'ইনি বলিতেছেন, সমস্ত জম্বুদ্বীপে ইঁহার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নাই এবং সেই নিমিত্ত আমার নিকটে আসিয়াছেন। আমি জ্ঞানবৃদ্ধ বটি।' এই চিন্তা করিয়া তিনি লজ্জিত হইলেন; হস্তস্থ ধূলি ফেলিয়া দিলেন, স্কন্ধ হইতে বস্ত্র লইয়া পরিধান করিলেন এবং বলিলেন, 'ব্রাহ্মণ, আপনি প্রশ্ন করুন, আমি বুদ্ধ-লীলায় তাহার উত্তর দিতেছি।' তিনি সর্ব্বজ্ঞোচিতভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে

বলিলে শুচিরত কহিলেন,

৩৪. যুধিষ্ঠির-বংশজাত ভুবন বিখ্যাত
কৌরব্য নৃপতি মোরে করিলা প্রেরণ
দূতরূপে এ নগরে; আজ্ঞা দিলা এই,—
'অর্থ আর ধর্ম্মতত্ত্ব জান গিয়া তুমি।'
অর্থ কি, ধর্ম্মই বা কি, ইহা বল হে সম্ভব।

গগনতলে যেমন পূর্ণচন্দ্র প্রকটিত হয়, সম্ভবের নিকটে এই প্রশ্নের উত্তরও সেইরূপ প্রকটিত হইল। 'তবে শুনুন' বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথায় ধর্ম্মযাগপ্রশ্নের উত্তর দিলেন :

৩৫. প্রশ্নের উত্তর সত্য দিব তব, মহাশয়;
বলিব নিশ্চয় আমি কুশল যাহাতে হয়।
রাজাও জানেন ইহা; কিন্তু তাহা সম্পাদন
করেন কি না করেন, জানে বল কোন্ জন?

সম্ভবকুমার পথে দাঁড়াইয়া মধুর স্বরে ধর্ম্মদেশন করিতে লাগিলেন; সেই শব্দ দ্বাদশ যোজন বিস্তীর্ণ বারাণসী নগরের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল; রাজা, উপরাজ প্রভৃতি সকলে সম্ভবের নিকট সমবেত হইলেন; মহাসত্ত্ব এই মহাজনসঙ্ঘের মধ্যে ধর্ম্মদেশন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী গাথায়, প্রশ্নের উত্তর দিবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; এখন ধর্ম্মযাগপ্রশ্নের উত্তর দিলেন :

৩৬. যুধিষ্ঠির-বংশজাত রাজাকে তোমার
বল গিয়া, শুচিরত, 'কুশল কর্ম্মের'
সুযোগ ঘটিবে যবে, অদ্য আর কল্য
তুল্য জ্ঞান করি—অবহেলি বর্ত্তমান—
কল্যের আশায় যেন না রন বসিয়া।

৩৭. বলিও তাঁহারে, তিনি শুধাবেন যবে,
আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এই; মুঢ়জনবৎ
কদাচ কুকর্ম্ম-সেবী নাহি হন যেন।

৩৮. কভু যেন আত্মনাশ না করেন তিনি
হইয়া কুকর্ম্মরত; ত্যজিবেন সদা
অধর্ম্ম; কুমার্গে যেতে কোন মতে যেন
প্রবর্ত্তিত কাহাকেও না করেন তিনি।
যাহাতে অনর্থ ঘটে, অতি সাবধানে
করিবেন সংস্রব তাহার পরিহার।

৩৯. এইরূপে সযতনে কৃত্য সম্পাদন
করিতে জানেন যিনি, সেই নৃপতির
অভ্যুদয় ঘটে নিত্য, শুক্ল পক্ষে যথা
চন্দ্রমার উপচয় হয় প্রতিদিন।

৪০. প্রাণসম ভালবাসে তাঁরে জ্ঞানিজন;
মিত্রগণ করে তাঁর মহিমা কীর্ত্তন;
কালবশে ঘটে যবে দেহের বিনাশ,
করেন সে পুণ্যশ্লোক স্বর্গলোকে বাস।

মহাসত্ত্ব এইরূপে বুদ্ধলীলায় শুচিরত ব্রাহ্মণের প্রশ্নের উত্তর দিলেন—যেন গগনতলে চন্দ্র উপস্থাপিত করিলেন। সমবেত মহাজনসঙ্ঘ করতালি দিয়া উচ্চৈস্বরে সাধুকার দিতে লাগিল; তাহারা চেলোৎক্ষেপণ ও অঙ্গুলিস্ফোটন দ্বারা আপনাদের অনুমোদন জানাইল। তাহাদের যাহার হস্তে যে আভরণ ছিল, তাহা খুলিয়া দান করিল; এইরূপে নিক্ষিপ্ত ধনের পরিমাণ হইল এক কোটি। রাজাও পরিতুষ্ট হইয়া মহাসত্ত্বকে প্রভূত পুরস্কার দিলেন; শুচিরত সহস্র নিষ্ক দিয়া তাঁহার পূজা করিলেন, উৎকৃষ্ট হিঙ্গুল দিয়া সেই সুবর্ণ পট্টে প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া লইলেন এবং ইন্দ্রপ্রস্থে প্রতিগমনপূর্ব্বক কৌরব্যকে ধর্ম্মযাগ প্রশ্নের উত্তর শুনাইলেন। কৌরব্য সেই ধর্ম্ম পালন করিয়া জীবনান্তে স্বর্গবাসী হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নয়, পূর্ব্বেও তথাগত মহাপ্রাজ্ঞ ছিলেন।'

সমাবধান : তখন আনন্দ ছিলেন ধনঞ্জয় মহারাজ; অনিরুদ্ধ ছিলেন শুচিরত, কাশ্যপ ছিলেন বিদুর, মৌদগল্যায়ন ছিলেন ভদ্রকার, সারিপুত্র ছিলেন সঞ্জয় কুমার এবং আমি ছিলাম সম্ভব পণ্ডিত।]

---

৫১৬. মহাকপি-জাতক

[দেবদত্ত শিলা নিক্ষেপ করিয়া শাস্তাকে আহত করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত শাস্তার প্রাণবধার্থে ধনুর্গ্রহ নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাহার পর শাস্তাকে শিলানিক্ষেপে আহত করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ভিক্ষুগণ একদিন তাঁহার অগুণ বর্ণনা করিতেছিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিয়াছিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমাকে শিলা দ্বারা আহত করিয়াছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কাশীগ্রামের এক কৃষক ব্রাহ্মণ একদিন ক্ষেত্রকর্ষণপূর্ব্বক গরুগুলি ছাড়িয়া দিলেন এবং কোদালির কাজ করিতে লাগিলেন। গরুগুলি একটা গুল্মের পাতা খাইয়া ক্রমে বনে প্রবেশ করিল ও পলায়ন করিল। বেলা অনেক হইয়াছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ কোদালি করিয়া গরু খুঁজিতে গেলেন; তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া বড় দুঃখিত হইলেন এবং বনে প্রবেশ করিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে হিমালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তাঁহার দিগভ্রম হইল; তিনি সপ্তাহকাল অনাহারে কাটাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন তিন্দুক বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। তিনি উহাতে উঠিয়া ফল খাইতে খাইতে স্খলিতপদ হইয়া ষাট হাত নীচে এক নরকসদৃশ গহ্বরে পতিত হইলেন। তিনি ঐ গহ্বরের মধ্যে দশ দিন আবদ্ধ থাকিলেন।

বোধিসত্ত্ব ঐ সময়ে কপিযোনিতে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। তিনি বন্য ফল খাইয়া বিচরণ করিতে করিতে দুর্গত ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন এবং প্রথমে শিলাখণ্ড তুলিতে অভ্যাস করিয়া শেষে তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন। অতঃপর বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণের এই কাণ্ড দেখিয়া উল্লম্ফনপূর্বক বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিয়া বলিলেন, 'অরে নরাধম, তুই মাটিতে হাঁটিয়া চল্; আমি গাছের ডালে ডালে চলিয়া তোকে পথ দেখাইয়া যাইতেছি।' অনন্তর তিনি এই ভাবে উক্ত ব্যক্তিকে পথ প্রদর্শনপূর্বক বন হইতে বাহির করিয়া দিয়া পর্ব্বতের মধ্যে ফিরিয়া গেলেন।

মহাসত্ত্বের প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া ঐ ব্রাহ্মণ হাতে হাতেই তাহার ফল পাইলেন। তিনি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া ইহ জীবনেই প্রেতরূপ প্রাপ্ত হইলেন; সাত বৎসর অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন বারাণসীর মৃগাচির-নামক উদ্যানে প্রবেশ করিলেন এবং বেদনায় উন্মত্তবৎ হইয়া প্রাকারের ভিতরে কদলীপত্র পাতিয়া তাহার উপর শয়ন করিলেন। সেদিন বারাণসীরাজও উদ্যানে গিয়াছিলেন। তিনি বিচরণ করিতে করিতে ঐ ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে তুমি? কোন কর্ম্মের ফলে তুমি এত দুঃখ পাইতেছ?' ব্রাহ্মণ তখন তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১. মিত্রামাত্যগণসহ কাশীনরেশ্বর
যাইলেন মৃগাচির উদ্যান ভিতর।

২. দেখিলেন বিপ্র তথা অস্থিচর্ম্মসার
শ্বেতকুষ্ঠগ্রস্ত, অতি বেদনাকাতর।
হয়েছে বিবিধবর্ণ ত্বকের তাহার,

বনমাঝে ভূপতিত যেন কোবিদার।
ব্রণমুখা হতে মাংস পড়িছে গলিয়া;
সর্ব্বাঙ্গে ধমনীগুলি উঠেছে ফুটিয়া।

৩. বিপ্রের দুর্দ্দশা হেরি দয়া আর ভয়
যুগপৎ মনে তাঁর হইল উদয়।
জিজ্ঞাসেন মহীপাল পরিচয় তাঁর,
'যক্ষকুলে বল শুনি কি নাম তোমার?

৪. হস্তপাদ শ্বেত তব, শিরঃ শ্বেততর,
কুষ্ঠে ক্ষত বিক্ষত তোমার কলেবর;
ত্বক হইয়াছে তব বিবিধবরণ,
কোথা শ্বেত, কোথা কৃষ্ণ, ঘোরদরশন।

৫. সারি সারি বৃন্তবৎ কুষ্ঠব্রণ সব
উচু নীচু করিয়াছে পিঠখানি তব।
অঙ্গপর্ব্বতগুলি সব মষির বরণ;
এমন বীভৎস দৃশ্য দেখিনি কখন।

৬. ক্ষুধাতৃষ্ণারৌদ্রে তব শীর্ণ কলেবর;
পা-দুখানি হইয়াছে ধূলায় ধূসর।
সর্ব্বাঙ্গে উঠেছে ভাসি ধমনী সকল;
কোথায় হতে তুমি হেথা আসিয়াছ, বল।

৭. দেহের গঠন তব স্বাভাবিক যাহা,
বিকৃত করেছে, হায়, মহাব্যাধি তাহা।
হইয়াছ এবে তুমি হেন কদাকার,
ঘটেছে এতই তব বর্ণের বিকার,
দেখিলে তোমায় ভয়ে শিহরে শরীর।
থাকুক অন্যের কথা, তব জননীর
ইচ্ছা না হইবে এবে করিতে দর্শন
গর্ভজাত তনয়ের এ রূপ ভীষণ।

৮. কি কুকর্ম্ম পূর্ব্বে তুমি করিয়াছ বল।
অবধ্যে বধিয়া কি হে পাও এই ফল?
কি পাপের পরিণাম ভীষণ এমন?
কেন এ দারুণ দুঃখ পাও অনুক্ষণ?

ইঁহার পর ব্রাহ্মণ বলিলেন :

৯. বলিব নিশ্চয় সত্য, না করি গোপন;
প্রাজ্ঞের প্রশংসা লভে সত্যবাদিগণ।

১০. গরুগুলি একদিন হারাল আমার;
খুঁজিতে খুঁজিতে গেনু বনের মাঝার।
ভীষণ সে বন, মরুভূমির সমান,
নানাজাতি কুঞ্জরের বিচরণস্থান।
পথ ছাড়ি গিয়া মোর ঘটিল দিগ্‌ভ্রম;
ভাবিলাম সেখানেই হইবে মরণ।

১১. শ্বাপদসঙ্কুল সেই বনের ভিতর
ক্ষুধা আর পিপাসায় হইয়া কাতর,
যাপিনু সপ্তাহকাল ছুটি ইতস্ততঃ;
দিগভ্রান্ত হইয়া দুঃখ পাইলাম কত!

১২. ক্ষুধার জ্বালায় আমি ভ্রমিতে ভ্রমিতে
দেখিনু তিন্দুক বৃক্ষ দুর্গম ভূমিতে[১]।
প্রচুর ফলের ভার বহন করিয়া
প্রপাতের অভিমুখে পড়েছে ঝুলিয়া।

১৩. বায়ুবেগে পড়ে ছিল যত তার ফল,
খাইতে লাগিল ভাল, খাইনু সকল।
অতৃপ্ত রহিল ক্ষুধা, উঠিলাম পরে
বৃক্ষোপরি, আরও ফল খাইবার তরে।

১৪. একটী শাখায় তার যত ছিল ফল,
প্রথমে উদরসাৎ করিনু সকল।
অন্য এক শাখা পরে ধরিব বলিয়া
যেমন দিলাম আমি হাত বাড়াইয়া,
যে শাখায় ছিনু আমি, ভাঙ্গিয়া পড়িল;
কুঠার-আঘাতে যেন ছিন্ন কে করিল।

১৫. ঊর্দ্ধপাদে, অধঃশিরে শাখার সহিত
প্রপাত হইতে আমি হইনু পতিত,
গহ্বরে; সেখানে কোন তিষ্ঠিবার স্থান,
কিংবা কোন অবলম্বন নাই বিদ্যমান।

---

[১]। মূলে ‘তত্থ তিন্দুকং অদ্‌দক্‌খিং বিসমট্‌ঠ বুভুক্‌খিতো’ আছে। আমি ‘বিসমট্‌ঠং এই পাঠ ধরিয়া ইহাকে তিন্দুকের বিশেষণ করিলাম।

১৬. ভাগ্যে সুগভীর জল সে গুহায় ছিল,
পড়ি, তাই দেহ মোর চূর্ণ না হইল।
জলের শয্যায় আমি বিষণ্ন অন্তরে
যাপিনু দশটী দিন তাহার ভিতরে।

১৭. শাখা হতে শাখান্তরে চরিতে চরিতে,
বিবিধ বৃক্ষের ফল খাইতে খাইতে,
শাখামৃগ এক, গোলাঙ্গুল, দরীচর,
সেথা আসি দরশন দিল তার পর।
পাণ্ডু, শীর্ণ, দেহ মোর দেখিতে পাইল;
অমনি তাহার মনে দয়া উপজিল।

১৮. জিজ্ঞাসে সে কপি; 'কে হে গুহা মধ্যে পড়ি
পাইতেছ দুঃখ বড়? বল সত্য করি,
মনুষ্য, কি অমনুষ্য বলিব তোমায়?
সত্য করি দাও তুমি আত্মপরিচয়।'

১৯. নমস্কার করি তারে, যুড়ি দুই কর,
বলিনু, 'মনুষ্য আমি, শুন কপিবর।
পড়েছি বিপদে ঘোর; নাহিক নিস্তার;
কর এ গহ্বর হতে আমায় উদ্ধার।
নিরুপায় আমি, তব লইনু শরণ;
বাঁচাও আমারে, হও কল্যাণভাজন।'

২০. শুনি ইহা গুরু-ভার শিলা উত্তোলন,
করিয়া পর্ব্বতে কপি করে বিচরণ।
গুরু-ভারবহনের অভ্যাস করিল,
তার পর বানরেন্দ্র আমার বলিল[১],

২১. 'এস, মোর পিঠে চড়; দুই বাহু দিয়া
গলা মোর ধরি তুমি থাকহ বসিয়া।
এ গিরিকন্দর হতে করি উত্তোলন
শীঘ্রই করিব তব উদ্ধার সাধন।'

২২. শুনি সে শ্রীমান, বিজ্ঞ কপির বচন
করিলাম আমি তার পৃষ্ঠে আরোহণ।
বেষ্টিয়া দুইটী বাহু ধরিলাম তার

---

[১]। অতঃপর কপি গহ্বরের মধ্যে গেল, ইহা বুঝিতে হইবে।

গ্রীবাদেশ, গুহা হইতে পাইতে উদ্ধার।

২৩. তেজস্বী বানর সেই মহা বলবান,
গুহা হইতে তুলিয়া রক্ষিল মোর প্রাণ।
এ দুষ্কর কার্য্য কিন্তু করিতে সাধন
হল সে নিতান্ত ক্লান্ত করি বহু শ্রম।

২৪. উদ্ধারি আমায় শ্রান্ত, ক্লান্ত কপীশ্বর
বলে, 'ভাই, তুমি মোরে এবে রক্ষা কর।
ঘুমাইব আমি হেথা মুহূর্ত্তের তরে;
দেখিও, কেহ না যেন বধ মোরে করে।

২৫. সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী, ঋক্ষ আদি হিংস্রগণ
প্রমত্ত[১] পাইলে মোরে করিবে হনন।
সতর্ক হইয়া তুমি তাড়াইবে সবে,
বিশ্রামের তরে আমি ঘুমাইব যবে।'

২৬. পরিত্রাণ এইরূপে করিয়া আমায়
মুহূর্ত্তের তরে কপি সেখানে ঘুমায়।
কিন্তু সে সময় মোর দুর্মতি ঘটিল;
মোহবশে পাপ চিন্তা মনে উপজিল।

২৭. 'বনবাসী অন্য অন্য পশুর যেমন,
বানরের(ও) মাংস ভক্ষ্য নরের তেমন।
ক্ষুধায় হয়েছে মোর প্রাণ ওষ্ঠাগত;
মারি এবে খাব মাংস ইচ্ছা হয় যত।

২৮. খেয়ে, আর লয়ে কিছু পথের সম্বল
অতিক্রম করি যাব এই বনস্থল।

২৯. লইলাম একখানি পাথর তুলিয়া;
মস্তকে কপির তাহার ফেলিনু ছুঁড়িয়া।
কিন্তু হাতে বল মোর ছিল না তখন;
সামান্য আঘাত কপি পেল সে কারণ।

৩০. সবেগে রক্তাক্ত মুখে বানর তখন
তরুর শাখায় উচ্চে করি আরোহণ,
অশ্রুপূর্ণ নেত্রে মোরে দেখিতে লাগিল,
গণ্ড তার অশ্রুজলে প্লাবিত হইল।

---

[১]। প্রমত্ত—অনবহিত।

৩১. বলিল, 'এমন কাজ, শুন মহাশয়,
তোমা হেন জনের উচিত নাহি হয়।
কদাচ ঈদৃশ কাজ করিও না আর;
আশীর্ব্বাদ করি, হোক কল্যাণ তোমার।
করিলে যে কর্ম্ম তুমি, হেরি তার ফল
হেন পাপ না করিবে অন্যে বহুকাল।

৩২. আহা কি কুকর্ম্ম তুমি করিলে হে বল?
উদ্ধারিনু গুহা হতে; এই তার ফল!

৩৩. আনিনু ফিরায়ে তোমা যমদ্বার হতে;
অথচ চাহিলে তুমি আমায় বধিতে।
পাপাশয় তুমি, রত পাপ আচরণে;
পাপ চিন্তা তাই তব উপজিল মনে।

৩৪. এই অধর্ম্মের হেতু নরক-যন্ত্রণা
ভাগ্যে যেন তব, পাপী, কখন(ও) ঘটে না।
ফলপ্রসবান্তে হয় বেণুর মরণ;
এ কুকর্ম্মফলে তব না হয় তা' যেন।

৩৫. বিশ্বাস করিতে তোমা পারি না এখন;
পাপ চিন্তা আছে তব মনে অনুক্ষণ।
চলি আমি অগ্রে অগ্রে বৃক্ষ শাখা ধরি;
পশ্চাতে আসিবে তুমি পথ অনুসরি।
কিন্তু সাবধান, তুমি থাকিবে নিকটে,
দেখিব কখন তব কোন বুদ্ধি ঘটে।

৩৬. হিংস্র জন্তু হতে মুক্তি লভিলে এখন;
এলে যথা যাতায়াত করে লোকজন।
এই পথে, পাপাশয়, এ বন ছাড়িয়া
যথা ইচ্ছা সেইখানে যাও হে চলিয়া।'

৩৭. এতেক বলিয়া মোরে সেই গিরিচর
ধুইল হ্রদের জলে মস্তক তাহার।
মুছিয়া চক্ষুর জল, সংবরি ক্রন্দন
পর্ব্বত উপরি পুনঃ করে আরোহণ।

৩৮. বানরের অভিশাপে আমার তখন
সর্ব্বাঙ্গে হইল জ্বালা বড়ই ভীষণ।
পুড়িতে লাগিল দেহ; জলপান তরে

নামিলাম গিয়া সেই হ্রদের ভিতরে।

৩৯. কপিরক্ত-বিমিশ্রিত সে হ্রদের জল
অগ্নিবৎ দগ্ধ মোরে করিল কেবল।
মনে হল, যত জল সে হ্রদেতে ছিল,
পূয়ে পরিণত মম পাপেতে হইল।

৪০. যত বারিবিন্দু পড়ে শরীরে আমার,
হইল স্ফোটক অর্দ্ধ বিল্বফলাকার।

৪১. ফাটিল স্ফোটক সব, ক্ষত স্থান হতে
পূতিগন্ধময় পূয় লাগিল ঝরিতে।
গ্রামে কি নিগমে, আমি, যেখানেই যাই,

৪২. সর্ব্বত্র সবার কাছে তাড়া সদা খাই।
স্ত্রীপুরুষ সকলেই দুর্গন্ধ পাইয়া
দূর হতে দণ্ডহস্তে দেয় তাড়াইয়া।

৪৩. এত দুঃখে সপ্তবর্ষ করেছি যাপন;
পাইতেছি নিজ পাপফল বিলক্ষণ।

৪৪. সমবেত হইয়াছ যাহারা এখানে
সবাইকে বলিতেছি আমি সে কারণে
মিত্রদ্রোহী মহাপাপী; যেন কোন জন
মিত্রের অহিত কিছু করে না কখন।

৪৫. মিত্রদ্রোহী হয় কুষ্ঠী আমার মতন;
দেহ অন্তে করে সেই নিরয়ে গমন।

ব্রাহ্মণ রাজার নিকটে এইরূপে আত্মকাহিনী বর্ণনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে পৃথিবী বিদীর্ণ হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বিবরে অদৃশ্য হইয়া অবীচিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ভূগর্ভে প্রবেশ করিলে রাজা উদ্যান হইতে বাহির হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমাকে শিলানিক্ষেপে আহত করিয়াছিল।'

সমাবধান : তখন দেবদত্ত ছিল সেই মিত্রদ্রোহী ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম সেই কপিরাজ।] জাতকমালা, ২৪।

---

৫১৭. উদকরাক্ষস-জাতক

এই আখ্যায়িকা মহাউন্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) প্রদত্ত হইবে।

৫১৮. পাণ্ডর-জাতক

[দেবদত্ত মিথ্যা কথা বলিয়াছিল এবং পাপের ফলে ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল। তৎপ্রসঙ্গে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। ভিক্ষুরা যখন দেবদত্তের দোষ কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন শাস্তা বলিয়াছিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত মিথ্যা কথা বলিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল। অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে পঞ্চশত বণিক একদা নৌকারোহণে সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিল। সপ্তম দিনে তাহারা এতদূর অগ্রসর হইল যে, কূল আর দেখিতে পাওয়া গেল না। এই সময় নৌকাখানি ভাঙ্গিয়া গেল এবং আরোহীদিগের মধ্যে একজন ব্যতীত অন্য সকলেই মৎস্যদিগের উদরস্থ হইল। যে ব্যক্তি রক্ষা পাইল, সে বায়ুবশে করম্বিক পট্টনে উপনীত হইল। সে নগ্নবেশে ও নিঃস্ব অবস্থায় সমুদ্র হইতে উঠিয়া ঐ পট্টনে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। লোকে ভাবিল, 'এই ব্যক্তি সন্ন্যাসী এবং অল্পে সন্তুষ্ট।' এই কারণে তাহারা ঐ ব্যক্তির অভ্যর্থনা ও সমাদর করিল। সেও ভাবিল, 'এখন আমি জীবিকানির্ব্বাহের একটা উপায় পাইলাম।' লোকে যখন তাহাকে নিবাসন ও প্রাবরণ দিতে[১] চাহিল, তখনও সে ঐ দুই দ্রব্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিল না। লোকে মনে করিল, 'ইহা অপেক্ষা বাসনাহীন শ্রমণ কোথাও নাই।' তাহারা আরও সন্তুষ্ট হইয়া এই লোকটার জন্য আশ্রম নির্ম্মাণ করিল, এবং সেখানে তাহাকে বাস করাইল। তাহার নাম হইল করম্বিক অচেলক[২]। সে করম্বিক পট্টনে বাস করিয়া প্রভূত সম্মান ও উপহার পাইতে লাগিল। এমন কি, এক নাগরাজ এবং এক সুপর্ণরাজও তাহাকে উপাসনা করিবার জন্য সেই আশ্রমে যাইতেন। নাগরাজের নাম ছিল পাণ্ডর।

একদিন সুপর্ণরাজ এই ভণ্ড তপস্বীর নিকটে গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, 'ভদন্ত, আমার বহু জ্ঞাতি নাগ ধরিবারকালে বিনষ্ট হয়। নাগদিগকে যে কি উপায়ে নিরাপদে গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা আমরা জানি না। শুনা যায় ইঁহার কোন গুহ্য উপায় আছে। আপনি নাগদিগকে নিষ্টবাক্যে ভুলাইয়া উপায়টা জানিতে পারেন কি?' তপস্বী বলিল, 'বেশ, আমি জিজ্ঞাসা করিব।'

---

[১]। নিবাসন—অন্তর্বাস, বা ধুতি। প্রাবরণ—বহির্ব্বাস, বা উত্তরীয়।

[২]। অচেলক—নগ্ন সন্ন্যাসী।

সুপর্ণরাজ তপস্বীকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন, তাহার পর নাগরাজ গিয়া তাহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলে তপস্বী জিজ্ঞাসা করিল, 'নাগরাজ, শুনিতে পাই, অনেক সুপর্ণ তোমাদিগকে ধরিতে গিয়া বিনষ্ট হয়। তোমাদিগকে কি উপায়ে নিরাপদে ধরা যায়, বল ত?' নাগরাজ বলিলেন, 'ভদন্ত, ইহা আমাদের অতি গূঢ় রহস্য, আমি ইহা প্রকাশ করিলে জ্ঞাতিজনের মৃত্যু ডাকিয়া আনিব।' 'তুমি কি মনে কর যে, আমি ইহা অন্য কাহাকেও বলিব? আমি অন্য কাহাকেও ইহা জানাইব না; কেবল নিজের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্যই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি আমাকে বিশ্বাস করিয়া নির্ভয়ে বল।' 'আচ্ছা, বলিব, ভদন্ত।' ইহা বলিয়া সেদিন নাগরাজ উহা বলিলেন না। পরদিনও তপস্বী ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিল; সেদিনও নাগরাজ উহা বলিলেন না। তৃতীয় দিনে যখন নাগরাজ আবার আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন, তখন তপস্বী বলিল, 'আজ তৃতীয় দিন, আমি প্রতিদিন যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার উত্তর দিতেছ না কেন?' 'পাছে, ভদন্ত, আপনি অন্য কাহাকেও বলেন, এই আশঙ্কায়।' 'কাহাকেও বলিব না। নির্ভয়ে বল।' 'দেখিবেন, ভদন্ত, অন্য কাহারও নিকট যেন প্রকাশ না করেন।' অতঃপর তপস্বীর প্রতিজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক নাগরাজ বলিলেন, 'ভদন্ত, আমরা বড় বড় পাথর গিলিয়া খুব ভারী হই, এবং শুইয়া থাকি। যখন সুপর্ণেরা আসে, তখন আমরা হাঁ করিয়া দাঁত দেখাইয়া তাহাদিগকে দংশন করিতে যাই। তাহারা আসিয়া আমাদের মাথা ধরে। আমরা খুব ভারী হইয়া পড়িয়া থাকি বলিয়া আমাদিগকে তুলিতে তাহাদের বহু শ্রম হয়, তাহাদের শরীর হইতে জল নির্গত হয় এবং সেই জলের মধ্যে তাহারা প্রাণত্যাগ করে। আমাদিগকে ধরিবার কালে প্রথমে যে মাথা কেন ধরে, তাহা বুঝিতে পারি না। বোকা সুপর্ণেরা যদি আমাদিগকে ল্যাজ ধরিয়া তুলে, তাহা হইলে মাথা নীচের দিকে ঝুলিবার কালে আমরা যে সকল পাথর গিলিয়াছি, তাহা পড়িয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে আমাদের ভার কম হয়, সুপর্ণেরা অক্লেশে আমাদিগকে লইয়া যাইতে পারে।' নাগরাজ এইরূপে সেই দুঃশীল তপস্বীর নিকট আত্মরহস্য প্রকাশ করিলেন।

নাগরাজ প্রস্থান করিলে সুপর্ণরাজ আগমন করিলেন এবং করম্বিক অচেলককে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'ভদন্ত, আপনি নাগরাজকে সেই গূঢ় রহস্যসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কি?' 'করিয়াছি, ভাই।' অনন্তর নাগরাজ যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তপস্বী সুপর্ণরাজকে সমস্ত জানাইল। তাহা শুনিয়া সুপর্ণরাজ ভাবিলেন, 'নাগরাজ অতি অবিবেচনার কাজ করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার জ্ঞাতিগণের বিনাশ হইবে, পরের নিকট এমন উপায় প্রকাশ করা অতি

অকর্ত্তব্য। যাহা হউক, আমি আজ সুপর্ণবাত[১] উৎপাদন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে এই নাগরাজকেই ধরিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি সুপর্ণবাত উৎপাদনপূর্ব্বক নাগরাজ পাণ্ডরের লাঙ্গুল ধরিলেন, তাঁহাকে অধঃশির করিয়া ভুক্ত দ্রব্য সকল উদগিরণ করাইলেন এবং উৎপতন করিয়া আকাশে গমন করিলেন। পাণ্ডর আকাশে অধঃশিরে প্রলম্বিত হইয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন, 'হায়, আমি নিজেই নিজের দুঃখ আনয়ন করিয়াছি।'

১. না ভাবিয়া বলে কথা মুখে যাহা আসে
অশক্ত রক্ষিতে গূঢ় মন্ত্রণা নিজের,
সর্ব্বথা সংযমহীন, অবিমৃষ্যকারী,
এমন অবোধে দুঃখ করে আসি গ্রাস,
করিল পাণ্ডর নাগে সুপর্ণ যেমন।

২. যে গূঢ় রহস্য সদা পরিরক্ষণীয়
প্রকাশে যে তাহা অন্য লোকের সকাশে,
মন্ত্রভেদ-হেতু তারে দুঃখ করে গ্রাস,
করিল পাণ্ডর নাগে সুপর্ণ যেমন।

৩. সাহাচর্য্য-হেতু মিত্র যে জন তোমার,
অথবা প্রকৃত মিত্র, মূর্খ, কি পণ্ডিত,—
কখনো কাহারো কাছে করো না প্রকাশ
গুরুগুহ্য কথা তব; সুমিত্র যে জন,
সেও পারে, যদি তার বুদ্ধি নাহি থাকে
ঘটাতে বিপদ তব প্রকাশি সে কথা।
বুদ্ধিমান যেই, সেও অনিষ্ট তোমার
ইচ্ছে যদি মনে মনে, পাইবে সুযোগ,
জানিলে রহস্য তব, ঘটাতে বিপদ।

৪. অচেল সন্ন্যাসী দেখি ভাবিলাম আমি
হইবে নিশ্চয় এই ধর্ম্মপরায়ণ;
বলিলাম তাই তারে রহস্য আমার
উপেক্ষিয়া আত্মহিত; এবে ফলে তার
এ ঘোর বিপদে পড়ি কান্দিতেছি, হায়।

[১]। সুপর্ণের পক্ষাঘাতে যে বায়ু প্রবাহ উৎপত্তি হয়। নাগানন্দে দেখা যায়, গরুড়ের পক্ষসঞ্চালনে সমুদ্রজল তলদেশ পর্য্যন্ত দ্বিধা বিভক্ত হইত।

৫. নারিনু, সুপর্ণরাজ, রক্ষিত আমার
নিগূঢ় রহস্য, সেই বিশ্বাসঘাতক
ঘটাইল এই মহাবিপত্তি এখন।
না বুঝিনু আত্মহিত; এবে ফলে তার
এ ঘোর বিপদে পড়ি করি হাহাকার।

৬. পরম সুহৃৎ মম, ভাবি ইহা মনে
প্রীতিবশে, ভয়ে, কিংবা চিত্তের দৌর্ব্বল্যে
নীচের নিকটে নিজ রহস্য প্রকাশ
যে করে, সে মূর্খ; তার হয় সর্ব্বনাশ।

৭. পরের রহস্য জানি না রাখি গোপন
প্রকাশে যে সভামধ্যে ধূর্ত্তদের কাছে,
নিশ্চিত সে নররূপী সর্প বিষমুখ।
দূর হতে পরিত্যাগ হেন পাপাত্মার
সংসর্গ করিবে, যদি আত্মহিত চাও।

৮. দিব্য অন্ন, দিব্য পান, বস্ত্র কাশীজাত,
মোহিনী রমণীগণ, দিব্য পুষ্পমালা,
দিব্য গন্ধ-বিলেপন—কাম্য সর্ব্ববিধ,
সমর্পি তোমায় আজ করিব প্রস্থান,
হও যদি, খগরাজ, শরণ মোদের।

আকাশে অধঃশিরে হইয়া ঝুলিতে ঝুলিতে পাণ্ডরক আটটী গাথায় এইরূপ পরিদেবন করিলেন। তাঁহার পরিদেবনের শব্দ শুনিয়া সুপর্ণরাজ তিরস্কার করিয়া বলিলেন, ‘নাগরাজ, তুমি অচেলকের নিকটে আত্মরহস্য প্রকাশ করিয়া এখন কেন বিলাপ করিতেছ?

৯. তুমি, আমি, অচেলক—এই তিন প্রাণী
রয়েছি এখানে; বল, নিন্দার ভাজন
প্রকৃত কে, নাগরাজ, ইহাদের মাঝে?
কার দোষে,—তাপসের, অথবা আমার—
পাণ্ডর গৃহীত হ’ল সুপর্ণের মুখে?’

ইহা শুনিয়া পাণ্ডর বলিলেন :

১০. করিতাম শ্রদ্ধা তারে তপস্বী ভাবিয়া,
ভাবিতাম আমি তারে শ্রদ্ধার ভাজন।
তাই বলিলাম তারে রহস্য আমার
উপেক্ষিয়া আত্মহিত। এবে ফলে তার

এ ঘোর বিপদে পড়ি কান্দিতেছি হায়!

তখন সুপর্ণরাজ চারিটী গাথা বলিলেন :

১১. অমর না কেহ ভবে; নিন্দার ভাজন
প্রাজ্ঞগণ নন কভু; তবু কেন তুমি
নিন্দিতেছ তপস্বীকে? বুদ্ধিবলে তিনি
জানিলেন অতিগুহ্য রহস্য তোমার।
সত্য, ধর্ম্ম, বুদ্ধি, দম, এই চারি বল
আছে যার, সেই হয় অলভ্যে লভিয়া
চিরসুখী, নাগরাজ, এ ভবভবনে।

১২. আত্মীয়গণের মাঝে মাতা আর পিতা
পরম কৃপালু সদা সন্তানের প্রতি—
তৃতীয় তাঁদের মত অন্য কেহ নাই—
নিজের রহস্য কিন্তু তাঁদের(ও) নিকটে
করেনা প্রকাশ সুধী মন্ত্রভেদ-ভয়ে।

১৩. মাতা, পিতা, সহোদর, সহোদরগণ,
মিত্র, সখা আদি যাঁরা করেন সতত
পক্ষ তব সমর্থন সম্পদে, বিপদে,
তাঁদের(ও) নিকটে কভু করিলে প্রকাশ
নিজের রহস্য, থাকে বিপদের ভয়।

১৪. সুন্দরী যুবতী তব ভার্য্যা প্রিয়ংবদা,
পুত্রবতী, জ্ঞাতিবন্ধুগণ-সমাদৃতা,
সেও যদি চায় তব রহস্য জানিতে,
করোনা প্রকাশ কভু। কে জানে, কখন
কোন সূত্রে হয় মন্ত্রভেদসংঘটন?

অতঃপর নিম্নলিখিত পাঁচটী গাথা—(এগুলি উন্মার্গ-জাতকে পঞ্চমণ্ডিত-প্রশ্নেও পাওয়া যাইবে)

১৫. প্রকাশের যোগ্য নয় রহস্য তোমার;
মহারত্নবৎ তারে রক্ষিবে যতনে।
নিজের রহস্য গুরু যে করে প্রকাশ
নিন্দেন পণ্ডিতগণ বুদ্ধি সে মূর্খের।

১৬. স্ত্রীর কিংবা অরাতির নিকটে কখন
রহস্য পণ্ডিতে কভু করে না প্রকাশ।

লোভী যারা, কিংবা যারা চিত্তস্থৈর্য্যহীন,
বিশ্বাস-ভাজন তারা নয় কদাচন।

১৭. নিজের রহস্য যদি দুষ্টমতি জনে
বলিবে কখনো, তবে চিরকাল তরে
দাস হয়ে রবে তার, মন্ত্রভেদ-ভয়ে।

১৮. যখনি রহস্য কারো অন্য কেহ জানে,
তখনি জনমে মনে উদ্বেগ তাহার।
এ কারণ মন্ত্র রক্ষা করিবে যতনে।

১৯. দিবসে নির্জনে বল, অতি সাবধানে
শুধু আত্মসন্নিধানে রহস্য তোমার।
নিশীথে নিজের(ও) কাণে না পশে তা' যেন,
কেন না শুনিতে তাহা উৎকর্ণ রয়েছে
কত লোকে; টের তারা পেলে ঘুণাক্ষরে
হইবে মন্ত্রণা-ভেদ তোমার নিশ্চয়।

অতঃপর সুপর্ণরাজ আরও দুইটী গাথা বলিলেন :

২০. দ্বারহীন, লৌহময়-হর্ম্ম্যসুশোভিত,
বেষ্টিত গভীর খাতে মহানগরের
আগম-নির্গম পথ রুদ্ধ যে প্রকার,
গূঢ়মন্ত্র পুরুষের হৃদয় তেমনি
রুদ্ধ সদা; কার সাধ্য জানে তার ভাব?

২১. গূঢ়মন্ত্র, আত্মহিতে স্থিরা যার মতি,
অসতর্কভাবে বাক্য বলেনা যে জন,
হেন দৃঢ়চেতা নরে সদা করে ভয়
শত্রুগণ তার, নাগ। দেখিলে তাহারে
দূর হতে শত্রু সব যায় পলাইয়া,
পলায় যেমন লোকে হেরি আশীবিষে।

সুপর্ণ এইরূপ ধর্ম্মসঙ্গত কথা বলিলে, পাণ্ডর কহিলেন :

২২. গৃহ ত্যজি অচেলক লয়েছে প্রব্রজ্যা;
মুণ্ডিতমস্তক, লগ্ন—ভিক্ষা মাগি খায়।
বলিয়া কুক্ষণে তারে রহস্য নিজের
হইয়াছি অর্থধর্ম্মভ্রষ্ট এবে, হায়!

২৩. বল শুনি, খগরাজ, কি কর্ম্ম করিলে,
কোন শীল অবলম্বি, কি ব্রতপালনে

শ্রমণ করিতে পারে তৃষ্ণা পরিহার?
কি উপায়ে স্বর্গলাভ ঘটে ভাগ্যে তার?

সুপর্ণ বলিলেন :

২৪. আত্মপাপ হেতু মনে লজ্জা যেই পায়,
অক্রোধ তিতিক্ষাবান, ক্ষান্ত, দান্ত যেই,
পরনিন্দা, পরচর্চ্চা করে না যে জন,
সেই প্রব্রাজক পারে, তৃষ্ণা পরিহরি,
প্রবেশিতে দেহ-অন্তে অমর নগরী।

সুপর্ণরাজের ধর্ম্মসঙ্গত কথা শুনিয়া পাণ্ডর নিম্নলিখিত গাথায় আত্মজীবন ভিক্ষা করিলেন :

২৫. নিজ গর্ভ জাত শিশু তনয়ে নেহারি
আনন্দে মাতার সর্ব্ব শরীর শিহরে।
তুমিও, দ্বিজেন্দ্র, মোরে পুত্র মনে করি,
কর অনুকম্পা-দৃষ্টি আমার উপর।

সুপর্ণরাজ তাঁহার প্রাণরক্ষা করিতে অঙ্গীকার করিয়া বলিলেন :

২৬. মৃত্যু হতে মুক্তি অদ্য লভ, নাগরাজ।
আত্মজ, দত্তক, আর অন্তেবাসী এই
তিন জন পুত্ররূপে বিদিত জগতে;
অন্য কেহ পুত্র নয়। হও সুখী তুমি।
অন্তেবাসী পুত্ররূপে লইনু তোমায়।

ইহা বলিয়া সুপর্ণরাজ আকাশ হইতে অবতরণপূর্ব্বক নাগরাজকে ভূতলে ছাড়িয়া দিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য শাস্তা দুইটী গাথা বলিলেন :]

২৭. বলি ইহা খগরাজ, আনিয়া ভূতলে
ছাড়ি দিলা নাগরাজে, আশ্বাসিলা তাঁরে,
'পেলে মুক্তি, আজ হতে রক্ষিব তোমায়,
জলে, স্থলে কোথাও না রবে তব ভয়।

২৮. ব্যাধিতের পক্ষে যথা নিপুণ ভিষক,
তৃষ্ণার্ত্তের পক্ষে যথা জল সুশীতল,
হিমার্ত্তের পক্ষে যথা কান্তারে কুটীর,
তেমনি তোমার আমি হইনু শরণ।'

'তুমি এখন যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার' বলিয়া সুপর্ণরাজ নাগরাজকে বিদায় দিলেন। নাগরাজ নাগভবনে প্রবেশ করিলেন; সুপর্ণরাজ সুপর্ণভবনে গিয়া

ভাবিলেন, 'আজ আমি শপথ করিয়া নাগরাজের বিশ্বাস উৎপাদনপূর্ব্বক তাহাকে মুক্তি দিয়াছি। এখন আমার প্রতি তাহার মনের ভাব কি, একবার পরীক্ষা করা যাউক।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি নাগভবনে গমনপূর্ব্বক সুপর্ণবাত উৎপাদন করিলেন। তাহা দেখিয়া নাগরাজ ভাবিলেন, 'সুপর্ণরাজ সম্ভবত আমাকে আবার ধরিতে আসিয়াছে।' এই আশঙ্কায় তিনি সহস্র ব্যামপ্রমাণ দেহ ধারণ করিলেন, পাষাণ ও বালুকা গিলিয়া গুরুভার হইলেন এবং লাঙ্গুর অধোভাগে রাখিয়া কুণ্ডলিত দেহের উপরিভাগে ফণা বিস্তার করিয়া এমনভাবে শুইয়া রহিলেন, যেন সুপর্ণরাজকে দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাহা দেখিয়া সুপর্ণরাজ বলিলেন :

২৯. শত্রুর সহিত সন্ধি করি, জরায়ুজ,
বিকাশি দন্তের পঙ্ক্তি রয়েছ শুইয়া
কি হেতু; ভয়ের তব শুনি কি কারণ?

এই প্রশ্নের উত্তরে নাগরাজ তিনটী গাথা বলিলেন :

৩০. শত্রু ত শঙ্কার(ই) পাত্র; মিত্রেও বিশ্বাস
সর্ব্বথা কর্ত্তব্য নয়; মিত্র যারে ভাবি
থাকিব নিশ্চিন্ত আমি, সেও হতে পারে
ভয়ের কারণ মোর, বিনাশের তরে[১]।

৩১. কলহ যাহার সঙ্গে ঘটেছে কখন,
কিরূপে বিশ্বাস বল, করা তারে যায়?
এমন সংশয়স্থলে, কখন কি ঘটে,
ভাবিয়া উচিত থাকা সর্ব্বদা প্রস্তুত।
শত্রু কবে হয় পূর্ণ বিশ্বাসভাজন?

৩২. আমি হব সকলের বিশ্বাস-ভাজন;
বিশ্বাস কাহাকে কিন্তু করিব না কভু;
না দিব অপরে মোরে সন্দেহ করিতে;
আমি কিন্তু সবাকেই করিব সন্দেহ,—
বিজ্ঞ যে, নিয়ত সেই এই চেষ্টা করে,
মনোভাব তার যেন না জানে অপরে।

উভয়ে এইরূপ আলাপ করিয়া পরস্পরের প্রতি প্রীতিমান হইলেন এবং এক সঙ্গে সেই অচেলকের আশ্রমে গমন করিলেন।

---

[১]। ২৯শ ও ৩০শ গাথা নকুল-জাতকেও (১৬৫) পাওয়া গিয়াছে। এখানে কিন্তু নাগ ও সুপর্ণ উভয়েই 'অণ্ডজ'।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৩৩. সুকুমার দিব্যদেহধারী, শুদ্ধচেতা
সুপর্ণ, পাণ্ডর করি হাত ধরাধরি
পুণ্য গন্ধে দশদিক করি আমোদিত,
চলিল সে তপস্বীর আশ্রমের দিকে।
তুল্যরূপ দোঁহাকার—যত্নে নির্ব্বাচিত
রথবাহী অশ্বযুগলের যে প্রকার।

আশ্রমে গিয়া সুপর্ণরাজ ভাবিলেন, 'এই নাগরাজ অচেলকের প্রাণনাশ করিবে। অচেলক অতি দুঃশীল। আমি ইহাকে প্রণাম করিব না।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বাহিরে থাকিলেন এবং নাগরাজকে ভিতরে পাঠাইলেন।

এই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৩৪. নিজেই যাইয়া তবে পাণ্ডর তখন
সন্ন্যাসি-সমীপে বলে, 'সর্ব্বভয় হতে
হইয়াছি মুক্ত আজ; কিন্ত এ সৌভাগ্য
ঘটে নাই, অরে ভণ্ড, তোর স্নেহ হেতু।'

অতঃপর অচেলক বলিল :

৩৫. খগরাজ প্রিয়তর পাণ্ডর হইতে;
নাহিক সন্দেহ ইথে; ভালবাসি তারে;
জানি শুনি তাই পাপ করিয়াছি আমি;
মোহবশে এ কুকর্ম্মে হইনি প্রবৃত্ত।

ইহা শুনিয়া নাগরাজ দুইটী গাথা বলিলেন :

৩৬. প্রকৃত প্রব্রজ্যা-ধর্ম্মে রত যেই জন,
ইহামুত্র উভয়ত লক্ষ্য থাকে তার।
প্রিয় বা অপ্রিয় জ্ঞান না পারে সে হেতু
নাশিতে তাহার স্থৈর্য্য। তুই রে পামর
সংযমীর বেশ ধরি বেড়াস ঘুরিয়া
অসংযতভাবে নিত্য প্রতারণা করি।

৩৭. আর্য্যবশে রত তুই অনার্য্য আচারে;
সংযমীর বেশে সদা অসংযমশীল;
কুকর্ম্ম প্রকৃতিগত রে নির্লজ্জ, তোর,
করেছিস এতকাল কত মহাপাপ।

অচেলক এইরূপ তিরস্কার করিয়া নাগরাজ নিম্নলিখিত গাথায় তাহাকে শাপ দিলেন।

৩৮. করে নাই অপরাধ, এমন-মিত্রের
করিলি অনিষ্ট, অরে পরপরিবাদী।
সত্য যদি হয় ইহা, তবে যেন তোর
সপ্তধা বিদীর্ণ হয় এখনি মস্তক।

অমনি নাগরাজের সম্মুখেই অচেলকের মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হইল; সে যেখানে বসিয়াছিল, সেখানে মাটি ফাটিয়া গেল; সে ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া অবীচিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইল। তখন নাগরাজ ও সুপর্ণরাজ স্ব স্ব ভবনে চলিয়া গেলেন।

অচেলকের ভূগর্ভে প্রবেশবৃত্তান্ত শাস্তা অবশিষ্ট গাথাটীতে বিশদভাবে বর্ণনা করিলেন :

৩৯. অতএব মিত্রদ্রোহী হইও না কোন মতে;
মিত্রদ্রোহিসম পাপী নাই কেহ এ জগতে।
হৃদয়ে গরল ভরা, বাহিরে সন্ন্যাসী সাজে;
ভূগর্ভে পশিয়া তাই সে পাপিষ্ঠ প্রাণ ত্যজে।
'রক্ষিব রহস্য তব', করি মিথ্যা এ শপথ
নাগেন্দ্রের অভিশাপে এবে সে হইল হত।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত মিথ্যা কথা বলিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল।'

সমবধান : তখন দেবদত্ত ছিল সেই অচেলক, সারিপুত্র ছিলেন নাগরাজ এবং আমি ছিলাম সুপর্ণরাজ।]

---

৫১৯. সম্বুলা-জাতক

[শাস্তা মল্লিকা দেবীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইঁহার বর্ত্তমান বস্তু কুল্মাষপিণ্ড-জাতকে (৪১৫) সবিস্তর বলা হইয়াছে। মল্লিকা তথাগতকে তিনটী মাত্র কুল্মাষপিণ্ড দিয়া সেই পুণ্যবলে সেই দিনেই কোশলরাজের অগ্রমহিষী হইয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বোত্থানশীলতাদি পঞ্চবিধ কল্যাণধর্ম্মে অলঙ্কৃতা, বুদ্ধিমতী, বুদ্ধসেবিকা ও পতিপরায়ণা ছিলেন। নগরবাসী সকলেই তাঁহার পাতিব্রত্যের প্রশংসা করিত। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'দেখ ভাই, লোকে বলে মল্লিকা দেবী সুব্রতাও পতিপরায়ণা।' শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিয়া বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বজন্মেও মল্লিকা পতিব্রতা ছিলেন।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের স্বস্তিসেন-নামক এক পুত্র ছিলেন। স্বস্তিসেন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজা তাঁহাকে ঔপরাজ্য দান করিলেন। তাঁহার প্রধানা মহিষীর নাম ছিল সম্বুলা। সম্বুলা অতি রূপবতী ছিলেন; তাঁহার দেহের প্রভা নিবাতস্থানস্থ দীপশিখার প্রভার ন্যায় প্রতীয়মান হইত। কিয়ৎকাল পরে স্বস্তিসেনের শরীরে কুষ্ঠরোগ জন্মিল; বৈদ্যেরা তাহার প্রতিকার করিতে পারিলেন না। কুষ্ঠব্রণগুলি যখন ফাটিতে আরম্ভ করিল, তখন তিনি নিজের বীভৎসরূপ দেখিয়া নিতান্ত অনুতপ্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'রাজ্যে আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমি একাকী বনে গিয়া প্রাণত্যাগ করিব।' তিনি রাজাকে জানাইয়া অন্তঃপুর পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্ক্রমণ করিলেন। সম্বুলা তাঁহার অনুগমন করিলেন। স্বস্তিসেন নানা উপায়ে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। সম্বুলা বলিলেন, 'স্বামিন, আমি বনে গিয়া আপনার সেবাশুশ্রূষা করিব।'

স্বস্তিসেন বনে গিয়া কোন উদকফলচ্ছায়াসম্পন্ন প্রদেশে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। রাজদুহিতা তাঁহার সেবাশুশ্রূষায় রত হইলেন। তিনি কিরূপে পতিসেবা করিতেন? তিনি প্রত্যূষে উঠিয়া আশ্রমটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতেন, পতির পানের জন্য জল এবং মুখ প্রক্ষালনের জন্য দন্তকাষ্ঠ ও জল আনিয়া দিতেন, পতি মুখ প্রক্ষালন করিলে নানাবিধ ঔষধ পিষিয়া ক্ষতস্থানগুলিতে মাখাইতেন, তাঁহাকে মধুর বন্যফল খাওয়াইতেন। আহারান্তে স্বস্তিসেন মুখ ও হাত ধুইলে সম্বুলা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিতেন, 'আপনি সতর্ক হইয়া থাকিবেন।' অনন্তর তিনি ঝুড়ি, খন্তা ও অঙ্কুশ লইয়া ফল আহরণ করিবার জন্য বনে প্রবেশ করিতেন। ফল আহরণ করিবার পর তিনি সেগুলি একপাশে রাখিয়া কলস পূরিয়া জল আনিতেন, নানাবিধ চূর্ণ ও মৃত্তিকা মাখাইয়া স্বস্তিসেনকে স্নান করাইতেন, তাঁহার আহারের জন্য মধুর ফল দিতেন। তাঁহার আহার শেষ হইলে সম্বুলা তাঁহাকে পানার্থ সুবাসিত জল দিতেন। তাহার পর তিনি নিজে ফল আহার করিয়া একখণ্ড কাষ্ঠফলকের উপর আস্তরণ পাতিতেন; তাহাতে স্বামীকে শোয়াইতেন, তাঁহার ঘা ধুইয়া দিতেন, তাঁহার মাথায়, পিঠে ও পায়ে হাত বুলাইতেন এবং পরিশেষে নিজে সেই শয্যার এক পাশে শুইতেন। এত কষ্টে ও এত যত্নে তিনি পতিসেবা করিতেন।

একদিন বন হইতে ফল আহরণ করিয়া আনিবার কালে সম্বুলা একটা গিরিকন্দর দেখিয়া মাথা হইতে ঝুড়িটা নামাইলেন, নিজের শরীরে হরিদ্রা মাখাইয়া স্নান করিলেন এবং স্নাতদেহে উপরে উঠিয়া বল্কল পরিধানপূর্ব্বক কন্দরের ধারে উপবেশন করিলেন। তখন তাঁহার শরীরের প্রভায় সমস্ত বন উদ্ভাসিত হইল। ঐ সময়ে এক দানব আহারসংগ্রহ করিবার জন্য বিচরণ

করিতেছিল। সে সম্বুলাকে দেখিতে পাইল এবং তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া দুইটী গাথা বলিল :

১. সুগঠিত মনোরম উরু রম্ভাস্তম্ভোপম,
কটিদেশ মুষ্টিপ্রম[১], অহো কি সুন্দর!
কন্দরে বসিয়া তুমি কাঁপিতেছ কেন, শুনি?
কে তোমার বন্ধু হেথা? কিবা নাম ধর?

২. সিংহব্যঘ্রনিষেবিত রম্য বন উদ্ভাসিত
করিয়াছ, হে কল্যাণি, দেহের প্রভায়!
কে তুমি? ঘরণী কার? লও মোর নমস্কার
দৈত্য আমি; করি অভিবাদন তোমায়।

ইঁহার উত্তরে সম্বুলা তিনটী গাথা বলিলেন :

৩. স্বস্তিসেন নামে কাশীরাজের তনয়
আমি তাঁর ভার্য্যা, দৈত্য। দিনু পরিচয়।
সম্বুলা আমার নাম; লও নমস্কার;
হও তুষ্ট তুমি অভিবাদনে আমার।

৪. বৈদেহীর গর্ভজাত[২] আমার সে পতি;
ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে বনে করেন বসতি।
সেবাশুশ্রূষার তরে আমি অভাগিনী
রহিয়াছি সঙ্গে তাঁর হেথা একাকিনী।

৫. খাদ্যসংগ্রহের তরে বনমাঝে যাই;
আনি মধু, আনি মাংস যদি কভু পাই,
আহারান্তে শ্বাপদে যা' গিয়াছে ফেলিয়া;
এই সব খেয়ে তিনি আছেন বাঁচিয়া।
না জানি না পেয়ে খাদ্য আজ এতক্ষণ
কতই হয়েছে তাঁর মলিন বদন!

[অতঃপর নিম্নলিখিত পাঁচটী গাথায় দৈত্য ও সম্বুলার উত্তর প্রত্যুত্তর পাওয়া যাইবে—]

৬. 'রোগাতুর রাজপুত্রে পরিচর্য্যা করি
এ বিজন বনে, তুমি, বল ত সুন্দরি,
কি ফল লভিবে? আমি লইব তোমার

---

[১]। মূলে 'পাণিপমেয্যমজ্ঝে' আছে (যাহার মধ্যদেশ অর্থাৎ কোমর মুঠার মধ্যে ধরা যায়)।
[২]। 'আমার শাশুড়ী বিদেহরাজের কন্যা।'

আজ হতে ভর্ত্তৃরূপে রক্ষণের ভার।’

৭. ‘শোকে দুঃখে শীর্ণদেহ হয়েছে যে জন,
রূপসী তাহারে কেহ বলে কি কখন?
সন্ধান করিলে তুমি পাবে, মহাশয়,
আমা হতে শতগুণে সুন্দরী নিশ্চয়।’

৮. ‘উঠ এই গিরি পরে; ভার্য্যা চারি শত
দেখিবে সেখানে মোর সুখে আছে কত।
তাহাদের মধ্যে তুমি লভি শ্রেষ্ঠাসন
করিবে সকল কাম্যরস আস্বাদন।

৯. হেমাঙ্গি, সেখানে তুমি বস্ত্র অলঙ্কার
ইচ্ছামত সব(ই) পাবে; রয়েছে আমার
প্রচুর ঐশ্বর্য্য; তুমি এস, বরাননে;
ভোগ করি গিয়া তাহা আমরা দুজনে।

১০. যদি, লো সম্বুলে, তুমি, কর প্রত্যাখ্যান
অযাচনলভ্য মহিষীর স্থান,
তবে সম্ভবত আমি তৃপ্তিসহকারে
প্রাতরাশ সম্পাদিতে বধিব তোমারে।’

ইহা বলিয়া—

১১. নৃমাংসাদ দানব সে, সপ্তজটাধর
নিষ্ঠুর, পিঙ্গলবর্ণ, প্রসারিয়া কর
সম্বুলাকে ধরে; হায় কানন মাঝারে
না দেখে কাহাকে সতী, রক্ষিতে তাহারে!

১২. সে নিষ্ঠুর পাপচক্ষু পিশাচ যখন
সম্বুলারে এইরূপে করিল গ্রহণ,
মনে কি করিবে পতি, এই আশঙ্কায়
অসহায়া সতী কান্দে বলি হায়, হায়,—

১৩. ‘রাক্ষসে খাইবে মোরে, দুঃখ তা’তে নাই;
কি হবে স্বামীর মনে ভাবি আমি তাই।

১৪. স্বর্গে নাই দেবগণ, গিয়াছেন প্রবাসে নিশ্চয়;
কোথা লোকপাল সব? কেন সবে এমন নির্দ্দয়?
বলাৎকার করে পাপী; কেহ কিহে নাই পৃথিবীতে
অবলার রক্ষা হেতু হেন অত্যাচার বাধা দিতে?’

সম্বুলার শীলতেজে শক্রভবন কাঁপিতে লাগিল; দেবরাজের পাণ্ডুকম্বল

শিলাসন উত্তপ্ত হইল। তিনি ইঁহার কারণ চিন্তা করিয়া সম্বুলার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন এবং বজ্র হস্তে লইয়া দ্রুতবেগে অবতরণপূর্ব্বক দানবের মস্তকোপরি অবস্থান করিয়া বলিলেন :

১৫. সুপণ্ডিতা, জিতেন্দ্রিয়া' ইনি অতি যশস্বিনী,
অগ্নিসমা উগ্রতেজা, রমণীর শিরোমণি।
এমন সতীর মাংস করিবি যদি ভক্ষণ
করিব সপ্তধা, দৈত্য, শির তোর বিদারণ।
এ পতিব্রতার দেহ স্পর্শে তোর কলুষিত
করিস্ না; ছাড়ু শীঘ্র; চাস্ যদি নিজ হিত।

শক্রের তর্জনে দানব সম্বুলাকে ছাড়িয়া দিল। পাছে দানব আবার তাঁহাকে ধরে, এই আশঙ্কায় শক্র তাহাকে দিব্য শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া পর্ব্বতরাজির তৃতীয় শ্রেণীর অভ্যন্তরে রাখিয়া দিলেন, কারণ সেখান হইতে তাহার পুনরাগমনের সম্ভাবনা ছিল না। অতঃপর তিনি রাজকন্যাকে অপ্রমত্তভাবে চলিতে উপদেশ দিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। তখন সূর্য্যাস্ত হইয়াছিল। সম্বুলা চন্দ্রালোকে আশ্রমে উপনীত হইলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১৬. রাক্ষসের হস্ত হতে মুক্তি লাভ করি
ধাইল সম্বুলা শূন্য[১] আশ্রমের দিকে
পক্ষিণী যেমন ধায় নীড় অভিমুখে,
যবে, তার শাবকেরা লুকাইয়া রয়
উপদ্রব ভয়ে কোন; অথবা যেমন
ছুটি যায় ধেনু শূন্য-বৎসশালা পানে।

১৭. যশস্বিনী রাজপুত্রী, চকিতনয়না,
না দেখি রক্ষক কোন সে ভীষণ বনে
করিল বিলাপ কত, বলিল কাতরে,

১৮. 'শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, পুণ্যশীল ঋষিগণ,
বন্দি তোমা সবে; মোর হও হে শরণ।
পাইব পতির দেখা কোন পথে চলি,
তোমরা সদয় হয়ে দাও মোরে বলি।

---

[১]। এই গাথাগুলিতে সম্বুলার আশ্রমাভিমুখে গমন করিবার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। আশ্রম 'শূন্য', কেননা স্বস্তিসেন তাঁহার প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া তাঁহাকে খুঁজিবার জন্য আশ্রমের বাহিরে গিয়াছিলেন (?)। সম্বুলা আশ্রমে গিয়া তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া ইতস্তত তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন।

১৯. সিংহ, ব্যাঘ্র, আর যত বন্য জীবগণ,
বন্দি তোমা সবে; মোর হও হে শরণ।
পাইব পতির দেখা কোন পথে চলি,
তোমরা সদয় হয়ে দাও মোরে বলি।

২০. তৃণ, লতা, ওষধি, পর্ব্বত আর বন,
বন্দি তোমা সবে; মোর হও হে শরণ।
পাইব পতির দেখা কোন পথে চলি,
তোমরা সদয় হয়ে দাও মোরে বলি।

২১. বন্দি ইন্দীবরশ্যামা নক্ষত্র-মালিনী
রজনীরে করযোড়ে আমি অভাগিনী।
পাইব পতির দেখা কোন পথে চলি,
সদয় হইয়া, মাগো, দাও মোরে বলি,

২২. ভাগীরথী গঙ্গা, যিনি করেন গ্রহণ
জল যত আনি দেয় অন্য নদীগণ,
তোমাকেও বন্দি আমি; হও গো শরণ।
পাইব পতির দেখা কোন পথে চলি,
সদয় হইয়া তুমি দাও মোরে বলি।

২৩. উত্তুঙ্গ পর্ব্বতরাজ তুমি হিমালয়;
তোমাকেও বন্দি আমি; হও হে সদয়।
পাইব পতির দেখা কোন পথে চলি
কৃপা করি, নগরাজ, দাও মোরে বলি।

সম্বুলার এইরূপ পরিদেবন শুনিয়া স্বস্তিসেন ভাবিলেন, 'ইনি বড়ই পরিদেবন করিতেছেন; কিন্তু ইঁহার মনের প্রকৃত ভাব কি, তাহা ত জানি না। যদি এই পরিদেবন আমার প্রতি স্নেহবশতঃ হয়, তাহা হইলে ইঁহার হৃদয় ত এখনই বিদীর্ণ হইবে। ইহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া তিনি পর্ণশালাদ্বারে গিয়া উপবেশন করিলেন। সম্বুলা বিলাপ করিতে করিতে পর্ণশালাদ্বারে উপনীত হইয়া তাঁহার পাদবন্দনাপূর্ব্বক বলিলেন, 'প্রভু, আপনি কোথায় গিয়াছিলেন?' স্বস্তিসেন বলিলেন, 'ভদ্রে, তুমি অন্যদিন ত এত বিলম্ব কর না। আজ বড় বিলম্ব করিয়া ফিরিয়াছ।

২৪. যশস্বিনি রাজপুত্রি, আজ কি কারণ;
আসিতে বিলম্ব তব হইল এমন?
কার সঙ্গে এতক্ষণ বল কাটাইলে?
আমা হতে প্রিয়তম কাহাকে পাইলে?'

সম্বুলা বলিলেন, 'আর্য্যপুত্র, আমি অদ্য ফল লইয়া আসিতেছিলাম, এমন সময়ে একটা দানব দেখিতে পাইলাম। সে আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া আমাকে দুই হাত ধরিয়া বলিল, 'যদি আমার কথা না শুনিস, তবে তোকে খাইব।' আমি তখন নিজের জন্য দুঃখ করি নাই, আপনার জন্যই দুঃখ করিয়াছিলাম।

২৫. সে ঘোর শত্রুর হাতে পড়িয়া তখন
বলিলাম, প্রভু, করি তোমার স্মরণ,
রাক্ষসে খাইবে মোরে, দুঃখ তাতে নাই;
কি হবে স্বামীর মনে, ভাবি আমি তাই।'

অতঃপর শেষে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সম্বুলা সে সমস্ত বলিলেন : 'প্রভু, আমি দানবের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে না পারিয়া, যাহাতে দেবতাদিগের উদ্বোধন হয় তাহা করিলাম। তখন শক্র বজ্র হস্তে লইয়া আকাশে উপবেশনপূর্ব্বক সেই দানবকে তর্জ্জন করিলেন, আমাকে ছাড়াইয়া দিলেন এবং তাহাকে দিব্য শৃঙ্খলে বান্ধিয়া তৃতীয় পর্ব্বতরাজির ভিতরে নিক্ষেপপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। আজ শক্রের কৃপাতেই আমার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।' ইহা শুনিয়া স্বস্তিসেন বলিলেন, 'সে যাহা হউক, ভদ্রে; স্ত্রীজাতির অন্তকরণে সত্য-নামক কোন পদার্থ নাই। এই হিমাচলে বহু বনেচর, তাপস ও বিদ্যাধর বাস করে। কে তোমাকে বিশ্বাস করিবে বল ত?

২৬. রমণীজাতির বুদ্ধি নানা দিকে খেলে;
চৌরী তারা; সত্য সদা দুই পায়ে ঠেলে।
উদকে মৎস্যের গতি বুঝা নাহি যায়;
সেইরূপ স্ত্রী-চরিত্র বুঝা বড় দায়।'

স্বস্তিসেনের কথা শুনিয়া সম্বুলা বলিলেন, 'আর্য্যপুত্র, আপনি বিশ্বাস না করিলেও আমি নিজ সত্যবলে আপনার আরোগ্য সম্পাদন করিব।' ইহা বলিয়া তিনি একটা কলসী জলপূর্ণ করিয়া তাঁহার মস্তকে সেচন করিতে করিতে সত্যক্রিয়া করিলেন :

২৭. 'সত্যবলে রক্ষা আমি পেয়েছি যেমন,
ভবিষ্যতে সত্য মোরে রক্ষিবে তেমন।
তোমা হতে প্রিয়তর কেহ মোর নয়,
এই সত্যবাক্যবলে যেন, প্রভু, হয়
পীড়া-উপশম তব; সতী হই যদি,
এই সত্যক্রিয়া-বলে যাবে তব ব্যাধি।'

এই সত্যক্রিয়া করিয়া সম্বুলা যেমন স্বস্তিসেনের গাত্রে জল সেচন করিলেন, অমনি কুষ্ঠক্ষতগুলি অপগত হইল—অম্লধৌত হইয়া যেন তাম্রকলঙ্ক উঠিয়া

গেল। তাঁহারা সেখানে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা আসিয়াছে শুনিয়া রাজা উদ্যানে গমন করিলেন এবং সেখানে স্বস্তিসেনের মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র উত্তোলিত করাইয়া সম্বুলাকে অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর নগরে গিয়া তিনি ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন এবং উদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন রাজভবনেই আহার করিতেন। স্বস্তিসেন সম্বুলাকে অগ্রমহিষী করিলেন বটে, কিন্তু অন্য কোনরূপে তাঁহার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতেন না; তিনি আছেন কিনা, সে সংবাদও লইতেন না—নিয়ত অন্য রমণীদিগের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেন। সপত্নীদিগের প্রতি রোষবশতঃ সম্বুলা ক্রমে কৃশ হইলেন, তাঁহার দেহ পাণ্ডুবর্ণ হইল, সর্ব্বাঙ্গে ধমনী ফুটিয়া উঠিল। একদিন তাঁহার তপস্বী শ্বশুর ভোজনার্থ উপস্থিত হইলে তিনি শোকবিনোদনার্থে তাঁহার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার আহারান্তে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে বিমর্ষ দেখিয়া রাজতপস্বী বলিলেন :

২৮. দিবারাত্র সপ্তশত প্রকাণ্ড কুঞ্জর,
ধানুষ্ক ষোড়শ শত নানা অস্ত্রধর
রয়েছে নিরত, ভদ্রে, তোমার রক্ষণে।
শত্রু তুমি মনে তবে কর কোন জনে?

সম্বুলা বলিলেন, ‘দেব, আমার প্রতি আপনার পুত্রের আর পূর্ব্ব ভাব নাই।

২৯. অলঙ্কৃতা, ক্ষীণকটি, কমলবরণা,
মধুরভাষিণী যারা কলহংসীসমা[১],
সেই সব রমণীরা হরিল এখন,
ভাগ্যদোষে মোর তব তনয়ের মন।
সুমধুর গীত বাদ্যে নিপুণা তাহারা;
তাহা শুনি এবে তিনি হন আত্মহারা।
অনাদৃতা আমি তাই; পূর্ব্বের মতন
ভালবাসা আমি আর পাইনা এখন।

৩০. চার্ব্বঙ্গী, কনপ্রভা, অপ্সরার মত
সর্ব্বাঙ্গে অনিন্দ্যা রাজকন্যা শত শত

---

[১]। কবিরা সচরাচর কলহংসীর মন্থর গমনেরই প্রশংসা করেন, মঞ্জু স্বরের নহে। তু—কলমন্যভৃতাসু ভাসিতং কলহংসীষু মদালসং গতং—রঘুবংশ।

বিভূষিত হয়ে দিব্য বস্ত্রআভরণে
শয্যায় নিরত তাঁর চিত্ত-বিনোদনে।

৩১. ভাবি আমি তাই, পিতঃ, পূর্ব্বের মতন
যদি বনে বনে করি খাদ্য আহরণ
পারিতাম পুত্রে তব পুষিতে আবার,
তবে বুঝি হ'ত অন্ত এত দুর্দ্দশার।
অনাদৃতা পুনর্ব্বার পেত সমাদর;
ইহা হতে বনবাস ছিল প্রিয়তর।

৩২. অন্নপান সুপ্রচুর রহিয়াছে ঘরে,
সমুজ্জ্বল নানা অলঙ্কার সদা পরে;
আছে রূপ, আছে গুণ; পতিপ্রেম বিনা
থাকিতে এ সব কিন্তু নারী অতি দীনা।

৩৩. দীনা, নিঃস্বা[১], তৃণশয্যাশায়িনী যে নারী
সেও যদি হয় পতিপ্রেম-অধিকারী,
ধন্যা সে রমণী কুলে; বঞ্চিতা যে জন
পতিপ্রেম, বৃথা তার রূপ আর ধন।'

সম্বুলা কেন কৃশ হইয়াছেন, এইরূপে শ্বশুরকে তাহার কারণ জানাইলেন। তখন রাজতপস্বী রাজাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'বৎস স্বস্তিসেন, তুমি যখন কুষ্ঠরোগে অভিভূত হইয়া বনে গিয়াছিলে, তখন সম্বুলা তোমার অনুগমন করিয়া তোমার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। তিনিই সত্যবলে তোমাকে রোগমুক্ত ও রাজ্যলাভযোগ্য করিয়াছেন। এখন কি না তিনি কোথায় থাকেন, কোথায় বসেন, তুমি সে খোঁজ খবর পর্য্যন্ত রাখ না! তুমি অতি অন্যায় কাজ করিয়াছ। ইহাকে লোকে মিত্রদোহ বলে; ইহা মহাপাপ।' ইহা বলিয়া তিনি পুত্রকে নিম্নলিখিত গাথায় উপদেশ দিলেন :

৩৪. পতিহিত-পরায়ণা ভার্য্যা মিলা ভার;
পতিও দুর্লভ, ভার্য্যাগত প্রাণ যার।
সম্বুলা সুশীলা, তব শুভানুধ্যায়িনী;
ভাগ্যবলে পাইয়াছ এমন গৃহিণী।
স্মরি গুণগ্রাম তাঁর সমাদর কর;
তাঁর সঙ্গে, নরনাথ, ধর্ম্মপথে চর।

---

[১]। মূলে 'অনাঢ়কা' এই পদ আছে। ইহার অর্থ বোধ হয়, যাহার গৃহে আঢ়ক-প্রমাণ তণ্ডুলও নাই।

পুত্রকে এই উপদেশ দিবার পর তপস্বী উঠিয়া গেলেন। তিনি গমন করিলে রাজা সম্বুলাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'ভদ্রে, আমি এতদিন যে দোষ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা কর। এখন হইতে সর্ব্বৈশ্বর্য্য তোমাকে দান করিলাম।

৩৫. বিপুল ঐশ্বর্য্য এবে হস্তগত হ'ল তব; তথাপি তোমার
ঈর্ষ্যাবশে কোনরূপে ঘটে পাছে কোন কালে মনের বিকার,
বলি, ভদ্রে, এ কারণ, নিজে আমি, আর এই রাজকন্যাগণ
আজ হতে সবে মিলি সাগ্রহে করিব তব আদেশ পালন।'

অতঃপর তাঁহারা দুইজনে সম্প্রীতভাবে বাস করিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিলেন। রাজতপস্বীও ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন।

[এইরূপ ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও মল্লিকা দেবী পতিপরায়ণা ছিলেন।

সমবধান : তখন মল্লিকা ছিলেন সম্বুলা; কোশলরাজ ছিলেন স্বস্তিসেন এবং আমি ছিলাম স্বস্তিসেনের পিতা সেই তপস্বী।]

---

৫২০. গণ্ডতিন্দু-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে রাজাকে উপদেশ দিবার উপলক্ষ্যে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই উপদেশ পূর্ব্বে সবিস্তার বলা হইয়াছে[২]।]

*   *   *

পুরাকালে কাম্পিল্যরাজ্যে উত্তর পঞ্চাল নগরে পঞ্চাল নামক এক রাজা অগতিপরায়ণ হইয়া যথেচ্ছাচারভাবে ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ উপায়ে রাজ্য শাসন করিতেন। ইহাতে তাঁহার অমাত্যাদি কর্ম্মচারীরাও অধার্ম্মিক হইয়াছিলেন। করভারপীড়িত প্রজারা স্ত্রী-পুত্র লইয়া বনে বনে বন্যপশুর ন্যায় বিচরণ করিত। পূর্ব্বে যেখানে গ্রাম ছিল, সেখানে আর গ্রামের চিহ্ন রহিল না। লোকে রাজপুরুষদিগের ভয়ে দিবাভাগে গৃহে থাকিত পারিত না; তাহারা ঘরগুলি কণ্টকশাখা দ্বারা বেষ্টন করিয়া অরুণোদয়কালেই বনে প্রবেশ করিত। দিনমানে রাজপুরুষেরা এবং রাত্রিকালে দস্যুতস্করেরা লোকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত।

---

[১]। তিন্দু বা তিন্দুক বৃক্ষ। 'গণ্ড' শব্দের অর্থ কি? ইহার অর্থ হইতে পারে 'বৃহৎ', 'বড়', যেমন 'গণ্ডগ্রাম', 'গণ্ডগোল'।

[২]। রাজাববাদ-জাতক (৩৩৪)। পরবর্ত্তী ত্রিশকুন-জাতকও দ্রষ্টব্য।

ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব রাজধানীর বহির্ভাগে একটা তিন্দুকবৃক্ষদেবতারূপে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রতি বৎসর রাজার নিকট এক সহস্র মুদ্রার পূজা পাইতেন। একদিন বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিলেন, 'এই রাজা প্রমত্তভাবে রাজত্ব করিতেছেন, সমস্ত রাজ্য বিনষ্ট হইতেছে; আমি ভিন্ন কেহই ইহাকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ নহে। ইনি আমার উপকারক; প্রতিবৎসর সহস্র মুদ্রার উপকরণ দিয়া আমার পূজা করিয়া থাকেন। ইহাকে সদুপদেশ দিতে হইতেছে।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি রাত্রিকালে রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক শিয়রের দিকে প্রভা বিকিরণ করিতে করিতে আকাশে অবস্থিত হইলেন। তাঁহার বালসূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর দেহ দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কে এবং কি নিমিত্ত আসিয়াছেন?' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'মহারাজ, আমি তিন্দুকদেবতা; আপনাকে সদুপদেশ দিবার অভিপ্রায়ে আসিয়াছি।' 'আপনি আমাকে কি উপদেশ দিতে ইচ্ছা করেন?' 'মহারাজ, আপনি প্রমত্ত হইয়া রাজত্ব করিতেছেন; ভৃতিভুক সেনাকর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইলে রাজ্যের যে দুর্দ্দশা হয়, আপনার রাজ্যেরও এই দশা হইয়াছে এবং ইহা অধঃপাতে যাইতেছে। রাজা অনবহিত হইলে তিনি প্রকৃতপক্ষে সমস্ত রাজ্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করতে পারেন না। অনবধানের ফলে ইহলোকে তাঁহার সর্ব্বনাশ এবং পরলোকে মহানরকে গমন হয়। তিনি অনবহিত হইলে তাঁহার অন্তঃপুরের ও বাহিরের লোকেও অনবহিত হয়। সেই জন্য রাজার পক্ষে অনুক্ষণ অতি সাবধান হইয়া চলাই কর্ত্তব্য।' অনন্তর বোধিসত্ত্ব রাজধর্ম্ম-প্রদর্শনার্থ এই কয়টী গাথা বলিলেন :

১. অপ্রমত্ত জন লভে নির্ব্বাণ-অমৃত;
প্রমত্ত যে, সেই হয় মৃত্যুবশগত।
যমরাজ্যে অপ্রমত্ত কখনো না যায়,
প্রমত্ত ত মৃতবৎ জীবিতাবস্থায়।

২. গর্ব্বেতে প্রমাদ[১] জন্মে, প্রমাদেতে ক্ষয়,
ক্ষয়হেতু লোকে শেষে পাপে রত হয়
গর্ব্বের এ পরিণাম করি বিলোকন
করিও, ভারতর্ষভ, গর্ব্ব বিসর্জন।

৩. রাজ মহারাজ, ভূপ, প্রমাদবশতঃ
রাজ্যভ্রষ্ট, হৃতধন হইয়াছে কত?
গ্রামণী প্রমত্ত হলে গ্রাম তার যায়;

---

[১]। টীকাকার বলেন গর্ব্ব (মদ) ত্রিবিধ—আরোগ্যজ, যৌবনজ, জীবিতজ, অর্থাৎ বলগর্ব্ব, রূপগর্ব্ব ও ধনগর্ব্ব(?)। গর্ব্বিত লোক সাবধানে চলে না বলিয়া তাহাদের ধনক্ষয় ঘটে। ধনক্ষয় হইলে ধনোপার্জ্জনের জন্য লোকে পাপপথে চলে।

প্রমত্ত হইলে গৃহী সর্ব্বস্ব হারায়।

৪. প্রবজ্যা বিফল হয় প্রমাদকারণ;
এই হেতু করে সুধী প্রমাদ বর্জ্জন।
৫. অকালে প্রমত্তভাবে রাজ্যের শাসন
রাজার উচিত ধর্ম্ম নয় কদাচন।
ধনধান্যে পূর্ণ পূর্ব্বে রাজ্য ছিল তব;
দস্যু তস্করেরা এবে নষ্ট করে সব।
৬. ধনধান্য নষ্ট যদি হয় এইভাবে,
পুত্র তব পরিণামে এ রাজ্য না পাবে।
সর্ব্বস্ব প্রজার তব বিলুণ্ঠিত হয়;
প্রতিদিন ঘটে তব ঐশ্বর্যের ক্ষয়।
৭. যে রাজা হৃতসর্ব্বস্ব, জ্ঞাতি, মিত্র তাঁর
সম্মান না পূর্ব্ববৎ করিবেক আর।
৮. গজসাদী, অশ্বারোহে, রথিপত্তিগণ
দেহরক্ষকাদি আর অনুজীবিজন,
রাজা বলি কেহই না মান্য করে আর,
রাজলক্ষী অন্তর্হিতা হইয়াছে যার।
৯. কুমন্ত্রি-চালিত যেই রাজা মূঢ়মতি,
রাজকার্য্যে সদা যার অব্যবস্থা অতি,
অচিরে শ্রীহীন সেই হইবে নিশ্চয়
যেমন নির্ম্মোক-ভ্রষ্ট উরগেরা হয়।
১০. যথাকালে শয্যাত্যাগ, তন্দ্রাপরিহার,
যথাধর্ম্ম সুব্যবস্থা কার্য্য-সম্পাদনে,
এই মহাগুণত্রয় থাকিলে রাজার
পারে না করিতে তাঁর ক্ষতি কোন জনে।
রাজ্যশ্রী থাকেন তাঁর সঙ্গে অনুক্ষণ,
থাকে বৃষভের সঙ্গে যথা গবীগণ।
১১. যাও জনপদে, ভূপ, করিতে শ্রবণ,
তোমার সম্বন্ধে কে কি বলে প্রজাগণ।
দেখি শুনি সেথা সব, হয়ে অবহিত
চরিত্র সংশোধি তুমি সাধ আত্মহিত।

মহাসত্ত্ব এইরূপে একাদশটি গাথায় রাজাকে সদুপদেশ দিলেন, এবং 'যাও,

বিলম্ব না করিয়া রাজ্যের অবস্থা পরীক্ষা কর; রাজ্য নাশ করিও না’ ইহা বলিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। এই আদেশ শুনিয়া রাজার চিত্তে উদ্বেগ জন্মিল। তিনি পরদিন অমাত্যদিগের উপর রাজ্যরক্ষার ভার সমর্পণপূর্ব্বক পুরোহিতের সঙ্গে যথাসময়ে পৃষ্ঠদ্বার দিয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহারা এক যোজন মাত্র গিয়া গ্রামবাসী এক বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলেন। ঐ ব্যক্তি বন হইতে কণ্টকবৃক্ষশাখা আনয়ন করিয়া গৃহের চতুর্দ্দিক ঘিরিয়াছিল এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া বনে আশ্রয় লইয়াছিল। রাজপুরুষেরা গ্রাম হইতে চলিয়া গেলে সে একাকী গৃহে ফিরিবারকালে দ্বারদেশে কণ্টকে বিদ্ধ হইল। সে দুই পা ছড়াইয়া দাপনার উপর ভর দিয়া বসিল এবং কণ্টক উদ্ধার করিতে করিতে এই গাথায় রাজাকে গালি দিল :

১২. হইয়া কণ্টকবিদ্ধ পাইলাম বেদনা যেমন,
যুদ্ধে শরবিদ্ধ হয়ে পঞ্চালও পাউক তেমন।

বোধিসত্ত্বের অনুভাববলেই লোকটা ঐরূপ গালি দিয়াছিল। বুঝিতে হইবে যে বোধিসত্ত্বই তাহার দেহে প্রবেশ করিয়া রাজাকে ঐরূপ গালি দিয়াছিলেন। ঠিক এই সময়ে রাজা ও পুরোহিত অজ্ঞাতবশে তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধের কথা শুনিয়া পুরোহিত বলিলেন :

১৩. বুড়া তুমি, দৃষ্টিশক্তি হইয়াছে ক্ষীণ;
তাই এবে যুক্তাযুক্ত-বিচার-বিহীন।
কণ্টকে হইল বিদ্ধ চরণ তোমার;
কি দোষ ইহাতে দেখ পঞ্চাল রাজার?

ইঁহার উত্তরে বৃদ্ধ তিনটী গাথা বলিল :

১৪. পথ চলিবার কালে যদি কারো কাঁটা বিন্ধে পায়,
ব্রহ্মদত্ত[১] ছাড়া, বিপ্র অন্যকে কি দোষ দেওয়া যায়?
অরক্ষিত, অসহায়, তা’রই দোষে জানপদগণ;
অন্যায় করের ভারে প্রজাদের হয় উৎপীড়ন।

১৫. রাত্রিকালে দস্যুগণ, উৎপীড়ক করগ্রাহী দিনে
প্রজার সর্ব্বস্ব লুঠে; বল, তারা বাঁচিবে কেমনে?
যেমন পাপিষ্ঠ রাজা, কর্ম্মচারী সব সেই মত;
ধর্ম্মজ্ঞান নাই কারো; সদা তারা অত্যাচারে রত।

১৬. এই ভয়ে ভীত সবে বন হতে কণ্টক আনিয়া
নিজ নিজ ঘর দ্বার তাহা দিয়া রেখেছে ঢাকিয়া।

---

[১]। বুঝিতে হইবে যে পঞ্চালের নামান্তর ব্রহ্মদত্ত।

প্রভাত হইলে মোরা লুকাইয়া থাকি গিয়া বনে;
নতুবা মরিতে হয় করগ্রাহীদের উৎপীড়নে।

ইহা শুনিয়া রাজা পুরোহিতকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'আচার্য্য, এই বৃদ্ধ যাহা বলিল, তাহা যুক্তিসঙ্গত। দোষ আমাদেরই। চলুন, ফিরিয়া গিয়া যথাধর্ম্ম রাজত্ব করি।' তখন বোধিসত্ত্ব পুরোহিতের দেহে প্রবেশ করিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, 'আরও পরীক্ষা করা যাউক, মহারাজ।'

রাজা ও পুরোহিত গ্রামান্তরে যাইবার কালে পথিমধ্যে এক বৃদ্ধার স্বর শুনিতে পাইলেন। সে নাকি অতি দরিদ্রা; তাহাকে প্রাপ্তবয়স্কা দুইটী কুমারী কন্যা রক্ষা করিতে হইত। সে তাহাদিগকে বনে যাইতে দিত না; নিজে বন হইতে কাষ্ঠ ও শাক আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে ভরণপোষণ করিত। ঐ দিন সে একটা গুল্মে আরোহণ করিয়া শাক তুলিবার কালে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। সে গড়াগড়ি দিতে দিতে নিম্নলিখিত গাথায় রাজার মরণ কামনা করিল :

১৭. কবে যাবে ব্রহ্মদত্ত যমের আলয়,
রাজ্যে যার কুমারীর বিবাহ না হয়?

পুরোহিত বৃদ্ধাকে বাধা দিয়া বলিলেন :

১৮. না বুঝিয়া বৃথা তুই কুবাক্য বলিলি;
বুদ্ধি নাই, তাই গালি ব্রহ্মদত্তে দিলি
জুটিয়া দিবেন রাজা কুমারীর ভর্ত্তা,
একথা শুনিলি তুই বল দেখি কোথা?

ইঁহার উত্তরে বৃদ্ধা দুইটী গাথা বলিল :

১৯. অন্যায় কিছুই আমি বলি নাই, শুনহে, ব্রাহ্মণ।
নিন্দিলাম ব্রহ্মদত্তে, নয় তাহা কভু অকারণ।
অরক্ষিত, অসহায় তারই দোষে জানপদগণ;
অন্যায় করের ভারে প্রজাদের হয় উৎপীড়ন।

২০. রাত্রিকালে দস্যুগণ, উৎপীড়ক করগ্রাহী দিনে
প্রজার সর্ব্বস্ব লুঠে; বল, তারা বাঁচিবে কেমনে?
যেমন পাপিষ্ঠ রাজা, কর্ম্মচারী সব সেই মত;
ধর্ম্মজ্ঞান নাই কারো; সদা তারা অত্যাচারে রত।
স্ত্রীকেও দুর্ব্বহ ভাবে লোকে হেন কষ্টের সময়;
কুমারীর ভাগ্যে তবে পতিলাভ কি প্রকারে হয়?

রাজা ও পুরোহিত দেখিলেন, বৃদ্ধার কথাও যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। অতঃপর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা এক কর্ষকের স্বর শুনিতে পাইলেন। ক্ষেত্র কর্ষণ করিবার

সময়ে ঐ ব্যক্তির শালিক নামে একটা বলদ লাঙ্গলের ফালের আঘাতে শুইয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে সে রাজার উপর রোষ করিয়া বলিতেছিল :

২১. লাঙ্গলের ফালে বিদ্ধ হইয়া যেমন
হতভাগ্য বলীবর্দ্দ করেছে শয়ন,
রণক্ষেত্রে শক্তিবিদ্ধ হয়ে সে প্রকার
পতন হউক শীঘ্র পঞ্চাল রাজার।

পুরোহিত ইহাকে বাধা দিতে গিয়া বলিলেন :

২২. পঞ্চালের প্রতি তোর অকাতর রোষ;
অভিশাপ দিস তাঁরে নিজে করি দোষ।

ইঁহার উত্তরে কর্ষক তিনটী গাথা বলিল :

২৩. পঞ্চালের প্রতি মোর হয় নাই রোষ অকারণ;
সেই যে প্রকৃত দোষী, বলিতেছি, শুনহে, ব্রাহ্মণ।
অরক্ষিত, অসহায় তা'রই দোষে জানপদগণ;
অন্যায় করের ভারে প্রজাদের হয় উৎপীড়ন।

২৪. রাত্রিকালে দস্যুগণ, উৎপীড়ক করগ্রাহী দিনে
প্রজার সর্ব্বস্ব লুঠে; বল, তারা বাঁচিবে কেমনে?
যেমন পাপিষ্ঠ রাজা, কর্ম্মচারী সব সেই মত;
ধর্ম্মজ্ঞান নাই কারো; সদা তারা অত্যাচারে রত।

২৫. গৃহিণী সকাল বেলা রেন্ধেছিল ভাত মোর তরে;
রাজপুরুষেরা আসি খেয়ে গেল সব জোর করে!
আবার রান্ধিতে ভাত হয়েছিল বিকাল নিশ্চয়;
না খাইয়া সারাদিন জ্বলে পেট ক্ষুধার জ্বালায়।
কখন আনিবে ভাত, পথ পানে দেখি তাকাইয়া;
ফালে বিন্ধি সে সময়ে বলদটা গিয়াছে মরিয়া।

ইঁহার পর রাজা ও পুরোহিত আরও অগ্রসর হইয়া একটা গ্রামে বাসা লইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে একটা দুষ্ট গাই চাঁট মারিয়া দোহককে দুধসুদ্ধ ধরাশায়ী করিল। লোকটা গড়াগড়ি দিতে দিতে নিম্নলিখিত গাথায় ব্রহ্মদত্তকে অভিশাপ দিল :

২৬. গবীপদাঘাতে অস্থি ভাঙ্গিল আমার;
দুগ্ধসহ দুগ্ধভাণ্ড হল চুরমার।
নিপাতিত এইরূপে যেন রণস্থলে
অরাতির ঘড়্গাঘাতে করয়ে পঞ্চালে

ইহা শুনিয়া পুরোহিত বলিলেন :

২৭. বলদটা ফালে বিদ্ধ, দুধ ফেলে গাই;
ইথে কেন ব্রহ্মদত্তে দোষ দাও, ভাই?

ইঁহার উত্তরে দোহকও তিনটী গাথা বলিল :

২৮. পঞ্চালই নিন্দার যোগ্য, অন্য কেহ নিন্দাভাগী নয়;
তাহাকেই সে কারণে, নিত্য অভিশাপ দিতে হয়।
অরক্ষিত, অসহায় তারই দোষে জানপদগণ;
অন্যায় করের ভারে প্রজাদের হয় উৎপীড়ন।

২৯. রাত্রিকালে দস্যুগণ, উৎপীড়ক করগ্রাহী দিনে
প্রজার সর্ব্বস্ব লুঠে; বল, তারা বাঁচিবে কেমনে?
যেমন পাপিষ্ঠ রাজা, কর্ম্মচারী সব সেই মত;
ধর্ম্মজ্ঞান নাই কারো; সদা তারা অত্যাচারে রত।

৩০. গাইটা বড়ই দুষ্ট, বনে সদা পলাইয়া যায়,
এই জন্য এত দিন করি নাই দোহন তাহায়।
রাজার লোকের এবে তাড়া বড় দুধের কারণ;
না পেয়ে কোথাও দুধ করিলাম ইহাকে দোহন।

রাজা ও পুরোহিত দেখিলেন, লোকটা অন্যায় বলে নাই। তাহারা অতঃপর ঐ গ্রাম ত্যাগ করিয়া রাজপথ ধরিয়া নগরাভিমুখে চলিলেন। পথে একটা গ্রামে রাজস্বসংগ্রাহকেরা তলোয়ারের খাপ তৈয়ার করিবার জন্য একটা পাঁচরঙ্গা বাছুর[১] মারিয়া তাহার চামড়া তুলিয়া লইয়াছিল। ইহাতে গবীটা শোকাতুরা হইয়া ঘাস জল ত্যাগ করিয়াছিল; সে হাম্বা হাম্বা রবে কেবল ইতস্তত ছুটাছুটি করিত। তাহার দশা দেখিয়া গ্রামবালকেরা রাজাকে এই বলিয়া অভিশাপ দিতেছিল :

৩১. হারাইয়া বৎস, গবী হাম্বারবে ধায়;
দেখিলে দুর্দ্দশা এর বুকে ফাটি যায়।
পঞ্চাল নির্ব্বংশ হোক; শোকে, তাপে যেন
শীর্ণকায়ে হা হুতাশ করে সে এমন।

ইহা শুনিয়া পুরোহিত বলিলেন :

৩২. পাল হতে ছুটি গরু হাম্বা রবে ধায়;
অপরাধ পঞ্চালের কি আছে তাহায়?

ইঁহার উত্তরে গ্রামবালকেরা দুইটী গাথা বলিল :

৩৩. পঞ্চালেরই অপরাধ; অন্য কেহ অপরাধী নয়;

---

[১]। মূলে ‘কবর বচ্ছং’ আছে। কবর = শবল, চকরা বকরা, পাঁচরঙ্গা।

তাহাকেই সে কারণে সদা অভিশাপ দিতে হয়।
অরক্ষিত অসহায় তারই দোষে জানপদগণ;
অন্যায় করের ভারে প্রজাদের হয় উৎপীড়ন।

৩৪. রাত্রিকালে দস্যুগণ, উৎপীড়ক করগ্রাহী দিনে
প্রজার সর্ব্বস্ব লুঠে; বল, তারা বাঁচিবে কেমনে?
যেমন পাপিষ্ঠ রাজা, কর্ম্মচারী সব সেই মত;
ধর্ম্মজ্ঞান নাই কারো; সদা তারা অত্যাচারে রত।

রাজা ও পুরোহিত বলিলেন, 'তোমাদের কথা সত্য।' অনন্তর তাঁহারা সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। পথে একটা শুষ্ক পুষ্করিণীতে কয়েকটা কাক ভেকগুলোকে তুণ্ডে বিদ্ধ করিয়া খাইতেছিল। তাঁহারা এই স্থানে উপস্থিত হইলে বোধিসত্ত্ব নিজের অনুভববলে একটা মণ্ডুকের দ্বারা বলাইলেন :

৩৫. কাক থাকে গ্রামে, আর আমি থাকি বনে;
তবু তারা আজ মোরে খাইল এখানে!
সপুত্র পঞ্চালরাজ হোক রণে হত;
শৃগালকুক্কুরে তারে খা'ক এই মত।

ইহা শুনিয়া পুরোহিত ঐ মণ্ডুকের সহিত নিম্নলিখিত গাথায় আলাপ করিলেন :

৩৬. ভাব কি, মণ্ডুক, রাজা পারেন রক্ষিতে
ছোট বড় যত প্রাণী আছে এ মহীতে?
কাকে খাবে ক্ষুদ্র জীব তোমার মতন;
রাজার অধর্ম্ম এতে হবে কি কারণ?

ইঁহার উত্তরে মণ্ডুকে দুইটী গাথা বলিল :

৩৭. ব্রহ্মচারী বট তুমি; নাই কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞান;
চাটুবাক্য বলি শুধু তুষিছ রাজার কাণ।
রাজ্য গেল অধঃপাতে, প্রজা করে হাহাকার;
তবু কর গুণগান তোমা সবে এ রাজার।

৩৮. হইত সুরাজ্য যদি, শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা;
হত যদি প্রজা সুখী, নিত্য নিত্য দিত তারা
অগ্রপিণ্ড বলিরূপে, খেয়ে তাহা কাকগণ
মাদৃশ জীবেরে খেতে চাহিত না কদাচন।[১]

---

[১]। ভূতবলিপ্রদান পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্যতম। এই বলি খায় বলিয়া কাকের অন্যতম নাম 'গৃহবলিভূক'।

রাজা ও পুরোহিত দেখিলেন, বনবাসী তির্য্যগ্‌যোনিসম্ভূত মণ্ডুক পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিতেছে। তাঁহারা নগরে ফিরিয়া গেলেন, যথাধর্ম্ম রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মহাসত্ত্বের উপদেশ স্মরণ করিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

[কথান্তে শাস্তা কোশলরাজকে বলিলেন, 'মহারাজ, রাজাদিগের কর্ত্তব্য যে, অগতি পরিহারপূর্ব্বক যথাধর্ম্ম রাজ্যপালন করেন।'

সমবধান : তখন আমি ছিলাম সেই গণ্ডতিন্দুক-দেবতা।]

খুদ্দকনিকায়ে

জাতক

চত্বারিংশন্নিপাত

৫২১. ত্রিশকুন-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজকে উপদেশ দিবার জন্য এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন রাজা ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য উপস্থিত হইলে শাস্তা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'মহারাজ, রাজাদিগের ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করা কর্ত্তব্য। রাজা অধার্ম্মিক হইলে তাঁহার কর্ম্মচারীরাও অধার্ম্মিক হন।' অতঃপর, চতুর্নিপাতে[১] যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপে রাজাকে উপদেশ দিয়া তিনি অগতি গমনের দোষ দেখাইলেন, অগতি পরিহারের প্রশংসা করিলেন; এবং সবিস্তররূপে স্বপ্নাদিবৎ অসার কামের কুফল বর্ণনা করিয়া বলিলেন :

উৎকোচ প্রদান করে কভু কোন জন
মৃত্যুকে আনিতে বশে পারে কি কখন?
যুঝিতে মৃত্যুর সনে পারে বল কোন জনে?
মৃত্যুকে করিতে জয় সাধ্য আছে কার?
মৃত্যুমুখে হয়, ভূপ, পতন সবার।

পরলোকে প্রস্থান করিবার কালে জীবের আত্মকৃত কল্যাণ কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন সহায় নাই। নীচ সংসর্গ অবশ্য পরিহার্য্য; যিনি যশঃপ্রার্থী, তাঁহার পক্ষে প্রমত্ত হইয়া চলা অকর্ত্তব্য; তিনি অপ্রমত্তভাবে যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিবেন। যখন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে নাই, তখনও প্রাচীনকালে ভূপতিরা পণ্ডিতদিগের উপদেশানুসারে যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং দেহান্তে দেবত্বপ্রাপ্ত হইয়া দেবনগর পূর্ণ করিয়াছিলেন। অনন্তর কোশলরাজের অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

*   *   *

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত রাজত্ব করিতেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন; তিনি পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়াও কি পুত্র, কি কন্যা, কোন সন্তান লাভ করেন নাই। একদিন তিনি বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া উদ্যানে গিয়াছিলেন এবং কিয়ৎকাল

---

[১]। রাজাববাদ-জাতক (৩৩৪)।

উদ্যানকেলি করিয়া মঙ্গল শালবৃক্ষের মূলে শয্যা বিস্তার করাইয়া ক্ষণকাল নিদ্রা যাইতেছিলেন। নিদ্রভঙ্গের পর শালবৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি সেখানে একটা পক্ষীর কুলায় দেখিতে পাইলেন। উহা দেখিবা মাত্র তাঁহার মনে স্নেহ সঞ্চার হইল; তিনি একজন অনুচরকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'এই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দেখ, কুলায়ে কিছু আছে, কি না আছে।' লোকটা আরোহণ করিয়া কুলায়ে তিনটী অণ্ড দেখিতে পাইল ও রাজাকে জানাইল। রাজা বলিলেন, 'তবে সাবধান; অণ্ডগুলিতে যেন তোমার নিঃশ্বাস না লাগে।' অনন্তর তিনি একখানা চাঙ্গাড়ির মধ্যে কার্পাসতুল আস্তৃত করাইলেন এবং আদেশ দিলেন, 'ইঁহার মধ্যে অণ্ডগুলি রাখিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া এস।'

লোকটাকে এইভাবে নামাইয়া রাজা স্বহস্তে চাঙ্গাড়িখানা লইলেন এবং অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এগুলি কোন পক্ষীর অণ্ড?' অমাত্যেরা উত্তর দিলেন, 'আমরা জানি না; বোধ হয় নিষাদেরা জানিতে পারে।' রাজা নিষাদদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহারা বলিল, 'মহারাজ, 'একটা অণ্ড পেচিকার, একটা শারিকার এবং একটা শুকীর।' রাজা বলিলেন, 'একটা কুলায়ে কি ত্রিবিধ পক্ষীর অণ্ড থাকিতে পারে?' নিষাদেরা বলিল, 'মহারাজ, এরূপ দেখা যায়; কোন বিঘ্ন না ঘটিলে এবং অণ্ডগুলি সাবধানে নিক্ষিপ্ত হইলে বিনষ্ট হয় না।' রাজা শুনিয়া তুষ্ট হইলেন। 'ইঁহারা আমার পুত্র হইবে' স্থির করিয়া তিনি তিন জন অমাত্যের উপর অণ্ড তিনটী রক্ষা করিবার ভার দিয়া বলিলেন, 'এই অণ্ডজাত শাবকগুলি আমার পুত্র হইবে। তোমরা সাবধানে এগুলি রক্ষা করিবে এবং যখন অণ্ডকোষ বিদীর্ণ শাবকগুলি বাহির হইবে, তখন আমাকে সংবাদ দিবে।'

অমাত্যেরা যত্নসহকারে অণ্ড তিনটী রক্ষা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বপ্রথমে পেচিকাণ্ড ভেদ করিয়া পেচকশাবক বাহির হইল। যে অমাত্যের উপর ইঁহার রক্ষার ভার ছিল, তিনি একজন নিষাদ ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই শাবকটী স্ত্রী, না পুরুষ?' সে পরীক্ষা করিয়া বলিল, 'ইহা পুংশাবক।' তখন অমাত্য রাজার সকাশে গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আপনার একটী পুত্র জন্মিয়াছে।' এই সংবাদে তুষ্ট হইয়া রাজা অমাত্যকে বহু ধন দিলেন এবং তাঁহাকে বিদায় দিবার কালে বলিলেন, 'আমার এই পুত্রটীকে যত্নসহকারে পালন করিবে এবং ইঁহার 'বিশ্বন্তর' এই নাম রাখিবে। অমাত্য তাহাই করিলেন।

ইঁহার কয়েকদিন পরে শারিকার অণ্ড হইতে শাবক নির্গত হইল। যে ব্যক্তির উপর ইঁহার রক্ষার ভার ছিল, তিনি সেই নিষাদকে ডাকাইয়া উহা স্ত্রী কি পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল শাবকটী স্ত্রী জাতীয়। ইহা শুনিয়া অমাত্য রাজার

নিকটে গমন করিয়া সংবাদ দিলেন, 'মহারাজ, আপনার একটী কন্যা জন্মিয়াছে।' রাজা তুষ্ট হইয়া এই অমাত্যকেও ধন দান করিলেন এবং তাঁহাকে বিদায় দিবার কালে বলিলেন, 'আমার কন্যাটীকে যত্নসহকারে লালন পালন করিবে এবং ইঁহার 'কুণ্ডলিনী' এই নাম রাখিবে।' অমাত্য তাহাই করিলেন।

আরও কয়েকদিন পরে শুকীর অণ্ডটী ভেদ করিয়া একটী শাবক নির্গত হইল। ইঁহার রক্ষক অমাত্যও সেই নিষাদের সাহায্যে উহা যে পুংজাতীয়, ইহা জানিতে পারিলেন এবং রাজাকে গিয়া সংবাদ দিলেন, 'মহারাজ, আপনার আরও একটী পুত্র জন্মিয়াছে।' রাজা তুষ্ট হইয়া তাঁহাকেও ধন দিলেন এবং বিদায় কালে বলিলেন, 'খুব ঘটা করিয়া আমার পুত্রের জন্মোৎসব সম্পন্ন কর এবং ইঁহার 'জম্বুক' এই নাম রাখ।' অমাত্য তাহাই করিলেন।

এই তিনটী পক্ষী তিনজন অমাত্যের গৃহে রাজকুমারলভ্য আদরযত্নের সহিত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাজা যখন তাহাদের সম্বন্ধে বলিতেন, 'এ আমার পুত্র'; 'এ আমার কন্যা'। এজন্য অমাত্যেরা পরস্পরের মধ্যে তাঁহাকে পরিহাস করিতেন; তাঁহারা বলিতেন, 'দেখ, ভাই, রাজার কাণ্ড; তিনি তির্য্যক প্রাণীকে নিজের পুত্র কন্যা বলিয়া বেড়ান।' রাজা ভাবিলেন, 'এই অমাত্যেরা আমার পুত্রদিগের প্রজ্ঞ সম্পদ জানেন না; আমি ইঁহাদের নিকট ইহা প্রকট করিব।' অনন্তর একদিন তিনি এক অমাত্যকে বিশ্বন্তরের নিকট প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, 'তোমার পিতা তোমাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চান; তিনি কবে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, বল।' অমাত্য গিয়া বিশ্বন্তরকে নমস্কার করিলেন এবং রাজার অভিপ্রায় জানাইলেন। বিশ্বন্তর নিজের রক্ষক অমাত্যকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'আমার পিতা নাকি আমাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ইচ্ছা করিয়াছেন; তিনি এখানে আসিলে তাঁহার সমুচিত সৎকার করিতে হইবে।' শেষোক্ত অমাত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাজা কবে আসিবেন?' প্রথম অমাত্য বলিলেন, 'অদ্য হইতে সপ্তম দিনে।' 'বেশ, পিতা যেন অদ্য হইতে সপ্তম দিনেই আগমন করেন', ইহা বলিয়া বিশ্বন্তর প্রথম অমাত্যকে বিদায় দিলেন। অমাত্য গিয়া রাজাকে এই কথা জানাইলেন। রাজা সপ্তম দিনে নগরে ভেরী বাদন করাইয়া বিশ্বন্তরের বাসস্থানে গমন করিলেন। বিশ্বন্তর রাজার রীতিমত অভ্যর্থনা করিলেন; তাঁহার সঙ্গে যে সকল দাসকর্ম্মকর গিয়াছিল, তাহাদিগেরও যথেষ্ট আদর যত্ন করাইলেন। রাজা বিশ্বন্তর বিহঙ্গের গৃহে ভোজন করিয়া এবং সেখানে মহা সম্মান লাভ করিয়া স্বগৃহে প্রতিগমন করিলেন; রাজাঙ্গনে একটী প্রকাণ্ড মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইলেন, নগরে ভেরী বাদন করাইয়া অধিবাসীদিগকে সেখানে সমবেত হইবার জন্য আহ্বান করিলেন, এবং বহুজনপরিবৃত হইয়া সেই অলঙ্কৃত মণ্ডপে উপবেশনপূর্ব্বক আনয়ন করিবার জন্য তাহার রক্ষক সেই

অমাত্যের নিকট লোক পাঠাইলেন। অমাত্য বিশ্বন্তরকে সুবর্ণপীঠে বসাইয়া তাঁহার নিকট লইয়া গেলেন। বিশ্বন্তর পিতার কোলে বসিয়া তাঁহার সঙ্গে কিয়ৎক্ষণ ক্রীড়া করিলেন; তাহার পর উপবেশন করিলেন। অতঃপর রাজা সেই মহাজনসঙ্ঘের সমক্ষে, রাজধর্ম্ম কি, প্রথম গাথায় তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. সুখে থাক, বিশ্বন্তর;জিজ্ঞাসা করি তোমায়,
যে ব্যক্তি এ পৃথিবীতে রাজত্ব করিতে চায়,
কোন পথ সুপ্রশস্ত, কোন কর্ম্ম সর্ব্বোত্তম
তার পক্ষে? সদুত্তর দাও মোরে, প্রিয়তম।

বিশ্বন্তর প্রথমেই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া রাজাকে তাঁহার অনবধানতার জন্য মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

২. কংস মহারাজ[১], আমি যাঁহার নন্দন,
গুণে যাঁর বশীভূত কাশীবাসিগণ,
পরিহাস-ভয়ে তিনি প্রমাদবশতঃ
জিজ্ঞাসা না করিলেন প্রশ্ন ইচ্ছামত
অপ্রমত্ত পুত্রে তাঁর এই দীর্ঘকাল;
এবে কিন্তু ঘুচিয়াছে সেই ভ্রমজাল।
রাজধর্ম্ম ব্যাখ্যার আদেশ দিয়া আজ
উৎসাহিত করিলেন পুত্র মহারাজ।

এই গাথায় রাজাকে ভর্ৎসনা করিয়া বিশ্বন্তর বলিলেন, 'মহারাজ, রাজাদিগের পক্ষে তিনটী ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাধর্ম্ম রাজত্ব করা কর্ত্তব্য।' অনন্তর তিনি এইরূপে রাজধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিলেন :

৩. রাজার প্রথম ধর্ম্ম মিথ্যা-পরিহার,
ক্রোধের দমন দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্ম তাঁর।
পরিহাস-বর্জ্জন তৃতীয় রাজধর্ম্ম;
এই তিন ধর্ম্মে সিদ্ধ হয় রাজকর্ম্ম।

৪. রাগাদি রিপুর বশে করেছ যে কাজ,
স্মরি যাহা জন্মে মনে অনুতাপ আজ,
করিতে প্রবৃত্তি যেন তাহাই আবার
না হয় কস্মিন কালে অন্তরে তোমার।

৫. প্রমত্ত রাজার রাজ্য অধঃপাতে যায়;
সকল ভোগের বস্তু নাশ তাঁর পায়।

---

[১]। বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্মদত্তের নামান্তর 'কংস'।

হও অপ্রমত্ত, ভূপ, তুমি সে কারণ;
রাজার প্রমাদ-দোষ বড়ই ভীষণ[১]।

৬. জিজ্ঞাসা করিয়াছিনু শ্রীকে মহাভাগ,
'কার প্রতি দেবী তব বেশী অনুরাগ?
'বড় ভালবাসি', দেবী বলিলা আমারে,
'বীর্য্যবান, অনসুয় পুরুষপ্রবরে[২]।

৭. দুর্মতি, দুষ্কর্মা যেই, অসুয়ার দাস,
কালকর্ণী তা'র(ই) সঙ্গে নিত্য করে বাস
কালকর্ণী—মানুষের সৌভাগ্যনাশিনী,
ঈদৃশ পুরুষাধমে সদানুরাগিণী।

৮. হও যদি সকলের প্রতি প্রীতিমান,
রক্ষিবে তোমায় সবে দিয়া নিজ প্রাণ।
অলক্ষ্মীর সংসর্গ করিলে পরিহার
থাকিবেন লক্ষ্মী সদা সঙ্গেতে তোমার।

৯. লক্ষ্মী আর ধৃতি যাঁর আছে নৃপবর,
উন্নতি তাঁহার ঘটে উত্তর উত্তর;
সমূলে বিনষ্ট তাঁর হয় শত্রুগণ;
নিষ্কণ্টকে রাজ্য তিনি করেন শাসন।

১০. যে জন উৎসাহবান, শক্র নিজে তাঁর
সাধিতে কল্যাণ সদা থাকেন তৎপর।
কল্যাণদায়িণী ধৃতি; ভাবি ইহা মনে
হন তিনি রত ধৃতিমানের রক্ষণে।

১১.গন্ধর্ব্ব, দেবতা আর পিতৃগণ, সবে
আদর্শ বলিয়া মানে হেন নৃপুঙ্গবে।
নিয়ত উৎসাহশীল, সদা অপ্রমত্ত—
দেবতা এমন জনে রক্ষেণ সতত।

১২. অপ্রমত্ত হয়ে, পিতঃ, নিন্দার অতীত,
আত্মকৃত্যসম্পাদনে হও অবহিত।
কৃত্য-সম্পাদনে সদা করহ যতন;
কদাপি না পায় সুখ অলস যে জন।

---

[১]। এই গাথাটী গণ্ডতিন্দু-জাতকেও পাওয়া গিয়াছে।

[২]। তু.—উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষী। টীকাকার বলেন যে, এই গাথায় শুচিপরিবার শ্রেষ্ঠীর আখ্যায়িকার ধ্বনি আছে। শ্রী কালকর্ণী-জাতক (৩৮২)।

১৩. এই তব কৃত্য সব; এই উপদেশ
পালন করিলে সুখ পাইবে অশেষ;
মিত্রগণ হবে তব সুখের ভাজন;
দুঃখের সাগরে মগ্ন হবে রিপুগণ।

বিশ্বন্তর এইরূপে একটী গাথায় রাজাকে প্রমাদের জন্য ভর্ৎসনা করিলেন এবং একাদশটী গাথায় ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া বুদ্ধলীলায় রাজার প্রশ্নের উত্তর দিলেন। সেই মহাজনসঙ্ঘ ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং শত শত সাধুকার দিতে লাগিল। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া অমাত্যদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'আপনারা বলুন, আমার পুত্র বিশ্বন্তর সে এইরূপে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিল, ইহাতে সে কাহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিল?' অমাত্যেরা বলিলেন, 'ইহা মহাসেনাগোপ্তার কর্ত্তব্য।' 'তবে আমি বিশ্বন্তরকে মহাসেনাগোপ্তা করিলাম,' ইহা বলিয়া রাজা বিশ্বন্তরকে স্থানান্তরে রাখিয়া দিলেন। ঐ সময় হইতে মহাসেনাগোপ্তার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিশ্বন্তর পিতার কার্য্য করিতে লাগিলেন। বিশ্বন্তর-প্রশ্ন সমাপ্ত।

(২)

ইহার কয়েক দিন পরে রাজা পূর্ব্বোক্তভাবে কুণ্ডলিনীর নিকট দূত পাঠাইলেন; সপ্তম দিনে সেখানে গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলেন; এবং প্রত্যাগমন করিয়া মণ্ডপমধ্যে উপবেশনপূর্ব্বক কুণ্ডলিনীকে আনয়ন করাইলেন। কুণ্ডলিনী সুবর্ণপীঠে আসীন হইলে রাজা নিম্নলিখিত গাথায় তাঁহাকে রাজধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন :

১৪. ক্ষত্রিয়বান্ধবা তুমি, হইয়াছে রাজার নন্দিনী;
প্রশ্নের উত্তর মোর পারিবে কি দিতে কুণ্ডলিনী?
রাজ্য যে করিতে চায়, কর্ত্তব্য তাহার কি কি বল;
কোন কর্ম্ম দ্বারা তার লাভ হয় সর্ব্বোত্তম ফল?

রাজধর্ম্মসম্বন্ধে রাজার প্রশ্ন শুনিয়া কুণ্ডলিনী বলিলেন, 'পিতঃ আপনি মনে করিয়াছেন, আমি পক্ষিণী; আমি আপনার প্রশ্নের কি উত্তর দিব? এই জন্য, বোধ হয়, আপনি আমার পরীক্ষা করিতেছেন। যাহা হউক, আমি দুইটী মাত্র পদে আপনাকে সর্ব্ববিধ রাজধর্ম্ম শুনাইতেছি :

১৫. দু'টী মাত্র মূলসূত্র আছে, যাহা করিয়া আশ্রয়
হইয়াছে প্রতিষ্ঠিত অন্য রাজনীতি-সমুচ্চয়।
লভিবে অলব্ধ যাহা, লব্ধ যাহা, করিবে রক্ষণ;
এই দুই নীতি করে রাজাদের উন্নতি সাধন।

১৬.	ধীর, অর্থশাস্ত্রবিৎ,	অনাসক্ত অক্ষে, দ্যুতে, মদে,
	মিতব্যয়ী হেন জনে	নিয়োজিবে অমাত্যের পদে।
১৭.	নিপুণ সারথি যথা	সমাসম সর্ব্ববিধ পথে
	সতর্কতাসহকারে	নির্বিঘ্নে চালায় সদা রথে,
	সুযোগ্য অমাত্য-হস্তে	রাজা আর রাজধন, পিতঃ,
	সম্পদে বিপদে থাকে	সেইরূপ সদা সুরক্ষিত।
১৮.	বশীভূত থাকে যেন	অন্তঃপুরচারী লোক যত;
	নিজের কি ধন আছে	সাবধানে দেখিবে সতত।
	ধনরক্ষা, ঋণদান	এ দুই বিষয়ে কদাচন
	অন্যের উপরে, পিতঃ,	না করিও বিশ্বাস স্থাপন[১]।
১৯.	নিজের কি আয় ব্যায়	স্বচক্ষে দেখিয়া জানা চাই;
	কে সাধিল কাজ তব,	কাজে কার যত্ন কিছু নাই,
	না শুনি পরের কথা	দেখ নিজে করিয়া বিচার;
	নিগ্রহার্হে দিবে দণ্ড,	প্রশংসার্হে দিবে পুরস্কার।
২০.	নিজে-জানপদগণে	শিক্ষা দিবে সৎপথে চলিতে;
	কর্ম্মচারীদের প্রতি	লক্ষ্য সদা হইবে রাখিতে।
	অধার্ম্মিক হয়, ভূপ,	যদি রাজকর্ম্মচারিগণ,
	প্রজার দুর্দ্দশা ঘটে;	নষ্ট হয় রাজ্য, রাজধন,
২১.	করিও না, করা'ও না	কোন কর্ম্ম সহসা ভূপতি;
	সহসা করিলে কাজ,	শেষে দুঃখ পায় মন্দমতি[২]।
২২.	ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘি	হইও না অতিক্রোধদাস;
	ক্রোধহেতু হইয়াছে	কত রাজকুলের বিনাশ।
২৩.	রাজশক্তি-বলে তুমি	প্রতারণা করি প্রজাগণে
	করিওনা প্রবর্ত্তিত	কভু কোন অনর্থসাধনে।
	রাজ্যবাসী স্ত্রীপুরুষ	সবে যেন তোমার, রাজন,
	হয় না কস্মিন কালে	কোনরূপ দুঃখের ভাজন।
২৪.	যে রাজা নিঃশঙ্কমনে	ইচ্ছামত কাম করে ভোগ,
	হয় তা'র সর্ব্বনাশ;	ইহাই রাজার মুখ্য রোগ।
২৫.	এই তব কৃত্য সব;	পাল এই উপদেশ, পিতঃ,
	ইহামূত্র উভয়ত্র	যদি তুমি চাও নিজহিত।

---

[১]। তু.—মুঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ।

[২]। তু.—সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াং, অবিবেকঃ পরমাপদাং পদং।

হও অনলস সদা; পুণ্যকার্য্যে রত অনুক্ষণ,
সুরারূপ বিষপান তুমি যেন না কর কখন।
হও শীলে প্রতিষ্ঠিত; দুঃশীলের বড়ই দুর্গতি;
ইহকালে, পরকালে সুখ নাহি পায় মূঢ়মতি।'

কুণ্ডলিনীও এইরূপে একাদশটী গাথায় ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিলেন। রাজা তুষ্ট হইয়া অমাত্যদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার কন্যা কুণ্ডলিনী যে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিল, তাহাতে সে কাহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিল?' অমাত্যেরা বলিলেন, 'ভাণ্ডাগারিকের, মহারাজ।' 'অতএব আমি ইহাকে ভাণ্ডাগারিকের পদ দিব।' ইহা বলিয়া তিনি কুণ্ডলিনীকে স্থানান্তরে রাখিয়া দিলেন। কুণ্ডলিনী ঐ দিন হইতে ভাণ্ডাগারিকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পিতার কার্য্য করিতে লাগিলেন। কুণ্ডলিনী-প্রশ্ন সমাপ্ত।

(৩)

পরিশেষে, আরও কয়েক দিন পরে, রাজা পূর্ব্ববৎ জম্বুক পণ্ডিতের নিকট দূত পাঠাইলেন, সপ্তম দিবসে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলেন, সেখানে অভ্যর্থিত হইয়া গৃহে ফিরিলেন, এবং সেই মণ্ডপের মধ্যে উপবেশন করিলেন। জম্বুকের প্রতিপালক সেই অমাত্য তাঁহাকে কাঞ্চনমণ্ডিত পীঠে বসাইয়া উহা নিজের মস্তকোপরি রাখিয়া বহন করিয়া আনিলেন। জম্বুক ক্ষণকাল পিতার কোলে বসিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিলেন এবং তাহার পর কাঞ্চনপীঠে গিয়া বসিলেন। রাজা তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন :

২৬. পেচকে করিনু প্রশ্ন, শারিকারে তার পর;
জিজ্ঞাসি তোমায় এবে, হে জম্বুক বিজ্ঞবর,
কি বল প্রকৃত বল, বলোত্তম বলে কা'রে,
এ প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান কর আমারে।

রাজা অন্য পক্ষী দুইটীকে যেভাবে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, মহাসত্ত্বকে সেভাবে প্রশ্ন করিলেন না; তিনি তাঁহাকে বিশিষ্টভাবে প্রশ্ন করিলেন। মহাসত্ত্ব উত্তর দিলেন, 'বলিতেছি, মহারাজ, আপনি অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। আমি আপনাকে সমস্তই বলিব।' অনন্তর, দাতা যেমন যাচকের প্রসারিত হস্তে সহস্রমুদ্রাপূর্ণ স্থবিকা অর্পণ করেন, মহাসত্ত্বও সেইরূপ শুশ্রূষু রাজার নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন :

২৭. মহোদয় নামে যাঁরা জগতে বিদিত
পঞ্চবিধ বলে তাঁরা শক্তিসমন্বিত।
বাহুবল বলাধম জানি সর্ব্বকাল;
তার চেয়ে ধনবল কথঞ্চিৎ ভাল।

২৮. তৃতীয় অমাত্য বল, শুন আয়ুষ্মান;
আভিজাত্য বলে দিবে তার উর্দ্ধে স্থান।
প্রজ্ঞারূপ মহাবলে পণ্ডিত জনের
পরাভব ঘটে কিন্তু এ চারি বলের।

২৯. প্রজ্ঞাবল মহাবল, প্রজ্ঞা বলোত্তম;
প্রজ্ঞাবলে বলী লোকে সর্ব্বকার্য্যক্ষম।

৩০. লভে যদি মন্দমতি ধনধান্যে ভরা
বসুধার আধিপত্য, রক্ষা তাহা করা
অসাধ্য তাহার; প্রজ্ঞাবল আছে যার,
কাড়ি লতে পারে সেই সর্বস্ব তাহার।

৩১. উচ্চকুলে জন্মি কেহ রাজ্য করে লাভ;
কিন্তু যদি হয় তার প্রজ্ঞার অভাব,
পারে না সে, কাশীপতি, রাজ্যের সর্ব্বত্র
করিতে সম্ভোগ নিষ্কণ্টক আধিপত্য।

৩২. পরমুখে শ্রুত যাহা, সত্যাসত্য তার
প্রাজ্ঞ অতি ধীরভাবে করেন বিচার।
প্রাজ্ঞের সুবশ নিত্য হয় বিবর্দ্ধন;
দুঃখেও পড়িলে সুখ ভুঞ্জে প্রাজ্ঞ জন।

৩৩. সুপণ্ডিত ধার্ম্মিকের উপদেশ শ্রদ্ধাসহকারে
না শুনিলে কে, পিতঃ, প্রজ্ঞা লাভ করিতে না পারে।

৩৪. যথাকালে শয্যাত্যাগী, অতন্দ্রিত পুরুষপ্রধান;
ধর্ম্মের বিবিধ অঙ্গে সবিশেষ আছে যাঁর জ্ঞান,
ধর্ম্ম অনুষ্ঠান যিনি যথাকালে করেন যতনে,
লভেন সুযশ তিনি সর্ব্ববিধ কর্ম্মসম্পাদনে।

৩৫. দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি যার, দুঃশীলের সেবায় যে রত,
মন নাহি লাগে কাজে, তবু তাতে হয় যে প্রবৃত্ত,
বিফল প্রয়াস তার; কর্ম্মফল সম্যক প্রকারে,
যতই করুক চেষ্টা, লভিতে সে কভু নাহি পারে।

৩৬. আত্মদৃষ্টি আছে যার, সাধুজনে সেবে সেই জন,
সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করে কৃত্য করিতে সাধন,
সার্থক তাহার শ্রম! কর্ম্মফল সম্যক প্রকারে
লভিয়া যায় সে সুখে পরিণামে ভবসিন্ধু পারে।

৩৭. ধনের অর্জন আর প্রয়োগ বিহিত
যে উপায়ে হয় তাহা বলিলাম, পিতঃ,
ইহাতেই রক্ষা হয় সঞ্চিত যে ধন
তাই এই উপদেশ পাল অনুক্ষণ।
কদাচ কুকর্ম্মে যেন মন নাহি যায়;
অপব্যয়ে বিত্তনাশ ঘটিবে নিশ্চয়।
যে জন কুকার্য্যে রত, পতন তাহার
নলের ঘরের মত অতি দুর্নিবার।

বোধিসত্ত্ব এইরূপ উল্লিখিত অবধানের বিষয়গুলি দ্বারা পঞ্চবিধ বল বর্ণনা করিলেন এবং প্রজ্ঞাবলের উৎকর্ষ প্রদর্শন করিলেন, তাঁহার বাক্যগুলি যেন চন্দ্রমণ্ডলকে প্রহার করিল[১]। অনন্তর তিনি আরও দশটী গাথায় রাজাকে উপদেশ দিলেন :

৩৮. মাতার পিতার সেবা যথাধর্ম্ম কর তুমি, ক্ষত্রিয় রাজন
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
৩৯. তব দারাসুতগণ যথাধর্ম্ম পাল সবে, ক্ষত্রিয় রাজন
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
৪০. মিত্রমাত্যগণ তব যথাধর্ম্ম পাল সবে ক্ষত্রিয় রাজন
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
৪১. যুদ্ধযাত্রা-আদি তব হয় যেন যথাধর্ম্ম ক্ষত্রিয় রাজন
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
৪২. কি নগরে, কিবা গ্রামে যথাধর্ম্ম রক্ষ প্রজা, ক্ষত্রিয় রাজন
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
৪৩. পৌরজানপদগণে যথাধর্ম্ম পাল তুমি, ক্ষত্রিয় রাজন
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
৪৪. শ্রমণব্রাহ্মণগণে যথাধর্ম্ম কর শ্রদ্ধা, ক্ষত্রিয় রাজন
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
৪৫. ইতর জীবের প্রতি যথাধর্ম্ম কর দয়া, ক্ষত্রিয় রাজন
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
৪৬. ধর্ম্মচর্য্যা কর দেব সুচরিত ধর্ম্ম হয় সুখের নিদান
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে প্রয়াণ।

---

[১]। এই উৎপ্রেক্ষার সার্থকতা ভাল বুঝিতে পারা গেল না,—ত্রিভুবনের সর্ব্বত্র প্রজ্ঞার মাহাত্ম্য ঘোষিত হইল, অথবা এমনভাবে প্রকটিত হইল যেন চন্দ্রোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় সমস্ত সংশয়ের অপনোদন হইল (?)।

৪৭. ধর্ম্মচর্য্যা কর, দেব প্রমাদ ইহাতে যেন হয় না কখন
ধর্ম্মবলে স্বর্গলাভ করিলেন ইন্দ্র আদি দেবতা ব্রাহ্মণ[১]।

এই সকল ধর্ম্মাত্মিকা গাথা বলিবার পর রাজাকে আরও উপদেশ দিবার জন্য মহাসত্ত্ব অবশিষ্ট গাথাটি বলিলেন :

৪৮. এই সব কৃত্য তব পালি এই উপদেশ, পিতঃ,
সজ্জনে করিয়া সেবা পাবে তুমি কল্যাণ নিশ্চিত।
স্বচক্ষে দেখিয়া সব সত্যাসত্য জানিবে সর্ব্বদা
করিওনা কোন কাজকেবল পরের শুনি কথা।

মহাসত্ত্ব এইরূপ বুদ্ধলীলায় ধর্ম্মদেশন করিলে, বোধ হইল যেন তিনি আকাশগঙ্গাকে ভূতলে অবতারণ করিলেন। মহাজনসঙ্ঘ তাঁহাকে প্রভূত সম্মান করিল এবং সহস্র সহস্র সাধুকার দিল; রাজা তুষ্ট হইয়া অমাত্যদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বলুন ত, আমার তরুণজম্বুফলনিভতুণ্ডবিশিষ্ট পুত্র জম্বুক পণ্ডিত যে সকল ধর্ম্মকথা বলিলেন, তদ্দারা তিনি কাহার কৃত্য সম্পাদন করিলেন?' অমাত্যেরা বলিলেন, 'মহারাজ, ইনি সেনাপতির[২] কৃত্য সম্পাদন করিলেন।' তাহা হইলে আমি ইহাকে সেনাপতির পদ দিলাম', ইহা বলিয়া রাজা জম্বুককে স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া দিলেন। ঐ দিন হইতে জম্বুক পণ্ডিত সৈনাপত্য লাভ করিয়া পিতার কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

রাজা তিনটী পক্ষীরই মহা আদরযত্ন করিতেন, পক্ষী তিনটীও তাঁহাকে অর্থ ও ধর্ম্মসম্বন্ধে উপদেশ দিত। রাজা মহাসত্ত্বের উপদেশানুসারে চলিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক কালক্রমে স্বর্গলাভ করিলেন। অমাত্যেরা তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পাদন করিয়া শকুনত্রয়কে জানাইলেন এবং বলিলেন, 'প্রভু জম্বুকশকুন, রাজা আপনার মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র উত্তোলন করিতে বলিয়া গিয়াছেন।' মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'আমার রাজ্যের কোন প্রয়োজন নাই, আপনারাই অপ্রমত্তভাবে রাজ্য শাসন করুন।' অনন্তর তিনি সকল লোককে শীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন, সমস্ত বিচার-পদ্ধতি সুবর্ণপট্টে লেখাইলেন এবং 'এই নিয়মে যেন বিচার করেন' বলিয়া অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে তিনি যে ধর্ম্মস্থাপন করিয়া গেলেন, তাহা চত্বারিংশৎ সহস্র বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল।

[কোশলরাজকে উপদেশ দিবার উপলক্ষ্যে শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া জাতকের সমবধান করিলেন।

---

[১]। এই দশটী গাথা রোহন্তমৃগ-জাতকে (৫০১) এবং শ্যাম-জাতকেও (৫৪০) দেখা যায়।

[২]। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বিশ্বন্তরকে 'মহাসেনগোপ্তা' করা হইয়াছিল। বিশ্বন্তর অপেক্ষা জম্বুক উচ্চতর পদার্হ, কেননা তিনি বোধিসত্ত্ব। এই জন্য বোধ হয়, মহাসেনগোপ্তা বলিলে সেনাপতির অধস্তন কোন সৈনিক কর্ম্মচারী বুঝাইত।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, উৎপলবর্ণা ছিলেন কুণ্ডলিনী, সারিপুত্র ছিলেন বিশ্বন্তর এবং আমি ছিলাম জম্বুক পণ্ডিত।]

---

৫২২. শরভঙ্গ-জাতক

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে স্থবির মহামৌদ্‌গল্যায়নের পরিনির্ব্বাণ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে তথাগত যখন জেতবনে ছিলেন, সেই সময়ে সারিপুত্র পরিনির্ব্বাণ-লাভার্থ তাঁহার অনুমতি লইয়া নালগ্রামে গমন করিয়াছিলেন এবং সেখানে যে প্রকোষ্ঠে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, সেই প্রকোষ্ঠেই দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া শাস্তা রাজগৃহে গমনপূর্ব্বক বেণুবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঐ সময়ে স্থবির মহামৌদ্‌গল্যায়ন ঋষিগিরির পার্শ্বে কালশিলায় বাস করিতেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি ঋদ্ধিবলের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কখনও কখনও দেবলোকে ও নরকে ভিক্ষাচর্য্যা করিতে যাইতেন। দেবলোকে বুদ্ধশ্রাবকদিগের মহৈশ্বর্য্য এবং নরকে তীর্থিকদিগের মহাদুঃখ দেখিয়া তিনি নরলোকে ফিরিয়া বলিতেন, 'অমুক উপাসক ও অমুক উপাসিকা অমুক দেবলোকে জন্মান্তর লাভ করিয়া মহাসুখ ভোগ করিতেছেন তীর্থিক শ্রাবকদিগের অমুক পুরুষ ও অমুক স্ত্রী অমুক নরকে জন্মিয়াছেন।' এই সমস্ত শুনিয়া লোকে বুদ্ধশাসনে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া তীর্থিকদিগের সংসর্গ পরিহার করিল। ইহাতে বুদ্ধশ্রাবকদিগের সম্মান বৃদ্ধি হইল এবং তীর্থিকদিগের সম্মান কমিয়া গেল। কাজেই তীর্থিকেরা স্থবিরের উপর জাতক্রোধ হইল। তাহারা ভাবিল, 'এই লোকটা যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন আমাদের ভক্তদিগকে ভাঙ্গাইয়া লইবে, আমাদের মানপ্রতিপত্তি হ্রাস হইবে। অতএব ইহাকে বধ করাইতে হইবে। একজন দস্যু শ্রমণদিগকে ভিক্ষাচর্য্যার সময়ে রক্ষা করিত। তীর্থিকেরা স্থবিরের প্রাণসংহারার্থ এই লোকটাকে সহস্র মুদ্রা দিল। সে স্থবিরের প্রাণ বধ করিব, এই অঙ্গীকার করিয়া বহু অনুচরসহ কালশিলায় গমন করিল। তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া স্থবির ঋদ্ধিবলে উৎপতনপূর্ব্বক সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। দস্যুরা স্থবিরকে দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া গেল; কিন্তু এই উদ্দেশ্যে উপর্য্যুপরি ছয় দিন সেখানে গমন করিল। স্থবিরও পূর্ব্ববৎ ঋদ্ধিবলে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। সপ্তম দিবসে কিন্তু স্থবিরের পূর্ব্বজন্মকৃত যথাকালফলপ্রদ পাপকর্ম্ম অবসর লাভ করিল। তিনি না কি পূর্ব্বে ভার্য্যার কথায় মাতাপিতাকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে যানে আরোহণ করাইয়া বনে লইয়া গিয়াছিলেন এবং যেন দস্যুরা আক্রমণ করিয়াছে এইরূপ দেখাইয়া বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে প্রহার

করিয়াছিলেন। তাঁহারা দৃষ্টিক্ষীণতাবশতঃ লোক চিনিতে পারেন নাই। তাঁহাদের পুত্রই যে এই দারুণ প্রহার করিতেছে ইহা জানিতে না পারিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন যে, প্রকৃতই দস্যুরা তাঁহাদিগকে মারিতেছে। তাঁহারা বলিয়াছিলেন 'বৎস, দস্যুরা আমাদিগকে মারিয়া ফেলিল। তুমি পলাইয়া যাও।' তাঁহাদের এই পরিদেবন শুনিয়া পুত্র ভাবিয়াছিলেন, 'হায়, আমি কি অন্যায় কাজই করিতেছি! আমি ইহাদিগকে প্রহার করিতেছি; অথচ ইঁহারা আমারই মরণশঙ্কায় শোক করিতেছেন?' অতঃপর তিনি মাতাপিতাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন এবং দস্যুরা পলায়ন করিয়াছে এইরূপ বুঝাইয়া তাঁহাদের হাত টিপিতে টিপিতে বলিয়াছিলেন, 'ভয় নাই, মা; ভয় নাই, বাবা, দস্যুরা পলাইয়া গিয়াছে।' অতঃপর তিনি তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার স্বগৃহে লইয়া গিয়াছিলেন।

এতদিন এই পাপফল প্রসবের অবসর না পাইয়া ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় অপ্রকট ছিল; এখন ইহা স্থবিরের অন্তিম শরীরকে[১] গ্রহণ করিল; ইঁহার সংসর্গে তিনি আর আকাশে উৎপতন করিতে পারিলেন না। যে ঋদ্ধি এক সময়ে নন্দ ও উপনন্দকে[২] দমন করিয়াছিল, যাহার প্রভাবে বৈজয়ন্ত পর্য্যন্ত কম্পিত হইত, তাহা আজ কর্ম্মবশে এমনই দুর্ব্বল হইল। দস্যুরা তাঁহার অস্থিগুলি পলালপিষ্টকের ন্যায় চূর্ণবিচূর্ণ করিল এবং তিনি মরিয়াছেন এই বিশ্বাসে দলবলসহ প্রস্থান করিল। স্থবির সংজ্ঞালাভ করিয়া ধ্যানরূপ আচ্ছাদন দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিলেন এবং উৎপতনপূর্ব্বক শাস্তার নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'ভদন্ত, আমার আয়ুসংস্কার শেষ হইয়াছে; অনুমতি দিন যে, আমি পরিনির্ব্বাণ লাভ করি।' শাস্তার অনুমোদন পাইয়া স্থবির সেইখানেই পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন; অমনি ষড়বিধ দেবলোকে মহাকোলাহল উত্থিত হইল; 'আমাদের আচার্য্য না কি পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, ইহা বলিতে বলিতে সকলে দিব্যগন্ধমাল্যধূপাদি এবং নানাবিধ কাষ্ঠ লইয়া উপস্থিত হইল; চন্দন কাষ্ঠ ও একোনশত রত্ন দ্বারা চিতা সজ্জিত করিল; শাস্তা স্বয়ং স্থবিরের পার্শ্বে থাকিয়া চিতায় তাঁহার শব নিক্ষেপ করাইলেন। শ্মশানে সমন্তাৎ যোজনব্যাপী স্থানে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল; দেবতাদিগের সঙ্গে মনুষ্যেরা এবং মনুষ্যদিগের সঙ্গে দেবতারা মিশিয়া এক সপ্তাহ এই দাহোৎসব সম্পন্ন করিলেন। শাস্তা স্থবিরের ধাতু সংগ্রহ করাইয়া বেণুবনদ্বারকোষ্ঠকের নিকটে তদুপরি এক চৈত্য নির্ম্মাণ করাইলেন।

এই সময়ে একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'দেখ

---

[১]। অন্তিম শরীর, কেননা ইহাই তাঁহার শেষ জন্ম।

[২]। নন্দ ও উপনন্দ দুইজন নাগরাজ।

ভাই, স্থবির সারিপুত্র তথাগতের সমীপে পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন নাই বলিয়া বুদ্ধদত্ত সম্মান পাইতে পারেন নাই[১]। মহামৌদ্গল্যায়ন কিন্তু তথাগতের সমীপেই পরিনির্ব্বাণ পাইয়া মহাসম্মান লাভ করিলেন।' শাস্তা ধর্ম্মসভায় গিয়া তাঁহাদের এই কথাবার্ত্তা শুনিয়া বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও মৌদ্গল্যায়ন আমার নিকট মহাসম্মান পাইয়াছিলেন।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :][২]

*   *   *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব রাজার পুরোহিত পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দশ মাস অতীত হইলে তিনি একদিন প্রত্যূষকালে মাতৃকুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। ঐ সময়ে দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ বারাণসী নগরের সমস্ত আয়ুধ জ্বলিয়া উঠিল[৩]। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পুরোহিত বাহিরে গিয়া আকাশের দিকে অবলোকন করিলেন এবং নক্ষত্রগণের সংস্থান দেখিয়া বুঝিলেন, অমুক নক্ষত্রে জন্মিয়াছেন বলিয়া তাঁহার পুত্র সমস্ত জম্বুদ্বীপের মধ্যে ধনুর্দ্ধরদিগের অগ্রগণ্য হইবেন। অনন্তর তিনি যথাকালে রাজভবনে গিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ, সুনিদ্রা হইয়াছিল ত?' রাজা বলিলেন, 'সুনিদ্রা হইবে কিরূপে? আজ প্রাসাদের সর্ব্বত্র আয়ুধগুলি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।' পুরোহিত বলিলেন, 'ভয় পাইবেন না, মহারাজ। কেবল আপনার ভবনে নয়, নগরের সর্ব্বত্রই আয়ুধগুলি এইরূপ প্রজ্বলিত হইয়াছিল। আজ আমার গৃহে যে পুত্র জন্মিয়াছে, তাহারই জন্য এরূপ ঘটিয়াছে।' 'আচার্য্য, যে পুত্র এইভাবে ভূমিষ্ঠ হইল, তাহার ভাগ্যে পরিণামে কি ঘটিবে?' 'কোন কুফল নয়, মহারাজ। সে সমস্ত জম্বুদ্বীপের মধ্যে ধনুর্দ্ধরদিগের অগ্রগণ্য হইবে।' 'উত্তম কথা। আপনি তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করুন। সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে আমার নিকটে আনিবেন।' ইহা বলিয়া রাজা কুমারের জন্য সহস্র মুদ্রা ক্ষীরমূল্য[৪] দেওয়াইলেন। পুরোহিত উহা লইয়া গৃহে ফিরিলেন এবং কুমারের জন্মমুহূর্ত্তে আয়ুধসমূহ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল বলিয়া নামকরণ দিবসে তাঁহার জ্যোতিপাল এই নাম রাখিলেন।

জ্যোতিপাল মহা আদরযত্নের সহিত লালিত পালিত হইতে লাগিলেন এবং

---

[১]। সারিপুত্রের পরিনির্ব্বাণলাভ সম্বন্ধে মহাসুদর্শন-জাতক (৯৪) দ্রষ্টব্য।

[২]। স্থবির মৌদ্গল্যায়নের শবসৎকারের সময়ে বুদ্ধদেবের অবস্থিতির কথায় যবন হরিদাসের সৎকারের সময়ে চৈতন্যদেবের উপস্থিতির কথা মনে পড়ে।

[৩]। তৃতীয় খণ্ডের ইন্দ্রিয়-জাতকের (৪২৩) সহিত তুলনীয়।

[৪]। দুধের দাম বলিয়া যে অর্থ দেওয়া হইত, তাহাকে ক্ষীরমূল্য বলিত।

ক্রমে ষোড়শবর্ষে উপনীত হইলেন। তখন তাঁহার সুন্দররূপের পূর্ণ বিকাশ হইল। পুত্রের দেহসৌন্দর্য্য দেখিয়া পুরোহিত বলিলেন, 'বৎস, তুমি তক্ষশিলায় গিয়া কোন বিখ্যাত আচার্য্যের নিকট বিদ্যা শিক্ষা কর।' কুমার 'যে আজ্ঞা' বলিয়া আচার্য্যদক্ষিণা লইয়া মাতাপিতাকে প্রণাম করিলেন এবং তক্ষশিলায় গিয়া কোন আচার্য্যকে সহস্র মুদ্রা দিয়া বিদ্যা প্রার্থনা করিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁহার শিক্ষা সমাপ্তি হইল। ইহাতে আচার্য্য অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজের ব্যবহার্য্য একখানি উৎকৃষ্ট তরবারি, মেণ্ডকশৃঙ্গ-নির্ম্মিত সন্ধিযুক্ত ধনু, সন্ধিযুক্ত তুণীর, নিজের সন্নাহ, কঞ্চুক ও উষ্ণীষ দান করিয়া বলিলেন, 'বৎস জ্যোতিপাল, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; এখন হইতে তুমিই এই সকল ছাত্রকে শিক্ষা দাও।' ইহা বলিয়া তিনি বোধিসত্ত্বের হস্তে পঞ্চশত শিষ্য সমর্পণ করিলেন। বোধিসত্ত্ব সমস্ত গ্রহণ করিয়া আচার্য্যকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বারাণসীতে মাতাপিতার নিকট ফিরিয়া গেলেন। তিনি প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস, বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ কি?' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'হাঁ, বাবা; বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি।' ইহা শুনিয়া পুরোহিত রাজভবনে গেলেন এবং রাজাকে বলিলেন, 'আমার পুত্র শিক্ষা করিয়া ফিরিয়াছে। এখন তাহাকে কি করিতে হইবে, অনুমতি দিন।' রাজা বলিলেন, 'সে আমারই পরিচর্য্যা করুন।' মহারাজ, তাহার খরচপত্র সম্বন্ধে কি স্থির করিয়াছেন?' 'সে প্রত্যহ সহস্র মুদ্রা পাইবে।' পুরোহিত 'যে আজ্ঞা' বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং গৃহে ফিরিয়া জ্যোতিপালকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'বৎস, তোমাকে রাজসেবা করিতে হইবে।' জ্যোতিপাল তখন হইতে রাজসেবায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং দৈনিক সহস্র মুদ্রা পাইতে লাগিলেন। রাজার অন্যান্য কর্ম্মচারীরা ইহাতে অপমান বোধ করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, 'জ্যোতিপাল যে কি কর্ম্ম করিয়াছে, তাহা ত আমরা দেখিতে পাই না। অথচ সে প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা পাইতেছে! আমরা তাহার কাজ দেখিতে চাই।' রাজা এই সকল লোকের কথা শুনিয়া পুরোহিতকে জানাইলেন। পুরোহিত বলিলেন, 'উত্তম প্রস্তাব।' অনন্তর তিনি পুত্রকে এই বিষয় জানাইলেন। জ্যোতিপাল বলিলেন, 'বেশ কথা; অদ্য হইতে সপ্তম দিনে আমি বিদ্যার পরিচয় দিব; আপনি রাজাকে বলুন যে, ঐ দিন যেন তাঁহার রাজ্যের সকল ধনুর্দ্ধর সমবেত হয়।' পুরোহিত গিয়া রাজার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। রাজা নগরে ভেরীবাদন দ্বারা সমস্ত ধনুর্দ্ধর আনয়ন করিলেন। অচিরে ষষ্টি সহস্র ধনুর্দ্ধর সমবেত হইল। ইঁহারা আসিয়াছে জানিয়া রাজা জ্যোতিপালের বিদ্যা দেখিবার নিমিত্ত ভেরীবাদন দ্বারা নগরবাসীদিগকে আহ্বান করিলেন। রাজাঙ্গন সুসজ্জিত হইল; রাজা মহাজনসজ্ঘ পরিবৃত হইয়া পল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন, এবং ধনুর্দ্ধরদিগকে ডাকাইয়া, জ্যোতিপালকে আনয়ন

করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। জ্যোতিপাল আচার্য্যদত্ত ধনুস্তূণীরসন্নাহকুঞ্চুক ও উষ্ণীব অন্তর্বাসের অভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিলেন এবং কেবল তরবারিখানি হস্তে লইয়া স্বাভাবিক বেশে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া এক পার্শ্বে অবস্থিতি করিলেন। ধনুর্গ্রহেরা বলাবলি করিতে লাগিল, 'জ্যোতিপাল নাকি ধনুর্ব্বিদ্যায় নৈপুণ্য দেখাইবে; অথচ ধনুক লইয়া আসে নাই। সে বোধ হয় ভাবিয়াছে যে, আমাদের ধনুক ব্যবহার করিবে।' তাহারা স্থির করিল, কিছুতেই জ্যোতিপালকে নিজেদের ধনুক দিব না।

রাজা জ্যোতিপালকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'তুমি বিদ্যার পরিচয় দাও।' জ্যোতিপাল চতুর্দ্দিকে পর্দ্দা খাটাইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সেখানে অন্তর্ব্বাস খুলিয়া সন্নাহ ও কঞ্চুক পরিধান করিলেন, মস্তকে উষ্ণীষ দিলেন, মেণ্ডকশৃঙ্গ-নির্ম্মিত ধুনকে প্রবালবর্ণ জ্যা রোপণ করিলেন, পৃষ্ঠে তূণীর বন্ধন করিলেন, বামপার্শ্বে তরবারি ধারণ করিলেন এবং নখপৃষ্ঠে একটী বজ্রাগ্র শর ঘুরাইতে ঘুরাইতে শাণি অপসারণপূর্ব্বক রাজার সম্মুখে গিয়া প্রণাম করিলেন,—যেন নানাভরণমণ্ডিত কোন নাগকুমার পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়া আবির্ভূত হইল। তাঁহাকে দেখিয়া লোকে বিস্ময়ে নৃত্য করিতে লাগিল, বাহবা দিতে লাগিল এবং করতালি দিতে লাগিল। রাজা আদেশ দিলেন, 'জ্যোতিপাল, এখন তোমার বিদ্যার পরিচয় দাও।' জ্যোতিপাল বলিলেন, 'মহারাজ, আপনার এরূপ অনেক ধনুর্দ্ধর আছেন, যাঁহারা বিদ্যুদবেগে লক্ষ্য বেধ করিতে পারেন, যাঁহারা দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া একটী কেশকেও বেধ করিতে পারেন, যাঁহারা শব্দবেধী এবং শরবেধী[১]। আপনি তাঁহাদের মধ্যে চারিজনকে আহ্বান করুন।' রাজা উক্তরূপ চারিজনকে ডাকাইলেন। মহাসত্ত্ব রাজাঙ্গনে একটী চতুরস্রাকার পরিবেষ্টিত স্থানে মণ্ডপ অঙ্কিত করিলেন, চতুরস্রের চারিকোণে চারিজন ধনুর্দ্ধর রাখিয়া দিলেন, তাঁহাদের এক এক জনের হাতে ত্রিশ হাজার শর দিবার জন্য এক এক জন লোক রাখিয়া দিলেন, এবং নিজে সেই বজ্রাগ্র শরটী লইয়া মণ্ডপ মধ্যে দাঁড়াইলেন। অনন্তর তিনি বলিলেন, 'মহারাজ, এই চারিজন ধনুর্দ্ধর একসঙ্গে শরপ্রহার করিয়া আমাকে বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করুন। আমি ইহাদের নিক্ষিপ্ত শর প্রতিরোধ করিব।' রাজা ধনুর্দ্ধরদিগকে শরনিক্ষেপ করিতে আদেশ

১। মূলে এই চারিপ্রকার ধানুষ্কের উল্লেখ আছে—অক্ষণবেধী, বালবেধী, শব্দবেধী ও শরবেধী।

শরবেধীরা প্রথমে একটী শর নিক্ষেপ করিয়া যখন উহা ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, তখন এমন কৌশলে আর একটী শর ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করেন যে, উহা অধোমুখে পতিত হইয়া প্রথমটীকে বিদ্ধ করে। Ivanhoc নামক ইংরাজী আখ্যায়িকায় Robinhood (Locksley) এইরূপ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে।

দিলেন; কিন্তু তাহারা বলিল 'আমরা অক্ষণবেধী, বালবেধী, শব্দবেধী ও শরবেধী; জ্যোতিপাল বালক; ইহাকে আমরা বিদ্ধ করিব না।' মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'আপনাদের যদি সাধ্য থাকে ত আমাকে বিদ্ধ করুন।' 'তাহাই করিতেছি' বলিয়া ধনুর্দ্ধরেরা চারি জন যুগপৎ শরনিক্ষেপ করিতে লাগিল; জ্যোতিপাল বজ্রাগ্র নারাচের আঘাতে সেগুলি চতুর্দ্দিকে ভূতলে পতিত করিতে লাগিলেন। তিনি ভূপতিত শরগুলি লইয়া চতুর্দ্দিকে যেন একটী কোষ্ঠক-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সেগুলি এমনভাবে ফেলিতে লাগিলেন, যে ফলকের উপর ফলক, কাণ্ডের উপর কাণ্ড, পত্রের উপর পত্র পতিত হইল, কোন দিকে তিলমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিল না। এইরূপে তিনি একটী শরনির্ম্মিত প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিলেন; ধনুর্দ্ধরদিগের সমস্ত শর নিঃশেষ হইল। তাহাদের শর নিঃশেষ হইয়াছে জানিয়া মহাসত্ত্ব সেই শরপ্রকোষ্ঠ ভগ্ন না করিয়া উল্লম্ফনপূর্ব্বক রাজার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দর্শকেরা আনন্দে চীৎকার করিতে, নৃত্য করিতে ও করতালি দিতে লাগিল এবং মহাসত্ত্বের অভিমুখে বহু বস্ত্রাভরণ নিক্ষেপ করিল। এই বস্ত্র ও আভরণরাশির মূল্য অষ্টাদশ কোটি মুদ্রা। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি যে বিদ্যার পরিচয় দিলে, তাহার নাম কি?' 'মহাসত্ত্ব বলিলেন, ইঁহার নাম শরপ্রতিবাহন।' 'অন্য কেহ এ কৌশল জানে কি?' 'মহারাজ, সমস্ত জম্বুদ্বীপে একা আমি ভিন্ন আর কেহ ইহা জানে না।' 'এখন তুমি অপর কোন কৌশল দেখাও।' 'মহারাজ, এই চারিজন ধনুর্দ্ধর চারি কোণে অবস্থিতি করুন; আমি একটী মাত্র শর নিক্ষেপ করিয়া ইহাদের চারিজনকেই বিদ্ধ করিব।' কিন্তু ধনুর্দ্ধরদিগের কেহই দাঁড়াইতে সাহস করিল না। তখন মহাসত্ত্ব চারি কোণে চারিটী কদলীস্তম্ভ রাখাইলেন, নারাচের পুঙ্খে রক্তসূত্র বান্ধিলেন এবং একটী কদলীস্তম্ভ লক্ষ্য করিয়া নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। নারাচ ঐ স্তম্ভটী বেধ করিল, অনন্তর পর পর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্তম্ভ বেধ করিল এবং প্রথমটীকে আবার বিদ্ধ করিয়া মহাসত্ত্বের হস্তে ফিরিয়া আসিল। কদলীস্তম্ভগুলি রক্তসূত্র পরিবেষ্টিত হইয়া রহিল। এই বিস্ময়কর ব্যাপার দেখিয়া দর্শকবৃন্দ সহস্র সহস্র সাধুকার দিতে লাগিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কৌশলের নাম কি? মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'মহারাজ, ইঁহার নাম চক্রবেধ।' 'তুমি আর কোন নৈপুণ্যের পরিচয় দাও।' শরলটঠি, শররজ্জু, শরবেণি, শরপ্রাসাদ, শরমণ্ডপ, শরপ্রাকার, শরসোপান ও পরপুষ্করিণী কি কৌশলে করিতে হয়, মহাসত্ত্ব তাহা দেখাইলেন; তিনি শরপদ্ম নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহা প্রস্ফুটিত করাইলেন; শরবর্ষ ঘটাইয়া বৃষ্টির আকারে শর পাতিত করিলেন।

মহাসত্ত্ব এইরূপে ধনুর্ব্বিদ্যায় দ্বাদশবিধ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেন; তাহার পর সাতটী অসাধারণ বৃহদাকার পদার্থ শরাঘাতে বিদীর্ণ করিলেন, তিনি অষ্টাঙ্গুল

বেধবিশিষ্ট উডুম্বরফলক, চতুরাঙ্গুল বেধবিশিষ্ট আসনফলক, দ্ব্যঙ্গুল বেধবিশিষ্ট তাম্রপট্ট, একাঙ্গুল বেধবিশিষ্ট লৌহপট্ট এবং একত্রাবদ্ধ শতফলক বেধ করিলেন, পলালশকট ও বালুকাশকটের পুরোভাগে এমন বেগে শর নিক্ষেপ করিলেন যে, উহা পলাল ও বালুকারাশি বেধ করিয়া শকটের পশ্চাদভাগ দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল; আবার যখন পশ্চাদভাগে নিক্ষেপ করিলেন, তখন শরটী পুরোভাগ দিয়া বাহির হইয়া গেল। তাঁহার নিক্ষিপ্ত শর জলের মধ্যে ৫৬০ হাত এবং স্থলে ১১২০ হাত পর্য্যন্ত গেল[১]; তিনি ১২০ হাত দূরে একগাছি চুল রাখিয়া দিয়া উহা যেমন বাতাসে কাঁপিতেছে দেখিলেন, অমনি শর নিক্ষেপ করিয়া বিদ্ধ করিলেন। এই সমস্ত নৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে সূর্য্য অস্তমিত হইল; রাজা তাঁহাকে সৈনাপত্য দিবার অঙ্গীকার করিয়া বলিলেন, 'জ্যোতিপাল, আজ বেলা গিয়াছে; কাল সৈনাপত্য গ্রহণ করিও। তুমি ক্ষৌরকর্ম্ম করাইয়া ও স্নান করিয়া আসিও।' ইহা বলিয়া ঐ দিন তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তিনি এক লক্ষ মুদ্রা দান করিলেন। মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'আমার এই অর্থে প্রয়োজন নাই।' যাহারা তাঁহাকে অষ্টাদশ কোটি পুরস্কার দিয়াছিল, তিনি ঐ ধনও, যে যাহা দিয়াছিল, তাহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। বহু লোক তাঁহার সঙ্গে চলিল; তিনি স্নানার্থ গমন করিলেন, ক্ষৌরকর্ম্ম করাইয়া স্নান করিলেন, নানাবিধ আভরণে বিভূষিত হইয়া অনুপম সমারোহে গৃহে প্রতিগমন করিলেন, নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্য ভোজন করিলেন এবং শয়নকক্ষে আরোহণ করিয়া শয়ন করিলেন।

মহাসত্ত্ব দুই প্রহর কাল নিদ্রা গেলেন; শেষ প্রহরে নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি শয্যার উপর পর্য্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট হইয়া নিজের শিল্পনৈপুণ্য সম্বন্ধে আদি, মধ্য, অন্ত, সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া ভাবিলেন, আমার এই বিদ্যা আদিত মরণ ভিন্ন অন্য কিছু নয়; ইঁহার মধ্যভাগে পাপাভিরতি ও পরিণামে নরকে জন্মপ্রাপ্তি, কারণ প্রাণিহত্যা ও ইন্দ্রিয়সুখভোগাদিপ্রমাদবশতঃই লোকে নরকে জন্মগ্রহণ করে। রাজা আমাকে সৈনাপত্য দিয়াছেন; ইহাতে আমার মহা ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি ঘটিবে; আমি বহু ভার্য্যা ও পুত্র কন্যা লাভ করিব। কিন্তু ভোগের বস্তু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে তাহা ত্যাগ করা যায় না। অতএব আমি এখনই নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক একাকী বনে যাইব। সেখানে গিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করাই আমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত। এই সঙ্কল্প করিয়া মহাসত্ত্ব শয্যা হইতে উঠিলেন, কাহাকেও না জানাইয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক অগ্রদ্বার দিয়া[২] নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং

---

[১]। মূলে 'উদকে চতুউসভং স্থলে অট্‌ঠ উসভং' আছে। ১ উসভ = ২০ যষ্টি; ১ যষ্টি = ৭ হাত। ১ উসভ = ১৪০ হাত।

[২]। ইহার পূর্ব্বেও কোন কোন আখ্যায়িকায় অগ্রদ্বার দিয়া গোপনে নিষ্ক্রান্ত হইবার কথা আছে। পলায়ন করিতে হইলে পশ্চাদ্দ্বার দিয়াই যাওয়া সম্ভবপর। অতএব 'অগ্রদ্বার' শব্দে

একাকী বনে প্রবেশ করিয়া গোদাবরীতীরে যোজনত্রয়বিস্তৃত কপিত্থবনাভিমুখে চলিলেন।

মহাসত্ত্ব নিষ্ক্রমণ করিয়াছেন জানিয়া শক্র বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'বৎস, জ্যোতিপাল অভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছেন; তাঁহার সঙ্গে বহু লোকসমাগম হইবে। তুমি গিয়া গোদাবরীতীরে কপিত্থবনে আশ্রম নির্ম্মাণ কর এবং তাহাতে প্রব্রাজক-ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখ।' বিশ্বকর্ম্মা তাহাই করিলেন। মহাসত্ত্ব সেখানে উপস্থিত হইয়া একপদিক পথ দেখিয়া ভাবিলেন, ইহা বোধ হয় প্রব্রাজকদিগের বাসস্থান হইবে। তিনি ঐ পথে আশ্রমে গিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে প্রব্রাজক-ব্যবহার্য্য সমস্ত উপকরণ দেখিয়া বুঝিলেন, সম্ভবত দেবরাজ শক্র তাঁহার নিষ্ক্রমণ-বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি পরিহিত বস্ত্র ত্যাগ করিলেন, রক্ত বল্কলের অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস পরিধান করিলেন, এক স্কন্ধে মৃগচর্ম্ম ধারণ করিলেন, জটামণ্ডল বাঁধিলেন, শস্যের বাঁক কান্ধে লইলেন[১], ভিক্ষুদণ্ড হস্তে লইয়া পর্ণশালার বাহিরে গেলেন এবং চঙ্ক্রমণে উঠিয়া কয়েকবার একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত পায়চারি করিলেন। তাঁহার প্রব্রজ্যাশ্রীতে সেই বন শোভাময় হইল। তিনি কৃৎস্নপরিকর্ম্ম দ্বারা প্রব্রজ্যাগ্রহণের সপ্তমদিনেই অষ্ট সমাপত্তি ও পঞ্চ অভিজ্ঞা লাভ করিলেন এবং উঞ্ছচর্য্যা দ্বারা বন্য ফলমূল সংগ্রহপূর্ব্বক তাহাই আহার করিয়া একাকী বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহাসত্ত্বের মাতা, পিতা, মিত্র, সুহৃজ্জন, জ্ঞাতি প্রভৃতি তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার অনুসন্ধানে ছুটিলেন। এক বনেচর কপিত্থ আশ্রমপদে তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছিল। সে গিয়া তাঁহার মাতা পিতাকে জানাইল। তাঁহার মাতা পিতা আবার রাজাকে এই সংবাদ দিলেন। রাজা বলিলেন, 'চল, তাহাকে দেখি গিয়া।' তিনি মহাসত্ত্বের মাতা পিতাকে সঙ্গে লইয়া বহু অনুচরসহ বনেচরপ্রদর্শিত পথে গোদাবরীতীরে উপনীত হইলেন। বোধিসত্ত্ব নদীতীরে গিয়া আকাশে আসীন হইয়া ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং সেখানেও আকাশে অসীন হইয়া বিষয়ভোগের দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধর্ম্মদেশন করিলেন। ইহাতে রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন; বোধিসত্ত্ব ঋষিগণপরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি যে ঐ আশ্রমে বাস করিতেছেন, ক্রমে সমস্ত জম্বুদ্বীপবাসী তাহা জানিতে পারিল। রাজারা

সম্মুখের দ্বার না বুঝাইয়া অন্য কোন দ্বার (খিড়কির দরজা?) বুঝিতে হইবে কি?

[১]। 'খারিকাজং অংসে কত্বা'। খারি = শস্য।

রাজ্যবাসীদিগের সহিত তাঁহার নিকট গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে লাগিলেন; কাজেই সেখানে বহুলোকসমাগম হইল; ক্রমে সেখানকার লোকসংখ্যা বহুসহস্র হইল। কাহারও মনে কামচিন্তা, পরের অনিষ্টচিন্তা বা হিংসা চিন্তা উদয় হইলে মহাসত্ত্ব তখনই গিয়া তাহার সম্মুখে আকাশস্থ হইয়া ধর্ম্মদেশন করিতেন এবং কৃৎস্নপরিকর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। যে সকল শিষ্য তাঁহার উপদেশ মত চলিতেন, তাঁহাদের মধ্যে শালীশ্বর, মেণ্ডেশ্বর, পর্ব্বত, কালদেবল, কৃশবৎস, অনুশিষ্য ও নারদ এই সাতজন সমাপত্তিসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া তপস্যার পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন এবং তাঁহার প্রধান শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

কালক্রমে কপিত্থাশ্রমে এত জুটিল যে ঋষিদিগের বাসস্থানের অভাব ঘটিল। মহাসত্ত্ব শালীশ্বরকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "এই আশ্রমে ঋষিদিগের জন্য পর্য্যাপ্ত স্থান হইতেছে না; তুমি ইহাদিগকে লইয়া চণ্ডপ্রদ্যোতের[১] রাজ্যে লম্বচূড়কনামক নিগমগ্রামের নিকটে গিয়া বাস কর।" শালীশ্বর 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং বহু সহস্র ঋষি সঙ্গে লইয়া ঐ স্থানে গিয়া বাস করিলেন। কিন্তু আরও অনেক লোক আসিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল বলিয়া কপিত্থাশ্রম আবার পূর্ব্ববৎ পূর্ণ হইল। তখন বোধিসত্ত্ব মেণ্ডেশ্বরকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'তুমি এই ঋষিদিগকে লইয়া, সৌরাষ্ট্রজনপদের শাতোদিকা নাম্নী যে নদী আছে, তাহার তীরে গিয়া বাস কর।' মহাসত্ত্ব তৃতীয় বারে পর্ব্বতকে বলিলেন, 'মহারণ্যে অঞ্জন নামে যে পর্ব্বত আছে তুমি গিয়া তাহার নিকটে বাস কর'; চতুর্থবারে কালদেবলকে বলিলেন, 'দক্ষিণাপথে অবন্তীরাজ্যে ঘনশিলানামক পর্ব্বত আছে; তুমি তাহার নিকটে গিয়া বাস কর।' কিন্তু এইরূপে চারি বার চারি জনকে বহু ঋষিসহ পাঠাইলেও কপিত্থাশ্রম পূর্ব্ববৎ জনপূর্ণ হইল, পাঁচটী স্থানেই বহু সহস্র ঋষি বাস করিতে লাগিলেন। তখন কৃশবৎস মহাসত্ত্বের অনুমতি লইয়া দণ্ডকী রাজার অধিকারস্থ কুম্ভবতী নগরে সেনাপতির বাসভবনের অদূরে এক উদ্যানে বাস করিলেন, নারদ মধ্যদেশে অরঞ্জর নামক পর্ব্বতাকীর্ণ অঞ্চলে চলিয়া গেলেন; কেবল অনুশিষ্য মহাসত্ত্বের নিকটে রহিলেন।

দণ্ডকী রাজার এক গণিকা তাঁহার নিকট পূর্ব্বে বেশ আদরযত্ন পাইত; কিন্তু এই সময়ে রাজা বিরক্ত হইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সে স্বেচ্ছামত বিচরণ করিতে করিতে একদিন উদ্যানে গিয়া কৃশবৎসকে দেখিতে পাইল এবং ভাবিল, 'বোধ হয় এই ব্যক্তি কালকর্ণী; আমি ইঁহার শরীরে নিজের পাপ

---

[১]। প্রদ্যোত উজ্জয়িনীর রাজা এবং বাসবদত্তার পিতা। ইঁহার প্রকৃতি অতি উগ্র ছিল বলিয়া লোকে ইঁহাকে 'চণ্ড' আখ্যা দিয়াছিল।

নিক্ষেপ করিব; তাহার পর স্নান করিয়া চলিয়া যাইব। ইহা স্থির করিয়া সে একখানা দাঁতন চিবাইয়া প্রথমে তাহার উপর প্রচুর থুথু ফেলিল, তাহার পর কৃশবৎসরের জটাতে থুথু ফেলিল এবং সেই দাঁতনখানাও তাঁহার মাথায় ফেলিয়া দিল। অনন্তর সে নিজে স্নান করিয়া চলিয়া গেল। ঘটনাক্রমে রাজাও তাহাকে স্মরণ করিলেন এবং পূর্ব্বের মত আদরযত্ন করিতে লাগিলেন। সে মোহবশে মত্ত হইয়া মনে করিল, কালকর্ণীর শরীরে নিজের পাপ সঞ্চারিত করিয়াই সে আবার সৌভাগ্যবতী হইয়াছে। ইঁহার অল্প দিন পরে রাজপুরোহিত পদচ্যুত হইলেন। তিনি ঐ গণিকার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি উপায়ে স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে?' সে বলিল, 'রাজার উদ্যানে কালকর্ণী আছে। তাহার শরীরে নিজের পাপ নিক্ষেপ করিয়াই আমি আবার রাজার প্রিয়পাত্রী হইয়াছি।' ইহা শুনিয়া পুরোহিত সেখানে গেলেন এবং উক্তরূপে তাপসের শরীরে নিজের পাপ নিক্ষেপ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, রাজাও তাঁহাকে অচিরে পুনর্ব্বার পৌরোহিত্যে নিয়োজিত করিলেন।

কালক্রমে প্রত্যন্ত প্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল; রাজা চতুরঙ্গিণী সেনাপরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। এই সময়ে মোহমূঢ় পুরোহিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ, আপনি জয় ইচ্ছা করেন, না পরাজয় ইচ্ছা করেন?' রাজা বলিলেন, 'জয়ই চাই; পরাজয় ইচ্ছা করিব কেন?' 'তবে, মহারাজ, আপনার উদ্যানে যে কালকর্ণী আছে, তাহার শরীরে নিজের পাপ নিক্ষেপপূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করুন।' রাজা পুরোহিতের কথা বিশ্বাস করিয়া বলিলেন, 'আমার সঙ্গে যাহারা যাইতেছে, তাহারাও উদ্যানে গিয়া কালকর্ণীর শরীরে পাপ নিক্ষেপ করুক।' অনন্তর উদ্যানে গিয়া দাঁতন চিবাইয়া প্রথমে তিনি তপস্বীর জটায় থুথু ও দাঁতনখানা ফেলিলেন এবং নিজের মাথা ধুইলেন। তাহার পর তাঁহার সৈন্য সামন্তেরাও ঐরূপ করিল। ইঁহারা চলিয়া গেলে সেনাপতি সেখানে গিয়া তাপসকে দেখিতে পাইলেন, দাঁতনগুলি বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন, তাঁহাকে উত্তমরূপে স্নান করাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাজার অদৃষ্টে কি ঘটিবে?' তপস্বী বলিলেন 'ভদ্র, আমার মনে কোন বিদ্বেষের ভাব নাই; কিন্তু দেবতারা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। অদ্য হইতে সপ্তম দিনে সমস্ত রাজ্য বিনষ্ট হইবে। তুমি শীঘ্র পলায়ন করিয়া অন্যত্র যাও।' সেনাপতি ভীত ত্রস্ত হইয়া রাজাকে এই কথা জানাইলেন। রাজা তাঁহার কথায় কান দিলেন না। সেনাপতি কিন্তু গৃহে ফিরিয়া দারাপুত্রসহ পলায়নপূর্ব্বক রাজ্যান্তরে গমন করিলেন।

এদিকে রাজা শরভঙ্গ[১] এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। তিনি দুইজন যুবক

---

[১]। বোধিসত্ত্ব জ্যোতিপাল প্রব্রজ্যাগ্রহণের পর এই নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

তপস্বী পাঠাইয়া কৃশবৎসকে মঞ্চশিবিকায় আকাশপথে নিজের আশ্রমে আনয়ন করিলেন। রাজাও যুদ্ধ করিয়া বিদ্রোহীদিগকে বন্দী করিয়া রাজধানীতে ফিরিলেন। তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলে দেবতারা প্রথমে বারিবর্ষণ করাইলেন; জলপ্রবাহে প্রাণীদিগের মৃতদেহগুলি ভাসাইয়া লইয়া গেল, ভূমির উপর শুভ্র বালুকার আস্তরণ পড়িল। তাহার পর বালুকারাশির উপর দিব্য পুষ্পবৃষ্টি, পুষ্পরাশির উপর মাসকবৃষ্টি, মাসকস্তূপের উপর কার্ষাপণবৃষ্টি, কার্ষাপণস্তূপের উপর দিব্যাভরণবৃষ্টি হইল। লোকে মহানন্দে হিরণ্ময় আভরণগুলি কুড়াইতে প্রবৃত্ত হইল। তখন তাহাদের দেহোপরি নানাবিধ প্রজ্বলিত আয়ুধ বর্ষণ হইতে লাগিল। ইহাতে তাহাদের শরীর শতধা খণ্ডবিখণ্ড হইল; তদুপরি আবার প্রভূত পরিমাণে জ্বলন্ত অঙ্গার[১] বর্ষণ হইল, তদুপরি প্রজ্বলিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ পতিত হইল এবং সর্ব্বোপরি ষষ্টিহস্ত সূক্ষ্ম বালুকাকণা বর্ষণ হইল। এইরূপে ষষ্টিযোজনায়তন সেই রাজ্য বিনষ্ট হইল। ইঁহার ঈদৃশ ধ্বংসের কথা জম্বুদ্বীপের সকলেই জানিতে পাইল। অনন্তর দণ্ডকী রাজার সামন্ত কলিঙ্গ, অর্থক ও ভীমরথ ভাবিলেন, ‘শুনা যায় পূর্ব্বে বারাণসীরাজ কলাবু[২] ক্ষান্তিবাদী তপস্বীর নির্য্যাতন করিয়া অবীচিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন; নাড়িকীর নামক রাজা তপস্বীদিগকে কুক্কুর দ্বারা খাওয়াইয়া এবং সহস্রবাহু অর্জ্জুন[৩] আঙ্গিরসের উৎপীড়ন করিয়াও এইরূপ দণ্ডভোগ করিয়াছিলেন; এখন শুনিতেছি দণ্ডকী রাজা তপস্বী কৃশবৎসের নির্য্যাতন করিয়া রাজ্যসহ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই চারিজন রাজা কোথায় জন্মান্তর লাভ করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। শাস্তা শরভঙ্গ ব্যতীত অন্য কেহই আমাদিগকে ইহা বলিতে পারেন না। অতএব তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করা যাউক।’ এই উদ্দেশ্যে উক্ত তিন জন সামন্তরাজই বহু অনুচরসহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য যাত্রা করিলেন। তাঁহারা কেহই জানিতেন না যে, অমুক রাজাও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছেন; প্রত্যেকেই ভাবিয়াছিলেন, একা তিনিই যাইতেছেন। ঘটনাক্রমে গোদাবরীর অদূরে তাঁহারা তিনজনেই সমবেত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা স্ব স্ব রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তিনজনে এক রথে আরোহণ করিয়া গোদবরীতীরে উপনীত হইলেন।

এই সময়ে শক্র পাণ্ডুকম্বলশিলাসনে উপবেশনপূর্ব্বক সাতটী প্রশ্ন চিন্তা করিয়া ভাবিতেছিলেন, ‘শাস্তা শরভঙ্গ ব্যতীত এই ব্রহ্মাণ্ডে দেবতা, মনুষ্য, এমন কেহই নাই, যে এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। অতএব তাঁহাকেই এই

---

[১]। মূলে ‘বিতচ্চিকঙ্গার’ আছে—যে অঙ্গারের স্পর্শে বিচর্চিকা বা ফোস্কা পড়ে, উত্তপ্ত বা জ্বলন্ত অঙ্গার স্ফুলিঙ্গ (জাতক, ৪২১)।

[২]। ক্ষান্তিবাদি-জাতক (৩,৩)।

[৩]। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন। (রামায়ণ উত্তর কাণ্ড, ৩শ সর্গ, কথাসরিৎসাগর)।

সকল প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করিব। এই তিনজন রাজাও শাস্তা শরভঙ্গকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায়ে গোদাবরীতীরে উপস্থিত হইয়াছেন। ইঁহারা যে প্রশ্ন করিবেন, শরভঙ্গের নিকট আমিও তাহার উত্তরে চাহিব।' এই উদ্দেশ্যে শক্র দুইটী দেবলোকের দেবগণসহ অবতরণ করিলেন।

ঐ দিন কৃশবৎস দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পাদনের জন্য চারিদিক হইতে বহু সহস্র ঋষি সমবেত হইয়া চন্দনকাষ্ঠের চিতা সজ্জিত করিলেন এবং তদুপরি তাঁহার শব দাহ করিলেন। শ্মশানের সমন্তাৎ অর্দ্ধযোজন-পরিমিত স্থানে দিব্য পুষ্পবৃষ্টি হইল। মহাসত্ত্ব চিতোপরি শব নিক্ষেপ করাইয়া আশ্রমে প্রতিগমনপূর্ব্বক ঋষিগণ-পরিবৃত হইয়া উপবেশন করিলেন।

রাজারা যখন নদীতীরে উপস্থিত হইলেন তখন তাঁহাদের সেনা, বাহন ও বাদ্যযন্ত্রের শব্দে মহাকোলাহল হইল। তাহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব তপস্বী অনুশিষ্যকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'বৎস, তুমি গিয়া জান দেখি, ব্যাপার কি? এ কিসের কোলাহল?' অনুশিষ্য জলের ঘট লইয়া ঐ রাজা তিনজনকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. পরিয়া সুন্দর বস্ত্র, আভরণ নানা,
কে তোমরা তিনজন বসি এক রথে?
কর্ণে শোভে তোমাদের কুণ্ডল উজ্জ্বল,
হস্তে তরবারি, ৎসরু যাহার খচিত
বৈদূর্য্যমুকুতা-আদি বিবিধ রতনে।
কি কি নাম তোমাদের, বল, নরলোকে?

অনুশিষ্যের কথা শুনিয়া রাজারা রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন, এবং অর্থক রাজা অনুশিষ্যের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন :

২. অর্থক আমার নাম, ভীমরথ ইনি;
উনি সে কলিঙ্গরাজ, সুযশ যাঁহার
বিদিত সর্ব্বত্র; আসিয়াছি হেথা মোরা
জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণে করিতে দর্শন,
পাইতে উত্তর আর প্রশ্ন একটীর।

অনুশিষ্য বলিলেন, 'মহারাজগণ, আপনারা উত্তম কার্য্য করিয়াছেন—যেখানে আসা কর্ত্তব্য, সেখানেই আসিয়াছেন। এখন স্নান ও বিশ্রাম করিয়া আশ্রমে চলুন এবং ঋষিগণকে প্রণাম করিয়া শাস্তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।' রাজাদিগকে এইরূপে প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া অনুশিষ্য জলের ঘট উত্তোলন

করিলেন এবং তাঁহার মুখে যে সকল জলবিন্দু পতিত হইল, সেগুলি পুছিয়া আকাশের দিকে অবলোকনপূর্ব্বক দেবগণ-পরিবৃত ঐরাবতস্কন্ধারূঢ় দেবরাজ শক্রকে অবতরণ করিতে দেখিয়া তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য তৃতীয় গাথা বলিলেন :

৩. পৌর্ণমাসী রজনীতে অর্দ্ধপথগত[১]
শশধর সমসমুজ্জ্বলদিব্যদেহ
কে তুমি হে অন্তরীক্ষে বসি অই, বল?
নিশ্চয় মহানুভাব যক্ষ তুমি কোন;
কি নামে বিদিত তুমি, বল, নরলোকে[২]?

ইঁহার উত্তরে শক্র চতুর্থ গাথা বলিলেন :

৪. দেবলোকে সুজম্পতি নামে পরিচিত;
ভূতলে মঘবা নামে অর্চে লোকে যাঁরে,
সেই দেবরাজ আমি; আসিয়াছি আজ
জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণে করিতে দর্শন।

অনুশিষ্য বলিলেন, 'বেশ, মহারাজ; আপনি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলুন।' অনন্তর তিনি জলের ঘট লইয়া আশ্রমে ফিরিলেন এবং ঘটটী যথাস্থানে রাখিয়া, রাজা তিনজন এবং শক্র যে প্রশ্নজিজ্ঞাসার্থ আগমন করিয়াছেন, মহাসত্ত্বকে সেই সংবাদ দিলেন। মহাসত্ত্ব তখন ঋষিগণ-পরিবৃত হইয়া একটী সুবিস্তীর্ণ বেদির[৩] উপর বসিয়া ছিলেন। রাজা তিনজন সেখানে উপস্থিত হইয়া ঋষিদিগকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন, শক্রও অবতরণ করিয়া ঋষিগণের নিকটে গেলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগের গুণ বর্ণনা করিয়া নমস্কার করিলেন। তিনি বলিলেন :

৫. মহর্ষি মহানুভাব ঋষিগণ, যাঁরা
সমাগত হেথা, গুণগান তাঁহাদের
সুদূর ত্রিদশালয়ে শুনি নিত্য মোরা।
জীবলোকে নরোত্তম এই আর্য্যগণে
সুপ্রসন্নচিত্তে আমি করি নমস্কার।

---

[১]। অর্দ্ধপথগত—চন্দ্র যখন দর্শকের মস্তকোপরি উঠে তখন তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল দেখায়।

[২]। ৪র্থ খণ্ড; ৩৪৪ পৃ.।

[৩]। মূলে 'মালক' এই শব্দে আছে। কোন বৃতিবেষ্টিত বৃত্তাকার পবিত্র স্থানকে মালক বলা যায়।

এইরূপে ঋষিগণের বন্দনা করিয়া শক্র ষড়বিধ নিষদ্যাদোষ[১] পরিহারপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন। তিনি ঋষিগণের অধোবাতে বসিয়াছেন দেখিয়া অনুশিষ্য ষষ্ঠগাথা বলিলেন :

৬. বহুদিন প্রব্রাজক হয়েছেন যাঁরা;
গাত্রগন্ধ তাঁহাদের বড়ই বিকট।
বায়ু সেই গন্ধ, শক্র, করিছে বহন
নাসারন্ধ্রে তব; তুমি বসো অন্য স্থানে।

শক্র বলিলেন :

৭. 'চিরপ্রব্রাজিত ঋষিগণের যে গন্ধ,
যেথা ইচ্ছা বায়ু তাহা করুক বহন,
বিচিত্র কুসুম কিংবা সুরভি মালায়
গন্ধ হতে এই গন্ধ ভালবাসি মোরা।
ধার্ম্মিকের গাত্র হতে যে গন্ধ নিঃসরে
দেবতা কি কভু তাহা হেয় জ্ঞান করে[২]?

'ভদন্ত অনুশিষ্য, আমি মহা-উৎসাহের সহিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। আমাকে জিজ্ঞাসার জন্য অবসর দিবার উপায় করুন।' ইহা শুনিয়া অনুশিষ্য আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং দুইটী গাথা দ্বারা ঋষিগণের নিকট অবসর প্রার্থনা করিলেন :

৮. মহাযশা, মহাদাতা[৩], অসুরমর্দ্দন
মঘবা, সুজার পতি, ভূতনাথ যিনি
সেই দেবরাজ নিজে চান অবসর,
ঋষিগণ, প্রশ্ন তাঁর করিতে জিজ্ঞাসা।

৯. এই তিন মহীপাল, নিজে দেবরাজ
অতি সূক্ষ্ম প্রশ্ন জিজ্ঞাসিবেন নিশ্চয়।
কে সমর্থ সদুত্তর দিতে তাঁহাদের
সুপণ্ডিত এই সব ঋষির ভিতর?

ইহা শুনিয়া ঋষিরা বলিলেন, 'মারিষ অনুশিষ্য, আপনি পৃথিবীতে থাকিয়াও

---

[১]। ১ম খণ্ডের ১ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

[২]। তু.—ধর্ম্মপদ, পুষ্পবর্গ-১১, ১২, ১৩।

[৩]। মূলে 'পুরিন্দদ' আছে। ইহা সংস্কৃত 'পুরন্দর'। পালিটীকাকার কিন্তু ইহার অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন শক্র পুরী দান করিয়াছেন বলিয়া 'পুরিন্দদ'। শক্রের 'সহস্রলোচন' আখ্যাটীরও নতুন ব্যাখ্যা আছে—যিনি অমাত্যসহস্র দ্বারা চরাচর পর্য্যবেক্ষণ করান।

যেন পৃথিবীটাকে দেখিতে পান না, এইভাবে কথা বলিতেছেন। শাস্তা শরভঙ্গ ব্যতীত[১] এমন আর কে আছেন, যিনি এই সকল প্রশ্নের উত্তরদানে সমর্থ?

১০. আজন্ম মৈথুনধর্ম্ম বিরত, তপস্বী
পুরোহিতপুত্র এই শরভঙ্গ ঋষি
করেছেন বশীভূত আত্মরিপুগণ।
ইনিই প্রশ্নের সব দিবেন উত্তর।

মারিষ, আপনি শাস্তাকে বন্দনা করিয়া, শক্র যে প্রশ্ন করিবেন, তাহার জন্য ঋষিগণের অনুরোধে অবসর প্রার্থনা করুন।' অনুশিষ্য 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং শাস্তাকে প্রণাম করিয়া নিম্নলিখিত গাথায় অবসর প্রার্থনা করিলেন :

১১. সাধুশীল এই সব হাপস, কৌণ্ডিণ্য[২],
করেন প্রার্থনা সবে, দিন সদুত্তর
প্রশ্নের যে সব এঁরা জিজ্ঞাসিতে হেথা
উপনীত তব পার্শ্বে; ইহাই প্রকৃতি
মানুষের যাঁরা বৃদ্ধ জ্ঞানে ও বয়সে,
সূক্ষ্মপ্রশ্নোত্তরদান রূপ মহাভার
অর্পিতে তাঁদের স্কন্ধে চায় সব লোকে।

তখন মহাসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথায় অবসর দান করিলেন :

১২. দিনু অবসর আমি; করুন জিজ্ঞাসা
যাহা হয় অভিরুচি; জানা আছে মোর
ইহলোক, পরলোক তুল্যরূপে, তাই,
পারিব উত্তর দিতে প্রত্যেক প্রশ্নের।

মহাসত্ত্ব এইরূপে অবসর দান করিলে শক্র নিজে যে প্রশ্ন গঠন করিয়াছিলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১৩. অর্থদর্শী, মহাদাতা দেবরাজ করিলেন জিজ্ঞাসা তখন
প্রথম প্রশ্নটী তাঁর, শুনিতে উত্তর যার ব্যগ্র তাঁর মন—

১৪. কাহাকে করিয়া বধ শোক কভু না উপজে মনে?
কি করিলে পরিহার ধন্য ধন্য বলে ঋষিগণে?

---

[১]। এখানে টীকাকার শরভঙ্গ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, এই ঋষি পূর্ব্ব শরপ্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিয়া পুনর্ব্বার শরাঘাতেই সেগুলি ভগ্ন করিতেন বলিয়া শরভঙ্গ আখ্যা পাইয়াছিলেন।

[২]। শরভঙ্গের গোত্রনাম।

কাহার পরুষ বাক্য সতত ক্ষমার যোগ্য হয়?
এ তিন প্রশ্নের মোর সদুত্তর দিন, মহাশয়।

মহাসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথায় এই প্রশ্ন তিনটীর উত্তর দিলেন :

১৫. ক্রোধকে করিলে বধ শোক কভু না উপজে মনে;
কপটতা পরিহার প্রশংসার্হ বলে সর্ব্বজনে।
সবার(ই) পরুষ বাক্য ক্ষন্তব্য বলেন সাধুগণ;
ক্ষান্তি সর্ব্বোত্তমগুণ; হও সবে ক্ষান্তিপরায়ণ।

ইঁহার পরবর্ত্তী দুইটী গাথায় উত্তর প্রত্যুত্তর বুঝিতে হইবে :

১৬. সমকক্ষ, কিংবা উচ্চকক্ষ যেই জন,
অসহ্য তাহার নয় পরুষ বচন।
কিন্তু, হে কৌণ্ডিণ্য নীচে যদি উচ্চ ভাষে,
কি প্রকারে লোকে তাহা উড়াইবে হেসে?

১৭. ভয় হেতু ক্ষমে লোকে উচ্চকক্ষ কটু যদি কয়;
সমকক্ষে করে ক্ষমা শুধু বিবাদের আশঙ্কায়;
নীচের পরুষ বাক্য সহিতে সমর্থ যেই জন,
তাঁহারই পরমা ক্ষান্তি গুণ তাঁর গান সাধুগণ।

মহাসত্ত্বের এই ব্যাখ্যা শুনিয়া শক্র বলিলেন, 'ভদন্ত, আপনি প্রথমে বলিলেন, সকলেরই পুরুষ বাক্য ক্ষমণীয়; ইহাই উত্তমা ক্ষান্তি; কিন্তু এখন বলিতেছেন, যে ইহলোকে নীচজনের পরুষ বাক্য ক্ষমা করে, তাহারই ক্ষান্তি সর্ব্বোত্তমা। ইহাতে যে পূর্ব্বাপর সুসঙ্গতি থাকিতেছে না।' মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'আমি শেষে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে পরুষভাষী হীনলোক ইহা জানিয়াও যে ক্ষমা করা, তাহার দিকেই লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু লোকে কাহারও রূপ দেখিয়া তাহার উৎকর্ষাপকর্ষ জানিতে পারে না। সেই জন্যই প্রথমে বলিয়াছি যে, সকলেরই কটুবাক্য সহ্য করা কর্ত্তব্য।'

কাহারও সঙ্গে মিশামিশি না করিলে, কেবল তাহার আকারদর্শনে সে উচ্চ কি নীচ ইহা যে জানা অসম্ভব, এই ভাব সুস্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য মহাসত্ত্ব আবার বলিলেন :

১৮. ঈর্য্যাপথে আপাততঃ, শিষ্ট বলি ভাবি যেই জনে,
শ্রেষ্ঠ, বা সদৃশ সেই, কিংবা হীন জানিবে কেমনে?
পক্ষান্তরে সাধুগণ বিচরেণ কখন কখন
ধরিয়া বিরূপ রূপ কিন্তু তাঁরা নন হীনজন।
কি উচ্চ, কি নীচ তব, কিংবা কেহ সদৃশ তোমার—
ক্ষমিবে সন্তুষ্ট চিত্তে পরুষ বচন সবাকার।

ইহা শুনিয়া শক্রের আর সংশয় রহিল না। তিনি প্রার্থনা করিলেন, 'ভদন্ত, আপনি আমার অবগতির জন্য এই ক্ষান্তিগুণের প্রশংসা কীর্ত্তন করুন।' মহাসত্ত্ব বলিলেন :

১৯. রাজা যার নেতা, হেন সুবৃহৎ সৈনিকের দল
যুদ্ধ করি প্রাণপণে লভিতে না পারে সেই ফল,
যে ফল ক্ষান্তির বলে প্রাপ্ত হন সৎপুরুষগণ
করেন অক্লেশে তাঁরা ক্ষান্তিবলে অরাতি দমন।

মহাসত্ত্ব এইরূপে যখন ক্ষান্তির গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তখন সেই নরপতিত্রয় ভাবিলেন, 'শক্র কেবল নিজের প্রশ্নই করিতেছেন; আমাদের প্রশ্নের অবকাশ দিতেছেন না।' শক্র তাঁহাদের মনের ভাব বুঝিয়া, নিজের আরও চারিটী প্রশ্ন ছিল, সেগুলি জিজ্ঞাসা না করিয়া, রাজারা যে প্রশ্ন করিতে আসিয়াছিলেন, তাহাই জিজ্ঞাসিলেন :

২০. অনুমোদনের যোগ্য পাইলাম সদুত্তর তিনটী প্রশ্নের তব ঠাঁই;
আর এক প্রশ্ন আছে, উত্তর যাহার আমি, মুনিবর, জিজ্ঞাসিতে চাই।
নাড়িকীরার্জ্জুন আর কলাবু, দণ্ডকী এই চারিজন পাপকর্ম্মা রাজা—
ঋষিগণে নির্য্যাতন করিয়া তাঁহারা এবে পেতেছেন কোথা কোন সাজা?

এই প্রশ্নের উত্তরে মহাসত্ত্ব পাঁচটি গাথা বলিলেন :

২১. নিক্ষেপিয়া দন্তকাষ্ঠ কৃশবৎস-শিরে
রাজ্যবাসিগণসহ সমূলে বিনাশ
পেয়েছে দণ্ডকী; এবে পচিতেছে সেই
কুক্কুল নরকে, যেথা অবিরত তার
হইতেছে দেহে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ বর্ষণ।

২২. সুসংযত, বীতপাপ, ধর্ম্মপ্রদর্শক,
নির্দ্দোষ তাপসগণে বঞ্চনা করিয়া
নাড়িকীর পাইতেছে পরলোকে এবে
ভীষণ যন্ত্রণা, তথা মহাভীমকায়
কুক্কুরেরা দংশে তারে, ভয়ে, যন্ত্রণায়
থর থর কাঁপিতেছে পাপী অনুক্ষণ।

২৩. শক্তিশূল নামে আছে নরক ভীষণ।
অধঃশিরে ঊর্দ্ধপাদে পড়িয়াছে সেথা
অর্জ্জুন সহস্রবাহু; চিরব্রহ্মচারী
ক্ষান্তিমান আঙ্গিরস গৌতমে বধিয়া

বিষদিগ্ধ শল্যে, পাপী পায় শাস্তি এই[১]।

২৪. ক্ষান্তিবাদী প্রব্রাজক, বিনা অপরাধে
বধিল কলাবু; দিল অশেষ যাতনা;
একটী একটী করি ছেদিল তাঁহার
অঙ্গুলি সে দুরাত্মা। সেই পাপে এবে
পচিতেছে পাপী এক ভীষণ নরকে;

---

[১]। টীকায় নাড়িকীর ও অর্জ্জুন-সম্বন্ধে এই দুইটি কিংবদন্তী আছে :
কলিঙ্গরাজ্যে দন্তপুর নগরে নাড়িকীর-নামক এক অধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। একদা হিমালয় হইতে এক মহাতাপস পঞ্চশত তপস্বী সঙ্গে লইয়া আগমনপূর্ব্বক রাজার উদ্যানে অবস্থিতি করিয়া ধর্ম্মদেশনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাজা অমাত্যদিগের মুখে এই সকল তপস্বীর প্রশংসা শুনিয়া উদ্যানে গিয়া, তাঁহাদিগকে বন্দনা করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। মহাতপস্বী রাজাকে অভ্যর্থনা করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, ‘মহারাজ, আপনি যথাধর্ম্ম রাজ্য শাসন করেন ত?’ প্রজাদিগের ত পীড়ন করেন না?’ এই প্রশ্নে ক্রুদ্ধ হইয়া নাড়িকীর ভাবিলেন, ‘এই ভণ্ড তপস্বী, বোধ হয় এতদিন নগরবাসীদিগের নিকট আমারই নিন্দা করিতেছে। ইহাকে শিক্ষা দিতে হইতেছে। ইহা স্থির করিয়া তিনি তপস্বীদিগকে পরদিন রাজভবনে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। অনন্তর তিনি বড় বড় নাদা বিষ্ঠাপূর্ণ করাইয়া রাখিলেন, তপস্বীরা উপস্থিত হইলে তাঁহাদের ভিক্ষাপাত্রে ইহা ঢালাইলেন এবং দ্বার বন্ধ করিয়া মুষল, লৌহদণ্ড প্রভৃতির আঘাতে তাঁহাদের মস্তক চূর্ণ করাইলেন। এই পাপের ফলে তিনি ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া শুনখ নামক মহানরকে জন্ম প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার দেহ হইল তিন গব্যুত প্রমাণ। হস্তিকুক্ষিপ্রমাণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুক্কুরগুলা সেখানে তাঁহাকে দংশন করিয়া মাংস খায়। মহাসত্ত্ব ভূতল দ্বিধা বিদীর্ণ করিয়া শ্রোতাদিগকে এই দৃশ্য দেখাইলেন।
অর্জ্জুন মহিংসক রাজ্যে (মাহিষ্মতী রাজ্যে?) কেক নগরে রাজত্ব করিতেন। তিনি মৃগয়ায় গিয়া মৃগ মারিতেন এবং অঙ্গারপক্ক মৃগমাংস খাইয়া বিচরণ করিতেন। মৃগেরা যে পথে যাতায়াত করিত, একদিন সেখানে একখানা কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া তিনি তন্মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঐ সময়ে এক তপস্বী একটা কারবৃক্ষে আরোহণ করিয়া ফল সংগ্রহ করিতেছিলেন। তিনি যে শাখা হইতে ফল তুলিয়া উহা ছাড়িয়া দিতেছিলেন, তাহার কম্পন শব্দ শুনিয়া সেখানে যে সকল মৃগ যাইতেছিল তাহারা পলায়ন করিতেছিল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বিষদিগ্ধ শল্যে ঐ তপস্বীকে বিদ্ধ করিলেন। তপস্বী বৃক্ষ হইতে একটা খদির কাষ্ঠের গোঁজের উপর পতিত হইলেন। উহাতে তাঁহার মস্তক বিদ্ধ হইল; তিনি শূলাগ্রবিদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজাও তৎক্ষণাৎ দ্বিধা ভিন্না ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া শক্তিশূল নামক নিরয়ে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারও দেহ হইল তিন গব্যুত-প্রমাণ। নরকপালেরা সেখানে তাঁহাকে প্রজ্বলিত অয়ঃপর্ব্বতের উপর রাখিয়া দিতেছে। সেখান হইতে প্রচণ্ড বায়ুর আঘাতে অধোদেশস্থ তপ্তলৌহময়ী ভূমির উপর পড়িতেছেন; তাঁহার পতনকালে সেই ভূভাগ হইতে তালপ্রমাণ উত্তপ্ত লৌহ শূল উত্থিত হইতেছে, উহাতে তাঁহার মস্তক বিদ্ধ হইতেছে... ইত্যাদি। মহাসত্ত্ব ভূতল দ্বিধা বিদীর্ণ করিয়া শ্রোতাদিগকে এই দৃশ্যও দেখাইলেন।

পাইতেছে ভয়ানক যন্ত্রণা সেথায়।

২৫. এতাদৃশ, ইহা হতে আরও ভয়ানক
নরকে রয়েছে কত, পাপীরা যেখানে
ভুঞ্জে পাপফল সদা; শুনি সে কাহিনী
ধর্ম্মানুমোদিত কৃত্য সম্পাদিয়া সুধী
শ্রমণ-ব্রাহ্মণে তুষে। অন্তিমে তাহার
এ পুণ্যের বলে ধ্রুব স্বর্গলাভ হয়।

এইরূপে মহাসত্ত্ব পাপিরাজচতুষ্টয়ের পুনর্জন্মস্থান প্রদর্শন করিলে উপস্থিত রাজাদিগের সংশয় অপনোদিত হইল; অতঃপর শক্র তাঁহার অবশিষ্ট চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন :

২৬. সকল প্রশ্নের তুমি অনুমোদন যোগ্য দিলা সদুত্তর।
আরও কতিপয় প্রশ্ন এবে আমি জিজ্ঞাসিতে চাই, মুনিবর।
কিরূপ আচারে লোকে প্রকৃতই শীলবান বলি গণ্য হয়?
কাহাকে বলিব প্রাজ্ঞ? সত্য সৎপুরুষ কেবা, বল, মহাশয়।
কমলা অচলা হয়ে কি গুণে লোকের সঙ্গে অনুক্ষণ রয়?

ইঁহার উত্তরে মহাসত্ত্ব চারিটী গাথা বলিলেন :

২৭. কায়ে আর বাক্যে যেই সংযত সতত,
মনেও যে জন পাপে নাহি হয় রত,
মিথ্যা যে না বলে কভু স্বার্থসিদ্ধি তরে,
সত্য শীলবান বলি জানি সেই নরে।

২৮. গম্ভীর প্রশ্নের সব সমাধান-তরে
আন্দোলন সে সকল মনে যেই করে,
পরের অহিত কর্ম্ম করে না কখন,
যথাকালে কৃত্য সব করে সম্পাদন,
পণ্ডিতে প্রকৃত প্রাজ্ঞ বলে হেন জনে,
প্রাজ্ঞ কে, তা' জানা যায় এ সব লক্ষণে।

২৯. কৃতজ্ঞ, সুধীর, মিত্রহিতপরায়ণ,
বিপন্ন মিত্রের সঙ্গ না ছাড়ি কখন
সদা তার সহায়তা করে, হেন জনে
সৎপুরুষ বলি সব পণ্ডিতে বাখানে।

৩০. এই সর্ব্বগুণোপেত যেই নরবর,
শ্রদ্ধাশীল, প্রিয়ভাষী, লোকপ্রিয়ঙ্কর,
অন্য সহ ভাগ করি ভুঞ্জে নিজ ধন,

করে দান, মুখে সদা প্রিয় সম্ভাষণ,
কমলার বরপুত্র জানিও তাহারে;
সংসর্গ তাহার লক্ষ্মী ছাড়িতে না পারে।

মহাসত্ত্ব শক্রের প্রশ্ন চারিটীর এইরূপ বিশদ উত্তর দিলেন যেন, তিনি গগনতলে চন্দ্র উত্থাপিত করিলেন। অতঃপর আরও কয়েকটী প্রশ্ন ও তাহাদের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে :

৩১. ‘সকল প্রশ্নের তুমি অনুমোদনের যোগ্য দিলা সদুত্তর।
অপর একটী প্রশ্ন এবে আমি জিজ্ঞাসিতে চাই, মুনিবর।
শীল, শ্রী, সদ্ধর্ম্ম, প্রজ্ঞা—এ চারি গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কারে বলি;
এ প্রশ্নের সদুত্তর পাইতে তোমার ঠাঁই আমি কুতূহলী।’

৩২. তারানাথ করে যথা উজ্জ্বল আভায় সব তারা অতিক্রম,
শীল, শ্রী, সদ্ধর্ম্ম—সবে অতিক্রম করে তথা প্রজ্ঞা গুণোত্তম।
শীল, শ্রী, সদ্ধর্ম্ম আদি অন্য সব গুণ করে প্রজ্ঞানুগমন,
থাকে যদি প্রজ্ঞা, তবে অভাব এ সকলের ঘটেনা কখন।’

৩৩. ‘বলিলে উত্তম কথা, অনুমোদনের যোগ্য দিলা সদুত্তর
অপর একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আমি চাই মুনিবর।
কিরূপে, কি কার্য্য করি, কোন আচারের বলে, সেবি কোন জনে
মানুষ লভিবে প্রজ্ঞা? প্রজ্ঞা প্রাপ্তি-পথ কোথা, বল এ জীবনে?

৩৪. ‘জ্ঞানবৃদ্ধ, সুপণ্ডিত, সূক্ষ্মবিনির্ণয়পটু আচার্য্যে সেবিবে
উপদেশলাভ হেতু ভক্তি সহ পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিবে।
বলিবেন তিনি যাহা, অবহিতচিত্তে তাহা করিবে শ্রবণ
এ উপায় বিনা কেহ পারেনা করিতে লাভ প্রজ্ঞা মহীধন।

৩৫. অনিত্য বিষয় সুখ দুঃখাবহ, পীড়াকর, অশান্তি-নিদান
জানিয়া নিশ্চিত ইহা সর্ব্ববিধ কামদোষ ত্যজি প্রজ্ঞাবান,
সর্ব্ববিধ অবস্থায়, দুঃখে কিংবা প্রলোভনে, কিংবা মহাভয়ে,
নির্ব্বিকারচিত্তে থাকি দেয় না ক বাসনায় থাকিতে হৃদয়ে।

৩৬. বীতরাগ, দ্বেষহীন, সর্ব্বভূত প্রেমময়, ধন্য প্রজ্ঞাবান
অসীম মৈত্রীর ভাব হৃদয়ে পুষিয়া তিনি ব্রহ্মলোকে যান।’

মহাসত্ত্বের মুখে কামদোষের এইরূপ বর্ণনা শুনিয়া বৈপরীত্যবিদর্শনবশতঃ[১]

---

[১]। মূলে ‘তদঙ্গপ্পহানেন’ এই পদ আছে, পহান = প্রহাণ = পরিহার। তদঙ্গপ্রহাণ বলিলে বিদর্শনজাত বৈপরীত্য দ্বারা মন হইতে মিথ্যাদৃষ্টির অপনয়ন, যাহা পরিহার্য্য তাহার বিপরীত কিছু দেখিয়া তাহার পরিহার বুঝায়। যেমন, দীপ দ্বারা অন্ধকারের নিরাকরণ। এখানে অকামীর গুণ জানিয়া কামের পরিহার হইয়াছে।

সেই তিনজন রাজার এবং তাঁহার অনুগামী সৈন্যসামন্তদিগের মন হইতে কামাসক্তি অন্তর্হিত হইল। ইহা বুঝিতে পারিয়া মহাসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথায় তাঁহাদের প্রশংসা করিলেন :

৩৭. অহো কি সুন্দর মাহেন্দ্রক্ষণে আগমন হেথা[১]
হল তোমাদের আজ। অর্থক নৃপতি,
ভীমরথ, মহাযশা কলিঙ্গ-ঈশ্বর,
লভিলা তোমরা সবে বড়ই সুফল
দুঃখের নিদান কামরাগ পরিহরি।

ইহা শুনিয়া রাজারা মহাসত্ত্বের স্তুতি করিয়া বলিলেন :

৩৮. পরচিত্তবেদী তুমি নাহি কিছু তব অগোচর
প্রকৃতই বীতরাগ এবে মোরা সবে, মুনিবর।
অনুগ্রহ প্রকাশের অবকাশ কর হে সম্প্রতি[২]
তোমার মতন যেন আমরাও লভি সদ্‌গতি।

মহাসত্ত্ব রাজাদিগের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশের ইচ্ছা করিয়া বলিলেন :

৩৯. করিলাম অনুগ্রহ সর্ব্বান্তঃকরণে, নৃপগণ,
কেন না তোমরা সবে বীতকাম হয়েছ এখন।
মনে, দেহে, সর্ব্ব অঙ্গে পাও সবে সুবিপুলা প্রীতি;
যে গতি হয়েছে মোর, তোমরাও লভ সেই গতি।

ইহা শুনিয়া রাজারা আপনাদের সম্মতি জানাইয়া বলিলেন :

৪০. তুমি, প্রভো, মহাপ্রাজ্ঞ, উপদেশ দিবে যা' যখন,
সতত যতনে মোরা সমুদায় করিব পালন;
সর্ব্বাঙ্গ করিবে নৃত্য পূর্ণ হয়ে আনন্দে অপার[৩];
হইবে তোমার মত সদ্‌গতি আমা সবাকার।

অতঃপর মহাসত্ত্ব রাজাদিগের সৈন্যসামন্তদিগকে প্রব্রজ্যা দেওয়াইলেন এবং ঋষিদিগকে বিদায় দিবার কালে বলিলেন :

৪১. সমবেত হয়ে হেথা তোমরা সকলে
দেখালে সম্মান মৃত কৃশবৎস প্রতি;
এবে, সাধুগণ, সবে নিজ নিজ স্থানে

---

[১]। মূলে 'মহিদ্ধিয়ম আগমনম অহোসি' আছে। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন 'by power of magic came', কিন্তু এখানে টীকাকারের 'মহত্ত্ব মহাবিপফারং মহা জতিকং' এই ভাব গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত।

[২]। অর্থাৎ 'আমাদিগকে প্রব্রজ্যা দিন।'

[৩]। ধ্যানজা প্রীতি।

যাও ফিরি; হও রত ধ্যান-অনুষ্ঠানে
সদা সমাহিতচিতে; ধ্যানজাত সুখ
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পরিব্রাজকের।

ঋষিরা মহাসত্ত্বের আদেশ শিরোধার্য করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আকাশে উৎপতনপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। শক্রও আসন হইতে উত্থিত হইয়া মহাসত্ত্বের স্তুতিগান করিলেন এবং লোকে যেমন কৃতাঞ্জলিপুটে সূর্য্যকে নমস্কার করে, সেইরূপে মহাসত্ত্বকে নমস্কার করিয়া অনুচরগণসহ প্রস্থান করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৪২. সুপণ্ডিত-ঋষি-প্রোক্ত পরমার্থযুক্ত এই গাথাগুলি করিয়া শ্রবণ
দিয়া তাঁরে ধ্যানবাদ পুলকিত চিতে গেলা স্বরগে যশস্বী দেবগণ।

৪৩. অর্থবতী, সুভাষিতা যে শুনে এ সব গাথা ভক্তিসহ অবহিত-চিতে,
নিম্নতম হতে সেই চতুর্থ ধ্যানের সুখ ক্রমে ক্রমে পারিবে লভিতে।
পারম্পর্য্য-অনুসারে অর্হত্ত্ব-মার্গেতে তার পরিণামে হইবেক গতি;
লভে যে অর্হত্ত্ব ফল; দেখিতে তাহারে আর শমনের না থাকে শকতি।

[এইরূপে অর্হত্ত্বলাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া শাস্তা ধর্ম্মদেশনের চূড়ান্ত করিলেন এবং বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও মৌদ্গল্যায়নের শবদাহকালে পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল।'

সমবধান : সারিপুত্র-শালীশ্বর ছিলেন তখন,
কাশ্যপ সুমতি মেণ্ডেশ্বর তপোধন,
অনিরুদ্ধ পর্ব্বত, আনন্দ অনুশিষ্য,
কাত্যায়ন খ্যাত ছিল দেবল নামেতে[১];
কোলিত সে কৃশবৎস, উদায়ী নারদ;
আমি ছিনু বোধিসত্ত্ব শরভঙ্গ-রূপে।
ইহাই সমবধান এই জাতকের।]

---

৫২৩. অলম্বুষা-জাতক

[কোন ভিক্ষু তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের পত্নীর প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইঁহার

---

[১]। অনিরুদ্ধ ও কাত্যায়ন বুদ্ধের দুইজন বিখ্যাত শিষ্য। মৌদ্গল্যায়নের অপর নাম কোলিত (প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

বর্তমান বস্তু ইন্দ্রিয়-জাতকে (৪২৩) সবিস্তর বিবৃত হইয়াছে। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ, ইহা সত্য কি?' ভিক্ষু বলিয়াছিলেন, 'হাঁ, ভদন্ত; ইহা সত্য।' 'কে তোমাকে উৎকণ্ঠিত করিল?' 'আমার গার্হস্থ্য জীবনের পত্নী।' 'দেখ, ভিক্ষু, এই রমণী তোমার অনর্থকারিণী; ইঁহারই জন্য তুমি ধ্যানভ্রংসবশতঃ তিন বৎসর মূঢ় ও বিসংজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছিলে; অতঃপর সংজ্ঞা লাভ করিয়া অতি দুঃখে পরিদেবন করিয়া বেড়াইয়াছিলে।' অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা বলিয়াছিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যের কোন ব্রাহ্মণকুলে জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি সর্ব্ববিদ্যায় নিপুণ হইয়াছিলেন এবং ঋষি প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক অরণ্যে বাস করিয়া বন্যফলমূলাহারে জীবনযাপন করিতেন। তাঁহার প্রস্রাবস্থানে একটা মৃগী গিয়া বীর্য্যমিশ্রিত তৃণ ভক্ষণ ও জল পান করিত; ইহাতেই সে বোধিসত্ত্বের প্রতি অনুরক্তা হইয়া গর্ভধারণ করিল এবং তখন হইতে সেখানে গিয়া আশ্রমের নিকটে চরিতে লাগিল। মহাসত্ত্ব ইঁহার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন।

কালক্রমে ঐ মৃগী একটী মানবসন্তান প্রসব করিল। মহাসত্ত্ব পুত্রস্নেহপরায়ণ হইয়া শিশুটীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। শিশুটীর নাম হইল ঋষ্যশৃঙ্গ[১]। তাহার যখন বুদ্ধির উদ্রেক হইল, তখন মহাসত্ত্ব তাহাকে প্রব্রজ্যা দিলেন; এবং নিজে অতিবৃদ্ধ হইলে একদিন তাহাকে লইয়া নারীবনে গমনপূর্ব্বক বলিলেন, 'বৎস, এই হিমালয়ে ঈদৃশ পুষ্পের ন্যায় বহু রমণী বিচরণ করে; তাহারা যে সকল পুরুষকে আত্মবশগত করিতে পারে, তাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। অতএব তাহাদের বশীভূত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।' পুত্রকে এই উপদেশ দিয়া মহাসত্ত্ব ব্রহ্মালোকারোহণ করিলেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ ধ্যানসুখে মগ্ন হইয়া হিমালয়ে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি কঠোরতপা হইলেন এবং সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিলেন। তাঁহার শীলতেজে শক্রভবন কম্পিত হইল। শক্র ইঁহার কারণ চিন্তা করিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, 'এই ঋষি হয় ত আমাকে শক্রত্ব হইতে বিচ্যুত করিবে।[২] একটী অপ্সরা পাঠাইয়া ইঁহার শীলভ্রংস ঘটাইতে হইবে।' তিনি সমস্ত

---

[১]। পালি—ইসিসিঙ্গ।

[২]। ঋষ্যশৃঙ্গ নির্ব্বাণাভিরত; অতএব তাঁহার তপস্যায় শক্রের ভয় পাইবার কোন কারণ ছিল না।

দেবলোক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, স্বীয় সার্দ্ধদ্বিকোটি অপ্সসার মধ্যে এক অলম্বুষা ব্যতীত আর কেহই ঋষ্যশৃঙ্গের শীল ভঙ্গ করিতে পারিবে না। কাজেই তিনি অলম্বুষাকে আহ্বান করিয়া তাহাকে ঋষ্যশৃঙ্গের শীল ভঙ্গ করিতে আদেশ দিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা নিম্নলিখিত দুইটী গাথা বলিলেন :

১. বৃত্রের নিধনকর্ত্তা দেবগণ-পিতা,[১]
মহেন্দ্র বলিলা তবে দেবসভামাঝে
অলম্বুষা অপ্সরাকে, বুঝিয়া তাহার
প্রচ্ছন্না মোহিনী শক্তি করিতে বিনাশ
তপস্বীর ধ্যান-বল মোহন বিলাসে,—

২. 'ইন্দ্র সহ 'ত্রয়স্ত্রিংশ' দেবগণ[২] আজ
যাচেন পরিচারিকে[৩], ভদ্রে অলম্বুষে,
যাও তুমি ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির নিকট।
তুমিই সমর্থ একা প্রলোভিতে তাঁরে।

শক্র আজ্ঞা দিলেন, 'তুমি ঋষ্যশৃঙ্গের নিকটে গিয়া তাঁহাকে নিজের বশে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার শীল ভঙ্গ কর।

৩. ব্রতশীল, ব্রহ্মচারী সেই তপোধন,
গুণবৃদ্ধ, নির্ব্বাণাভিরত অনুক্ষণ;
করেছেন অতিক্রম আমায় সে ঋষি
নানা গুণে; তার পাশে থাক দিবানিশি।

এই আদেশ শুনিয়া অলম্বুষা দুইটী গাথা বলিল :

৪. একি আজ্ঞা দেবরাজ দিলেন আমায়
অপ্সরা অনেক আছে এ দেবসভায়।

---

[১]। দেবতাদিগকে পালন করেন বলিয়া ইন্দ্র তাঁহাদের পিতা।

[২]। ত্রয়স্ত্রিংশ-দেবগণ বলিলে তেত্রিশ জন প্রধান দেবতার অনুচরবর্গকে বুঝায়। শক্র এই সকল প্রধান দেবতার রাজা।

[৩]। মূলে ইন্দ্র অলম্বুষাকে 'মিস্‌সে' (মিশ্রে) এই বিশেষণে সম্বোধন করিয়াছেন। টীকাকার বলেন, ইহা অলম্বুষার একটী নাম; অধিকন্তু রমণী মাত্রেই মিশ্রা, যেহেতু তাহারাই পুরুষদিগকে কামমিশ্রিত করে। কিন্তু বোধ হয় ইহা কষ্টকল্পনা। Childers বলেন, মিশ্রক শব্দ সময়ে সময়ে 'পরিচারক' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা হইলে এখানে মিস্‌সে = পরিচারিকে।

দেখিতে কেবল বুঝি আমাকেই পান?
বলেন, ভাঙ্গগে, তাই তাপসের ধ্যান।

৫. চিরানন্দময় এই নন্দন কানন;
রয়েছে অপ্সরা হেথা শত শত জন,
রূপে গুণে আমা হতে শ্রেষ্ঠ যারা সবে;
এ কাজের ভার কেন তাহারা না লবে?
তাহাদেরি কেহ সেথা করিয়া গমন
প্রলুব্ধ করুক সেই তাপসের মন।

ইঁহার উত্তরে শক্র তিনটী গাথা বলিলেন :

৬. সত্য বটে চিরানন্দ নন্দন কাননে
অপ্সরা অনেক আছে, ওগো বরাননে,
দেহের সৌন্দর্য্যে যারা তোমারি মতন;
তোমা হতে শ্রেষ্ঠ আরো আছে কত জন;

৭. কিন্তু পরিচর্য্যা দ্বারা তুমি অনুক্ষণ
কিরূপে ভুলাতে হয় পুরুষের মন,
এ বিদ্যা তুমিই জান, সর্ব্বাঙ্গ-শোভনে;
অপরে সমর্থ নয় এ কার্য্য-সাধনে।

৮. তুমি, শুভে, রমণীকুলের শিরোমণি;
তোমায় করিতে হবে প্রস্থান এখনি।
রূপের ছটায় মন হরি, বরাননে,
কর আত্মবশ তুমি সেই তপোধনে

ইহা শুনিয়া অলম্বুষা দুইটী গাথা বলিল :

৯. দেবেন্দ্র দিলেন আজ্ঞা যাইতে আমায়ঃ
'যাব না' একথা তাই নাহি বলা যায়।
মুনির সকাশে কিন্তু যেতে পাই ভয়;
উগ্রতেজা সে তপস্বী; না জানি কি হয়।

১০. ঋষিদের ধ্যানবিঘ্ন করি উৎপাদন
করেছে অনেক মূঢ় নিরয়ে গমন।
পায় তারা মহাদুঃখ জন্মি বার বার;
ভাবি তাই শিহরিছে সর্ব্বাঙ্গ আমার।

অতঃপর তিনটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা—

১১. বলি ইহা ঋষ্যশৃঙ্গ প্রলুব্ধ করিতে
দেবদাসী অলম্বুষা চলিলা সত্বর,

নানা আভরণে সাজাইয়া দিব্য দেহ;

১২. প্রবেশিলা দিব্যাঙ্গনা সে নিবিড় বনে—
ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি যথা তপস্যানিরত।
দৈর্ঘ্যে প্রস্থে যোজনার্দ্ধ বিস্তৃত সে বন,
চারিদিকে শোভে পক্ক বিম্ব লতাজালে।

১৩. প্রভাতে অরুণোদয়ে, প্রাতরাশকাল
হয়নি যখন, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবর
অগ্নিশালাসম্মার্জ্জনে ছিলেন নিরত;
অলম্বুষা দিলা দেখা এমন সময়।

অতঃপর তাপস নিম্নলিখিত গাথাগুলিতে অলম্বুষার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন :

১৪. কে তুমি তড়িৎকান্তি দাঁড়ায়ে ওখানে,
পূর্ব্বাকাশে শুকতারা প্রভাতে যেমন?
হস্তে শোভে আভরণ বিচিত্রবরণ,
কর্ণে দুলে মণিময় কুণ্ডলযুগল।

১৫. বর্ণ তব প্রভাকরসম সমুজ্জ্বল;
হরিচন্দনের গন্ধ নিঃসরে শরীরে
কি সুন্দর সুবর্ত্তুল ঊরুদ্বয় তব!
অহো কি মোহিনী শক্তি, সুন্দরি, তোমার!

১৬. কিবা কমনীয় কান্তি। কি পবিত্র রূপ!
ক্ষীণ কটি, সুগঠিত[১] চরণ যুগল।
মরালের মত তব মনোহর গতি
করিয়াছে বরাননে, মুগ্ধ মোর মন।

১৭. করিকরোপম তব ক্রমসূক্ষ্ম ঊরু;
বিশাল নিতম্বদেশ তোমার, সুশ্রোণি,
সুবর্ণফলকসম[২] কিবা শোভাময়!

---

[১]। মূলে 'সুপ্পতিট্ঠিতা' এই বিশেষণ আছে। দাঁড়াইলে পায়ের সমস্ত তলদেশ যদি ভূমি স্পর্শ করে, তাহা হইলে সেইরূপ পাকে সুপ্রতিষ্ঠিত বলা যাইতে পারে। ইহা স্ত্রী লোকের একটী সুলক্ষণ।

[২]। মূলে 'অক্খস্সফলকং যথা' আছে। ইংরাজী অনুবাদক ইহাকে পাশা খেলিবার ফলক (dice board) এই অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। এদিকে টীকাকার বলেন, 'অক্খস্স্য তি সুবণ্ণফলকং বিয় বিসালা'। 'অক্খ' শব্দের সুবর্ণ অর্থে প্রয়োগ কোথাও আছে কি না জানি না, তথাপি আমি টীকাকারের অনুসরণ করিলাম।

১৮. উৎপল কিঞ্জল্কবৎ রোমরাজি উঠি
করেছে নাভির তব শোভা বিবর্দ্ধন[১],
দূর হতে মনে হয়, গর্ত্ত তার যেন
কৃষ্ণাঞ্জনে সুচিত্রিত করিয়াছে কেহ।

১৯. বক্ষে তব পীনোন্নত পয়োধরদ্বয়
বৃন্তহীন দ্বিধা ভিন্ন অলাবুর মত।

২০. কম্বুনিভ, সুবর্ত্তুল দীর্ঘ গ্রীবা তব—
হেরি এণি মৃগী মানে নিজ পরাজয়,
অধরৌষ্ঠ সুলোহিত, প্রবাল যেমন
বর্ণের প্রকর্ষে ঠিক জিহ্বার মতন[২]।

২১. দোষহীন হনুমাংসোদ্ভূত, সুবদনে
ঊর্দ্ধগ, অধোগ তব দন্তরাজিদ্বয়
দন্তকাষ্ঠে সুমার্জ্জিত হইয়া, আ মরি,
কিবা শোভা মনোলোভা করেছে ধারণ।

২২. গুঞ্জাফলনিভ তব আয়ত নয়ন—
অপাঙ্গে লোহিতবর্ণ, মধ্যে কৃষ্ণোজ্জ্বল।

২৩. সুবর্ণ চিরুণি দিয়া গন্ধ তৈল সহ
সুবিন্যস্ত, নাতিদীর্ঘ, চন্দনগন্ধিকা
কেশরাশি শোভা পায় শির'পরি তব।[৩]

২৪. কর্ষক বা গোপালক, অথবা বণিক,
কিংবা তপঃপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় ঋষি—
আছে যত ভূমণ্ডলে, ওগো বরাননে,

২৫. কেহই এ ধরাধামে তুল্য তব নয়।
কে তুমি? কাহার পুত্র[৪]? দাও পরিচয়।

---

[১]। তু.—তস্যাঃ প্রবিষ্টা নতনাভিরন্ধ্রং ররাজ তন্বী নবলোমরাজিঃ নীবীমতিক্রম্য সিতেতরস্য তন্মেখলামধ্যমণেরিবার্চি—কুমারসম্ভব।

[২]। অর্থাৎ তোমার অধরৌষ্ঠ তোমার জিহ্বারই মত লোহিতবর্ণ। মূলে জিহ্বাকে 'চতুত্থমন' বলা হইয়াছে, কেননা জিহ্বা চতুর্থ মনোবস্তুভূতা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় পর্য্যায়ে চতুর্থ স্থানীয়া।

[৩]। মূলে 'কনকগ্গা সমুচিতা' এই পদ আছে। টীকাকার বলেন, 'কনকগ্গা বুচ্যতি সুবণ্ন ফণিকা, তায় গন্ধতৈলং আদায় পহরিতা সুরচিতা।'

[৪]। টীকাকার বলেন, ঋষি অপ্সরার স্ত্রীভাব না জানিতে পারিয়া তাহাকে পুরুষজ্ঞানে সম্বোধন করিতেছেন। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী গাথাসমূহে বিশেষগুলি স্ত্রীলিঙ্গ। অতএব সঙ্গতির হানি হইয়াছে।

ঋষি এইরূপে অলম্বুষার চরণ হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত[১] রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন;—অলম্বুষা নীরব রহিল। তাঁহার যথাসঙ্গত দীর্ঘ বর্ণনা সমাপ্ত হইলে অলম্বুষা বুঝিতে পারিল, তিনি তাহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। সে বলিল,

২৬. সুখে থাক, হে কাশ্যপ[২], এই যদি তব
চিত্তের হয়েছে গতি, এ নয় সময়
প্রশ্ন দ্বারা জিজ্ঞাসিতে মোর পরিচয়।
এস মোরা রতিসুখ ভুঞ্জি এ আশ্রমে;
এস প্রিয়, আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে মোরা
নানাবিধ রতিসুখ করি আস্বাদন।

ইহা বলিয়া অলম্বুষা ভাবিল, 'আমি এখানে অবস্থিতি করিলে এ মুনি আমার হস্তপার্শ্বে আসিবেন না; কাজেই আমি যেন প্রস্থান করিতেছি এই ভাব দেখাই।' সে স্ত্রীজনসুলভ মায়ায় নিপুণা ছিল; সে তপস্বীর হৃদয় কম্পিত করিয়া, যে পথে আসিয়াছিল, সেই দিকে মুখ ফিরাইল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

২৭. বলি ইহা, ঋষ্যশৃঙ্গ প্রলুব্ধ করিতে
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সেই দেবদাসী তবে
দ্রুতবেগে সেথা হতে লাগিল চলিতে।

অলম্বুষাকে যাইতে দেখিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ নিজের জাড্য ও মন্দগতি পরিহারপূর্ব্বক অতিবেগে তাহার অনুসরণ করিলেন এবং হস্তদ্বারা তাহার কেশ ধরিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

২৮. অমনি জড়তা করি পরিহার,
ছুটিলা তাপস পিছু পিছু তার;
নিমেষে তাহার রুধিলা গমন;
ধরি বেণী তার করে আকর্ষণ।

২৯. ফিরি তাঁর পানে কল্যাণী তখন
ঋষ্যশৃঙ্গ করে গাঢ় আলিঙ্গন।
অমনি তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য নাশ

---

[১]। কাব্যে দেবীদিগের রূপ পদ হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত এবং নারীদিগের রূপ মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া পদ পর্য্যন্ত বর্ণনা করিবার রীতি আছে। উল্লিখিত বর্ণনায় কিন্তু সর্ব্বত্র সে রীতি রক্ষিত হয় নাই।

[২]। ইহা ঋষ্যশৃঙ্গের গোত্রনাম।

হইল; পূরিল বাসবের আশ।
প্রভুর উদ্দেশ্য করিয়া সাধন
পরিতুষ্ট হল অপ্সরার মন।

৩০. তার পর সেই গেল মনে মনে[১],
ইন্দ্রের নিকটে, নন্দন কাননে।
দেবেন্দ্র তাহার সঙ্কল্প বুঝিলা;
সজ্জিত পল্যঙ্ক ত্বরা পাঠাইলা।

৩১. শয্যার যে ঘটা বলিব কি আর;
পঞ্চাশটা ছিল আস্তরণ তার;
ছাগলোমজাত কম্বল সহস্র
উপরি উপরি আছিল বিন্যস্ত।
ঋষ্যশৃঙ্গ করি বক্ষেতে ধারণ
করিলা সুন্দরী তাহাতে শয়ন।

৩২. এ সুখ শয়নে তিনটী বৎসর
মুহূর্ত্তের মত করিয়া অতীত
প্রবুদ্ধ হইলা ঋষি অতঃপর,
সংজ্ঞা মনে তাঁর হল সঞ্চারিত[২]।

৩৩. দেখিলেন আছে পূর্ব্বের মতন
আশ্রম বেষ্টিয়া শ্যামতরুগণ;
দেখিলেন সেই অগ্নিশালা তাঁর;
শুনিলেন পুনঃ কোকিল ঝঙ্কার
নবপল্লবিত পুষ্পিত কাননে
পূর্ব্ববৎ সুধা বরষিছে কানে।

৩৪. চারিদিকে ঋষি করি নিরীক্ষণ
আরম্ভিলা অশ্রু করিতে বর্ষণ;
করিলা বিলাপ, 'এত কাল, হায়,
না ছিলাম আমি রত তপস্যায়!
আহুতি না দিনু, মন্ত্র না জপিনু,
অগ্নিহোত্র-ব্রত বর্জ্জন করিনু।

---

[১]। অলম্বুষা ঋষির আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ থাকিয়াও মনে মনে দেবমায়ায় ইন্দ্রের নিকটে গেল।

[২]। বুঝিতে হইবে যে, এই সময়ে দেবমায়াবলে অলম্বুষা ও খট্বা অন্তর্হিত হইল।

৩৫. একাকী এ বনে করি আমি বাস;
কে আসি করিল হেন সর্ব্বনাশ?
প্রলোভনে কার হইয়া পতিত
তপোবল সব হ'ল অন্তর্হিত?
নানা রত্নপূর্ণ তরণী যেমন
অর্ণবকুক্ষিতে হয় নিমগন,
কাহার কুহকে তেমনি আমার
ব্রহ্মচর্য্য, হায়, হ'ল ছারখার?

ঋষির পরিদেবন শুনিয়া অলম্বুষা ভাবিল, 'আমি যদি প্রকৃত বৃত্তান্ত না বলি, তাহা হইলে ইনি আমাকে শাপ দিবেন। ভাগ্যে যাহাই থাকুক, আমি ইঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলি।' অনন্তর সে দৃশ্যমানদেহে আবির্ভূত হইয়া বলিল :

৩৬. তব পরিচর্য্যা তরে দেবরাজ পাঠালে আমায়;
দুর্দ্দশা তোমার এই ঘটিয়াছে আমারই চিন্তায়।
প্রমোদবশতঃ কিন্তু ইহা তুমি পারনা বুঝিতে।
অপ্রমত্ত হ'লে কি হে রমণীর কুহকে পড়িতে?

অলম্বুষার কথায় ঋষ্যশৃঙ্গের পিতার সেই উপদেশ মনে পড়িল। 'হায়, পিতার উপদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি বলিয়াই আমার এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে', ইহা বলিয়া তিনি চারিটী গাথায় বিলাপ করিলেন :

৩৭. জনক কাশ্যপ দিলা উপদেশ,
'নারীগণ ফুল্ল কমলের মত;
হরে মন, লয় বিপদে টানিয়া;
জানে যেন ইহা পুরুষে সতত।

৩৮. বক্ষে রমণীর আছে গণ্ডদ্বয়[১],
থাকে যেন ইহা মনেতে তোমার;
দয়া করি পিতা এই উপদেশ
দিয়াছিলা, হায়, মোরে বার বার।

৩৯. বৃদ্ধ জনকের হিত উপদেশ
মোহবশে আমি করিনু লঙ্ঘন;
সে পাপের ফলে এ বিজন বনে
বিলাপ করিয়া বেড়াই এখন।

---

[১]। গণ্ড = বৃহৎ স্ফোটক বা tumour.

৪০. সেই উপদেশ পালিব এখন;
ধিক এ জীবনে; যদি পুনর্ব্বার
তপোবল আমি না পারি লভিতে,
ঘটিবে নিশ্চয় মরণ আমার।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ঋষি কামানুরাগ পরিহারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যানবল লাভ করিয়াছেন ইহা বুঝিয়া অলম্বুষা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা দুইটী গাথা বলিলেন :

৪১. পূর্ব্ববৎ তেজ, বীর্য্য, ধৃতি মুনিবর
করিলেন লাভ, ইহা জানি অলম্বুষা
পাদমুলে পড়ি বলে মাথা লুটাইয়া—

৪২. 'হইও না, মহাবীর, ক্রুদ্ধ মোর প্রতি;
সংবর মহর্ষে, ক্রোধ, করি এ মিনতি।
ত্রিদশগণের হিত করিতে সাধন
করিয়াছে দাসী মহাকার্য্য সম্পাদন।
দেবতারা কাঁপিতেন ভয়েতে তোমার;
এখন তাঁদের মনে শঙ্কা নাই আর।

ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন, 'ভদ্রে, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তুমি যেখানে অভিরুচি, প্রস্থান কর।

৪৩. তুমি, ভদ্রে, দেবগণ ত্রিদশ মণ্ডলে—
স-বাসব সুখে থাক তোমরা সকলে।
যেথা ইচ্ছা সেথা তুমি কর গো গমন;
করিয়াছি আমি, শুভে, ক্রোধ সংবরণ।'

অলম্বুষা ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রণাম করিয়া সুবর্ণপল্যঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক দেবলোকে চলিয়া গেল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা তিনটী গাথা বলিলেন :

৪৪. প্রণমি চরণে, আর করি প্রদক্ষিণ
ঋষিবরে অলম্বুষা কৃতাঞ্জলিপুটে
প্রস্থান করিল সেই তপোবন হতে।

৪৫. পঞ্চাশৎ আস্তরণে, সহস্র কম্বলে
শোভিত পল্যঙ্ক যাহা শক্র দিয়াছিলা,
তাহাতে আরোহি প্রলোভিকা দেবপুরে,
গেলা, গিয়া দরশন দিলা দেবগণে।

৪৬. উল্কার সদৃশী বেগে ও ছটায়
বিদ্যুতের মত দেহের প্রভায়
আসিতে তাহাকে দেখিয়া তখন
হইলা দেবেশ অতিহৃষ্টমন[১]।
কার্য্যসিদ্ধি হেতু প্রসন্নঅন্তর,
ইচ্ছামত তারে দিলা ইন্দ্র বর।

শক্রের নিকট বর গ্রহণ করিবার কালে অলম্বুষা অবশিষ্ট গাথাটী বলিল :

৪৭. দিবে যদি বর, শক্র সর্ব্বভূতেশ্বর,
এই বার মাগি আমি যুড়ি দুই কর—
'যাও, গিয়া লুব্ধ কর অমুক ঋষিরে,'
এ আজ্ঞা কখন আর দিওনা দাসীরে।

[এইরূপে শাস্তা সেই ভিক্ষুকে উপদেশ দিলেন এবং সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া জাতকের সমবধান করিলেন। সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন এই ব্যক্তির গার্হস্থ্য জীবনের পত্নী ছিল অলম্বুষা; এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিল ঋষ্যশৃঙ্গ; আমি ছিলাম ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা সেই মহর্ষি।]

---

৫২৪. শঙ্খপাল-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে পোষধকর্ম্ম সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। কতিপয় উপাসক পোষধ পালন করিয়াছিলেন বলিয়া শাস্তা তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'পুরাণ পণ্ডিতেরা মহতী নাগসম্পত্তি পরিহার করিয়াও পোষধ পালন করিয়াছিলেন।' অনন্তর উপাসকদিগের প্রার্থনায় তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন :]

* * *

পুরাকালে রাজগৃহ নগরে মগধরাজ রাজত্ব করিতেন। বোধিসত্ত্ব এই রাজার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল দুর্য্যোধন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্ববিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইলেন এবং তাহার পর রাজগৃহে ফিরিয়া পিতার সঙ্গে দেখা করিলেন। মগধরাজ তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন, এবং নিজে ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক উদ্যানে বাস করিতে

[১]। মূলে একার্থবাচক 'পতীতো', 'সুমনো' ও 'বিত্তো' এই তিনটী বিশেষণ আছে।

লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব প্রতিদিন তিন বার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করিতে যাইতেন; ইহাতে বৃদ্ধের বহু সম্মান ও উপহার লাভ হইত। কিন্তু এই পরিবাধবশতঃ তিনি কৃৎস্ন-পরিকর্ম্মের অবসর পাইতেন না। তিনি ভাবিলেন, 'আমি বহু সম্মান ও উপহার পাইতেছি; এখানে থাকিলে আমি এই লাভ-বাসনা দমন করিতে পারিব না; অতএব পুত্রকে না জানাইয়াই আমি অন্যত্র গমন করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং মগধরাজ্য অতিক্রমপূর্ব্বক মহিংসক রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। যেখানে শঙ্খপাল হ্রদ হইতে কৃষ্ণবর্ণা (কৃষ্ণ?) নদী নির্গত হইয়াছে, তাহারই অবিদূরে ঐ নদীর নিবর্ত্তনস্থানে চন্দ্রকপর্ব্বতের সন্নিকটে তিনি পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিলেন এবং কৃৎস্ন-পরিকর্ম্ম দ্বারা ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করিয়া উঞ্ছচর্য্যায় জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। শঙ্খপাল-নামক নাগরাজ সময়ে সময়ে বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণবর্ণা নদী হইতে উত্থিত হইতেন এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া ধর্ম্মদেশন শুনিতেন।

এদিকে বৃদ্ধ রাজার পুত্র তাঁহার দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন; তাঁহার বাসস্থান কোথায় তাহা না জানায় তিনি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং যখন শুনিলেন, তুমি অমুক স্থানে আছেন, তখন বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া সেখানে যাত্রা করিলেন। তিনি আশ্রমের এক প্রান্তে স্কন্ধাবার স্থাপনপূর্ব্বক কতিপয় অমাত্যসহ আশ্রমপদাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ঐ সময়ে শঙ্খপাল বহু অনুচরসহ ঋষির নিকটে বসিয়া ধর্ম্ম কথা শুনিতেছিলেন। রাজাকে আসিতে দেখিয়া তিনি ঋষিকে প্রণাম করিয়া আসন হইতে উত্থান করিলেন এবং নাগলোকে চলিয়া গেলেন। রাজা পিতাকে প্রণাম ও ভক্তিপূর্ণ সম্ভাষণ করিয়া উপবেশনানন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদন্ত, আপনার নিকট কোন রাজা আসিয়াছিলেন?' ঋষি বলিলেন, 'বৎস, ইঁহার নাম শঙ্খপাল; ইনি নাগলোকের রাজা।'

শঙ্খপালের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া রাজার মনে নাগভবন-প্রাপ্তির লোভ জন্মিল। তিনি কয়েকদিন আশ্রমে রহিলেন এবং পিতার ভিক্ষাপ্রাপ্তির সুব্যবস্থা করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে তিনি চতুদ্বর্গরে দানশালা নির্ম্মাণ করিয়া এমন মহাদানে প্রবৃত্ত হইলেন যে, তাহাতে সমস্ত জম্বুদ্বীপ সংক্ষুব্ধ হইল। অনন্তর দান করিয়া, শীল রক্ষা করিয়া, পোষধ পালন করিয়া নাগলোক কামনা করিতে করিতে তিনি আয়ু ক্ষয়ের পর নাগলোকে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন; তাঁহার নাম হইল শঙ্খপাল নাগরাজ। তিনি কালসহকারে এই ঐশ্বর্য্যেও বীতরাগ হইলেন এবং মনুষ্যলোককামী হইয়া তখন হইতে পোষধব্রত অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু নাগলোকে থাকিলে পোষধব্রত সম্পাদন করা যায় না; শীলভ্রংসও ঘটিয়া থাকে; এই জন্য তিনি অতঃপর নাগলোক হইতে

নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক কৃষ্ণবর্ণের অবিদূরে একটা রাজপথ ও একটা একপদিক পথের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটী বল্মীকের চতুর্দ্দিকে নিজের দেহ কুণ্ডলিত করিয়া পোষধপালনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এই শীল গ্রহণ করিলেন—'যাহারা আমার চর্ম্ম চায়, তাহারা চর্ম্ম গ্রহণ করুক, যাহারা চর্ম্ম ও মাংস চায়, তাহারা চর্ম্ম ও মাংস লউক।' এইরূপে আপনাকে দানমুখে বিসর্জ্জন করিয়া তিনি চতুর্দ্দশী ও পঞ্চদশীতে সেই বল্মীকের মস্তকে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রমণধর্ম্ম পালন করিতেন এবং প্রতিপদে নাগভবনে ফিরিয়া যাইতেন।

একদিন শঙ্খপাল উক্তরূপে শীলগ্রহণ করিয়া বল্মীকোপরি পড়িয়া আছেন, এমন সময়ে প্রত্যন্ত গ্রামবাসী ষোলজন লোক সেখানে উপস্থিত হইল। তাহারা মাংসসংগ্রহার্থ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া বনে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু কোন মাংস না পাইয়া ফিরিবার কালে বল্মীকনিষণ্ণ নাগরাজকে দেখিয়া বলিল, 'আমরা আজ একটা গোধার শাবকও পাই নাই; এস, এই নাগরাজকে বধ করিয়া খাওয়া যাউক।' কিন্তু তাহারা ভাবিল, 'এই সর্পটা অতি বৃহৎ; আমরা ধরিলেও এ পলাইয়া যাইতে পারে; এ যেভাবে শুইয়া আছে, সেই অবস্থাতেই ইঁহার কুণ্ডলগুলি শূলবিদ্ধ করা যাউক। ইহাতে এ দুর্ব্বল হইবে; তখন ইহাকে ধরা যাইবে।' ইহা স্থির করিয়া তাহারা শূল হাতে লইয়া তাঁহার নিকটে গেল। বোধিসত্ত্বের দেহ দ্রোণাকারে গঠিত একখানি নৌকার মত বৃহৎ। উহা ভূতলে সুমনঃপুষ্পমাল্যের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় ছিল গুঞ্জাফলনিভ, মস্তকটী ছিল জয়সুমনা[১] পুষ্পের সদৃশ। তিনি সেই ষোলজন লোকের পাদশব্দ শুনিয়া কুণ্ডল হইতে মস্তক উত্তোলন করিলেন এবং রক্তবর্ণ নয়নযুগল উন্মীলন করিয়া দেখিতে পাইলেন, তাহারা শূল হস্তে অগ্রসর হইতেছে। তখন তিনি ভাবিলেন, 'আজ আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে; আমি আপনাকে দানমুখে সমর্পণপূর্ব্বক দৃঢ়তা-সহকারে এখানে পড়িয়া থাকিব; ইঁহারা যখন আমার শরীরে শক্তি প্রহার করিবে এবং আমার শরীর ছিদ্রবিচ্ছিদ্রযুক্ত করিবে, তখনও আমি ক্রোধবশে চক্ষু উন্মীলন করিয়া ইহাদের দিকে অবলোকন করিব না।' নিজের শীলভঙ্গের ভয়ে এইরূপ দৃঢ় সংকল্প করিয়া তিনি মস্তকটী পুনর্ব্বার কুণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করাইলেন এবং পূর্ব্ববৎ শুইয়া রহিলেন। এদিকে লোকগুলা গিয়া তাঁহাকে লাঙ্গুল ধরিয়া ভূতলে ফেলিল, তীক্ষ্ণ শূলে অষ্ট স্থানে তাঁহার দেহ বিদ্ধ করিল, সকণ্টক কৃষ্ণবেত্রযষ্টি ঐ সকল ক্ষতস্থানের মধ্যে ঠেলিয়া দিল, আটগাছি দড়ি দিয়া দেহের আট জায়গায় বান্ধিল এবং তাঁহাকে কান্ধে লইয়া চলিল। শূলবিদ্ধ হইবার পর হইতে মহাসত্ত্ব একবারও চক্ষু উন্মীলন

[১]। Pentapetes Phoenicea—রক্তক, দুপহরিয়া।

করিয়া তাহাদের দিকে তাকাইলেন না। আট গাছি দড়ি দিয়া বান্ধিয়া যখন তাহারা তাঁহাকে লইয়া চলিল, তখন তাঁহার মাথাটা ঝুলিয়া পড়িয়া মাটিতে ঠেকিল। লোকগুলা দেখিল, তাঁহার মাথাটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাহারা তাঁহাকে রাজপথে ফেলিয়া একটা সূক্ষ্ম শূল দিয়া তাঁহার নাসাপুট বিন্ধিল এবং তাহার মধ্যে দড়ি পরাইয়া মাথাটা তুলিল, দড়ি দিয়া এক প্রান্ত বান্ধিল এবং মাথাটা আরও উপরে তুলিয়া পথ চলিতে লাগিল।

এই সময়ে বিদেহ রাজ্যের মিথিলা নগরবাসী আলার নামক কে আঢ্য ব্যক্তি পঞ্চশত শকট লইয়া নিজে একখানি উৎকৃষ্ট যানে আরোহণপূর্ব্বক যাইতেছিলেন। দুষ্টেরা[১] বোধিসত্ত্বকে ঐভাবে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া তিনি সেই ষোলজন লোককে ষোলটা ভারবাহক গো, এক এক অঞ্জলি সুবর্ণমাষক, এক এক প্রস্থ অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস এবং তাহাদের পত্নীদিগের জন্য বস্ত্রাভরণ দিয়া তাঁহাকে মুক্ত করাইলেন। বোধিসত্ত্ব নাগভবনে গেলেন; কিন্তু সেখানে বিলম্ব না করিয়া বহু অনুচরসহ নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং আলারের নিকটে গিয়া নাগভবনের সৌন্দর্য্য বর্ণনপূর্ব্বক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নাগলোকে প্রতিগমন করিলেন। তিনি আলারের মহাসম্মান করিলেন, তাঁহার সেবার জন্য তিনশত নাগকন্যা দিলেন এবং নানাবিধ দিব্য কাম্য বস্তু দ্বারা তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিলেন। আলার নাগলোকে এক বৎসর বাস করিয়া দিব্য সুখ ভোগ করিলেন, তাহার পর নাগরাজকে বলিলেন, 'সৌম্য, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।' ইহা বলিয়া তিনি প্রব্রাজক ব্যবহার্য্য উপকরণ লইয়া নাগলোক হইতে হিমালয়ে চলিয়া গেলেন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। হিমালয়ে দীর্ঘকাল বাস করিবার পর তিনি ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে একদা বারাণসীতে উপনীত হইয়া রাজ্যোদ্যানে বাস করিলেন। পরদিন ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিয়া তিনি রাজদ্বারে উপনীত হইলেন। বারাণসী রাজ তাঁহার ঈর্য্যাপথ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন; তাঁহাকে ডাকাইয়া সুবিন্যস্ত আসনে উপবেশন করাইলেন, নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত দ্রব্য ভোজন করাইলেন এবং নিজে একটী অপেক্ষাকৃত নিম্ন আসনে উপবিষ্ট হইয়া নমস্কারপূর্ব্বক তাঁহার সহিত প্রথম গাথায় আলাপ করিলেন :

১. আর্য্যজনোচিত আকার তোমার, প্রসন্ন নয়নদ্বয়;
সৎকুলে জন্মিয়া লয়েছ প্রব্রজ্যা, এই মোর মনে লয়।
বিত্ত, ভোগ্য বস্তু করি পরিহার, গৃহ হতে নিষ্ক্রমণ

[১]। মূলে 'ভোজপুত্তা' আছে। ইহার অর্থ লুব্ধক বা ব্যাধ। এই শব্দটীর ব্যুৎপত্তি কি? ভোজপুরের গুণ্ডারা অনেকেরই বিদিত। ভোজপুরের সহিত এ শব্দটীর কোন সম্বন্ধ আছে কি?

করিলে, সুপ্রাজ্ঞ, লইলে প্রব্রজ্যা, বল, তুমি, কি কারণ?

অতঃপর যে গাথাগুলি আছে, যেগুলি তপস্বী ও রাজার বচন-প্রতিবচনভাবে বুঝিতে হইবে[১] :

২. 'মহা-অনুভাব মহা উরগের স্বচক্ষে, ভূপাল, দেখেছি বিমান;
নাগলোকে গিয়া প্রত্যক্ষ সেথায় করেছি পুণ্যের মহা পরিণাম।
পুণ্য অনুষ্ঠান করে যেই জন, মহা সুখপ্রাপ্তি ভাগ্যে তার হয়—
এ বিশ্বাসে আমি লয়েছি প্রব্রজ্যা; বলিলাম সত্য; অন্য হেতু নয়।'

৩. 'কামনার বশে, ভয়ে কিংবা দ্বেষে প্রব্রাজক কভু মিথ্যা না ভণে,
জিজ্ঞাসি যা আমি, বল দয়া করি; শুনিয়া প্রসন্ন হইব মনে।'

৪. 'বাণিজ্যের হেতু শুন, নরনাথ, যেতে যেতে দেখি, পথের পাশে
ম্লেচ্ছপুত্রগণ মহোরগে বান্ধি যেতেছে লইয়া মহা উল্লাসে।

৫. ভয়ে সর্ব্ব অঙ্গ উঠিল শিহরি; নিকটে তাদের করিনু গমন;
বলিনু, 'কোথায় হেন ভীমকায় নাগেরে লইবে? কিবা প্রয়োজন?'

৬. 'যেতেছি লইয়া এই মহোরগে, মাংস ইঁহার করিতে ভক্ষণ;
জান না, আলার, স্থূল মাংস এর খাইতে কোমল, সুস্বাদ কেমন?

৭. গৃহে ফিরি মোরা নিজ নিজ অস্ত্রে কাটিব ইহারে খণ্ড খণ্ড করি;
খাইব মাংস মনের উল্লাসে; পন্নগগণের আমরা অরি।'

৮. 'ভোজনের তরে সত্যই তোমরা চাও যদি এর বধিতে প্রাণ,
ছাড় নাগবরে, বিনিময়ে এর ষোলটী বলদ করিব দান।'

৯. 'বলদের মাংস খেতে ভাল বাসি; সর্পমাংস পূর্ব্বে খাইয়াছি ঢের;
হইনু সম্মত প্রস্তাবে তোমার; হইও, আলার, বন্ধু আমাদের।'

১০. নাসারজ্জুপাশ, একে একে তারা খুলিয়া মুকতি দিল নাগবরে;
মুক্তি লাভ করি চলিল উরগ পূর্ব্ব অভিমুখে মুহূর্ত্তের তরে।

১১. পূর্ব্ব মুখে গিয়া মুহূর্ত্তের পরে সাশ্রুনেত্রে মোরে করে নিরীক্ষণ;
পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইলাম তার যুড়ি দুই কর বলিনু তখন;

১২. 'যাও চলি তুমি যত শীঘ্র পার; শত্রু যেন আর ধরে না তোমায়;
ব্যাধহস্তে দুঃখ পাইও না আর; দেখা যেন তারা তোমার না পায়।'

১৩. নীল, নিরমল শঙ্খপাল-জল; সুতীর্থ সে হ্রদ, রমণীয় অতি;
তটে শোভে তার জম্বু বৃক্ষ কত, বেতস লতার মনোহর বৃতি।
ভয়ের কারণ নাই এবে আর, হৃষ্টচিত্তে তাই পন্নগ-ঈশ্বর।

---

[১]। কিন্তু এই গাথাগুলিতে অন্য কোন কোন পাত্রেরও বচনপ্রতিবচন আছে (যেমন ব্যাধদিগের ও নাগরাজের)।

নিজ বাসস্থানে যাইবার তরে প্রবেশিল গিয়া তাহার ভিতর।

১৪. প্রবেশি সেথায় দিব্য দেহে নাগ দেখা দিল মোরে অচিরে আবার;
পিতাকে যেমন পুত্রে ভক্তি করে, করিল সে ভক্তি তেমন আমার।
হৃদয় আমার লইল কাড়িয়া শ্রুতিসুখকর মধুর ভাষে,
বলিতে লাগিল, যুড়ি দুই কর, দাঁড়াইয়া সেই আমার পাশে—

১৫. 'তুমিই, আলার জননী আমার, তুমিই জনক, শ্রেষ্ঠ বান্ধব;
পরমান্তরঙ্গ তুমি হে আমার; পেয়েছি জীবন কৃপায় তব।
ঐশ্বর্য্য নিজের পাইয়াছি পুনঃ; দেখিবে, আলার, মোর বাসস্থান;
দিব্য অন্নপান, ভোগ্য বস্তু সব রয়েছে সেথায় প্রচুরপ্রমাণ।
বৈজয়ন্ত ধাম[১] ইন্দ্রের যেমন ত্রিলোকবিখ্যাত, অতি রমণীয়,
তেমনি আমার বাসভবনের শোভা মনোলোভা অনির্ব্বচনীয়।

মহারাজ, এইরূপ বলিয়া সেই নাগরাজ আত্মভবনের আরও শোভা বর্ণন করিবার জন্য দুইটী গাথা বলিল :

১৬. নাগভূমি, সৌম্য, বড়ই সুন্দর,
কঙ্করবিহীন[২] সুখস্পর্শকর,
শ্যামল-কোমল শাদ্বলে আবৃত;
শোক সেথা হতে সদা অন্তর্হিত।

১৭. হ্রদ সমতট, প্রসন্ন-সলিল,
(ফুটে তথা নিত্য উৎপল নীল)
বৈদুর্য্য আছে সেই খানে
বেষ্টিত চৌদিকে আমের বাগানে।
ঋতুনির্ব্বিশেষে আছে তরুরাজি
পক্কাপক্ক ফল আর পুষ্পে সাজি।'

১৮. সে কাননে হৈম্য হর্ম্ম্য চমৎকার,
রজতনির্ম্মিত অর্গল যাহার;
রয়েছে চৌদিক প্রভায় উজলি
অন্তরীক্ষে যথা বিদ্যুতের বল্লী।

১৯. মাণিক্যে, সুবর্ণে সর্ব্বত্র খচিত
সে মহাপ্রাসাদ অতি সুনির্ম্মিত;

---

[১]। মূলে 'মসক্কসারং' আছে। ইহা ইন্দ্রভবনের নামান্তর।

[২]। কঙ্কর—কাঁকর। প্রকৃত শব্দটী কিন্তু শর্করা। 'কাঁকর' কঙ্করের অপভ্রংশ নয়; 'কাঁকর' হইতেই সাধু 'কঙ্করের' উৎপত্তি, দানাদার চিনি কাঁকরের মত বলিয়া ইহার নাম শর্করা (ইংরাজী sugar)।

আছে সেথা বহু রমণী, রাজন,
পরি কেয়ূরাদি নানা আভরণ।

২০. হাত ধরি মোর নাগেন্দ্র তখন
প্রাসাদ-উপরি করে আরোহণ।
অতি মনোহর, বর্ণন-অতীত
সে প্রাসাদ স্তম্ভসহস্র-শোভিত।
মহিষী তাহার ছিলেন সেখানে,
লয়ে গেল মোরে তাঁর সন্নিধানে।

২১. কাহারও আদেশ প্রতীক্ষা না করি
আসন আনিল ত্বরা এক নারী;
উৎকৃষ্ট রতনরাজিবিমণ্ডিত,
মহার্হ, সকল সুলক্ষণোপেত
বৈদুর্য্যমাণিক্য করে শোভে তার,
ঝলসে নয়ন আভায় যাহার।

২২. সে শ্রেষ্ঠ আসনে ধরি মোর হাত
বসাইলা মোরে নাগলোকনাথ।
বলে সবিনয়ে, 'তুমি হে আমার
গুরু অন্যতম; হেথা বসিবার।
তব তুল্য যোগ্য নাই অন্য জন;
কর দয়া করি আসন গ্রহণ।'

২৩. অন্য এক নারী শীঘ্র আনি বারি
করিল আমার পাদ প্রক্ষালন,
প্রক্ষালে যেমন পতিব্রতা নারী
পথশ্রান্ত প্রিয় পতির চরণ।

২৪. অন্য নারী শীঘ্র করে আনয়ন
স্বর্ণ পাত্রে সূপ, বিবিধ ব্যঞ্জন,
অন্ন সুবাসিত, গন্ধ পেয়ে যার
হয় অবিলম্বে উদ্রেক ক্ষুধার।

২৫. ভর্ত্তৃ-মনোভাব পারিয়া বুঝিতে
সেবিল আমারে নৃত্যবাদ্যগীতে
ভোজনাবসানে নাগকন্যাগণ।
নৃত্যবাদ্যগীত হলে সমাপন
নাগরাজ আসি করিলেন দান

দিব্য কাম্য বস্তু প্রচুরপ্রমাণ।

নাগরাজ আমার নিকটে আসিয়া বলিল :

২৬. সুমধ্যা ত্রিশত এই ঘরণী আমার,
কমলিনী পরভূতারূপে যাহাদের,
তব পরিচর্য্যা হেতু করিলাম দান;
করুক ইঁহারা তব চিত্ত বিনোদন।

অতঃপর ঋষি আবার বলিতে লাগিলেন :

২৭. এইরূপে দিব্য রস করি আস্বাদন
সংবৎসর কাল আমি করিনু যাপন।
জিজ্ঞাসিনু শঙ্খপালে আমি তার পর,
'এই যে বিমানশ্রেষ্ঠ তব, নাগবর,
কি হেতু, কি কর্ম্মবলে করিয়াছ লাভ
বল, শুনি, সত্যের না করি অপলাপ।

২৮. দৈবাৎ কি পাইয়াছ? কেহ কি নির্ম্মাণ
করেছে তোমার তরে এ মহাবিমান?
নির্ম্মাণ করেছ নিজে, কিংবা দেবগণ
দিয়াছেন তোমারে এ বিচিত্র ভবন?
জিজ্ঞাসি, নাগেশ, এই উত্তম বিমান
কি উপায়ে পাইয়াছ তুমি ভাগ্যবান?'

ইঁহার পরবর্ত্তী গাথাগুলি উভয়ের বচন-প্রতিবচন—

২৯. 'দৈবাৎ না পাইয়াছি; করে নি নির্ম্মাণ
কেহই আমার তরে এ মহাবিমান।
করি নি নির্ম্মাণ নিজে; কিংবা দেবগণ
দেন নাই আমারে এ বিচিত্র ভবন।
নিষ্পাপ স্বকর্ম্মবলে, পুণ্য-অনুষ্ঠানে
করিয়াছি লাভ আমি এ মহাবিমান।'

৩০. 'কি ব্রত, কি ব্রহ্মচর্য্য করেছ পালন?
কোন সুকৃতির ফল এ দিব্য ভবন?
বল, শুনি, নাগেশ, কি করি অনুষ্ঠান
পাইয়াছ তুমি এই বিচিত্র বিমান?'

৩১. 'করিলাম পুরাকালে, আমি মহাসত্ত্ব
দুর্য্যোধন নাম ধরি মগধে রাজত্ব।
বুঝিনু তখন আমি, জীবন আমার

সদা পরিবর্ত্তশীল, অনিত্য, অসার।
৩২. হইনু প্রসন্নচিত্তে সর্ব্বান্তকরণে
রত আমি সুপ্রচুর অন্নপানদানে;
রাজপথ-সন্নিহিত দীর্ঘিকার মত[১]
গৃহ মোর সর্ব্বভোগ্য থাকিত সতত।
শ্রমণব্রাহ্মণগণ যাইতেন সেথা;
অন্নপানে লভিতেন সন্তোষ সর্ব্বথা।
৩৩. এই মোর হিতব্রত, ব্রহ্মচর্য্য এই;
এই সুকৃতির ফল এবে আমি পাই।
অন্নপানভক্ষ্যভোজ্যে পূর্ণ এ ভবন
এ জীবনে লভিয়াছি আমি সে কারণ।'
৩৪. 'নৃত্যগীতবাদ্যোৎসবে মহানন্দময়
এ জীবন দীর্ঘকাল স্থায়ী যদি হয়,
তথাপি শাশ্বত নয়, বুঝিলাম সার;
তুমি মহাবল, তবু কি হেতু তোমার
করিল দুর্দ্দশা হেন ক্ষীণবল যারা?
তুমি ত তেজস্বী, অতি নিস্তেজ তাহারা।
দংস্ট্রায়ুধ তুমি, ধর দন্তে হলাহল;
তথাপি তোমারে মারে ভিখারীর দল!
৩৫. মহাভয়ে অভিভূত হল তব মন;
দন্তমূলে বিষ কি হে ছিল না তখন?
বল শুনি, দংস্ট্রায়ুধ, তুমি কি কারণ
ভিখারীর হাতে দুঃখ পাইলে এমন?
৩৬. 'কিছু মাত্র ভয় মনে হয় নি আমার;
নাশিতে আমার তেজ শক্তি আছে কার?
একবাক্যে বলে সবে, সজ্জনের ধর্ম্ম
সাগরবেলার মত, নয় অতিক্রম্য[২]?

---

[১]। মূলে 'ওপানভূতং' আছে। ইংরেজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন like an inn অর্থাৎ পান্থশালার ন্যায়। বোধ হয় তিনি 'ওপান' শব্দটীকে 'আপান' বলিয়া ধরিয়াছেন। টীকায় আছে, চতুমহাপথে খতোপোক্খরণীয় বিয়... যথাসুখং পরিভুঞ্জিতব্‌ববিভবং'।
[২]। অর্থাৎ সমুদ্রের জল যেমন বেলা অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ ক্রোধদ্বেষাদি সাধুদিগের শান্তি অতিক্রম করিতে পারে না।

৩৭. চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী এই দুই তিথিতে
নিরত সদাই থাকি পোষধ পালিতে।
ছিলাম পোষধী আমি সে দিন যখন,
রজ্জুপাশ লয়ে এল ব্যাধ ষোল জন।

৩৮. বিন্ধিল নাসিকা, ছিদ্রে রজ্জু পরাইল,
ব্যাধগণ ধরি মোরে লইয়া চলিল;
শীলভঙ্গভয়ে আমি সহিনু তখন
মহাদুঃখ, দিল মোরে যাহা ব্যাধগণ।'

৩৯. 'একায়ন পথে[১] ছিলা করিয়া শয়ন;
সেখানে তোমার দেখা পেল ব্যাধগণ।
রূপবান্ তুমি, দেহে মহাবল ধর;
শ্রীপ্রজ্ঞাসম্পন্ন তুমি; তবু, নাগবর,
এমন নির্জ্জন স্থানে বল কি কারণ,
একাকী করিতেছিলা তপস্যা সাধন?'

৪০. 'পুত্র, ধন, আয়ু আমি করি না কামনা;
লভিতে মনুষ্যযোনি আমার প্রার্থনা।
তাই, বীর্য্যসহকারে, যথাসাধ্য মোর
করিতেছি, হে আলার, তপস্যা কঠোর।'

৪১. 'বিশাল উরস[২] তব, আরক্ত নয়ন,
সুকল্পিত কেশশ্মশ্রু, দিব্য আভরণ,
লোহিত চন্দনে লিপ্ত দিব্য কলেবর,
আভাসমুজ্জ্বল যথা গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর

৪২. দেবর্দ্ধিসম্পন্ন তুমি মহা-অনুভাব,
ভোগের দ্রব্যের তব নাই ত অভাব,
এমন সৌভাগ্য হতে আরও প্রিয়তর
কি পাইবে নরলোকে, বল নাগবর?'

৪৩. 'নরলোক ভিন্ন, সৌম্য, আর কোন ঠাঁই
ঋদ্ধি ও সংযম লভিবার আশা নাই[১]

---

[১]। এখানে 'একায়ন পথ' দ্বারা বোধ হয় অপ্রশস্ত পথ অর্থাৎ একজন ব্যতীত দুই জন পাশাপাশি যাইতে পারে না, এমন সঙ্কীর্ণ (একপদিক) পথ বুঝিতে হইবে। মনে করিতে হইবে যে, সেই বল্মীকের পাশ দিয়া এইরূপ একটা পথ ছিল। টীকাকার বলেন ইহা 'একগমনে জঙ্ঘপদিক মগ্‌গো।' একায়ন শব্দের আর একটী পারিভাষিক অর্থ নির্ব্বাণমার্গ।

[২]। মূলে 'বিহতম্ভরংসো' এই পদ আছে।

জন্মান্তরলাভ যদি নরলোকে হয়,
জন্মমরণের অন্ত করিব নিশ্চয়[২]।'

৪৪. 'যাপিলাম সংবৎসর তোমার ভবনে
বড় সুখে, দিব্য অন্নপান-আস্বাদনে।
বহু দিন ছাড়ি গৃহ রয়েছি হেথায়
যাইব, নাগেশ, এবে দাও হে বিদায়।

৪৫. দারাপুত্র-অনুজীবী আছে মোর যত
সেবিতে তোমায় আজ্ঞা পেয়েছে সতত।
করেছে কি কেহ তব অপ্রিয় কখন?
তুমি যে আমার বড় প্রীতির ভাজন।'

৪৬. 'মাতাপিতা প্রিয় অতি স্নেহে তাঁহাদের
গৃহস্থের গৃহে ছুটে উৎস আনন্দের।
শিশু পুত্র প্রিয়তর পালনে তাহার
অন্তরেতে হয় বড় প্রীতির সঞ্চার।
যে সুখ পাইনু কিন্তু আলয়ে তোমার
অন্য সব সুখ তুচ্ছ তুলনায় তার।'

৪৭. 'আছে এক মণি মোর লোহিতবরণ
যত চাও কর তত ধন আহরণ।
একান্তই যাবে যদি, সে মহারতন
লয়ে তুমি নিজ গৃহে করহ গমন।
ইচ্ছামত ধন লাভ করিবে যখন
করিও সে মণি তুমি মোরে প্রত্যর্পণ।'

অতঃপর আলার কহিলেন, 'মহারাজ ইঁহার পর আমি নাগরাজকে বলিলাম, 'সৌম্য, আমি ধনার্থী নই; আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা করিয়াছি।' আমি তাহার নিকট প্রব্রাজক ব্যবহার্য্য উপকরণগুলি চাহিলাম, সে সমস্ত লইয়া তাহার সঙ্গে নাগভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম এবং তাহাকে বিদায় দিয়া হিমালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা লইলাম।' অতঃপর তিনি রাজাকে দুইটী গাথায় ধর্ম্মকথা শুনাইলেন :

৪৮. ভোগের বিষয় আছে মানুষের যত
পরিবর্ত্তশীল তারা, অস্থায়ী সতত।

---

[১]। নরলোকে বুদ্ধগণ ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, এই জন্য এখানে বিশুদ্ধিলাভ হয়।

[২]। অর্থাৎ 'নির্ব্বাণ লাভ করিব।'

কাম অতি দুঃখকর বুঝিয়াছি সার
সে হেতু আশ্রয় আমি লই প্রব্রজ্যার।

৪৯. পক্ক ও অপক্ক সব ফলের যেমন
তরুশাখা হতে ভূতলে পতন,
বালবৃদ্ধ সর্ব্ববিধ লোকেও তেমনি
পড়িতেছে মৃত্যুমুখে দিবস রজনী।
প্রব্রজ্যা লইতে তাই ব্যগ্র মোর প্রাণ
শ্রামণ্যই শ্রেষ্ঠ পথ লভিতে নির্ব্বাণ।

ইহা শুনিয়া রাজা পরবর্ত্তী গাথাটী বলিলেন :

৫০. প্রজ্ঞাবান, বহুশ্রুত, বহুগুণধর
বহুবিধ বিষয়ের চিন্তনে তৎপর,
প্রকৃষ্ট সেবার পাত্র হেন মহাজন
শুনিয়া নাগের আর তোমার বচন,
বহু পুণ্য অনুষ্ঠান করিব, আলার
পাপপথ সতত করিয়া পরিহার[১]।

রাজাকে উৎসাহ দিবার জন্য তপস্বী অবশিষ্ট গাথাটী বলিলেন :

৫১. প্রজ্ঞাবান, বহুশ্রুত, বহুগুণধর
বহুবিধ বিষয়ের চিন্তনে তৎপর—
সত্যই সেবার পাত্র হেন মহাজন।
শুনিয়া নাগের আর আমার বচন
বহু পুণ্য অনুষ্ঠান কর, নরপতি;
পাপপথে আর যেন নাহি হয় গতি।

এইরূপে রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তপস্বী সেখানে চারি মাস বাস করিলেন এবং তাহার পর হিমালয়ে প্রতিগমনপূর্ব্বক ব্রহ্মবিহারচতুষ্টয় ধ্যান করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন। শঙ্খপালও যাবজ্জীবন পোষধ পালন করিলেন এবং রাজা দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা জাতকের সমবধান করিলেন।

সমবধান : তখন কাশ্যপ ছিলেন সেই তপস্বী রাজপিতা, আনন্দ ছিলেন বারাণসীরাজ এবং আমি ছিলাম শঙ্খপাল।]

---

[১]। তু.—ষষ্ঠ গাথা, ধ্বজবিহেঠ-জাতক (৩৯১); ঊনত্রিংশ গাথা, সৌমনস্য-জাতক (৫০৫)।

৫২৫. খুল্লসুতসোম-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে নৈষ্ক্রম্য-পারমিতার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইঁহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু মহানারদকাশ্যপ-জাতকের (৫৪৪) প্রত্যুৎপন্নবস্তুসদৃশ।]

* * *

পুরাকালে বারাণসীর নাম ছিল সুদর্শন নগর। সেখানে ব্রহ্মদত্ত-নামক এক রাজা বাস করিতেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুশ্রী ছিল বলিয়া তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল সোমকুমার। যখন তাঁহার বুদ্ধি পরিণত হইয়াছিল, তখন তিনি সোমরসপ্রিয় হইয়াছিলেন এবং সোমরসের আহুতি দিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'সুতসোম' বলিয়া জানিত[১]।

সুতসোম বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে প্রতিবর্ত্তন করিয়া পিতার নিকটে শ্বেতচ্ছত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতেন। তাঁহার প্রচুর ঐশ্বর্য্য ছিল; চন্দ্রাদেবীপ্রমুখা ষোড়শ সহস্র রমণী তাঁহার কলত্র হইয়াছিলেন। কিন্তু কালক্রমে, যখন তিনি বহু পুত্রকন্যা লাভ করিয়া সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন, সেই সময়ে গৃহস্থাশ্রমে তাঁহার অনভিরতি জন্মিল; তিনি বনে গিয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইলেন। তিনি একদিন নাপিতকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'দেখ, বাপু, যখন আমার পাকা চুল দেখিতে পাইবে, তখন আমায় জানাইবে।' নাপিত যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিল এবং কিয়দ্দিন পরে সুতসোমের মাথায় পাকা চুল দেখিয়া জানাইল। সুতসোম বলিলেন, 'তবে তুমি পাকা চুলটা তুলিয়া আমার হাতে দাও।' এই আজ্ঞা পাইয়া নাপিত সোনার শন্না দিয়া চুল গাছটা তুলিয়া রাজার হাতে দিল। তাহা দেখিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'অহো, জরা আসিয়া

---

[১]। মূলে 'সে বিঞ্ঞুত্তং পত্তো সূতবিত্তো সবনসীলো অহোসি তেন নং সুতসোমা তি সঞ্জানিংসু' এ আছে। 'সুতবিত্তো' পদের পরিবর্তে 'সুতোচিত্তো' এই পাঠও দেখা যায়। এই পাঠই বোধ হয় সমীচীন। সু ধাতুর অর্থ (সোমলতাপ্রভৃতি) মাড়িয়া রস বাহির করা। 'সুতসোম' বলিলেন, বৈদিক ভাষায়, যিনি সোমলতা মাড়িয়া রস বাহির করেন কিংবা যিনি সোমরসের আহুতি দেন, তাঁহাকে বুঝায়।

আর্য্যশূর-বিরচিত জাতকমালায় সুতসোম-নামক একটী জাতক আছে। তাহা জাতকার্থবর্ণনার মহাসুতসোম-জাতকের (৫৩৭) অনুরূপ। এই জাতকে আর্য্যশূর লিখিয়াছেন 'তস্য গুণশতকিরণমালিনঃ সোমপ্রিয়দর্শনস্য সুতস্য সুতসোম ইত্যেবং পিতা নাম চক্রে।' এখানে নামকরণ-প্রসঙ্গে সোমরসের কোন উল্লেখ নাই।

আমার দেহ অভিভূত করিল!' তিনি সভয়ে ঐ পাকা চুলটা হাতে লইয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন, বহু লোকে দেখিতে পায় এমন স্থানে রাজপল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন, এবং সেনাপতিপ্রমুখ অশীতি সহস্র অমাত্য পুরোহিতপ্রমুখ ষষ্টি সহস্র ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বহু পৌর ও জানপদগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'আমার মস্তক পলিত হইয়াছে; আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; অতএব আপনারা জানিয়া রাখুন যে আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি।

১. মিত্রামাত্যপারিষদ পৌরজানপদগণ, শুন সর্ব্বজন,
পলিত মস্তক মম; সে হেতু করিব আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ।'

ইহা শুনিয়া ঐ সকল লোকের প্রত্যেকেই বিষণ্ন হইয়া বলিলেন :

২. অযৌক্তিক কথা বলি কি হেতু বিন্ধিলে শেল হৃদয়ে আমার?
সপ্তশত ভার্য্যা তব, ভেবে দেখ, কি দুর্দ্দশা ঘটিবে সবার।

ইঁহার উত্তরে মহাসত্ত্ব তৃতীয় গাথা বলিলেন :

৩. যুবতী তাহারা সবে, নিজ নিজ রূপে গুণে হবে সমাদৃত;
কে আমি তাদের বল? হবে তারা অবিলম্বে অন্যের আশ্রিত।
স্বর্গ লভিবার তরে হইয়াছে ব্যগ্র মন; আমি সে কারণ
ত্যজিয়া বিষয়ভোগ করিব অরণ্যে গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

অমাত্যেরা বোধিসত্ত্বের কথার উত্তর দিতে না পারিয়া তাঁহার গর্ভধারিণীর নিকটে গিয়া এই বৃত্তান্ত জানাইলেন। ঐ রমণী শশব্যস্তে বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাবা, তুমি প্রব্রজ্যাগ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছ, এ কথা সত্য কি?

৪. বৃথা তোর মাতা বলি সম্ভাষে আমায় লোকে! বিলাপ, ক্রন্দন
উপেক্ষি আমার সব, প্রব্রজ্যাগ্রহণে, তাই, করিলি মনন।

৫. বৃথা, সুতসোম, তোরে ধরিলাম গর্ভে, হায়! বিলাপ ক্রন্দন
উপেক্ষি আমার সব প্রব্রজ্যাগ্রহণে, তাই, করিলি মনন'!

জননীর এইরূপ পরিবেদন শুনিয়াও বোধিসত্ত্ব কোন কথা বলিলেন না। ঐ রমণী এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কেবল কান্দিতেই লাগিলেন। অনন্তর অমাত্যেরা গিয়া বোধিসত্ত্বের পিতার নিকট এই সংবাদ দিলেন। তিনি আসিয়া একটী গাথা বলিলেন :

৬. এ কেমন ধর্ম্ম তব? কেমন প্রব্রজ্যা এই? বল, সুতসোম;
জরাজীর্ণ মাতাপিতা উপেক্ষি করিবে তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ!

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব নীরব রহিলেন। তখন তাঁহার পিতা আবার বলিলেন, 'বৎস সুতসোম, যদি মাতা পিতার জন্যও তোমার স্নেহ না থাকে, তথাপি তোমার নিতান্ত শিশু পুত্রকন্যাদির কথা ভাবিয়া দেখ। তোমা বিনা তাহারা

বাঁচিতে পারিবে না। তাহারা যখন নিজের ভাল মন্দ বুঝিতে শিখিবে, তখন তুমি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিও।

৭. আছে বহু পুত্র তব, মঞ্জুভাষী, সুকুমার, অপ্রাপ্তযৌবন;
তোমার না পেলে দেখা ইহবে সকলে তারা বিষাদে মগন।'

মহাসত্ত্ব বলিলেন :

৮. আছে বহু পুত্র মোর, মঞ্জুভাষী, সুকুমার, অপ্রাপ্তযৌবন;
তাহাদের তোমাদের সঙ্গে আমি বহু দিন যাপিনু জীবন।
কিন্তু এ মায়ার খেলা; অনিত্য মেলন এই বুঝিয়াছি সার;
গৃহবাস ছাড়ি তাই, প্রব্রজ্যা লইতে এবে সঙ্কল্প আমার।

মহাসত্ত্ব এইরূপে পিতাকে ধর্ম্মসঙ্গত কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়া তাঁহার পিতা তৃষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। অতঃপর লোকে তাঁহার সপ্তশত ভার্য্যাকে এই সংবাদ দিল। তাঁহারা প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে গেলেন এবং তাঁহার পা ধরিয়া বলিলেন :

৯. কান্দিয়া আকুল মোরা; তবু ছাড়ি সবে তুমি যাবে প্রব্রজ্যায়!
এতই কি স্নেহহীন হৃদয় তোমার, দেব, হইয়াছে হায়।
শোকাতুর দেখি সবে হয় না তোমার মনে করুণা সঞ্চার!
নিশ্চয় নিঠুর বিধি গড়েছে পাষাণ দিয়া হৃদয় তোমর।

তাঁহার পাদমূলে গড়াগড়ি দিয়া এইরূপে পরিদেবন করিতেছেন শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন :

১০. হৃদয়ে রয়েছে স্নেহ; দুঃখ দেখি তোমাদের দয়া হয় মনে;
কিন্তু স্বর্গকামী আমি; প্রব্রজ্যা লইয়া, তাই, যাব চলি বনে।

তখন লোকে তাঁহার অগ্রমহিষীকে জানাইল। তিনি পূর্ণগর্ভা ছিলেন; কিন্তু এই গুরুভার লইয়াও তিনি মহাসত্ত্বের নিকট গেলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবেশনপূর্ব্বক তিনটী গাথা বলিলেন :

১১. বনিতা তোমার আমি হইলাম, সুতসোম, কি কুক্ষণে হায়!
তাই, মোর আর্ত্তনাদ উপেক্ষা করিয়া, দেব, যাবে প্রব্রজ্যায়।

১২. বনিতা তোমার আমি হইলাম, সুতসোম, কি কুক্ষণে হায়!
গর্ভবতী অভাগিনী; তবু ফেলি তারে তুমি যাবে প্রব্রজ্যায়!

১৩. পূর্ণগর্ভা আমি এবে; যত দিন প্রসব না করিব সন্তান,
দাসীর মিনতি এই, দয়া করি কর, দেব, গৃহে অবস্থান।
একাকিনী পতিহীনা—ঘটেনা আমার যেন হেন অবস্থায়
প্রসবযন্ত্রণাভোগ; মাগি এই বর আমি ধরি তব পায়।

মহাসত্ত্ব বলিলেন :

১৪. পূর্ণগর্ভা জানি তুমি; কর শীঘ্র সুপ্রসব পুত্র রূপবান;
পুত্রপত্নী ছাড়ি আমি প্রব্রজ্যার হেতু বনে করিব প্রয়াণ।

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া অগ্রমহিষী শোক সংবরণ করিতে পারিলেন না; 'হায়, আজ হইতে শ্রীহীনা হইলাম' বলিয়া তিনি দুই হস্তে বক্ষঃস্থল ধারণ করিলেন এবং অশ্রু মুছিতে মুছিতে উচ্চৈস্বরে পরিদেবন করিতে লাগিলেন। মহাসত্ত্ব তাঁহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন :

১৫. চন্দ্রে, কোবিদারনেত্রে[১] সংবরি রোদন কর প্রাসাদে গমন;
ছিঁড়িয়া মায়ার পাশ নিশ্চয় করিব আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

অগ্রমহিষী এই কথা শুনিয়া সেখানে আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না; তিনি প্রাসাদে উঠিয়া সেখানে বসিয়া কান্দিতে লাগিলেন। তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া বোধিসত্ত্বের জ্যেষ্ঠপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, তুমি বসিয়া কান্দিতেছ কেন?

১৬. কেন, মা গো, বার বার তাকায়ে আমার দিকে করিছ ক্রন্দন?
ঘটিল দুর্মতি কার, করিতে তোমার মা গো রোষ উৎপাদন?
করি তব অপমান, অবধ্য যে জ্ঞাতি, সেও পাবে না নিস্তার;
বল তার নাম, শুনি; এখনই জীবন তার করিব সংহার।

ইঁহার উত্তরে দেবী বলিলেন :

১৭. নন তিনি বধ্য তোর; চিরজয়ী যিনি মোর দুঃখের কারণ।
কাটিয়া মায়ার পাশ পিতা তোর করিবেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

দেবীর উত্তর শুনিয়া কুমার বলিলেন, 'আপনি কি কথা বলিলেন, মা? এরূপ ঘটিলে ত আমরা একেবারে অনাথ হইব!

১৮. সুসজ্জিত রথে চড়ি গিয়াছি উদ্যানে আমি পূর্ব্বে কত বার
করিয়াছি ভোগ সেথা মত্ত হস্তিসহ যুঝি আনন্দ অপার।
অহো ভাগ্য বিপর্য্যয়! কেমনে করিব আর জীবন ধারণ,
নিরাশ্রয় করি মোরে করেন জনক যদি প্রব্রজ্যা গ্রহণ?'

কুমারের সপ্তবর্ষবয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাদের দুই জনকেই কান্দিতে দেখিয়া জননীর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মা, তুমি কান্দিতেছ কেন?' দেবী ক্রন্দনের কারণ বলিলে সে উত্তর দিল, 'তুমি কান্দিও না; আমি বাবাকে প্রব্রজ্যা লইতে দিব না।' এইরূপে দুইজনকেই আশ্বাস দিয়া সেই বালক ধাত্রীর সঙ্গে

১। মূলে 'বনতিমিরমত্তক্খি' এই পদ আছে। এতৎসম্বন্ধে ৪র্থ খণ্ডের চন্দ্রকিন্নর-জাতকের (৪৮৫) দশম গাথায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য। টীকাকার অর্থ করিয়াছেন, 'গিরিকণ্নিকসমাননেত্তে'। পাঠান্তর 'কোবিড়ারতম্বক্খি'।

প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিল এবং পিতার নিকট গিয়া বলিল, 'বাবা, তুমি নাকি আমাদিগকে ছাড়িয়া প্রব্রজ্যা লইবে, বলিতেছ? আমি তোমাকে প্রব্রজ্যা লইতে দিব না।' অনন্তর সে দুই হাতে পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল :

১৯. মা কান্দে, চায় না দাদা ছাড়িতে তোমায়;
হাত ধরি জোর করি রাখিব হেথায়।
কত সাধ্য আছে, বাবা, দেখিব তোমার
দুপায়ে ঠেলিতে ইচ্ছা আমা সবাকার।

মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই শিশুই, দেখিতেছি, এখন আমার পরিপন্থী হইল। কি উপায়ে ইঁহার হাত এড়াইতে পারা যায়?' অনন্তর তিনি ধাত্রীর দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'বাছা ধাই, এই যে মণিময় আভরণখানি দেখিতেছ, ইহা তোমারই হইল। তুমি ছেলেটীকে সরাইয়া লইয়া যাও। এ যেন আমার অন্তরায় না হয়।' তিনি নিজে পুত্রের হাত ছাড়াইতে না পারিয়া ধাত্রীকে উৎকোচ দিতে চাহিলেন, বলিলেন :

২০. উঠ ধাই; চলি তুমি যাও স্থানান্তরে;
খেলা দিয়া ভুলাইয়া রাখহ বাছারে।
স্বর্গলাভ হেতু ইচ্ছা হয়েছে আমার;
না হয় এ শিশু যেন পরিপন্থী তার।

ধাত্রী উৎকোচ লইয়া বালকটীকে সান্ত্বনা করিয়া অন্যত্র গেল; কিন্তু সেখানে গিয়াই পরিদেবন করিতে লাগিল :

২১. লইনু উৎকোচ আমি উজ্জ্বল রতন;
ত্যাজ্য ইহা; নাহি মোর এতে প্রয়োজন।
যাইবেন সুতসোম প্রব্রজ্যা লইয়া;
কি সুখ হইবে মোর এ মণি রাখিয়া?

অতঃপর মহাসেনাপতি ভাবিলেন, 'বোধ হয় রাজা ভাবিতেছিলেন যে, তাঁহার গৃহে ধন হ্রাস হইয়াছে। ভাণ্ডারে যে প্রচুর ধন আছে, এ কথা তাঁহাকে বলিতে হইতেছে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি উঠিয়া বলিলেন :

২২. বিপুল ঐশ্বর্য্য কোষে হয়েছে সঞ্চয়;
ধনধান্যে পরিপূর্ণ ভাণ্ডার তোমার;
সমগ্র পৃথিবী তুমি করিয়াছ জয়;
ভুঞ্জ এই সব; ত্যজ ইচ্ছা প্রব্রজ্যার।

মহাসত্ত্ব বলিলেন :

২৩. বিপুল ঐশ্বর্য্য কোষে হয়েছে সঞ্চয়;
ধনধান্যে পরিপূর্ণ ভাণ্ডার আমার;

সমগ্র পৃথিবী আমি করিয়াছি জয়;
তথাপি হয়েছে মোর ইচ্ছা প্রব্রজ্যার।

ইহা শুনিয়া মহাসেনাপতি চলিয়া গেলেন। তখন কুলবর্দ্ধন-নামক এক শ্রেষ্ঠী উঠিয়া ও সুতসোমকে প্রণাম করিয়া বলিলেন :

২৪. সুপ্রচুর ধন, দেব, রয়েছে আমার;
গণিতে যে সব সাধ্য নাই দেবতার।
করিতেছি তোমারে সমস্ত সমর্পণ;
ভুঞ্জ সুখে; করিও না প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

মহাসত্ত্ব বলিলেন :

২৫. জানি আমি, শ্রেষ্ঠিবর, তুমি মহাধনী;
শ্রদ্ধা কর আমারে, তাহাও আমি জানি।
স্বর্গ পেতে কিন্তু এবে ব্যগ্র মোর মন;
করিব সে হেতু আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

ইহা শুনিয়া কুলবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠী চলিয়া গেলেন। তখন সুতসোম সোমদত্ত-নামক কনিষ্ঠ সহোদরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'বৎস, আমি পিঞ্জরাবদ্ধ বনকুক্কুটের ন্যায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ে গৃহবাসে অনাসক্তি জন্মিয়াছে। আমি অদ্যই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব। তুমি এখন এই রাজ্য রক্ষা কর।' অনন্তর তাঁহার হস্তে রাজ্য সম্প্রদানেচ্ছু হইয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথাটী বলিলেন :

২৬. হইয়াছি, সোমদত্ত, বড় উৎকণ্ঠিত;
বিষয়ানাসক্ত মোর হইয়াছে চিত।
পুণ্যপথে ঘটে কিন্তু বহু অন্তরায়;
অদ্যই সে হেতু আমি যাব প্রব্রজ্যায়।

ইহা শুনিয়া সোমদত্তও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য তিনি বলিলেন :

২৭. এই যদি, সুতসোম, সঙ্কল্প তোমার
অদ্যই করিবে তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ
তোমা বিনা গৃহে আমি না রহিব আর;
হইবে প্রব্রজ্যা, দাদা, আমারও শরণ।

সোমদত্তকে বারণ করিবার জন্য সুতসোম অর্দ্ধ গাথা বলিলেন :

২৮. (ক) তুমি যদি কর, ভাই, প্রব্রজ্যা গ্রহণ
ত্যজিবে জীবন পৌর জানপদগণ

না করিয়া অন্ন পাক, থাকি অনাহারে।
প্রব্রজ্যা লইতে, তাই, নিষেধি তোমারে।

ইহা শুনিয়া উপস্থিত সমস্ত লোকে মহাসত্ত্বের পাদমূলে পরিদেবন করিতে লাগিল :

২৮. (খ) সুতসোম প্রব্রজ্যা লইয়া যদি যান,
কি সুখে আমরা, বল, ধরিব পরাণ?

মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'তোমরা শোক করিও না। এতকাল তোমাদের সঙ্গে ছিলাম; এখন তোমাদিগকে ছাড়িয়া থাকিব। যাহা জন্মিয়াছে, তাহার কিছুই নিত্য নহে।' অনন্তর তিনি তিনটী গাথায় সমবেত জনসঙ্ঘকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন :

২৯. হইতেছে অনুক্ষণ জীবনের ক্ষয়;
রজকের ক্ষারজল বস্ত্রচ্ছিদ্র পথে
নিঃশেষ যেমন হয় ক্রমে বাহিরিয়া
সেইরূপ হইতেছে জীবের জীবন
ক্ষণস্থায়ী। প্রমাদের হয়ে বশীভূত
থাকিতে সময় জীব পাবে কি প্রকারে?

৩০. হইতেছে অনুক্ষণ জীবনের ক্ষয়;
রজকের ক্ষারজল বস্ত্রচ্ছিদ্র পথে
নিঃশেষ যেমন হয় ক্রমে বাহিরিয়া
সেইরূপ হইতেছে জীবের জীবন
ক্ষণস্থায়ী। প্রমাদের হয়ে বশীভূত
থাকিতে কেবল পারে মূর্খ যেই জন।

৩১. তৃষ্ণায় বন্ধনে বদ্ধ মূর্খ জীব যারা,
মৃত্যু অন্তে লভে গিয়া নরকে জনম,
তির্য্যগযোনিতে, কিংবা দৈত্যপ্রেতরূপে।

মহাসত্ত্ব এইরূপে সমস্ত লোককে ধর্ম্ম কথা বলিয়া পুষ্পক-নামক প্রাসাদে আরোহণ করিলেন এবং সপ্তম ভূমিতে অবস্থিতিপূর্ব্বক খড়গ দ্বারা নিজের কেশ ছেদন করিলেন। 'আমি এখন তোমাদের কেহই নই; তোমরা নিজেদের জন্য ইচ্ছামত রাজ্য গ্রহণ কর,' এই বলিয়া তিনি ঐ চুল উষ্ণীষসহ ঐ সকল লোকের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। লোকে উহা ধরিয়া ভূতলে পড়িয়া পুনঃ পুনঃ গড়াগড়ি দিতে ও পরিদেবন করিতে লাগিল। এই কারণে সেখান হইতে স্তম্ভাকারে ধূলি উত্থিত হইল; লোকে একটু উঠিয়া গিয়া আবার দাঁড়াইল এবং ঐ ধূলিস্তম্ভের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'রাজা নিশ্চিত তাঁহার কেশ ছেদন করিয়া

উষ্ণীষসহ এই জনসঙ্ঘের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছেন; সেই জন্য প্রাসাদের নিকটে এত ধূলি উত্থিত হইয়াছে।' তাহারা পরিদেবন করিতে লাগিল :

৩২. উঠিছে ধূলির স্তম্ভ ওই ঊর্দ্ধদিকে
পুষ্পক প্রাসাদসন্নিধানে, দেখ চেয়ে।
করিলেন বুঝি কেশ ছেদন নিজের
যশস্বী ধার্ম্মিক সুতসোম নৃপবর।

এদিকে মহাসত্ত্ব একজন পরিচারককে প্রেরণ করিয়া প্রব্রাজকের ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্য আনয়ন করাইলেন এবং নাপিতের দ্বারা কেশ ও শ্মশ্রু ছেদন করাইলেন। অতঃপর তিনি সমস্ত আভরণ খুলিয়া শয্যার উপর রাখিলেন, নিজের রঞ্জিত বস্ত্রের রক্তবর্ণ দশাগুলি ছেদনপূর্ব্বক অবশিষ্ট কাষায়াংশ পরিধান করিলেন, বামাংসকূটে মৃত্তিকাপাত্র বন্ধন করিলেন, প্রব্রাজকদণ্ড ধারণ করিয়া প্রাসাদের উচ্চতম তলে কিয়ৎক্ষণ ইতঃস্তত পাদচারণ করিলেন এবং শেষে অবতরণপূর্ব্বক রাজপথ দিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি যখন নিষ্ক্রমণ করিলেন, তখন কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। তাঁহার ক্ষত্রিয়কুলজা সপ্তশত ভার্য্যা প্রাসাদে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু তাঁহার আভরণসমূহ দেখিয়া অবতরণপূর্ব্বক অবশিষ্ট ষোড়শ সহস্র অন্তঃপুরচারিণীর নিকটে গিয়া বলিলেন, 'তোমাদের প্রিয় ভর্ত্তা মহাভাগ সুতসোম প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন।' এই রমণীগণ উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে করিতে অন্তঃপুরের বাহির হইলেন। তখন লোকে বুঝিতে পারিল, সুতসোম প্রব্রাজক হইয়াছেন। এই সংবাদে সমস্ত নগর সংক্ষুব্ধ হইল; 'আমাদের রাজা না কি প্রব্রাজক হইয়াছেন' ইহা বলিতে বলিতে বহু লোকে রাজদ্বারে সমবেত হইল। রাজা হয় ত এখানে আছেন, রাজা হয় ত ওখানে আছেন বলিয়া, তাহারা ইতস্তত ছুটাছুটি করিয়া সমস্ত রাজভবন ও রাজার বিশ্রামের স্থান অনুসন্ধান করিল এবং কোথাও তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া বিলাপ করিতে লাগিল :

৩৩. এই সে বিচিত্র, পুষ্পমাল্যবিভূষিত
প্রাসাদ, যেখানে রাজা থাকিতেন সুখে
অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণসহ।

৩৪. এই সে বিচিত্র, পুষ্পমাল্যবিভূষিত
প্রাসাদ, যেখানে রাজা করিতে বাস
জ্ঞাতিগণে, বন্ধুজনে হইয়া বেষ্টিত।

৩৫. এই কূটাগার[১] পুষ্পমাল্যবিভূষিত

---

[১]। প্রাসাদের উচ্চতম ভূমিতে অবস্থিত গৃহ (attic) বা চীলাকোঠা।

বিচিত্র, যেখানে রাজা সেবিতেন বায়ু
অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণসহ।

৩৬. এই কূটাগার পুষ্পমাল্যবিভূষিত,
বিচিত্র, যেখানে রাজা সেবিতেন বায়ু
জ্ঞাতিগণে, বন্ধুজনে হইয়া বেষ্টিত।

৩৭. এ সেই অশোকবন অতি রমণীয়,
সর্ব্বকালে সুপুষ্পিত তরুরাজি যার;
আসিতেন রাজা হেথা প্রমোদের তরে
অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণসহ।

৩৮. এ সেই অশোকবন অতি রমণীয়,
সর্ব্বকালে সুপুষ্পিত তরুরাজি যার;
আসিতেন রাজা হেথা প্রমোদের তরে
জ্ঞাতিগণে, বন্ধুজনে হইয়া বেষ্টিত।

৩৯. এ সেই উদ্যান রম্য, তরুলতা যার
সর্ব্বকালে নানা পুষ্পে থাকে সুশোভিত
আসিতেন রাজা হেথা করিতে বিহার
অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণসহ।

৪০. এ সেই উদ্যান রম্য, তরুলতা যার
সর্ব্বকালে নানা পুষ্পে থাকে সুশোভিত
আসিতেন রাজা হেথা করিতে বিহার
জ্ঞাতিগণে, বন্ধুজনে হইয়া বেষ্টিত।

৪১. এই সেই রমণীয় কর্ণিকারবন,
সর্ব্বকালে সুপুষ্পিত তরুরাজি যার;
আসিতেন রাজা হেথা করিতে বিহার
অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণসহ।

৪২. এই সেই রমণীয় কর্ণিকারবন,
সর্ব্বকালে সুপুষ্পিত তরুরাজি যার;
আসিতেন রাজা হেথা করিতে বিহার
জ্ঞাতিগণে, বন্ধুজনে হইয়া বেষ্টিত।

৪৩. এ সেই পাটলিবন অতি রমণীয়,
সর্ব্বকালে সুপুষ্পিত তরুরাজি যার;
আসিতেন রাজা হেথা করিতে বিহার
অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণসহ।

৪৪. এ সেই পাটলিবন অতি রমণীয়,
সর্ব্বকালে সুপুষ্পিত তরুরাজি যার;
আসিতেন রাজা হেথা করিতে বিহার
জ্ঞাতিগণে, বন্ধুজনে হইয়া বেষ্টিত।

৪৫. এই সেই আম্রবণ অতি রমণীয়,
সর্ব্বকালে মুকুলিত তরুরাজি যার;
আসিতেন রাজা হেথা করিতে বিহার
অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণসহ।

৪৬. এই সেই আম্রবণ অতি রমণীয়,
সর্ব্বকালে মুকুলিত তরুরাজি যার;
আসিতেন রাজা হেথা করিতে বিহার
জ্ঞাতিগণে, বন্ধুজনে হইয়া বেষ্টিত।

৪৭. এই সেই পুষ্করিণী, জলেতে যাহার
জলজ কুসুম নানা ফুটে বার মাস,
আসিতেন রাজা হেথা করিতে বিহার
অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণসহ।

৪৮. এই সেই পুষ্করিণী, জলেতে যাহার
জলজ কুসুম নানা ফুটে বার মাস,
জলচর পক্ষী নানা বিচরে যেখানে;
আসিতেন রাজা হেথা করিতে বিহার
জ্ঞাতিগণে, বন্ধুজনে হইয়া বেষ্টিত।

এইরূপ বহু স্থানে বিলাপ করিয়া সেই সমস্ত লোক পুনর্ব্বার রাজাঙ্গনে সমবেত হইয়া বলিল :

৪৯. রাজা না কি করিলেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ?
রাজ্য ত্যজি পরিলেন কাষায় বসন?
একচর গজ যথা, একাকী তেমনি
গৃহ ছাড়ি বনবাস করিবেন তিনি?

অতঃপর তাহারাও গৃহ ও ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া দারাপুত্রাদির হাত ধরিয়া নিষ্ক্রমণ করিল এবং বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইল। তাঁহার মাতা পিতা, শিশুপুত্রগণ এবং ষোড়শ সহস্র নর্ত্তকীও ঐ সকল লোকের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তাহাতে সমস্ত নগর জনহীন হইল। আবার জনপদবাসীরাও এই সকল লোকের অনুগমন করিল। বোধিসত্ত্বের অনুচরগণ এইরূপে দ্বাদশ যোজন স্থান ব্যাপিয়া যাইতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া হিমালয়ের অভিমুখে চলিলেন।

তিনি অভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছেন জানিয়া শক্র বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'বৎস, রাজা সুতসোম অভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছেন; তিনি যেন বাসের উপযোগী স্থান পান। তাঁহার সঙ্গে বহুলোক থাকিবে। তুমি হিমালয়ে গিয়া গঙ্গাতীরে ত্রিশ যোজন দীর্ঘ ও পঞ্চ যোজন বিস্তৃত আশ্রমপদ নির্ম্মাণ কর।' বিশ্বকর্ম্মা তাহাই করিলেন, প্রব্রাজকদিগের যে সকল দ্রব্য আবশ্যক, সমস্ত ঐ আশ্রমে রাখিয়া দিলেন এবং উহাতে যাইবার নিমিত্ত একটী একপদিক পথ প্রস্তুত করিয়া দেবলোকে চলিয়া গেলেন। মহাসত্ত্ব এই পথ অবলম্বন করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, প্রথমে নিজে প্রব্রজ্যাধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, তাহার পর আরও বহুলোকে প্রব্রজ্যা লইল এবং এইরূপে সেই ত্রিশ যোজন স্থান জনপূর্ণ হইল। বিশ্বকর্ম্মা কিরূপে এই আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিরূপে বহুলোক প্রব্রজ্যা লইয়াছিলেন এবং আশ্রমের কোন অংশ কি কার্য্যের জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল, এই সমস্ত হস্তিপাল-জাতক (৫০৯) বর্ণিত বৃত্তান্তানুসারে বুঝিতে হইবে। এখানে যখনই কাহারও মনে কোনরূপ কামের ভাব বা মিথ্যা চিন্তার উদয় হইত, তখনই মহাসত্ত্ব আকাশপথে তাহার নিকট যাইতেন এবং আকাশে পর্য্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট হইয়া দুইটী গাথায় তাহাকে সদুপদেশ দিতেন :

৫০. করেছ ইন্দ্রিয় সেবা আমোদ প্রমোদ পূর্ব্বে,
ভোগসুখে হাসিয়াছ কত;
সে সব ভাবিয়া এবে যেন নাহি হয় চিত
পুনর্ব্বার কামবশগত।
ভোগবিলাসের স্থান ছিল সুদর্শন ধাম,
ইহা আর ভাবিও না মনে।
ভাবিলে, সুযোগ পেয়ে হবে কাম পুনর্ব্বার
রত তব বিনাশসাধনে।

৫১. অপ্রমেয় মৈত্রীরসে পরিপূর্ণ অহর্নিশ যাহার হৃদয়ে,
পুণ্যাত্মজন-সুলভ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি তার ঘটিবে নিশ্চয়।

ঋষিগণও বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে চলিয়া ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন (আর যাহা যাহা ঘটিল, সমস্ত হস্তিপাল-জাতকের বর্ণনানুসারে বলিতে হইবে)।

[এইরূপে ধর্ম্মদর্শন করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও তথাগত মহার্ভিনিষ্ক্রমণ করিয়া ছিলেন।'

সমবধান : তখন মহারাজকুলের ব্যক্তিরা ছিলেন সুতসোমের মাতা ও পিতা, রাহুলমাতা ছিলেন চন্দ্রা, সারিপুত্র ছিলেন সুতসোমের জ্যেষ্ঠপুত্র, রাহুল ছিলেন

কনিষ্ঠ পুত্র, কুজ্জোত্তরা[১] ছিলেন সেই ধাত্রী, কাশ্যপ ছিলেন কুলবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠী, মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন সেই মহাসেনাপতি, আনন্দ ছিলেন সোমদত্তকুমার এবং আমি ছিলাম সুতসোম।]

ক্রোড়-পত্র

উন্মাদয়ন্তী-জাতকের (৫২৭) আখ্যায়িকা জাতকমালায় (১৩) এবং কথাসরিৎসাগরেও (৯১-ম তরঙ্গ) দেখা যায়। কথাসরিৎসাগরে রাজার নাম যশোধন, সেনাপতির নাম বলধর এবং নায়িকার নাম উন্মাদিনী। যশোধন কামানলে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি উন্মাদিনীকে গ্রহণ করেন নাই।

পালি সাহিত্যে সুজম্পতি (ইন্দ্র) এবং সহম্পতি (মহাব্রহ্মা) এই দুইটী শব্দ দেখা যায়। উদীচ্য বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্যে এই শব্দ দুইটী যথাক্রমে সুজাম্পতি ও সহাম্পতি। ইহাদের উৎপত্তি নির্ণয় করা কঠিন। পালি পণ্ডিতদিগের মতে ‘সুজা’ ইন্দ্রের পত্নীর নাম; কিন্তু ‘সহ’ কি? বেদে ‘সুজা’ শব্দ যজ্ঞে ব্যবহৃত চমসবিশেষের নাম। যজ্ঞে ব্যবহৃত অনেক দ্রব্যে দেবত্ব আরোপিত হইত। এতএব ‘সুজম্পতি’ বা সুজাম্পতি শব্দের এইরূপে উৎপত্তি হইয়াছে কি না, তাহা বিবেচ্য। ‘সহম্পতি’ বা ‘সহাম্পতি’, বোধ হয়, ‘স্বধা’ কিংবা ‘স্বাহা’ শব্দজ।

---

[১]। কুজ্জোত্তরা-সম্বন্ধে তৃতীয় খণ্ডের ১০০-ম পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

খুদ্দকনিকায়ে

জাতক

পঞ্চাশন্নিপাত

৫২৬. নলিনিকা-জাতক

[এক ভিক্ষু তাঁহার গার্হস্থ্যজীবনে পত্নীর প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। বলিবার কালে তিনি ঐ ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'তোমার উৎকণ্ঠার কারণ কে?' ভিক্ষু উত্তর দিয়াছিলেন, 'আমার ভূতপূর্ব্ব পত্নী।' শাস্তা বলিয়াছিলেন, 'দেখ, ভিক্ষু, এই রমণী তোমার অনর্থকারিকা, পূর্ব্বেও তুমি ইঁহারই জন্য ধ্যানচ্যুত হইয়া মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলে।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিয়াছিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন উদীচ্য ব্রাহ্মণ মহাসারকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি বিদ্যাশিক্ষা করিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছিলেন এবং ধ্যানজাত অভিজ্ঞাসমূহ লাভ করিয়া হিমালয়ে বাস করিয়াছিলেন। অলম্বুষা-জাতকে (৫২৩) যেরূপ বলা হইয়াছে, ঠিক সেইরূপে বোধিসত্ত্বের রেতঃপান করিয়া এক মৃগী গর্ভবতী হইয়াছিল এবং এক পুত্র প্রসব করিয়াছিল। এই পুত্রেরও নাম হইয়াছিল ঋষ্যশৃঙ্গ।

ঋষ্যশৃঙ্গ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন, কৃৎস্নপরিকর্ম্মে রত হইলেন এবং অচিরে ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করিয়া ঐ হিমালয়েই ধ্যানসুখে তৃপ্তি লাভ মিত্রবিন্দ করিতে লাগিলেন। তিনি উগ্রতপা ও পরিমারিতেন্দ্রিয় হইলেন; তাঁহার শীলতেজে শক্রভবন কাঁপিয়া উঠিল। শক্র চিন্তা করিয়া কম্পনের কারণ বুঝিলেন এবং কৌশলবলে তাঁহার শীলভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে উপর্য্যুপরি তিন বৎসর সমস্ত কাশীরাজ্যে বৃষ্টিপাত নিরোধ করিলেন। নগর ও জনপদসমূহ অগ্নিদগ্ধবৎ হইল, শস্য জন্মিল না বলিয়া দুর্ভিক্ষ দেখা দিল; ক্ষুধাতুর প্রজাগণ রাজাঙ্গনে সমবেত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। রাজা বাতায়নে অবস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কি ব্যাপার?' প্রজারা বলিল, 'মহারাজ, তিন বৎসর বিন্দুমাত্র বৃষ্টিপাত হয় নাই; সমস্ত রাজ্য

পুড়িয়া ছারখার হইল; লোকের ভীষণ কষ্ট হইয়াছে; যাহাতে বৃষ্টি হয়, তাহার উপায় করুন।'

রাজা শীল গ্রহণ করিলেন, পোষধ পালন করিতে লাগিলেন, কিন্তু বৃষ্টিপাত করাইতে পারিলেন না। তখন শক্র একদিন নিশীথকালে রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া আকাশে অবস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসিলেন, 'আপনি কে?' দেবরাজ উত্তর দিলেন, 'আমি শক্র।' 'আপনি কি অভিপ্রায়ে আগমন করিয়াছেন?' 'মহারাজ, আপনার রাজ্যে বৃষ্টিপাত হইতেছে ত?' 'না; ভয়ানক অনাবৃষ্টি হইয়াছে।' 'অনাবৃষ্টির কারণ জানেন কি?' 'না, দেবরাজ।' 'মহারাজ, হিমালয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ নামে এক তপস্বী আছেন। তিনি উগ্রতপা ও পরিমারিতেন্দ্রিয় যখনই বর্ষণ আরম্ভ হয়, তখনই তিনি ক্রোধভরে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করেন; সেই জন্যই বৃষ্টি বন্ধ হয়।' 'তবে এখন কি উপায় করা যায়?' 'তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিলেই সুবৃষ্টি হইবে।' 'কিন্তু কে তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিতে পারিবে?' 'মহারাজ, আপনার কন্যা নলিনিকা তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিতে সমর্থা। আপনি তাহাকে ডাকাইয়া বলুন 'বৎস, অমুক স্থানে গিয়া তপস্বীর তপস্যা ভঙ্গ কর।' আপনার কন্যাকে এই আদেশ দিয়া হিমালয়ে পাঠাইয়া দিন, মহারাজ।' রাজাকে এই উপদেশ দিয়া শক্র স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। রাজা পরদিন অমাত্যদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া নলিনিকাকে আহ্বানপূর্ব্বক প্রথম গাথা বলিলেন :

১. পুড়ি গেল জনপদ; হইতেছে রাজ্য ছারখার;
যাও, নলিনিকে, আন সেই বিপ্রে বশে আপনার।

ইঁহার উত্তরে নলিনিকা দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

২. পারি না সহিতে কষ্ট; জানিনা পথের বিবরণ;
কুঞ্জরসেবিত বনে কি উপায়ে করিব ভ্রমণ?

তখন রাজা দুইটী গাথা বলিলেন :

৩. নিরাপদ[১] জনপদ রথে, গজে কর অতিক্রম;
দারুময় যানে উঠি তার পর করহ গমন।

৪. হস্তী, অশ্ব, রথ, পত্তি লও সঙ্গে যত ইচ্ছা হয়;
রূপে তব, রাজকন্যে, ভুলিবে সে তাপস নিশ্চয়।

কন্যার নিকট যে কথা বলা উচিত নয়, রাজ্যপালনের জন্য রাজা উক্তরূপে

---

[১]। মূলে 'ফীতং' এই বিশেষণ আছে। ফীতং = স্ফীতং = সমৃদ্ধিশালী। এখানে ইহা 'নিরাপদ' (যেখানে কোন কষ্টের সম্ভাবনা নাই) এই অর্থে ধরা গিয়াছে। যতদূর লোকালয় আছে, ততদূর গজে বা রথে এবং লোকালয় অতিক্রম করিলে বনমধ্যে স্থলভাগে শকটে ও জলে নৌকায় যাইবে হইবে, এই অভিপ্রায়।

তাহাই বলিলেন। নলিনিকাও 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন রাজা কন্যাকে যে যে দ্রব্য দেওয়া আবশ্যক, সমস্ত দিয়া অমাত্যদিগের সহিত প্রেরণ করিলেন। অমাত্যেরা প্রত্যন্তে গিয়া সেখানে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন, বনেচরেরা যে পথ প্রদর্শন করিল, সেই পথে রাজকন্যাকে যানে তুলিয়া হিমালয়ে প্রবেশ করিলেন এবং একদিন পূর্ব্বাহ্নে বোধিসত্ত্বের আশ্রমসমীপে উপনীত হইলেন। ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব পুত্রকে আশ্রমে রাখিয়া নিজে বন্য ফলসংগ্রহের জন্য অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বনেচরেরা স্বয়ং আশ্রমে গমন করিল না; যেখান হইতে আশ্রম দেখা যায়, সেখানে দাঁড়াইয়া তাহারা নলিনিকাকে উহা দেখাইবার কালে দুইটী গাথা বলিল :

৫. অই যে আশ্রম রম্য, পত্র কদলীর
ধ্বজরূপে শোভিতেছে উপরে যাহার,
ভূর্জ্জতরু ঘিরি আছে বেষ্টিয়া চৌদিক;
তপস্যা করেন হোথা ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি।

৬. অই যে জ্বলিছে অগ্নি, ধূমজাল যার
যাইতেছে দেখা, উহা তাঁরি তপোবলে
জ্বলিতেছে মনে লয়; অনলে আহুতি
মাহ-ঋদ্ধিমান ঋষি দিতেছেন এবে।

বোধিসত্ত্ব অরণ্যে ফল সংগ্রহ করিতেছিলেন; এদিকে অমাত্যেরা আশ্রমের চারিদিকে প্রহরী রাখিয়া রাজকন্যাকে ঋষিবেশে সাজাইলেন—তাঁহাকে সুরঞ্জিত বল্কলের অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস পরাইলেন, সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে ভূষিত করিলেন; একটা চিত্রিত কন্দুকে সূত্র বান্ধিয়া উহা তাঁহার হাতে দিলেন এবং এই বেশে তাঁহাকে আশ্রমে প্রবেশ করাইয়া নিজেরা বাহিরে পাহারা দিতে লাগিলেন। নলিনিকা ঐ কন্দুক লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে চঙ্ক্রমণের প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ঋষ্যশৃঙ্গ পর্ণশালার দ্বারে পাষাণফলকে উপবিষ্ট ছিলেন। রাজকন্যাকে আসিতে দেখিয়া তিনি ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিলেন এবং পর্ণশালার ভিতরে গিয়া লুকাইলেন। রাজকন্যা পর্ণশালার দ্বারে গিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনা এবং ইঁহার পরে যাহা হইল, তাহা বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা তিনটী গাথা বলিলেন :

৭. আসিতেছে নলিনিকা আশ্রমের দিকে
পরি সমুজ্জ্বল মণি-খচিত কুণ্ডল,
দেখি ইহা ঋষ্যশৃঙ্গ ভয় পেয়ে মনে
প্রবেশিলা ত্বরা পর্ণশালার ভিতর।

৮. কন্দুক লইয়া বালা আশ্রমের দ্বারে
হইলা ক্রীড়ায় রত, গুহ্য, বাহ্য সব
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শোভা করি প্রদর্শন।

৯. পর্ণশালা-অভ্যন্তরে থাকি লুকাইয়া
ঋষি জটাধর তারে দেখিলা খেলিতে;
বাহিরে আসিলা শেষে সাহস পাইয়া;
হইলা প্রবৃত্ত ক্রমে আলাপ করিতে।

ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন :

১০. এমন সুন্দর ফল কোন বৃক্ষে ফলে?
নিক্ষিপ্ত হইয়া দূরে আসে পুনর্ব্বার
তোমারি নিকটে; নাহি কাছ ছাড়া হয়!

নলিনিকা নিম্নলিখিত গাথায় ঐ বৃক্ষের পরিচয় দিলেন :

১১. গন্ধমাদনের পাশে আশ্রম আমার—
আছে বহু তরু সেথা, ফল যাহাদের
এইরূপ মনোরম; নিক্ষিপ্ত হইয়া
ফিরি আসি হয় মোর করতলগত।

নলিনিকা মিথ্যা কথা বলিলেন; কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গ তাহা বিশ্বাস করিলেন; তিনি ভাবিলেন, 'ইনি তপস্বী'। তিনি নিম্নলিখিত গাথায় নলিনিকাকে অভ্যর্থনা করিলেন :

১২. আসিতে হউক আজ্ঞা আশ্রমে আমার;
করহ গ্রহণ এই দর্ভাসন তুমি;
খাদ্য, ভক্ষ্য যথাসাধ্য করিতেছি দান;
গ্রহণ করিয়া ধন্য কর হে আমায়।
এই ফলমূল তুমি করহ ভোজন।

(এই অংশে মূল বইয়ে হিন্দী লেখায় মোট ৫টি গাথা ছিল।)

ঋষ্যশৃঙ্গ জিজ্ঞাসিলেন :

১৮. হেথা হতে কোন দিকে আশ্রম তোমার?
অরণ্যে সুখে ত তুমি আছে সর্বক্ষণ?
প্রচুর ত ফলমূল পাও প্রতিদিন?
হিংস্র জন্তু ভয়হেতু হয় না ত কভু?

ইঁহার উত্তরে নলিনিকা চারিটী গাথা বলিলেন :

১৯. উত্তরে এখান হতে ঋজুপথে গেলে
দেখ যায় ক্ষেমানাম্নী স্রোতস্বতী এক
প্রবাহিত হয় যাহা হিমালয় হতে।
সুরম্য আশ্রম মোর তীরে তার শোভে।
অহো যদি পারিতাম দেখাইতে আমি
আপনারে মনোহর সৌন্দর্য্য তাহার!

২০. রসাল, তিলক, শাল, জম্বু, উদ্দালক,
পাটলি প্রভৃতি সেথা সদা সুপুষ্পিত;
করে গান চারিদিকে কিম্পুরুষগণ।
অহো যদি পারিতাম দেখাইতে আমি
আপনার মনোহর সৌন্দর্য্য তাহার!

২১. কন্দ, মূল, তাল আদি ফল নানাবিধ
আছে সে উদ্যানে মোর। বর্ণে, গন্ধে আর
ভূমির উৎকর্ষে রম্য সে আশ্রমপদ।
অহো যদি পারিতাম দেখাইতে আমি
আপনারে মনোহর সৌন্দর্য্য তাহার!

২২. বর্ণ-গন্ধ-রসোত্তম ফলমূল বহু
সংগ্রহি প্রচুর আমি রেখেছি আশ্রমে।
যাই ফিরি, চোর যদি পশে সেথা এবে
সমস্ত হরিয়া তারা করিবে প্রস্থান।

ঋষ্যশৃঙ্গ ইহা শুনিলেন এবং যতক্ষণ তাঁহার পিতা আশ্রমে ফিরিয়া না আসেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার জন্য বলিলেন :

২৩. ফলমূল আহরণ করিবার তরে
গিয়াছেন পিতা মোর বনের ভিতরে।
সন্ধ্যা হল; ফিরিবেন, দেরি নাই আর
ফলমূলসহ; লয়ে অনুমতি তাঁর
তুমি আমি, উভয়েই করিব গমন;
আশ্রম তোমার গিয়া দেখিব তখন।

নলিনিকা ভাবিলেন, 'এই তাপস আজন্ম বনে বর্দ্ধিত হইয়াছে; আমি যে নারী, এ তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। ইঁহার পিতা কিন্তু আমাকে দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন এবং 'তুই এখানে কি করিতেছিস্' বলিয়া তাঁহার বাঁকের আগা দিয়া আমাকে প্রহার করিয়া মাথা ফাটাইবেন। কাজেই তাঁহার ফিরিবার পূর্ব্বেই আমার প্রস্থান করা আবশ্যক। আমি যে জন্য আসিয়াছিলাম, তাহা ত সম্পন্ন

হইয়াছে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ঋষ্যশৃঙ্গের নিকটে গিয়া কিরূপে আশ্রমে যাইতে হইবে, তাহার উপায় বলিলেন :

২৪. বিলম্ব করিতে আমি পারিব না আর;
সাধুশীল ঋষি, রাজ-ঋষি কত জন
বসতি করেন পথে; অনুরোধ যদি
করেন আপনি কোন তাপসে, তখনি
লইয়া যাবেন তিনি নিজে সঙ্গে করি
হৃষ্টচিত্তে আপনারে আশ্রমে আমার।

এইরূপে নিজের পলায়নের উপায় করিয়া নলিনিকা পর্ণশালা হইতে বাহির হইলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁহার দিকে তাকাইয়া ছিলেন দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'আপনি ফিরিয়া যান।' অতঃপর, তিনি যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই অমাত্যদিগের নিকটে ফিরিয়া গেলেন; অমাত্যেরা তাঁহাকে লইয়া স্কন্ধাবারে গমন করিলেন এবং প্রতিবর্ত্তন করিয়া যথাকালে বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। শক্র সন্তুষ্ট হইয়া সেই দিনেই সমস্ত রাজ্যে বারি বর্ষণ করাইলেন।

নলিনিকা চলিয়া গেলে ঋষ্যশৃঙ্গের সর্ব্বাঙ্গে দাহ জন্মিল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন এবং বল্কলচীবরে শরীর আচ্ছাদিত করিয়া শুইয়া শুইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব ফিরিয়া আসিয়া পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন, 'সে কোথায় গেল?' তিনি বাঁক নামাইয়া পর্ণশালার ভিতরে গেলেন এবং ঋষ্যশৃঙ্গ শুইয়া আছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'বৎস, তুমি কি করিয়াছ?' তিনি তাঁহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনটী গাথা বলিলেন :

২৫. কর নাই তুমি ইন্ধন ছেদন;
কর নাই তুমি জল আনয়ন;
জ্বাল নাই অগ্নি, ওহে মন্দমতি।
কি ভাবিছ শুয়ে দীন ভাবে অতি?

২৬. কাষ্ঠ তুমি পূর্ব্বে করিতে ছেদন;
করিতে প্রত্যহ অগ্নির হবন;
তপনী[১] আমার রাখিতে জ্বালিয়া;
আসন করিতে যত্নে সাজাইয়া;
জল মোর তরে আনিয়া রাখিতে;
পাইতে আনন্দ এ সব করিতে।

---

[১]। অগ্নিসেবনের জন্য আগুন রাখিবার পাত্রবিশেষ।

২৭. হয় নাই আজ ইন্ধনচ্ছেদন;
কর নাই আজ জল আনয়ন;
অগ্নি হেথা আজ দেখিতে না পাই;
খাদ্য মোর তবে সিদ্ধ কর নাই।
আমার সহিত নাই বাক্যালাপ,
কি হয়েছে আজ, বল শুনি, বাপ।
কি হয়েছে নষ্ট? বল কি কারণ;
চিত্ত তব আজ বিষণ্ন এমন?

পিতার কথা শুনিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ নিম্নলিখিত গাথাগুলি দ্বারা সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন :

২৮. জটাধারী ব্রহ্মচারী এসেছিল এক,
নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব, সুগঠিতকায়,
সুদর্শন, সুবিনীত[১]—মস্তকে তাহার
বিরাজে ভ্রমরকৃষ্ণ কেশের কলাপ।

২৯. নবীন, অজাতশ্মশ্রু সেই ব্রহ্মচারী;
কণ্ঠে তার বৃত্তাকার মহা আভরণ[২]
সুগঠিত গণ্ডদ্বয় শোভে বক্ষোদেশে
সমুজ্জ্বল, যথা হেমকন্দুকযুগল।

৩০. অহো কি অপূর্ব্ব শোভা শ্রীমুখের তার!
কর্ণে দুলে কুঞ্চিতাগ্র কুণ্ডলযুগল;
কুণ্ডলের, আর তার জটাবন্ধনের
সূত্র হতে অপরূপ হয় বিকিরণ
কি সুন্দর প্রভা, তাত, চলে সে যখন।

৩১. স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি আর মুকুতানির্ম্মিত
দেহে তার আরো চতুর্ব্বিধ অলঙ্কার

---

[১]। মূলে 'বিনেতি' এই পদ আছে। টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন, 'আত্তনো সরীরপ্পভায় অস্‌মপদং একোভাসং বিয় পূরেতি।' আমি এরূপ অর্থের কোন হেতু নির্ণয় করিতে না পারিয়া 'বিনীত' এই কল্পনা করিয়াছি।

[২]। 'আধাররূপঞ্চপনস্‌স কণ্ঠে'—ইহার ব্যাখ্যায় টীকাকার বলেন, 'অম্হাকং ভিক্‌খাভাজনঠাপনপণ্ণধারসদিসং পিলন্ধনং অত্থীতি মুত্তাভরণং সন্ধায় বদতি।' ভিক্ষাভাজন রাখিবার জন্য পর্ণাধার বলিলে 'বিড়া'-বুঝাইবে কি? নলিনিকার কণ্ঠের বৃহৎ মুক্তাহার বর্ণনা করিবার জন্য আজন্মবনবাসী ঋষিকুমার এই অদ্ভুত উপমা প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

রক্ত, নীল, নানাবর্ণ; রুণু রুণু ধ্বনি
সমুত্থিত সংঘট্টনে হয় তাহাদের
চলে সে মাণব যবে; বড়ই মধুর,
বর্ষার চাতকসজ্ঘ কাকলির মত।

৩২. মুঞ্জাময়ী মেখলা সে পরে না ক, তাত
অথবা বল্কল, চিহ্ন তাপসের যাহা।
সুচারুজঘনলগ্ন দুকূল তাহার
উজলে, মেঘের কোলে বিদ্যুৎ যেমন।

৩৩. বিরাজে নাভির নীচে নিতম্ব বেষ্টিয়া
শত শত অকণ্টক বৃন্তহীন ফল[১]।
বিঘট্টন বিনা করে রুণু রুণু ধ্বনি
নিয়ত সে সব, পিতঃ। বল দয়া করি
কোন বৃক্ষে পাওয়া যায় অই সব ফল।

৩৪. জটার বিচিত্র ছটা কি বর্ণিব তার!
কুঞ্চিতাগ্র শত শত বেণীর আকারে
দ্বিধাভিন্ন শির' পরি অহো কি সুন্দর!
বিতরি সৌরভ করে বিমোহিত মন।
কত যে হইত সুখ জটার কলাপ
থাকিত তেমন যদি মস্তকে আমার।

৩৫. সুগন্ধ, সুন্দর তার জটার বন্ধন
খুলিল যখন সেই নবীন তাপস,
হইল সৌরভে পূর্ণ এই তপোবন—
বিকীর্ণ করিল কেন নীলোৎপল-রেণু
মৃদুমন্দ গন্ধবহ আনিয়া চৌদিকে।

৩৬. গাত্রে লিপ্ত চূর্ণ তার অতি মনোহর;
কিছুমাত্র নাই, তাত, সাদৃশ্য তাহার
এ চূর্ণের সঙ্গে, যাহে লিপ্ত মোর দেহ।
আমোদিত বলস্থলী সৌরভে তাহার,
প্রস্ফুটিত পুষ্পগন্ধে বসন্তে যেমন।

---

[১]। এখানে হেমময়মণিখচিত মেখলার বর্ণনা হইতেছে। ইহার অংশগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলের আকারবিশিষ্ট।

৩৭. সুন্দর, বিচিত্রোজ্জ্বল ফল এক লয়ে
করিল সে কেলি; দূরে নিক্ষেপ করিল;
তবু তাহা ফিরি গেল করতলে তার!
বল, পিতঃ, কোন, বৃক্ষে ফলে সেই ফল?

৩৮. সুন্দর দন্তের পঙক্তি রাজে মুখে তার,
সুবিন্যস্ত, সুবিমল, শঙ্খকুন্দোজ্জ্বল।
জুড়ায় নয়ন, অহো, দেখিলে তাহার
বিকসিত দশনের শোভা অপরূপ!
খেত যদি শাক সেই আমাদের মত,
তবে কি হইত দন্ত সুন্দর তেমন?

৩৯. বাক্য তার সুমধুর, সুস্পষ্ট, সুমিত,
অনুদ্ধত, অচপল, বরষে শ্রবণে
অমৃতের ধারা, যথা কোকিলকূজন।

৪০. মধুর কণ্ঠের স্বর অনতিবিসৃষ্ট[১]
সামগান অতি ছার তুলনায় তার।
ইচ্ছা হয় পুনর্ব্বার দেখি তারে আমি;
বলেছে আমায় সে যে, 'মিত্র আমি তব।'

(মূল বইয়ে ৪১ নং গাথাটি হিন্দী লেখায় ছিল।)

৪২. উজ্জ্বল দেহের আভা—কিবা ছটা তার!
অন্তরীক্ষে স্ফুরে যেন বিদ্যুতের রেখা।
বিরাজে অঞ্জনবর্ণ সূক্ষ্মরোমরাজি
সুকোমল বাহুদ্বয়ে অহো কি সুন্দর।
প্রবালশলাকাবৎ বর্ত্তুল অঙ্গুলি।
করিতেছে তাহাদের শোভা বিবর্দ্ধন।

৪৩. অকর্কশ অঙ্গে তার নাই দীর্ঘ রোম
দীর্ঘ, সুলোহিত তার নখ সমুদায়;
সুকুমার বাহু দিয়া গাঢ় আলিঙ্গনে
সে প্রিয়দর্শন যুবা সেবিল আমায়।

৪৪. শিমূলের তুলসম দেহ সুকোমল;
কম্বুবৎ সুবর্ত্তুল অঙ্গ সুগঠিত,

---

[১]। 'নাতিবিস্‌সট্‌ঠ বাক্যে'—'বিস্‌সট্‌ঠ' = সুস্পষ্টরূপে সুচ্চারিত। সুশিক্ষিত ঋষিকুমারের কানে নলিনিকার বাক্যগুলি সম্পূর্ণরূপে সুচ্চারিত হয় নাই; এই জন্যই বোধ হয় তিনি তাহা মধুর মনে করিয়াছিলেন। নারী কণ্ঠের প্রেমগদ্‌গদস্বর মিষ্ট লাগিবারই কথা।

হেমকান্তি। শিরীষকুসুমসুকুমার
বাহুদ্বয়ে স্পর্শি মোরে গেল এই পথে।
সেই স্পর্শ সুখকর স্মরি আমি এবে
সর্ব্বাঙ্গে দুঃসহ জ্বালা করিতেছি ভোগ।

৪৫. ছিল না শস্যের ভার স্কন্ধেতে তাহার;
বনে গিয়া নিজে কাঠ ভাঙ্গিতে না হয়;
কুঠার লইয়া গাছ কাটে না সে কভু;
স্বহস্তে সে করে না ক কাষ্ঠ আহরণ।

(মূল বইয়ে ৪৬ নং গাথাটি হিন্দী লেখায় ছিল।)

৪৭. রচিত মালুবপত্রে অই শয্যা দেখ
আলু থালু করিয়াছি আমরা দুজনে।
জলকেলি দ্বারা মোরা ক্লান্তি করি দূর
পশিয়াছি বার বার উটজ ভিতরে।

৪৮. বেদমন্ত্র মুখে মোর সরে নাক আজ;
নাই রুচি যজ্ঞে, অগ্নিহোত্রে কিছু মাত্র;
আপনি যে ফলমূল এনেছেন হেথা,
তাহাও খাবনা, পিতঃ, আমি যতক্ষণ
না পাব সে মাণবের আবার দর্শন।

৪৯. আপনার কাছে জানা, হে পিতঃ, নিশ্চয়
যেখানে বসতি করে সেই ব্রহ্মচারী।
শীঘ্র মোরে তার পাশে চলুন লইয়া;
নচেৎ ত্যজিব প্রাণ এই তপোবনে

৫০. তপোবন তার, তাত, শুনিয়াছি আমি
বিবিধ বিচিত্র পুষ্পে শোভিত সতত;
কলকণ্ঠ বিহগের প্রিয়বাসভূমি;
মুখরিত অনুক্ষণ মধুর কূজনে।
শীঘ্র মোরে তার পাশে না লইলে প্রাণ
আশ্রয় সম্মুখে তব ত্যজিব নিশ্চয়।

ঋষ্যশৃঙ্গের এই সমস্ত বিলাপ ও প্রলাপ শুনিয়া মহাসত্ত্ব বুঝিলেন, কোন রমণী তাঁহার শীল ভঙ্গ করিয়াছে। তিনি ছয়টী গাথায় পুত্রকে উপদেশ দিলেন :

৫১. হোমাগ্নির রশ্মি দ্বারা সদা উদ্‌ভাসিত
গন্ধর্ব্ব-দেবতাপ্সরাগণ নিবেদিত
প্রাচীন এ তপোবন; তাপসেরা হেথা

তপস্যাসাধনে রত; উৎকণ্ঠা ঈদৃশী
হন পুণ্য ক্ষেত্রে তব অতি অশোভন।

৫২. আছে কারো মিত্র, কারো নাই ইহলোকে;
মিত্রবান করে প্রেম জ্ঞাতিমিত্রসহ;
এই মূর্খ ঋষ্যশৃঙ্গ জানে না নিশ্চয়,
কিভাবে উৎপত্তি এর, কোথা হতে এল।

৫৩. এক সঙ্গে এক স্থানে পুনঃ পুনঃ বাস
করিলে একের মিত্র হয় অন্য জন।
একত্রাবস্থান যদি না করে দুজনে।
মিত্রতা তাদের নষ্ট হয় অচিরাৎ।

৫৪. দেখ যদি পুনর্ব্বার সে মাণবে তুমি,
আলাপ তাহার সঙ্গে কর যদি আর,
প্লাবনে বিনষ্ট যথা পক্ক শস্য হয়,
তপোগুণ নষ্ট তব হইবে অচিরে

৫৫. দেখ যদি পুনর্ব্বার সে মাণবে তুমি
আলাপ তাহার সঙ্গে কর যদি আর,
প্লাবনে বিনষ্ট যথা পক্ক শস্য হয়,
পাইবে শ্রামণ্যতেজ অচিরে বিনাশ।

৫৬. মানুষের সর্ব্বনাশ করিতে সাধন
যক্ষীরা বিবিধবেশে করে বিচরণ।
প্রাজ্ঞকভু তাহাদের সংসর্গে না যায়;
দুষ্টার সংসর্গে হয় ব্রহ্মচর্য্য ক্ষয়।

পিতার কথায় ঋষ্যশৃঙ্গের ভয় হইল যে, সেই ছদ্মবেশী ব্রহ্মচারী যক্ষী। তিনি তৎক্ষণাৎ চিত্তবেগ দমন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন, 'পিতঃ, আমি এখান হইতে যাইব না; আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।' মহাসত্ত্ব তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'এস, মাণবক, মৈত্রী ভাবনা কর; করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবিয়া ব্রহ্মবিহারে আনন্দ ভোগ কর।' ঋষ্যশৃঙ্গ এই পথে বিচরণ করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানবল লাভ করিলেন।

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন এই ভিক্ষুর গৃহাস্থাশ্রমের পত্নী ছিল নলিনিকা, এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিল ঋষ্যশৃঙ্গ এবং আমি ছিলাম ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা।]

☝ ঋষ্যশৃঙ্গের কথা অলম্বুষা-জাতকেও (৫২৩) পাওয়া গিয়াছে। রামায়ণের আদিকাণ্ডে (৯ম সর্গ) ঋষ্যশৃঙ্গের আখ্যায়িকা আছে। তিনি কাশ্যপের পুত্র বিভাণ্ডকের আত্মজ। অঙ্গরাজ রোমপাদের রাজ্যে দারুণ অনাবৃষ্টি ঘটিয়াছিল। তাহার প্রতিকারের জন্য তিনি বারবনিতা প্রেরণ করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে ভুলাইয়া নিজের রাজধানীতে আনাইয়াছিলেন এবং সুবৃষ্টিলাভের পর তাঁহার সহিত নিজের পালিতা কন্যা শান্তার বিবাহ দিয়াছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণে ঋষ্যশৃঙ্গের হরিণীর গর্ভে জন্ম-সম্বন্ধে কোন কথা নাই। কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণে এই অস্বাভাবিক জন্ম-বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে; কেবল ইহাই নহে; বিভাণ্ডকের ভয়ে বারবনিতাদিগের হৃৎকম্প, মোদক প্রভৃতি মিষ্টান্ন বৃক্ষের ফল ইহা বলিয়া ঋষ্যশৃঙ্গের মন ভুলান, বিভাণ্ডক আশ্রমে ফিরিলে তাঁহার নিকটে ঋষ্যশৃঙ্গের আক্ষেপ এবং বারবনিতাদিগের রূপবর্ণন ইত্যাদি কৃত্তিবাসে ও জাতকে প্রায় একরূপ। ইহাতে অনুমান হয়, জাতক-বর্ণিত ঋষ্যশৃঙ্গ জন্ম-বৃত্তান্ত পূর্ব্বে এদেশে কথকদিগের এবং জনসাধারণের সুবিদিত ছিল; কৃত্তিবাস গ্রন্থরচনা কালে ইহা লইয়া নিজের বর্ণনার সৌঠব সম্পাদন করিয়াছেন।

---

৫২৭. উন্মাদয়ন্তী-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি নাকি একদিন শ্রাবস্তী নগরে ভিক্ষাচর্য্যা করিবার কালে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও আভরণমণ্ডিতা রমণীকে দেখিয়া তাহার প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াছিল যে, কিছুতেই সে চিত্ত নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। সে বিহারে প্রতিগমন করিয়া ঐ দিন হইতে কামবশে শল্যবিদ্ধ উদ্‌ভ্রান্ত মৃগের ন্যায় হইয়াছিল; তাহার শরীর কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল এবং সর্ব্বাঙ্গে ধমনীগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার কিছুই ভাল লাগিত না, সে কোন ঈর্য্যাপথেই চিত্তের শান্তি পাইত না। সে আচার্য্যের সেবা করিত না; উদ্দেশ, পরিপৃচ্ছা[১], কর্ম্মস্থান—সকল বিষয়ই অবহেলা করিত। তাহার এই দশা দেখিয়া তাহার ভিক্ষুবন্ধুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাই, তুমি ত পূর্ব্বে প্রশান্তেন্দ্রিয় ও প্রসন্ন-মুখ ছিলে; এখন তাহার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে, ইঁহার কারণ কি বল ত?' সে বলিল, ভ্রাতৃগণ, আমার কিছুই ভাল লাগে না।' 'আনন্দ কর, ভাই। বুদ্ধের আবির্ভাব অতি বিরল; সদ্ধর্ম্মশ্রবণের সুবিধা এবং মনুষ্যজন্মলাভও অতি বিরল। তুমি মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া দুঃখের অন্তকামনায় সাশ্রুলোচন

---

[১]। উদ্দেশ—প্রাতিমোক্ষ প্রভৃতির আবৃত্তি। পরিপৃচ্ছা—প্রশ্নজিজ্ঞাসা।

জ্ঞাতিগণকে পরিহার করিয়াছ, শ্রদ্ধাসহকারে প্রব্রজ্যা লইয়াছ; এখন কেন রিপুর বশীভূত হইবে? কামরিপু গণ্ডুপাদ প্রভৃতি কৃমি হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত অজ্ঞ প্রাণীরই সাধারণ কর্ম্ম। যে যে বস্তু এই রিপুর উত্তেজক, সে সমস্তও সুরুচিবিরুদ্ধ। কাম বহু দুঃখের কারণ, বহু নৈরাশ্যে মূল। ইহা হইতে উত্তরোত্তর কষ্টেরই বৃদ্ধি হয়। ইহা অস্থিকঙ্কাল সদৃশ, ইহা মাংসখণ্ড সদৃশ; ইহা তৃণোল্কার ন্যায়, ইহা প্রজ্বলিত অঙ্গারপূর্ণ গর্ত্তের ন্যায়; ইহা স্বপ্নের ন্যায় অসার, যাচ্ঞালব্ধ দ্রব্যের ন্যায় হেয়, বৃক্ষফলের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; শল্যের ন্যায় ও সর্পমুখের ন্যায় প্রাণহারক। ছি! তুমি এরূপ উৎকৃষ্ট শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ঈদৃশ অনর্থকর রিপুর দাস হইলে!' ভিক্ষুরা তাহাকে পুনঃ পুনঃ এইরূপ উপদেশ দিলেন, কিন্তু ঐ উপদেশ গ্রহণ করাইতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে ধর্ম্মসভায় শাস্তার নিকটে লইয়া গেলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, 'কি হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এই ব্যক্তিকে ইঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আনয়ন করিলেন কেন?' ভিক্ষুরা বলিলেন, 'এই ব্যক্তি না কি উৎকণ্ঠিত হইয়াছে।' শাস্তা বলিলেন, 'কি হে, এ কথা সত্য কি?' সে উত্তর দিল, 'হাঁ, ভদন্ত। শাস্তা বলিলেন, 'দেখ, প্রাচীন পণ্ডিতেরা রাজ্য শাসন করিবার সময়েও মনে কামভাব উৎপন্ন হইলে ক্ষণকালের জন্য তাহাতে অভিভূত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে চিত্তকে নিবৃত্ত করিয়া অন্যায়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন নাই।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

*　　　*　　　*

পুরাকালে শিবিরাজ্যে অরিষ্টপুর নগরে শিবি-নামক এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল শিবিকুমার। ঐ সময়ে সেনাপতিরও একটী পুত্র জন্মিয়াছিলেন; তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল অহিপারক। কুমারদ্বয় পরস্পরের খেলার সাথী ছিলেন। যখন তাঁহারা বড় হইয়া ক্রমে ষোড়শবর্ষে উপনীত হইলেন তখন তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিলেন। তাঁহারা সেখান হইতে ফিরিলে রাজা বোধিসত্ত্বকে রাজ্য দান করিলেন; বোধিসত্ত্ব অহিপারককে সৈনাপত্য দিয়া যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

অরিষ্টপুর নগরে অশীতিকোটি-বিভবসম্পন্ন তিরীটবৎস-নামক শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। তাঁহার একটী পরমসুন্দরী, সৌভাগ্যবতী, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না কন্যা জন্মিয়াছিল। নামকরণদিবসে এই বালিকাটীর নাম রাখা হইয়াছিল উন্মাদয়ন্তী। ষোড়শবর্ষ বয়সে এই বালিকা লোকাতীত সৌন্দর্য্যবতী অপ্সরার ন্যায় প্রতীয়মান হইত। সাধারণ লোকের যে কেহ তাহাকে দর্শন করিত, সেই প্রকৃতিস্থ থাকিতে

পারিত না—কামবশে সুরাপানোন্মত্তের ন্যায় আত্মহারা হইত। একদিন তিরীটবৎস রাজদর্শনে গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আমার গৃহে একটী স্ত্রীরত্ন জন্মিয়াছে; সে সর্ব্বাংশে রাজভোগের যোগ্যা। আপনি কোন লক্ষণবিদ লোক দ্বারা তাহাকে পরীক্ষা করাইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।' রাজা ইহাতে সম্মত হইয়া কয়েকজন ব্রাহ্মণ পাঠাইলেন। তাঁহারা শ্রেষ্ঠীর গৃহে গিয়া আদর অভ্যর্থনা পাইলেন। তাঁহারা পায়স ভোজন করিতেছেন এমন সময়ে উন্মাদয়ন্তী সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ব্রাহ্মণেরা আত্মসংবরণে অসমর্থ হইলেন। তাঁহারা কামমদে মত্ত হইয়া, নিজেদের ভোজন যে অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, তাহা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। কেহ খাদ্যের গ্রাস হাতে লইয়া, যেন উহা খাইতেছেন ভাবিয়া নিজের মাথায় তুলিয়া রাখিলেন; কেহ ঘরের মাঝখানে, কেহ বা দেওয়ালের গায়ে ছুড়িয়া ফেলিলেন। ফলতঃ সকলেই উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। তাঁহাদের এই দশা দেখিয়া উন্মাদয়ন্তী ভাবিলেন, 'এই লোকগুলোই না কি, আমি সুলক্ষণা বা অলক্ষণা, তাহা নির্ণয় করিবে!' তিনি অনুচরদিগকে আদেশ দিলেন, 'গলা ধাক্কা দিয়া এই বেহায়াগুলাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দাও।' এইরূপে অবমানিত হইয়া ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইলেন; তাঁহারা রাজবাড়ীতে ফিরিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, মেয়েটা কালকর্ণী; সে আপনার পত্নী হইবার উপযুক্ত নহে।' উন্মাদয়ন্তী ভাবিলেন, 'কালকর্ণী মনে করিয়া রাজা আমাকে গ্রহণ করিলেন না; যাহারা কালকর্ণী, তাহারা আমার মতই হয় বটে! বেশ; যদি কখনও রাজার দেখা পাই, তখন বুঝা যাইবে আমি কেমন কালকর্ণী।' উন্মাদয়ন্তী এইরূপে রাজার প্রতি রোষ পোষণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর উন্মাদয়ন্তীর পিতা তাঁহাকে অহিপারকের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। উন্মাদয়ন্তী পতির প্রিয়া ও মনোরমা হইলেন।

কোন কর্ম্মের ফলে উন্মাদয়ন্তী এইরূপ রূপলাবণ্যবতী হইয়াছিলেন? রক্তবস্ত্রদানের ফলে। তিনি না কি কোন পূর্ব্ব জন্মে বারাণসীনগরের এক দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একদা কোন উৎসবের দিনে কয়েকজন পুণ্যবতী রমণী কুসুম্ভ-রঞ্জিত রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া ও নানাবিধ আভরণে মণ্ডিত হইয়া কেলি করিতেছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া উন্মাদয়ন্তীর ইচ্ছা হইয়াছিল, তিনিও রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া উৎসবকেলি করিবেন। তিনি মাতাপিতার নিকট এই বাসনা জানাইলে তাঁহারা বলিয়াছিলেন, 'বাছা, আমরা দরিদ্র; এমন কাপড় আমরা কোথায় পাইব?' উন্মাদয়ন্তী বলিয়াছিলেন, 'তবে আমাকে কোন ধনী লোকের বাড়ীতে খাটিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে দাও; তাঁহারা আমার গুণ দেখিতে পাইলে আমাকে রক্তবস্ত্র দান করিবেন।' তাঁহার

মাতা পিতা এই প্রস্তাবে অনুমতি দিয়াছিলেন; তিনি এক ধনিগৃহে গিয়া বলিয়াছিলেন,[১] 'তুমি যদি তিন বৎসর খাট, তাহা হইলে তখন তোমার গুণাগুণ বুঝিয়া রক্তবস্ত্র দিতে পারি।' 'বেশ, তাহাতেই রাজি আছি' এই অঙ্গীকার করিয়া উন্মাদয়ন্তী ঐ বাড়ীতে কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া গৃহস্থেরা তিন বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে একখানি কুসুম্ভ-রঞ্জিত ঘন বস্ত্র এবং আরও একখানি বস্ত্র দান করিয়া বলিয়াছিলেন, 'যাও, তোমার সখীদিগের সঙ্গে গিয়া স্নান কর এবং স্নানান্তে এই কাপড় পর।' প্রভুদিগের নিকট এইরূপে বিদায় পাইয়া উন্মাদয়ন্তী সখীদিগের সঙ্গে স্নান করিতে গিয়াছিলেন এবং রক্তবস্ত্রখানি তীরে রাখিয়া স্নান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে দশবল কাশ্যপের জনৈক শ্রাবক অদ্ভুতবেশে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দস্যুরা তাঁহার চীবর কাড়িয়া লইয়াছিল; তিনি গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া তাহা দিয়াই অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাসের কাজ সাধিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া উন্মাদয়ন্তী ভাবিয়াছিলেন, 'হায়, কেহ হয় ত এই ভদন্তের চীবর অপহরণ করিয়াছে। পূর্ব্বজন্মে দান করি নাই বলিয়া এ জন্মে আমার ভাগ্যে বস্ত্র এত দুর্লভ হইয়াছে! আমি রক্তবস্ত্রখানি দুই টুকরা করিয়া এক টুকরা এই আর্য্যকে দান করিব।' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি জল হইতে উঠিয়া নিজের অন্তর্ব্বাস পরিধান করিয়াছিলেন এবং 'ভদন্ত, একটু অপেক্ষা করুন' বলিয়া স্থবিরকে প্রণিপাতপূর্ব্বক রক্তবস্ত্রখানি চিরিয়া দুই খণ্ড করিয়া তাঁহাকে এক খণ্ড দান করিয়াছিলেন। স্থবির একান্তে কোন প্রতিচ্ছন্ন স্থানে গিয়া সেই শাখাপল্লবের অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং রক্তবস্ত্রখণ্ডের এক প্রান্ত অন্তর্ব্বাস ও এক প্রান্ত বহির্ব্বাসরূপে পরিধান করিয়াছিলেন। তিনি যখন প্রতিচ্ছন্ন স্থান হইতে বাহিরে আসিয়াছিলেন, তখন রক্তবস্ত্রখণ্ডের আভায় তাঁহার সর্ব্বশরীর বালার্কের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিয়া উন্মাদয়ন্তী ভাবিয়াছিলেন, 'এই আর্য্য প্রথমে ত এমন সুন্দর দেখান নাই; এখন ইনি তরুণ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল শোভা ধারণ করিয়াছেন! আমি এই বস্ত্রখণ্ডও ইহাকে দিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি স্থবিরকে দ্বিতীয় বস্ত্রখণ্ড দান করিবার কালে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 'ভদন্ত, জন্মান্তরে আমি যেন পরমরূপবতী হই; আমাকে দেখিয়া কোন পুরুষই যেন প্রকৃতিস্থ থাকিতে না পারে; অন্য কেহ যেন আমা অপেক্ষা সুন্দর না হয়।' স্থবির দানগ্রহণান্তে যথারীতি অনুমোদন করিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। ইঁহার পর দেবলোকে জন্ম-জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া উন্মাদয়ন্তী অরিষ্টপুরে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক তাদৃশী রূপলাবণ্যবতী হইয়াছিলেন।

---

[১] । 'কুসুম্ভবস্ত্র পাইলে আমি তাহার বিনিময়ে খাটিতে পারি।' গৃহস্থেরা উত্তর দিয়াছিলেন :

একদা অরিষ্টপুরে কার্ত্তিকোৎসব ঘোষিত হইল; নগরবাসীরা কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন নগর সুসজ্জিত করিল। অহিপারক নিজের রক্ষণীয় স্থানে যাইবার কালে উন্মাদয়ন্তীকে বলিলেন, 'ভদ্রে, অদ্য কার্ত্তিকোৎসব। রাজা নগর প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইয়া প্রথমে এই গৃহের দ্বারেই আসিবেন। তুমি তাঁহাকে দেখা দিও না। তোমাকে দেখিলে তিনি কিছুতেই আত্মসংবরণ করিতে পারিবেন না।' অহিপারক চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে উন্মাদয়ন্তী বলিলেন, 'আমার কর্ত্তব্য আমি বুঝিয়া লইব।' অনন্তর অহিপারক প্রস্থান করিলে তিনি দাসীকে আজ্ঞা দিলেন, 'রাজা যখন দরজার কাছে আসিবেন, তখন আমাকে খবর দিবি।'

ক্রমে সূর্য্য অস্ত গেল, পূর্ণচন্দ্র উদিত হইল; দেবপুরীর ন্যায় সুসজ্জিত অরিষ্টপুরের সর্ব্বদিকে দীপমালা প্রজ্বলিত হইল; রাজা সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া আজানেয় অশ্ববাহিত রথে আরোহণ করিয়া অমাত্যগণ পরিবৃত হইয়া মহাসমারোহে নগর প্রদক্ষিণ করিতে যাত্রা করিলেন এবং সর্ব্বপ্রথমে অহিপারকের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ঐ গৃহ মনঃশিলাবর্ণের প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত, দ্বার-ও অট্টালিকাযুক্ত, সুশোভিত ও পরম রমণীয় ছিল। দাসী রাজার আগমনসংবাদ দিলে উন্মাদয়ন্তী পুষ্পকরণ্ড হস্তে লইয়া কিন্নরীলীলায় বাতায়নের নিকটে দাঁড়াইয়া রাজার মস্তকে পুষ্প নিক্ষেপ করিলেন। রাজা ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কামমদে এমন মত্ত হইলেন যে, তাঁহার আত্মসংবরণের ক্ষমতা রহিল না, গৃহ যে অহিপারকের ইঁহার তাঁহার জানিবার সাধ্য থাকিল না। তিনি সারথিকে সম্বোধন করিয়া দুইটী গাথায় জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. বলত, সুনন্দ, এই প্রাসাদ কাহার,
চতুর্দ্দিকে পাণ্ডুবর্ণ প্রাকার যাহার?
শৈলাগ্রে, আকাশ কিংবা অগ্নিশিখাসমা
কে অই রমণী হোথা অতি মনোরমা?

২. কার কন্যা ও রমণী? পুত্রবধু কার?
কোন ভাগ্যবান সেই, ভার্য্যা ও যাহার?
বল শীঘ্র, হে সুনন্দ, বল অই নারী
বিবাহিতা, ভর্ত্তৃমতী, অথবা কুমারী?

এই প্রশ্নের উত্তরে সারথি দুইটী গাথা বলিলেন :

৩. জানি আমি নরনাথ, ওঁর পরিচয়,
কে উহার মাতা, আর কে বা পিতা হয়।
স্বামীকেও জানি ওঁর, দিবারাত্র যিনি
সবাধানে হিত তব সাধেন, নৃমণি।

৪. মহর্দ্ধি, মহাঢ্য যিনি, মহাভাগ্যবান
অমাত্য অহিপারক তব, আয়ুষ্মান।
ঘরণী তাঁহার অই রমণী রতন;
উন্মাদয়ন্তী নাম উঁহার রাজন।

ইহা শুনিয়া রাজা ঐ রমণীর নামের প্রশংসা করিয়া একটী গাথা বলিলেন :

৫. অহো এর মাতাপিতা, আত্মীয়স্বজন
কি সুন্দর করিয়াছে নাম নির্ব্বাচন
একবার মাত্র মোরে নিরখিয়া, হায়,
উন্মাদয়ন্তী করে উন্মত্ত আমায়!

রাজা চিত্তবৈকল্যে-কম্পিত হইয়াছেন বুঝিয়া উন্মাদয়ন্তী বাতায়ন রুদ্ধ করিয়া শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন। এদিকে রাজা তাঁহাকে দেখিবার পর হইতেই নগর প্রদক্ষিণ করিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন। তিনি সারথিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'সৌম্য সুনন্দ, তুমি রথ ফিরাইয়া লও; এ উৎসব আমার সাজে না; ইহা সেনাপতি অহিপারকেই উপযুক্ত; এ রাজ্য তাঁহার পক্ষেই শোভা পায়।' ইহা বলিয়া তিনি রথ ফিরাইয়া প্রাসাদে প্রতিগমন করিলেন এবং রাজশয্যায় শয়ন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন :

৬. চকিতহরিণ-নয়না ললনা,
পারাবতপাদলোহিতবসনা,
পৌর্ণমাসী এই সন্ধ্যায় যখন
বাতায়ন-পথে দিল দরশন,
শুভ্র কান্তি তার নেহারি নয়নে
সবিস্ময়ে আমি ভাবিলাম মনে,
এক পূর্ণ শশী গগণে বিরাজে,
আর পূর্ণ শশী বাতায়ন মাঝে।

৭. ভ্রূলতা তাহার শোভে চাপাকার;
ইন্দীবর জিনি নয়ন সুন্দর;
একবারমাত্র করি নিরীক্ষণ
কাড়িয়া লইল সে আমার মন,
গিরিসানুদেশে কুসুমিত বনে
বীণার সংযোগে সুমধুর গানে
কিন্নরী যেমন কিম্পুরুষমন
অবলীলাক্রমে করে রে হরণ!

৮. সুদীর্ঘ সুন্দর দেহ সুগঠিত
একমাত্র বস্ত্রে ছিল আচ্ছাদিত।
কাঞ্চনের মত বরণ উজ্জ্বল[১]
কর্ণে দুলে চারু মণির কুণ্ডল।
করিল চকিতা মৃগীর মতন
অপাঙ্গ দৃষ্টিতে আমায় দর্শন।

৯. বাহু সুকুমার, রোম সুকোমল,
তাম্রবর্ণে নখ রঞ্জিত সকল;
চন্দনে চর্চিত চারু কলেবর,
সুবর্ত্তুল তার অঙ্গুলি নিকর;
তুষিবে কি কভু সে কল্যাণী, হায়,
আপাদমস্তক পরশি আমায়?

১০. সুবর্ণ কঞ্চুকে বক্ষ আচ্ছাদিত;
ক্ষীণ কটি হেরি কেশরী লজ্জিত;
কবে সুকোমল বাহুযুগে, হায়,
আলিঙ্গিবে সেই রমণী আমায়,
আলিঙ্গে যেমতি সাজি পুষ্পসাজে
লতাবধু বনে বনবৃক্ষরাজে?

১১. অলক্তাভ তার ওষ্ঠ, করতল;
শ্বেতপদ্মনিভ দেহ সুবিমল;
জলবিন্দুবৎ চারু-মণ্ডলিত
কুচযুগ তার বক্ষে বিরাজিত
পাশে থাকি মোর, হায়, সে কখন
আদান প্রদান করিবে চুম্বন,
মদ্যপে মদ্যপে আদান প্রদান
করি পাত্র যথা সুরা করে পান?

১২. বাতায়নে অবস্থিতা মনোরমা সুগাত্রীকে একবার করিয়া দর্শন
হয়েছি উন্মত্তপ্রায়; সাধ্য নাই আত্মবশে চিত্ত আর রাখিতে এখন।

১৩. মণিকুণ্ডলাভরণা উন্মাদয়ন্তীকে হেরি দিবারাত্র ছাড়ি দীর্ঘ শ্বাস,
হারায়ে বিপুল ধন ত্যজি নিদ্রা লোকে যথা অনুক্ষণ করে হা হুতাশ।

---

[১]। মূলে উন্মাদয়ন্তীকে এই গাথায় 'সামা' (শ্যামা) বলা হইয়াছে। টীকাকার সংস্কৃত অভিধানের অনুকরণ করিয়া ইহার অর্থ করিয়াছেন 'সুবন্নসামা'। কিন্তু ষষ্ঠ গাথায় 'পুণ্ডরীকত্তচাঙ্গী' এই বিশেষণ দ্বারা নায়িকাকে শুভ্রবর্ণা বলা হইয়াছে।

১৪. বলেন বাসব যদি, 'ইচ্ছামত মাগ বর', চাহিব যুড়িয়া দুই কর,
'দুই এক রাত্রি তরে অহিপারক আমারে দয়া করি কর, পুরন্দর;
উন্মাদয়ন্তীর সনে করি কেলি হৃষ্ট মনে হব পুনঃ শিবিনরবর।'

অন্যান্য অমাত্যেরা গিয়া অহিপারককে বলিলেন, 'মহাশয়, রাজা নগর প্রদক্ষিণ করিতে গিয়া আপনার গৃহদ্বার হইতেই ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছেন।' অহিপারক গৃহে ফিরিয়া উন্মাদয়ন্তীকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'ভদ্রে, তুমি রাজার সম্মুখে দেখা দিয়াছ কি?' উন্মাদয়ন্তী বলিলেন, 'স্বামিন, এক লম্বোদর, দীর্ঘদন্ত ব্যক্তি রথে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিল; সে রাজা, কি রাজপুরুষ, তাহা আমি জানি না। শুনলাম লোকটা না কি উচ্চপদস্থ, সেই জন্য বাতায়নে দাঁড়াইয়া পুষ্প নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। সে তৎক্ষণাৎ রথ ফিরাইয়া চলিয়া গিয়াছিল।' ইহা শুনিয়া অহিপারক বলিলেন, 'তুমি সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছ।'

পরদিন অহিপারক রাজভবনে গমন করিলেন এবং রাজার শয়নকক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া শুনিলেন, রাজা উন্মাদয়ন্তীকে উদ্দেশ করিয়া বিলাপ করিতেছেন। তিনি বুঝিলেন, রাজা উন্মাদয়ন্তীর প্রতি একান্ত অনুরুক্ত হইয়াছেন; উন্মাদয়ন্তীকে না পাইলে তাঁহার মৃত্যু হইবে। এই জন্য তিনি স্থির করিলেন, যাহাতে রাজার এবং তাঁহার নিজের কোন অপবাদ না ঘটে, এমন কোন উপায়ে রাজার প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে। তিনি গৃহে ফিরিয়া এক দৃঢ়মন্ত্র ভৃত্যকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'বাপু, অমুক জায়গায় একটা ভিতর-ফাঁপা চৈত্য গাছ আছে। তুমি কাহাকেও না জানাইয়া উহার মধ্যে বসিয়া থাক। আমি পূজা দিবার জন্য সেখানে যাইব এবং দেবতাকে প্রণাম করিবারকালে বলিব, 'দেবরাজ, নগরে উৎসব হইতেছে, অথচ আমাদের রাজা তাহাতে যোগ না দিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন এবং সেখানে শুইয়া বিলাপ করিতেছেন; ইঁহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। রাজা দেবতাদিগের একান্ত ভক্ত (বহূপকারক); তিনি প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র মুদ্রাব্যয়ে তাঁহাদের পূজা করিয়া থাকেন; কি হেতু রাজা এরূপ অসম্বন্ধ প্রলাপ করিতেছেন, দয়া করিয়া তাহা বলুন এবং রাজার প্রাণরক্ষা করুন।' আমি এইরূপ প্রার্থনা করিলে তুমি উত্তর দিবে, 'সেনাপতি, তোমাদের রাজার কোন ব্যাধি হয় নাই; তিনি তোমার ভার্য্যা উন্মাদয়ন্তীকে দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছেন। উন্মাদয়ন্তীকে লাভ করিলেই তিনি বাঁচিবেন, নচেৎ তাঁহার মরণ হইবে। যদি তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিতে চাও, তাহা হইলে উন্মাদয়ন্তীকে তাঁহার হস্তে দান কর।' অহিপারক ভৃত্যকে উত্তমরূপে এই শিক্ষা দিয়া ঐ চৈত্যে প্রেরণ করিলেন; সে গিয়া ঐ বৃক্ষের কোটরে বসিয়া থাকিল। পরদিন অহিপারক সেখানে গিয়া উত্তমরূপে প্রার্থনা করিলে ভৃত্য শিক্ষামত উত্তর দিল; সেনাপতি

'যে আজ্ঞা' বলিয়া দেবতাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক অমাত্যদিগকে দৈববাণী জানাইলেন এবং নগরে গিয়া রাজপ্রাসাদে আরোহণ করিয়া রাজার শয়নগৃহের দ্বারে ঘা দিলেন। রাজা চিত্তস্থৈর্য্য লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে ওখানে।' সেনাপতি বলিলেন, 'মহারাজ, আমি অহিপারক।' ইহা শুনিয়া রাজা দরজা খুলিলেন; অহিপারক কক্ষে প্রবেশ করিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন :

১৫. ভূতবলি দিয়া যবে করিলাম প্রণিপাত,
যক্ষ এক দেখা দিয়া বলে মোরে, নরনাথ,
'উন্মাদয়ন্তীর রূপে রাজার বিমুগ্ধ মন।'
তাই আমি হৃষ্টমনে করি তারে সমর্পণ।
উন্মাদয়ন্তীরে, ভূপ, লও করি নিজ দাসী;
সুখী তার সহবাসে হও তুমি দিবানিশি।

ইহা শুনিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সৌম্য অহিপারক, আমি যে উন্মাদয়ন্তীর রূপে মোহিত হইয়া বিলাপ করিতেছি, একথা তবে কি যক্ষেরাও জানিতে পারিয়াছে?' অহিপারক বলিলেন, 'হাঁ, মহারাজ।' 'অহো, আমার চরিত্রহীনতার কথা ত্রিভুবনে সকলেরই নিকট প্রকটিত হইল!' এই আক্ষেপ করিয়া রাজা নিতান্ত লজ্জিত হইলেন এবং ধর্ম্মে দৃঢ়রূপে আস্থাস্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন :

১৬. হইলে পুণ্যের ধ্বংস অমরত্বলাভ আমি পারিব না করিতে কখন;
আমার এ পাপকথা ত্রিভুবনে কারো কাছে থাকিবে না নিশ্চয় গোপন।
উন্মাদয়ন্তীরে যদি কর মোরে সমর্পণ, দুঃখ তব হইবেক অতি;
সে যে তব প্রাণপ্রিয়া; কেমনে সহিবে, বল, অদর্শন তার, সেনাপতি?

অতঃপর যে গাথাগুলি প্রদত্ত হইতেছে সেগুলি উভয়ের বচনপ্রতিবচন—

১৭. 'তুমি আর আমি ছাড়া শুন, নরবর,
এ কার্য্য না হবে অন্য কাহারো গোচর।
উন্মাদয়ন্তীরে আমি করিলাম দান;
ভুঞ্জি তারে কর কামতৃষ্ণার নির্ব্বাণ।
পুরিলে বাসনা তব, ইচ্ছা যদি হয়,
ফিরাইয়া তারে শেষে দিও, মহাশয়।'

১৮. 'পাপ করি কেহ যদি ভাবে মনে মনে,
জানিবে না এ দুষ্কর্ম অন্য কোন জনে,
কি ভীষণ ভ্রান্তি তার! আছে ভূতগণ,
আছেন বুদ্ধাদি প্রজ্ঞাবান বহুজন,

অগোচর যাঁহাদের কিছুমাত্র নাই;
গোপন না থাকে পাপ তাঁহাদের ঠাঁই।

১৯. উন্মাদয়ন্তী তব প্রিয়া কভু নয়,
এ কথা না কোন জন করিবে প্রত্যয়।
প্রিয়া উন্মাদয়ন্তীরে কর যদি দান,
অদর্শনে তাহার ত্যজিবে তুমি প্রাণ।'

২০. 'সত্য বটে সে আমার প্রীতির আধার;
করে নাই কোন দিন অপ্রিয় আমার।
আনিতে অনিচ্ছা তাই যদ্যপি এখানে
অবাধে চলিয়া যাও তার বাসস্থানে,
যায় যথা কামবশে গুহার ভিতরে
সিংহীপাশে মৃগরাজ নির্ভয় অন্তরে।'

২১. 'আত্মদুঃখে যদিও বা অভিভূত হয়,
শুভফল কর্ম্ম সুধী ত্যজে না নিশ্চয়।
মূঢ় যারা, ভোগসুখে রত অনুক্ষণ,
তাহারাও পাপ কর্ম্ম করে না এমন।'

২২. 'তুমি মোর মাতা, পিতা, দেবতা, পোষক
সদার-অপত্য আমি তোমার সেবক।
উন্মাদয়ন্তীরে আমি দিলাম তোমায়;
যথাসুখ রত হও কামের সেবায়।'

২৩. 'আমি প্রভু, এ বিশ্বাসে পাপ যেই করে,
করি পাপ অনুতাপ না ভোগে অন্তরে,
দীর্ঘপরমায়ুলাভ ভাগ্যে নাই তার;
হয় সে কোপের পাত্র সদা দেবতার।'

২৪. 'যার বস্তু সেই যদি করে তাহা দান,
ধার্ম্মিক পারেন তাহা করিতে আদান,
দাতা ও গৃহীতা হেন ক্ষেত্রে দুই জন
শুভফলপ্রদ কর্ম্ম করে সম্পাদন।'

২৫. 'উন্মাদয়ন্তী তব প্রিয় কভু নয়,
এ কথা না কোন জন করিবে প্রত্যয়।
প্রিয়া উন্মাদয়ন্তীরে কর যদি দান,
অদর্শনে তাহার ত্যজিবে তুমি প্রাণ।'

২৬. ‘সত্য বটে সে আমার প্রীতির আধার;
করে নাই কোন দিন অপ্রিয় আমার।
উন্মাদয়ন্তীরে তবু করিলাম দান;
ভুঞ্জি তারে কর কামতৃষ্ণার নির্ব্বাণ।
পূরিলে বাসনা তব, ইচ্ছা যদি হয়,
ফিরাইয়া তারে শেষে দিও, মহাশয়।’

২৭. ‘নিজ দুঃখ নাশ তরে পরে দুঃখী করে,
নিজ সুখ হেতু যেই পরসুখ হরে,
ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম জানা তার নাই;
আত্মপরে সমভাব ধার্ম্মিকের ঠাঁই।

২৮. উন্মাদয়ন্তী তব প্রিয়া কভু নয়,
এ কথা না কোন জন করিবে প্রত্যয়।
প্রিয়া উন্মাদয়ন্তীরে কর যদি দান,
অদর্শনে তাহার ত্যজিবে তুমি প্রাণ।’

২৯. ‘সত্য বটে সে আমার প্রীতির আধার;
করে নাই কোন দিন অপ্রিয় আমার।
প্রিয়কামী হয়ে প্রিয় দিলাম তোমায়;
প্রিয়দ সংসারে, ভূপ, প্রিয় বস্তু পায়।’

৩০. ‘অতৃপ্ত কামনা হেতু প্রাণ যদি যায়,
যাউক, আমার তত দুঃখ নাই তায়,
যত দুঃখ পাব, যদি অধর্ম্ম আচরি
আত্মসুখ হেতু আমি ধর্ম্মে বধ করি।’

৩১. ‘সে আমার ধর্ম্মপত্নী এই ভাবি যদি
লইতে তাহার ইচ্ছা না কর, ভূপতি,
সর্ব্বজনে সাক্ষী করি বিবাহ-বন্ধন
হৃষ্টচিত্তে, নরনাথ, করিব ছেদন।
মুক্তি আমি এইরূপে করিলে প্রদান
নিজ পাশে লও তারে করিয়া আহ্বান।’

৩২. ‘বিনা অপরাধে পত্নী করিলে বর্জ্জন
হবে তুমি মহাঘোর নিন্দার ভাজন।
অকৃত্য করেছ তুমি, লোকে ইহা কবে;
বিপক্ষ হইবে তব নাগরিক সবে।
হিতকারী তুমি মোর; পারি কি করিতে

এমন অনিষ্ট তব জীবন থাকিতে?'

৩৩. 'সহিব সহস্র নিন্দা অম্লানবদনে;
তিরস্কার পুরস্কার তুচ্ছ ভাবি মনে।
ঘটুক যা' ভাগ্যে আছে আমার, রাজন;
ভুঞ্জি কাম হও তুমি সুখের ভাজন।'

৩৪. 'নিন্দা ও প্রশংসা দুই তুচ্ছ করে জ্ঞান,
তুল্য মনে করে যেই ভর্ৎসনা-সম্মান,
কীর্ত্তি-লক্ষ্মী হেন জনে ছাড়িয়া পলায়,
স্থল হতে বৃষ্টিজল যথা চলি যায়।'

৩৫. 'ইহা হতে হোক সুখ, দুঃখ বা উদ্ভুত,
ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ইহা, কিংবা অরুন্তুদ,
বুক পাতি ফলাফল লইব ইঁহার,
সর্ব্বংসহা বহে যথা সকলের ভার।
অর্হন কি পৃথগ্‌জন[১], না করি বিচার
ধরিত্রী বহেন বুকে ভার সবাকার।'

৩৬. 'ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কর্ম্ম, কিংবা যাহা হতে
মনস্তাপ পাবে অন্যে, চাই না করিতে।
একাকী নিজের দুঃখ বহন করিব,
ধর্ম্মে থাকি কারো মনে কষ্ট নাহি দিব।'

৩৭. 'স্বর্গফলপ্রদ পুণ্যকর্ম্ম-অনুষ্ঠানে
হইও না অন্তরায় তুমি বাধাদানে।
দিলাম প্রসন্নমনে উন্মাদয়ন্তীরে,
দক্ষিণা যেমন দেয় যজ্ঞে ঋত্বিকেরে।'

৩৮. 'তুমি সৌম্য, আমার পরমহিতকারী,
তোমাকে, পত্নীকে তব সখা মনে করি।
লইলে পত্নীরে তব, দেব, পিতৃগণ
সবার নিকটে হব ঘৃণার ভাজন।
ইহলোক ত্যজি যবে পরলোকে যাব
এ পাপে নরকে পড়ি মহা দুঃখ পাব।'

---

[১]। মূলে 'পাবরানং তসানং' আছে। থাবর = স্থাবর; তস = ত্রস বা জঙ্গম। কিন্তু পালি সাহিত্যে এই দুইটী শব্দ বিশিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয়। স্থাবর = ক্ষীণাস্রব বা অর্হন ত্রস = পৃথগ্‌জন। তৃষ্ণাবশে ত্রস এবং তৃষ্ণাভাবে স্থাবর।

৩৯. ‘নরনাথ, কিছু মাত্র দোষ এতে নাই;
পৌর-জানপদগণ বলিবে সবাই,
উন্মাদয়ন্তীরে আমি করিয়াছি দান।
ভুঞ্জি তারে কর কামতৃষ্ণার নির্ব্বাণ।
পূরিলে বাসনা তব, ইচ্ছা যদি হয়,
ফিরাইয়া দিও তারে শেষে, মহাশয়।’

৪০. ‘তুমি, সৌম্য, আমার পরম হিতকারী;
তোমাকে, পত্নীকে তব সখা মনে করি।
সুকীর্ত্তিত সাধুদের ধর্ম্ম সনাতন
সমুদ্র-বেলার মত দূর-অতিক্রম।’

৪১. ‘পূজ্য তুমি, দয়াময়, বিধাতা আমার;
সর্ব্বদা পূরণ কর সব বাসনার।
উন্মাদয়ন্তীরে আমি করিনু অর্পণ;
মাগি ভিক্ষা; এই দান করহ গ্রহণ।’

৪২. ‘সত্য বটে পালিয়াছ তুমি পুত্রবৎ
আমার হিতের তরে ধর্ম্ম এ যাবৎ।
(কিন্তু শত্রুবৎ তব আচরণ আজ;
করাইতে চাও মোরে নিন্দনীয় কাজ।)
আমি ছাড়া পৃথিবীতে আছে কোন জন,
তব পত্নী প্রতি হয়ে প্রতিবদ্ধমন,
প্রভাতে ছেদন করি মস্তক তোমার
করিত না যে বাসনা পূর্ণ আপনার[১]?’

৪৩. ‘নৃপতি-সমাজে তুমি শ্রেষ্ঠ সবাকার
তোমা হতে বিজ্ঞ কোন ব্যক্তি নাই আর।
ধর্ম্মজ্ঞ, সুপ্রাজ্ঞ তুমি, ধর্ম্মের রক্ষণ
অবহিতচিত্তে তুমি কর অনুক্ষণ।
সুচরিত ধর্ম্মবলে রক্ষা তুমি পাবে,
দীর্ঘজীবী হবে তুমি ধর্ম্মের প্রভাবে।
দয়া করি, ধর্ম্মপাল, পড়ি তব পায়,
ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝাও আমায়।’

---

[১]। গাথাটী দুরান্বয়। আমি টীকাকারের অনুসরণ করিয়া ইহার সুসঙ্গত তাৎপর্য্য দিলাম। ইংরাজী অনুবাদে অর্থবিকৃতি ঘটিয়াছে।

৪৪. ‘শুনহে, অহিপারক, আমার বচন,
বুঝাইব ধর্ম্ম, যাহা সেবে সাধুগণ।

৪৫. রাজা সাধু, যদি তাঁর ধর্ম্মে থাকে মন;
লোক সাধু, যদি তাঁর থাকে প্রজ্ঞাধন।
সেও সাধু, মিত্রের যে করেনা ক ক্ষতি;
পাপপরিহার হয় সুখকর অতি।

৪৬. ধার্ম্মিক, অক্রোধ যদি হন নরপতি,
প্রজারা তাঁহার রাজ্যে সুখী হয় অতি;
দারাপুত্রজ্ঞাতিসহ জীবন কাটায়
স্ব স্ব গৃহে সুখে, যেন শীতল ছায়ায়।

৪৭. না চিন্তিয়া পরিণাম হন পাপাচার,
না জানি, না শুনি নিজে করেন বিচার,
বড়ই ঘৃণার পাত্র হেন রাজগণ;
দৃষ্টান্ত দেখিয়া বুঝ ইঁহার কারণ।

৪৮. গোগণে নদীর পারে লইবার কালে
পুঙ্গব নিজেই যদি বক্রপথে চলে,
পালের সমস্ত গরু নেতার পশ্চাতে
ঋজুপথ পরিহরি চলে বক্র পথে।

৪৯. সেইরূপ লোকে যাঁরে শ্রেষ্ঠ বলি মানে
সমাজের নেতা বলি সর্ব্বলোকে জানে,
তিনি যদি হন নিজে পাপাচারে রত,
দেখি তাঁরে পাপপথে ধায় অন্য যত।
অধর্ম্মের পথে যদি চলেন নৃপতি,
রাজ্যের সর্ব্বত্র হয় অশেষ দুর্গতি।

৫০. গোগণে নদীর পারে লইবার কালে
পুঙ্গব নিজেও যদি ঋজুপথে চলে,
পালের সমস্ত গরু নেতারে দেখিয়া
উত্তীর্ণ হইয়া থাকে ঋজুপথে গিয়া।

৫১. সেইরূপ লোকে যাঁরে শ্রেষ্ঠ বলি মানে,
সমাজের নেতা বলি সর্ব্বলোকে জানে,
তিনি যদি হন নিজে পুণ্যব্রতে রত,
দেখি তাঁরে পুণ্যপথে চলে অন্য যত।
ধার্ম্মিক রাজার রাজ্যে সুখী সর্ব্বজন;

পুণ্যপথে করে সবে সদা বিচরণ[১]।

৫২. সকলেই ইচ্ছা করে পেতে অমরত্ব,
পৃথিবী মণ্ডলে একচ্ছত্র আধিপত্য।
তথাপি না চাই আমি এ সব লভিতে।
যদি হয় অধর্ম্মের পথে বিচরিতে।

৫৩. আছে এই ধরাধামে যে সব রতন,
গো, দাস, হরিচন্দন, বসন, কাঞ্চন,

৫৪. অশ্বী, স্ত্রী, মাণিক্য, রত্ন, মুকুতা, প্রবাল,—
চন্দ্র সূর্য্য দিবারাত্র রক্ষে যে সকল[২]—
চলি না বিষম পথে এ সব লভিতে।
শিবিদের নেতৃরূপে জন্মেছি মহীতে।

৫৫. নেতা আমি, পিতা আমি, শ্রেষ্ঠাসনাসীন,
রাষ্ট্রপাল, শিবিধর্ম্মরক্ষণে প্রবীণ।
সেই সনাতন ধর্ম্ম করিয়া স্মরণ
আত্মচিত্তবশ আমি হব না কখন।'

৫৬. 'প্রকৃতই মহারাজ, অব্যাসন, শুভঙ্কর রাজত্ব তোমার।
কর রাজ্য দীর্ঘকাল; হও নিত্য অধিকারী পর্য্যাপ্ত প্রজ্ঞার।

৫৭. ধর্ম্মচ্যুত কভু তুমি হওনা, সে হেতু মোরা সুখী সর্ব্বজন।
ধর্ম্মপথ ছাড়ি দিলে রাজত্ব-প্রভুভ্রষ্ট হয় রাজগণ।

৫৮. মাতার, পিতার সেবা যথাধর্ম্ম কর তুমি, ক্ষত্রিয় রাজন;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৫৯. তব দারাসুতগণ—যথাধর্ম্ম পাল সবে, ক্ষত্রিয় রাজন;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৬০. মিত্রামাত্যগণ তব—যথাধর্ম্ম পাল সবে, ক্ষত্রিয় রাজন;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৬১. যুদ্ধযাত্রা আদি তব হয় যেন যথাধর্ম্ম, ক্ষত্রিয় রাজন;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৬২. কি নগরে, কিবা গ্রামে যথাধর্ম্ম রক্ষা প্রজা, ক্ষত্রিয় রাজন;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

---

[১]। ৪৮, ৪৯, ৫০ ও ৫১ সংখ্যক গাথা তৃতীয় খণ্ডের রাজাববাদ-জাতকেও (৩৩৪) আছে।

[২]। অর্থাৎ সে সকল বস্তুর উপর চন্দ্রসূর্য্যের আলোক পতিত হয় (ইহাতে সমস্ত রত্নই বুঝিতে হইবে)।

৬৩. পৌর-জানপদগণে যথাধর্ম্ম পাল তুমি, ক্ষত্রিয় রাজন;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৬৪. শ্রমণব্রাহ্মণগণে যথাধর্ম্ম কর শ্রদ্ধা, ক্ষত্রিয় রাজন;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৬৫. ইতর জীবের প্রতি যথাধর্ম্ম কর দয়া, ক্ষত্রিয় রাজন;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৬৬. ধর্ম্মচর্য্যা কর, দেব প্রমাদ ইহাতে যেন হয় না কখন;
ধর্ম্মবলে স্বর্গলাভ করিলেন ইন্দ্র-আদি দেবতাব্রাহ্মণ[১]।

সেনাপতি অহিপারক রাজার নিকট এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিলে তিনি উন্মাদয়ন্তীর প্রতি অনুরাগ পরিহার করিলেন।

শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন সারথি সুনন্দ, সারিপুত্র ছিলেন অহিপারক, উৎপলবর্ণা ছিলেন উন্মাদয়ন্তী অন্যান্য বুদ্ধশিষ্যগণ ছিলেন অপরাপর ব্যক্তি এবং আমি ছিলাম শিবিরাজ।

---

৫২৮. মাহবোধি-জাতক[২]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে প্রজ্ঞাপারমিতার সম্বন্ধে এই গাথা বলিয়াছিলেন। ইঁহার বর্ত্তমান বস্তু মহাউন্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) বলা হইবে। এই প্রসঙ্গেও শাস্তা বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত প্রজ্ঞাবান এবং বিরুদ্ধমত-মর্দ্দক ছিলেন। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিয়াছিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে এক অশীতি কোটি বিভবসম্পন্ন উদীচ্য ব্রাহ্মণ মহাসারকুলে[৩] জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার

---

[১]। ৫৮ হইতে ৬৬ সংখ্যক গাথাগুলি তৃতীয় খণ্ডের রোহন্তমৃগ-জাতকের (৫০১) পাদটীকায় এবং বর্ত্তমান খণ্ডের ত্রিশকুন জাতকে (৫২১) অবিকল একভাবে দেখা গিয়াছে।

[২]। জাতকমালা, ২৩ (মহাবোধি-জাতক) এবং শ্রামণ্যফলসূত্র দ্রষ্টব্য।

[৩]। মহাসার (মহাশাল?) = প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও গৃহপতিভেদে মহাসার ত্রিবিধ।

নাম ছিল বোধিকুমার। তিনি তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে ফিরিবার পর কিছুদিন গৃহধর্ম্মে মন দিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক হিমালয়ে প্রবেশ করেন এবং প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া সেখানে ফলমূলাহারে দীর্ঘকাল যাপন করেন।

বোধিসত্ত্ব একবার বর্ষাকালে হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে বারাণসীতে গমন করিলেন এবং প্রথম দিন রাজ্যোদ্যানে থাকিয়া পরদিন পরিব্রাজকের বেশে ভিক্ষার জন্য নগরে প্রবেশপূর্ব্বক রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। রাজা প্রাসাদ-বাতায়নে উপবিষ্ট ছিলেন; তিনি বোধিসত্ত্বের প্রশান্তমূর্ত্তি দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে প্রাসাদে আনয়ন করিয়া রাজপল্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন। পরস্পর প্রীতিসম্ভাষণের পর কিয়ৎক্ষণ ধর্ম্মকথা শুনিয়া রাজা বোধিসত্ত্বের ভোজনার্থ নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্য দেওয়াইলেন। মহাসত্ত্ব আহারান্তে ভাবিলেন, 'এই রাজভবন বহুদ্বেষপূর্ণ ও বহুশত্রু-সমাকুল। আমার ভয়ের কোন কারণ উৎপন্ন হইলে কে আমাকে তাহা হইতে পরিত্রাণ করিবে? তাঁহার অদূরে রাজার প্রিয় একটী পিঙ্গলবর্ণ কুক্কুর ছিল। তিনি উহাকে দেখিয়া একটা বড় অন্নপিণ্ড হাতে লইয়া তাহা এমনভাবে দেখাইলেন, যেন উহাকেই দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। রাজা ইহা বুঝিতে পারিয়া কুক্কুরের ভোজনপাত্র আনাইলেন এবং ঐ অন্নপিণ্ড গ্রহণ করাইয়া উহাকে দেওয়াইলেন। বোধিসত্ত্বও কুক্কুরের অন্নপিণ্ড দান করিয়া নিজের আহার শেষ করিলেন।

অতঃপর রাজা বোধিসত্ত্বের অনুমতি লইয়া নগরের অভ্যন্তরের রাজোদ্যানে এক পর্ণশালা নির্ম্মাণ করাইলেন এবং প্রব্রাজকদিগের ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্য দিয়া সেখানে তাঁহাকে বাস করাইলেন। রাজা প্রতিদিন দুই তিন বার সেই পর্ণশালায় গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতেন। ভোজনকালে কিন্তু মহাসত্ত্ব রাজপল্যঙ্কেই বসিতেন এবং রাজভোজ্য দ্রব্য আহার করিতেন। এইরূপ দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল।

এই রাজার পাঁচ জন অমাত্য অর্থের ও ধর্ম্মের অনুশাসন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন অহেতুবাদী, একজন ছিলেন ঈশ্বরকারণবাদী, একজন ছিলেন পূর্ব্বকৃতবাদী, একজন ছিলেন উচ্ছেদবাদী এবং একজন ছিলেন ক্ষাত্রবিদ্যাবাদী। অহেতুবাদী লোককে শিক্ষা দিতেন যে, জীবগণ পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া শুদ্ধি লাভ করে; ঈশ্বরকারণবাদী শিক্ষা দিতেন যে, এই জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি; পূর্বকৃতবাদী বলিতেন, জীবের যে দুঃখ হয়, তাহা পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল; উচ্ছেদবাদী বলিতেন যে, কেহই ইহলোক হইতে পরলোক যায় না; ইহলোকে সব বিনষ্ট হয়; ক্ষাত্রবিদ্যাবাদী বলিতেন, মাতাপিতাকেও নিধন করিয়া

স্বার্থসিদ্ধি করা যাইতে পারে[১]। ইঁহারা রাজার ধর্ম্মাধিকরণে নিযুক্ত লইয়া উৎকোচ গ্রহণ করিতেন এবং যে ধন যাহার নয়, তাহাকেই তাহা দেওয়াইতেন।

একদিন এক ব্যক্তি কূটবিবাদে পরাজিত হইয়া যাইতেছে, এমন সময়ে মহাসত্ত্বকে ভিক্ষার্থ রাজভবনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিল, 'ভদন্ত আপনি রাজভবনে নিত্য ভোজন করেন; তথাপি বিনিশ্চয়ামাত্যেরা উৎকোচ লইয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে; আপনি কেন ইহা উপেক্ষা করিতেছেন? এই মাত্র পাঁচ জন অমাত্য কূটবিবাদকারীর হস্ত হইতে উৎকোচ লইয়া, যেন প্রকৃত স্বত্ববান তাহাকে নিঃস্বত্ব করিয়াছে।' লোকটার পরিবেদন শুনিয়া বোধিসত্ত্বের করুণা হইল। তিনি বিনিশ্চয়াগারে গিয়া যথাধর্ম্ম প্রকৃত স্বত্ববানকেই স্বত্ববান করিলেন; ইহাতে সমবেত সমস্ত লোকে একবাক্যে মহাশব্দে তাঁহাকে সাধুকার দিল। রাজা সেই শব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি জন্য এ শব্দ হইতেছে?' তিনি উহার কারণ জানিয়া মহাসত্ত্বের ভোজনান্তে তাঁহার নিকটে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদন্ত না কি আজ বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়াছেন?' মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'হাঁ, মহারাজ।' 'ভদন্ত, আপনি বিবাদের বিচার করিলে বহুজনের উপকার হইবে। এখন হইতে আপনিই বিচারের ভার গ্রহণ করুন।' 'মহারাজ, আমি প্রব্রাজক; ইহা ত আমার কর্ম্ম নয়।' 'ভদন্ত, বহুলোকের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া আপনার এই কাজ করা উচিত। আপনাকে যে সারাদিন বিচার করিতে হইবে, এমন নহে। আপনি যখন প্রাতঃকালে উদ্যান হইতে এখানে আসিবেন, তখন একবার বিনিশ্চয়াগারে গিয়া চারিটী বিবাদের বিচার করিবেন; আহারান্তে উদ্যানে ফিরিবার কালেও চারিটী বিবাদের বিচার করিবেন। ইহাতেই বহুলোকের উপকার হইবে।' রাজা পুনঃ পুনঃ এইরূপ প্রার্থনা করিলে 'আচ্ছা, মহারাজ, তাহাই করিব' বলিয়া মহাসত্ত্ব তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং তখন হইতে ঐরূপ বিচার করিতে লাগিলেন। ইহাতে কূটবিবাদকারীরা আর সুযোগ পাইল না; সেই অমাত্যেরাও আর উৎকোচ না

---

[১]। অহেতুবাদীর ও পূর্ব্বকৃতবাদীর মত এখানে যেভাবে বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে বৌদ্ধমতের সহিত ইহাদের পার্থক্য সুস্পষ্ট প্রদর্শিত হয় নাই। অহেতুবাদীরা বলেন, জীবগণ জন্ম-জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া উত্তরোত্তর শুদ্ধির মার্গেই অগ্রসর হয়; তাহাদের অধোগতি হয় না। কিন্তু বৌদ্ধমতে কর্ম্মানুসারে ঊর্দ্ধগতি ও অধোগতি উভয়ই সম্ভবপর। পূর্ব্বকৃতবাদীর মত আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই; আমরা পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফলে যন্ত্রের মত চালিত হইতেছি; ইহার প্রতিকূলে চলা আমাদের অসাধ্য। কিন্তু বৌদ্ধেরা বলেন, ইহজীবনের সুখদুঃখ পূর্ব্বকৃতকর্ম্মফল বটে; কিন্তু আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতাও আছে; আমরা বীর্য্য, উদ্যম বা পুরুষকারবলে সৎকর্ম্ম করিয়া, ইহকালে না হউক, অন্তত পরকালেও সুখী হইতে পারি।

পাইয়া দুরবস্থাপন্ন হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, 'যে দিন হইতে বোধিপ্রব্রাজক বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই দিন হইতে আমরা কিছুই পাইতেছি না।' লোকটা যে রাজার শত্রু, ইহা বলিয়া আমরা রাজার মন ভাঙ্গাইয়া তাঁহার প্রাণ নাশ করাইব।' এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা একদিন রাজার নিকটে গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, বোধিপরিব্রাজক আপনার অনর্থকারক।' রাজা তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বলিলেন, 'এই পরিব্রাজক শীলবান ও প্রজ্ঞাবান; ইনি কখনও এমন কাজ (আমার শত্রুতা) করিবেন না।' 'মহারাজ, তিনি সমস্ত নগরবাসীকে নিজের হস্তগত করিয়াছেন; কেবল আমাদিগকে এই পাঁচজনকে পারেন নাই। আমাদের কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, তবে তিনি যখন এখানে আসিবেন, তখন একবার দেখিবেন, তাঁহার অনুচর কত?'

'বেশ বলিয়াছ' বলিয়া রাজা প্রাসাদ-বাতায়নে অবস্থিত হইয়া বোধিসত্ত্বের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে বহুলোকের সহিত আসিতে দেখিলেন। ইঁহারা যে বিচারপ্রার্থী এবং বোধিসত্ত্বের অজ্ঞাতসারেই তাহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে, রাজা ইহা জানেন না; তিনি ভাবিলেন, ইঁহারা বোধিসত্ত্বের বশবর্ত্তী অনুচর। ইহাতে তাঁহার মনে ঘোর সন্দেহ জন্মিল; তিনি সেই অমাত্যদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন কি করা যায়?' অমাত্যেরা বলিলেন, 'লোকটাকে বন্দী করুন, মহারাজ।' 'কোন গুরু অপরাধ না দেখিলে কিরূপে বন্দী করিব?' 'তবে, মহারাজ, ইঁহার প্রতি সাধারণত যে সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহা হ্রাস করুন; আদরযত্নের ত্রুটি দেখিলে বুদ্ধিমান প্রব্রাজক কাহাকে কিছু না বলিয়া নিজেই পলাইয়া যাইবেন।' রাজা এই প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিয়া ক্রমশ বোধিসত্ত্বের প্রতি সম্মানের হ্রাস করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথম দিনে তাঁহাকে বসিবার জন্য আস্তরণহীন পল্যঙ্ক দিলেন। বোধিসত্ত্ব পল্যঙ্ক দেখিয়াই বুঝিলেন, কেহ রাজার মন ভাঙ্গাইয়াছে। তিনি উদ্যানে গিয়া সেই দিনই প্রস্থান করিবার ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু তাহার পর ভাবিলেন, ভালরূপে জানিয়া শুনিয়া যাইব। কাজেই তিনি সে দিন প্রস্থান করিলেন না। ইঁহার পর দিন তিনি যখন সেই আস্তরণহীন পল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন, তখন রাজার জন্য যে খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার সহিত অন্য খাদ্য মিশাইয়া তাঁহাকে খাইতে দেওয়া হইল; তৃতীয় দিনে কেহ তাঁহাকে উপরে উঠিতে দিল না; সিঁড়ির মাথায় বসাইয়াই ঐরূপ মিশ্রখাদ্য দিল; তিনি উহা লইয়া উদ্যানে গিয়া ভোজন করিলেন। চতুর্থ দিনে রাজার লোকে তাঁহাকে নিম্নতলে বসাইয়া ক্ষুদের যাউ দিল; তিনি উহাই লইয়া উদ্যানে গিয়া খাইলেন। অনন্তর রাজা অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাবোধি প্রব্রাজক আদরযত্নের হ্রাস হইয়াছে দেখিয়াও প্রস্থান করিতেছেন না; এখন কর্ত্তব্য কি?' অমাত্যেরা বলিলেন, 'মহারাজ, তিনি

অন্নের জন্য আসেন না, ছত্রের[১] জন্য আসেন। যদি অন্ন প্রাপ্তিই তাঁহার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে প্রথম দিনেই তিনি চলিয়া যাইতেন।' 'এখন কি করিতে হইবে, বল।' 'কালই তাঁহার প্রাণবধের ব্যবস্থা করুন।' 'বেশ, তাহাই কর' বলিয়া রাজা অমাত্যদিগের হস্তে তরবারি দিয়া বলিলেন, 'তোমরা দ্বারের অন্তরালে লুকাইয়া থাকিবে; তিনি যখন প্রবেশ করিবেন, তখনই তাঁহার মাথাটা কাটিবে, সমস্ত দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাহাকেও না জানাইয়া পায়খানায় ফেলিয়া দিবে এবং স্নান করিয়া আসিবে।'

অমাত্যেরা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং 'কাল আসিয়া এই কাজই করিব' ইহা বলিয়া পরস্পরের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশপূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেলেন। রাজাও আহারান্তে রাজশয্যায় শয়ন করিলেন। তখন মহাসত্ত্বের গুণের কথা তাঁহার স্মরণ হইল; তখনই তাঁহার মনে মহাশোক জন্মিল, তাঁহার শরীর হইতে ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইতে লাগিল; তিনি শয়নে স্বস্তি না পাইয়া এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন। অগ্রমহিষী তাঁহার পাশে শুইয়া ছিলেন; রাজা তাঁহার সহিত বাক্যালাপ পর্যন্ত করিলেন না। মহিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ যে আজ আমার সহিত কথা বলিতেছেন না; আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি?' 'তুমি কোন অপরাধ কর নাই, দেবি! কিন্তু শুনিতেছি বোধি-প্রব্রাজক নাকি আমার শত্রু হইয়াছেন?' 'আমি তাঁহার প্রাণবধের জন্য অমাত্যদিগকে আজ্ঞা দিয়াছি। অমাত্যেরা তাঁহাকে মারিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া পায়খানার ভিতর ফেলিয়া দিবে। তিনি বার বৎসর আমাকে বহু ধর্ম্মদেশন করিয়াছেন। আমি এতদিন তাঁহার একটী মাত্র অপরাধও প্রত্যক্ষ করি নাই। পরের কথা বিশ্বাস করিয়া আমি তাঁহার প্রাণবধের আজ্ঞা দিয়াছি; সেই জন্য শোক করিতেছি।' মহিষী তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'যদি তিনি প্রকৃতই আপনার শত্রু হন, তাহা হইলে তাঁহার প্রাণবধে শোকের কারণ কি? পুত্রেও শত্রু হইলে তাহার প্রাণবধ করিয়া নিজের স্বস্তিসাধন করা কর্ত্তব্য। আপনি চিন্তা করিবেন না।' মহিষীর কথায় আশ্বাস পাইয়া রাজা নিদ্রিত হইলেন। ঐ সময়ে রাজার উৎকৃষ্ট জাতীয় সেই পিঙ্গলবর্ণ কুক্কুরটা রাজা ও রাণীর কথাবার্ত্তা শুনিয়া ভাবিল, 'কাল আমাকে নিজের ক্ষমতাবলে প্রব্রাজকের প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে।' সে রাত্রি প্রভাত হইলে প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিল, সদর দরজায় গিয়া গোবরাটের উপর মাথা রাখিয়া শুইল এবং মহাসত্ত্বের আগমন-পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। সেই অমাত্যেরাও প্রাতঃকালেই তরবারি হস্তে লইয়া দ্বারের অন্তরালে অবস্থিতি করিলেন। বোধিসত্ত্ব বেলা হইতেছে দেখিয়া উদ্যান হইতে বাহির

[১]। অর্থাৎ রাজ্য লাভ করিবার নিমিত্ত।

হইলেন এবং রাজদ্বারের দিকে চলিলেন; তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া কুক্কুরটা মুখব্যাদানপূর্ব্বক দন্তচতুষ্টয় দেখাইয়া মহাশব্দে বলিল, ‘ভদন্ত, এই সুবৃহৎ জম্বুদ্বীপে অন্যত্র কি ভিক্ষা জুটে না? আমাদের রাজা আপনার প্রাণবধের জন্য অমাত্যদিগকে তরবারি হস্তে দিয়া দ্বারের অন্তরালে স্থাপিত করিয়াছেন। আপনি ললাটে মৃত্যু লিখিয়া এখানে আসিবেন না; এখনই প্রস্থান করুন।’ বোধিসত্ত্ব সর্ব্বরাবজ্ঞ ছিলেন; তিনি সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া সেখান হইতে ফিরিলেন, উদ্যানে চলিয়া গেলেন এবং প্রস্থান করিবার জন্য নিজের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি লইলেন। রাজা প্রাসাদ-বাতায়নে ছিলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে আসিতে না দেখিয়া ভাবিলেন, ‘ইনি যদি আমার শত্রু হন, তাহা হইলে উদ্যানে গিয়া নিজের লোকজন সমবেত করিবেন এবং নিজের কার্য্যসিদ্ধির জন্য প্রস্তুত হইবেন; আর তাহা না হইলে নিজের ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলি লইয়া প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইনি কি করেন, তাহা জানিতে হইতেছে।’ ইহা স্থির করিয়া তিনি উদ্যানে গেলেন। মহাসত্ত্ব তখন প্রস্থান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া নিজের ব্যবহার্য্য দ্রব্যসহ পর্ণশালা হইতে বাহির হইয়া চঙ্ক্রমণের প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা প্রণিপাতপূর্ব্বক এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রথম গাথা বলিলেন :

১. দণ্ডাজিনাঙ্কুশছত্র[১] পাদুকাসঙ্ঘাটি-পাত্র তাড়াতাড়ি করিছ গ্রহণ,
কি নিমিত্ত দ্বিজবর? এই সব ল’য়ে তুমি কোন দিকে করিবে গমন?

রাজার প্রশ্ন শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, ‘বোধ হইতেছে এ ব্যক্তি আত্মকৃতকর্ম্মের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে নাই। ইহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি।’ এই উদ্দেশ্যে তিনি দুইটী গাথা বলিলেন :

২. যাপিনু দ্বাদশ বর্ষ তব ঠাঁই মহারাজ; করি নাই কখনো শ্রবণ
তোমার পিঙ্গলবর্ণ কুক্কুরের মহারাব, আজ আমি শুনেছি, যেমন।
৩. তুমি তব ভার্য্যা, ভূপ, হয়েছ অতিবিরূপ আমা প্রতি, সেই সে কারণে
দৃপ্ত হয়ে ক্রোধভরে কুক্কুর গর্জ্জন করে; শুনি বড় ভয় পাই মনে।

তখন রাজা নিজের দোষ স্বীকারপূর্ব্বক চতুর্থ গাথায় ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন :

৪. শুনিয়া পরের কথা করিয়াছি দোষ আমি; বলিলে যা সত্য সমুদয়;
কর ক্ষমা; যাইও না; পূর্ব্বাপেক্ষা সমাদর এবে আমি করিব তোমায়।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, ‘যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা কখনই পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি, অপ্রত্যক্ষকারী লোকের সংসর্গে বাস করেন না।’ অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত গাথাগুলিতে রাজার গর্হিতাচার প্রদর্শন করিলেন :

---

[১]। অঙ্কুশ—ফলপত্রাদি পাড়িবার জন্য অঙ্কুশাকার লৌহদণ্ড।

৫. প্রথমে পেয়েছি আমি অন্ন সর্ব্বশ্বেত;
তার পর মিশ্র অন্ন—শ্বেত ও লোহিত;
কেবল লোহিত অন্ন এবে আমি পাই;
সময় হয়েছে, তাই যেতে অন্য ঠাঁই।

৬. প্রাসাদের মধ্যে গতি ছিল অবারিত;
সোপানমস্তকে পরে হইনু স্থাপিত;
প্রাসাদের বহির্ভাগে এবে নির্ব্বাসন;
ক্রমে ক্রমে ঘটিয়াছে এ অধোগমন।
অর্দ্ধচন্দ্র-প্রাপ্তি পাছে ঘটে পরিণামে,
এ ভয়ে নিজেই চলি যাব মানে মানে।

৭. যে জন না করে শ্রদ্ধা, সেবিলে তাঁহায়
সুফল কস্মিনকালে কেহ কি হে পায়?
যতই খনন কর শুষ্ক কোন কূপ,
পাইবে কর্দ্দমগন্ধ জল শুধু, ভূপ।

৮. সুপ্রসন্ন মন যার, সেই সেবনীয়;
অপ্রসন্ন অনুক্ষণ বর্জ্জনীয়।
সুপেয় জলের তরে হ্রদে লোকে যায়;
সুপ্রসন্ন জনে সেবে হিত যারা চায়।

৯. যে তোমায় ভজে, তারে করহ ভজন;
যে না ভজে, ভজিও না তাহারে কখন।
সেই পারে হিতকর মিত্রকে ত্যজিতে,
কোনরূপ ধর্ম্মভাব নাই যার চিতে।

১০. ভজনকারীরে যে না করয়ে ভজন,
সেবাকারী জনে যে না করয়ে সেবন,
নরকুলে পাপী কেহ নাই তার সম;
শাখামৃগবৎ হেয় সেই নরাধম।

১১. পরস্পর দেখা শুনা অত্যধিক বার,
কিংবা যদি নাহি ঘটে কভু সাক্ষাৎকার,
অসময়ে যাচ্ঞা আর, এ তিন কারণে
মিত্রতা বিনষ্ট হয়, বলে সুধী জনে।

১২. যাবে না মিত্রের কাছে, তাই অনুক্ষণ;
গিয়াও সুদীর্ঘ কাল করো না যাপন;
জানাবে প্রার্থনা তব বুঝিয়া সময়;

এরূপে বন্ধুত্ব সদা সুরক্ষিত রয়।

১৩. বহুকাল এক সঙ্গে করিলে বসতি
প্রিয়ও অপ্রিয় পরিণামে হয় অতি;
অপ্রিয় তোমার ভূপ, হবার পূর্ব্বেতে
বিদায় লইয়া চাই স্থানান্তরে যেতে[১]।

রাজা বলিলেন :

১৪. করিতেছি যাচ্ঞা যাহা যুড়ি দুই কর
একান্তই যদি নাহি দেও, ঋষিবর,
আমরা সেবক তব, কিন্তু, তপোধন
রক্ষা যদি নাহি কর মোদের বচন,
তথাপি এ অনুগ্রহ চাই তব ঠাঁই—
পুনঃ যেন হেথা দরশন পাই।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন :

১৫. এইরূপে যতদিন যাপিব জীবন,
যদি নাহি হয় কোন বিঘ্নসঙ্ঘটন,
তুমি, আমি, দুইজন থাকিলে জীবিত,
বহুদিন, বহুরাত্রি হইলে অতীত,
তোমাতে আমাতে, নরনাথ, পরস্পর
হলেও হইতে পারে দেখা পুনর্ব্বার।

অনন্তর মহাসত্ত্ব রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন, 'মহারাজ, অপ্রমত্তভাবে চলিবেন' বলিয়া উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, সেখানে ভিক্ষুরা সকলেই ভিক্ষাচর্য্যা করিতে পারে, এমন কোন স্থানে ভিক্ষা করিলেন এবং বারাণসী পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিতে চলিতে ক্রমে হিমালয়ের এক অংশে উপনীত হইলেন। সেখানে কিয়দ্দিন বাসের পর তিনি আবার পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন এবং এক প্রত্যন্ত গ্রামের সন্নিহিত অরণ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

মহাসত্ত্ব বারাণসী হইতে প্রস্থান করিবামাত্র পূর্ব্ববর্ণিত অমাত্যগণ বিচারালয়ে আসীন হইয়া প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন 'যদি মহাবোধি পরিব্রাজক ফিরিয়া আইসে, তাহা হইলে আমাদের প্রাণরক্ষা করা অসম্ভব হইবে। সে যাহাতে না আসে, তাহার কি উপায় করা যায়?' তাঁহারা ভাবিলেন, 'জীব যে বস্তু ভালবাসে, তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। মহাবোধি এখানে কি ভালবাসে?' তখন তাঁহারা দেখিলেন, 'বারাণসীতে

---

[১]। ৪র্থ খণ্ড, জবনহংস-জাতক (৪৭৬)।

রাজার অগ্রমহিষীই মহাবোধি সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রীতির পাত্র। তাঁহার জন্য সে পাছে এখানে ফিরিয়া আসে, এহেতু পূর্ব্বেই মহিষীর প্রাণবধ করাইতে হইবে।' এই দুরভিসন্ধি করিয়া অমাত্যেরা রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ, আজ নগরে একটা কথা শুনা যাইতেছে।' রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি কথা?' 'মহাবোধি প্রব্রাজক এবং আপনার অগ্রমহিষী পরস্পরের নিকট চিঠি লেখালেখি করিতেছেন।' 'কি উদ্দেশ্যে?' 'মহাবোধি নাকি দেবীকে লিখিয়াছিলেন, তুমি রাজার প্রাণনাশ করাইয়া আমাকে শ্বেতচ্ছত্র দিতে পারিবে? ইঁহার উত্তরে দেবী লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, রাজার প্রাণনাশের ভার আমি লইলাম; আপনি শীঘ্র আগমন করুন।' অমাত্যেরা পুনঃ পুনঃ এই রূপ বলিলেন; রাজা তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন কর্ত্তব্য কি?' অমাত্যেরা বলিলেন, দেবীর প্রাণবধ করাই কর্ত্তব্য।' রাজা সত্যাসত্য পরীক্ষা না করিয়াই আদেশ দিলেন, 'তবে তোমরা রাণীর প্রাণবধ কর এবং দেহটা খণ্ড খণ্ড করিয়া মলকূপে ফেলিয়া দাও।' অমাত্যেরা রাজার আদেশ মত কার্য্য করিলেন। মহিষীর নিধনবার্ত্তা নগরে প্রচারিত হইল; তাঁহাকে রাজার আদেশ মত কার্য্য করিলেন। মহিষীর নিধনবার্ত্তা নগরে প্রচারিত হইল; তাঁহাকে বিনা অপরাধে বধ করা হইল বলিয়া তাঁহার পুত্রচতুষ্টয় রাজার শত্রু হইলেন। ইহাতে রাজা বড় ভয় পাইলেন। ক্রমে এই সংবাদ মহাসত্ত্বের কর্ণগোচর হইল। তিনি ভাবিলেন, 'আমি ব্যতীত অন্য কেহই কুমারদিগকে শান্ত করিয়া তাঁহাদের পিতাকে ক্ষমা করাইতে পারিবে না; আমি রাজার জীবন রক্ষা করিব এবং কুমারদিগকেও পাপ হইতে নিবৃত্ত করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি পরদিন সেই প্রত্যন্ত গ্রামে প্রবেশ করিলেন, লোকে তাঁহাকে যে মর্কটমাংস দান করিল, তাহা খাইলেন; তাহাদের নিকট মর্কটটার চর্ম্মখানি ভিক্ষা করিয়া লইলেন, আশ্রমে ফিরিয়া উহা শুকাইয়া নির্গন্ধ করিলেন, উহা কাটিয়া নিবাসন ও প্রাবরণ প্রস্তুত করিলেন এবং এই অদ্ভুত পরিচ্ছদ স্কন্ধোপরি ধারণ করিলেন। তাঁহার এরূপ করিবার কারণ কি? 'মর্কটটা আমার বহু উপকারী ছিল', লোকের নিকট এই কথা বলিবার অভিপ্রায়ে তিনি এরূপ করিয়াছিলেন।

মহাসত্ত্ব এই মর্কটচর্ম্ম লইয়া ক্রমে বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং কুমারদিগের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন, 'পিতৃহত্যা অতি দারুণ কর্ম্ম; ইহা তোমাদের কখনই করা উচিত নহে। কোন প্রাণীই অজর ও অমর নহে। আমি তোমাদিগকে পরস্পরের প্রতি প্রীতিমান করিবার নিমিত্ত আসিয়াছি। আমি যখন বলিয়া পাঠাইব, তখন তোমরা আমার নিকটে যাইও।' কুমারদিগকে এই উপদেশ দিয়া মহাসত্ত্ব নগরাভ্যন্তরস্থ উদ্যানে প্রবেশ করিলেন এবং শিলাপট্টের উপর মর্কটচর্ম্ম বিস্তার করিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া উদ্যানপাল

অবিলম্বে রাজাকে সংবাদ দিল। রাজা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং সেই সকল অমাত্য সঙ্গে লইয়া উদ্যানে গিয়া মহাসত্ত্বকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর আসন গ্রহণ করিয়া তিনি মহাসত্ত্বের সহিত প্রীতিসম্ভাষণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাসত্ত্ব কিন্তু কোনরূপ প্রীতিসম্ভাষণ না করিয়া মর্কটচর্ম্মখানিই পরিমার্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া রাজা বলিলেন, 'ভদন্ত, আপনি আমার সঙ্গে বাক্যালাপ না করিয়া কেবল মর্কটচর্ম্মই পরিমার্জ্জন করিতেছেন! এই চর্ম্ম কি আমা অপেক্ষাও আপনার অধিক উপকার করিয়াছে?' মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'সত্যই, মহারাজ; এই বানর আমার বহু উপকার করিয়াছে। আমি ইঁহার পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া বিচরণ করিয়াছি; এ আমার পানীয়-ঘট আনিয়া দিত; বাসস্থান সম্মার্জ্জন করিত; ছোটখাট নানা কাজ করিয়াও আমার সেবা করিত। আমি কিন্তু নিজের চিত্তদৌর্ব্বল্যবশতঃ ইঁহার মাংস খাইয়াছি; চর্ম্ম শুকাইয়া তাহা পাতিয়া বসিতেছি, তাহার উপর শয়ন করিতেছি। কাজেই এই মর্কট আমার বহুবিধ উপকার করিয়াছে।' অমাত্যদিগের বাদখণ্ডনার্থ মহাসত্ত্ব এইরূপে বানরচর্ম্মে বানরের কার্য্য আরোপ করিলেন এবং উল্লিখিত পর্য্যায়ে রাজার প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তিনি পূর্ব্বে ঐ চর্ম্ম পরিধান করিয়াছিলেন, এজন্য বলিলেন, 'আমি ইঁহার পৃষ্ঠে বসিয়া বিচরণ করিয়াছি।' তিনি ঐ চর্ম্ম স্কন্ধে রাখিয়া পানীয়-ঘট আনয়ন করিতেন, এজন্য বলিলেন, 'এ আমার পানীয়-ঘট আনিয়া দিত।' তিনি ঐ চর্ম্ম দ্বারা মেঝে মার্জ্জন করিয়াছিলেন, এজন্য বলিলেন, 'এ আমার বাসস্থান ঝাঁট দিত।' শুইয়া থাকিবার সময় তাঁহার পৃষ্ঠদেশে চর্ম্ম সংলগ্ন হইত; উঠিবার সময়ে উহা তাঁহার পাদ স্পর্শ করিত, এজন্য বলিলেন, 'এ ছোটখাট বহুপ্রকারে আমার উপকার করিত।' ক্ষুধার সময়ে তিনি খাইবার জন্য উহার মাংস পাইয়াছিলেন, এজন্য বলিলেন, 'আমি আত্মদৌর্ব্বল্যবশতঃ ইঁহার মাংস খাইয়াছি।'

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া সেই অমাত্যেরা ভাবিলেন, 'এই লোকটা প্রাণাতিপাত করিয়াছে'। তাঁহারা করতালি দিয়া পরিহাসপূর্ব্বক বলিলেন, 'দেখ ত প্রব্রাজকের কাণ্ড! ইনি না কি মর্কট মারিয়া তাহার মাংস খাইয়াছেন এবং এখন তাহার চর্ম্মখানি সঙ্গে লইয়া বিচরণ করিতেছেন!' অমাত্যদিগকে এইরূপ পরিহাস করিতে দেখিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি যে ইহাদের বাদখণ্ডনার্থ চর্ম্ম সঙ্গে লইয়া এখানে আসিয়াছি, এ কথা ইহাদিগকে জানিতে দিব না।' অনন্তর তিনি অহেতুকবাদীকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাই, তুমি আমার নিন্দা করিতেছ কেন?' অহেতুকবাদী উত্তর দিলেন, 'আপনি মিত্রদ্রোহীর কাজ করিয়াছেন; প্রাণাতিপাত করিয়াছেন, এইজন্য নিন্দা করিতেছি।' মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'যে ব্যক্তি তোমার মতে (অহেতুবাদে) শ্রদ্ধা করিয়া এরূপ কাজ করে, সে অন্যায় করিল কি প্রকারে?' অনন্তর তিনি অহেতুবাদ-খণ্ডনার্থ বলিলেন :

১৬. হতেছে কারণ বিনা কার্য্য উৎপাদন,
স্বভাবত হইতেছে সমস্ত ঘটন,
করে লোকে পাপ কিংবা পুণ্য অনুষ্ঠান
স্বভাবত ইচ্ছা তাহে নাহি বিদ্যমান;—
এই বাদ সদা তুমি শিখাও সবায়।
তর্কস্থলে যদি ইহা সত্য বলা যায়,
অনিচ্ছায় যদি লোকে সব কাজ করে,
তবে কেন পাপভাক্ বল তা-সবারে?

১৭. যে শিক্ষা দিতেছ তুমি, সত্য যদি তাই,
ধর্ম্মার্থকল্যাণ যদি তাহাতেই পাই,
অহেতুবাদীরা যদি পাপভাক নয়,
আমার মর্কটবধ নিষ্পাপ নিশ্চয়।

১৮. জানিতে যদি হে তুমি কত দোষাবহ
সে শিক্ষা, লোকেরে যাহা দেও অহরহ,
পারিতে না তুমি মোরে দোষ দিতে আজ;
তুমিই ত শিখায়েছ করিতে এ কাজ।

এইরূপে তিরস্কার করিয়া মহাসত্ত্ব অহেতুবাদীকে নিরুত্তর করিলেন। রাজাও সভামধ্যে তিরস্কৃত হইয়া নিতান্ত বিরক্তির সহিত নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া রহিলেন। মহাসত্ত্ব অহেতুবাদীর বাদ খণ্ডনপূর্ব্বক ঈশ্বরকারণবাদীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'তুমি, ভাই, যদি প্রকৃতই ঈশ্বরকারণবাদের উপর নির্ভর করে, তবে কেন আমাকে নিন্দা করিলে?'

১৯. ঈশ্বর—নিখিল-লোক-প্রভু যাঁকে বল,
জীবের উন্নতি-ধ্বংস কুশলাকুশল
সমস্তই ঘটে যদি নির্দ্দেশে তাঁহার,
তাঁহারই স্কন্ধে পড়ে সর্ব্বপাপভার।

২০. যে শিক্ষা দিতেছ তুমি, সত্য যদি তাই,
ধর্ম্মাথকল্যাণ যদি তাহাতেই পাই,
ঈশ্বরবাদীরা যদি পাপভাক্ নয়,
আমার মর্কটবধ নিষ্পাপ নিশ্চয়।

২১. জানিতে যদি হে তুমি কত দোষাবহ
সে শিক্ষা, দিতেছ তুমি যাহা অররহ,
পারিতে না তুমি মোরে দোষ দিতে আজ;
তুমিই ত শিখায়েছ করিতে এ কাজ।'

লোকে যেমন আম্রকাষ্ঠের মুদ্গার দ্বারা আম্রফল পাতিত করে, মহাসত্ত্বও সেইরূপ ঈশ্বরকারণবাদ দ্বারাই ঈশ্বরকারণবাদের খণ্ড করিলেন। অনন্তর তিনি পূর্ব্বকৃতবাদীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'ভাই, তুমি যদি পূর্ব্বকৃতবাদকেই সত্য মনে কর, তবে কেন আমাকে নিন্দা করিলে?

২২. পূর্ব্ব জন্মে সম্পাদিত কর্ম্মের কারণ
ভোগ করে সুখ দুঃখ যদি জীবগণ,
করেছিল পূর্ব্বে পাপ বানর নিশ্চয়;
সে ঋণ শুধিয়া এবে পাপমুক্ত হয়।
যে যা' করে, শুধু পূর্ব্বঋণ-শোধ তরে;
তবে কেন পাপভাক্ বল সেই নরে[১]?

২৩. যে শিক্ষা দিতেছ তুমি, সত্য যদি তাই,
ধর্ম্মার্থকল্যাণ যদি তাহাতেই পাই,
'পূর্ব্বকৃতবাদী' যদি পাপভাক্ নয়,
আমার মর্কটবধ নিষ্পাপ নিশ্চয়।

২৪. জানিতে যদি হে তুমি কত দোষাবহ
সে শিক্ষা, দিতেছ তুমি যাহা অহরহ,
পারিতে না মোরে দোষ দিতে আজ;
তুমিই ত শিখায়েছ করিতে এ কাজ।'

এইরূপে পূর্ব্বকৃতবাদের খণ্ডন করিয়া মহাসত্ত্ব উচ্ছেদবাদীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'তুমি ত ভাল বল, 'দানাদির কোন ফল নাই[২]; জীব এখানেই ধ্বংস পায়; তাহারা যে পরলোকে যায়, ইহা মিথ্যা কথা, কারণ পরলোক নাই।' এই যখন তোমার বিশ্বাস তখন তুমি আমার নিন্দা করিলে কেন?

২৫. ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু হয়ে উপাদান
করে রূপময় জীবদেহের নির্ম্মাণ।
কালবশে ঘটে যবে প্রাণের অত্যয়
চারি ভূতে চারি ভূত[৩] পুনঃ মিশে যায়।

---

[১]। বৌদ্ধেরা বলেন, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে ইহলোকে সুখদুঃখ বটে, কিন্তু দুঃখভোগ করিয়াই যে পাপমুক্ত হওয়া যায়, তাহা নহে; পাপমুক্তির উপায় কর্ম্মশুদ্ধি অর্থাৎ অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুসরণ।

[২]। ন অত্থি দিন্নং ন'অত্থি যিট্‌ঠং ন'অত্থি সুকট দুক্কটং কম্মনং ফলং বিপাকো, ন'অত্থি মাতা ন'অত্থি পিতা, ন'অত্থি অয়ং লোকো, ন'অত্থি পরলোকো।

[৩]। বৌদ্ধমতে 'ব্যোম' ভূতমধ্যে পরিগণিত নহে।

২৬. জীবের জীবন যাহা, কেবল সম্ভবে
ইহলোকে; পরলোকে কে গিয়াছে কবে?
মরণের সঙ্গে সব ফুরাইয়া যায়,
উচ্ছেদ পণ্ডিত, মূর্খ নির্ব্বিশেষে পায়।
এ উচ্ছেদবাদ যদি সত্য বলি ধরি,
কেন পাপী হবে লোকে কোন কাজ করি?

২৭. যে শিক্ষা দিতেছ তুমি, সত্য যদি তাই,
ধম্মার্থকল্যাণ যদি তাহাতেই পাই,
উচ্ছেদবাদীরা যদি পাপভাক্ নয়,
আমার মর্কটবধ নিষ্পাপ নিশ্চয়।

২৮. জানিতে যদি হে তুমি কত দোষাবহ
সে শিক্ষা, দিতেছ তুমি যাহা অহরহ,
পারিতে না তুমি মোরে দোষ দিতে আজ;
তুমিই ত শিখায়েছ করিতে এ কাজ।'

মহাসত্ত্ব এইরূপে উচ্ছেদবাদের খণ্ডন করিয়া ক্ষত্রিয়বিদ্যাবাদীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'তুমি, ভাই, শিক্ষা দেও যে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য মাতাপিতাকেও বধ করা কর্ত্তব্য। তুমি যখন এইরূপ মত পোষণ করিয়া বেড়াও, তখন আমাকে নিন্দা করিতেছ কেন?

২৯. রয়েছে পণ্ডিতম্মন্য মূর্খ কত জন,
ক্ষাত্র বিদ্যা শিক্ষা দিয়া করে বিচরণ।
বলে তারা, 'মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, সোদরে,
নিধন করিতে পার আত্মহিত তরে।'

এইরূপে উক্ত ব্যক্তির মিথ্যাদৃষ্টি সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়া মহাসত্ত্ব নিজের ধর্ম্মমত বিজ্ঞাপনার্থ বলিলেন :

৩০. শয়নোপবেশনের নিমিত্ত যাহার
ছায়ার আশ্রয় তুমি লও একবার,
সে তরুর শাখা ভাঙ্গা অবিধেয় অতি;
যে ভাঙ্গে সে মিত্রদ্রোহী, ক্রূর, পাপমতি।

৩১. তুমি কিন্তু বল, 'যদি ঘটে প্রয়োজন,
সমূলে করিবে সেই বৃক্ষ উৎপাটন।'
দেখ ত, এ মতে তুমি করিয়া বিচার,
পাথেয়ের প্রয়োজন আছিল আমার,
সাধিতে সে প্রয়োজন বধিনু বানরে,

হইলাম পাপী ইথে তবে কি প্রকারে?

৩২. যে শিক্ষা দিতেছ তুমি, সত্য যদি তাই,
ধর্ম্মার্থকল্যাণ যদি তাহাতেই পাই।
ক্ষাত্রবিদ্যাবাদী যদি পাপভাক্ নয়,
আমার মর্কটবধ নিষ্পাপ নিশ্চয়।

৩৩. জানিতে যদি হে তুমি কত দোষাবহ,
সে শিক্ষা, দিতেছ তুমি যাহা অহরহ।
পারিতে না তুমি মোরে দোষ দিতে আজ;
তুমিই ত শিখায়েছ করিতে এ কাজ।

এইরূপে মহাসত্ত্ব ক্ষাত্রবিদ্যাবাদীর মতও খণ্ডন করিলেন। একে একে অমাত্য পাঁচজন নিষ্প্রভ ও বাঙ্‌নিষ্পত্তিরহিত হইলে তিনি রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আপনি রাজ্যের লুণ্ঠনকারী এই পাঁচজন মহাচৌরকে সঙ্গে লইয়া বিচরণ করিতেছেন। অহো! আপনি কি নির্ব্বোধ। যে ব্যক্তি ঈদৃশ লোকের সংসর্গে থাকে, সে কি ইহলোকে, কি পরলোকে মহাদুঃখ ভোগ করে।' অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত গাথাদ্বয়ে রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন :

৩৪. কারণ ব্যতীত হয় কার্য্যের সাধন;—
ঈশ্বরই হন সর্ব্ব কার্য্যের কারণ;—
পূর্ব্বকৃত পাপরূপ ঋণ পরিশোধ,
ইহজন্মে করে জীব দুঃখ করি ভোগ;—
মরণের পর আর কিছুই থাকে না,
পরলোক-প্রাপ্তি শুধু অলীক কল্পনা;—
সাধিতে আপন কার্য্য হলে প্রয়োজন,
অবাধে বধিতে পার আত্মীয়স্বজন;—

৩৫. এই পঞ্চবিধ মত বড়ই ভীষণ;
নিতান্ত পাষণ্ড হেন মিথ্যাবাদিগণ।
ইঁহারাই ধরাধামে অসাধু নিশ্চয়
পাণ্ডিত্যাভিমানী কিন্তু মূর্খ সাতিশয়!
নিজে এরা করে পাপ; মিথ্যা-শিক্ষাদানে
অন্যকেও ভুলাইয়া পাপপথে টানে।
অসাধু-সংসর্গ কভু নয় হিতকর,
ইহামুত্র ইহা দুঃখদণ্ডের আকর।

অতঃপর উপমা প্রয়োগদ্বারা তিনি ধর্ম্মোপদেশগুলি আরও বিস্তৃতভাবে বলিলেন :

৩৬. ধরিয়া মেষের বেশ বৃক পুরাকালে,
অশঙ্কিতভাবে গিয়া মিশে অজ-পালে।
ছাগ, ছাগী, মেষী যত পায় মহাভয়;
করিল নিধন সবে বৃক দুরাশয়।
নিঃশেষ করিয়া পাল ধূর্ত্ত তার পর
ইচ্ছামত পলাইয়া গেল স্থানান্তর।

৩৭. শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-বেশ ধরি সেই মত,
বঞ্চিয়া বেড়ায় লোকে ধূর্ত্ত শত শত।
তপস্যার ঘটা তারা করে প্রদর্শন
অনশন-ব্রত যেন করেছে ধারণ।
ভূমি-শয্যা, উৎকটুক আসনগ্রহণ[১],
ভস্মে আচ্ছাদিত দেহ পুণ্যের লক্ষণ!
নির্দিষ্ট কালান্তে কেহ কণামাত্র খেয়ে
আছে যেন কোনরূপে প্রাণটী বাঁচায়ে।
কেহ বা দেখায়, সেই রাখিয়াছে প্রাণ
বিন্দুমাত্র জল কভু না করিয়া পান।
অর্হন বলিয়া দেয় আত্ম-পরিচয়,
অথচ তাদের মত নাই পাপাশয়।

৩৮. তাহারাই ধরাধামে অসাধু নিশ্চয়,
পাণ্ডিত্যাভিমানী, কিন্তু মূর্খ সাতিশয়।
নিজে তারা করে পাপ; মিথ্যা শিক্ষাদানে
অন্যকেও ভুলাইয়া পাপপথে টানে।
অসাধু-সংসর্গ কভু নয় হিতকর,
ইহামুত্র ইহা দুঃখদণ্ডের আকর।

৩৯. বীর্য্যের[২] অস্তিত্ব যারা করে অস্বীকার,
করয়ে অহেতুবাদ যাহারা প্রচার,
আত্মকৃত, পরকৃত করমের তরে
কেহ নয় দায়ী, যারা এ বিশ্বাস করে,

৪০. তাহারাই ধরাধামে অসাধু নিশ্চয়,
পাণ্ডিত্যাভিমানী কিন্তু মূর্খ সাতিশয়!

---

[১]। তৃতীয় খণ্ডের ১৩৮ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

[২]। টীকাকার বলেন, ঞাণসম্পন্নং কায়িক-চেতসিকং বিরিয়ং।

নিজে তারা করে পাপ; মিথ্যা শিক্ষাদানে
অন্যকেও ভুলাইয়া পাপপথে টানে।
অসাধু-সংসর্গ কভু নয় হিতকর,
ইহামুত্র ইহা দুঃখদণ্ডের আকর।

৪১. বীর্য্য যদি না থাকিত, পাপ পুণ্য আর,
শিল্পিগণ পোষ্য কভু হত কি রাজার?
হইত কি নৃপতির আদেশে কখন
প্রকাণ্ড সুরম্য হর্ম্ম্যাদির সুগঠন?

৪২. বীর্য্য আছে দেখি রাজা, পাপ পুণ্য আর
শিল্পীগণে পুষিবার লয়েছেন ভার।
করে তারা নিরমাণ আদেশে তাঁহার,
হর্ম্ম্য আদি, শোভা যার অতি চমৎকার।

৪৩. বৃষ্টি কিংবা হিমপাত নাহি হয় যদি
ভূতলে কোথাও শতবর্ষ নিরবধি,
দগ্ধীভূতা হবে ধরা; কিছু না রহিবে;
সমূলে মানবকুল বিনষ্ট হইবে।

৪৪. যথাকালে হয় কিন্তু বারি বরষণ;
তা'র পরে স্থানে স্থানে তুষার পতন।
পাকে শস্য; খেয়ে রক্ষা পায় জীবগণে
উচ্ছেদ (ই) নিয়ম, ইহা বলিব কেমনে?

৪৫. নদী পার হয়ে যায় গোগণ যখন,
করে যদি বক্রপথে পঙ্গব গমন,
নেতার পশ্চাতে অন্য গো সকল ধায়;
সকলেই তার মত বক্রপথে যায়।

৪৬. সেইরূপ, লোকে শ্রেষ্ঠ গণ্য যেই নর,
সে যদি অধর্ম্ম-পথে হয় অগ্রসর,
ইতর লোকেরা তার দৃষ্টান্ত দেখিয়া
ঘোর অধর্ম্মের পথে যাইবে ছুটিয়া।
নৃপতি নিজেই যদি অধার্ম্মিক হন,
সমুদায় রাজ্য হয় দুঃখের ভাজন।

৪৭. নদীপার হয়ে যায় গোগণ যখন
যদি করে ঋজুপথে পুঙ্গব গমন,
নেতার পশ্চাতে অন্য গো সকল ধায়;

সকলেই তার মত ঋজু পথে যায়।

৪৮. সেইরূপ, লোকে শ্রেষ্ঠ গণ্য যেই নর,
সে যদি ধর্ম্মের পথে হয় অগ্রসর,
ইতর লোকেরা তার দৃষ্টান্ত দেখিয়া,
সকলেই ধর্ম্মপথে যাইবে ছুটিয়া।
রাজা যদি হন নিজে ধর্ম্মপরায়ণ,
বড় সুখে থাকে সদা তাঁর প্রজাগণ[১]।

৪৯. পাকিবার আগে, বল, মহাবৃক্ষ হতে
পাড়িয়া আনিলে ফল কি লাভ তাহাতে?
সুপক্ক ফলের রস জানা নাহি যায়;
অধিকন্তু ফলের বীজটী নষ্ট হয়।

৫০. রাজ্য মহাবৃক্ষসম; রাজা পাপপথে,
চরিয়া শাসিলে এবে যান অধঃপাতে
রাজত্বের সুখ তিনি পান না কখন;
রাজ্যের(ও) অচিরে তাঁর হয় বিনশন।

৫১. যে পাড়ে সুপক্ক ফল মহাবৃক্ষ হতে;
ফলের যে কি আস্বাদ পারে সে জানিতে।
রসনা সুতৃপ্ত তার মিষ্টরসে হয়;
ফলের, বীজের(ও) নাই ঘটে অপচয়।

৫২. রাজ্য মহাবৃক্ষ সম; যথাধর্ম্ম যদি
শাসন করেন রাজা রাজ্য নিরবধি,
রাজত্বের সুখভোগ ভাগ্যে তাঁর ঘটে
রাজ্য তাঁর কোন কালে পড়ে না সঙ্কটে।

৫৩. অধার্ম্মিক রাজার পীড়ন ভয়ঙ্কর;
জানপদগণ ভয়ে কাঁপে নিরন্তর।
ফলশস্য বসুধা না করেন প্রসব;
খাদ্যাভাবে করে লোকে হাহাকার রব।

৫৪. নিগমে থাকিয়া করে ব্যবসায়িগণ
ক্রয়বিক্রয়ের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন।
নির্দিষ্ট নিয়মে তারা দেয় যেই কর,

---

[১]। ৪৫শ হইতে ৪৮শ গাথা তৃতীয় খণ্ডের রাজাববাদ-জাতকে (৩৩৪) এবং বর্তমান খণ্ডের উন্মাদয়ন্তী-জাতকেও (৫২৭) পাওয়া গিয়াছে।

তাহাতেই রাজকোষ পূর্ণ নিরন্তর।
অধার্ম্মিক রাজা কিন্তু করিয়া পীড়ন,
করেন বণিকদের উচ্ছেদ সাধন।
থাকে না তখন কেহ শুল্ক দিতে আর;
ধনহীন হয় তাই রাজার ভাণ্ডার।

৫৫. শস্ত্রগ্রহণপটু, সংগ্রামকুশল
যোধগণ, আর নিজ অমাত্য সকল—
অত্যাচার ইহাদের প্রতি যদি হয়,
সেনাবলহীন রাজা হবেন নিশ্চয়।

৫৬. প্রব্রাজক, জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারিগণ—
করেন নৃপতি যদি এঁদের পীড়ন,
মরিলে নরকে তাঁর হইবে বসতি;
স্বর্গলাভ তাঁর পক্ষে অসম্ভব অতি।

৫৭. যে রাজা বিচরি ঘোর অধর্ম্মের পথে
বিনা অপরাধে মহিষীর প্রাণ বধে,
রাখে সে নির্ম্মিয়া নিজ বসতির তরে,
নরকে ভীষণ স্থান, মরণের পরে।
জীবনেও কিছুমাত্র শান্তি নাই তার;
পুত্রেরাই শত্রু হয় সেই পাপত্মার।

৫৮. পৌর, জানপদ, সেনা—প্রতি সবাকার
যথাধর্ম্ম পাল, ভূপ, কর্ত্তব্য তোমার।
ঋষিদের কখন(ও) না করিও পীড়ন;
দারাসুত প্রতি হও স্নেহপরায়ণ।

৫৯. যে রাজা ঈদৃশ সর্ব্ববিধ গুণযুত,
হন না কখন(ও) যিনি ক্রোধ-বশীভূত,
সামন্তেরা ভয়ে তাঁর কাঁপে অনুক্ষণ,
কাঁপে বাসবের ভয়ে অসুর যেমন।

মহাসত্ত্ব এইরূপে রাজার নিকট ধর্ম্মদেশন করিয়া কুমার চারিজনকে ডাকাইলেন, তাঁহাদিগকে সদুপদেশ দিলেন, রাজা যে কাজ করিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করিলেন, রাজার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিলেন এবং রাজার দ্বারা ক্ষমা করাইয়া বলিলেন, 'মহারাজ, এখন হইতে আপনি পরপরীবাদকারীদিগের কথার সত্যাসত্যতা ওজন না করিয়া ঈদৃশ নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিবেন না। কুমারগণ, তোমরাও রাজার প্রতি কোনরূপ বৈরভাব পোষণ করিও না।' তিনি সকলকেই

এইরূপ উপদেশ দিলেন। তখন রাজা বলিলেন, আমি এই ধূর্ত্তদিগের কথাতেই আপনার ও মহিষীর প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া অপরাধী হইয়াছি। আমি এই পাঁজনের প্রাণদণ্ড করিব।' মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'মহারাজ, ইহা করিতে পারিবেন না।' 'তবে ইহাদের হস্তপাদ ছেদন করা যাউক।' 'তাহাও করিতে পারিবেন না।' রাজা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ঐ ধূর্ত্তদিগের সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লইলেন, তাহাদের মস্তক মুণ্ডন করাইয়া উহাতে কেবল পাঁচটী শিখা রাখিয়া দিলেন,[১] তাহাদিগকে চর্ম্মরজ্জুদ্বারা বান্ধাইলেন, তাহাদের শরীরে গোময় ছিটাইলেন এবং তাহাদিগকে আরও নানারূপে লাঞ্ছিত করিয়া রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিলেন। বোধিসত্ত্ব কয়েকদিন রাজার নিকট অবস্থিতি করিলেন; অনন্তর তাঁহাকে অপ্রমত্ত হইতে উপদেশ দিয়া হিমবন্তে চলিয়া গেলেন এবং ধ্যানাভিজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া যাবজ্জীবন ব্রহ্মবিহার চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত প্রজ্ঞাবান ও পরবাদমর্দ্দক ছিলেন।

সমবধান : তখন পুরাণ কাশ্যপ, মস্করি গোশালিপুত্র, ককুদকাত্যায়ন, অজিতকেশকম্বল ও নির্গ্রন্থ নাটপুত্র ছিলেন সেই পঞ্চ মিথ্যাদৃষ্টি অমাত্য; আনন্দ ছিলেন সেই পিঙ্গলবর্ণ কুক্কুর এবং আমি ছিলাম মহাবোধি পরিব্রাজক।]

---

[১]। মস্তকমুণ্ডন একটা কাঠের দণ্ড বলিয়া গণ্য ছিল। কথাসরিৎসাগরে (১২শ তরঙ্গে) দেখা যায়, মকরদংষ্ট্রা-নাম্নী এক পাপিষ্ঠা রমণীর মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহাতে পাঁচটী মাত্র শিখা রাখা হইয়াছিল। বিশ্বন্তর-জাতকে দেখা যায়, চূড়া বা শিখা কখনও কখনও দাসত্বের চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত ছিল। চীনদেশের 'pigtal' বা বেণীও হীনতার নিদর্শন। ভারতবর্ষে আর এক প্রকার দণ্ড ছিল মাথা মুড়াইয়া তাহাতে ঘোল ঢালা।

খুদ্দকনিকায়ে

জাতক

ষষ্টি নিপাত

৫২৯. শোণক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে নৈষ্ক্রম্য-পারমিতাসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া নৈষ্ক্রম্য পারমিতার গুণকীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা তাঁহাদের মধ্যে উপবেশন করিয়া বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন।' অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :]

*   *   *

পুরাকালে রাজগৃহ নগরে মগধরাজ রাজত্ব করিতেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নাম-করণ দিবসে তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল অরিন্দমকুমার। বোধিসত্ত্ব যেদিন ভূমিষ্ঠ হন, সেইদিন পুরোহিতেরও এক পুত্র জন্মে। এই পুত্রের নাম হইয়াছিল শোণককুমার।

কুমারদ্বয় এক সঙ্গে লালিত পালিত হইতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহাদের দেহের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইল; তাঁহারা উভয়ই পরস্পর সমান রূপবান হইলেন। তাঁহারা তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিলেন, তক্ষশিলা হইতে প্রস্থান করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার ও লোকচরিত্র জানিবার উদ্দেশ্যে নানাস্থানে ভ্রমণপূর্ব্বক বারাণসীতে উপনীত হইয়া তত্রত্য রাজোদ্যানে অবস্থিতি করিলেন এবং পরদিন নগরে প্রবেশ করিলেন। ঐ দিন কতিপয় লোক ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য[১] পায়স পাক করাইয়া আসন সাজাইয়া রাখিয়াছিল। কুমারদ্বয়কে

---

[১]। মূলে 'ব্রাহ্মণবাচনকম্ করিস্সামাতি' আছে। পূর্ব্বেও (তৃতীয় খণ্ড) কারণ্ডিক জাতকে (৩৬৫) এবং দরীমুখ-জাতকে (৩৭৮) 'ব্রাহ্মণবাচনক্' শব্দটী পাওয়া গিয়াছে। কারণ্ডিক-জাতকে দেখা যায়, 'একস্স গামা মনুস্সা ব্রাহ্মণবাচনকথায় আচারিয়ং নিমন্তিয়িংসু। সো কারণ্ডিয়ং মাণবকং পক্কোসিত্বা 'তাত অহং ন গচ্ছামি ত্বং... তত্থ গন্ত্বা বাচনাকানি পটিচ্ছিত্বা অম্হাকং দিন্নকোট্ঠসং আহর'তি পেসেসি।' দরীমুখ-জাতকে আছে, 'একস্মিং কুলে 'ব্রাহ্মণে ভোজেত্বা বাচনকং দস্সাম'তি পায়সং পচিত্বা আসনানি পঞ্ঞাত্তানি হোন্তি। তে তত্থ ভুঞ্জিতা বাচনক গহেত্বা মঙ্গলং বত্বা রাজুয্যানং অগমংসু।' উভয়ত্রই দেখা যায়, ব্রাহ্মণেরা এই উপলক্ষ্যে ভোজন করিবেন, বাচনকং গ্রহণ করিবেন এবং মঙ্গলাচরণ

যাইতে দেখিয়া তাহারা তাঁহাদিগকে গৃহে লইয়া গেল এবং সজ্জিত আসনে উপবেশন করাইল। বোধিসত্ত্ব যে সজ্জিত আসনে উপবেশন করিলেন তাহা শ্বেতবস্ত্র দ্বারা এবং শোণক যে আসনে উপবেশন করিলেন, তাহা রক্তকম্বল দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। এই 'নিমিত্ত' দেখিয়া শোণক ভাবিলেন, 'আমার প্রিয়সখা অরিন্দমকুমার আজ বারাণসীতে রাজা হইবে এবং আমাকে সেনাপতির পদ দিবে।' অনন্তর তাঁহারা দুইজনে ভোজন শেষ করিয়া সেই উদ্যানে ফিরিয়া গেলেন।

এই ঘটনার ছয়দিন পূর্ব্বে বারাণসীরাজের মৃত্যু হইয়াছিল। রাজকুলে পুত্রসন্তান ছিল না; অমাত্যগণ অবগানপূর্ব্বক সমবেত হইয়া, 'যিনি রাজপদ পাইবার যোগ্য, তাঁহার নিকটে যাও' বলিয়া পুষ্পরথ[১] ছাড়িয়া ছিলেন। রথ নগর হইতে বাহির হইয়া চলিতে চলিতে পরিশেষে রাজোদ্যানের দ্বারে আসিল এবং সেখানে আরোহী লইবার জন্য সজ্জিত হইয়া থাকিল। বোধিসত্ত্ব বহির্ব্বাস দ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া মঙ্গলশিলাপট্টে শয়ন করিয়া ছিলেন। শোণককুমার তাঁহার নিকটে বসিয়াছিলেন। তিনি বাদ্যধ্বনি শুনিয়া ভাবিলেন, 'অরিন্দমকে লইয়া যাইবার জন্য পুষ্পরথ আসিয়াছে। ইনি আজ রাজা হইয়া আমাকে সৈনাপত্য দান করিবেন; কিন্তু আমার ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন নাই; অরিন্দম প্রস্থান করিলে আমি নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি প্রচ্ছন্নভাবে একান্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে পুরোহিত উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক মহাসত্ত্বকে শয়ান অবস্থায় দেখিতে পাইয়া বাদ্যধ্বনি করিতে বলিলেন। বাদ্য শুনিয়া মহাসত্ত্বের ঘুম ভাঙ্গিল; তিনি পাশ ফিরিয়া কিয়ৎক্ষণ শুইয়া রহিলেন এবং শেষে উঠিয়া শিলাপট্টে পর্য্যঙ্কাসনে উপবেশন করিলেন। তখন পুরোহিত কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, 'মহাভাগ, রাজলক্ষ্মী আসিয়া আপনাকে বরণ করিতেছেন।' মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন,

---

করিবেন। আমার বোধ হয়, 'ব্রাহ্মণবাচনক' বলিলে স্বস্ত্যয়নার্থ শাস্ত্রগ্রন্থপাঠন, ব্রাহ্মণ-ভোজন এবং ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদান এই সকল ভাব বুঝায়। রক্তকম্বল ও শ্বেতবস্ত্র দ্বারা নিমিত্তনির্ণয়, দরীমুখ-জাতকেও দেখা গিয়াছে।

[১]। পালি 'ফুস্সরথ।' ফুস্স = পুষ্য। 'পুষ্য' শব্দে সংস্কৃত ভাষায় তন্নামধেয় নক্ষত্র বুঝায়, পুষ্পও বুঝায়। পুষ্যরথ = প্রমোদের জন্য সুসজ্জিত রথ। আমার বোধ হয়, পুষ্যরথ ও পুষ্পরথ একই। 'পুষ্প' শব্দটী পালিতেও যে 'ফুস্স' না হইতে পারে এমন নহে। সংস্কৃত 'পুষ্পরাগ' পালিতে 'ফুস্সরাগ'। জাতকে যেখানে যেখানে ফুস্সরথের উল্লেখ আছে। দরীমুখ (৩৭৮), ন্যাগ্রোধ (৪৪৫), বিশেষত মহাজনক (৫৩৯)। সর্ব্বত্রই দেখা যায়, ইহার প্রধান আরোহী হইতেন পুরোহিত এবং অশ্বগণ যেন বদৃচ্ছাক্রমে চলিয়া রাজপদার্হ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইত। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য।

'রাজকুল কি অপুত্রক?' 'হাঁ, দেব; রাজকুল অপুত্রক।' 'তবে আমার আপত্তি নাই।' ইহা শুনিয়া রাজপুরুষেরা সেখানেই তাঁহার অভিষেক করিল এবং তাঁহাকে রথে তুলিয়া বহু অনুচরসহ মহাসমারোহে নগরে লইয়া গেল। তিনি নগর প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক প্রাসাদে আরোহণ করিলেন; এবং মহাসৌভাগ্য লাভ করিয়া শোণকুমারের কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন।

মহাসত্ত্ব নগরে প্রবেশ করিলে শোণক গিয়া সেই শিলাপট্টে উপবেশন করিলেন। এই সময়ে একটা পাণ্ডুবর্ণ শালপত্র বৃন্তচ্যুত হইয়া তাঁহার সম্মুখে পতিত হইল। ইহা দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, 'জরার প্রভাবে এই শালপত্রের ন্যায় আমারও দেহের পতন হইবে।' এইরূপে জগতের অনিত্যত্ব ভাবিয়া তিনি বিদর্শন লাভ করিলেন এবং প্রত্যেকবোধি প্রাপ্ত হইলেন। অমনি তাঁহার শরীর হইতে সমস্ত গৃহি-চিহ্ন অন্তর্হিত হইল এবং সেগুলির পরিবর্ত্তে প্রব্রাজক-চিহ্নসমূহ দেখা দিল। 'হইবে না এবে আর জন্মান্তর লভিতে আমায়' এই উদান গান করিতে করিতে তিনি নন্দমূলক গুহায় চলিয়া গেলেন।

মহাসত্ত্ব চল্লিশ বৎসর পরে একদা শোণককে স্মরণ করিলেন। 'আমার বন্ধু শোণক এখন কোথায়?' পুনঃ পুনঃ তিনি ইহা ভাবিতে লাগিলেন; কিন্তু শোণকের নাম শুনিয়াছে বা শোণককে দেখিয়াছে, এমন কোন লোকই পাইলেন না। তিনি একদিন প্রাসাদের সুসজ্জিত উচ্চতম তলে রাজপল্যঙ্কে গন্ধর্ব্বনটনর্ত্তকগণে পরিবৃত হইয়া রাজৈশ্বর্য্যের আস্বাদ ভোগ করিতে করিতে বলিলেন, 'যে কাহারও নিকট শুনিয়াছে যে শোণক অমুক স্থানে আছেন, সে আমাকে জানাইলে শতমুদ্রা পুরস্কার পাইবে; আর, যদি কেহ বলে, সে নিজেই শোণককে দেখিয়াছে, তবে তাহাকে সহস্র মুদ্রা দিব।' তিনি মনের এই আবেগ একটা উদানে গ্রথিত করিলেন এবং নিম্নলিখিত প্রথম গাথায় সেই উদান গান করিলেন :

শত মুদ্রা দিব তারে, শুনেছে যে শোণক কোথায়।
সহস্র করিব দান, স্বচক্ষে যে দেখেছে তাঁহার।
ধূলাখেলা ছেলেবেলা করিয়াছি সঙ্গে কত তাঁর;
কে দিবে সংবাদ, এবে, কোথা প্রিয় সে সখা আমার?

ইহা শুনিয়া এক নটী যেন রাজার মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া এই উদানটী গান করিল; তাহার পর একে একে অন্য স্ত্রীরাও ইহা গাইল। এইরূপে অন্তঃপুরের সকল রমণীই 'এটা আমাদের রাজার প্রিয় গীত' ইহা বলিয়া এই উদান গান করিতে প্রবৃত্ত হইল; ক্রমে নগরবাসী ও জনপদবাসীরাও ইহা শিখিল; রাজা নিজেও ইহা পুনঃপুন গান করিতে লাগিলেন।

রাজপদপ্রাপ্তির পর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে অরিন্দম বহু পুত্রকন্যা লাভ

করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম ছিল দীর্ঘায়ুকুমার। এই সময়ে এক দিন প্রত্যেকবুদ্ধ শোণক ভাবিতে লাগিলেন, ‘অরিন্দম আমাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। আমি গিয়া তাঁহাকে কামভোগের দুঃখ এবং নিষ্ক্রমণের সুখ বুঝাইয়া দিব; তাঁহাকে প্রব্রজ্যার পথ প্রদর্শন করিব।’ ইহা স্থির করিয়া তিনি ঋদ্ধিবলে গমনপূর্ব্বক রাজার উদ্যানে আসীন হইলেন। ঐ সময়ে এক সপ্তবর্ষবয়স্ক পঞ্চচূড়ক[১] বালককে তাহার মাতা রাজোদ্যানে পাঠাইয়াছিল। সে পুনঃ পুনঃ রাজার উদানটী গান করিতে করিতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেছিল। শোণক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘বালক, তুমি অন্য কোন গান না করিয়া বার বার একই গান করিতেছ; তুমি অন্য কোন গান জান কি?’ বালক বলিল, ‘জানি, ভদন্ত; কিন্তু এই গানটী আমাদের রাজার প্রিয়; কাজেই বার বার ইহাই গাহিতেছি।’ ‘এই গানের পাল্টা গান করিয়াছে, এমন কোন লোক দেখিয়াছ কি?’ ‘না, ভদন্ত; এমন কোন লোক দেখি নাই।’ ‘আমি তোমাকে ইঁহার পাল্টা গান শিখাইতেছি; তুমি রাজার কাছে গিয়া সেই পাল্টা গান গাইতে পারিবে ত?’ ‘পারিব, ভদন্ত।’ তখন শোণক ঐ বালককে রাজার উদানের ‘শুনিয়াছি আমি’ ... ইত্যাদি প্রতিগীত শিখাইলেন। বালক প্রতিগীতটী সুন্দররূপে শিখিলে তাহাকে রাজার নিকটে পাঠাইবার কালে শোণক বলিলেন, ‘যাও, বালক; রাজার সঙ্গে এই পাল্টা গান কর গিয়া; রাজা তোমাকে বহু ধন দিবেন; তুমি কাঠ কুড়াইয়া কি করিবে? ছুটিয়া যাও।’ বালক ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া প্রতিগীতটী ভালরূপে শিখিয়া লইল এবং শোণককে প্রণাম করিয়া বলিল, ‘ভদন্ত, আমি যতক্ষণ রাজাকে সঙ্গে লইয়া না ফিরিতেছি, আপনি দয়া করিয়া ততক্ষণ এখানেই থাকুন।’ ইহা বলিয়া সে তাহার মাতার নিকট ছুটিয়া গেল এবং বলিল, ‘মা, শীঘ্র আমাকে স্নান করাইয়া সাজাইয়া দাও; আমি আজ তোমার দারিদ্র্য মোচন করিব।’ অনন্তর স্নান করিয়া ও সজ্জিত হইয়া সে বেগে রাজদ্বারে গমন করিল এবং দৌবারিককে বলিল, ‘আর্য্য দ্বারপাল, অনুগ্রহ করিয়া রাজাকে গিয়া বলুন, তাঁহার সঙ্গে গান করিবার উদ্দেশ্যে একটী বালক আসিয়া দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছে।’ দ্বারবান অবিলম্বে রাজাকে এই সংবাদ দিল; রাজা বলিলেন, ‘সে আসিতে পারে।’ তিনি বালকটীকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘বৎস, তুমি কি আমার সঙ্গে গান করিবে?’ বালক বলিল, ‘হাঁ, মহারাজ।’ ‘বেশ গান কর।’ ‘মহারাজ, এখানে গান করিব না; আপনি ভেরীবাদন দ্বারা বহু লোক আনয়ন করুন; আমি বহু লোকের সমক্ষে গান করিব।’ রাজা তাহাই করাইলেন। তিনি নিজে সুসজ্জিত

---

[১]। পঞ্চচূড়ক—যাহার কেশ পাঁচটা চূড়া বা শিখার আকারে সজ্জিত। এইরূপে চূড়া-বন্ধন দৈন্য বা দাসত্বের নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইত।

মণ্ডপের মধ্যে পল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন; এবং বালকটীকে উপযুক্ত আসন দেওয়াইয়া বলিলেন, 'এখন তবে গান কর।' বালক বলিল, 'মহারাজ, আপনি অগ্রে গান করুন; তাহার পর আমি আপনার গানের পাল্টা গান করিব।' তখন রাজা প্রথম গাথা গান করিলেন :

১. শত মুদ্রা দিব তারে, শুনেছে যে শোণক কোথায়।
সহস্র করিব দান স্বচক্ষে যে দেখেছে তাঁহার।
ধূলাখেলা ছেলেবেলা করিয়াছি সঙ্গে কত তাঁর;
কে দিবে সংবাদ এবে, কোথা প্রিয় সে সখা আমার?'

রাজা এইরূপে প্রথম উদানগাথা গান করিলে সেই পঞ্চচূড়ক বালক যে প্রতিগীতি গান করিয়াছিল, তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া দুইটী চরণ[১] বলিলেন :

২. পঞ্চচূড় শিশু সেই প্রতিগীত গাইল তখন,
'শুনেছি শোণক কোথায়; শত মুদ্রা দাও হে, রাজন;
করহ সহস্র দান, দেখিয়াছি স্বচক্ষে তাঁহায়;
বলিব তোমার সেই বাল্যসখা শোণক কোথায়।'

অতঃপর যে গাথা কয়টী আছে, সেগুলির পরস্পরসম্বন্ধ অর্থানুসারে গ্রহণ করিতে হইবে।

৩. 'কোন জনপদে, কোন রাজ্যে বা নগরে
দেখিলে শোণককে, বল; জিজ্ঞাসি তোমারে।'

৪-৫. 'তোমারি এ রাজ্যে, ভূপ, উদ্যানে তোমার
ঋজুকাণ্ড, ঘনসন্নিবিষ্ট, মেঘাকার
আছে বহু মহাশাল; মূলে তাহাদের
পেয়েছি, নৃমণি, আমি দেখা শোণকের।
নিষ্কাম, নির্লিপ্তভাবে বসিয়া সেখানে
আছেন শোণক ঋষি মগ্ন মহাধ্যানে
উপাদানে দগ্ধ হয় জীব অনুক্ষণ,
নির্ব্বাপি সে অগ্নি তিনি সুপ্রসন্ন হন[২]।'

---

[১]। মূলে কিন্তু তিনটী চরণ আছে।

[২]। মূলে শোণকের সম্বন্ধে 'অনুপাদানো' এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। 'উপাদান' বলিলে জীবনে আসক্তি বুঝায়। ইহা তৃষ্ণাজাত এবং পুনর্জন্মের কারণ। উপাদান বিনষ্ট না হইলে অর্হত্ত্বপ্রাপ্তি হয় না। এইজন্য অর্হৎেরা 'অনুপাদান' বলিয়া অভিহিত। অনুপাদান (দীপ) = তৈলহীন দীপ।

৬. চলিল রাজার সঙ্গে চতুরঙ্গ বল,
হইল আদেশে তাঁর পথ সমতল।
গেলেন সত্বর রাজা উদ্যানে, যেখানে
শোণক ছিলেন বসি মগ্ন মহাধ্যানে।

৭. প্রবেশি উদ্যানে সেই, ভ্রমি ইতস্তত
দেখিলেন শোণকেরে মহাধ্যানে রত।
রাগ, দ্বেষ আদি অগ্নি একাদশ বিষ
হইয়াছে শোণকের সব নির্ব্বাপিত।

রাজা শোণককে বন্দনা না করিয়াই একান্তে উপবেশন করিলেন এবং নিজে কামাদি রিপুর দাস ছিলেন বলিয়া শোণককে দুঃখী ও কৃপার পাত্র মনে করিয়া বলিলেন :

৮. 'মুণ্ডিত-মস্তক অই, কৃপার ভাজন,
মাতৃহীন, পিতৃহীন, ধ্যানে নিমগন,
বৃক্ষতলে ভিক্ষু এক রয়েছে বসিয়া
কেবল সঙ্ঘাটি দিয়া দেহ আবরিয়া

৯. শুনিয়া রাজার কথা শোণক তখন
বলিলেন, "নয় সেই কৃপার ভাজন,
ধর্ম্ম যার সর্ব্ব অঙ্গে সদা বিরাজিত
কৃপাপাত্র বলা তারে না হয় বিহিত।

১০. ধর্ম্মের বিশুদ্ধ মার্গ করি পরিহার
যে করে অধর্ম্মপথে নিয়ত বিহার,
সেই পাপী, ভূপ; সেই পাপপরায়ণ
প্রকৃত কৃপার পাত্র, বলে সর্ব্বজন।'

শোণক এইরূপে বোধিসত্ত্বের নিন্দা করিলেন; কিন্তু বোধিসত্ত্ব যেন ঐ নিন্দা বুঝিতে পারিলেন না, এই ভাব দেখাইয়া নিজের নামগোত্র কীর্ত্তনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত গাথায় তাঁহাকে প্রীতিসম্ভাষণ করিলেন :

১১. কাশীরাজ আমি, ধরি অরিন্দম নাম;
সর্ব্বসুখে সুখী আমি পূর্ণমনস্কাম।
আসি এ উদ্যানে, বল, হয় নি ত তব,
হে শোণক, কোন রূপ কষ্ট-অনুভব?

ইহার উত্তরে সেই প্রত্যেকবুদ্ধ বলিলেন, 'মহারাজ, কেবল এখন কেন, অন্যত্র বাস করিলেও আমার কোনরূপ অসুখ হয় না।' অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত গাথাগুলিতে শ্রমণদিগের সুখ বর্ণনা করিলেন :

১২. অনাগার, অকিঞ্চন ভিক্ষু যেই জন,
সেই সে প্রকৃত সদা কল্যাণভাজন।
ধন ধান্য কভু সেই সঞ্চয় না করে
গোলায়, জালায় কিংবা ঝুড়ির[১] ভিতরে;
অশন, বসন আদি প্রয়োজন মত
পরগৃহে অনায়াসে পায় সে সতত;
কাজেই সে নিরুদ্বেগচিত্তে অনুক্ষণ
সুব্রত পালিয়া করে জীবনযাপন।

১৩. অনাগার, অকিঞ্চন ভিক্ষু যেই জন,
তাহার দ্বিতীয় সুখ করি নিবেদন।
অনিন্দ্য উপায়ে[২] হয় সম্পন্ন আহার;
পেতে তাহা কোন কষ্ট হয় না তাহার।

১৪. অনাগার, অকিঞ্চন ভিক্ষু যেই জন,
তাহার তৃতীয় সুখ করি নিবেদন।
নিরুদ্বেগে সদা সুখে অন্ন সেই খায়
কদাপি সে হেতু কোন কষ্ট নাহি পায়[৩]।

১৫. অনাগার, অকিঞ্চন ভিক্ষু যেই জন,
তাহার চতুর্থ সুখ করি নিবেদন।
সতত মুক্তির রাজ্যে করে সে বিহার;
আসক্তিতে বদ্ধ নয় দেহ মন তার।

১৬. অনাগার, অকিঞ্চন ভিক্ষু যেই জন,
তাহার পঞ্চম সুখ করি নিবেদন।
যদিও নগর পুড়ি হয় ছারখার,
তথাপি না হয় দগ্ধ কিছু মাত্র তার[৪]।

১৭. অনাগার, অকিঞ্চন ভিক্ষু যেই জন,
ষষ্ঠ যে তাহার সুখ করি নিবেদন।
যদিও সমস্ত রাজ্য বিলুণ্ঠিত হয়
কিছুই তাহার কভু নাহি পায় ক্ষয়।

---

[১]। মূলে 'কলোপিয়া' আছে। কলোপি = পচ্ছি (অর্থাৎ ঝুড়ি)।

[২]। বৈদ্যকর্ম্ম, ভাগ্যগণনা ইত্যাদি নিন্দনীয়।

[৩]। অনাগারীকে মূলে 'নিবুত্তপিণ্ড' বলা হইয়াছে। 'নিবুত্তপিণ্ড' শব্দে অর্হনও বুঝায়।

[৪]। তুং—অনন্তং বত মে বিত্তং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন। মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে কিঞ্চিৎ প্রদহ্যতে। মহাভারত-শান্তি, ১৭।

১৮. অনাগার, অকিঞ্চন ভিক্ষু যেই জন,
সপ্তম তাহার সুখ করি নিবেদন।
চৌরপন্থঘাতকাদি মার্গবিঘ্নকারী
আছে যত পথিকের সর্ব্বস্বাপহারী,
কিছুই না হরে তার; সতত সুব্রত
পাত্র ও চীবর লয়ে ভ্রমে ইচ্ছামত।

১৯. অনাগার, অকিঞ্চন ভিক্ষু যেই জন,
অষ্টম তাহার সুখ করি নিবেদন।
প্রাপ্তির বাসনা মনে নাহি দিয়া স্থান
যখন সেখানে ইচ্ছা করে সে প্রয়াণ।

প্রত্যেকবুদ্ধ শোণক এইরূপে অষ্ট শ্রমণভদ্র বর্ণনা করিলেন। ইঁহারও উপর তিনি শত, সহস্র অপরিমেয় শ্রামণ্যসুখ প্রদর্শন করিতে সমর্থ ছিলেন, কিন্তু কামাভিরত রাজা তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, 'আমার শ্রামণ্যসুখে প্রয়োজন নাই।' তিনি দুইটী গাথায় বিষয়ভোগসুখে নিজের অত্যাসক্তি প্রকাশ করিলেন :

২০. প্রব্রজ্যার বহু সুখ করিরে কীর্ত্তন।
কিন্তু, হে শোণক, আমি কামপরায়ণ।
আমার কর্ত্তব্য কি তা' বল ত এখন।

২১. দিব্য ও মানুষ সুখ, দুই আমি চাই;
ইহামুত্র কি উপায়ে বল সুখ পাই।

তখন প্রত্যেকবুদ্ধ রাজাকে বলিলেন :

২২. কামুক, কামাভিরত যাহারা এ ভবে,
করি পাপ অশেষ দুর্গতি তারা লভে।

২৩. কাম পরিহরি যারা করে নিষ্ক্রমণ,
বিচরে অকুতোভয়ে তারা অনুক্ষণ।
করিয়া অনন্যমনে ধ্যানে অভিরতি
দেহান্তে ঈদৃশ লোকে না লভে দুর্গতি।

২৪. দৃষ্টান্ত তোমায় এক করি প্রদর্শন;
প্রণিধান করি তাহা শুন, অরিন্দম।
কোন কোন বিজ্ঞ লোক দৃষ্টান্ত দেখিয়া
সদসৎ বুঝি লয় মনে বিচারিয়া।

২৫. গভীর গঙ্গার জলে ভাসিয়া যাইতে
মৃতহস্তিদেহ কাক পাইল দেখিতে।
দেখি তার মনে বড় লোভ উপজিল;

মনে মনে মূর্খ এই সিদ্ধান্ত করিল—

২৬. ‘অহো কি সৌভাগ্য মোর! পাইনু এখন
একাধারে যান, আর প্রচুর ভোজন।
কি বা দিন, কি বা রাত্রি ইঁহার উপর
থাকিয়া অপার সুখ পাব নিরন্তর।

২৭. ভাবি ইহা হস্তীটার মাংস সে খাইল,
পান করি গঙ্গাজল তৃষ্ণা নিবারিল।
বন, চৈত্য দুই পাশে শত শত ছিল,
কিন্তু সেখা যেতে কাক কভু না উড়িল।

২৮. সাগরের দিকে গঙ্গা ছুটি চলি যায়,
মাসংমত্ত বায়সের লক্ষ্য নাই তায়।
উপনীত হ’ল শেষে সাগর মাঝারে
পক্ষীরা যেখানে কভু তিষ্ঠিতে না পারে।

২৯. ফুরাইয়া গেল খাদ্য; হয়ে নিরুপায়
পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কাক বার বার ধায়—
উত্তরে, দক্ষিণে আর; কোন দিকে, হায়,
আশ্রয়লাভের স্থান দেখিতে না পায়!

৩০. না দেখিতে পায় দ্বীপ সাগর মাঝারে;
আশ্রয় লভিতে সেথা পক্ষী নাহি পারে;
পড়িল বায়স শেষে হইয়া দুর্ব্বল;
রক্ষিতে তাহারে এবে সাধ্য কার বল?

৩১. মকর, কুম্ভীর, শিশুমার আদি যত
আছিল অর্ণবচর প্রাণী শত শত,
ঘিরিল বায়সে সবে; ভয়ে থর থর
কাঁপিতে লাগিল তার সর্ব্ব কলেবর।
পলাতে না পারে এবে; পক্ষ আর নাই;
মাংস তার মকরাদি খাইল সবাই।

৩২. তোমার, তোমার মত কামপরায়ণ
অন্যেরও ঈদৃশী দশা; না হয় খণ্ডন।
কাম যদি পরিহার না কর কখন
কাকবৎ প্রাজ্ঞ তুমি; কবে সর্ব্বজন[১]।

---

[১]। এই দৃষ্টান্তে নদী দ্বারা সংসার, নদী-বাহিত গলিত শব দ্বারা কামাদি রিপুসেবা, কাক

৩৩. প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই, শুন, মহীপাল,
দেখাবে তোমায় হিতপথ সর্ব্বকাল।
স্বর্গে যাবে, পাল যদি এই উপদেশ;
নচেৎ নরকে পাবে যন্ত্রণা অশেষ।

প্রত্যেকবুদ্ধ এই দৃষ্টান্ত দ্বারা রাজাকে উপদেশ দিলেন এবং রাজার মনে ইহা দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন :

৩৪. কৃপা করি একবার, কিংবা দুইবার
করিবেন উপদেশ দান সাধুগণ;
অনুচিত ইহা হতে বেশী বলা আর;
পুনঃ পুনঃ এক(ই) কথা বলা অশোভন।
দাস যেই, সেই শুধু পারে বহুবার।
জানাতে প্রভুকে এক(ই) প্রার্থনা তাহার।

ইঁহার পর একটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা—

৩৫. বলিতে বলিতে ইহা, রাজাকে করিয়া এই উপদেশ দান
শোণক অসীমপ্রাজ্ঞ অন্তরীক্ষ পথে চলি করিলা প্রস্থান।

শোণকের আকাশপথে যাইবার কালে যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল, রাজা একদৃষ্টিতে অবলোকন করিলেন; অনন্তর তিনি দৃষ্টিপথের অতীত হইলে রাজার চিত্তে সংবেগ জন্মিল; তিনি ভাবিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ হীনজাতীয়[১]; আমার জন্ম পুরুষপরম্পরায় বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশে, অথচ এ আমার মস্তকে নিজের পাদধূলি বিকিরণ করিয়া আকাশপথে চলিয়া গেল! আমাকে অদ্যই নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে হইতেছে।' অনন্তর তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণের অভিলাষে দুইটী গাথা বলিলেন :

৩৬. উপযুক্ত পাত্র খুঁজি কর হস্তে তার রাজ্য-সমর্পণ,
কোথায় সারথি আদি নিপুণ আমার সেই মহামাত্রগণ?
তোমাদিগকেই আজ ফিরাইয়া দিব আমি রাজ্য তোমাদের
চাই না রাজত্ব আর; পুরিয়াছে এত দিনে সাধ রাজত্বের।

৩৭. অদ্যই প্রব্রজ্যা লব; কল্য যে হবে না মৃত্যু, নিশ্চয়তা নাই।
কামবশে আমি যেন দুর্মতি কাকের মত বিনাশ না পাই।

অরিন্দম এইরূপে রাজ্যত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অমাত্যেরা বলিলেন :

দ্বারা অজ্ঞানান্ধ পৃথগ্জন এবং সাগর দ্বারা নরক বুঝিতে হইবে, টীকাকারের এই অভিপ্রায়।

[১]। দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য।

৩৮. তনয় তোমার, দেব দীর্ঘায়ুকুমার, যিনি প্রজাদের প্রীতির ভাজন;
অভিষিক্ত রাজপদে কর তাঁরে; রাজা তিনি আমাদের হউন এখন।

ইঁহার পর রাজা যে গাথা বলিলেন, তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া অবশিষ্ট গাথাগুলি তাহাদের পরস্পর সুব্যক্ত সম্বন্ধানুসারে বুঝিতে হইবে :

৩৯. 'আনয়ন কর শীঘ্র দীর্ঘায়ুকুমারে হেথা, প্রজার যে প্রীতির ভাজন;
করিতেছি আমি তাঁর অভিষেক; রাজা সেই তোমাদের হউক এখন।'

৪০. আনিল অমাত্যগণ দীর্ঘায়ুকুমারে সেথা, প্রজার যে প্রীতির ভাজন;
একমাত্র পুত্র সেই রাজার, পরম প্রিয়; দেখি রাজা বলেন বচন—

৪১. 'এ ষষ্টিসহস্র গ্রাম, ধনে জনে পরিপূর্ণ, সর্ব্বথা সমৃদ্ধিশালী সব;
হইল তোমার আজ রাজ্য এই সর্পণ করিলাম, বৎস, হস্তে তব।

৪২. অদ্যই প্রব্রজ্যা লব; কল্য যে হবে না মৃত্যু, নিশ্চয়তা তার কিছু নাই;
কামবশে আমি যেন দুর্মতি কাকের মত ভবার্ণবে বিনাশ না পাই।

৪৩. এ-ষষ্টিসহস্র গজ সর্ব্বাভরণ-মণ্ডিত; যোত্র সব সুবর্ণ নির্ম্মিত;
ঝালর আসন আদি গজসজ্জা আছে যত, সমস্তই সুবর্ণে খচিত—

৪৪. পরিচালনের জন্য তোমর-অঙ্কুশধারী নিয়োজিত গজসাদিগণ;
এ সবও হইল তব; রাজ্য আমি হস্তে তব করিলাম, বৎস, সমর্পণ।

৪৫. অদ্যই প্রব্রজ্যা লব; কল্য যে হবে না মৃত্যু, নিশ্চয়তা তার কিছু নাই;
কামবশে আমি যেন দুর্মতি কাকের মত ভবার্ণবে বিনাশ না পাই।

৪৬. এ ষষ্টিসহস্র অশ্ব সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিত, প্রত্যেকেই উৎকৃষ্ট জাতীয়—
সিন্ধুদেশজাত সবে, বায়ুসম বেগবান, রূপে গুণে তুল্য রমণীয়—

৪৭. পৃষ্ঠোপরি যাহাদের খড়্গ[১] চাপধারী সুর যোধগণ করে আরোহণ,
এ সবও হইল তব; রাজ্য আমি হস্তে তব করিলাম, বৎস, সমর্পণ।

৪৮. অদ্যই প্রব্রজ্যা লব; কল্য যে হবে না মৃত্যু, নিশ্চয়তা আর কিছু নাই;
কামবশে আমি যেন দুর্মতি কাকের মত ভবার্ণবে বিনাশ না পাই।

৪৯. এ ষষ্টিসহস্র রথ সমুচ্ছ্রিত ধ্বজযুত, দ্বীপি-ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত,
বহনার্থ যাহাদের উৎকৃষ্ট তুরগগণ অনুক্ষণ আছে নিয়োজিত;

৫০. বর্ম্মে আবরিয়া দেহ সুনিপুণ রথিগণ যে সকলে করে আরোহণ,
এ সবও হইল তব; রাজ্য আমি হস্তে তব করিলাম, বৎস, সমর্পণ।

৫১. অদ্যই প্রব্রজ্যা লব; কল্য যে হবে না মৃত্যু, নিশ্চয়তা তার কিছু নাই;
কামবশে আমি যেন দুর্মতি কাকের মত ভবার্ণবে বিনাশ না পাই।

---

[১]। মূলে 'ইল্লি' আছে। ইল্লি (সংস্কৃত 'ইলি'), ভোজালির মত এক প্রকার ছোট তলোয়ার।

৫২. এ ষষ্টিসহস্র ধেনু সবাই রোহিণী এরা[১], আর এ শ্রেষ্ঠ বৃষগণ,
এ সবও তোমারি বৎস; রাজ্য আমি হস্তে তব করিলাম আজ সমর্পণ।
৫৩. অদ্যই প্রব্রজ্যা লব; কল্য যে হবে না মৃত্যু, নিশ্চয়তা তার কিছু নাই;
কামবশে আমি যেন দুর্মতি কাকের মত বিনাশের পাত্র নাহি হই।
৫৪. ষোড়শ সহস্র নারী পরমসুন্দরী সবে, বিভূষিতা সর্ব্ব আভরণে,
এরাও তোমার আজ; রাজত্ব তোমায় দিনু; প্রব্রজ্যা লইয়া যাই বনে।
৫৫. অদ্যই প্রব্রজ্যা লব; কল্য যে হবে না মৃত্যু, নিশ্চয়তা তার কিছু নাই;
কামবশে আমি যেন দুর্মতি কাকের মত ভবার্ণবে বিনাশ না পাই।'
৫৬. 'শৈশবে, শুনেছি; পিতঃ, জননী আমায় ত্যজি পরলোকে করিলা গমন;
এবে যদি ছাড় তুমি, হব অতি অসহায়; রাখিতে না পারিব জীবন।
৫৭. সমাসম সর্ব্বস্থানে, দুর্গম পর্ব্বত মাঝে, বন্য গজ যেখানে বিচরে
শাবক সতত তার পশ্চাতে পশ্চাতে যায়; সঙ্গ ত্যাগ কখনো না করে।
৫৮. হস্তে লয়ে পাত্র আমি তেমতি তোমার, পিতঃ পশ্চাতে থাকিব অনুক্ষণ;
হব না দুর্ব্বহ কভু; বরঞ্চ করিব তব সেবা দ্বারা সন্তোষ সাধন।'
৫৯. 'আবর্তে পড়িলে যথা ধনান্বেষী বণিকের মহার্ণবে পোত ডুবি যায়,
বণিক, নাবিকগণ সে ঘোর বিপদে, হায়, সকলেই জীবন হারায়,
৬০. এই পুত্র-অপসাদ তেমতি বা সাধে বাদ, হয় মম অন্তরায় পাছে;
এখনি লইয়া যাও বিলাসভবনে এরে, কাম্য বস্তু বহু যেথা আছে।
৬১. সুবর্ণাভরণহস্তা সুন্দরী রমণীগণ তুষিবে ইহারে সেই খানে,
যেমন অপ্সরোগণ তুষে নিত্য বাসবেরে ত্রিদিবের প্রমোদ-উদ্যানে।'
৬২. তখন অমাত্যগণ লয়ে গেলা দীর্ঘায়ুকে রমণীয় বিলাস-ভবনে।
সে প্রজারঞ্জকে হেরি মহা হর্ষে সব নারী সম্ভাষিল মধুর বচনে;—
৬৩. 'দেব, কি গন্ধর্ব্ব তুমি? কিংবা হও পুরন্দর?
কার পুত্র? কি তোমার নাম?
জিজ্ঞাসি আমরা সবে, দাও নিজ পরিচয়, কে তুমি? কোথায় তব ধাম?'
৬৪. 'দেবতা, গন্ধর্ব্ব নই, নই আমি পুরন্দর; পরিচয় দিতেছি আমার,
প্রকৃতিপুঞ্জের প্রিয় কাশীরাজপুত্র আমি; নাম ধরি দীর্ঘায়ুকমার।
গ্রহণ করহ মোরে; কল্যাণভাজন হও; হব ভর্ত্তা তোমা সবাকার।'
৬৫. শুনি ইহা নারীগণ জিজ্ঞাসিল দীর্ঘায়ুকে, প্রজাদের যিনি প্রিয়ঙ্কর,
'ত্যজি এই রম্য পুরী কোথা গিয়াছেন রাজা? কোথা ভূতপূর্ব্ব নরবর?'

---

[১]। রোহিণী—লাল রঙের (রাঙ্গুলী) গাই।

৬৬. 'মহাপঙ্ক অতিক্রমি পেয়েছেন এবে তিনি সুপ্রতিষ্ঠা স্থলের উপর;
তৃণলতাগুল্মহীন অকণ্টক মহাপথে এবে তিনি হন অগ্রসর[১]।
৬৭. পাইয়াছি আমি কিন্তু দুর্গতি-গামীর পথ; প্রতিপদে আকীর্ণ কণ্টকে,
তৃণলতা-গুল্মাচ্ছন্ন চলি এই পথে হায় পড়িব গো বিষম সঙ্কটে।'
৬৮. 'স্বাগত হে মহারাজ, এস এ প্রাসাদে, যথা পশে সিংহ নিজের গুহায়;
আজ হতে আমাদের রাজা তুমি; ইচ্ছামত কর, প্রভু, পালন সবার।'

ইহা বলিয়া তাহারা সকলে তুর্য্যধ্বনি করিল এবং নৃত্যগীত করিতে লাগিল। ফলতঃ নবীন রাজার এতই পদগৌরব হইল যে তিনি ভোগসুখে মত্ত হইয়া পিতার কথা ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু তিনি যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিলেন এবং কালক্রমে কর্ম্মানুরূপ গতিপ্রাপ্ত হইলেন। বোধিসত্ত্বও ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন।'

সমবধান : তখন এই প্রত্যেকবুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। তখন রাহুলকুমার ছিলেন সেই রাজপুত্র (দীর্ঘায়ুকুমার) এবং আমি ছিলাম রাজা অরিন্দম।]

☝ পাল্টা গানের দ্বারা কোন ব্যক্তির খোঁজ লওয়ার কথা চিত্রসম্ভূত-জাতকেও (৪৯৮) পাওয়া যাইবে।

---

৫৩০. সংস্কৃত্য-জাতক

[শাস্তা অজাতশত্রুর পিতৃহত্যা সম্বন্ধে জীবকাম্রবণে এই কথা বলিয়াছিলেন। অজাতশত্রু দেবদত্তের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাহারই পরামর্শে নিজের পিতার প্রাণবধ করিয়াছিলেন। সঙ্ঘভেদের পর যখন বুদ্ধশাসনভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে নানা রোগ দেখা দিয়াছিল, তখন দেবদত্ত তথাগতের ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য মঞ্চশিবিকায় আরোহণপূর্ব্বক শ্রাবস্তীর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু জেতবনের দ্বারদেশেই তিনি ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন[২]। এই ঘটনা অজাতশত্রুর কর্ণগোচর হইলে তিনি ভাবিলেন, 'দেবদত্ত সম্যকসম্বুদ্ধের প্রতিপক্ষ হইয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং অবীচিতে জন্ম লাভ করিয়াছে। আমি তাহারই কথার উপর নির্ভর করিয়া পরম পূজ্য ধার্ম্মিক রাজার প্রাণবধ

---

[১]। মহাপঙ্ক = কামাসক্তি। স্থল = প্রব্রজ্যা। মহাপথ = স্বর্গপ্রাপ্তির পথ।

[২]। এই বৃত্তান্ত সমুদ্রবাণিজ-জাতকের (৪৬৬) প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

করিয়াছি; আমাকে তাহারই মত ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে হইবে।' এই ভয়ে অজাতশত্রু রাজ্যশ্রীতে আর চিত্তের তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না; একটু নিদ্রালাভের আশায় তিনি নিদ্রিত হইবামাত্র স্বপ্ন দেখিতেন, যেন কেহ তাঁহাকে নবযোজন বিস্তীর্ণ লৌহময় ভূতলে ফেলিয়া লৌহশূলের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতেছে, কুকুরেরা অবিরত দংশন করিয়া তাঁহার মাংস ভক্ষণ করিতেছে। অমনি তিনি মহাভয়ে উচ্চৈস্বরে ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া জাগিয়া উঠিতেন।

অনন্তর কার্ত্তিকী পূর্ণিমার চাতুর্মাসের দিন[১] এই অমাত্যগণ পরিবৃত হইয়া নিজের ঐশ্বর্য্য বিলোকন করিতে করিতে ভাবিলেন, 'আমার পিতার ঐশ্বর্য্য ইহা অপেক্ষাও মহত্তর ছিল। হায়, আমি দেবদত্তের কথার উপর নির্ভর করিয়া তথাবিধ ধার্ম্মিক রাজার প্রাণসংহার করিয়াছি!' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার দেহে দাহ জন্মিল, সর্ব্বাঙ্গ স্বেদসিক্ত হইল। তিনি ভাবিলেন, 'কে আমার ভয়াপনোদন করিতে পারে? দশবল ব্যতীত অন্য কাহারও এ সাধ্য নাই। কিন্তু আমি তথাগতের নিকট মহাপরাধী। কে আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া দর্শন করাইবে।' তিনি দেখিলেন জীবক ব্যতীত অন্য কেহই তাঁহাকে দশবলের নিকটে লইয়া যাইতে পারে না। তিনি জীবককে সঙ্গে লইয়া যাইবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে মনের আবেগ বলিলেন, 'দেখ, আজ কেমন মেঘশূন্য সুন্দর রাত্রি।' এমন রাত্রিতে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের নিকটে গিয়া তাঁহার উপাসনা করা যাউক না কেন?' তাঁহার ইচ্ছা শুনিয়া পুরাণ কাশ্যপাদির শিষ্যগণ স্ব স্ব গুরুর গুণকীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু তিনি ঐ সকল ব্যক্তির কথায় কর্ণপাত না করিয়া জীবকের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। জীবক তথাগতের গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক বলিলেন, 'মহারাজ, আপনি সেই ভগবানেরই আরাধনা করুন।' তখন হস্ত্যাদি বাহন সজ্জিত হইল; অজাতশত্রু জীবকের আম্রবণে তথাগতের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তথাগত তাঁহাকে প্রতি-সম্ভাষণ করিল তিনি শ্রামণ্যের দৃষ্ট ফল জানিবার ইচ্ছা করিলেন। তথাগত মধুরস্বরে তাঁহাকে শ্রামণ্যফল শুনাইলেন। শ্রামণ্যফলসূত্র শেষ হইলে অজাতশত্রু নিবেদন করিলেন যে, তিনি তথাগতের উপাসক-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। অনন্তর তিনি তথাগতের নিকট ক্ষমা পাইয়া প্রাসাদে প্রতিগমন করিলেন।

এই সময় হইতে অজাতশত্রু দান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, শীল রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং তথাগতের সংসর্গে থাকিয়া মধুর ধর্ম্মকথা শুনিতে আরম্ভ করিলেন। কল্যাণমিত্রের সংসর্গবশতঃ তাঁহার ভয় অপনীত হইল, বিভীষিকা দূরে গেল; তিনি পুনর্ব্বার চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিলেন এবং পরমসুখে

---

[১]। এই বর্ণনার সহিত সঞ্জীব-জাতকের (১৫০) প্রত্যুৎপন্ন বস্তু তুলনীয়।

ঈর্যাপথ-চতুষ্টয়ের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলিতে লাগিলেন, 'দেখ, ভাই, পিতৃহত্যারূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়া অজাতশত্রু মহাভীত হইয়াছিলেন; রাজ্যশ্রীও তাঁহার চিত্তপ্রসাদ জন্মাইতে পারে নাই; সমস্ত ঈর্য্যাপথেই তিনি দুঃখ অনুভব করিতেন; কিন্তু এখন তিনি তথাগতের শরণ লইয়া কল্যাণমিত্র-সংসর্গের গুণে বীতভয় হইয়াছেন এবং ঐশ্বর্য্যসুখ ভোগ করিতেছেন।' এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় শুনিলেন এবং বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই ব্যক্তি পিতৃহত্যারূপ দারুণ দুষ্কার্য্য করিয়া শেষে আমারই অনুগ্রহে সুখে নিদ্রা গিয়াছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

*　　*　　*

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত ব্রহ্মদত্তকুমার-নামক এক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব রাজপুরোহিতের গৃহে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল সংকৃত্যকুমার। কুমারদ্বয় এক সঙ্গে রাজভবনে লালিত পালিত হইতে লাগিলেন; উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিল। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাঁহারা তক্ষশিলায় গেলেন এবং সেখানে সর্ব্ববিদ্যায় নিপুণ হইয়া বারাণসীতে ফিরিয়া আসিলেন। ব্রহ্মদত্ত তখন পুত্রকে উপরাজ্য দিলেন; বোধিসত্ত্ব উপরাজের সঙ্গেই বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন ব্রহ্মদত্ত উদ্যানকেলি করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার যানবাহনাদি মহৈশ্বর্য্য দেখিয়া কুমারের মনে লোভ জন্মিল। তিনি ভাবিলেন, 'আমার পিতা ত বয়সে আমার জ্যেষ্ঠসহোদরসদৃশ; ইনি যথাকালে মরিবেন, তাহা যদি আমাকে দেখিতে হয়, তবে নিজের ভাগ্যে বৃদ্ধ বয়সে রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটিবে। তখন রাজ্য পাইলে কি লাভ? আমি পিতার প্রাণসংহার করিয়াই রাজ্য গ্রহণ করিব।' এই চিন্তা করিয়া তিনি বোধিসত্ত্বকে নিজের অভিপ্রায় জানাইলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, 'ভাই, পিতৃহত্যা নিদারুণ কাজ। ইহা নরকগমনের পথ। তুমি কখনও এমন কাজ করিতে পারিবে না। তুমি, ভাই, ইহা হইতে নিবৃত্ত হও।' উপরাজ বোধিসত্ত্বের নিকট তিন বার এই প্রস্তাব করিলেন; বোধিসত্ত্ব তিন বারই তাঁহাকে বাধা দিলেন। তখন তিনি পরিচারকদিগের সহিত ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। তাহারা সম্মতি বিজ্ঞাপন করিয়া রাজার বধোপায় নির্দ্ধারণ করিল। ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব স্থির করিলেন, 'আমি এই দুর্ব্বৃত্তদিগের সঙ্গে থাকিব না।' তিনি নিজের মাতাপিতাকে না

জানাইয়া অগ্রদ্বার দিয়া[১] গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, হিমালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করিলেন এবং ফলমূলাহারে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব গৃহত্যাগ করিলে রাজকুমার পিতৃহত্যা করিয়া মহৈশ্বর্য্যসুখের আস্বাদ পাইলেন।

সংকৃত্যকুমার ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, এই সংবাদে সৎকুলজাত বহুযুবক নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে গিয়া প্রব্রজ্যা লইলেন। সংকৃত্যকুমার এইরূপে বহু ঋষিপরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন; তাঁহার শিক্ষাগুণে ঋষিরা সকলেই সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন।

এদিকে পিতৃহত্যাদ্বারা রাজত্ব লাভ করিয়া ব্রহ্মদত্তকুমার অতি অল্পদিনই সুখ অনুভব করিয়াছিলেন। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই তাঁহার ত্রাস জন্মিল; তিনি চিত্তপ্রসাদ হারাইলেন এবং সর্বদা যেন কর্ম্মানুরূপ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে স্মরণ করিয়া ভাবিতেন, 'বন্ধু আমাকে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন, পিতৃহত্যা নিদারুণ কর্ম্ম; কিন্তু আমাকে তাঁহার উপদেশানুবর্ত্তী করিতে না পারিয়া নিজে পলায়নপূর্ব্বক নির্দ্দোষ হইয়াছেন। তিনি এখানে থাকিলে আমাকে কখনও পিতৃহত্যা করিতে দিতেন না; এখনও আমার ভয়াপনোদন করিতে পারিতেন। [২]হায়! কে আমাকে তাঁহার বাসস্থান বলিয়া দিবে?' এই সময় হইতে তিনি, কি অন্তঃপুরে, কি রাজসভায়, সর্ব্বত্র বোধিসত্ত্বের গুণকীর্ত্তন করিতেন।

ইঁহার দীর্ঘকাল পরে একদিন বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'রাজা আমাকে স্মরণ করিতেছেন; রাজধানীতে গিয়া ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভয় দিয়া আমার ফিরিয়া আসা কর্ত্তব্য।' পঞ্চাশ বৎসর হিমালয়ে বাস করিবার পর এই উদ্দেশ্যে তিনি পঞ্চশত তাপসপরিবৃত হইয়া আকাশপথে বিচরণপূর্ব্বক 'দায়পস্‌স' নামক উদ্যানে অবতীর্ণ হইলেন এবং ঋষিদিগের সহিত শিলাপট্টে উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া উদ্যানপাল জিজ্ঞাসা করিল, 'ভদন্ত, এই ঋষিদিগের যিনি শাস্তা, তাঁহার নাম কি?' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'সংকৃত্য পণ্ডিত।' ইহা শুনিয়া উদ্যানপাল তাঁহাকে চিনিতে পারিল। সে বলিল, 'ভদন্ত, আমি যতক্ষণ রাজাকে আনয়ন না করি, আপনি দয়া করিয়া ততক্ষণ এখানেই অবস্থিতি করুন।

---

[১]। জাতকে যেখানে যেখানে গোপনে গৃহত্যাগ করিবার কথা আছে, প্রায় সেই সেই খানে 'অগ্রদ্বার' দিয়া প্রস্থানের উল্লেখ দেখা যায় শরভঙ্গ জাতক (৫২৭) ইত্যাদি। এই অগ্রদ্বার যে সদর দরজা নহে ইহা নিশ্চিত। বোধ হয়, ইহা বাসভবনের পুরোবর্ত্তী কদাচিদ্‌ব্যবহৃত কোন ক্ষুদ্র দ্বার হইবে।

[২] । তিনি এখন কোথায়? যদি তাঁহার বাসস্থান জানিতাম, তাহা হইতে তাঁহাকে এখানে আনাইতাম।

আমাদের রাজা আপনাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন।' সে সংকৃত্যকে প্রণাম করিয়া রাজভবনে ছুটিয়া গেল এবং রাজাকে সংকৃত্যপণ্ডিতের আগমনের কথা শুনাইল। রাজা তৎক্ষণাৎ সংকৃত্যের নিকটে গেলেন এবং যথাকর্ত্তব্য তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১. সিংহাসনে বসি ব্রহ্মদত্ত নরবর;
দেখিয়া উদ্যানপাল যুড়ি দুই কর।
করে নিবেদন, 'প্রভু, যাঁর দরশন
পাইতে তোমার সদা ব্যগ্র এত মন।

২. সংকৃত্য পণ্ডিত সেই তাপস-সত্তম
উদ্যানে তোমার করেছেন আগমন।
অবিলম্বে কর যাত্রা; উদ্যান মাঝারে
শীঘ্র গিয়া দরশন করহ তাঁহারে।'

৩. নিমেষে সজ্জিত রথে, অতি শীঘ্রগতি
মিত্রামাত্য সহ যাত্রা করিলা ভূপতি।

৪. পঞ্চ রাজচিহ্ন ত্যাগ করে নরবর—
উষ্ণীব, পাদুকা, খড়্গ, ছত্র ও চামর।

৫. ভাণ্ডারিকহস্তে দিয়া রাজচিহ্ন সব
রথ হতে উতরিলা কাশী নরর্ষভ।
প্রবেশিলা দায়পস্‌স নামক উদ্যানে;
গেলা বসি ছিলা ঋষি সংকৃত্য যেখানে।

৬. নিকটে যাইয়া তাঁর, প্রীতিসম্ভাষণে
অভ্যর্থিলা নরনাথ সেই তপোধনে।
পূর্ব্বের সে কথা তবে করিয়া স্মরণ
করে রাজা এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ।

৭. একান্তে বসিয়া, পরে পেয়ে অবসর
পাপের সম্বন্ধে প্রশ্ন করে নরবর—

৮. 'বেষ্টিত তাপসগণে তাপস-সত্তম
সংকৃত্য দিলেন দেখা ভাগ্যবলে মম।
পেয়ে তাঁরে এ উদ্যান ধন্য হল অতি;
প্রশ্ন এক জিজ্ঞাসিতে চাই অনুমতি—

৯. ধর্ম্ম অতিক্রম যারা করে এ জীবনে,
কি গতি তাদের হয় দেহ-অবসানে?

ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছি, তাই
কি গতি হইবে মোর, সংকৃত্যে শুধাই।'

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১০. দায়পস্‌সে আসীন সংকৃত্য তপোধন,
বলিলেন, 'মহারাজ, করহ শ্রবণ;

১১. ভয়সমাকুল পথে চলে যেই জন,
সুপথ তাহারে যদি করি-প্রদর্শন,
শুনিয়া সে কথা যদি সুপথে সে যায়
নির্ব্বিঘ্নে সে গম্যস্থানে উপনীত হয়।

১২. যে জন অধর্ম্মচারী, ধর্ম্মতত্ত্ব তারে
বুঝাইলে যদি সেই পাপাচার ছাড়ে,
পাপে রত যদি সেই নাহি হয় আর
দুর্গতি দেহান্তে তবে ঘটে না তাহার।'

সংকৃত্য রাজাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া অতঃপর আরও ধর্ম্মদেশন করিতে করিতে বলিলেন :

১৩. ধর্ম্মই প্রকৃষ্ট মার্গ, অধর্ম্ম উন্মার্গ;
অধর্ম্ম নরকে টানে, ধর্ম্ম দেয় স্বর্গ[১]।

১৪. দেহান্তে নরকে গিয়া পায় পাপিগণ
কি দুর্গতি, বলিতেছি, শুনহ, রাজন—

১৫. সঞ্জীব, সংঘাত, কালসূত্র, মহাবীচি,
দুইটা রৌরব, প্রতাপন ও তপন[২]—

---

[১]। অয়োঘর-জাতক (৫১০)।

[২]। টীকাকার মহানরকগুলির নামসমূহের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—১. সঞ্জীব। এখানে যমকিঙ্করেরা পাপীদের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতেছে, অথচ তাহারা নবজীবন লাভ করিতেছে; আবার তাহাদের দেহ ছিন্ন হইতেছে, আবার তাহারা বাঁচিতেছে। এইরূপে তাহারা অবিরত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। গ্রীক্ পুরাণে দেখা যায়, Prometheus-এর প্রতিও এইরূপ একটা দণ্ডের বিধান হইয়াছিল। ২. সঙ্ঘাত—এখানে অতি বৃহৎ লৌহপর্ব্বতের আঘাতে নারকীদিগের অহরহ আহত ও পিষ্ট করা হয়। ৩. কালসূত্র—সূত্রধারেরা যেমন কাঠ কাটিবার জন্য তাহাতে কালো সূতা দিয়া দাগ দেয়, যমকিঙ্করেরাও তেমনি এই নরকে পাপীদিগকে লৌহময়ী উত্তপ্ত ভূমির উপর ফেলিয়া তাহাদের দেহে কালো সূতা দিয়া দাগ দেয় এবং ঐ দাগে দাগে পরশুদ্বারা তাহাদের দেহ খণ্ড বিখণ্ড করে। ৪. মহা+অবীচি—যন্ত্রণার বীচি অর্থাৎ অন্ত নাই বলিয়া এই নরকের অবীচি নাম হইয়াছে। (৫,৬) রৌরব—এই নামে দুইটা নরক আছে, একটা জ্বালা-রৌরব, আর একটা ধূম-রৌরব। এখানে পাপীরা যন্ত্রণায় ভীষণ বিলাপ করে। (৭,৮) 'তপতীতি তপনো, অতিবিয় তাপেতীতি

১৬. অষ্ট মহানরকের এইগুলি নাম।
নাহি কারো সাধ্য, ভূপ, পাপ কর্ম্ম করি
অতিক্রমি যেতে এই নরক সকল।
উৎসদ নামেতে আর নরক ষোড়শ
প্রতি মহানরকের আছে বিদ্যমান
ক্রূরকর্ম্মকারিগণে পরিপূর্ণ সদা।

১৭. মহাঘোর, জ্বালাময়, অতীব ভীষণ,
অতি ভয়ঙ্কর, অতি দুঃখের আগার
নরক এ সব; হেথা দারুণ যন্ত্রণা
ভূঞ্জে পাপী অহর্নিশ; ভাবিলে তা' মনে
মহাভয়ে সর্ব্ব অঙ্গ হয় রোমাঞ্চিত।

১৮. চতুষ্কোণ, চতুর্দ্বার প্রত্যেক নরক;
চতুর্ভাগে সুবিভক্ত সমান সমান;
বেষ্টিত চৌদিকে লৌহনির্ম্মিত প্রাকারে;
উপরে বিশাল তার লৌহময় ছাদ।

১৯. ভিত্তিও গঠিত লৌহে; প্রখর জ্বালায়
উত্তপ্ত সতত সেই ভীম কারাগার—
শতেক যোজন যার বেষ্টন চৌদিকে।

২০. জিতেন্দ্রিয় ঋষিদের পরীবাদ-কারী
পাষণ্ডেরা ঊর্দ্ধপাদে অধঃশিরে পড়ে
এ সব নরকে, পেতে শাস্তি নিদারুণ।

২১. ঋষিদের অপভাষী নরকুলাধম
পাতকীরা ভ্রূণহত্যাকারীর সমান[১]—
আত্মহিত নাশে তারা আত্মকর্ম্মদোষে।
খণ্ডবিখণ্ডিত মৎস্য পক্ক যথা হয়
কটাহে, তেমতি এরা কোটিকল্পকাল
দারুণ যন্ত্রণা পায় নরক জ্বালায়।

পতাপনো।'
প্রত্যেক মহানরকের চতুর্দ্বারে চারি চারিটী করিয়া উৎসদ-নামক ষোলটা উপনরক। কাজেই সমস্ত নরকসংখ্যা ৮+৪×৪×৮ = ১৩৬

[১]। মূলে 'ভূণহুনো' আছে। টীকাকার বলেন অত্তানা বড্‌ঢিয়া হতত্তা 'ভূণহুনো'। পাঠান্তর 'গুণহুনো'—ঋষিদের গুণঘ্ন অর্থাৎ অপভাষী বা পরীবাদকারী।

২২. অন্তরে বাহিরে সদা দহ্যমান দেহে
ছুটাছুটি করে পাপী পলায়ন তরে;
নির্গমের পথ কিন্তু কোথাও না পায়।

২৩. ধায় তারা পূর্ব্বদিকে, কভু বা পশ্চিমে,
উত্তরে, দক্ষিণে আর; কিন্তু সর্ব্বদ্বারে
বাধা-দেন দেবগণ। পলাইতে নারে।

২৪. এরূপে বসতি করে নরকে পাতকী
অনেক সহস্র বর্ষ; পেয়ে দুঃখ ঘোর
বাহুতুলি আর্ত্তনাদ করে অবিরত।

২৫. উগ্রবীর্য্য, ক্রুদ্ধ আশীবিষের সমান
দূর-অতিক্রম তপোধন ঋষিগণ,
যদিও সংযতেন্দ্রিয় সাধুশীল তাঁরা।
কায়ে কিংবা বাক্যে, তাই, ঘুণাক্ষরে যেন
অপমান তাঁহাদের করোনা কখনো।

২৬. অতিকায়, মহেষ্বাদ কেককাধিপতি
অর্জ্জুন সহস্রবাহু[১] বিনষ্ট হইল
বিষদিগ্ধ শল্যে বিন্ধি ঋষি গৌতমকে[২]।

২৭. করিল দণ্ডকী রাজা রজঃ বিকিরণ
মস্তকে অরজঃ[৩] কৃশবৎস তপস্বীর;
ছিন্নমূল তালসম তাই সে পাতকী
রাজ্য-রাজ্যবাসি-সহ পাইল বিনাশ।

২৮. করি আত্মমন ক্রুদ্ধ মেধ্য-অধীশ্বর
যশস্বী মাতঙ্গ তপোধনের উপর।
অমাত্যগণের সহ পাইল বিনাশ[৪]।

২৯. আছিল অন্ধকবৃষ্ণি নামে দুর্ব্বিনীত
রাজপুত্রগণ; করি অপমান তারা

---

[১]। টীকাকার 'সহস্রবাহু' এই বিশেষণের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, 'পঞ্চহি ধনুগ্গহসতেহি বাহুসহস্সেন আরোপেতব্বং ধনুং আরোপণসমত্থবাহু।'

[২]। শরভঙ্গ-জাতক (৫২২) দ্রষ্টব্য। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন হৈহয়দিগের রাজা; নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী মাহিষ্মতী নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। কিন্তু পালি গ্রন্থকারেরা বলেন, তিনি মহিংশক রাজ্যে কেক নগরে রাজত্ব করিতেন।

[৩]। অরজঃ = নিষ্পাপ।

[৪]। মাতঙ্গ-জাতক (৪৯৭)।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তপস্বীর পুরাকালে
বিনাশিল পরস্পরে মুষল-আঘাতে;
গেল সবে এইরূপে শমনসদনে[১]।

৩০. চেদিরাজ পুরাকালে ঋদ্ধির প্রভাবে
চরিতেন অন্তরীক্ষে অবলীলাক্রমে;
মিথ্যাবাক্যে কপিলের করি অপমান
হীনত্ব পেলেন তিনি; হলেন পতিত
ভূগর্ভে অবীচিমধ্যে অভিশাপ তাঁর[২]।

৩১. রিপুপরায়ণ যারা, অগতির দাস,
প্রাজ্ঞের প্রশংসা তারা পায়না ক কভু;
পুণ্যাত্মা, নির্ম্মলচেতা ভ্রমেও কখন
সত্য ভিন্ন মিথ্যা না করেন উচ্চারণ[৩]।

৩২. সুবিদ্বান, সদাচার মুনিগণে যেই
দুষ্টমনে তুচ্ছজ্ঞান করে, সে পামর
অধস্তন নরকেতে পড়িবে নিশ্চয়।

৩৩. বয়োবৃদ্ধে, জ্ঞানবৃদ্ধে পরুষবচনে
মিথ্যা নিন্দা করে যারা, সে পাপের ফলে
নির্ব্বংশ হইতে তারা; হইবে বিনষ্ট
ছিন্নমূল তালতরুকাণ্ড যে প্রকার।

৩৪. প্রব্রজ্যা লইয়া যিনি ব্রত তাপসের
পালেন একাগ্রচিত্তে, হেন মহর্ষিকে
বধিলে হন্তার হয় কালসূত্রে গতি;
করে সে সেখানে ভোগ অনন্ত যন্ত্রণা।

৩৫. চরিয়া অধর্ম্মপথে, জানপদগণে
উৎপীড়ন করে যদি রাজা মূঢ় মতি[৪],
রাজ্য হয় ছারখার; জীবনাবসানে
তপনে পামর পায় নিজ কর্ম্মফল।

---

[১]। ঘট-জাতক (৪৫৪)।

[২]। চেদি-জাতক (৪২২)।

[৩]। এই গাথাটী চেদি-জাতকেও আছে।

[৪]। মূলে 'যো চ রাজা অধম্মট্‌ঠো রট্‌ঠবিদ্ধংসনো মগো'...আছে। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন 'And if a wicked Mago king...! মগ = মৃগ = নির্ব্বোধ ব্যক্তি।

৩৬. নরকের অগ্নিশিখা জ্বলে অবিরত
বেষ্টিয়া শরীর তার; এরূপ যন্ত্রণা
পায় সেই দিব্য শত সহস্র বৎসর[১]।

৩৭. শরীর হইতে তার নিঃসরে সতত
প্রখর অগ্নির শিখা; গাত্র, রোম, নখ—
সর্ব্বাঙ্গ অনলময়, দেখিতে ভীষণ!
অগ্নিই কেবল সেথা খাদ্য অভাগার।

৩৮. অন্তরে, বাহিরে সদা দহ্যমানদেহে,
মহাদুঃখে অভিভূত হইয়া সে পাপী
করে আর্ত্তনাদ সদা, হায়রে যেমতি
অঙ্কুশ-আঘাতে করী করে আর্ত্তনাদ।

৩৯. লোভে কিংবা দ্বেষবশে বধে যে পিতারে,
মহাঘোর কালসূত্রে সেই নরাধম
পতিত হইয়া পায় দুঃখ চিরদিন।

৪০. যমকিঙ্করেরা তারে লৌহকুম্ভে ফেলি
দেয় জ্বাল; তাহা হতে করি উত্তোলন
শক্তিদ্বারা করে বিদ্ধ; সর্ব্বাঙ্গ পাপীর
এরূপে নিশ্চর্ম্ম হয়; করে তার পর
চক্ষুদুটী উৎপাটন; দেয় মুখে পুরি
উত্তপ্ত বিন্মূত্র; নাই তাতেও নিস্তার;
ডুবায়ে তাহারে শেষে রাখে ক্ষারজলে।

৪১. আসিছে খাইতে দিতে লৌহের বর্ত্তুল
প্রতপ্ত, দেখিয়া পাপী বদ্ধ যদি করে
মুখ, রাক্ষসেরা তবে করে আনয়ন
দীর্ঘ লৌহফাল, যাহা ছিল বহুক্ষণ
প্রখর অগ্নির মধ্যে; আনে রজ্জু আর,
ব্যাদান করায় মুখ রজ্জু আর ফালে;
অয়ঃপিণ্ড মুখমধ্যে দেয় শেষে ফেলি।

৪২. শ্যামবর্ণ, রক্তবর্ণ গৃধ্র নানাজাতি,
অয়োমুখ পক্ষী কত, কাকোল, শ্বাপদ
খণ্ড খণ্ড করি কাটে রসনা পাপীর,

---

[১]। দেবতাদের একদিন = মনুষ্যদিগের এক বৎসর।

সরক্ত ভক্ষণ করে সেই খণ্ড সব,
ছিন্ন, তবু কম্পমান যেন যাতনায়।

৪৩. জ্বালায় সর্ব্বাঙ্গদগ্ধ, ছিন্নভিন্নদেহ
পাপীদের পিছু ধায় রাক্ষসেরা সদা,
মড়ার উপরে খাড়া হানে বার বার।
রাক্ষসেরা ইহাতেই বড় প্রীতি পায়,
মরণের বেশী দুঃখ কিন্তু পাতকীর।
ইহলোকে পিতৃহত্যা করিয়াছে যারা
এরূপ যন্ত্রণা পায় নরকে তাহারা।

৪৪. মাতৃহত্যা করে যারা, যমলোকে গিয়া
আত্মকর্ম্মফলরূপ যে দুঃখ ভীষণ
পায় তারা নিরন্তর, বলিতেছি শুন—

৪৫. মহাবল দৈত্যগণ মাতৃঘাতকেরে
অয়োময় ফালে দীর্ণ করে বার বার।

৪৬. যে রক্ত নিঃসৃত হয় দেহ হতে তার,
দৈত্যগণ করে গাঢ় উত্তাপ সংযোগে,
দ্রবীভূত তাম্র যথা; করায় তাহাই
পাতকীরে পান তার জানালে পিপাসা।

৪৭. গলিত শবের ন্যায় পূতিগন্ধময়,
পূরীষকর্দ্দমে পূর্ণ, বিকটদুর্গন্ধ,
প্রগাঢ় শোণিতবৎ রক্তবর্ণ হ্রদে
নিমজ্জিত করি দেহ মাতৃহন্তা রয়।

৪৮. অতিকায়, অয়োমুখ কৃমিগণ সেথা
দংশি তার দেহ খায় মাংস ও শোণিত
অবিরত; তবু হায়, বুভুক্ষা তাদের
অণুমাত্র নিবৃত্ত না হয় কোন কালে!

৪৯. শতব্যাম নিম্নে সেই হ্রদের ভিতরে
থাকে মগ্ন মাতৃহন্তা; চৌদিকে তাহার
তারই মত পূতিগন্ধময় শব কত
শতৈক যোজন ব্যাপি রয়েছে সেখানে।

৫০. ছিল তার চক্ষু হায়, এ দুর্গন্ধে এবে
অন্ধ হইয়াছে তাহা। এতই যাতনা
মাতৃহন্তা করে ভোগ নরকে, রাজন।

৫১. গর্ভপাতিনীর শাস্তি বলিতেছি এবে—
পড়ে তারা ক্ষুরধার-নামক নিরয়ে,
দূর-অতিক্রম যাহা। যদিও বা কেহ
চলি যায় সেথা হতে, পড়িবে নিশ্চয়
বৈতরণীগর্ভে সেই, এড়াইতে যাহা
কস্মিনকালও নাহি পারে পাতকীরা।

৫২. রয়েছে উভয় তটে সে ঘোরা নদীর
বিশাল শাল্মলি বৃক্ষ; কণ্টক যাদের
ষোড়শ অঙ্গুলি দীর্ঘ, লৌহ-বিনির্ম্মিত।

৫৩. যোজনপ্রমাণ দীর্ঘ সে সব শাল্মলি
নিয়ত আদীপ্ত থাকে অগ্নির সংযাগ।
কাণ্ডবিনিঃসৃত অর্চ্চিঃপ্রভায় তাহারা
অগ্নির স্তম্ভের মত দূরতঃ দেখায়।

৫৪. শাল্মলি-বৃক্ষের তীক্ষ্ণ প্রতপ্ত কণ্টকে
আবদ্ধ হইয়া ঝুলে ব্যভিচারিণীরা,
পরদারসেবী আর পুরুষ সকল।

৫৫. নরকপালেরা করে হেন অবস্থায়
পুনঃ পুনঃ কশাঘাত; পড়ে অধোমুখে
ক্ষতবিক্ষতাঙ্গে পাপী ঘুরিতে ঘুরিতে।
পড়িয়া নরকতলে করে হাহাকার,
নিশিতে নিমেষ তরে নিদ্রা নাই তার।

৫৬. প্রভাতা হইলে রাত্রি পর্ব্বতপ্রমাণ
লৌহকুম্ভ মধ্যে পশে পাতকীরা সব,
অগ্নিসম তপ্ত জলে পরিপূর্ণ যাহা।

৫৭. দুশ্চরিত্র মূঢ়গণ ভুঞ্জে অবিরত—
দিবারাত্র—এইরূপে স্বকর্মের ফল—
স্বীয় স্বীয় দুষ্কৃতির ঘোর পরিণাম।

৫৮. ধন দিয়া করি ক্রয় আনিয়াছে যারে[১];
সে ভার্য্যা পতির যদি করে অপমান;
শ্বশুর, শ্বাশুড়ী আর ননদ প্রভৃতি
পতিগৃহে থাকে অন্য গুরুজন যারা,

---

[১]। প্রাচীনকালে বিবাহের জন্য সাধারণতঃ পণ দিয়া কন্যা আনয়ন করা হইত।

না সেবি তাদের যদি করে অনাদর,
নরকপালেরা টানি রজ্জু ও বড়িশে
করিবে বাহির তার জিহ্বাটা নিশ্চয়।

৫৯. ব্যাম-পরিমিত দীর্ঘ কৃমি সে দেখিবে
নিজের জিহ্বার মধ্যে, নারিবে বলিতে
ভীষণ যাতনা কত করিতেছে ভোগ।
এইরূপে দুশ্চরিত্রা নারী আছে যত
তপন নরকে পায় দুঃখ অবিরত।

৬০. গো-মেষ-শূকরঘাতী, চৌর ও ধীবর,
মৃগয়াব্যসনাসক্ত, ব্যাধগণ, আর
করে যারা মিথ্যা দ্বারা দিনকেও রাত[১],

৬১. শক্তি-লৌহময়ীগদা-খড়গ-শরাঘাতে
আহত হইয়া তারা পড়ে অধঃশিরে
নরকের মহাঘোরা ক্ষারনদীজলে[২]।

৬২. মিথ্যা-মকদ্দমা যারা করে ইহলোকে,
নরকে প্রহৃত তারা হয় রাত্রিদিন
লৌহময় ভয়ঙ্কর গদার আঘাতে।
আঘাতে দুরাত্মাগণ বমন যা করে,
পরস্পর তাই সেথা খেতে তারা পায়।

৬৩. শৃগাল, কাকোল, কাক, শকুনি প্রভৃতি
অয়োমুখ প্রাণী সেথা খায় অবিরত
কম্পমান পাতকীর মাংস ও শোণিত।

৬৪. পশুদ্বারা পশুবধ করে যেই জন,
পক্ষীদ্বারা পক্ষীমারা ব্যবসায় যার,
এই সব ক্রূর-কর্ম্মা ত্যজি ইহলোক
ভীষণ যাতনা পায় উৎসদ নরকে[৩]।

মহাসত্ত্ব এইরূপে নরকসমূহ বর্ণনা করিয়া অতঃপর দেবলোকে উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক রাজাকে দেবলোক দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন :

---

[১]। মূল্যে ‘অবণ্নে বণ্নকারকা’ আছে। ইহাতে জালিয়ৎ প্রভৃতি প্রতারকদিগকে বুঝায়।

[২]। টীকাকার বলেন, ক্ষারনদী বৈতরণীর নামান্তর।

[৩]। পশুদ্বারা পশু মারা—যেমন কুকুর, চিতা প্রভৃতির সাহায্যে শিকার করা। পক্ষীদ্বারা পক্ষীমারা—যেমন শিক্ষিত বাজ পাখী দিয়া অন্য পাখী মারা।

৬৫. ইহলোকে পুণ্যকর্ম্ম করি সম্পাদন
জীবনাবসানে যান স্বর্গে সাধুগণ।
তার সাক্ষী ইন্দ্রআদি দেব-ব্রহ্মগণ
পেয়েছেন স্ব স্ব পদ পুণ্যের কারণ।

৬৬. তাই বলি, মহারাজ, ধর্ম্মপথে চর;
এরূপে সতত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান কর,
যেন পরলোকে সেই সুকৃতির বলে
হইতে না হয় দগ্ধ অনুতাপানলে।

মহাসত্ত্বের মুখে এই সকল ধর্ম্মকথা শুনিয়া রাজা তখন হইতে আশ্বাস লাভ করিলেন মহাসত্ত্বও কিয়ৎকাল সেখানে অবস্থিতি করিয়া নিজের আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আমি অজাতশত্রুকে আশ্বাস দিয়াছিলাম।'

সমবধান : তখন অজাতশত্রু ছিলেন সেই রাজা, বুদ্ধের অনুচরেরা ছিলেন সেই ঋষিগণ, এবং আমি ছিলাম সংকৃত্য পণ্ডিত।]

খুদ্দকনিকায়ে

জাতক

সপ্ততি নিপাত

৫৩১. কুশ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি শ্রাবস্তী নগরের কোন সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধশাসনে শ্রদ্ধাবান হইয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছিলেন। তিনি একদিন শ্রাবস্তীতে ভিক্ষাচর্য্যা করিবার কালে কোন অলঙ্কৃতা রমণীকে প্রেমের চক্ষে দেখিয়া কামাভিভূত হইয়াছিলেন এবং অন্য সর্ব্ববিষয়ে অনভিরত হইয়া দিন যাপন করিতেছিলেন। তাঁহার কেশ ও নখ দীর্ঘ হইল; শরীর কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হইল; ধমনীগুলি ফুটিয়া উঠিল; তিনি মলিনবস্ত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেবপুত্রগণের দেবলোক হইতে বিচ্যুত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে পঞ্চবিধ নিমিত্তদ্বারা তাহা সূচিত হয়;—তাঁহাদের মালা ও বস্ত্র ম্লান হইয়া যায়, শরীর বিবর্ণ হয়, তাঁহাদের উভয় কক্ষ হইতে স্বেদ নির্গত হইতে থাকে; তাঁহারা দেবাসনে থাকিয়াও স্বস্তি পান না। সেইরূপ, উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুদিগেরও বুদ্ধশাসনচ্যুতির পাঁচটী পূর্ব্বলক্ষণ দেখা যায়। তাঁহাদের শ্রদ্ধারূপ পুষ্প ও শীলরূপ বস্ত্র মলিন হয়; হৃদয়ে অসন্তোষ ও বাহিরে অযশ, এই উভয় কারণে তাঁহাদের অঙ্গসৌষ্ঠবের হানি ঘটে; তাঁহাদের শরীর হইতে কামরূপ স্বেদ নির্গত হইতে থাকে; তাঁহারা আরণ্যবৃক্ষমূলরূপ শূন্যাগারে থাকিয়াও তৃপ্তি লাভ করেন না। ভিক্ষুদিগের শাসনচ্যুতি এই পঞ্চ নিমিত্ত দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে।

একদিন লোকে এই অসন্তুষ্ট ভিক্ষুকে শাস্তার নিকটে লইয়া বলিল, 'ভদন্ত, ইনি উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন।' শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, 'কি হে, এ কথা সত্য কি?' ভিক্ষু নিজের অপরাধ স্বীকার করিলে শাস্তা বলিলেন, 'দেখ, কোন মতেই কামপরবশ হইও না; ঐ রমণী পাপিষ্ঠা; উহার প্রতি তোমার যে আসক্তি জন্মিয়াছে, তাহা দমন কর, বুদ্ধশাসনে আনন্দ লাভ কর। তেজস্বী প্রাচীন পণ্ডিতেরাও রমণীর প্রতি আসক্ত হইয়া তেজ হারাইয়াছিলেন এবং দুঃখ ও ব্যসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' ইহা বলিয়া তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে মল্লরাজ্যের রাজধানী কুশাবতী[১] নগরে ইক্ষবাকু-নামক এক রাজা যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতেন। তাঁহার ষোড়শ সহস্র অন্তঃপুরচারিণী ছিল; শীলবতী-নাম্নী রমণী ইহাদের মধ্যে অগ্রমহিষীর পদ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা কি পুত্র, কি কন্যা কোন সন্তান লাভ করেন নাই। পৌর ও জানপদবর্গ রাজভবনদ্বারে সমবেত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল, 'মহারাজ, এই রাজ্য বিনষ্ট হইল।' রাজা বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার রাজত্ব কেহ অধর্ম্মাচরণ করে না,[২] ইহা সত্য বটে; কিন্তু আপনার বংশরক্ষার জন্য পুত্র জন্মিতেছে না; কাজেই অন্য কেহ এই রাজ্য অধিকার করিয়া ইঁহার সর্ব্বনাশ করিবে। এজন্য আপনি এমন একটী পুত্র প্রার্থনা করুন যিনি যথাধর্ম্ম এই রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবেন।' রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পুত্র প্রার্থনা করিবার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে?' 'মহারাজ, আপনি প্রথমে এক সপ্তাহকাল আপনার অন্তঃপুরচারিণীদিগের মধ্য হইতে অল্পসংখ্যক কয়েকজনকে 'ধর্ম্মনাটক' ভাবে[৩] রাস্তায় ছাড়িয়া দিন; ইহাতে যদি তাঁহাদের মধ্যে কেহ পুত্র লাভ করেন ত উত্তম; নচেৎ ক্রমে মধ্যম নাটক এবং জ্যেষ্ঠ নাটকও ছাড়িতে হইবে; এতগুলি রমণীর মধ্যে কোন না কোন পুণ্যবতী নিশ্চিত পুত্র লাভ করিবেন।

প্রজাদিগের কথায় রাজা ঐরূপ ব্যবস্থাই করিলেন এবং সাত সাত দিন অন্তর এক একটী 'নাটক' পাঠাইতে লাগিলেন। রমণীরা যথাসুখ পুরুষসংসর্গ করিয়া যখন ফিরিয়া আসিতেন, তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিতেন, 'তোমাদের মধ্যে কেহ পুত্র লাভ করিলে কি?' তাঁহারা সকলেই বলিতেন, 'না, মহারাজ।' তাঁহার ভাগ্যে পুত্রলাভ নাই মনে করিয়া রাজা বিষণ্ন হইলেন। নাগরিকেরাও পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ

---

[১]। কুশীনগরের প্রাচীন নাম।

[২] । তথাপি তোমরা আমার দোষ দিতেছ কেন?' প্রজারা বলিল, 'আপনার রাজত্বে কেহ ধর্ম্মাচরণ করে না,

[৩]। মূলে 'চুল্লনাটকং ধর্ম্মনাটকং কত্বা বিস্সজ্জেথ' আছে। 'চুল্লনাটক' বলিলে, বোধ হয়, নর্ত্তকীদিগের অল্প কয়েকজন, অথবা যাহারা তত সুন্দরী নহে, অথবা যাহাদের বংশগৌরব তত বেশী নয়, তাহাদিগকে বুঝায়। ইহার পর ক্রমে 'মজ্ঝিম নাটকং' এবং 'জেট্‌ঠ নাটকং'-এর উল্লেখ দেখা যায়। সম্ভবত 'চুল্ল', 'মধ্যম' ও 'জ্যেষ্ঠ' এই বিশেষণ তিনটী নর্ত্তকীদিগের সংখ্যা, বা রূপযৌবন বা বংশমর্য্যাদা-জ্ঞাপক। এই নর্ত্তকীগণ ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কিয়দ্দিনের জন্য অবাধভাবে ইন্দ্রিয় সেবা করিত এবং কেহ কেহ এই সুযোগে গর্ভবতীও হইত। রমণীদিগকে এইরূপে অবাধভাবে পুংসংসর্গ করিতে দিয়া বংশরক্ষা করা ধর্ম্মশাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া গণ্য ছিল; কাজেই কেহ ইহা দোষাবহ মনে করিত না। বহুরমণীসেবারত অনেক পুরুষের সন্তানোৎপাদিকা শক্তি থাকেনা; এই জন্যই, বোধ হয়, কোন কোন রাজা নিঃসন্তান হইতেন এবং উক্তরূপে ক্ষেত্রজ পুত্র লাভ করিয়া বংশরক্ষা করিতেন।

অসন্তোষ বিজ্ঞাপন করিল। রাজা বলিলেন, 'তোমরা আমাকে দোষ দিতেছ কেন? আমি তোমাদের কথামত একে একে তিনটী নাটক প্রেরণ করিলাম; কিন্তু রমণীদিগের মধ্যে কেহই পুত্রবতী হইলেন না। আমি আর কি করিতে পারি?' প্রজারা বলিল, 'মহারাজ, এই সকল রমণী, বোধ হয়, দুঃশীলা ও নিষ্পুণ্যা। ইঁহারা কেহই পুত্রলাভের উপযোগী পুণ্য করেন নাই। ইঁহারা পুত্রলাভ করিলেন না বলিয়াই আপনি নিরুৎসাহ হইবেন না। আপনার অগ্রমহিষী শীলবতী দেবী শীলসম্পন্না; এখন আপনি তাঁহাকেই প্রেরণ করুন; তাঁহার গর্ভে নিশ্চয় পুত্র উৎপন্ন হইবে।' 'বেশ, তাহাই করিব' বলিয়া রাজা ভেরীবাদন দ্বারা প্রচার করিলেন, 'অদ্য হইতে সপ্তম দিনে রাজা শীলবতী দেবীকে ধর্ম্মনাটকে প্রেরণ করিবেন; পুরুষেরা যেন ঐ সময়ে সমবেত হয়।' অনন্তর, সপ্তম দিনে রাজা শীলবতীকে নানা আভরণে সজ্জিত করিয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক রাজাঙ্গনের বাহিরে ছাড়িয়া দিলেন।

শীলবতীর শীলতেজে শক্রভবন উত্তপ্ত হইল; শক্র ইঁহার কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং দেবী পুত্র প্রার্থনা করিতেছেন, ইহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, শীলবতীকে পুত্র দান করা কর্ত্তব্য। দেবলোকে শীলবতীর উপযুক্ত কোন পুত্র আছেন কি না, ইহা চিন্তা করিয়া তিনি বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইলেন। বোধিসত্ত্ব না কি তখন ত্রয়স্ত্রিংশভবনে আয়ুষ্কাল শেষ করিয়া ঊর্দ্ধতন দেবলোকে জন্মান্তরলাভের অভিলাষ করিতেছিলেন। শক্র তাঁহার বিমানদ্বারে গমন করিয়া তাঁহাকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, 'মারিষ, আপনাকে মনুষ্যলোকে গিয়া ইক্ষবাকু রাজার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।' বোধিসত্ত্ব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন শক্র অন্য একজন দেবপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আপনিও ঐ মহিষীর পুত্র হইবেন।' অনন্তর, পাছে কেহ শীলবতীর শীলভঙ্গ করে, এই আশঙ্কায় শক্র বৃদ্ধব্রাহ্মণের বেশে রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। এদিকে বহুলোকেও স্নান করিয়া ও সুভূষিত হইয়া রাজদ্বারে গমন করিল। প্রত্যেকেই ভাবিতে লাগিল, আমিই মহিষীকে গ্রহণ করিব। তাহারা শক্রকে দেখিয়া পরিহাস করিয়া বলিল, 'তুমি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ, ঠাকুর?' শক্র উত্তর দিলেন, 'আমায় নিন্দা করিতেছ কেন? আমার শরীর জীর্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু কামপ্রবৃত্তি ত জীর্ণ হয় নাই; যদি শীলবতীকে পাই, তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়া যাইব। এই উদ্দেশ্যেই আসিয়াছি।' তিনি নিজের অনুভাববলে সকলের সম্মুখে অবস্থিত হইলেন; তাঁহার তেজোবলে অন্য কেহই তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না। মহিষী যেমন সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া রাজভবনের বাহিরে আসিলেন, অমনি শক্র তাঁহার হাত ধরিয়া চলিয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া সেখানে যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারা তাঁহাকে গালি দিতে

লাগিল। তাহারা বলিল, 'দেখ ত বুড়া বামণটার কাণ্ড! এমন সুন্দরী রমণীকে লইয়া যাইতেছে; নিজের কি করা উচিত, বুড়াটার সে জ্ঞান নাই!' একজন বৃদ্ধ তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে দেখিয়া মহিষীর মনেও যুগপৎ দুঃখ, ক্রোধ ও ঘৃণার উদ্রেক হইল। মহিষীকে কে গ্রহণ করে, ইহা দেখিবার জন্য রাজা বাতায়নের নিকট অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনিও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাণ্ড দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন।

শক্র মহিষীকে লইয়া নগরদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন; তাঁহার অনুভাববলে দ্বারসমীপে একখানি গৃহ নির্ম্মিত হইল; উহার দরজা খোলা ছিল এবং ভিতরে কাষ্ঠের আস্তরণ ছিল। মহিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই কি আপনার বাড়ী?' শক্র বলিলেন, 'হাঁ, ভদ্রে; এতদিন আমি একা ছিলাম; এখন আমরা দুইজন হইলাম। আমি ভিক্ষাচর্য্যা করিয়া তণ্ডুলাদি আনয়ন করিতেছি; তুমি এই কাষ্ঠাস্তরণের উপর শুইয়া থাক।' অনন্তর তিনি হস্তদ্বারা মৃদুভাবে মহিষীর অঙ্গস্পর্শ করিলেন; দিব্যস্পর্শে মহিষীর সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল[১]। তখন শক্র অনুভাববলে তাঁহাকে ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে লইয়া গেলেন এবং সুসজ্জিত দিব্যশয্যায় শোওয়াইয়া রাখিলেন। সপ্তম দিনে মহিষী প্রবুদ্ধা হইলেন; এবং শয়নকক্ষের দিব্যশ্রী দেখিয়া বুঝিলেন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মনুষ্য নহেন, ছদ্মবেশী শক্র। ঐ সময়ে শক্র মন্দারমূলে[২] দেবকন্যা-পরিবৃত হইয়া তাঁহাদের নৃত্য দেখিতেছিলেন। মহিষী শয্যা হইতে উঠিয়া তাঁহার নিকটে গেলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একান্তে অবস্থিতি করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শক্র বলিলেন, 'দেবি, আমি তোমাকে বর দিব; তুমি বর প্রার্থনা কর।' মহিষী বলিলেন, 'তবে, আমাকে একটী পুত্র দিন।' 'দেবি, একটী কেন, আমি তোমাকে দুইটী পুত্র দিব। তাহাদের একজন প্রজ্ঞাবান হইবে, কিন্তু রূপবান হইবে না; অপর জন রূপবান হইবে, কিন্তু প্রজ্ঞাবান হইবে না। ইহাদের মধ্যে প্রথমে তুমি কোনটী পাইতে ইচ্ছা কর?' 'যেটী প্রজ্ঞাবান হইবে, প্রভু।' শক্র 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাকে কুশতৃণ, দিব্যবস্ত্র, দিব্যচন্দন, মন্দারপুষ্পমালা এবং কোকনদ-নামক বীণা[৩] দান করিলেন, তাঁহাকে লইয়া রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক রাজার সহিত একশয্যায় শয়ন করাইলেন এবং অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাভি স্পর্শ করিলেন। বোধিসত্ত্বও তন্মুহূর্ত্তে তাঁহার গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। অনন্তর শক্র স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

শীলবতী বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন যে, তিনি গর্ভধারণ

---

[১]। অনন্তর তিনি হস্তদ্বারা মৃদুভাবে মহিষীর অঙ্গস্পর্শ কলিলেন; আনন্দে তাঁহার সংজ্ঞা অন্তর্হিত হইল।

[২]। মূলে 'পারিচ্ছত্তকমূলে' আছে। পারিচ্ছত্রক দেবতরুবিশেষ।

[৩]। পারিছত্রক বৃক্ষের পুষ্পকেও 'কোকনদ' বলা যায়।

করিয়াছেন। নিদ্রাভঙ্গের পর রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে তোমাকে লইয়া গিয়াছিল, বল ত?' মহিষী বলিলেন, 'দেবরাজ শক্র।' 'আমি স্বচক্ষে দেখিলাম, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তোমাকে লইয়া যাইতেছে; আমাকে বঞ্চনা করিতেছ কেন?' 'বিশ্বাস করুন, মহারাজ; শক্রই আমাকে গ্রহণ করিয়া দেবলোকে লইয়া গিয়াছিলেন।' 'না, দেবি; আমি এ কথা বিশ্বাস করি না।' তখন মহিষী রাজাকে শক্রদত্ত কুশতৃণ দেখাইয়া বলিলেন, 'এখন বিশ্বাস করুন, মহারাজ।' রাজা ভাবিলেন, 'কুশতৃণ ত যেখানে সেখানেই পাওয়া যায়'। কাজেই তিনি বিশ্বাস করিলেন না। অনন্তর মহিষী তাঁহাকে দিব্যবস্ত্রগুলি দেখাইলেন; তখন রাজার বিশ্বাস হইল। তিনি বলিলেন, 'ভদ্রে, শক্র ত তোমাকে লইয়া গিয়াছিলেন; তুমি পুত্রলাভ করিয়াছ কি?' 'করিয়াছি, মহারাজ; আমার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে।' রাজা অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া মহিষীর গর্ভরক্ষার জন্য সংস্কারাদি সম্পাদন করাইলেন। দশ মাস গর্ভধারণের পর মহিষী এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই শিশুর অন্য কোন নাম রাখা হইল না; কুশতৃণের নামানুসারেই নামকরণ হইল।

কুশকুমার যখন হাঁটিতে শিখিলেন, তখন অপর দেবপুত্র মহিষীর গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল জয়ম্পতি। কুমারদ্বয় সাতিশয় আদরযত্নের সহিত বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব প্রজ্ঞাবান ছিলেন; তিনি আচার্য্যের উপদেশ বিনাই নিজের প্রজ্ঞাবলে সর্ব্ববিদ্যায় নৈপুণ্য লাভ করিলেন। তাঁহার বয়স যখন ষোল বৎসর হইল, তখন রাজা তাঁহাকে রাজ্য দান করিবার অভিপ্রায়ে মহিষীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ভদ্রে, তোমার পুত্রকে রাজ্যদান করিব এবং তদুপলক্ষ্যে নাট্যাভিনয়াদি উৎসব করাইব। আমাদের জীবদ্দশাতেই তাহাকে রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে ইচ্ছা করি। সমস্ত জম্বুদ্বীপের যে কোন রাজার কন্যাকে ইচ্ছা কর, আনয়ন করিয়া তাহাকে তোমার পুত্রের অগ্রমহিষী করিব। তুমি তোমার পুত্রের মন জানিতে চেষ্টা কর—সে কোন রাজকন্যা লাভ করিতে চায় তাহা জান।' মহিষী বলিলেন, 'যে আজ্ঞা, মহারাজ।' তিনি রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া একজন পরিচারিকাকে বলিলেন, 'কুমারকে এই সংবাদ দিয়া তাহার কি ইচ্ছা, জানিতে চেষ্টা কর?' পরিচারিকা গিয়া কুমারকে সংবাদ দিল। তাহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'আমি কুরূপ; কোন রূপবতী রাজকন্যাকে এখানে আনয়ন করিলেও সে আমাকে দেখিবামাত্র ভাবিবে, আমি এমন কুরূপ স্বামী লইয়া কি করিব? সে নিশ্চয় পলাইয়া যাইবে। সেরূপ ঘটিলে আমাদের বড় লজ্জার কারণ হইবে। আমার গৃহবাসে কি প্রয়োজন? যতদিন মাতাপিতা জীবিত থাকিবেন, ততদিন তাঁহাদের সেবা করিব; তাঁহাদের মৃত্যু হইলে প্রব্রজ্যা লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইব।' তিনি পরিচারিকাকে বলিলেন, 'আমার রাজ্যে বা নাট্যাভিনয় প্রভৃতি আমোদপ্রমোদের কোন প্রয়োজন নাই; আমি মাতাপিতার

দেহান্তে প্রব্রাজক হইব।’ পরিচারিকা গিয়া মহিষীকে এই উত্তর জানাইল। ইহাতে রাজা বড় দুঃখিত হইলেন; তিনি কয়েকদিন পরে কুমারের নিকট আবার ঐ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন; কুমার এবারেও তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। বার বার তিন বার এইরূপ প্রত্যাখ্যান করিয়া চতুর্থবারে কুমার ভাবিলেন, ‘মাতাপিতার সঙ্গে একান্ত প্রতিপক্ষভাবে চলা অকর্ত্তব্য। কোন একটা উপায় করিতে হইবে।’ তিনি প্রধান কর্ম্মকারকে ডাকাইয়া তাহার বহু সুবর্ণ দিয়া বলিলেন, ‘তুমি ইহা দিয়া একটী স্ত্রীমূর্ত্তি গঠন কর।’ কর্ম্মকার চলিয়া গেলে তিনি আরও সুবর্ণ লইয়া নিজেই এক স্ত্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। বোধিসত্ত্বদিগের অভিপ্রায় কখনও অসম্পন্ন থাকে না। কুশকুমার যে স্ত্রীমূর্ত্তি গঠন করিলেন, তাহার রূপবর্ণনা করা জিহ্বার সাধ্যতীত। তিনি এই মূর্ত্তিটীকে ক্ষৌমবস্ত্র পরাইয়া নিজের শয়নপ্রকোষ্ঠে রাখিয়া দিলেন। এদিকে সেই প্রধান কর্ম্মকারও মূর্ত্তি লইয়া আসিল। মহাসত্ত্ব তাহা দেখিয়া বলিলেন, ‘মূর্ত্তিটা ভাল হয় নাই। আমার শয্যাপ্রকোষ্ঠে যে মূর্ত্তিটা আছে, তুমি গিয়া তাহা লইয়া আইস।’ কর্ম্মকার শয়নগর্ভে গিয়া সেই মূর্ত্তি দেখিয়া ভাবিল, ‘কুমারের সঙ্গে কেলি করিবার জন্য বুঝি কোন অপ্সরা আসিয়াছেন।’ সে হস্ত প্রসারণ করিতে অসমর্থ হইয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক কুমারকে বলিল, ‘দেব, আপনার শয়নকক্ষে এক আর্য্যা দেবদুহিতা রহিয়াছেন; আমি তাঁহার নিকটে যাইতে পারিলাম না।’ কুমার বলিলেন, ‘ভয় কি, বাপু? উহা সোণার মূর্ত্তি; তুমি লইয়া এস।’ ইহা বলিয়া তিনি কর্ম্মকারকে পাঠাইয়া মূর্ত্তিটী আনয়ন করিলেন। অতঃপর তিনি কর্ম্মকার-নির্ম্মিত মূর্ত্তিটী শয়নকক্ষে নিক্ষেপ করাইয়া স্বনির্ম্মিত মূর্ত্তিটীকে সাজাইলেন এবং রথের উপর চাপাইয়া উহা মাতার নিকট পাঠাইয়া বলিলেন, ‘এইরূপ পাত্রী পাইলে তাহাকে গ্রহণ করিব।’

মহিষী অমাত্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, ‘বাপু সকল, আমার পুত্র শক্রদত্ত; সে মহাপুণ্যবান; সে নিশ্চয় নিজের উপযুক্ত কুমারী লাভ করিবে। তোমরা এই মূর্ত্তিটী আবৃতযানে লইয়া সমস্ত জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ কর; যে রাজার কন্যাকে এই মত রূপবতী দেখিবে, তাঁহাকে ইহা দান করিয়া বলিলে, ‘মহারাজ ইক্ষবাকু আপনার কন্যার সহিত তাঁহার পুত্রে বিবাহ[১] দিবেন।’ অতঃপর বিবাহের দিন স্থির করিয়া এখানে ফিরিবে।’ অমাত্যেরা ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া ঐ মূর্ত্তি লইয়া বহু অনুচরসহ যাত্রা করিলেন। তাঁহারা যে যে রাজধানীতে যাইতেন, সেই সেই নগরেই সায়াহ্নে মূর্ত্তিটীকে বস্ত্রপুষ্পালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া সুবর্ণ-

---

[১]। মূলে ‘আবাহং করিস্সতি’ আছে। আবাহ = পুত্রের বিবাহ; বিবাহ = কন্যার বিবাহ। অশোকের ৯ম শিলালিপি এবং জাতকের নানা স্থানে এইরূপ অর্থে শব্দদ্বয়ের ব্যবহার দেখা যায়।

শিবিকায় স্থাপনপূর্ব্বক বহুলোকসমাগম-স্থানে, ঘাটের পথের ধারে, রাখিয়া দিতেন এবং নিজেরা একটু ফিরিয়া গিয়া গতাগত লোকদিগের কথা শুনিবার জন্য একান্তে অবস্থিতি করিতেন। লোকে দেখিয়া উহা যে সুবর্ণময়ী ইহা জানিতে পারিত না; তাহারা বলিত, 'ইনি মানবী হইয়াও দেবকন্যার ন্যায় কি অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যসম্পন্না! ইনি এখানে রহিয়াছেন কেন? কোথা হইতেই বা আসিয়াছেন? আমাদের নগরে ত এমন সুন্দরী নারী নাই।' এইরূপ বর্ণনা করিতে করিতে তাহারা চলিয়া যাইত। তাহা শুনিয়া অমাত্যেরা বুঝিতেন, 'যদি এখানে এমন কন্যা থাকিত, তাহা হইলে ইঁহারা বলিত, অমুক রাজকন্যা কিংবা অমুক অমাত্যকন্যা এতাদৃশী সুন্দরী। অতএব নিশ্চয় এ নগরে এমন কোন কন্যা নাই।' তখন তাঁহারা মূর্ত্তিটী লইয়া নগরান্তরে যাইতেন। এইরূপে বিচরণ করিতে করিতে পরিশেষে তাঁহারা মদ্ররাজ্যের রাজধানী শাকল নগরে[১] উপস্থিত হইলেন।

মদ্ররাজ্যের সাতটী পরমসুন্দরী দেবকন্যা সদৃশী কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রভাবতীর দেহ হইতে প্রাতঃসূর্য্যের আভার ন্যায় আভা নিঃসরণ হইত। ঘোর অন্ধকারেও তাঁহার কক্ষে চতুর্হস্ত পরিমিত স্থানে প্রদীপের কোন প্রয়োজন ছিল না; সমস্ত কক্ষ সমরূপ উদ্ভাসিত হইত। প্রভাবতীর এক কুব্জা ধাত্রী ছিল। সে প্রভাবতীকে ভোজন করাইয়া তাহার মাথা ধুইবার জন্য আটন বারাঙ্গনার কক্ষে আটটী কলসী দিয়া সন্ধ্যাকালে জল আনিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে ঘাটের পথে অবস্থিত সেই রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া তাহাকে প্রভাবতী মনে করিল এবং ভাবিল 'প্রভাবতী ত বড় দুর্ব্বিনীতা! সে মাথা ধুইব বলিয়া আমাদিগকে জল আনিতে পাঠাইল; কিন্তু নিজেই আগে আসিয়া ঘাটের পথে দাঁড়াইল।' সে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'অরে কুলকলঙ্কিনী! তুই আগেই আসিয়া এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছিস্! রাজা জানিলে ত আমাদের রক্ষা নাই!' ইহা বলিয়া সে মূর্ত্তিটীর গণ্ডে চপেটাঘাত করিল; কিন্তু ইহাতে তাহার নিজেরই করতল যেন ভাঙ্গিয়া গেল, এইরূপ বোধ হইল। তখন সে বুঝিতে পারিল যে, মূর্ত্তিটী সোণার। সে হাসিয়া বারাঙ্গনাদিগের নিকটে গিয়া বলিল, 'দেখিলি আমার কাণ্ড! আমার মেয়ে মনে করিয়া আমি মূর্ত্তিটার গায়ে চড় দিলাম! আমার মেয়ের তুলনায় এ মূর্ত্তি কি ছার! লাভের মধ্যে কেবল নিজের হাতেই ব্যথা পাইলাম।' ইহা শুনিয়া রাজদূতেরা তাহাকে ধরিয়া বসিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'বাছা, তুমি বলিতেছ যে, তোমার কন্যা এই মূর্ত্তির অপেক্ষা সুন্দরী। তুমি কাহাকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিলে, তাহা শুনিতে চাই।' ধাত্রী উত্তর দিল, 'আমি মদ্ররাজকন্যা প্রভাবতীকে লক্ষ্য

[১]। বর্ত্তমান 'শিয়ালকোট'।

করিয়া বলিয়াছি। তাহার তুলনায় এ মূর্ত্তির মূল্য ষোল ভাগের এক ভাগও নয়।' ইহা শুনিয়া দূতেরা তুষ্ট হইলেন এবং রাজদ্বারে গিয়া প্রতিহারী দ্বারা সংবাদ পাঠাইলেন, 'রাজা, ইক্ষবাকুর দূতেরা দ্বারদেশে উপস্থিত।' মদ্ররাজ আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আজ্ঞা দিলেন, 'তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আন।' দূতগণ প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া রাজাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, 'মহারাজ, আমাদের রাজা আপনার আরোগ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন?' রাজা তাঁহাদের যথেষ্ট সৎকার ও সম্মান করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'আপনারা কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন?' দূতেরা বলিলেন, 'আমাদের রাজা পুত্র সিংহবিক্রম কুশকুমার। রাজা তাঁহাকে রাজ্য দান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং সেইজন্য আমাদিগকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। আমাদের কুশ-কুমারের হস্তে আপনার প্রভাবতী নাম্নী দুহিতাকে সম্প্রদান করিতে হইবে। পণস্বরূপ আপনি এই সুবর্ণমূর্ত্তি গ্রহণ করুন।' ইহা বলিয়া অমাত্যেরা মদ্ররাজকে সেই স্বর্ণমূর্ত্তিটী দান করিলেন। ইক্ষবাকুর ন্যায় মহারাজের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে এবং বিবাহকালে নানারূপ উৎসব হইবে, ইহা ভাবিয়া মদ্ররাজ পরম পরিতোষ লাভ করিলেন; তিনি তৎক্ষণাৎ বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

অনন্তর দূতেরা মদ্ররাজকে বলিলেন, 'মহারাজ, আমরা আর বিলম্ব করিতে পারিব না; আমরা যে আপনার কন্যাকে লাভ করিলাম, রাজাকে গিয়া এখন এই সংবাদ দিব; রাজা নিজে আসিয়া প্রভাবতীকে লইয়া যাইবেন।' 'তাহাই হউক,' এই উত্তর দিয়া মদ্ররাজ দূতদিগকে বিদায় দিলেন; তাঁহারা গিয়া ইক্ষবাকু ও তাঁহার মহিষীকে এই শুভসংবাদ দিলেন। ইক্ষবাকু বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া কুশাবতী হইতে যাত্রা করিলেন এবং যথাসময়ে শাকল নগরে উপস্থিত হইলেন। মদ্ররাজ প্রত্যুদগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া গেলেন এবং সেখানে মহাসমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। শীলবতী দেবী বুদ্ধিমতী ছিলেন; 'কি জানি কি ঘটিবে' ভাবিয়া তিনি দুই এক দিন পরে মদ্ররাজকে বলিলেন, 'মহারাজ, আপনার কন্যাকে আমাদের পুত্রবধূরূপে দান করুন।' মদ্ররাজ বলিলেন, 'দান করিতেছি।' তিনি প্রভাবতীকে আনয়ন করিতে বলিলেন। প্রভাবতী সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিতা ও ধাত্রীগণপরিবৃতা হইয়া উপস্থিত হইলেন এবং শ্বশ্রূকে প্রণাম করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শীলবতী ভাবিলেন, 'কুমারী পরমসুন্দরী, কিন্তু আমার পুত্র কুরূপ। এ যদি আমার পুত্রকে দেখে, তবে আমাদের গৃহে একদিনও না থাকিয়া পলায়ন করিবে। অতএব পূর্ব্ব হইতে একটা উপায় দেখিতে হইতেছে।' তিনি মদ্ররাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহারাজ, আমার পুত্রবধূ সর্ব্বাংশে আমার পুত্রের উপযুক্ত; কিন্তু আমাদের বংশে পুরুষপরম্পরায় একটা রীতি চলিয়া আসিতেছে; যদি কন্যা সেই রীতি পালন

করেন, তাহা হইলেই আমরা ইহাকে লইয়া যাইতে পারি।' মদ্ররাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে কুলপ্রথাটী কি?' 'আমাদের বংশে একবার গর্ভধারণ না করা পর্য্যন্ত দিনমানে স্বামীর মুখ দেখিতে নাই। যদি প্রভাবতী এই নিয়ম স্বীকার করেন তবেই আমরা ইহাকে বধূরূপে গ্রহণ করিতে পারি।' মদ্ররাজ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, তুমি এই নিয়ম পালন করিতে পারিবে ত?' প্রভাবতী বলিলেন, 'পাবির, বাবা!' তখন ইক্ষবাকু রাজা মদ্ররাজকে বহু ধন দিয়া স্বীয় রাজধানীতে গমন করিলেন। মদ্ররাজও বহু অনুচর সঙ্গে দিয়া প্রভাবতীকে কুশাবতীকে প্রেরণ করিলেন।

ইক্ষবাকু কুশাবতীতে প্রত্যাগমন করিয়া সমস্ত নগর সুসজ্জিত করাইলেন; সমস্ত বন্দীকে মুক্তি দিলেন, পুত্রকে রাজপদে এবং প্রভাবতীকে অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্ত করিলেন, এবং ভেরীবাদন দ্বারা ঘোষণা করিলেন, 'এখন হইতে কুশরাজের আজ্ঞা পালন করিতে হইবে।' জম্বুদ্বীপের যে সকল রাজার কন্যা ছিল, তাঁহারা তাঁহাদিগকে কুশরাজের নিকট পাঠাইলেন, যাঁহাদের পুত্র ছিল, তাঁহারাও কুশরাজের মিত্রতা কামনায় স্ব স্ব পুত্রকে তাঁহার উপস্থাপকভাবে পাঠাইলেন। বোধিসত্ত্বের নর্ত্তকীসংখ্যাও বহু ছিল। তিনি মহাসমারোহে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কিন্তু দিনমানে তিনি প্রভাবতীকে কিংবা প্রভাবতী তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন না। কেবল রাত্রিকালেই তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎকার হইত। তখন প্রভাবতীর দেহ হইতে অসাধারণ লাবণ্যচ্ছটা নির্গত হইত। বোধিসত্ত্ব রাত্রি থাকিতেই শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইতেন। তিনি কয়েকদিন পরে দিনমানে প্রভাবতীকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া মাতাকে নিজের অভিপ্রায় জানাইলেন। কিন্তু মাতা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন; তিনি বলিলেন, 'তুমি এ ইচ্ছা করিও না; যতদিন একটী পুত্র না জন্মে, ততদিন অপেক্ষা কর।' কিন্তু বোধিসত্ত্ব পুনঃ পুনঃ এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, শীলবতী অগত্যা বলিলেন, 'তবে তুমি হস্তিশালায় গিয়া সেখানে মাহুতের বেশে অপেক্ষা কর, আমি প্রভাবতীকে সেখানে লইয়া যাইব; তখন তুমি তাহাকে যত ইচ্ছা, চক্ষু পূরিয়া দেখিবে; কিন্তু সাবধান, যেন আত্মপরিচয় না দেও।' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'এ অতি উত্তম পরামর্শ।' তিনি ছদ্মবেশে হস্তিশালায় গমন করিলেন। রাজমাতা হস্তিমঙ্গলোৎসবের আয়োজন করাইয়াছিলেন, তিনি প্রভাবতীকে বলিলেন, 'চল, আমরা আজ তোমার স্বামীর হস্তীগুলি দেখি গিয়া।' তিনি প্রভাবতীকে সেখানে লইয়া এই হস্তীর অমুক নাম, এই হস্তীর অমুক নাম, ইহা বলিয়া হস্তীগুলি দেখাইতে লাগিলেন। প্রভাবতী রাজমাতার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছিলেন। রাজা হস্তীর একটা মলপিণ্ড লইয়া তাঁহার পৃষ্ঠে আঘাত করিলেন। প্রভাবতী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "রাজাকে বলিয়া তোর হাত কাটাইব।" তাহার কথা শুনিয়া

রাজমাতা একটু অসন্তুষ্ট হইলেন; তিনি প্রভাবতীর পিঠে হাত বুলাইয়া তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিলেন। আর একদিন প্রভাবতীকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া রাজা অশ্বপালের বেশে অশ্বশালায় ছিলেন এবং অশ্বমলপিণ্ডদ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠে আঘাত করিয়াছিলেন। ইঁহার পর একদিন প্রভাবতীই মহাসত্ত্বকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়া শ্বাশুড়ীকে নিজের অভিলাষ জানাইলেন। শ্বাশুড়ী বলিলেন, 'এ ইচ্ছা করিও না, মা।' কিন্তু পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যাতা হইয়াও প্রভাবতী নিজের প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। শীলবতী নিরুপায় হইয়া বলিলেন, 'বেশ, আগামী কল্য আমার পুত্র নগর প্রদক্ষিণ করিবে, তুমি জানালা খুলিয়া তাহাকে দেখিতে পাইব!' ইহা বলিয়া তিনি পরদিন নগর সুসজ্জিত করাইলেন এবং জয়ম্পতি কুমারকে রাজবেশ পরাইয়া হস্তিপৃষ্ঠে বসাইয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইলেন। তিনি প্রভাবতীকে লইয়া বাতায়নের নিকট দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'মা, তোমার স্বামীর শ্রীসৌভাগ্য দর্শন কর।' নিজের উপযুক্ত পতি লাভ করিয়াছেন ভাবিয়া প্রভাবতী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ঐ দিন মহাসত্ত্ব হস্তিপালকের বেশে জয়ম্পতির পশ্চাতে বসিয়াছিলেন। তিনি মনের সাধ মিটাইয়া প্রভাবতীকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং নানারূপ হস্ত সঞ্চালন দ্বারা নিজের আনন্দ জানাইলেন। হস্তীগুলি চলিয়া গেলে রাজমাতা প্রভাবতীকে জিজ্ঞাসিলেন, 'বৎসে, স্বামী দেখিলেন ত।' 'দেখিলাম, মা। কিন্তু তাহার পশ্চাতে যে হস্তিপালক বসিয়াছিল, সে অতি দুর্বিনীত; সে আমাকে নানারূপ হস্তভঙ্গী দেখাইয়াছে। এরূপ লক্ষ্মীছাড়াকে রাজার পশ্চাতে বসিতে দেওয়া হইল কেন?' 'মা, রাজার পশ্চাতে ত একজন দেহরক্ষক রাখা চাই।' প্রভাবতী ভাবিলেন, 'এই হস্তিপালক অতি নির্ভয়, রাজাকেও রাজা বলিয়া মানে না। তবে এই ব্যক্তিই কি কুশ রাজা? তিনি নিশ্চিত অতি কুরূপ; এই জন্যই ইঁহারা আমাকে তাঁহার মুখ দর্শন করিতে দেয় না।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি কুব্জার কাণে কাণে বলিলেন, 'মা, তুমি গিয়া জান, কে রাজা,—যিনি সম্মুখের আসনে বসিয়াছেন তিনি, না যিনি পশ্চাতের আসনে বসিয়াছেন তিনি।' ধাত্রী বলিল, 'আমি কিরূপে জানিব, মা?' 'যিনি রাজা, তিনিই প্রথমে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিবেন। এই সঙ্কেত দ্বারাই তুমি জানিতে পারিবে।' ইহা শুনিয়া ধাত্রী গিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল এবং দেখিল যে, প্রথমে মহাসত্ত্ব তাহার পর জয়ম্পতি অবতরণ করিলেন। মহাসত্ত্ব ইতস্তত অবলোকনপূর্ব্বক কুব্জাকে দেখিতে পাইয়া, কি কারণে সে ওখানে আসিয়াছে তাহা অনুমান করিলেন এবং তাহাকে ডাকাইয়া দৃঢ়ভাবে বলিলেন, 'সাবধান, এই রহস্য প্রকাশ করিও না।' ইহা বলিয়া তিনি কুব্জা ধাত্রীকে বিদায় দিলেন। সে গিয়া প্রভাবতীকে বলিল, 'যিনি সম্মুখের আসনে বসিয়াছিলেন, তিনিই প্রথমে অবতরণ করিয়াছেন।' প্রভাবতী তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন।

অতঃপর রাজা আবার প্রভাবতীকে দেখিবার জন্য মাতার নিকট প্রার্থনা করিলেন। শীলবতী তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে অসমর্থ হইয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, তুমি অজ্ঞাতবেশে উদ্যানে গমন কর।' রাজা উদ্যানে গিয়া পুষ্করিণীর মধ্যে গলপ্রমাণ জলে দাঁড়াইয়া একটী পদ্মপত্রে মস্তক এবং একটী প্রস্ফুটিত পদ্মে মুখ আবৃত করিয়া রহিলেন। শীলবতীও প্রভাবতীকে লইয়া উদ্যানে প্রবেশ করিলেন, এবং এই গাছগুলি দেখ, এই পাখীগুলি দেখ, এই হরিণগুলি দেখ বলিয়া লোভ দেখাইতে দেখাইতে তাঁহাকে ঐ পুষ্করিণীর তীরে লইয়া গেলেন। পঞ্চবিধ পদ্মসুশোভিত পুষ্করিণী দেখিয়া তাহাতে স্নান করিবার অভিপ্রায়ে প্রভাবতী পরিচারিকাদের সহিত উহাতে অবতরণ করিলেন, এবং ক্রীড়া করিতে করিতে সেই পদ্মটী দেখিয়া উহা গ্রহণ করিবার জন্য হাত বাড়াইলেন। তখন রাজা পদ্মপত্রটী অপসারিত করিয়া, 'আমিই কুশ রাজা' বলিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া প্রভাবতী চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং 'আমাকে যক্ষে ধরিয়াছে' বলিয়া তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন রাজা তাঁহার হাত ছাড়িয়া দিলেন। সংজ্ঞালাভের পর প্রভাবতী ভাবিলেন, 'লোকে বলিতেছে, কুশরাজই আমার হাত ধরিয়াছিলেন। ইনিই আমাকে হস্তিশালায় হস্তীর মলপিণ্ডদ্বারা এবং অশ্বশালায় অশ্বের মলপিণ্ডদ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন, ইনিই সেদিন হস্তীর পৃষ্ঠে পশ্চাতের আসনে বসিয়া আমাকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। এরূপ কদাকার দুর্মূখ পতি লইয়া আমি কি করিব? যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে অন্য পতি গ্রহণ করিব।' মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, তাঁহার সঙ্গে যে সকল অমাত্য আসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'আমার যানবাহনাদি সজ্জিত করুন; আমি আজই প্রস্থান করিব।' অমাত্যেরা কুশরাজকে এই আদেশ জানাইলেন। কুশ ভাবিলেন, 'যদি যাইতে না পারে, তবে উহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে। এখন যেতে ইচ্ছা করে যাউক, ইঁহার পর আমি আত্মবলেই উহাকে আনয়ন করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি প্রভাবতীর গমন অনুমোদন করিলেন। প্রভাবতী তাঁহার পিতার রাজধানীতেই ফিরিয়া গেলেন। মহাসত্ত্বও উদ্যান হইতে নগরে প্রতিগমনপূর্ব্বক অলঙ্কৃত প্রাসাদে আরোহণ করিলেন।

[পূর্ব্বজন্মকৃত কোন প্রার্থনাবশতঃই প্রভাবতী বোধিসত্ত্বকে পতিভাবে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেন না; পূর্ব্বজন্মকৃত কোন কর্ম্মবশেই বোধিসত্ত্বও এইরূপ কদাকার হইয়াছিলেন। পুরাকালে নাকি বারাণসী নগরের দ্বারসন্নিহিত কোন গ্রামে উপরিভাগের ও নিম্নভাগের দুইটী বর্ত্মের ধারে দুইটী ভদ্র পরিবার বাস করিতেন। এক পরিবারে দুইটী পুত্র এবং এক পরিবারে একটী কন্যা জন্মিয়াছিল। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে বোধিসত্ত্ব ছিলেন ছোট। ঐ কন্যাটির সহিত বোধিসত্ত্বের অগ্রজের বিবাহ হইয়াছিল; বোধিসত্ত্ব অবিবাহিত অবস্থায় তাঁহার

অগ্রজের সহিত বাস করিতেন। একদিন এই বাড়ীতে অতি রসযুক্ত পিষ্টক পাক হইয়াছিল। বোধিসত্ত্ব তখন বনে গিয়াছিলেন। পরিবারের লোকে তাঁহার জন্য একখানি পিষ্টক রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত ভাগ করিয়া খাইয়াছিল। ঐ সময় একজন প্রত্যেকবুদ্ধ ভিক্ষার জন্য দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে বোধিসত্ত্বের ভ্রাতৃজায়া সেই পিষ্টকখানি তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন—তিনি ভাবিয়াছিলেন, দেবরের জন্য অন্য পিষ্টক পাক করিব। ঠিক ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব বন হইতে ফিরিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্বের ভ্রাতৃজায়া বলিয়াছিলেন, 'ঠাকুর পো, ব্যাজার হইও না, তোমার ভাগ প্রত্যেকবুদ্ধকে দিয়াছি।' ইঁহার উত্তরে বোধিসত্ত্ব বলিয়াছিলেন, 'নিজের ভাগ খাইলে, আমার ভাগ দান করিলে! আরও কি না করিবে?' তিনি ক্রোধবশে প্রত্যেকবুদ্ধের পাত্র হইতে পিষ্টক তুলিয়া লইয়াছিলেন। ইঁহার পর উক্ত রমণী মাতার গৃহ হইতে সদ্যোজাত চম্পকপুষ্পবর্ণাভ ঘৃত আনয়ন করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধের পাত্র পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ ঘৃত হইতে আভা নিঃসৃত হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া উক্ত রমণী প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 'ভদন্ত, আমি যেখানেই জন্মান্তর লাভ করি না কেন, আমার শরীর হইতে যেন আভা নির্গত হয়; আমি যেন পরমসুন্দরী হই; আর এইরূপ দুষ্টলোকের সঙ্গে যেন আমাকে এক স্থানে থাকিতে না হয়।' পূর্ব্বজন্মকৃত এই প্রার্থনার বলে প্রভাবতী বোধিসত্ত্বকে এখন পতিরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। বোধিসত্ত্বও সেই পিষ্টকখানি পুনর্ব্বার প্রত্যেকবুদ্ধের পাত্রে নিক্ষিপ্ত করিবার কালে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 'ভদন্ত, এই রমণী শতযোজন দূরে থাকিলেও আমি যেন ইহাকে আনয়ন করিয়া আমার পাদচারিকা করিতে পারি।' তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পিষ্টক গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই পূর্ব্বকর্ম্মফলে এ জন্মে এমন কদাকার হইয়াছিলেন।]

প্রভাবতী প্রস্থান করিলে কুশ রাজা এমন শোকাভিভূত হইলেন যে, তাঁহার অন্য পত্নীরা নানাপ্রকার পরিচর্য্যা করিয়াও তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতে পারিলেন না। প্রভাবতী বিনা রাজভবন তাঁহার নিকট শূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল। প্রভাবতী এতক্ষণে শাকলনগরে পৌঁছিয়াছেন, ইহা মনে করিয়া তিনি প্রত্যূষে জননীর নিকটে গিয়া বলিলেন, 'মা, আমি প্রভাবতীকে আনিব। আমার অনুপস্থিতিকালে তুমি এই রাজ্য শাসন কর।

১. পঞ্চরাজচিহ্নযুক্ত, সর্ব্বকাম্যদ্রব্যোপেত,
ধনবাহনাদি পূর্ণ এ রাজ্য এখন
সমর্পিণু হস্তে তব; কর, মা, শাসন।
প্রভাবতী অতি প্রিয়া; হইতেছে দগ্ধ হিয়া
বিরহে তাহার; তাই করিব গমন
যেখানে তাহার আমি পাব দরশন।'

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া শীলবতী বলিলেন, 'বেশ, যাও, কিন্তু সাবধানে থাকিবে। রমণীরা শুদ্ধাশয়া নয়।' অনন্তর একটী সুবর্ণ পাত্র নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্যে পূর্ণ করিয়া তিনি পুত্রের হস্তে দিয়া বলিলেন, 'পথে এই সমস্ত দ্রব্য ভোজন করিও।' মহাসত্ত্ব উহা গ্রহণ করিয়া মাতাকে প্রণাম ও তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন এবং 'যদি বাঁচিয়া থাকি ত আবার দেখা হইবে,' ইহা বলিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক পঞ্চবিধ আয়ুধ গ্রহণ করিলেন, একটা থলির মধ্যে ভোজনপাত্রসহ সহস্র কার্ষাপণ পূরিলেন এবং এই সমস্ত ও কোকনদ বীণাটি লইয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি মহাবল ও মহাবীর্য্যবান ছিলেন; মধ্যাহ্ন অতীত হইতে না হইতে তিনি পঞ্চাশ যোজন অতিক্রম করিলেন; অনন্তর অন্ন আহার করিয়া অবশিষ্ট দিবাভাগে আরও পঞ্চাশ যোজন গেলেন। এইরূপে এক দিনেই শতযোজন চলিয়া তিনি সন্ধ্যাকালে স্নান করিলেন এবং শাকল নগরে প্রবেশ করিলেন।

মহাসত্ত্ব নগরে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার তেজে প্রভাবতী শয্যোপরি তিষ্ঠিতে পারিলেন না; তিনি শয্যা হইতে অবতরণপূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিলেন। বোধিসত্ত্ব পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে রাস্তা দিয়া যাইতে দেখিয়া এক রমণী ডাকিয়া নিজের গৃহে লইয়া গেল এবং তাঁহাকে বসাইয়া ও তাঁহার পা ধুইয়া দিয়া শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিল। তিনি নিদ্রিত হইলে সে অন্ন প্রস্তুত করিল এবং তাঁহাকে জাগাইয়া উহা খাওয়াইল। ইহাতে পরিতুষ্ট হইয়া মহাসত্ত্ব তাহাকে সেই সুবর্ণপাত্রসহ সহস্র কার্ষাপণ দান করিলেন। তাঁহার পঞ্চবিধ আয়ুধও তিনি ঐ রমণীর গৃহে রাখিয়া দিলেন এবং 'আমাকে এক জায়গায় যাইতে হইবে' বলিয়া বীণাটী লইয়া হস্তিশালায় গেলেন। সেখানে তিনি হস্তিপালকদিগকে বলিলেন, 'আজ আমাকে এখানে থাকিতে দাও; আমি তোমাদিগকে গান, বাজনা শুনাইব।' হস্তিপালকেরা তাঁহাকে থাকিতে বলিলে তিনি এক পাশে গিয়া শুইলেন। অনন্তর পথক্লান্তি দূর হইলে তিনি উঠিয়া আবরণ হইতে বীণা বাহির করিলেন এবং নগরবাসী সকলেই শুনিতে পায়, এইভাবে বাজাইতে ও গাইতে লাগিলেন। প্রভাবতী ভূতলে শুইয়াছিলেন। তিনি ঐ শব্দ শুনিয়া ভাবিলেন, 'ইহা অন্য কাহারও বীণার শব্দ নয়; নিশ্চয় কুশ রাজা আমার জন্য এখানে আসিয়াছেন।' মদ্ররাজও ঐ বীণার ঝঙ্কার শুনিতে পাইলেন এবং ভাবিলেন, 'কি মধুর বাদ্যই বাজাইতেছে! কাল লোকটাকে ডাকাইয়া আমার গন্ধর্ব্বের পদে নিযুক্ত করিব।' বোধিসত্ত্ব স্থির করিলেন, 'এ অস্থান; এখানে থাকিয়া প্রভাবতীর দর্শনলাভ হইবে না।' তিনি প্রাতঃকালেই সেখান হইতে চলিয়া গেলেন এবং পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময়ে যে গৃহে ভোজন করিয়াছিলেন, সেখান প্রাতরাশ সমাপনপূর্ব্বক বীণাটি রাখিয়া রাজকুম্ভকারের

গৃহে গমন করিলেন। সেখানে তিনি কুম্ভকারের অন্তেবাসিক হইলেন। তিনি একদিনের মধ্যেই ভাণ্ডাদিগঠনোপযোগী মৃত্তিকা আনয়ন করিয়া তাহার গৃহ পূর্ণ করিয়া বলিলেন, 'আচার্য্য আমি ভাণ্ড প্রস্তুত করিব কি?' কুম্ভকার বলিল, 'বেশ ত; তুমি ভাণ্ড প্রস্তুত কর।' তখন বোধিসত্ত্ব চাকের উপর এক তাল মাটি রাখিয়া উহা ঘুরাইয়া দিলেন। তিনি একবার মাত্র ঘুরাইলেই চাকটা মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত দ্রুতবেগে ঘুরিতে লাগিল। তিনি প্রথমে ছোট বড় বহুবিধ পাত্র গড়িলেন, তাহার পর প্রভাবতীর জন্য একটা ভাণ্ড গঠন করিলেন। উহার বহিঃপৃষ্ঠে তিনি নানারূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। বোধিসত্ত্বদিগের অভিপ্রায় সর্ব্বত্রই সিদ্ধি লাভ করে। কুশরাজ ইচ্ছা করিলেন যে, কেবল প্রভাবতীই যেন ঐ সকল মূর্ত্তি দেখিতে পান। তিনি ভাণ্ডগুলি শুকাইয়া ও পোড়াইয়া কুম্ভকারের গৃহ পূর্ণ করিলেন। কুম্ভকার নানাবিধ ভাণ্ড লইয়া রাজবাড়ীতে গেল। রাজা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এগুলি কে গড়িয়াছে?' কুম্ভকার বলিল, 'আমি গড়িয়াছি, মহারাজ।' 'আমি বেশ জানি, তুমি এ সব গড় নাই; সত্য বল, কে গড়িয়াছে?' 'আমার অন্তেবাসী গড়িয়াছে, মহারাজ।' 'সে তোমার অন্তেবাসী নয়; সে তোমার আচার্য্য। তুমি তাহার কাছে শিল্প শিক্ষা করিও। সে এখন হইতে আমার কন্যাদের জন্য ভাণ্ড প্রস্তুত করিবে। এই সহস্র মুদ্রা লও; তাহাকে দিবে।' ইহা বলিয়া রাজা কুম্ভকারের হস্তে সহস্র মুদ্রা দেওয়াইলেন এবং বলিলেন, 'এই ক্ষুদ্র ভাণ্ডগুলি আমার মেয়েদিগকে দিয়া যাও।' কুম্ভকার কুমারীদিগের নিকট গিয়া বলিল, 'মহারাজ এই ক্ষুদ্র ভাণ্ডগুলি আপনাদের খেলার জন্য পাঠাইয়াছেন।' ইহা শুনিয়া কুমারীরা তাহার নিকটে ছুটিয়া আসিলেন। মহাসত্ত্ব প্রভাবতীর জন্য যে ভাণ্ড প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কুম্ভকার সেটী তাঁহাকেই দিল। প্রভাবতী ভাণ্ডটী লইয়া তাহার বহিঃপৃষ্ঠে নিজের ও কুব্জার ছবি দেখিয়া বুঝিলেন, কুশ রাজা ভিন্ন অন্য কেহ উহা নির্ম্মাণ করে নাই। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'আমি ইহা চাই না; যে চায়, তাহাকে দাও।' তাঁহার ভগিনীরা তাঁহার ক্রোধের ভাব বুঝিয়া পরিহাসপূর্ব্বক বলিলেন, 'তুমি কি ভাবিয়াছ যে, ইহা কুশ রাজা গড়িয়াছেন? ইহা তিনি গড়েন নাই, কুম্ভকার গড়িয়াছে; তুমি ইহা লও।' কুশ রাজাই যে উহা গড়িয়াছেন এবং তিনি যে শাকল নগরে আসিয়াছেন, প্রভাবতী ভগিনীদিগকে এ কথা বলিলেন না। কুম্ভকার গৃহে ফিরিয়া বোধিসত্ত্বের হস্তে রাজদত্ত সহস্র মুদ্রা দিয়া বলিল, 'বাপু, রাজা তোমার উপর বড় খুশী হইয়াছেন। এখন হইতে তোমাকে রাজকন্যাদের জন্য খেলনা গড়িতে হইবে। আমি সেগুলি তাঁহাদের কাছে লইয়া যাইব।' মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এখানে থাকিলেও প্রভাবতীর দেখা পাইব না।' তিনি কুম্ভকারকেই ঐ সহস্র মুদ্রা দান করিলেন এবং রাজভৃত্য এক নলকারের নিকটে গিয়া তাহার অন্তেবাসী হইলেন। সেখানে তিনি প্রভাবতীর

জন্য একখানি তালবৃন্ত প্রস্তুত করিলেন এবং তাহাতে একটী শ্বেতচ্ছত্র অঙ্কিত করিয়া আপানভূমিকে বস্তুরূপে[১] কল্পনা করিয়া সেখানে অন্যান্য ছবির সহিত প্রভাবতীর দণ্ডায়মানা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। নলকার এই তালবৃন্ত এবং মহাসত্ত্ব নির্ম্মিত আরও অনেক দ্রব্য লইয়া রাজবাড়ীতে গেল। রাজা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, 'এ সব কে প্রস্তুত করিয়াছে?' অনন্তর পূর্ব্ববৎ তাহাকেও সহস্র মুদ্রা দিয়া বলিলেন, 'এই সব বাঁশের খেলনা আমার মেয়েদিগকে দাও গিয়া।' বোধিসত্ত্ব প্রভাবতীর জন্য যে তালবৃন্ত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, নলকার সেখানি তাঁহাকেই দিল। তালবৃন্তের মূর্ত্তিগুলিও অন্যের দৃষ্টির অগোচর ছিল; প্রভাবতী কিন্তু সেগুলি দেখিয়াই বুঝিলেন, কুশ রাজাই ঐ তালবৃন্ত নির্ম্মাণ করিয়াছেন। 'যার ইচ্ছা হয়, সে লউক' ইহা বলিয়া তিনি ক্রোধসহকারে উহা ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার ভগিনীরা পূর্ব্ববৎ পরিহাস করিলেন। নলকার গৃহে গিয়া বোধিসত্ত্বকে সেই সহস্র মুদ্রা দিল। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, ইঁহার আমার বাসের পক্ষে প্রকৃষ্ট স্থান নয়। তিনি নলকারকেই সেই সহস্র মুদ্রা দান করিলেন এবং রাজমালাকারের নিকটে গিয়া তাহার অন্তেবাসী হইলেন। তিনি নানাবিধ মালা গাঁথিয়া প্রভাবতীর জন্য একটী বড় মালা গাঁথিলেন, এবং তাহাতে নানারূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। মালাকার মালাগুলি লইয়া রাজভবনে গেল। রাজা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে গাঁথিয়াছে?' মালাকার বলিল, 'আমি গাঁথিয়াছি, মহারাজ।' 'তুই যে গাঁথিস নাই, তা আমি বেশ জানি। সত্য বল, কে গাঁথিয়াছে?' 'আমার অন্তেবাসী গাঁথিয়াছে।' 'সে তোর অন্তেবাসী নয়; 'সে তোর আচার্য্য। তাহার কাছে এখন শিল্প শিক্ষা করিস। সে এখন হইতে আমার মেয়েদের জন্য মালা গাঁথিবে। তাহাকে এই সহস্র মুদ্রা দিস।' ইহা বলিয়া রাজা তাহার হস্তে সহস্র মুদ্রা দিলেন এবং বলিলেন, 'এই মালাগুলি আমার মেয়েদিগকে দিয়া যা।' বোধিসত্ত্ব প্রভাবতীর জন্য যে বড় মালাটী গাঁথিয়াছেন, মালাকার সেটী প্রভাবতীকেই দিল। তিনি উহাতেও নিজের ও কুশের প্রতিমূর্ত্তির সহিত আরও নানা প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মালাটী ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার ভগিনীরা পূর্ব্ববৎ পরিহাস করিলেন। মালাকার রাজদত্ত সহস্র মুদ্রা লইয়া গিয়া বোধিসত্ত্বকে দিল এবং যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত জানাইল। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, মালাকারের গৃহও তাঁহার বাসের উপযোগী নহে। তিনি ঐ সহস্র মুদ্রা তাহাকে দিয়া রাজার সূপকারের নিকটে গেলেন এবং তাহার অন্তেবাসী হইলেন। একদিন সূপকার রাজার জন্য নানারূপ ভোজ্যদ্রব্য লইবার সময়ে নিজের আহারার্থ বোধিসত্ত্বকে একখণ্ড মাংসযুক্ত অস্থি

---

[১]। বস্তু—প্রতিপাদ্য বিষয়।

পাক করিতে দিয়া গেল। বোধিসত্ত্ব উহা এমন সুন্দররূপে পাক করিলেন যে, উহার গন্ধে সমস্ত নগর আমোদিত হইল। রাজা ঘ্রাণ পাইয়া সূপকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পাকশালায় আরও মাংস পাক করিতেছ কি?' 'মাংস ত নাই, মহারাজ। তবে আমার অন্তেবাসীকে একখণ্ড মাংসযুক্ত অস্থি দিয়াছিলাম। এ, বোধ হয়, তাহারই গন্ধ।' রাজা উহা আনাইলেন এবং উহার এক টুকরো জিহ্বাগ্রে দিলেন। অমনি তাঁহার দেহস্থ সপ্তসহস্র রসগ্রাহী স্নায়ু অপূর্ব্ব স্বাদ পাইয়া উত্তেজিত ও স্পন্দিত হইল। তিনি সুস্বাদের লোভে এমন মুগ্ধ হইলেন যে, সূপকারকে সহস্র মুদ্রা দিয়া বলিলেন, 'এখন হইতে তোমার অন্তেবাসী দ্বারা আমার ও আমার মেয়েদের খাদ্য পাক করাইবে। আমার খাদ্য আনিয়া তুমি পরিবেষণ করিবে; তোমার অন্তেবাসী আমার মেয়েদের নিকট খাদ্য লইয়া যাইবে।' সূপকার গিয়া বোধিসত্ত্বকে এই আদেশ জানাইল। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এতদিনে আমার মনোরথ সিদ্ধ হইল; এখন আমি প্রভাবতীর দর্শন লাভ করিব।' তিনি তুষ্ট হইয়া সেই সহস্র মুদ্রা সূপকারকেই দান করিলেন এবং পরদিন খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাজার ভোজ্যপাত্রসমূহ প্রেরণপূর্ব্বক নিজে রাজকন্যাদিগের ভোজ্যদ্রব্য বাঁকে তুলিয়া প্রভাবতীর প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। তিনি বাঁক ঘাড়ে করিয়া উঠিতেছেন দেখিয়া প্রভাবতী ভাবিলেন, 'এই লোকটী নিজের অনুপযুক্ত দাসভৃত্যাদির কর্ম্ম করিতেছে। আমি যদি এখন নীরব থাকি, তাহা হইলে এ মনে করিবে যে, আমি বুঝি ইহাকে পছন্দ করিয়াছি; তখন এ আর অন্য কোথাও যাইবে না; এখানে বাস করিয়াই আমার দিকে তাকাইতে থাকিবে। অতএব এখনই ইহাকে এমনভাবে গালি দিব ও দুর্ব্বাক্য বলিব যে, মুহূর্ত্তকালও ইহাকে এখানে তিষ্ঠিতে দিব না; এ পলাইয়া যাইবে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি দ্বারটী অর্দ্ধোন্মুক্ত করিয়া এক হস্ত কবাটে রাখিয়া এবং অপর হস্তে অর্গল ঠেলিয়া ধরিয়া দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

২. দিনমানে, রাত্রিকালে, নিশীথ সময়ে
এ ভার বহন তব পক্ষে অসঙ্গত।
যাও শীঘ্র ফিরি, কুশ, কুশাবতী ধামে।
অতি কদাকার তুমি; উপস্থিত তব
এখানে না ইচ্ছা করি মুহূর্ত্তের তরে।

প্রভাবতী তাঁহার সঙ্গে কথা বলিলেন, ইহাতে মহাসত্ত্ব অতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং তিনটী গাথায় নিজের মনোভাব জানাইলেন :

৩. কুশাবতী ধামে আমি ফিরিব না আর;
প্রলুব্ধ হয়েছি, ধনি, রূপেতে তোমার।
মদ্ররাজধানী এই অতি মনোহর;

এখানেই সুখে আমি রব নিরন্তর;
ত্যজি নিজ রাজা, তব রূপ নিরীক্ষণ
করিব আনন্দে আমি ভরি দুনয়ন।

৪. প্রলুব্ধ হয়েছি, ধনি, রূপেতে তোমার;
কামবশে ঘটিয়াছে বুদ্ধির বিকার।
হয়েছি উন্মত্ত আমি, কুরঙ্গনয়নে;
ঘুরিতেছি দেশে দেশে তোমারই কারণে।
কোথা মোর দেশ, আসিয়াছি কোথা হতে
জানিলেও ইচ্ছা আর নাই ফিরে যেতে।

৫. পরিহিত বস্ত্র তব সুবর্ণে খচিত;
হেমমেখলায় চারু নিতম্ব শোভিত।
সুশ্রোণি, তোমারই আমি ভালবাসা চাই;
রাজ্যে ও ঐশ্বর্য্যে মোর প্রয়োজন নাই।

মহাসত্ত্ব এইরূপ বলিলে প্রভাবতী ভাবিলেন, 'অনুতাপ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে ইহাকে কত ধিক্কার দিলাম, অথচ এ আমার মনস্তুষ্টির জন্যই কথা বলিতেছে; 'আমি কুশরাজা,' ইহা বলিয়া যদি এ আমার হাত ধরে, তবে কে ইহাকে বারণ করিবে? যদি কেহ আমাদের এই কথাবার্ত্তা শুনিতে পায়, তবেই বা কি হইবে?' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি দরজা বন্ধ করিলেন এবং খিল লাগাইয়া ভিতরে রহিলেন। মহাসত্ত্ব ভোজ্যদ্রব্যের বাঁক আনিয়া অন্য রাজকন্যাদিগকে খাওয়াইলেন। প্রভাবতী কুব্জাকে বলিলেন, 'কুশরাজা যে খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, আমি তাহা খাইব না। উহা তুমি খাও; তুমি নিজে যে চাল পাইয়াছ, তাহা পাক করিয়া আন। কুশরাজা যে এখানে আসিয়াছেন, এ কথা কাহাকেও বলিও না।' ইঁহার পর কুব্জা প্রভাবতীর অংশ আনিয়া নিজে খাইতে লাগিল; নিজে যে খাদ্য পাইত, তাহা প্রভাবতীকে দিতে লাগিল। কাজেই কুশরাজা প্রভাবতীকে দেখিবার আর সুযোগ পাইলেন না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার প্রতি প্রভাবতীর মনে স্নেহ আছে কি না আছে, পরীক্ষা করা যাউক।' এই উদ্দেশ্যে, একদিন রাজকন্যাদিগের ভোজন সমাপন করিয়া তিনি ভোজ্য দ্রব্যের বাঁক লইয়া বাহির হইবার কালে প্রভাবতীর গৃহদ্বারের নিকট গিয়া ভূতলে পদাঘাত করিলেন এবং ভোজনপাত্রগুলি ঝনাৎকারে ফেলিয়া দিয়া, গোংড়াইতে গোংড়াইতে অজ্ঞানবৎ উবুড় হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার গোংড়ানি শুনিয়া প্রভাবতী দ্বার খুলিলেন এবং তিনি বাঁকের নীচে পড়িয়া আছেন দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই রাজা জম্বুদ্বীপের সকল রাজার অগ্রগণ্য; অথচ আমার নিমিত্ত দিবারাত্র কষ্টভোগ করিতেছেন। ইঁহার সুকুমার দেহ এখন বাঁকে চাপা

পড়িয়াছে। ইনি বাঁচিয়া আছেন ত?' তিনি তৎক্ষণাৎ প্রকোষ্ঠের বাহিরে আসিলেন এবং বোধিসত্ত্ব নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন কি না, জানিবার জন্য গ্রীবা প্রসারণপূর্ব্বক তাঁহার মুখ দেখিতে লাগিলেন। তখন মহাসত্ত্ব এক মুখ থুথু ফেলিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করিলেন। ইহাতে প্রভাবতী তাঁহাকে গালি দিলেন এবং কক্ষে প্রবেশ করিয়া অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বারের অন্তরালে থাকিয়া বলিলেন :

৬. না করে তোমার ইচ্ছা পাইতে যে জন,
ইচ্ছা যদি কর তারে পাইতে, রাজন,
হবে না মঙ্গল কভু। পাও পেতে তারে,
চায় না যে কোন কালে পাইতে তোমারে।
কুৎসিত যে, লভিবে সে ভার্য্যা রূপবতী।
বিচারিয়া দেখ ইহা অসম্ভব অতি।

প্রভাবতীর প্রতি একান্ত অনুরাগবশতঃ তিরস্কৃত ও ভর্ৎসিত হইয়াও, মহাসত্ত্ব ক্রুদ্ধ হইলেন না; তিনি বলিলেন :

৭. চায় বা না চায়, ইহা না বিচারি মনে,
প্রিয় যাহা, ছুটে লোক তার অন্বেষণে।
ধন্য সেই, প্রিয় লাভ করে যেই জন;
অলাভে অশেষ দুঃখে দগ্ধ হয় মন[১]।

মহাসত্ত্বের এই উত্তর শুনিয়াও প্রভাবতীর মন নরম হইল না। তিনি মহাসত্ত্বকে তাড়াইবার উদ্দেশ্যে দৃঢ়ভাবে বলিলেন :

৮. কর্ণিকারযষ্টি দিয়া করিছ খনন
কঠিন পাষাণ তুমি, বল কি কারণ?
জাল দিয়া চাও তুমি বান্ধিতে বাতাস;
তোমায় চায়না, তারে পেতে কর আশ!

ইঁহার উত্তরে কুশরাজা তিনটী গাথা বলিলেন :

৯. সত্যই পাষাণ দিয়া বিধি নিরদয়
গঠিলেন, সুলক্ষণে, তোমার হৃদয়।
রাজ্যান্তর হতে হেথা করি আগমন
না লভিনু তব ঠাঁই প্রীতি-সম্ভাষণ।

---

[১]। তুং—ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে,
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।
সুধামুখে মধুর হাসি দেখতে বড় ভালবাসি,
তাই তোমারে দেখতে আসি, দেখা দিতে আসিনে।
—রামনিধি বসু।

১০. ভ্রূকুটিকুটিলনেত্রে যদি নিরীক্ষণ
কর মোরে, রাজপুত্রি, তুমি অনুক্ষণ,
মদ্ররাজ-অন্তঃপুরে হয়ে সূপকার
করিব যাপন ভদ্রে, জীবন আমার।

১১. কিন্তু যদি স্মিতমুখে চাও মোর পানে,
সূপকারবেশে আর না রব এখানে,
হইব তখন রাজা—জানিবে সকলে
আমি সেই কুশরাজা খ্যাত ধরাতলে।

প্রভাবতী দেখিলেন, কুশরাজা নিতান্ত নাছোড়ভাবে কথা বলিতেছেন। তিনি তাঁহাকে মিথ্যা কথা শুনাইয়া তাড়াইবার উদ্দেশ্যে বলিলেন :

১২. দৈবজ্ঞগণের বাণী সত্য যদি হয়,
কুশ, তুমি পতি মোর হবে না নিশ্চয়।
সপ্তাধা খণ্ডিত যদি হয় মম কায়,
তবু না বরিব আমি পতিত্বে তোমায়।

রাজা ইঁহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, 'ভদ্রে, আমিও আমার রাজ্যের দৈবজ্ঞদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তাঁহারা গণিয়া বলিয়াছেন, সিংহনাদ কুশ ভিন্ন অন্য কেহ তোমার পতি হইবে না। আমিও নিজে আত্মজ্ঞান-প্রদর্শিত নিমিত্তসমূহ দেখিয়া তাহাই বলিতেছি।

১৩. অন্যের, আমার আর ভবিষ্যতী বাণী
সত্য যদি হয়, তবে তুমি পাটরাণী
সিংহনাদ কুশ ভিন্ন অপর কাহার
হবে না, হবে না কভু, জানিয়াছি সার।'

ইহা শুনিয়া প্রভাবতী ভাবিলেন, 'আমি কিছুতেই ইহাকে লজ্জা দিতে পারিতেছি না। এ পলাইয়া যাউক বা না যাউক, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কি?' তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন; নিজে আর দেখা দিলেন না। মহাসত্ত্বও বাঁক ঘাড়ে করিয়া নামিলেন। এই সময় হইতে তিনি আর প্রভাবতীর দর্শন লাভ করিলেন না। তিনি পাচকের কাজ করিতে করিতে নিতান্ত ক্লান্ত হইলেন। তিনি প্রাতরাশান্তে কাঠ চিরিতেন, বাসন ধুইতেন, বাঁকে করিয়া জল আনিতেন, শুইতে হইলে শস্যের গাদার উপর শুইতেন, ভোরে উঠিয়া যবাগূ ইত্যাদি পাক করিতেন, তাহা পরিবেষণের জন্য লইয়া যাইতেন, রাজকন্যাদিগকে খাওয়াইতেন। প্রভাবতীর প্রতি অনুরাগবশতঃ তিনি এত কষ্ট স্বীকার করিতেন। একদিন কুব্জাকে পাকশালার দরজার নিকট দিয়া যাইতে দেখিয়া তিনি তাহাকে ডাকিলেন। সে প্রভাবতীর ভয়ে তাঁহার নিকটে যাইতে সাহস করিল না; তাহার

যেন কতই তাড়া আছে, এইভাবে চলিতে লাগিল। তখন মহাসত্ত্ব ছুটিয়া তাহার নিকটে গিয়া বলিলেন, 'কুব্জে!' সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, এবং বলিল, 'কে তুমি? আমি তোমার কোন কথা শুনিব না।' মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'তুমি ও তোমার মনিব, দুইজনেই বড় একগুঁয়ে। এতকাল তোমাদের কাছে আছি; তোমরা ভাল আছ কি না, এ খবরটা পর্য্যন্ত পাই না।' 'আমাকে কি দিবে বল?' 'যদি নেই, তবে তুমি আমার প্রতি প্রভাবতীর মন নরম করিয়া তাহাকে আমায় দেখাতে পারবে ত?' 'ঠিক পারব' বলিয়া সে সম্মতি জানাইল। তখন মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'যদি তুমি প্রভাবতীকে আমায় দেখাইতে পার, তবে আমি কুঁজ ভাল করিয়া তোমাকে সোজা করিব এবং গলায় পরিবার গহনা দিব।' কুব্জাকে প্রলোভন দেখাইয়া মহাসত্ত্ব পাঁচটী গাথা বলিলেন :

১৪. নিষ্কে[১] হেমবতী, কুব্জে করিব তোমার গ্রীবা, গৃহে ফিরি যাইব যখন,
করিকরোপম-উরু প্রভাবতী যদি মোরে প্রীতিভরে করে নিরীক্ষণ।

১৫. নিষ্কে হেমবতী, কুব্জে, করিব তোমায় গ্রীবা গৃহে ফিরি যাইব যখন,
করিকরোপম-উরু প্রভাবতী যদি করে মোর সনে প্রীতিসম্ভাষণ।

১৬. নিষ্কে হেমবতী, কুব্জে, করিব তোমায় গ্রীবা গৃহে ফিরি যাইব যখন,
করিকরোপম-উরু প্রভাবতী যদি করে স্মিতমুখে করে নিরীক্ষণ।

১৭. নিষ্কে হেমবতী, কুব্জে, করিব তোমায় গ্রীবা গৃহে ফিরি যাইব যখন,
করিকরোপম-উরু প্রভাবতী হাসে যদি পাইয়া আমার দরশন।

১৮. নিষ্কে হেমবতী, কুব্জে, করিব তোমায় গ্রীবা গৃহে ফিরি যাইব যখন,
করিকরোপম-উরু প্রভাবতী যদি করে হস্তে মোর অঙ্গ পরশন।

রাজার কথা শুনিয়া কুব্জা বলিল, 'মহারাজ, আপনি যান, আমি কয়েক দিনের মধ্যেই প্রভাবতীকে আপনার বশ করিব। আমার কি ক্ষমতা, দেখুন।' অনন্তর কুব্জা নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিল এবং প্রভাবতীর নিকটে গিয়া তাহার ঘর ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিল, পায়ে লাগিতে পারে এমন একটা কাঁকরও কোথাও রহিল না; ঘরের মধ্যে যে পাদুকা ছিল, তাহা পর্য্যন্ত বাহির করিয়া সমস্ত ঘর সুন্দররূপে পরিষ্কার করিল। অতঃপর সে দরজার গোবরাটের বাহিরে একখানি উচ্চাসন এবং প্রভাবতীর জন্য আস্তরণ পাতিয়া একখানা নিম্নাসন আনিয়া রাখিল, 'আয় মা, তোর মাথার উকুন মারি' ইহা বলিয়া প্রভাবতীকে বসাইল, নিজের ঊরুদ্বয়ের মধ্যে তাঁহার মাথা রাখিল, উহা একটু চুলকাইয়া 'ইস, তোর মাথায় কত উকুন' বলিতে বলিতে নিজের মাথা হইতে উকুন লইয়া প্রভাবতীর

---

[১]। নিষ্ক—সুবর্ণনির্ম্মিত আভরণ বিশেষ। ইহা স্ত্রীলোকে গলদেশ পরিত। বোধ হয় ইহা বর্ত্তমানকালের হাসুলি বা চিকের ন্যায় কোন অলঙ্কার হইবে।

মাথা দিতে লাগিল, এবং শেষে সেগুলি দেখাইয়া বলিল, 'দ্যাখ, তোর মাথায় কত উকুন।' এইরূপে প্রভাবতীকে মিষ্ট কথা শুনাইয়া সে শেষে মহাসত্ত্বের গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক একটী গাথা বলিল :

১৯. কুশরাজে, রাজপুত্রি, প্রণয়ের চিহ্ন তব অণুমাত্র দেখিতে না পাই,
মহাবল, পরাক্রান্ত, বিখ্যাত ভূপতি তিনি কিছুরই অভাব তাঁর নাই।
সামান্য বেতনে তবু পাচকের কার্য্যে ব্রতী; ভোজ্যদ্রব্য করেন বহন
কেবল তোমার তরে তবু তুমি তাঁর প্রতি এমন নিষ্ঠুর কি কারণ?

ইহাতে কুব্জার উপর প্রভাবতীর বড় ক্রোধ হইল। তখন কুব্জা গলা ধরিয়া প্রভাবতীকে ঘরের মধ্যে ঠেলিয়া দিল এবং নিজে বাহির হইয়া দরজা বন্ধ করিয়া কবাট টানিবার দড়ি[১] ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রভাবতী তাহাকে ধরিতে না পারিয়া দ্বারমূলে থাকিয়া নিম্নলিখিত গাথায় তাহাকে গালি দিলেন :

২০. বড় যে আস্পর্দ্ধা তোর! বলিলি আমায়
দুর্ব্বাক্য, যা দাসীমুখে শুনা নাহি যায়।
তীক্ষ্ণশস্ত্রে জিহ্বা তোর করি দ্বিখণ্ডিত
দিব কুব্জে এর আমি দণ্ড সমুচিত।

কুব্জা সেই রজ্জু ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'নিষ্পুণ্য! দুর্ব্বির্নীতে! তোর রূপে কি হইব বল্ ত? আমরা কি তোর রূপ খাইয়া কাল কাটাইব না কি?' অতঃপর সে তেরটী গাথায় কুব্জাসুলভ কর্কশস্বরে মহাসত্ত্বের গুণ কীর্ত্তন করিল :

২১. রূপে, কি দেহের দৈর্ঘ্যে করিওনা, প্রভাবতি, গুণের বিচার;
তিনি অতি মহাশয়, এই জ্ঞানে সম্পাদন কর প্রিয় তাঁর।
২২. রূপে, কি দেহের দৈর্ঘ্যে করিওনা, প্রভাবতি, গুণের বিচার;
তিনি মহাধনবান, এই জ্ঞানে সম্পাদন কর প্রিয় তাঁর।
২৩. রূপে, কি দেহের দৈর্ঘ্যে করিওনা, প্রভাবতি, গুণের বিচার;
তিনি মহাবলবান, এই জ্ঞানে সম্পাদন কর প্রিয় তাঁর।
২৪. রূপে, কি দেহের দৈর্ঘ্যে করিওনা, প্রভাবতি, গুণের বিচার;
তিনি মহারাজ্যেশ্বর, এই জ্ঞানে সম্পাদন কর প্রিয় তাঁর।
২৫. রূপে, কি দেহের দৈর্ঘ্যে করিওনা, প্রভাবতি, গুণের বিচার;
রাজরাজেশ্বর তিনি, এই জ্ঞানে সম্পাদন কর প্রিয় তাঁর।
২৬. রূপে, কি দেহের দৈর্ঘ্যে করিওনা, প্রভাবতি, গুণের বিচার;
সিংহনাদ সে ভূপতি, এই জ্ঞানে সম্পাদন কর প্রিয় তাঁর।

---

[১]। মূলে 'আবিজ্ঝন রজ্জু' আছে। ইহা কি বাহিরের শিকলের কাজ করিত? ইহা রাজবাড়ীর উপযুক্ত সরঞ্জামই বটে!

২৭. রূপে, কি দেহের দৈর্ঘ্যে করিওনা, প্রভাবতি, গুণের বিচার;
তিনি অতি প্রিয়ভাষী, এই জ্ঞানে সম্পাদন কর প্রিয় তাঁর।
২৮. রূপে, কি দেহের দৈর্ঘ্যে করিওনা, প্রভাবতি, গুণের বিচার;
তিনি সুগম্ভীরভাষী, এই জ্ঞানে সম্পাদন কর প্রিয় তাঁর।
২৯. রূপে, কি দেহের দৈর্ঘ্যে করিওনা, প্রভাবতি, গুণের বিচার;
তিনি অতি মিষ্টভাষী, এই জ্ঞানে সম্পাদন কর প্রিয় তাঁর।
৩০. রূপে, কি দেহের দৈর্ঘ্যে করিওনা, প্রভাবতি, গুণের বিচার;
তিনি সুমধুরভাষী, এই জ্ঞানে সম্পাদন কর প্রিয় তাঁর।
৩১. রূপে, কি দেহের দৈর্ঘ্যে করিওনা, প্রভাবতি, গুণের বিচার;
শতবিদ্যাপটু তিনি, এই জ্ঞানে সম্পাদন কর প্রিয় তাঁর।
৩২. রূপে, কি দেহের দৈর্ঘ্যে করিওনা, প্রভাবতি, গুণের বিচার;
তিনি ক্ষাত্রকুলাগ্রণী, এই জ্ঞানে সম্পাদন কর প্রিয় তাঁর।
৩৩. রূপে, কি দেহের দৈর্ঘ্যে করিওনা, প্রভাবতি, গুণের বিচার;
তিনি সেই কুশরাজ, এই জ্ঞানে সম্পাদন কর প্রিয় তাঁর।

ইহা শুনিয়া প্রভাবতী তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, 'কুব্জে, তুই যে বড়ই গর্জ্জন করিতেছিস। একবার ধরিতে পারিলে, কে মনিব, কে দাসী বুঝাইয়া দিব।' কুব্জাও ভয় দেখাইয়া উচ্চৈস্বরে বলিল, 'তোকে রক্ষা করিতে গিয়া আমি এতদিন তোর বাপকে জানাই নাই যে, মহারাজ কুশ এখানে আসিয়াছেন। যা হবার তা হইয়াছে; আজি গিয়া তাঁহাকে এ কথা বলিতেছি।' পাছে কেহ শুনে, এই ভয়ে প্রভাবতী ক্রোধ সংবরণ করিলেন। ক্রমাগত সাত মাস কদর্য্য অন্ন খাইয়া ও কদর্য্য আসনে শুইয়া বোধিসত্ত্ব ক্লান্ত হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'এই রমণীর দ্বারা আমার কি উপকার হইবে? এখানে সাত মাস থাকিয়া ইঁহার দর্শন পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারিলাম না! এ নিতান্ত নিষ্ঠুরা ও রূঢ়স্বভবা। আমি এখন ফিরিয়া মাতাপিতার চরণ দর্শন করি গিয়া।'

এই সময়ে শক্র উল্লিখিত ঘটনার বিষয় চিন্তা করিয়া বোধিসত্ত্বের উৎকণ্ঠার কারণ বুঝিতে পারিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই রাজা সাত মাসেও প্রভাবতীর দর্শন পাইলেন না। যাহাতে ইনি প্রভাবতীকে পাইতে পারেন, তাহা করিতে হইবে।' তিনি মদ্ররাজের দূত সাজাইয়া সাতজন দেবপুত্রকে সাতজন রাজার নিকট এই সংবাদ দিলেন যে 'প্রভাবতী কুশরাজকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, আপনি আসিয়া প্রভাবতীকে গ্রহণ করুন।' তিনি প্রত্যেক রাজাকে পৃথকভাবে এই সংবাদ পাঠাইলেন। রাজারা বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া মদ্ররাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা কেহই অপর সকলের আগমনের কারণ জানিতেন না; পরে যখন 'আপনি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন?' এই প্রশ্ন

করিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিলেন, তখন বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'মেয়ে নাকি একটী, অথচ তাহাকে দান করা হইবে সাতজনকে! দেখ ত কি অনাসৃষ্টি ব্যবহার! 'প্রভাবতীকে গ্রহণ কর' ইহা বলিয়া মদ্রারাজ আমাদিগকে পরিহাস করিতেছেন বৈ ত নয়।' অনন্তর তাঁহারা নগর পরিবেষ্টনপূর্ব্বক মদ্ররাজকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'হয় আমাদের সকলকেই প্রভাবতীকে দান কর, নয় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।' রাজাদিগের আদেশ শুনিয়া মদ্ররাজ মহাভয় পাইলেন, তিনি অমাত্যদিগকে আহ্বান করিয়া কি কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। অমাত্যেরা বলিলেন, 'মহারাজ, এই সাতজন রাজাই প্রভাবতীকে পাইবার জন্য আসিয়াছেন, যদি আমরা প্রভাবতীকে না দেই, তবে ইঁহারা প্রাকার ভেদপূর্ব্বক নগরে প্রবেশ করিবেন এবং আমাদের প্রাণনাশ করিয়া রাজ্য অধিকার করিবেন। অতএব, প্রাকার ভগ্ন হইবার পূর্ব্বেই প্রভাবতীকে প্রেরণ করা যাউক।

৩৪. এই সব গজগণ, এই রাজগণ
বর্শাধারী, বলদৃপ্ত, দিল এসে থানা
নগরের চতুর্দ্দিকে, প্রাকার ভাঙ্গিয়া
ইহাদের পশিবার পূর্ব্বেই রাজন,
কন্যাকে এদের ঠাঁই করুন প্রেরণ।'

ইহা শুনিয়া মদ্ররাজ ভাবিলেন, 'আমি যদি এই সকল রাজার মধ্যে কেবল একজনের নিকট প্রভাবতীকে প্রেরণ করি, তাহা হইলে অবশিষ্ট ছয়জনও যুদ্ধ করিবেন। কাজেই আমি কেবল একজনকে দান করিতে পারি না। জম্বুদ্বীপের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রধান রাজা, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিবার ফল দুর্ব্বৃত্তা এখন ভোগ করুক। আমি তাহার প্রাণবধ করিয়া এবং দেহটা সাত টুকরা করিয়া সাতজন রাজার নিকট পাঠাইব।

৩৫. বধিতে আমায় যত ক্ষত্রিয় ভূপতি
এসেছেন এ নগরে হয়ে ক্রুদ্ধমতি।
সপ্তধা ছেদন করি দেহটী কন্যার
প্রতিজনে তাঁ-সবায় দিব উপহার।'

রাজার এই প্রতিজ্ঞা নগরবাসীদিগের কর্ণগোচর হইল। পরিচারিকা গিয়া প্রভাবতীকে বলিল, 'রাজা নাকি তোমাকে কাটিয়া সাত টুকরা সাতজন রাজার নিকট পাঠাইবেন।' প্রভাবতী মরণভয়ে ভীত হইয়া তখনই আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং ভগিনীগণ-পরিবৃতা হইয়া মাতার শয়নকক্ষে গমন করিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৩৬. কৌষেয়বসন-পরা রাজপুত্রী শ্যামা[১]
আসন হইতে উঠি চলিলা তখন।
ঝরিল নয়ন হতে অশ্রুধারা বেগে;
যাইতে লাগিল অগ্রে অগ্রে দাসীগণ।]

প্রভাবতী মাতার নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং পরিদেবন করিতে লাগিলেন :

৩৭. রঞ্জিত বিবিধ চূর্ণে[২]; প্রতিবিম্ব যার
গজদন্তময়ৎসরু-শোভিত দর্পণে
হেরি আমি প্রতিদিন, সুন্দর, সুনেত্র,
সুবিমল, সুপবিত্র সে মুখ আমার
ফেলি দিবে বনে ছুড়ি রাজারা ঘৃণায়!

৩৮. ঘনকৃষ্ণ, কুঞ্চিতাগ্র কেশরাজি মম
চন্দনের তৈলে লিপ্ত, অতি সুকোমল,
আমক শ্মশানে যবে নিক্ষিপ্ত হইবে,
গৃধ্রগণ পাদনখে টানিবে, ছিঁড়িবে।

৩৯. চন্দনের তৈলে লিপ্ত, সুকোমল লোমে
আচ্ছাদিত এই সুকুমার বাহুদ্বয়,
রঞ্জিত লোহিত বর্ণে নখরাজি যার[৩]—
দেহ হতে করি ছেদ নরপতিগণ
ফেলি দিবে বনে; বৃক করিয়া গ্রহণ
যেথা ইচ্ছা যাবে তাহা করিতে ভক্ষণ।

৪০. তালফলাকার লম্বমান স্তনদ্বয়
চন্দনের সূক্ষ্ম চূর্ণে সুগন্ধ সতত[৪];
শৃগাল ঝুলিবে, হায়, ধরি তাহা মুখে
ঝুলে যথা শিশুপুত্র জননীর বুকে।

---

[১]। ‘শ্যামা’তি সুবণ্ণবণ্ণা’—টীকা। ‘শীতে সুখোষ্ণসর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে তু সুখশীতলা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা স্ত্রী শ্যামেতি কথ্যতে।’

[২]। মূলে ‘কক্কুপনিসেবিতং’ আছে। কক্কু (সংস্কৃত ‘কল্ক’) = মুখচূর্ণ। টীকাকার বলেন সর্ষপচূর্ণ, লবণচূর্ণ, মৃত্তিকাচূর্ণ, তিলচূর্ণ ও হরিদ্রাচূর্ণ এই পঞ্চবিধ মুখচূর্ণ।

[৩]। ইহাতে বোধ হয়, মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বেও ‘হেনা’ বা তৎসদৃশ্য অন্য কোন বর্ণদ্বারা এদেশের সীমন্তিনীরা নখ রঞ্জিত করিতেন।

[৪]। মূলে ‘কাসিকচন্দনের নিসেবিতে’ আছে। টীকাকার কাসিকচন্দনের অর্থ করিয়াছেন ‘সুখুম চন্দন’। বোধ হয়, কাশীতে চন্দন পিষিয়া এক প্রকার সূক্ষ্ম চূর্ণ প্রস্তুত হইত।

৪১. সুগঠিত, সুবিশাল নিতম্ব আমার,
কাঞ্চন-মেখলা শোভে বেষ্টিয়া যাহায়,
ঘৃণাভরে রাজগণ দিবে ইহা ফেলি
বনমাঝে; বৃকগণ করিয়া গ্রহণ
যেথা ইচ্ছা যাবে, মাগো, করিতে ভক্ষণ।

৪২. শৃগাল, কুক্কুর, বৃক হিংস্র জন্তু আছে যত আর,
অজর অমর হবে করি মাংস প্রভার আহার।

৪৩. মাংস যদি লয়ে যান দূরাগত রাজারা সবাই,
মাগিয়া লইবে মোর অস্থিগুলি তাঁহাদের ঠাঁই।
ছোট পথ, বড় পথ[১] এ দুয়ের মাঝে যেই স্থান,
সেই অস্থি পোড়াইতে হয় যেন আমার শ্মশান।

৪৪. কোয়াড়ি করিয়া সেথা কর্ণিকার করিও রোপণ,
হিমাত্যয়ে পুষ্পোদ্গম হবে, মা গো তাহাতে যখন
দেখিয়া স্মরণ করো অভাগিনী মেয়েরে তোমার,
বলিও, 'এমনি ছিল সমুজ্জ্বল বরণ প্রভার।'

প্রভাবতী মরণভয়ে ভীত হইয়া মাতার নিকট এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। এদিকে মদ্ররাজ আজ্ঞা দিলেন 'ঘাতক পরশু ও ধর্ম্মগণ্ডিকা লইয়া আসুক।' ঘাতক যে আসিয়াছে, রাজভবনের সকলেই ইহা জানিল। ঘাতক আসিয়াছে শুনিয়া প্রভাবতীর মাতা আসন হইতে উঠিয়া শোকার্ত্তমনে রাজার নিকট গমন করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৪৫. ক্ষত্রিয়া জননী তাঁর, দেবকন্যাসমরূপবতী,
আসন হইতে উঠি চলিলেন দ্রুতবেগে অতি।
পরশু, গণ্ডিকা আদি অন্তঃপুরে হয়েছে আনীত,
দেখিয়া বিলাপ তিনি করিলেন হয়ে মহাভীত—

৪৬. 'সুগঠিতা, সুমধ্যমা, দুহিতারে করিতে নিধন
করিলেন মদ্ররাজ হেথা এই সব আনয়ন।
সপ্তধা ছেদন করি সুকুমার দেহখানি তার
তুষিবেন দিয়া তাহা মন সব ক্ষত্রিয় রাজার।'

রাজা মহিষীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন, 'দেবি, তুমি কি বলিতেছ?

---

[১]। মূলে 'অনুপথে দহাথ' আছে। টীকাকার 'অনুপথে' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'জঙ্ঘমগ্গ-মহমগ্গানং অন্তরে'।

যিনি জম্বুদ্বীপের রাজগণের মধ্যে অগ্রগণ্য, তোমার কন্যা সেই কুশকে কদাকার দেখিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে এবং যে পথে গিয়াছিল, তাহার পদাঙ্কগুলি বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বেই নিজের ললাটে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা লেখাইয়া সেই পথে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার রূপের জন্য যে ঈর্ষ্যা জন্মিয়াছে, এখন তাহার ফলভোগ করুক।' রাজার কথা শুনিয়া মহিষী প্রভাবতীর নিকটে গিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন :

৪৭. বলিলাম যাহা, বৎসে, হিততরে, না শুনিলি কানে;
রক্তাক্ত শরীরে তাই যাবি আজ শমন-সদনে।

৪৮. হিতকামী, অর্থদর্শী বন্ধুবাক্য না শুনে যে জন,
ঈদৃশ, ইঁহারও চেয়ে ঘোর, তার ঘটে রে ব্যসন।

৪৯. কুশের আশ্রিত কোন রূপবান রাজার কুমারে—
বিভূষিত দেহ যার মানিক্যখচিত হেমহারে—
বরিলে হইতি তুই জ্ঞাতিদের সম্মানভাজন;
যেতে না হইত, প্রভা, তোরে আজ শমন-সদন।

৫০. যে রাজভবনে ভেরী বাজে অনুক্ষণ,
রণগজগণ যথা করয়ে বৃংহণ,
তদপেক্ষা সুখকর অন্য কোন স্থান
ক্ষত্রিয় নারীর পক্ষে নাই বিদ্যমান।

৫১. অশ্ব করে হ্রেষা যথা, বন্দী স্তুতি গান,
তার চেয়ে নাই, ভদ্রে সুখকর স্থান।

৫২. ময়ূরক্রৌঞ্চের রব, পিকের কূজন,
মুখরিত করে সদা যে রাজভবন,
তদপেক্ষা সুখকর অন্য কোন স্থান
ক্ষত্রিয় নারীর পক্ষে নাই বিদ্যমান।

মহিষী এই সকল গাথায় প্রভাবতীর নিকট মনের দুঃখ ব্যক্ত করিয়া ভাবিলেন, 'হায়, আজ যদি কুশরাজা এখানে থাকিতেন, তবে এই সাতজন রাজাকে বিতাড়িত করিয়া আমার মেয়েকে দুঃখ হইতে মুক্ত করিতেন এবং তাহাকে লইয়া যাইতেন।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন :

৫৩. কোথা তুমি, অরিন্দম, পররাজ্য প্রমর্দ্দন মহাপ্রজ্ঞাবান,
রাজকুলশ্রেষ্ঠ কুশ! দুঃখ হতে আমাদের কর পরিত্রাণ।

ইহা শুনিয়া প্রভাবতী ভাবিলেন, 'কুশের গুণকীর্ত্তণ, দেখিতেছি, মায়ের মুখে ধরে না! তিনি যে এখানে থাকিয়া পাচকের কাজ করিতেছেন, মাকে এ কথা বলি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন :

৫৪. সেই অরিন্দম, পররাজ্যবিমর্দ্দন,
মহাপ্রাজ্ঞ কুশরাজ আছেন হেথায়;
তিনিই অরাতি সব করিয়া নিধন
সাধিবেন আমাদের রক্ষার উপায়।

প্রভাবতীর কথা শুনিয়া তাঁহার মাতা ভাবিলেন, 'আহা, মেয়ে আমার মরণভয়ে প্রলাপ করিতেছে।' তিনি বললেন :

৫৫. হলি কি পাগল তুই? বুদ্ধি হল হত;
বলিলি যা' মুখে এল নির্ব্বোধের মত!
কুশ যদি আসিতেন এ রাজধানীতে,
পারিতাম না কি তাহা আমরা জানিতে?

মহিষীর কথা শুনিয়া প্রভাবতী ভাবিলেন, 'মা আমার কথা বিশ্বাস করিতেছেন না, কুশ যে এখানে আসিয়া সাত মাস বাস করিতেছেন, ইঁহার জানেন না। আমি মাকে কুশরাজকে দেখাইব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি মাতার হাত ধরিয়া প্রাসাদবাতায়ন উন্মুক্ত করিলেন এবং হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক কুশরাজাকে প্রদর্শন করিয়া বলিলেন :

৫৬. কুমারীর পুরীমধ্যে পাচক যে জন
দৃঢ়ভাবে কচ্ছ বান্ধি করেন ধোবন
জলকুম্ভ; উনি, মা গো, কুশ মহীপতি;
করিছেন মোর তরে দুঃখভোগ অতি।

কুশ নাকি ভাবিতেছিলেন, 'আজ আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে; মরণভয়ে কাতর হইয়া প্রভাবতী আজ নিশ্চয় আমার আগমনবার্ত্তা প্রকাশ করিবে। আমি বাসনগুলি ধুইয়া সরাইয়া রাখি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি জল আনিয়া বাসন ধুইতে লাগিলেন। এদিকে মহিষী প্রভাবতীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন :

৫৭. বেণুকার চণ্ডালের কুলে কি জনম
লভিলি, কুলদূষিকে? দাস যেই জন,
নিজের প্রণয়প্রার্থী তাহারে বলিলি!
মদ্ররাজকুলে, হায়, কালী তুই দিলি!

প্রভাবতী ভাবিলেন, ইনি যে আমার জন্য এরূপভাবে বাস করিতেছেন, মা দেখিতেছি, তাহা জানেন না।' তিনি বলিলেন :

৫৮. বেণুকার চণ্ডালের কুলেতে জনম
হয় নি; আমি না কুলদূষিকা কখন।
উনিই ইক্ষবাকুপুত্র কুশ মহাশয়,
নিযুক্ত দাসের কর্ম্মে স্বেচ্ছায় হেথায়।

দাস বলি ওঁকে কভু করিও না মনে,
উঁহার কৃপায় সুখী হবে সর্ব্বজনে।

অতঃপর কুশের কীর্ত্তির বর্ণন করিয়া প্রভাবতী আবার বলিলেন :

৫৯. বিংশতি সহস্র বিপ্র ভোজন করান নিত্য ইক্ষবাকুনন্দন;
হোক, মাগো, ভাল তব; দাস বলি তুচ্ছ এঁরে ভেব না কখন।

৬০. বিংশতি সহস্র গজ সদা থাকে সুসজ্জিত ইক্ষবাকুপুত্রের;
হোক, মাগো, ভাল তব; দাস বলি করিওনা অনাদর এঁর।

৬১. বিংশতি সহস্র অশ্ব সদা থাকে সুসজ্জিত ইক্ষবাকুপুত্রের;
হোক, মাগো, ভাল তব; দাস বলি করিওনা অনাদর এঁর।

৬২. বিংশতি সহস্র রথ সদা থাকে সুসজ্জিত ইক্ষবাকুপুত্রের;
হোক, মাগো, ভাল তব; দাস বলি করিওনা অনাদর এঁর।

৬৩. বিংশতি সহস্র বৃষ সদা থাকে সুসজ্জিত ইক্ষবাকুপুত্রের;
হোক, মাগো, ভাল তব; দাস বলি করিওনা অনাদর এঁর।

৬৪. বিংশতি সহস্র ধেনু সদা থাকে সুসজ্জিত ইক্ষবাকুপুত্রের;
হোক, মাগো, ভাল তব; দাস বলি ভাবিও না তুচ্ছ হেন জনে।

প্রভাবতী এইরূপে ছয়টী গাথায় মহাসত্ত্বের কীর্ত্তি বর্ণন করিলেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার মাতা ভাবিলেন, 'প্রভাবতী যেমন নির্ভয়ে বলিতেছে, তাহাতে মনে হয়, ইঁহার কথা নিশ্চয় সত্য।' তিনি নিজে বিশ্বাস করিয়া রাজার নিকটে গেলেন এবং প্রভাবতী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিবেদন করিলেন। রাজা ছুটিয়া প্রভাবতীর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, সত্যই কি কুশরাজা এখানে আসিয়াছেন?' প্রভাবতী বলিলেন, 'সত্য, বাবা। তিনি সাত মাস আপনার মেয়েদের পাচকের কাজ করিতেছেন।' প্রভাবতীর কথা বিশ্বাস না করিয়া রাজা কুজ্জাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কন্যাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন :

৬৫. বড়ই অন্যায়, মূঢ়ে, করিয়াছ কাজ;
রয়েছেন হেথা মহাবল কুশরাজ,
মণ্ডুকের বেশে, হায়, গজেন্দ্র যেমন,
একথা আমায় তুমি বলনি কখন।

কন্যাকে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া তিনি দ্রুতবেগে কুশের নিকটে গেলেন এবং অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিজের দোষ স্বীকার করিয়া বলিলেন :

৬৬. এসেছ অজ্ঞাতবেশে হেথা, রথিবর,
চিনি নাই, অপরাধ ক্ষমা এবে কর।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন, 'আমি পরুষ উত্তর দিলে ইঁহার

হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ লইবে। অতএব ইঁহাকে আশ্বস্ত করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বাসনগুলির মধ্যে থাকিয়াই বলিলেন :

৬৭. ছদ্মবেশে সম্পাদন পাচকের কাজ
অনুচিত মোর পক্ষে, সত্য, মহারাজ।
ইহাতে তোমার কিন্তু দোষ কিছু নাই,
তুমিই প্রসন্ন হও, এই আমি চাই।

মহাসত্ত্বের মুখে এইরূপ প্রীতিসম্ভাষণ শুনিয়া রাজা প্রাসাদে আরোহণপূর্ব্বক প্রভাবতীকে আহ্বান করিয়া তাঁহা দ্বারা কুশের নিকট ক্ষমা করাইবার জন্য বলিলেন :

৬৮. যাও, মূঢ়ে, চাও ক্ষমা কুশরাজে করি নমস্কার;
পাও যদি ক্ষমা তাঁর রক্ষা হবে জীবন তোমার।

পিতার আদেশ শুনিয়া প্রভাবতী ভগিনী ও পরিচারিকাদিগকে সঙ্গে লইয়া কুশরাজের নিকটে গেলেন। কুশরাজ তখনও দাসের বেশেই ছিলেন; প্রভাবতী তাঁহার নিকটে আসিতেছেন জানিয়া ভাবিলেন, 'আজ মান ভাঙ্গিয়া ইহাকে আমার পাদমূলে লুণ্ঠিত করাইব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি নিজে যত জল আনিয়াছিলেন, সমস্ত ঢালিয়া খলমণ্ডলপরিমিত স্থান মর্দ্দন করিয়া, কর্দ্দমময় করিলেন। প্রভাবতী নিকটে গিয়া তাঁহার পায়ে পড়িলেন এবং কর্দ্দমের উপর শুইয়া পড়িয়া ক্ষমা চাহিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৬৯. পিতার বচন শুনি দেবকন্যাসমা প্রভাবতী
মহারাজ কুশপদে শীঘ্র গিয়া করেন প্রণতি।

প্রভাবতী বলিলেন :

৭০. তোমার সংসর্গ ত্যজি বহু রাত্রি করিয়াছি আমি অতিক্রম,
প্রণমি চরণে এবে; করিও না ক্রোধ তুমি দোষ মোর ক্ষম।

৭১. করিনু প্রতিজ্ঞা সত্য; দয়া করি, মহরাজ, কর হে শ্রবণ
তোমার অপ্রিয় আর করিব না এ জীবনে আমি কদাচন।

৭২. দাসীর এ ভিক্ষা যদি দয়া করি, মহারাজ, প্রদান না কর,
এখনি বধিয়া মোরে শবটা ভূপতিগণে দিবে উপহার।

ইহা শুনিয়া কুশ ভাবিলেন, 'আমি যদি বলি যে, তোমার ভাগ্যে কি আছে না আছে, তাহা তুমিই জানিবে, তবে ইঁহার বুক ফাটিয়া যাইবে। অতএব ইহাকে আশ্বাস দেওয়া যাউক।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন :

৭৩. চাহিলা কাতরস্বরে যে ভিক্ষা, কল্যাণি, তুমি, না দেওয়া কি যায়?
নাই ক্রোধ তব প্রতি; ত্যজ ভয়, প্রভাবতি; রক্ষিব তোমায়।

৭৪. আমিও প্রতিজ্ঞা সত্য করিলাম, রাজপুত্রি, করগো শ্রবণ,
তোমার অপ্রিয় আর করিব না এ জীবনে আমি কদাচন।

৭৫. তোমায় যে ভালবাসি সে হেতু, সুশ্রোণি,
আমি সহিলাম এত দুঃখ হায়!
নতুবা নিহত করি বহু মদ্রকুল আমি যাইতাম লইয়া তোমায়।

দেবরাজ শক্রের পরিচারিকার ন্যায় সুন্দরী রমণীকে নিজের পরিচর্য্যা করিতে দেখিয়া কুশের মনে ক্ষত্রিয়জনোচিত গর্ব্ব জন্মিল। 'কি! আমি জীবিত থাকিতে অন্যে আমার ভার্য্যাকে লইয়া যাইবে' বলিতে বলিতে তিনি রাজাঙ্গনে সিংহের ন্যায় বিজম্ভণ করিতে লাগিলেন। তিনি উল্লম্ফন, বাহুস্ফোটন ও সিংহনাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'নগরবাসী সকলে জানুক যে, আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আমি এখনই বিপক্ষরাজাদিগকে জীবতাবস্থায় বন্দী করিতেছি। তোমরা রথাদি সজ্জিত কর।

৭৬. সুশিক্ষিত অশ্ব সব সুচিত্রিত রথে ত্বরা করহ যোজন,
অরাতিবিধ্বংসে কত পরাক্রম আছে মোর দেখিবে তখন।

শত্রুদিগকে বন্দী করিবার ভার আমার থাকিল। তুমি গিয়া স্নান কর এবং অলঙ্কার পরিধান করিয়া প্রাসাদে আরোহণ কর', ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব প্রভাবতীকে বিদায় দিলেন। এদিকে মদ্ররাজও মহাসত্ত্বের সম্মান সৎকারার্থ অমাত্যদিগকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা সেই পাকশালার দ্বারেই পর্দ্দা খাটাইয়া নাপিত ডাকাইলেন। নাপিত আসিয়া মহাসত্ত্বের দাড়ি কামাইল ও মাথা ধুইল, তিনি সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া অমাত্যগণসহ প্রাসাদে আরোহণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক করতালি দিলেন। তিনি যে যে স্থানে দৃষ্টিপাত করিলেন, সেই সেই স্থান কাঁপিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, 'এখন তোমরা আমার পরাক্রম দেখ।'

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৭৭. মদ্ররাজ অন্তঃপুরে দেখিলা রমণীগণ কুশনরপতিরে তখন
উত্তেজিত সিংহবৎ দ্বিগুণ উৎসাহে নিজ বাহুদ্বয় করিতে স্ফোটন।

অতঃপর মদ্ররাজ মহাসত্ত্বের জন্য একটী সুসজ্জিত হস্তী পাঠাইলেন। উহা এমনভাবে শিক্ষিত হইয়াছিল যে যুদ্ধকালে চালকের ইচ্ছামত নিশ্চল হইয়া থাকিত[১]। ঐ হস্তীর পৃষ্ঠোপরি শ্বেতচ্ছত্র উচ্ছ্রিত হইল; মহাসত্ত্ব হস্তিস্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক প্রভাবতীকে আনয়ন করিতে আদেশ দিলেন। তিনি প্রভাবতীকে

---

[১]। মূলে 'কতআনঞ্জ কারণং বারণং' আছে। 'কতআঞ্জকারণং' বিশেষণটা মৃদুপাণি জাতক (২৬২) প্রভৃতি আরও কয়েকটী জাতকে পাওয়া গিয়াছে।

নিজের পশ্চাতে বসাইলেন, চতুরঙ্গিণী সেনাপরিবৃত হইয়া পূর্ব্বদ্বার দিয়া বাহির হইলেন এবং শত্রুসেনার দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক তিন বার সিংহনাদে বলিলেন, 'আমি কুশরাজা; যাহারা প্রাণ বাঁচাইতে ইচ্ছা কর, তাহারা পেটের উপর ভর দিয়া শুইয়া পড়।' অতঃপর তিনি শত্রু মথন করিতে লাগিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৭৮. গজস্কন্ধে উঠিলেন কুশ নরপতি,
পশ্চাতে বসেন তাঁর দেবী প্রভাবতী।
পশেন সংগ্রামে রাজা করি সিংহনাদ
শুনিয়া নৃপতি সব গণে পরমাদ।

৭৯. সিংহের গর্জ্জন শুনি অন্যমৃগগণ
যেমন চৌদিকে ছুটি করে পলায়ন,
তেমনি, হুঙ্কার কুশ ছাড়িয়া যখন,
শুনি তাহা পলায়ন করে রাজগণ।

৮০. গজসাদি অশ্বারোহ-রথি-পত্তিগণ,
শরীররক্ষক আর ছিল যতজন,
সকলে হইয়া ভীত কুশের হুঙ্কারে
পলায় ভাঙ্গিয়া ব্যূহ যে দিকে যে পারে।

৮১. সংগ্রামের পুরোভাগে কুশের বিক্রম
দেখিয়া দেবেন্দ্রে হন অতি হৃষ্টমন।
বিরোচন নামে এক মহার্হ রতন
কুশে পুরস্কার তিনি দিলেন তখন।

৮২. লভিয়া বিজয়লক্ষ্মী মণি বিরোচন
মদ্রপুরে ফিরে গেলা নৃমণি তখন।

৮৩. করিয়াছিলেন বন্দী জীবিতাবস্থায়
শত্রুরাজগণে; বান্ধি শৃঙ্খলে সবায়।
শ্বশুরের হস্তে এবে করেন অর্পণ;
বলেন, 'ইঁহারা, দেব, তব শত্রুগণ।

৮৪. সকলেই এঁরা এবে বশগত তব,
পরাভূত হইয়াছে রণে শত্রু সব।
যাহা ইচ্ছা কর তুমি—এই শত্রুগণে
দাও মুক্তি, কিংবা বধ করহ পরাণে।'

মদ্ররাজ বলিলেন :

৮৫. ইঁহারা তোমারই শত্রু, শত্রু এঁরা নহেন আমার;
তুমি প্রভু আমাদের, ছাড়, মার, যে ইচ্ছা তোমার।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'ইহাদিগকে মারিলে কি লাভ হইবে? ইহাদের আগমনও যাহাতে নিরর্থক না হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। মদ্ররাজের আরও সাতটী কন্যা আছেন[১], তাঁহারা প্রভাবতীর অনুজা। এই রাজাদিগকে সেই সকল কন্যা সম্প্রদান করা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া তিনি মদ্ররাজকে বলিলেন :

৮৬. এই সপ্ত কন্যা তব, শুভা, সুলক্ষণা সবে, দেবকন্যা সম রূপবতী;
একটী একটী দিয়া তোমার জামাতৃপদে বর এই সপ্ত নরপতি।

মদ্ররাজ বলিলেন :

৮৭. আমাদের, ইঁহাদের সকলের প্রভু তুমি; তুমি রাজগণের প্রধান,
আমার দুহিতৃগণে এই সপ্ত নৃপতিরে ইচ্ছামত কর তুমি দান।

তখন কুশ সেই সাত কন্যাকে নানা অলঙ্কারে সাজাইয়া রাজাদিগের এক এক জনকে এক একটী দান করিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৮৮. সিংহস্বর কুশরাজ করিলা তখন
প্রত্যেক রাজাকে এক কন্যা সমর্পণ।

৮৯. কন্যালাভে পরিতুষ্ট রাজারা হইল,
কুশের ঔদার্য্যে সবে সন্তোষ পাইল।
নবপরিণীতা ভার্য্যা সঙ্গে লয়ে তবে
আপন আপন রাজ্যে ফিরি গেল সবে।

৯০. প্রভাবতী ভার্য্যা, আর মণি বিরোচন
লয়ে কুশ করে কুশাবতীতে গমন।

৯১. এক রথে আরোহিয়া চলিল দুজনে,
প্রবেশিল রাজপুরে হরষিত মনে।
বিরোচন মণির কি প্রভাব অদ্ভুত
বর বধূ দুই এবে তুল্যরূপযুত।
প্রভাবতী রূপবতী, কুশ রূপবান,
সৌন্দর্য্যে প্রভেদ আর নাই বিদ্যমান।

---

[১]। পূর্ব্বে কিন্তু বলা হইয়াছে যে, মদ্ররাজের সর্ব্বশুদ্ধ সাতটী কন্যা ছিল। লিপিকারের অসাবধানতাবশত এই অসঙ্গতি ঘটিয়াছে।

৯২. মাতা কোলে লইলেন পুত্রকে আবার,
নবদম্পতীর সুখ হইল অপার।
হইল সকল রাজ্য পূর্ণ ধনে জনে;
করিলেন ভোগ দোঁহে আনন্দিত মনে।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন রাজকুলের মাতাপিতা ছিলেন কুশের মাতাপিতা, আনন্দ ছিলেন কুশের অনুজ; কুব্জোত্তরা ছিলেন সেই কুব্জা, রাহুলমাতা ছিলেন প্রভাবতী; বুদ্ধশিষ্যগণ ছিলেন অন্যান্য লোক এবং আমি ছিলাম মহারাজ কুশ।]

---

৫৩২. শোণনন্দ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন মাতৃপোষক ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইঁহার বর্ত্তমান বস্তু শ্যাম-জাতক (৫৪০) কথিত বর্ত্তমান বস্তুর ন্যায়। শাস্তা বলিয়াছিলেন, ‘ভিক্ষুগণ, তোমরা এই ভিক্ষুর প্রতি অসন্তুষ্ট হইওনা। প্রাচীন পণ্ডিতেরা সমস্ত জম্বুদ্বীপের আধিপত্য লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াও উহা গ্রহণ করেন নাই; মাতাপিতার পোষণেই নিরত ছিলেন।’ অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীর নাম ব্রহ্মবর্দ্ধন ছিল। সেখানে মনোজ নামক এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন। বারাণসীতে অশীতি কোটি বিভবসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণ মহাসার অপুত্রক ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণীকে পুত্র প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণী পুত্র প্রার্থনা করিলে বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মলোক ত্যাগ করিয়া তাঁহার গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহার নাম রাখা হইল শোণকুমার। তিনি যখন পায়ে চলিতে শিখিলেন, তখন আরও এক দেবতা ব্রহ্মলোক ত্যাগ করিয়া ঐ ব্রাহ্মণীর গর্ভেই পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইলেন। নামকরণ দিবসে তাঁহার নাম হইল নন্দকুমার। কুমারদ্বয় বেদাধ্যয়নের পর সর্ব্বশিল্পে পারদর্শী হইলেন। তাঁহাদের রূপসম্পত্তি দেখিয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ‘ভবতি, তোমার পুত্র শোণকুমারকে গার্হস্থ্য বন্ধনে বদ্ধ করিব।’ ব্রাহ্মণী ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং শোণকুমারকে ব্রাহ্মণের অভিপ্রায় জানাইলেন। শোণকুমার বলিলেন, ‘মা, আমার গৃহবাসে প্রয়োজন নাই। আমি যাবজ্জীবন তোমাদের সেবা করিব এবং তোমাদের দেহাত্যয় ঘটিলে হিমালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক

প্রব্রজ্যা লইব।' ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে এই কথা জানাইলেন। কিন্তু তাঁহারা দুইজনে পুনঃ পুনঃ বলিয়াও শোণকুমারের সম্মতি লাভ করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা নন্দকুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'বাবা, তোমার অগ্রজ কিছুতেই বিবাহ করিতে চায় না; এতএব তুমি দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থ হও।' নন্দকুমার বলিলেন, 'দাদা যাহা নিষ্ঠীবনের ন্যায় ত্যাগ করিলেন, আমি তাহা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিব না। আমিও তোমাদের মৃত্যুর পর দাদার সঙ্গেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।' তখন ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী ভাবিলেন, 'ইঁহারা যুবক হইয়াও কাম পরিহার করিতেছে; আমাদের সকলেরই ত এজন্য আরও আগ্রহ-সহকারে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।' এই চিন্তা করিয়া তাঁহারা বলিলেন, 'তোমরা আমাদের মৃত্যুর পর প্রব্রজ্যা লইবে কেন; এস, আমরা সকলেই প্রব্রজ্যা লই।' অনন্তর তাঁহারা রাজাকে জানাইয়া সমস্ত ধন ধর্ম্মার্থ উৎসর্গ করিলেন; দাসদিগকে স্বাধীনতা দিলেন[১], জ্ঞাতিজনকে যাহা দান করা উচিত, তাহা দিলেন। চারিজনে এক সঙ্গে ব্রহ্মবর্দ্ধন নগর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক হিমালয়ে এক পঞ্চবিধপদ্ম শোভিত সরোবরের নিকটে রমণীয় বনভূমিতে আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন এবং প্রব্রজ্যা লইয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। শোণ ও নন্দ, দুই সহোদরেই মাতাপিতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রাতঃকালে মাতাপিতাকে দন্তকাষ্ঠ এবং মুখ প্রক্ষালনের জল দিতেন, পর্ণশালা ও পরিবেশ সম্মার্জ্জনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পানীয় জল দিতেন, বন হইতে মধুর ফল আনয়নপূর্ব্বক ভোজন করাইতেন, ঋতুভেদে কখনও উষ্ণ, কখনও শীতল জলে স্নান করাইতেন, তাঁহাদের জটা পরিষ্কার করিয়া দিতেন, পা টিপিতেন এবং আরও নানাপ্রকারে সেবা করিতেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে নন্দ ভাবিলেন, 'আমি যে ফল আনিব, তাহাই মাকে ও বাবাকে খাওয়াইব।' এই সঙ্কল্প করিয়া, তিনি পূর্ব্বদিন, কিংবা তাহারও পূর্ব্বদিন[২] যে সকল স্থান হইতে ফল আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থান হইতে, প্রাতঃকালে সাধারণ রকমের যে ফল পাইতেন, আনয়ন করিয়া মাতাপিতাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা সকল ফল খাইয়া মুখ ধুইয়া পোষধ গ্রহণ করিতেন। শোণ পণ্ডিত দূরে গিয়া যে সকল সুপক্ক ও মধুর ফল আনিতেন, মাতাপিতাকে সেগুলি খাইতে দিতেন। তাঁহারা বলিলেন, 'বাবা, তোমার ছোট ভাই যে ফল আনিয়াছিল, আমরা

১। মূলে 'দাসজনং ভুজিস্‌সং কত্বা' আছে। ভুজিষ্য = দাসত্বমুক্ত ব্যক্তি (freed or manumitted slave)।

২। মূলে 'পরমহ' আছে, সম্ভবত ইহা 'পরাহ'। জাতকের কোথাও দেখা যায়, পরাহ বলিলে কাল যে দিন হইবে, তাহার পরদিন বুঝায়। 'কাল', 'পরশ্ব' এবং 'পালি' 'হিয়্যো' শব্দও কখনও অতীত, কখনও ভবিষ্যৎকাল-নির্দ্দেশক।

প্রাতঃকালে তাহা খাইয়াই পোষধ গ্রহণ করিয়াছি। এখন আর আমাদের ফলে প্রয়োজন নাই।' কাজেই শোণ পণ্ডিত যে ফল আনিতেন, তাহা কাহারও ভোগে না লাগিয়া নষ্ট হইত। প্রথমে এক দিন, তাহার পর এক দিন এইরূপে প্রতিদিনই ইহা ঘটিতে লাগিল, শোণ পণ্ডিত পঞ্চবিধ অভিজ্ঞাবলে[১] বহুদূরে গিয়া যে সকল ফল আহরণ করিতেন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা সেগুলিও আহার করিতেন না। এই জন্য মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমার মাতাপিতার সুকুমার দেহ, নন্দ যে সে অপক্ক ও অর্দ্ধপক্ক বন্য ফল আনিয়া তাঁহাদিগকে খাইয়াইতেছে। এরূপ করিলে ইঁহারা বেশী দিন বাঁচিবেন না; আমার ভাইকে নিষেধ করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি নন্দ পণ্ডিতকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'নন্দ, এখন হইতে তুমি বন্য ফল ইত্যাদি আনিবার পর আমার আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিও; আমরা দুইজনে একত্র হইয়া মাকে ও বাবাকে খাওয়াইব।' শোণ এইরূপ বলিলেও নন্দ নিজেই সমস্ত পুণ্য অর্জ্জন করিবেন, এই প্রত্যাশায় সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'নন্দ আমার কথা না রাখিয়া অন্যায় করিতেছে; ইহাকে আশ্রম হইতে দূর করিতে হইতেছে।' তিনি একাকীই মাতাপিতার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, এই সঙ্কল্পে নন্দকে বলিলেন, 'ভাই, তুমি উপদেশ মানিয়া চল না; পণ্ডিতজনের কথায় কর্ণপাত কর না। আমি জ্যেষ্ঠ, মাতাপিতার সেবাশুশ্রূষা আমারই কর্ত্তব্য, আমিই ইঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিব। তোমার এখানে বাস করা হইবে না, তুমি অন্যত্র যাও।' ইহা বলিয়া তিনি নন্দের মুখের দিকে অঙ্গুলি ছোটন করিলেন।

অগ্রজকর্ত্তৃক বিদূরিত হইয়া নন্দ আর তাঁহার সম্মুখে থাকিতে পারিলেন না। তিনি অগ্রজকে প্রণাম করিয়া মাতাপিতার নিকটে গেলেন এবং তাঁহাদিগকে অগ্রজের আদেশ জানাইয়া নিজের পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন। সেখানে কৃৎস্ন পর্য্যাবলোকন করিয়া তিনি সেই দিনই পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, আমি সুমেরুর পাদদেশ হইতে রত্নচূর্ণ আনিয়া অগ্রজের পর্ণশালা-পরিবেশে বিকিরণপূর্ব্বক তাঁহার ক্ষমা পাইতে পারি; ইহাতে যদি তাঁহার মন নরম না হয়, তবে অনবতপ্ত হ্রদ হইতে জল আনিয়া তাঁহার ক্ষমা চাহিতে পারি, ইহাতেও যদি ক্ষমা না পাই, এবং আমার অগ্রজ দেবতাদিগের অনুরোধে ক্ষমা করিবেন এরূপ বুঝি, তবে চতুর্মহারাজ এবং শক্রকে আনয়ন করিয়া তাহাদের দ্বারা আমাকে ক্ষমা করাইব, তাহাতেও অকৃতকার্য্য হইলে আমি জম্বুদ্বীপের রাজাগ্রগণ্য মনোজ এবং অন্যান্য

[১]। অভিজ্ঞা সাধারণতঃ ছয়টী বলিয়া নির্দিষ্ট, কিন্তু কোথাও কোথাও পঞ্চ অভিজ্ঞতার উল্লেখ দেখা যায়।

রাজাদিগকে আনিয়া ক্ষমা লাভ করিব। এরূপ করিলে আমার অগ্রজের সুযশ সমস্ত জম্বুদ্বীপে পরিব্যাপ্ত হইবে; উহা চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় প্রকটিত হইবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ঋদ্ধিবলে ব্রহ্মবর্দ্ধন নগরে গমনপূর্ব্বক রাজভবনের দ্বারদেশে অবতরণ করিলেন এবং রাজার নিকট সংবাদ দিলেন, 'একজন তাপস আপনার সঙ্গে দেখা করিতে চান।' রাজা ভাবিলেন, 'প্রব্রাজক আমার সঙ্গে দেখা করিয়া কি ফল পাইবে? সম্ভবত আহারার্থ আসিয়াছে।' এই বিশ্বাসে তিনি দেখা না দিয়া অন্ন পাঠাইয়া দিলেন। নন্দ অন্ন গ্রহণ করিলেন না; তখন রাজা একে একে তণ্ডুল, বস্ত্র, মূল প্রভৃতি পাঠাইলেন; কিন্তু নন্দ সে সমস্ত গ্রহণ করিলেন না। পরিশেষে রাজা দূতদ্বারা জিজ্ঞাসা করাইলেন, 'কি উদ্দেশ্যে আপনি এখানে আসিয়াছেন?' নন্দ বলিলেন, 'আমি রাজাকে সেবা করিবার জন্য আসিয়াছি।' ইহা শুনিয়া রাজা বলিয়া পাঠাইলেন, 'আমার বহু সেবক আছে। আপনি নিজের তপস্যাধর্ম্ম পালন করুন গিয়া।' নন্দ উত্তর দিলেন, 'আমি আত্মবলে সমস্ত জম্বুদ্বীপের রাজত্ব গ্রহণ করিয়া তোমাদের রাজাকে দান করিব।' ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'প্রব্রাজকেরা না কি পণ্ডিত; হয় ত এ ব্যক্তি কোন উপায় জানে।' তিনি নন্দকে ডাকাইয়া বসিবার আসন দিলেন, এবং প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'ভদন্ত, আপনি নাকি সমস্ত জম্বুদ্বীপের রাজত্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে দান করিবেন।' নন্দ বলিলেন, 'হাঁ, মহারাজ।' 'কিরূপে গ্রহণ করিবেন?' 'মহারাজ, ক্ষুদ্র একটী মক্ষিকা যে পরিমাণ পান করিতে পারে, ততটুকু রক্তও পাত না করিয়া এবং আপনার ধনের কিঞ্চিন্মাত্র অপচয় না ঘটাইয়া আমি নিজ ঋদ্ধিবলে সমস্ত জয় করিব এবং আপনাকে দিব। কালক্ষেপ না করিয়া অদ্যই আপনাকে রাজধানী হইতে নিষ্ক্রমণ করিতে হইব।' নন্দের কথা বিশ্বাস করিয়া রাজা চতুরঙ্গিণী সেনাসহ যাত্রা করিলেন। যখন যোদ্ধারা গরম বোধ করিত, তখন নন্দ পণ্ডিত ঋদ্ধিবলে ছায়া উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিতেন; যখন বৃষ্টি হইত, তখন নন্দ সেনাকটকের উপর বর্ষণ হইতে দিতেন না; তিনি কাহারও গায়ে গরম বাতাস লাগিতে দিতেন না। তাঁহার ইচ্ছায় পথ হইতে পাথর, কাঠের টুকুরো, কাঁটা ইত্যাদি সর্ব্ববিধ অসুবিধা অন্তর্হিত হইল; সমস্ত পথ কৃৎস্ন-মণ্ডলের[১] ন্যায় সমান হইল। তিনি আকাশে চর্ম্মবিস্তারপূর্ব্বক পর্য্যঙ্কবন্ধনে আসীন হইয়া সেনার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন।

সেনাসহ এইরূপে যাইতে যাইতে তাঁহারা ক্রমে কোশল রাজ্যে প্রবেশ

---

[১]। পৃথিবী-কৃৎস্নে কতিপয় অঙ্গুলি ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তাকার মৃন্ময় চক্র ব্যবহার করিতে হয়। এখানে তাহারই প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে।

করিলেন এবং নগরের অবিদূরে স্কন্ধাবার স্থাপনপূর্ব্বক দূতমুখে কোশলরাজকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'হয় যুদ্ধ দিন, নয় বশ্যতা স্বীকার করুন।' কোশলরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'কি, আমি কি রাজা নই? আমি যুদ্ধই দিতেছি।' তিনি সেনা লইয়া নগরের বাহিরে আসিলেন। উভয় পক্ষের সেনা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; নন্দ দুই সেনার মধ্যভাগে অবস্থিত হইয়া নিজে যে অজিনাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহা বর্দ্ধিত করিয়া উভয় পক্ষের নিক্ষিপ্ত শরসমূহ চর্ম্ম দ্বারা ধরিতে লাগিলেন। এই জন্য উভয় পক্ষের একজন যোদ্ধাও শরবিদ্ধ হইল না। যখন তাহাদের হস্তস্থিত শরগুলি নিঃশেষ হইল, তখন দুই দলের লোকই নিরুপায় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তদনন্তর, নন্দ পণ্ডিত 'কোন ভয় নাই, মহারাজ' এই আশ্বাস দিয়া কোশলাজের নিকট গমন করিলেন এবং বলিলেন, 'মহারাজ, ভয় পাইবেন না; আপনার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই; আপনার রাজ্য আপনারই থাকিবে; আপনি কেবল মনোজ রাজার বশ্যতা স্বীকার করুন।' ইহা শুনিয়া কোশলরাজ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন নন্দ কোশলরাজকে মনোজের নিকটে লইয়া গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, কোশলরাজ আপনার বশবর্ত্তী হইলেন; ইঁহারা রাজ্য ইঁহারই থাকুক।' এই প্রস্তাব উত্তম বলিয়া মনোজ ইহাতে সম্মত হইলেন। তিনি কোশলরাজকে নিজের বশে আনিয়া উভয় সেনাসহ অঙ্গরাজ্যে গমন করিলেন; অঙ্গরাজ্য জয় করিয়া মগধে উপস্থিত হইলেন এবং মগধও জয় করিলেন। এইরূপে তিনি ক্রমে জম্বুদ্বীপের সমস্ত রাজাকে নিজের বশবর্ত্তী করিলেন এবং ইঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মবর্দ্ধন নগরে ফিরিয়া গেলেন। এই সকল রাজার রাজ্য জয় করিতে তাঁহার সাত বৎসর, সাত মাস, সাত দিন লাগিয়াছিল। তিনি প্রত্যেকের রাজধানী হইতে নানাপ্রকার খাদ্য ভোজ্য আনয়ন করিলেন এবং এক শত এক জন রাজার সঙ্গে সপ্তাহকাল মহাপানে প্রবৃত্ত হইলেন। নন্দ পণ্ডিত ভাবিলেন, 'রাজা সপ্তাহকাল ঐশ্বর্য্যসুখ অনুভব করিবেন; ইহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখা দিব না।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি উত্তরকুরুতে ভিক্ষাচর্য্যা করিয়া সপ্তাহকাল হিমালয়স্থ কাঞ্চনগুহাদ্বারে বাস করিলেন।

সপ্তম দিনে মনোজ নিজের বিপুল শ্রীসম্পত্তি দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই সৌভাগ্য আমার মাতাপিতা বা অন্য কেহ দেন নাই; ইহা নন্দ তাপসের অনুগ্রহেই লাভ করিয়াছি। আজ এক সপ্তাহকাল তাঁহার দেখা পাই নাই; আমার সৌভাগ্যদাতা সেই বন্ধু নন্দ এখন কোথায়?' এইরূপে তিনি নন্দকে স্মরণ করিতেছেন, নন্দ তাহা জানিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ আগমন করিয়া তাঁহার পুরোভাগে আকাশে অবস্থিতি করিলেন। মনোজ ভাবিলেন, 'আমি জানিনা, এই তপস্বী দেবতা, কি মানব; ইনি যদি মনুষ্য হয়, তাহা হইলে সমস্ত জম্বুদ্বীপের

আধিপত্য ইঁহাকেই প্রদান করিব; আর যদি ইনি দেবতা হন, ইঁহাকে দেবযোগ্য ভক্তিশ্রদ্ধার সহিত পূজা করিব।' তিনি প্রথমে গাথায় নন্দের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. দেবতা, গন্ধর্ব্ব তুমি, কিংবা শক্র পুরন্দর,
ঋদ্ধিমান নর কিংবা? কে তুমি, তাপসবর?

ইঁহার উত্তরে নন্দ দ্বিতীয় গাথায় আত্ম-পরিচয় দিলেন :

২. দেবতা, গন্ধর্ব্ব নই, নই শক্র পুরন্দর;
ঋদ্ধিমান নর বলি জেন মোরে, নৃপবর[১]।

ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'এ ব্যক্তি মনুষ্য; ইনি আমার বহু উপকার করিয়াছেন। বহুসম্মান দ্বারা ইহাকে পরিতৃপ্ত করিব।' তিনি বলিলেন :

৩. করিয়াছ আমাদের বহু উপকার;
হতেছিল যে সময়ে প্লাবন বর্ষার,
দিলা না পড়িতে তুমি বিন্দুমাত্র বারি
যাত্রাকালে আমাদের কারো শির' পরি।

৪. সুশীতল ছায়া তুমি করি উৎপাদন
নিবারিলা বাতাসের উত্তাপ ভীষণ।
শত্রুমধ্যে রক্ষিলা সবায় তা'র পর
ধরি নিজে, যত তারা নিক্ষেপিল শর।

৫. করিলে সমৃদ্ধিশালী রাজ্য কত শত
নিজ ঋদ্ধিবলে মোর করতলগত।
এক শত এক জন রাজা যে আমায়
সেবে এবে, তা'ও প্রভু, তোমারি দয়ায়।

৬. হয়েছি সন্তুষ্ট মোরা তব ব্যবহারে;
কি বরপ্রদানে, বল, তূষিব তোমারে?
যা' চাও তাহাই দিব—রম্য বাসস্থান,
তুরগবাহিত রথ, কিংবা হস্তিযান।

৭. অঙ্গ, বা মগধ, কিংবা অবন্তী, অশ্বক—
যে রাজ্য তোমার বল হয় আবশ্যক,
তাহাই প্রদান আমি করিব তোমায়
হৃষ্টান্তঃকরণে, ইথে নাহিক সংশয়।

---

[১]। মূলে 'ভারত' আছে। ভারতের বংশধরেরা ভারত। কিন্তু পালি টীকাকার ইহার নতুন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলেন, 'রট্‌ঠভার ধারিতায় (রাজ্যভার ধারণের জন্য) নং এবং আলপি।'

৮. কিংবা যদি অর্দ্ধরাজ্য মোর তুমি চাও,
সর্ব্বান্তঃকরণে দান করিব তাহাও।
রাজত্বে তোমার যদি থাকে প্রয়োজন,
কি চাও, বলিলে তাহা করিব অর্পণ।

নন্দ নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য বলিলেন :

৯. 'রাজ্যে, ধনে, নগরে না আছে প্রয়োজন
কিংবা কোন জনপদে আমার, রাজন।

আমার প্রতি যদি আপনার স্নেহ থাকে, তবে আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করুন :

১০. এ রাজ্যে, অরণ্যে এক শান্ত তপোবনে,
মাতা পিতা মোর বাস করেন দুজনে।

১১. সেবিতে সে বৃদ্ধ মহাগুরু দুই জন,
সেবায় তাঁদের পুণ্য করিতে অর্জ্জন
পারি না ক আমি; ভবাদৃশ জনে তাই
সঙ্গে লয়ে ক্ষমা পেতে যাব শোণ ঠাঁই।

তখন রাজা বলিলেন :

১২. বলিলে যা, বিপ্র, তুমি নিশ্চয় করিব;
শোণ পাশে গিয়া ক্ষমা এখনই চাহিব।
সঙ্গে মোর লব আর কোন কোন জন
ক্ষমাপ্রার্থনার তরে, বল, হে ব্রাহ্মণ।

নন্দ পণ্ডিত বলিলেন :

১৩. শতাধিক জানপদ, আঢ্য বিপ্র আর,
এই সব অনুগামী, রাজা, আপনার,
সুবিখ্যাত কুলে জাত যাঁরা কীর্ত্তিমান
এই সব সঙ্গে লয়ে নিজে যদি যান
আপনি মনোজরাজ সেই তপোবনে,
যাচকের অভাব না হবে কোন ক্রমে।

ইহা শুনিয়া রাজা আদেশ দিলেন :

১৪. হস্তী, অশ্ব সুসজ্জিত কর হে সত্বর;
রথিগণ, রথসব সুসজ্জিত কর;
আবশ্যক দ্রব্য যত, করহ গ্রহণ;
ধ্বজদণ্ড হতে ধ্বজা কর উত্তোলন;

যাইব আশ্রমে আমি, কৌশিক[১] যেথায়
আছেন প্রশান্তভাবে রত তপস্যায়।

১৫. চতুরঙ্গ বল ল'য়ে রাজা তা'র পর
আশ্রমের অভিমুখে হন অগ্রসর।
সে আশ্রমপদ শান্ত রমণীয় অতি,
যেখানে কৌশিক ঋষি করেন বসতি।

এইটি অভিসম্বুদ্ধ গাথা।

যে দিন নন্দ পণ্ডিত এইভাবে আশ্রমে উপনীত হইলেন, সেই দিন শোণ পণ্ডিত ভাবিতেছিলেন, 'আজ সাত বৎসর সাত মাস সাত দিনেরও অধিক হইল, আমার অনুজ এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে, সে এখন সম্ভবত কোথায় আছে?' অনন্তর দিব্যচক্ষু দ্বারা অবলোকন করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন, নন্দ এক শত এক জন রাজা ও চতুর্ব্বিংশতি অক্ষৌহিণী অনুচর লইয়া তাঁহারই ক্ষমা লাভের জন্য আসিতেছেন। তিনি ভাবিলেন, 'আমার অনুজ নিশ্চয় এই সকল রাজাকে এই সকল লোককে অনেক অলৌকিক কার্য্য দেখাইয়াছেন। ইঁহারা আমার অনুভাব জানেনা, ভাবিয়াছে যে আমি কূটতপস্বী, নিজের ওজন না বুঝিয়া ইহাদের গুরুর সহিত প্রতিযোগিতা করি। ইঁহারা আমাকে এইরূপ সগর্ব্ব ঘৃণা করিয়া নরকে যাইবার উপক্রম করিয়াছে। আমিও ইহাদিগকে ঋদ্ধিবলে অলৌকিক কিছু দেখাইব।' তিনি নিজের স্কন্ধ হইতে চতুরঙ্গুল ব্যবধানে আকাশে কাচ স্থাপন করিলেন এবং অনবতপ্ত হ্রদ হইতে জল আনিবার নিমিত্ত মনোজ রাজার অবিদূরে আকাশপথে যাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া নন্দ পণ্ডিত নিজে দেখা দিতে সাহস করিলেন না, তিনি যেখানে বসিয়াছিলেন সেখান হইতেই অন্তর্হিত হইলেন এবং পলায়নপূর্ব্বক হিমালয়ে প্রবেশ করিলেন। মনোজ রাজা কিন্তু শোণকে রমণীয় ঋষিবেশে আসিতে দেখিয়া বলিলেন :

১৬. কদম্বকাষ্ঠের কাচ স্কন্ধোপরি দেখা যায়
স্কন্ধের সহিত কাচ অথচ সংলগ্ন নয়।
রহিয়াছে ব্যবধান চতুরঙ্গুলি প্রমাণ,
কিরূপে রয়েছে কাচ বিনা কোন অধিষ্ঠান?
কে তুমি আকাশপথে জল আহরণ তরে
যাইতেছে দ্রুতবেগে? পরিচয় দাও মোরে।

ইঁহার উত্তরে মহাসত্ত্ব দুইটী গাথা বলিলেন :

---

[১]। শোন, নন্দ ও তাঁহাদের পিতা কৌশিক গোত্রজ ছিলেন ইহা বুঝিতে হইবে।

১৭. শোণ আমি, মহারাজ, ঋষি শীলপরায়ণ,
অতন্দ্রিতভাবে পুষি মাতা, পিতা অনুক্ষণ।

১৮. পেয়েছি যে উপকার পূর্ব্বে তাঁহাদের ঠাঁই,
তাঁহাদের স্নেহ, দয়া, কিছু আমি ভুলি নাই;
বন হতে ফলমূল করি তাই আহরণ
পুষিতেছি মাতা, পিতা হইয়া একাগ্র মন।

ইহা শুনিয়া রাজা শোণের সহিত মিত্রতা করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন :

১৯. যেখানে কৌশিক ঋষি করেন বসতি,
যেতে সেথা আমাদের ইচ্ছা বলবতী।
বল, শোণ, কোন পথে করিলে গমন
পাইব আশ্রমে গিয়া তাঁহার দর্শন?

মহাসত্ত্ব নিজের অনুভাববলে তৎক্ষণাৎ আশ্রমে যাইবার জন্য একটী পথ সৃষ্টি করিয়া বলিলেন :

২০. 'এই একপদী পথে করহ গমন,
অই দেখা যায় দূরে সুনীলবরণ
কোবিদার বৃক্ষে ঘেরা আশ্রম সুন্দর,
বাস যেথা করেন কৌশিক মুনিবর।'

২১. রাজগণে এইরূপে পথ প্রদর্শিয়া
অন্তরীক্ষপথে ঋষি গেলেন চলিয়া
সত্বর অনবতপ্তের জল তুলি ল'য়ে
ফিরেন মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজের আলয়ে।

২২. স্বহস্তে আশ্রম সেই করি সমার্জ্জন
উপবেশনের তরে স্থাপিয়া আসন,
করিলা প্রবেশ পর্ণশালার ভিতর
জাগাইল সেথা জনকেরে তার পর।

২৩. 'আসিছেন অই, পিতঃ, বহুরাজগণ,
যশস্বী, সদবংশজাত, কুলের ভূষণ,
আপনার দরশন পাইবার তরে;
বসুন আসনে পর্ণশালার বাহিরে।'

২৪. শুনিয়া শোণের বাক্য মহর্ষি ত্বরিতে
করিলেন নিষ্ক্রমণ কুটীর হইতে;
হইলেন উপবিষ্ট পর্ণশালাদ্বারে
দিতে দরশন সেই রাজা সবাকারে।

এই চারিটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা।

বোধিসত্ত্ব যখন অনবতপ্ত হ্রদের জল লইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, নন্দ পণ্ডিতও সেই সময়ে রাজার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং আশ্রমের অবিদূরে স্কন্ধাবার করাইলেন। অনন্তর রাজা স্নান করিলেন, সর্ব্বাভরণে মণ্ডিত হইলেন এবং একাধিক শতরাজ-পরিবৃত হইয়া নন্দ পণ্ডিতের সহিত মহা আড়ম্বরে বোধিসত্ত্বের ক্ষমালাভার্থ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া বোধিসত্ত্বের পিতা নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন; বোধিসত্ত্বও সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

[শাস্তা এই সকল প্রশ্ন ও তাহাদের উত্তর নিম্নলিখিত গাথাগুলিতে সুব্যক্ত করিলেন :

২৫. জ্বলন্ত অগ্নির মত মহাদীপ্তিমান
কাশী নারেশ্বর যাবে রাজগণসহ
আশ্রমের অভিমুখে চলিলা, তখন
হেরি তাঁরে শুধাইলা কৌশিক তাপস—

২৬. ‘বাজিছে মৃদঙ্গ, ভেরী, পণব, ডিণ্ডিম
কার পুরোভাগে অই? কোন রথিবরে
তুষিতে বাদ্যের হেন হইয়াছে ঘটা?

২৭. কে অই যুবক, শিরে উষ্ণীষ যাহার
হেমসূত্র-বিনির্ম্মিত, বিদ্যুদবরণ;
তুণীর সংলগ্ন পৃষ্ঠে? কে আসিছে, বল,
রূপে, বেশে চতুর্দ্দিক করিয়া উজ্জ্বল?

২৮. অহো কিবা আভাময় সুচারু বদন!
স্বর্ণকার-মূষিকায়[১] প্রতপ্ত কাঞ্চন!
অথবা খদিরাঙ্গার জ্বলন্ত যেমন।
ঝলসে নয়ন হেরি; কে আসিছে, বল,
রূপে, বেশে চতুর্দ্দিক করিয়া উজ্জ্বল?

২৯. সুন্দর, শলাকাযুক্ত ছত্র সমুচ্ছ্রিত
নিবারিছে রৌদ্র কা’র? কে আসিছে, বল,
রূপে, বেশে চতুর্দ্দিক করিয়া উজ্জ্বল?

৩০. কে অই পরমপ্রাজ্ঞ, গজস্কন্ধারূঢ়
আসিছে এ দিকে বল? সুচারু চামর

---

[১]। মূষিকা (crucible)—ইহা হইতে আমাদের ‘মুছী’ শব্দটী উৎপন্ন হইয়াছে।

দুলিয়া দুপাশে কা'র মক্ষিকা তাড়ায়।

৩১. আজানেয় অশ্বগণ, বর্ম্মাবৃত সবে—
শ্বেতচ্ছত্র শোভা পায় আরোহিগণের
মস্তক উপরি তাপ নিবারণ তরে—
বেষ্টিয়া আসিছে কা'রে? কি নাম উহার,
রূপে, বেশে চতুর্দ্দিক সমুজ্জ্বল যার?

৩২. শতাধিক বীর্য্যবান ভূপাল কাহারে
বেষ্টিয়া আসিছে কারে? কি নাম উহার,
রূপে, বেশে চতুর্দ্দিক সমুজ্জ্বল যার?

৩৩. হস্তী, অশ্ব, রথ, পত্তি—চতুরঙ্গ বল
বেষ্টিয়া আসিছে কারে? কি নাম উহার,
রূপে, বেশে চতুর্দ্দিক সমুজ্জ্বল যার?

৩৪. ও মহতী সেনা কা'র আসিছে পশ্চাতে
অক্ষুব্ধ, গণনাতীত সাগরোর্ম্মি যথা?'

৩৫. 'উনি রাজ-অধিরাজ নৃপেন্দ্র মনোজ
মনুজকুলের শ্রেষ্ঠ, বাসব যেমন
শ্রেষ্ঠ সদা জয়শীল অমর সমাজে।
নন্দকে লইয়া সঙ্গে আসিছেন উনি
এ আশ্রমে, ক্ষমা মোর লভিবার তরে।

৩৬. ও মহতী সেনা তাঁর(ই) আসিছে পশ্চাতে—
অক্ষুব্ধ, গণনাতীত সাগরোর্ম্মি যথা।'

শাস্তা বলিলেন :

৩৭. চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ; বস্ত্র কাশীজাত
পরিহিত সবাকার—হেন ভূপগণ
কৃতাঞ্জলিপুটে গেলা ঋষিদের পাশে।

অনন্তর মহারাজ মনোজ ঋষিদিগকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইয়া অভিভাষণপূর্ব্বক বলিলেন :

৩৮. কুশল ত? আছেন ত অনাময়ে সবে[১]?
উঞ্ছের প্রাপ্তির তরে আছে ত সুবিধা?
নাই ত এ বনে ফলমূলের অভাব?

---

[১]। মনুসংহিতানুসারে (২।১২৭) 'ব্রাহ্মণং কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রবন্ধুমনাময়ং বৈশ্যং ক্ষেমং সমাগম্য শূদ্রমারোগ্যমেবচ।' কুল্লুক বলেন, 'কুশলক্ষেমশব্দয়ো রনাময়ারোগ্যপদয়োশ্চ সমানার্থত্বাচ্ছব্দবিশেষোচ্চারণমেব বিবক্ষিতং।'

৩৯. দংশ-মশকের কোন-উৎপাত ত নাই?
ভুজগাদি সরীসৃপ অল্প ত এখানে?
শ্বাপদ-সঙ্কুল এই অরণ্য মাঝারে
হয়না ত উপদ্রব ভুগিতে কখন?

ইঁহার পর ঋষিদিগের ও মনোজ রাজার উত্তর-প্রত্যুত্তর নিম্নলিখিত গাথাগুলিতে প্রদত্ত হইল :

৪০. 'সর্ব্বথা কুশল, ভূপ; আছি অনাময়ে;
উঞ্ছের প্রাপ্তির তরে অসুবিধা নাই।
বহু ফলমূল পাওয়া যায় এই বনে।

৪১. দংশ-মশকের হেথা নাই উপদ্রব;
ভূজগাদি সরীসৃপ বিরল এখানে;
যদিও শ্বাপদ বহু আছে এই বনে,
করে না অনিষ্ট তারা কভু আমাদের।

৪২. ফলে এই তপোবনে গুবাক প্রচুর,
তাপসগণের সেব্য; হয় নি এখানে
উৎকট ব্যাধির কোন কভু প্রাদুর্ভাব।

৪৩. কৃতার্থ হইনু মোরা আগমনে তব,
মহারাজ। বসুধা-ঈশ্বর তুমি, দেব,
ভাগ্যবলে আমাদের হেথা উপস্থিত।
আগমন কি কারণ, বল দয়া করি[১]।

৪৪. তিন্দুক, পিয়াল আদি সুমধুর ফল।
আছে হেথা, খাও বাছি উত্তম উত্তম।

৪৫. পানার্থ কন্দর হতে এসেছি আমরা
এই সুশীতল জল; ইচ্ছা যদি হয়,
পান করি কর, ভূপ, তৃষ্ণা নিবারণ[২]।'

৪৬. 'দিলেন যা' দয়া করি, করিনু গ্রহণ;
করিলেন আপনারা আমা সবাকার
অভ্যর্থনা সমুচিত। বক্তব্য নন্দের
আছে কিছু; হো'ক আজ্ঞা শুনিতে তা' এবে।

---

[১]। এই তিনটি গাথা শক্তিগুল্ম-জাতকেও (৫০৩) আছে।

[২]। এই দুই গাথা শক্তিগুল্ম-জাতকেও (৫০৩) আছে।

৪৭. এসেছি আমরা সবে ভবৎসকাশে
নন্দের হইয়া ক্ষমা মাগিবার তরে।
দয়া করি কথা তার করুন শ্রবণ।'

এইরূপে আদিষ্ট হইয়া নন্দ পণ্ডিত আসন হইতে উঠিয়া মাতা, পিতা ও ভ্রাতাকে প্রণাম করিলেন এবং সভ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :

৪৮. শতাধিক জানপদ, বিপ্রমহাসার,
যশস্বী সৎকুলজাত এই রাজগণ,
মনোজ ভূপাল আর, দয়া করি সবে
করুন অনুমোদন বচন আমার।

৪৯. সমবেত এ আশ্রমে যক্ষ যে সকল,
ভূতভব্য অশরীরী সত্ত্ব[১] যত হেথা,
করুন শ্রবণ সবে আমার বচন।

৫০. নমি সকলের পদে করি নিবেদন
সুব্রত অগ্রজ মোর শোণকের ঠাঁই—
অনুজ সোদর আমি তব, ঋষিবর,
দক্ষিণ হস্তের ন্যায় সদা সেবারত।

৫১. মাতাপিতৃসেবারূপ পুণ্য-উপার্জ্জনে
নিতান্ত বাসনা মোর জানা আছে তব।
করো না নিষেধ মোরে, ওহে মহাভাগ।

৫২. মাতাপিতৃসেবারূপ পরম ধর্ম্মের
প্রশংসা করেন নিত্য সাধুসুধীগণ।
করিয়াছ বহুদিন পরিচর্য্যা তুমি
সযতনে তাঁহাদের; এবে সেই ভার
নিক্ষেপি আমার স্কন্ধে অবসর মোরে,
দাও তুমি, স্বর্গ পেতে জীবনাবসানে।

৫৩. গুরুজন সেবারূপ ধর্ম্মের মাহাত্ম্য
জানে অন্যে, জান তুমি, শোণক, যেমন
ইহাই যাইতে স্বর্গে সুপ্রশস্ত পথ।

---

[১]। মূলে 'ভূতভব্যানি'। টীকাকার বলেন ভূতগণ বুদ্ধিমর্য্যাদাপ্রাপ্ত এবং ভব্যগণ তরুণ দেবতা।

৫৪. সেবা-শুশ্রূষায় তৃপ্তি মাতার, পিতার
সাধিতে আমার ইচ্ছা বলবতী অতি।
নিজে পুণ্যবান যিনি, তিনি কিন্তু, হায়,
অর্জিতে এ মহাপুণ্য না দেন আমায়।

নন্দকর্ত্তৃক এইরূপ অনুযুক্ত হইয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'আপনারা নন্দের কথা শুনিলেন; এখন আমার বক্তব্য শুনুন :

৫৫. আমার ভ্রাতার সঙ্গে এসেছেন যাঁরা
করুন শ্রবণ এবে উত্তর আমার—
কুলের প্রাচীন প্রথা করি পরিহার
যে হয় অধর্ম্মচারী বয়োজ্যেষ্ঠ প্রতি,
নিশ্চিত নরকে তার হইবে বসতি।

৫৬. প্রাচীন ধর্ম্মজ্ঞ সচ্চরিত্র যেই জন,
দুর্গতি ভুঞ্জিতে তারে না হয় কখন।

৫৭. মাতা, পিতা, ভগ্নী, ভ্রাতা, জ্ঞাতি বন্ধুদের
জ্যেষ্ঠের উপরে আছে ভার পালনের।

৫৮. জ্যেষ্ঠ পুত্র আমি, তাই এই গুরুভার
করিব বহন, যথা নাবিক নিপুণ,
সোৎসাহে বাহিয়া যায় পোত মহার্ণবে।
অপ্রমত্তভাবে ধর্ম্ম পালিব আমার।'

ইহা শুনিয়া উপস্থিত সকল রাজাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, 'জ্যেষ্ঠ পুত্রই যে বংশের অপর সকলের রক্ষার ভার গ্রহণ করিবে, আমরা আজ ইহা জানিতে পারিলাম।' তাঁহারা নন্দ পণ্ডিতের পক্ষ পরিহার করিয়া মহাসত্ত্বেরই প্রতি অনুরক্ত হইলেন এবং তাঁহার স্তুতিসূচক দুইটী গাথা বলিলেন :

৫৯. হিন্দু মোর এত দিন অজ্ঞান-তিমিরে;
জ্ঞানরূপ অগ্নিশিখা করি উৎপাদন
বিনাশিল কৌশিকের বচন যে তমঃ।

৬০. সাগরের পৃষ্ঠোপরি যবে প্রভাকর
করে প্রভা বিকিরণ, প্রাণীরা যেমন
পরিদৃষ্ট হয় সবে নিজ নিজ রূপে—
কেহ বা সুন্দরমূর্ত্তি, কেহ কদাকার—
সেইরূপ কৌশিকের বচনচ্ছটায়
প্রকটিত হ'ল পাপ-পুণ্যের স্বরূপ।

রাজারা এতকাল নন্দ পণ্ডিতের অলৌকিক কার্য্যাবলী দেখিয়া তাঁহার প্রতি

শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন; কিন্তু মহাসত্ত্ব এখন জ্ঞানবলে তাঁহাদের সেই শ্রদ্ধা দূর করিলেন। তিনি যাহা বলিলেন, রাজারা তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন; সকলেই উপদেশ পাইবার জন্য তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া নন্দ ভাবিলেন, 'আমার ভ্রাতা পণ্ডিত, জ্ঞানী ও ধর্ম্মজ্ঞ। ইনি রাজাদের মন পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে নিজের পক্ষভূক্ত করিলেন। ইনি ভিন্ন আমার আর কোন শরণ নাই। আমি ইঁহার নিকটে নিজের প্রার্থনা জানাই।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন :

৬১. যাচিনু যা' তব ঠাঁই কৃতাঞ্জলিপুটে,
নাহি যদি দাও, প্রভো, নিজ দাস করি
লও মোরে দয়াবশে; সদা সযতনে
সেবিব চরণ তব যাবৎজীবন।

মহাসত্ত্ব স্বভাবতঃ নন্দ পণ্ডিতের প্রতি রুষ্ট বা বৈরভাবাপন্ন ছিলেন না। নন্দ নিতান্ত একগুঁয়ের মত কথা বলিয়াছিলেন; তাঁহার আস্পর্দ্ধা দূর করিবার জন্য মহাসত্ত্ব এইরূপে নিগ্রহ করিয়াছিলেন। এখন নন্দের বিনীত বাক্যে তিনি সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন হইলেন। তিনি বলিলেন, 'ভাই, আমি এখন তোমাকে ক্ষমা করিলাম; এখন হইতে তুমি মাতাপিতার রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাইবে।' তিনি নন্দের গুণবর্ণনা করিয়া নিম্নলিখিত গাথা চারিটী বলিলেন :

৬২. শিক্ষা দেন যে সদ্ধর্ম্ম সাধুরা সতত,
সমস্তই, নন্দ, তুমি আজ অবগত।
সুন্দর প্রকৃতি তব, আচার সুন্দর;
তোমা হতে নয় কেহ মম প্রিয়তর।

৬৩. শুন পিতঃ, শুনঃ মাতঃ, মোর নিবেদন;
ভার বলি মনে আমি করি নি কখন
পরিচর্য্যা তোমাদের; সদা হৃষ্টমনে
সেবিয়াছি যথাসাধ্য তোমা দুইজনে।

৬৪. জনক জননী মোর সুখী যাতে হন
করি আমি সযতনে তাহা সর্ব্বক্ষণ।
তথাপি একান্ত ইচ্ছা হয়েছে নন্দের
নিজে সে করিবে সেবা পদ তোমাদের।

৬৫. উভয়েই পুত্র মোরা তোমা দুজনার;
উভয়েই ব্রহ্মচারী; বল ত, কাহার
কে চাও পাইতে সেবা? নন্দে যে চাহিবে,
তাহার(ই) সেবায় নন্দ নিরত রহিবে।

এই কথা শুনিয়া তাঁহাদের মাতা আসন হইতে উঠিয়া বলিলেন, 'বৎস শোণ পণ্ডিত, তোমার কনিষ্ঠ বহুদিন বিদেশে ছিল; সে এত কাল পরে ফিরিয়া আসিয়াছে; কিন্তু তাহার নিকট কোন ইচ্ছা প্রকাশ করিতে আমাদের সাহস হইতেছে না, কারণ আমরা সেবাশুশ্রূষার জন্য তোমার উপরেই নির্ভর করিয়া আছি। তবে তুমি যখন অনুমতি দিতেছ, তখন আমি নন্দকে দুই হাতে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিতে চাই।

৬৬. তুমি অবলম্ব, শোণ, আমা দুজনার;
যদি পাই, বৎস, আমি সম্মতি তোমার,
করিয়া নন্দের আমি মস্তক আঘ্রাণ
বহুদিন পরে আজ জুড়াইব প্রাণ।'

মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'তোমার যদি এই ইচ্ছা হয়, তবে, মা, আমি সম্মতি দিলাম। তুমি গিয়া তোমার পুত্র নন্দকে আলিঙ্গন কর ও তাহার মস্তক আঘ্রাণ কর। তাহাকে চুম্বন করিয়া তোমার হৃদয়নিহিত শোক দমন কর।' বৃদ্ধা তখন নন্দের নিকটে গেলেন, সভামধ্যেই তাঁহাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলেন এবং তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। এইরূপে শোকাপনোদন করিয়া তিনি মহাসত্ত্বকে বলিলেন :

৬৭. কাঁপে যথা অশ্বত্থের নব কিসলয়
বায়ুবেগে, সেই মত কাঁপিছে হৃদয়,
শোণক, আমার আজ মহানন্দভরে
পাইয়া নন্দের দেখা এত কাল পরে।

৬৮. নিদ্রিত হইয়া যদি দেখি রে স্বপন—
আসিয়াছে ফিরি মোর নন্দ বাছাধন,
আনন্দে বিভোর হয়ে শয্যা তেয়াগিয়া,
'এসেছে আমার নন্দ' বলি চেঁচাইয়া।

৬৯. কিন্তু হায়, জাগি যবে না দেখি বাছারে
দ্বিগুণিত শোকে প্রাণ ধড়ফড় করে।

৭০. সত্যই সে নন্দ আজ, এত কাল পরে
জুড়াতে আমার প্রাণ আসিয়াছে ঘরে।
পিতামাতা, উভয়ের নয়নের মণি
কুটীরে প্রবেশ, বাছা, করুক এখনি।

৭১. পিতারও সুপ্রিয় পুত্র অনুজ তোমার;
ঘরে যেতে বাধা তারে দিও না ক আর
দাও অনুমতি তারে করিতে যা' চায়;

হো'ক নন্দ রত এবে আমার সেবায়।

'তাহাই হউক' বলিয়া মহাসত্ত্ব তাঁহার মাতার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অনন্তর তিনি নন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ভাই, জ্যেষ্ঠের যাহা নিজস্ব, আজ তুমি তাহার অংশ পাইলে। মাতার মত হিতকারিণী আর কেহই নাই। তুমি অপ্রমত্তভাবে ইঁহার সেবাশুশ্রূষা করিবে।' নন্দকে এই উপদেশ দিয়া তিনি দুইটী গাথায় মাতার মহিমা কীর্ত্তন করিলেন :

৭২. পারি কি মায়ের দয়া করিতে বর্ণন?
সন্তানের একমাত্র মাতাই শরণ।
স্তন্য দিয়া শিশুকালে বাঁচালেন প্রাণ;
মাতৃসেবা আমাদের স্বর্গের সোপান।
ধন্য নন্দ! হল তব সার্থক জীবন;
করিবেন সেবা তব জননী গ্রহণ।

৭৩. শৈশবে বাঁচালে মাতা করি স্তন্য দান;
রক্ষেন বিপদ হতে সন্তানের প্রাণ;
প্রত্যক্ষ দেবতা তিনি, কল্যাণকারিণী,
স্বর্গের প্রশস্ত মার্গ, পুণ্যপ্রদায়িনী।
ধন্য নন্দ! হল তব সার্থক জীবন;
করিবেন সেবা তব জননী গ্রহণ।

মহাসত্ত্ব এইরূপে দুইটী গাথায় মাতার গুণ বর্ণনা করিলেন। অনন্তর তাঁহার মাতা আবার গিয়া আসন গ্রহণ করিলে তিনি নন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ভাই নন্দ, তোমার জননী তোমার জন্য কতই দুঃখভোগ করিয়াছেন! এই মাতার ভরণপোষণের ভার আজ তুমি লাভ করিলে। মাতা আমাদের দুই জনকে কত কষ্টে বড় করিয়াছেন তাহা আর কি বলিব? তুমি অপ্রমত্তভাবে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ কর; কদাপি তাঁহাকে অমধুর বন্যফল খাওয়াইও না?' মাতা সন্তানের জন্য কত দুঃখ করেন, ইহা বুঝাইবার জন্য তিনি অতঃপর সেই সভামধ্যে নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :

৭৪. পুত্ররূপ ফললাভ করিয়া কামনা
করেন জননী কত দেবে নমস্কার;
দৈবজ্ঞের কাছে গিয়া করান গণনা,
দীর্ঘায়ুঃ, অল্পায়ুঃ কিংবা হইবে কুমার।
জন্মনক্ষত্রের যোগে, জন্মঋতু-ফলে
অথবা নিজের বয়ঃপরিমাণ-বলে,
'নাই ত বাছার রিষ্টি' শুধান তাহায়

কাঁপে বুক সদা অমঙ্গল আশঙ্কায়[১]।
৭৫. ঋতুস্নান-অন্তে হয় গর্ভের সঞ্চার,
তাহা হতে জন্মে ক্রমে দোহদ মাতার।
দোহদ হইতে হয় স্নেহ আবির্ভাব,
গর্ভস্থ সন্তান সেই স্নেহ করে লাভ।
৭৬. এক বর্ষ, কিংবা, কিছু ন্যূন কাল তার
গর্ভিণী রক্ষেণ যত্নে গর্ভ আপনার।
অনন্তর যথাকালে সন্তান প্রসবি
লভেন সৌভাগ্যবতী জননী পদবী।
৭৭. কান্দিয়া উঠিলে শিশু স্তন দিয়া মুখে
গান গেয়ে, কোলে লয়ে, ঢাকি তারে বুকে
সস্নেহে করেন শান্ত আনন্দদায়িনী।
কি দুঃখ তাহার যার আছেন জননী?
৭৮. অবোধ সন্তান পাছে কষ্ট কোন পায়
উগ্রবাতাতপে, তাই রক্ষিতে তাহায়
জননী সতত ব্যস্ত, তাঁহার মতন
দয়াময়ী ধাত্রী আর আছে কোন জন?
৭৯. নিজের যে ধন আছে, স্বামীর যে ধন,
অতি সাবধানে মাতা করেন রক্ষণ।
'পেয়ে ইহা সুখী বাছা পারিবে হইতে'
এ আশায় অপচয় না দেন ঘটিতে।
৮০. ভাগ্যদোষে পুত্র যদি হয় মতিহীন,
অসীম উদ্বেগে কাটে জননীর দিন।
'ইহা কর, বাছাধন, এইভাবে চল',
অনুক্ষণ মুখে তাঁর এ কথা কেবল।
পরদারসেবী যদি হয় সে যৌবনে,
নিশীথ পর্য্যন্ত থাকে অন্যের ভবনে,
'সন্ধ্যা হল ফিরিল না' এই দুশ্চিন্তায়
পথপানে চান মাতা করি হায় হায়।
৮১. এত কষ্টে পালিত যে, যদি সেই জন

---

[১]। গাথার এই অংশে, অমুক নক্ষত্রে, অমুক ঋতুতে বা মাতার অমুক বয়সে জন্মিলে সন্তান দীর্ঘায়ু বা অল্পায়ু হয়, ইত্যাদি ফলিত জ্যোতিষের সিদ্ধান্তের দিকে লক্ষ্য হইয়াছে।

মোহবশে জননীরে না করে পালন,
মাতৃদ্রোহী নরাধম সেই পাপাত্মার
ঘটিবে যন্ত্রণাভোগ নরকে অপার।

৮২. এত কষ্টে পালিত যে যদি সেই জন
মোহবশে জনকেরে না করে পালন,
পিতৃদ্রোহী নরাধম সেইপাপাত্মার
ঘটিবে যন্ত্রণাভোগ নরকে অপার।

৮৩. মাতৃসেবা না করিলে, শুনি, লোকে কয়,
ধনশালী পুরুষের হয় ধনক্ষয়।
মাতার যে পরিচর্য্যা না করে দুর্মতি,
ধননাশ হেতু দুঃখ পাই সেই অতি।

৮৪. পিতৃসেবা না করিলে, শুনি, লোকে কয়,
ধনশালী পুরুষের হয় ধনক্ষয়।
পিতার যে পরিচর্য্যা না করে দুর্মতি,
ধননাশ হেতু দুঃখ পায় সেই অতি।

৮৫. আনন্দ, প্রমোদ, হাস্য, ক্রীড়া, এ সকল
লভ্য সদা সেই সুধীজনের কেবল,
ইহামূত্র, যিনি নিত্য অতি সযতনে
রত হন জননীর সুখ সম্পাদন।

৮৬. আনন্দ, প্রমোদ, হাস্য, ক্রীড়া এ সকল
লভ্য সদা সেই সুধীজনের কেবল,
ইহামুত্র, যিনি নিত্য অতি সযতনে
রত হন জনকের সুখ-সম্পাদনে।

৮৭. মাতাপিতা যখন যে দ্রব্য পেতে চান,
তখনি তনয় তাহা করিবেক দান।
প্রিয়ভাষে তুষিবে সে তাঁহাদের মন
করিবে তাঁদের সেবা যত্নে অনুক্ষণ।
গৃহে, আর সভা-মধ্যে, সর্ব্বত্র সমান
যথাযোগ্য তাঁহাদের করিবে সম্মান।

৮৮. দান, প্রিয় বাক্য, সেবা, বৃদ্ধের সম্মান
সমাজরক্ষার হেতু উপায় প্রধান।
না চলে সমাজযন্ত্র বিনা এ সকল,
আণী না থাকিলে রথ যেমন অচল।

এ সব পাইতে আশা যদি না থাকিত,
পুত্রবতী হতে তবে কেহ কি চাহিত?

৮৯. জনক সতত পূজ্য জননীর মত,
সেবে যে তাঁহারে উক্ত প্রকারে সতত,
সুপুত্র বলিয়া খ্যাতি লভে সেই জন
সমাদর করে তারে সদা সুধীগণ।

৯০. পুত্রের প্রত্যক্ষ ব্রহ্মা পূর্ব্বাচার্য্যদ্বয়
মাতা আর পিতা, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
যে করে তাঁদের সেবা, ধন্য সেই জন,
নরশ্রেষ্ঠ, সকলের প্রশংসা ভাজন[১]।

৯১. দয়া মায়া তাঁহাদের সদা রাখি মনে
সুপুত্র করিবে সেবা অতি সযতনে;
নমিবে তাঁদের পায়ে শত শত বার,
ভক্তিভরে তাঁহাদের করিবে সৎকার।

৯২. অন্ন, পান, অর্থ, বস্ত্র, শয্যা, তৃপ্তিকর
দিয়া সদা তুষিবেক তাঁদের অন্তর।
করিবে সুগন্ধ তৈলে শরীর মর্দ্দন;
করাইবে স্নান, পাদ করিবে ধোবন।

৯৩. অপ্রমত্ত হয়ে নিত্য সুপুত্র সে জন
এইরূপে করে মাতা-পিতার অর্চ্চন।

---

[১]। মূল ৮৮ম হইতে ৯০ম গাথা যথাযথভাবে মুদ্রিত হয় নাই কাজেই দুরন্বয় দোষ ঘটিয়াছে। একজন সুপণ্ডিত পালি অধ্যাপকের মতে ৮৮ম গাথার শেষে পূর্ণচ্ছেদ হইবে না; ইহার সঙ্গে ৮৯ম গাথার চরণ যোগ করিয়া অন্বয় করিতে হইবে; ৮৯ম গাথার দ্বিতীয় চরণ এবং ৯০ম গাথার প্রথম চরণ এক সঙ্গে অন্বিত; ইহার সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী গাথায় অন্বয় নাই। উক্ত অনুমানবলে গাথা তিনটীর অনুবাদ এইরূপ হইতে পারে :

৮৮৷-৮৯৷। দান, প্রিয় বাক্য, সেবা, বৃদ্ধের সম্মান সমাজরক্ষার হেতু উপায় প্রধান।
না চলে সমাজযন্ত্র বিনা এ সকল, আণী না থাকিলে রথ যেমন অচল।

৮৯৷-৯০৷। না থাকিলে এই চারি ধর্ম্ম বিদ্যমান লভিতে না পারিতেন পূজা ও সম্মান
পুত্রের নিকটে মাতা; পিতাও তেমতি যাপিতেন দিন গৃহে অনাদরে অতি।
সমাজরক্ষার হেতু প্রধান সহায় যেহেতু এ চারিধর্ম্ম সুধীগণে কয়,
সে কারণ, করে যারা এ সব পালন তাহারাই ধন্য, তারা প্রশংসা ভাজন।

৯০৷। পুত্রের প্রত্যক্ষ ব্রহ্মা, পূর্ব্বাচার্য্যদ্বয় মাতা আর পিতা, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।

এই গাথা তিনটীর এরূপ ব্যাখ্যাও সন্তোষজনক নহে, সম্ভবতঃ ইহাদের পাঠ নিতান্ত ভ্রমদূষিত।

সকলের প্রশংসা সে ইহ লোকে পায়,
ভুঞ্জিতে অপার সুখ স্বর্গে শেষে যায়।

মহাসত্ত্ব এইরূপে ধর্ম্মদেশন সমাপন করিলেন,—মনে হইল যেন তিনি সুমেরু পর্ব্বতকে ওলট-পালট করিলেন[১]। তাঁহার উপদেশগুলি ভূপতিগণ এবং তাঁহাদের সৈন্যসামন্ত সকলেই প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিলেন। মহাসত্ত্ব তাঁহাদিগকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন এবং 'অপ্রমত্তভাবে দানাদির অনুষ্ঠান করুন' এই উপদেশ দিয়া বিদায় দিলেন। তাঁহারা সকলে যথাধর্ম্ম রাজ্য শাসন করিয়া আয়ুক্ষয়ান্তে দেবনগর পূর্ণ করিলেন; শোণ পণ্ডিত এবং নন্দ পণ্ডিতও যাবজ্জীবন মাতাপিতার পরিচর্য্যাপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকবাসী হইলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা সত্যসমূহের ব্যাখ্যা এবং জাতকের সমবধান করিলেন। সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া সেই মাতৃপোষক ভিক্ষু সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সমবধান : তখন মহারাজকুলের মাতা পিতা ছিলেন সেই মাতা পিতা; আনন্দ ছিলেন নন্দ পণ্ডিত, সারিপুত্র ছিলেন মনোজ রাজা; অশীতি মহাস্থবির ও অন্যান্য স্থবিরেরা ছিলেন সেই এক শত এক রাজা। বুদ্ধের শিষ্যগণ ছিল তাঁহাদের চতুর্ব্বিংশতি অক্ষৌহিণী; এবং আমি ছিলাম শোণ পণ্ডিত।]

---

[১]। 'সিনেরুং পবট্টেন্তো বিয়' এই উৎপ্রেক্ষোর সার্থকতা কি, বুঝা কঠিন। প্রতিপাদ্য বিষয়টীর গুরুত্ব সুমেরুর গুরুত্বের সমান, সম্ভবতঃ ইহাই লেখকের অভিপ্রায়।

খুদ্দকনিকায়ে

জাতক

অশীতি নিপাত

৫৩৩. খুল্লহংস-জাতক[১]

[আয়ুষ্মান আনন্দ শাস্তার প্রাণরক্ষার্থ নিজের প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত শাস্তার প্রাণবধার্থ ধানুষ্কদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ইহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথমে এই দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, সে ফিরিয়া গিয়া বলিল, 'ভদন্ত, আমি ভগবানের প্রাণবধ করিতে পারিব না; তিনি মহর্দ্ধি ও মহানুভব।' দেবদত্ত বলিল, 'দরকার নাই; তুমি শ্রমণ গৌতমের প্রাণবধ নাই করিলে। আমি নিজেই গিয়া তাঁহার জীবনান্ত করিব।' তখন পশ্চিম দিকে গৃধ্রকূটের ছায়া পড়িয়াছিল এবং শাস্তা ঐ ছায়ায় পা-চারি করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া দেবদত্ত গৃধ্রকূটের শিখরে আরোহণ করিল এবং এমন বেগে এক খণ্ড শিলা ফেলিয়া দিল যে, বোধ হইল উহা কোন যন্ত্রের সাহায্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। দেবদত্ত মনে করিল যে, সেই শিলার আঘাতেই শ্রমণ গৌতমের জীবনান্ত হইবে। কিন্তু ঐ সময়ে দুইটী পর্ব্বতশৃঙ্গ পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইয়া সেই শিলার গতি রোধ করিল; কেবল একটা টুকরা ঊর্দ্ধে ছুটিয়া পুনর্ব্বার অধোদিকে গিয়া ভগবানের পাদে আঘাত করিল। আহত স্থান হইতে রক্ত বাহির হইল, ভগবান অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর জীবক শস্ত্র দ্বারা ক্ষতস্থান চিরিলেন, কুরক্ত বাহির করিলেন, পচামাংস তুলিয়া ফেলিলেন এবং ঔষধের প্রলেপ লাগাইলেন। ইহাতে শাস্তা নীরোগ হইলেন; তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায় ভিক্ষুসঙ্ঘপরিবৃত হইয়া আবার মহতী বুদ্ধলীলায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দেবদত্ত ভাবিল, 'শ্রমণ গৌতমের অলৌকিক বিভূতিসম্পন্ন কলেবর অবলোকন করিলে প্রকৃতই কোন মানুষ (শত্রুভাবে) তাঁহার সমীপে যাইতে পারে না। রাজার নালাগিরি নামক একটা অতি উগ্রস্বভাব দুষ্ট হস্তী আছে; বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের যে কি মাহাত্ম্য, সে কিছু তাহা জানে না।

---

[১]। এই জাতকের এবং ইহার পরবর্ত্তী জাতকের অতীত বস্তুর সহিত চতুর্থ খণ্ডের হংস-জাতকের (৫০২) অতীত বস্তু এবং জাতকমালার হংস-জাতক (২২) তুলনীয়।

সেই হাতীটাই শ্রমণ গৌতমের প্রাণবধ করিবে।' ইহা ভাবিয়া দেবদত্ত রাজাকে তাহার অভিসন্ধি জানাইল। রাজা এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন এবং মাহুতকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'ভদ্র, কাল নালাগিরিকে মাতাল করিবে এবং শ্রমণ গৌতম যে পথে যাতায়াত করেন, প্রাতঃকালে তাহাকে সেই পথে ছাড়িয়া দিবে।' দেবদত্ত মাহুতকে জিজ্ঞাসা করিল, 'অন্যান্য দিনে হাতীটা কি পরিমাণ মদ খায়?' মাহুত বলিল, 'আট ঘট।' 'কাল ইহাকে ষোল ঘট পান করাইবে এবং যাহাতে শ্রমণ গৌতমের অভিমুখে ছুটে, তাহার ব্যবস্থা করিবে।' মাহুত 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সম্মতি জানাইল।

এদিকে রাজা ভেরীবাদন দ্বারা ঘোষণা করাইলেন, 'কাল নালাগিরিকে মাতাল করিয়া নগরের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। নগরবাসীরা যেন প্রাতঃকালেই স্ব স্ব কার্য্য শেষ করে এবং রাস্তায় বাহির না হয়।' দেবদত্তও রাজভবন হইতে অবতরণপূর্ব্বক হস্তিশালায় গিয়া হস্তিপালকদিগের সম্বোধন করিয়া বলিল, 'আমার কথা শুন; আমি উচ্চস্থানীয়কে নিম্নস্থানীয় করিতে পারি; যদি তোমরা ভাল চাও, তবে প্রাতঃকালেই নালাগিরিকে ষোল ঘট তীক্ষ্ণসুরা পান করাইবে; শ্রমণ গৌতম যখন বাহির হইবে, তখন অঙ্কুশে বিদ্ধ করিয়া হাতীটাকে ক্রুদ্ধ করিবে; সে হস্তিশালা ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িলে, যে পথে শ্রমণ গৌতম আসিবেন, সেই পথে তাহাকে তাড়াইয়া লইয়া যাইবে। এইরূপে তোমাদিগকে শ্রমণ গৌতমের প্রাণনাশ করিতে হইবে।' হস্তিপালেরা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল।

এই ষড়যন্ত্র অচিরে নগরবাসীর কর্ণগোচর হইল। যে সকল উপাসক বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের প্রতি অনুরক্ত, তাহারা শাস্তার নিকটে গিয়া বলিল, 'ভদন্ত, দেবদত্ত রাজার সঙ্গে যোগ দিয়া, কাল আপনি যে পথে যাইবেন, সেই পথে নালাগিরিকে ছাড়িয়া দেওয়াইবে। কাল আপনি ভিক্ষাচর্য্যার জন্য নগরে প্রবেশ করিবেন না। এখানেই থাকিবেন আমরা বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘের খাদ্য বিহারেই আনিয়া দিব।' 'আমি কাল ভিক্ষার জন্য নগরে প্রবেশ করিব,' শাস্তা একথা না বলিয়া উত্তর দিলেন, 'কাল আমি একটী অলৌকিক ঘটনা দেখাইব। আমি নালাগিরিকে দমন করিব, তীর্থকদিগকে মর্দ্দিত করিব। রাজগৃহে ভিক্ষাচর্য্যা না করিয়াই ভিক্ষুসঙ্ঘসহ নগর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক বেণুবনে যাইব। রাজগৃহবাসীরা প্রচুর ভক্ষ্যপাত্র লইয়া সেখানে উপস্থিত হইবে; এইরূপে বিহারেই উৎকৃষ্ট খাদ্যের ব্যবস্থা হইবে।' শাস্তা উক্তরূপে উপাসকদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। উপাসকেরা মনে করিল, তথাগত তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। তাহারা ভক্ষ্যপাত্র লইয়া যাত্রা করিল এবং ভাবিল, বিহারে গিয়াই ভক্ষ্য দান করিব।

ক্রমে রাত্রি হইল, শাস্তা প্রথম যামে ধর্ম্মদেশন করিলেন, দ্বিতীয় যামে দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা করিলেন, শেষ যামের প্রথম ভাগে সিংহশয্যায়[১] শয়ন করিলেন, দ্বিতীয় ভাগে ফলসমাপত্তির আনন্দভোগ করিলেন, তৃতীয় ভাগে মহাকরুণাদ হইয়া ধ্যানস্থ হইলেন এবং তাঁহার বান্ধবদিগের মধ্যে কে কে বৌদ্ধশাসনে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত হইয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলেন। তিনি দেখিলেন, নালাগিরিকে দমন করিলে চতুরশীতি সহস্র জীব সদ্ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইল তিনি শরীরকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আনন্দ, রাজগৃহের চতুর্দ্দিকে যে অষ্টাদশ বিহার আছে, তাহাদের সমস্ত ভিক্ষুকে বল, আজ আমার সঙ্গে রাজগৃহে প্রবেশ করিতে হইবে।' স্থবির ভিক্ষুদিগকে এই আদেশ জানাইলেন, সমস্ত ভিক্ষু বেণুবনে সমবেত হইলেন। শাস্তা এই মহাভিক্ষুসজ্ঘ-পরিবৃত হইয়া রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন।

হস্তিপালেরা যেরূপ আদিষ্ট হইয়াছিল, সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিল। এই কাণ্ড দেখিবার জন্য বহুলোক সমবেত হইল। যাহাদের চিত্ত বুদ্ধশাসনে প্রসন্ন হইয়াছিল, তাহারা ভাবিল, 'আজ বুদ্ধনাগের সহিত পশুনাগের সংগ্রাম হইবে। অনুপম বুদ্ধলীলায় পশুনাগের দমন হইবে, ইহা আমরা দেখিতে পাইব।' তাহারা প্রাসাদ, হর্ম্ম্য ও গৃহের ছাদে আরোহণ করিয়া অবস্থিতি করিল। যাহারা বুদ্ধশাসনে শ্রদ্ধাহীন, সেই মিথ্যাদৃষ্টিকেরা ভাবিল, 'নালাগিরি চণ্ডস্বভাব ও অতি নিষ্ঠুর, সে বুদ্ধের গুণ জানে না, সে আজ শ্রমণ গৌতমের হেমবর্ণ দেহ বিধ্বস্ত করিয়া তাঁহার জীবনান্ত করিবে। আমরা আজ আমাদের শত্রুর পৃষ্ঠ দেখিতে পাইব (অর্থাৎ আজ আমাদের শত্রু নাশ হইবে)। এই বিশ্বাসে তাহারাও প্রাসাদির উপরে উঠিয়া দেখিতে লাগিল।

ভগবান অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া নালাগিরি জনসমূহের ভয়োৎপাদনপূর্ব্বক গৃহ সকল ধ্বংস করিতে করিতে, শকটসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ করিতে করিতে শুণ্ড তুলিয়া, কর্ণ ও পুচ্ছ তুলিয়া পতনশীল সর্ব্বসংহারক পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইল। তাহা দেখিয়া ভিক্ষুরা বলিলেন, 'ঐ নালাগিরি চণ্ড, পুরুষ ও মনুষ্যঘাতক ও এই পথেই ছুটিয়া আসিতেছে, ও নিশ্চয় বুদ্ধাদির মাহাত্ম্য জানে না। অতএব, হে ভগবন, আপনি ফিরুন; হে সুগত, আপনি ফিরুন।' শাস্তা বলিলেন, 'কোন ভয় নাই, ভিক্ষুগণ। নালাগিরিকে দমন করিবার জন্য যে বল আবশ্যক তাহা আমার আছে।' আয়ুষ্মান সারিপুত্র শাস্তার নিকট প্রার্থনা করিলেন, 'ভদন্ত, পিতার সেবার জন্য যদি কোন কার্য্য করিতে হয়, তবে

---

[১]। অর্থাৎ দক্ষিণপার্শ্বে ভর দিয়া।

সে ভার জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপরই পড়ে। আমি নালাগিরিকে দমন করিতেছি।' শাস্তা তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, 'সারিপুত্র, বুদ্ধের বল একপ্রকার, শ্রাবকের বল অন্য প্রকার।' তুমি বিরত হও। অতঃপর অশীতি মহাস্থবিরদিগের প্রায় সকলেই সারিপুত্রের ন্যায় ঐরূপ প্রার্থনা জানাইলেন; কিন্তু শাস্তা তাঁহাদের সকলেরই নিবৃত্ত করিলেন।

কিন্তু শাস্তার প্রতি আয়ুষ্মান আনন্দের অপরিসীম স্নেহ ছিল। তিনি শাস্তার এই সঙ্কল্প সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ভাবিলেন, 'হস্তীটা প্রথমে আমাকে মারুক।' তিনি তথাগতকে রক্ষা করিবার জন্য আত্মজীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।' তাহা দেখিয়া শাস্তা বলিলেন, 'সরিয়া যাও, আনন্দ; আমার সম্মুখে দঁড়াইয়া থাকিও না।' আনন্দ বলিলেন, 'ভদন্ত, এই হস্তী চণ্ড, পরুষ, মনুষ্যঘাতী, প্রলয়াগ্নিকল্প; এ প্রথমে আমাকে মারুক, তাহার পর আপনার নিকটে আসুক।' শাস্তা আনন্দকে তিন বার সরিয়া যাইতে বলিলেন, কিন্তু আনন্দ পূর্ব্ববৎ তাঁহার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, সেখান হইতে প্রতিবর্ত্তন করিলেন না। তখন ভগবান তাঁহাকে ঋদ্ধিবলেই সরাইয়া ভিক্ষুদিগের মধ্যে স্থাপন করিলেন।

এই সময়ে এক নারী নালাগিরিকে দেখিয়া মরণভয়ে এমন ভীত হইল যে, পলাইবার কালে অঙ্কস্থিত পুত্রটীকে নালাগিরি ও তথাগতের মধ্যবর্ত্তী পথে ফেলিয়া রাখিয়া গেল। নালাগিরি ঐ নারীকে তাড়া করিয়া যাইতেছিল। সে এখন ছেলেটীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। ছেলেটী মহা চীৎকার করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া নালাগিরিকে মৈত্রীভাবে স্পন্দিত করিয়া সুমধুর ব্রহ্মস্বরে বলিলেন, 'ভো নালাগিরি, তোমাকে যে ষোড়শ ঘট সুরাপান করাইয়া মত্ত করিয়াছে, তাহা আমাকে বধ করাইবার জন্য অন্য কাহারও বধের জন্য নহে। তুমি ছুটাছুটি করিয়া অকারণে ব্যস্ত হইও না। আমার দিকে অগ্রসর হও।'

শাস্তার বচন শুনিয়া নালাগিরি চক্ষু উন্মীলনপূর্ব্বক তাঁহার রূপশ্রীসম্পন্ন দেহ অবলোকন করিল। অমনি তাহার মনে বড় উদ্বেগ জন্মিল। বুদ্ধের তেজে সুরামত্ততা অন্তর্হিত হইল। সে শুণ্ড অবনত করিয়া কর্ণ সঞ্চালন করিতে করিতে শাস্তার পাদমূলে পতিত হইল। তখন শাস্তা বলিলেন, 'নালাগিরি, তুমি পশুযোনিজ বারণ আমি বুদ্ধ বারণ। এখন হইতে তুমি আর চণ্ড পরুষ ও মনুষ্যাঘাতক হইও না, চিত্তে মৈত্রীভাব পোষণ কর।' এই উপদেশ দিয়া তিনি দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া নালাগিরির কুম্ভে বুলাইতে বুলাইতে আবার বলিলেন :

এ কুঞ্জরে আক্রমণ করিও না, হে কুঞ্জর
এ কুঞ্জরে আক্রমিলে পাবে দুঃখ ভয়ঙ্কর।

বধ যদি এ কুঞ্জরে মৃত্যু তব হবে যবে,
পরলোকে গিয়া তুমি দুর্গতি দারুণ পাবে।
হয়োনা কখনো মত্ত প্রমত্ত হয়োনা আর,
প্রমত্ত যে, কোনকালে সুগতি হয় না তার।
সেই কর্ম্ম ইহলোকে কর তুমি অনুষ্ঠান,
যার বলে পরলোকে লভিবে উত্তম স্থান।

নালাগিরির সর্ব্বশরীর প্রীতিবিস্ফূরিত হইল। সে যদি তির্য্যগযোনিজ না হইত, তবে ঐ সময়েই সে স্রোতাপত্তিফল লাভ করিতে পারিত। দর্শকবৃন্দ এই অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া বিস্ময়ে কোলাহল করিতে লাগিল, করতালি দিতে লাগিল এবং সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া নালাগিরির উপর এত আভরণ নিক্ষেপ করিল যে, তাহাতে ঐ হস্তীর সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত হইল। এই কারণে উক্ত সময় হইতে নালাগিরি 'ধনপাল' এই আখ্যা পাইল।

ধনপালকের সমাগমে ঐ সময়ে চতুরশীতি সহস্র জীব নির্ব্বাণামৃত পান করিল। শাস্তা ধনপালককে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন, সে শুণ্ডদ্বারা ভগবানের পদরজঃ গ্রহণ করিয়া তাহা নিজের মস্তকে বিকিরণ করিল। অবনতদেহে প্রতিবর্ত্তনপূর্ব্বক যতক্ষণ পর্য্যন্ত দশবলকে দেখা গেল, ততক্ষণ এক স্থানে অবস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিল। অতঃপর সে প্রতিগমনপূর্ব্বক হস্তিশালায় প্রবেশ করিল এবং তখন হইতে এমন শান্তশিষ্ট হইল যে, আর কাহারও কোন অনিষ্ট করিল না।

শাস্তা নিজের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া আদেশ দিলেন, যে ব্যক্তি ধনপালের উপর যে ধন নিক্ষেপ করিয়াছে, সেই ধন তাহারই হইবে। তিনি ভাবিলেন, আমি অদ্য এক দুষ্কর অলৌকিক কার্য্য করিয়াছি। এই নগরে এখন পিণ্ডচর্য্যা করা বিসদৃশ হইবে।' এইজন্য, তীর্থিকদিগের মর্দ্দনের পর তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘ-পরিবৃত হইয়া রণজয়ী রাজার ন্যায় নগর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক বেণুবনে চলিয়া গেলেন। নগরবাসীরাও বহু অন্নপানীয় লইয়া বিহারে গিয়া মহাদানে প্রবৃত্ত হইল।

ঐ দিন সন্ধ্যাকালে ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভা পূর্ণ করিয়া উপবেশন করিলেন এবং বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'দেখিলে ভাই, আয়ুষ্মান আনন্দ তথাগতের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে গিয়া কি দুষ্কর কার্য্যই করিয়াছেন। নালাগিরিকে দেখিয়া শাস্তা তাঁহাকে তিনবার সরিয়া যাইতে বলিলেও তিনি সরিয়া যান নাই। অহো! স্থবির আনন্দ অতি দুষ্কর কার্য্যই করিয়াছেন।' শাস্তা গন্ধকুটীরে থাকিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, ধর্ম্মসভায় আনন্দের গুণসম্বন্ধে কথোপকথন হইতেছে, তিনি ভাবিলেন, সেখানে আমার উপস্থিত থাকা কর্ত্তব্য। তিনি গন্ধকুটীর হইতে

বাহির হইয়া ধর্ম্মসভায় গেলেন এবং প্রশ্নদ্বারা ভিক্ষুদিগের আলোচ্যমান বিষয় জানিয়া বলিলেন, 'কেবল এখন নহে, আনন্দ পুরাকালে যখন তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মিয়াছিলেন, তখনও আমার জন্য নিজের প্রাণ দিতে গিয়াছিলেন।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে মহিংশক রাজ্যে শকুলনগরে শকুলনামক এক রাজা যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতেন। ঐ নগরের অদূরে এক নিষাদগ্রামীবাসী নিষাদ পাশবিস্তার-পূর্ব্বক পক্ষী ধরিয়া নগরে আনিয়া বিক্রয় করিত এবং ইহাতেই তাহার জীবিকানির্ব্বাহ হইত। শকুলনগরের নিকটে দ্বাদশ যোজন পরিধিবিশিষ্ট মানুষিক-নামক এক পদ্ম-সরোবর ছিল। উহা পঞ্চবিধ পদ্ম দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিত। সেখানে নানা জাতীয় পক্ষী বিচরণ করিত এবং উক্ত নিষাদ তাহাদিগকে ধরিবার জন্য যথেচ্ছাভাবে পাশ বিস্তার করিত।

ঐ সময়ে ধৃতরাষ্ট্র-হংসকুলের রাজা ষণ্নবতিসহস্র হংস-পরিবৃত হইয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে সুবর্ণগুহায় বাস করিতেন। তাঁহার সেনাপতির নাম ছিল সুমুখ। একদিন সেই হংসযূথ হইতে কতিপয় সুবর্ণহংস মানুষিক সরোবরে গিয়াছিল এবং সেই প্রভূতখাদ্যসম্পন্ন জলাশয়ে যথাসুখ ভোজন করিয়া বিচিত্র চিত্রকূটে প্রতিগমনপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্ররাজকে বলিয়াছিল, 'মহারাজ, লোকালয়ে মানুষিক নামে এক পদ্ম-সরোবর আছে; তাহা প্রচুর খাদ্যে পরিপূর্ণ; আমরা ভোজনার্থ সেখানেই যাইব।' ধৃতরাষ্ট্ররাজ তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন; তিনি বলিলেন, 'লোকালয় শঙ্কাক্রান্ত, অতএব সেখানে যাইতে যেন তোমাদের অভিলাষ না হয়।' কিন্তু তাহারা নিষিদ্ধ হইয়াও পুনঃ পুনঃ এ প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। তখন হংসরাজ বলিল, 'বেশ; তোমাদের যদি ইহাই রুচি হয়, তবে আমিও সেই সরোবরে যাইব।' অনন্তর তিনি পরিজনসহ মানুষিক সরোবরে গমন করিলেন। কিন্তু আকাশ হইতে অবতরণ করিবার কালেই তিনি পাশের মধ্যে পা দিলেন। এ পাশ লোহার কাঁচির মত দৃঢ়ভাবে তাঁহার পা আটকাইয়া ধরিল। তিনি উহা ছিঁড়িবার জন্য পা টানিতে লাগিলেন; ইহাতে প্রথমে আবদ্ধ স্থানের চর্ম্ম, দ্বিতীয় বারে মাংস, তৃতীয় বারে স্নায়ু কাটিয়া পাশরজ্জু শেষে অস্থিতে গিয়া ঠেকিল। ক্ষতস্থান হইতে রক্ত ছুটিল; দুঃসহ বেদনা জন্মিল। হংসরাজ ভাবিলেন, 'আমি যে বদ্ধ হইয়াছি, যদি ইহা জানাইবার জন্য রব করি, তবে আমার জ্ঞাতিগণ ভয় পাইয়া আহার গ্রহণ না করিয়াই ক্ষুধার্ত অবস্থায় পলায়ন করিবে এবং দুর্ব্বলতাবশতঃ সমুদ্রে পড়িয়া মরিবে।' এই জন্য তিনি বেদনা সহ্য করিয়া রহিলেন। অনন্তর তাঁহার জ্ঞাতিরা যখন আহার শেষ করিয়া হংসকেলি

আরম্ভ করিল, তখন তিনি উচ্চৈস্বরে বন্ধনরব করিলেন। উহা শুনিবামাত্র হংসগণ মরণভয়ে চিত্রকূটাভিমুখে ধাবিত হইল।

হংসগণের প্রস্থান করিবার কালে হংস-সেনাপতি সুমুখ ভাবিলেন, 'এই বন্ধনরব ত আমাদের মহারাজের বিপত্তির সূচক নহে? প্রকৃত ব্যাপার কি তাহা জানিতে হইতেছে।' তিনি বেগে ধাবিত হইয়া পুরোগামী হংসদিগের নিকটে গেলেন; কিন্তু তাহাদের মধ্যে মহাসত্ত্বকে দেখিতে পাইলেন না। যে সকল হংস পলায়মান যূথের মধ্যভাগে ছিল, তিনি তাহাদের মধ্যেও মহাসত্ত্বকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি বুঝিলেন যে, হংসরাজেরই নিশ্চয় বিপদ ঘটিয়াছে। তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া যাইবার কালে দেখিলেন, মহাসত্ত্ব পাশবদ্ধ হইয়া পঙ্কপৃষ্ঠে পড়িয়া আছেন। তাঁহার দেহ রক্তাক্ত এবং বেদনায় অবসন্ন। তিনি বলিলেন, 'ভয় পাইবেন না, মহারাজ! আমি নিজের প্রাণ দিয়াও আপনাকে পাশমুক্ত করিব।' ইহা বলিতে বলিতে সুমুখ অবতরণ করিলেন এবং পঙ্কপৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া মহাসত্ত্বকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। মহাসত্ত্ব তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য প্রথম গাথা বলিলেন :

১. না চাহি আমার পানে চলি গেল হংসগণ তুমিও, সুমুখ,
অবিলম্বে যাও চলি বন্দিসহ মিত্রতায় নাই কোন সুখ।

অতঃপর প্রথমে সুমুখের ও হংসরাজের পরে সুমুখের ও ব্যাধের বচন-প্রতিবচনস্বরূপ গাথাসমূহ :

২. 'যাই বা না যাই চলি রহি, বা না রহি হেথা,
অমর ত হব না কখন,
সুখের সময়ে সেবি, বিপদে ফেলিয়া এবে
কিরূপে করিব পলায়ন,

৩. মরণ তোমার সঙ্গে তোমা বিনা বেঁচে থাকা,—
ইহা ছাড়া নাই গত্যন্তর,
মরণই আমার ভাল তোমা বিনা ক্ষণকাল
বাঁচিতে না চাই হংসেশ্বর।

৪. ঈদৃশী দুর্দ্দশাপন্ন প্রভুকে ছাড়িয়া যাওয়া—
ভৃত্যের এ ধর্ম্ম নয় কভু,
যে গতি তোমার হবে, আমিও প্রহৃষ্ট মনে
বলিয়া লইব তাহা প্রভু।'

৫. 'পাশবদ্ধ বিহঙ্গের পাকশালা ভিন্ন আর
অন্য কোথা নাই কোন গতি,
মুক্ত তুমি বুদ্ধিমান লভিতে এমন গতি

কি হেতু হইল তব মতি?

৬. তোমার, আমার, আর অবশিষ্ট জ্ঞাতিদের—
কাহার কি লাভ হবে, ভাই
যদি আজ এই স্থানে পড়িয়া ব্যাধের হাতে
উভয়েই জীবন হারাই?

৭. হে হেমাদ্বিপক্ষ খগ এই আত্মোৎসর্গ তব
চিরদিন রবে অবিদিত
কি ফল হইবে বল, এভাবে ত্যজিলে প্রাণ
কারো কিছু নাহি হবে হিত।'

৮. কন হে বিহগবর দেখিতে না পাও তুমি
ধর্ম্ম পরমার্থের নিদান?
ধর্ম্ম সম্পূজিত যেথা, পরমার্থ লাভ সেথা
ঘটে সদা, নাহি ইথে আন।

৯. ধর্ম্ম লক্ষ্য করি, আর ধর্ম্মদত্ত পরমার্থ
প্রভুভক্ত এ কিঙ্কর আজ
স্মরি তব গুণগ্রাম তোম বিনা ক্ষণকাল
বাঁচিতে না চায়, হংসরাজ।

১০. চাহিয়া ধর্ম্মের পানে বিপদে না যায় ছাড়ি,
নিজ প্রাণ করিতে রক্ষণ
মিত্র যে, মিত্রকে সেই ইহাই নিশ্চয়, প্রভু,
সাধুদের ধর্ম্ম সনাতন।'

১১. 'পালিলে প্রকৃষ্টরূপে ভৃত্যধর্ম্ম হে সুমুখ
প্রভুভক্তি সুবিদিত তব।
দিনু আমি অনুমতি যাও তুমি শীঘ্রগতি
তাহাতেই তৃপ্তি আমি পাব।

১২. জ্ঞাতিগণ মোর সঙ্গে বদ্ধ ছিল এতদিন
যে বন্ধনে, কালসহকারে
তব সঙ্গে সে বন্ধনে বুদ্ধিবশে, সবে মিলি
পুনঃ তারা বদ্ধ হতে পারে।'

১৩. করিতেছে হংসদ্বয় আর্য্যবৃত্তি, মহাশয়,
এইরূপ কথোপকথন
হেনকালে ব্যাধ সেথা, ব্যাধিতের পার্শ্বে যেন
যমসম দিল দরশন।

১৪. পরস্পরের হিত সাধিয়াছে প্রাণপণে
এতকাল যে হংসযুগল
শত্রুকে আসিতে দেখি নীরবে রহিল বসি
নিজ নিজ আসনে নিশ্চল।

১৫. ধৃতরাষ্ট্র-হংসগণ যেতেছে উড়িয়া সবে
ইতঃস্তত করি দরশন
ধাইয়া আসিল ব্যাধ যেখানে বসিয়াছিল
সেই দুই হংসকুলোত্তম।

১৬. মহাবেগে ছুটি ব্যাধ হংসবরদ্বয়-পার্শ্বে
অবিলম্বে হ'ল উপনীত।
হইয়াছে বদ্ধ কি না ভাবিতে ভাবিতে তার
হতেছিল হৃদয় কম্পিত।

১৭. দেখিল রয়েছে সেথা পাশবদ্ধ হংস এক
অবদ্ধ অপর হংস তার
মুখপানে তাকাইয়া বিষণ্নবদনে পার্শ্বে
রহিয়াছে। এ কি চমৎকার!

১৮. হেমবর্ণ, স্থূলকায় সেই হংসরাজদ্বয়
হেনভাবে রয়েছে নিরখি
বিস্ময়াকুলিত মনে শুধায় নিষাদ তবে,
'বল শুনি, এ ব্যাপার কি?

১৯. মহাপাশে বদ্ধ যেই, সে যে না গিয়াছে উড়ি,
বুঝিতে তা পারি বিলক্ষণ,
অবদ্ধ তুমি হে পক্ষী আছে দেহে বল তব
যাও নাই তুমি কি কারণ?

২০. কে ইনি তোমার হন? কি সম্বন্ধ তোমাদের?
মুক্ত করে বদ্ধের শুশ্রূষা!
ছাড়ি এরে পলায়ন করিল বিহগগণ;
একাকী তোমার এ দুর্দ্দশা!'

২১. ধৃতরাষ্ট্র হংসদের রাজা ইনি, হে নিষাদ!
সখা মোর প্রাণের সমান;
এ বিপদে ফেলি এঁরে যাব না কোথাও আমি,
যতদিন দেহে রবে প্রাণ।'

২২. 'রাজা ইনি, তবে কেন দেখিতে না পাইলেন,

এ বিস্তৃত পাশ, খগবর?
জ্ঞানী, বলী নেতা যাঁরা, বিপত্তি কোথায় ঘটে,
ভাবি তাহা হন অগ্রসর।'

২৩. 'বিনাশের কাল যবে হয়, ব্যাধ, সমাগত,
আয়ুর যখন ঘটে ক্ষয়,
সম্মুখে বিস্তৃত আছেপাশ, জাল, তবু তাহা
দেখিতে শকতি নাহি রয়[১]।'

২৪. 'সত্য বটে, বলিলে যা', ওহে মহাপুণ্যবান[২]
বহুবিধ পাতি আমি পাশ;
তার মধ্যে গূঢ় যেটা, তাহাতে সে পড়ে আসি
হয় যার আসন্ন বিনাশ।'

এইরূপ আলাপের দ্বারা সুমুখ ব্যাধের চিত্তমোদনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত গাথায় মহাসত্ত্বের জীবন ভিক্ষা করিলেন :

২৫. সঙ্গে তব এতক্ষণ হইল যে সম্ভাষণ
শুভফলপ্রদ তাহা হবে ত নিশ্চয়?
পেলেন কি অনুমতি চলি যেতে হংসপতি?
নাই ত মোদের এবে জীবনের ভয়?

সুমুখের মধুর বাক্যে ব্যাধের হৃদয় বিগলিত হইল। সে বলিল :

২৬. তুমি নও বধ্য মোর; তোমায় না চাই হে বধিতে।
যেথা ইচ্ছা যাও চলি চিরসুখে জীবন যাপিতে।

ইঁহার পর সুমুখ চারিটী গাথা বলিলেন :

২৭. চাই না ক ইহা আমি; ইঁহার জীবন ভিন্ন
অন্য কিছু নাহি আমি চাই;
এ কে যদি হও তুষ্ট, দাও ছাড়ি হংসরাজে;
বধি মোর মাংস খাও, ভাই।

২৮. দৈর্ঘ্যে আর স্থূলতায় উভয়েই সমকায়;
সমবয়া আমরা দুজন;
এঁর বিনিময়ে যদি করহ আমাকে বধ,
নাই তব ক্ষতির কারণ।

---

[১]। ১৩শ গাথা মহাহংস-জাতকের (৫৩৪) ১০ম গাথা; ২০শ, ২১শ ও ২৩শ গাথা যথাক্রমে হংস-জাতকের (৫০২) ১০ম, ১১শ ও ৭ম গাথা।

[২]। মূলে 'মহাপুন্ন' শব্দের পরিবর্ত্তে 'অহংমন্নে' এই পাঠান্তরও দেখা যায়।

২৯. ভাবি ইহা কর শীঘ্র আমাতেই লোভ তব
চরিতার্থ, নিষাদনন্দন;
অগ্রে কর মোরে বধ; পশ্চাতে বন্ধন হতে
হংসরাজে করহ মোচন।

৩০. খাইবে আমার মাংস; রাখিবে প্রার্থনা মম;
এ লাভ ত কম নয়, ভাই;
আজীবন মৈত্রীপাশে ধৃতরাষ্ট্র-হংসগণ
আবদ্ধ থাকিবে তব ঠাঁই।

সুমুখের ধর্ম্মদেশনে ব্যাধের হৃদয় তৈলে নিক্ষিপ্ত কার্পাস তুলার ন্যায় কোমল হইল। লোকে যেমন দাসকে দাসস্বামীর হস্তে সমর্পণ করে, সেও সেইরূপ মহাসত্ত্বকে সুমুখের হস্তে সমর্পণ করিবার কালে বলিল :

৩১. হংসসঙ্ঘ সুবিশাল করুক দর্শন—
মিত্রামাত্য, দারাসুত, ভৃত্য, বন্ধুগণ—
তোমারই চরিত্রবলে মুক্তি লভি আজ
এস্থান হইতে চলি যান হংসরাজ।

৩২. এমন সৌভাগ্যবান আছে কয় জন,
পায় যারা মিত্র, ভদ্র, তোমার মতন?
প্রাণসাধারণ সখা তব হংসপতি;
রক্ষিতে ইঁহারে নিজে না চাও মুকতি!

৩৩. হংসরাজে মুক্তি তাই করিলাম দান;
অনুগামী হয়ে তব করুন প্রস্থান।
যাও শীঘ্র, আছে যেথা জ্ঞাতির সমাজ;
তাহাদের মধ্যে গিয়া করহ বিরাজ।

ইহা বলিয়া নিষাদপুত্র প্রেমার্দ্র-হৃদয়ে মহাসত্ত্বের নিকটে গেল, বন্ধন ছেদন করিয়া তাঁহাকে কোলে তুলিয়া সরোবর হইতে উপরে আনিল এবং তীরস্থ তরুণ দর্ভতৃণের উপর রাখিল; পরে সে অতি সাবধানে, অথচ যত শীঘ্র পারিল, তাহার পদবন্ধনটা খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। মহাসত্ত্বের তাহার মনে প্রগাঢ় স্নেহ জন্মিল; সে মৈত্রীপূর্ণচিত্তে জল আনিয়া রক্ত ধুইল, এবং ক্ষত স্থানে পুনঃ পুনঃ হাত বুলাইতে লাগিল। তাহার মৈত্রীর প্রভাবে বোধিসত্ত্বের পাদস্থ ক্ষত যুড়িয়া গেল; শিরার সঙ্গে শিরা, মাংসের সঙ্গে মাংস, চর্ম্মের সঙ্গে চর্ম্ম মিলিল, নতুন চর্ম্ম জন্মিল, তাহার উপর নতুন পালক দেখা দিল। ফলতঃ বোধিসত্ত্বের পাদ এমন হইল, যেন ইহা পাশবদ্ধ হয় নাই। তিনি পরমসুখে পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিকভাবে উপবেশন করিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় মহাসত্ত্ব এইরূপ সুখভাজন

হইলেন দেখিয়া সুমুখ অপার আনন্দ অনুভব করিলেন। তিনি নিষাদের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৩৪. প্রভুভক্ত বঙ্কগ্রীব প্রভুর মুক্তিতে সুখ পায়;
বলিয়া মধুর কথা নিষাদের শ্রবণ জুড়ায়—

৩৫. 'মুক্ত দেখি হংসরাজে সে আনন্দ হইল আমার,
তুমিও স্বজনসহ ভুঞ্জ সেই আনন্দ অপার[১]।

এইরূপে ব্যাধের স্তুতি করিয়া সুমুখ মহাসত্ত্বকে বলিলেন, 'মহারাজ, এই ব্যক্তি আমাদের মহা উপকার করিয়াছে। এ যদি আমাদের কথা না শুনিয়া আমাদিগকে ক্রীড়ার্থ পুষিয়া ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিদিগের দিত, তাহা হইলে প্রচুর ধনলাভ করিতে পারিত; আমাদিগকে মারিয়া মাংস বিক্রয় করিলেও ইঁহার অর্থাগম হইত। কিন্তু এ নিজের জীবিকার দিকে লক্ষ্য না করিয়া আমাদের কথা রক্ষা করিয়াছে। ইহাকে রাজার নিকটে লইয়া, যাহাতে ইঁহার সুখে জীবিকানির্ব্বাহ হয়, তাহা করা আবশ্যক। মহাসত্ত্ব এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। সুমুখ নিজের ভাষায় মহাসত্ত্বকে এই কথা বলিয়া মনুষ্যভাষায় ব্যাধপুত্রকে সম্বোধন করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসিলেন, 'সৌম্য, তুমি কি নিমিত্ত জাল পাত?' ব্যাধ বলিল, 'ধনের জন্যই আমাকে এ কাজ করিতে হয়।' 'তবে আমাদিগকে লইয়া নগরে প্রবেশ কর এবং রাজার নিকটে চল। তোমাকে বহু ধন দেওয়াইব।

৩৬. এস, ব্যাধ, বলি শুন একটী উপায়,
যাহাতে ঘটিবে বহু ধনলাভ তব।
ধৃতরাষ্ট্র হংসরাজ না করেন কভু
হেন কাজ, পাপের সংস্পর্শ আছে যাতে।

৩৭. লও তুমি বাঁক কান্ধে; অবদ্ধাবস্থায়
রাজাকে, আমাকে তার বসাও দু'পাশে
বসি যথা স্বভাবতঃ অরণ্যে আমরা।
এইভাবে চল লয়ে, যত শীঘ্র পার,
রাজ-অন্তঃপুরে, সেথা দেখাও রাজারে।

৩৮. বল তাঁরে, 'মহারাজ, আনিয়াছি আমি
ধৃতরাষ্ট্রকুলোত্তম এ দুই বিহঙ্গ।
ইনি হংসরাজ, ইনি হংস-সেনাপতি।'

---

[১]। হংস-জাতকের (৫০২) ১৩শ গাথা।

৩৯. হংসরাজে বিলোকন করিয়া ভূপতি
নিশ্চয় পরমা প্রীতি পাইবেন মনে।
তোমাকেও বহু বিত্ত করিবেন দান।'

ইহা শুনিয়া ব্যাধ বলিল, 'প্রভু, আপনারা রাজদর্শনের ইচ্ছা ত্যাগ করুন। রাজারা অব্যবস্থিত চিত্ত; রাজা আপনাদিগকে কেলিহংস করিয়া রাখিতে পারেন, বধ করিতেও পারেন।' সুমুখ বলিলেন, 'তুমি ভয় পাইও না, সৌম্য। আমি তোমার মত পরুষ, রক্তকলুষিতহস্ত ব্যাধের হৃদয় ধর্ম্মকথা দ্বারা কোমল করিয়া তোমাকে আমার পদানত করিয়াছি। রাজারা সাধারণতঃ পুণ্যবান ও প্রজ্ঞাবান; তাঁহারা সুভাষিত ও দুর্ভাষিতের প্রভেদ জানেন। তুমি শীঘ্র আমাদিগকে লইয়া রাজাকে দেখাও।' ব্যাধ বলিল, 'বেশ, তাহাই করিতেছি। আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন না। আপনারা যখন ইচ্ছা করিতেছেন, তখন আমি আপনাদিগকে রাজ-সকাশেই লইয়া যাইতেছি।' অনন্তর সে দুইটী হংসকেই বাঁকের দুই প্রান্তে বসাইয়া রাজভবনে গেল এবং রাজাকে হংস দুইটী দেখাইল। রাজা তাহাকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন; সেই আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা জানাইল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৪০. হংসদের কথামত করে ব্যাধ কাজ;
বসিল বাঁকের দুই প্রান্তে হংসদ্বয়
অবদ্ধ, যেমন তারা বসে স্বভাবতঃ
লয়ে তাহা স্কন্ধে ব্যাধ রাজ-অন্তঃপুরে।
প্রবেশিল, প্রদর্শন করিল রাজারে।

৪১. বলে, 'ভূপ, আনিয়াছি দিতে উপহার
ধৃতরাষ্ট্রকুলোত্তম এ দুই বিহঙ্গ।
ইনি হংসরাজ, ইনি হংস সেনাপতি।

৪২. 'ধৃতরাষ্ট্র হংসগণ শ্রেষ্ঠ হংসকুলে;
রাজা, আর সেনাপতি ইঁহারা তাদের।
তব হস্তে বন্দী এঁরা হলেন কিরূপে?
কিরূপে ধরিলে, ব্যাধ, এই হংসদ্বয়ে?

৪৩. 'যেথানে সুবিধা দেখি পাখী মারিবার—
পল্বলে পল্বলে আমি রাখি, মহারাজ,
পাশ বিস্তারিয়া; এই জীবিকা আমার।

৪৪. হলেন তাদৃশ পাশে বদ্ধ হংসরাজ;
যদিও অবদ্ধ নিজে, তবু সেনাপতি
ছিলেন বিষণ্নমুখে প্রভু পার্শ্বে বসি।

সেনাপতিসহ মোর হল সম্ভাষণ।

৪৫. অনার্য্যের পক্ষে যাহা নিতান্ত দুষ্কর,
হেন উচ্চাশয় মনে করেন পোষণ
হংস-সেনাপতি এই; হিতার্থে প্রভুর
আত্মবিসর্জ্জনরূপ ধর্ম্মে মহাবল।

৪৬. জীবিতার্হ এই সেনাপতি মহাশয়
বর্ণিয়া প্রভুর গুণ, করিয়া বিলাপ
মাগিলেন ভিক্ষা এঁর প্রভুর জীবন,
নিজের জীবন তার দিয়া বিনিময়ে।

৪৭. হইনু প্রসন্নচিত্ত, করিনু মোচন
পাশ হতে হংসরাজে, দিনু অনুমতি
যথাসুখে চিত্রকূটে করিতে প্রস্থান।

৪৮. মুক্তি লভি প্রভুভক্ত বক্রাঙ্গ প্রভুর
পাইলা পরমা প্রীতি; কর্ণসুখকর
মধুর বচনে তুষ্ট করিলা আমায়—

৪৯. ‘হংসরাজে মুক্ত দেখি যে আনন্দ আজ
পাইনু, নিষাদ, আমি জ্ঞাতিগণসহ
সে আনন্দ ভোগ তুমি কর চিরকাল।

৫০. এস, ব্যাধ, বলি শুন একটী উপায়,
যাহাতে ঘটিবে বহু ধনলাভ তব।
ধৃতরাষ্ট্র-হংসরাজ না করেন কভু
হেন কাজ, পাপের সংস্পর্শ আছে যাতে।

৫১. লও তুমি বাঁক কান্ধে; অবদ্ধাবস্থায়
রাজাকে, আমাকে আর বসাও দুপাশে,
বসি যথা স্বভাবতঃ অরণ্যে আমরা।
এইভাবে চল ল’য়ে, যত শীঘ্র পার,
রাজ-অন্তঃপুরে, সেথা দেখাও রাজারে।

৫২. বল তাঁরে, ‘মহারাজ, আনিয়াছি আমি
ধৃতরাষ্ট্র-কুলজাত এ দুই বিহঙ্গ;
ইনি হংসরাজ, ইনি হংস-সেনাপতি।’

৫৩. হংসরাজে বিলোকন করিয়া ভূপতি
নিশ্চয় পরমা প্রতি পাইবেন মনে।
তোমাকেও বহুবিত্ত করিবেন দান।’

৫৪. পেয়ে এই আজ্ঞা করিয়াছি আনয়ন
হংসরাজে, আর সেনাপতিকে এখানে।
বন্দী নন এঁরা মোর; অনুমতি আমি
দিয়াছি, পারেন এঁরা যেথা ইচ্ছা যেতে।

৫৫. বলিলাম, মহারাজ, কিরূপে এ দশা
পেলেন বিহঙ্গ এই পরম ধার্ম্মিক।
ধন্য ইনি; মোর মত নিষ্ঠুর ব্যাধের
চিত্তকে দয়ার্দ্র ইনি করিলেন আজ।

৫৬. করিনু প্রদান, ভূপ, এই খগোত্তম
উপহাররূপে আসি; নিষাদের গ্রামে
কুত্রাপি ঈদৃশ পক্ষী দেখা নাহি যায়।
পরীক্ষা করুন, আছে কি গুণ ইঁহার।'

রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ব্যাধ এইরূপে সুমুখের গুণকীর্ত্তন করিল। তখন রাজা হংসরাজকে মহার্হ আসন এবং সুমুখকে সুবর্ণভদ্রপীঠ দেওয়াইলেন, তাঁহারা উপবেশন করিলে সুবর্ণপাত্রে লাজ, মধু, গুড় প্রভৃতি আনাইলেন এবং তাঁহাদের ভোজন শেষ হইলে কৃতাঞ্জলিপুটে মহাসত্ত্বের নিকট ধর্ম্মকথা প্রার্থনাপূর্ব্বক নিজেও সুবর্ণ-পীঠে আসীন হইলেন। রাজার অনুরোধে মহাসত্ত্ব তাঁহার সহিত প্রীতিসম্ভাষণ করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৫৭. শুভস্বর্ণপীঠাসীন দেখিয়া রাজারে
বলিল বক্রাঙ্গ শ্রুতিসুমধুর বাণী—

৫৮. 'কুশল ত, ভূপ, তব? আপৎ ত নাই?
রাজ্য ত সমৃদ্ধিশালী? যথাধর্ম্ম তুমি
পালন ত করিতেছ পৌরজানপদে?'

৫৯. 'সর্ব্বতঃ কুশল মম; নিরাপৎ আমি;
রাজ্যও সমৃদ্ধিশালী? ধর্ম্ম অনুসরি
পালিতেছি সদা পৌরজানপদগণে।'

৬০. 'তোমার অমাত্যগণ নির্দ্দোষ ত সবে?
সাধিতে তোমার কার্য্য, তব হিত তরে
জীবন পর্যন্ত পণ করে ত তাহারা?'

৬১. 'অমাত্য আমার সব বিশ্বাসভাজন;
অম্লানবদনে তারা, করি প্রাণপণ,
সতত আমার হিত করে সম্পাদন।'

৬২. ‘ভার্য্যা ত সদৃশী তব বংশে আর গুণে,
প্রফুল্ল অন্তরে আজ্ঞাবহনতৎপরা,
ছন্দানুবর্ত্তিনী সদা, মধুরভাষিণী,
চরিত্রে বিশুদ্ধা, পুত্রবতী, রূপবতী?’

৬৩. ‘সদৃশী আমার ভার্য্যা বংশে আর গুণে
প্রফুল্ল অন্তরে আজ্ঞাবহনতৎপরা,
ছন্দানুবর্ত্তিনী, সদা, মধুরভাষিণী,
চরিত্রে বিশুদ্ধা, পুত্রবতী, রূপবতী।’

বোধিসত্ত্ব রাজাকে এইরূপে প্রীতিসম্ভাষণ করিলে রাজা তাঁহাকে বলিলেন :

৬৪. মহাশত্রু নিষাদের হস্তগত হয়ে
পেলে কি দারুণ দুঃখ সে বিপত্তিকালে?

৬৫. দণ্ডহস্তে ধেয়ে গিয়া দারুণ প্রহারে
দিল কি যাতনা এই পামর তোমায়?
এই সব পাষণ্ডের নাই দয়ামায়া;
নিষ্ঠুরতা ইহাদের প্রকৃতি-সুলভ।’

বোধিসত্ত্ব বলিলেন :

৬৬. বিপৎ ঘটিয়াছিল সত্য, মহারাজ;
কিন্তু অমঙ্গল কিছু ঘটেনি আমার।
করেনি আমার প্রতি নিষাদনন্দন
কোনরূপ ব্যবহার শত্রুর মতন।

৬৭. কম্পমান দেহে ব্যাধ নিজেই প্রথমে
করেছিল সম্ভাষণ আমা দুই জনে।
পণ্ডিত সুমুখ পরে হইলা প্রবৃত্ত
কথোপকথনে তার সঙ্গে নরবর।

৬৮. শুনি সুমুখের বাণী প্রসন্ন অন্তরে
করিল বন্ধনমুক্ত নিষাদ আমায়;
দিন অনুমতি মোরে যেতে যথাসুখে।

৬৯. নিষাদ লভুক ধন, এই ইচ্ছা করি
সুমুখ(ই) উপায় এক চিন্তিলেন মনে;
এসেছি সেহেতু মোরা তোমার সকাশে।

রাজা বলিলেন :

৭০. স্বাগত, বিহগবর, তোমা দোঁহাকার;
পাইলাম প্রীতি আগমনে তোমাদের;

নিষাদ(ও) লভুক ধন যত ইচ্ছা তার।

ইহা শুনিয়া রাজা জনৈক অমাত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমাত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি করিতে হইবে, মহারাজ?' 'এই নিষাদের কেশ ও শ্মশ্রু ছাঁটাইবার ব্যবস্থা করুন; তাহার পর ইহাকে স্নান করাইয়া গন্ধ দ্বারা অনুলিপ্ত করিবার আদেশ দিন। শেষে ইহাকে সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে সজ্জিত করাইয়া এখানে আনয়ন করুন।' নিষাদ অমাত্যকর্ত্তৃক উক্তরূপে আনীত হইলে রাজা তাহাকে একখানি গ্রাম, একটী বাসভবন, একখানি উৎকৃষ্ট রথ এবং সুবর্ণাদি অন্যান্য বহু ধন দান করিলেন। গ্রামখানির বার্ষিক আয় লক্ষ মুদ্রা ছিল; বাসভবনটীর দুই দিক দিয়া ছিল দুইটী রাস্তা।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৭১. তুষিলেন ব্যাধে রাজা দিয়া বহু ধন;
তুষিলেন হংসে বলি মধুর বচন।

অনন্তর মহাসত্ত্ব রাজার নিকট ধর্ম্মদেশন করিলেন। ধর্ম্মকথা শুনিয়া রাজার চিত্ত প্রসন্ন হইল; তিনি ধর্ম্মকথকের প্রতি সম্মান দেখাইবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে শ্বেতচ্ছত্র ও রাজ্য দান করিবার কালে বলিলেন :

৭২. ধর্ম্মানুমোদিত দ্রব্য যে আছে আমার
যা' কিছু আমার বলি—সমস্ত ঐশ্বর্য্য
তোমাদের সেবাহেতু হ'ল নিয়োজিত;
আজ্ঞা দাও, কি লইতে ইচ্ছা তোমাদের।

৭৩. দান হেতু, কিংবা ভোগ করিবার তরে
যাহা চাও, তাহা লও; রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য
সমর্পিণু সমুদায় তোমাদের করে।

রাজা যে শ্বেতচ্ছত্র দান করিলেন, মহাসত্ত্ব তাহা তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করিলেন। রাজা ভাবিলেন, 'আমি ত হংসরাজের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিলাম; এই সুমুখ মধুরভাষী; ব্যাধপুত্র ইহা বার বার মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছে। ইঁহারও মুখে ধর্ম্মকথা শুনিব।' এই অভিপ্রায়ে তিনি সুমুখকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

৭৪. সুপণ্ডিত, বুদ্ধিমান সুমুখ আমায়
দয়া করি ইচ্ছামত কিছু উপদেশ
দেন যদি, শুনি তাহা পাব বড় সুখ।

সুমুখ বলিলেন :

৭৫. তুমি নরনাথ, আর হংসনাথ ইনি;
পর্ব্বতবিবর-গত নাগরাজ সম
মধ্যে আমি তোমাদের; সাধ্য মোর নাই

অবিনয় দেখাইতে বলি কোন কথা।

৭৬. রাজা ইনি আমাদের হংস-কুলোত্তম;
মনুজেন্দ্র তুমি ভূপ; বিবিধ কারণে
পূজনীয় আমাদের তোমরা দুজনে।

৭৭. হেন শ্রেষ্ঠ সত্ত্বদ্বয় নিবিষ্ট যেখানে
গুরুতর নানা বিষয়ের সমাধানে,
সেবক যে, তার পক্ষে অতি অসঙ্গত
কোন কথা বলা, ভূপ; দেখছ বিচারি।

সুমুখের কথায় রাজা তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, 'নিষাদ বলিয়াছে, সুমুখের মত মধুরধর্ম্মকথক আর কেহ নাই।

৭৮. পণ্ডিত বলিয়া এই বিহগবরের
দিয়াছে যে পরিচয় নিষাদনন্দন,
সত্য তাহা; হেন প্রজ্ঞা দেখা নাহি যায়
মিত্রদ্রোহী অবিনয়ী প্রাণীর কখন।

৭৯. যত দূর দেখিয়াছি এ জীবনে আমি,
নির্ম্মলস্বভাব হেন, হেন শ্রেষ্ঠ জীবন
কুত্রাপি হয় নি মম নয়নগোচর।

৮০. মধুর প্রকৃতি, আর বাক্য সুমধুর
তোমা দোঁহাকার মম হরিয়াছে মন।
একান্ত বাসনা তাই, যেন চিরদিন
দরশন তোমাদের ঘটে ভাগ্যে মোর।'

অতঃপর মহাসত্ত্ব রাজার প্রশংসা করিয়া কয়েকটী গাথা বলিলেন :

৮১. পরম বন্ধুর প্রতি কৃত্য যাহা আছে।
আমাদের প্রতি, ভূপ, করেছ সে সব।
ভক্তি, প্রীতি সুপ্রচুর পেয়েছি আমরা
তোমার নিকটে, ইহা জানিবে নিশ্চয়।

৮২. আমাদের অদর্শনে জ্ঞাতিগণ মাঝে
যে স্থান হয়েছে শূন্য, অতি বড় তাহা।
হইয়াছে হংসগণ নিতান্ত দুঃখিত।

৮৩. তাই তুমি, অরিন্দম, দাও অনুমতি,
প্রদক্ষিণ করি মোরা দুজনে তোমায়
জ্ঞাতিদের শোক-অপনোদনের তরে
যাই এবে জ্ঞাতিগণে দেখিতে সত্বর।

৮৪. পেয়েছি বড়ই প্রীতি দর্শনে তোমার;
আশ্বাসপ্রদানে সুখী করা জ্ঞাতিগণে—
ইঁহার উদ্দেশ্য মহা সম্প্রতি মোদের।

মহাসত্ত্ব এইরূপ বলিলে রাজা তাঁহাদের গমন অনুমোদন করিলেন। মহাসত্ত্ব রাজাকে পঞ্চবিধ দুঃশীলের দুঃখকর পরিণাম ও পঞ্চশীলের গুণ বুঝাইলেন; বলিলেন, 'মহারাজ, যথাধর্ম্ম রাজত্ব করুন এবং চতুর্ব্বিধ সংগ্রহবস্তু[১] দ্বারা প্রজাদিগের অনুরাগভাজন হউন।' অনন্তর তিনি চিত্রকূটে চলিয়া গেলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৮৫. নৃপতিকে এইরূপে করি সম্ভাষণ
ধৃতরাষ্ট্রহংসরাজ গেলা মহাবেগে
যেখানে চরিতেছিল জ্ঞাতিগণ তাঁর।

৮৬. রাজা, সেনাপতি, দু'য়ে অক্ষতশরীরে
ফিরিলেন দেখি তারা মহা কেকারবে
নিনাদিত দশদিক করিল সকলে।

৮৭. বন্ধন-বিমুক্ত হয়ে এসেছেন তাঁরা,
এ আনন্দে প্রভুভক্ত বিহঙ্গমগণ
উড়িতে লাগিল সবে চৌদিকে তাঁদের।
ছিল নিরাশ্বাস, এবে আশ্বাস পাইল।

হংসরাজকে পরিবেষ্টন করিয়া এইরূপে যাইতে যাইতে হংসেরা জিজ্ঞাসা করিল, 'মহারাজ, আপনি কি উপায়ে মুক্তি লাভ করিলেন?' মহাসত্ত্ব তাহাদিগকে জানাইলেন যে, তিনি সুমুখের গুণেই মুক্ত হইয়াছেন। অনন্তর, শকুনরাজ ও ব্যাধপুত্রের সঙ্গে তাঁহাদের যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তিনি সমস্ত বলিলেন। তাহা শুনিয়া হংসগণ সন্তুষ্ট হইল এবং 'সেনাপতি সুমুখ, রাজা ও ব্যাধপুত্র যেন কোন দুঃখ না পাইয়া পরমসুখে চিরজীবী হন' ইহা বলিয়া তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা শেষের গাথাটী বলিলেন :

৮৮. মৈত্রীভাবে পরিপূর্ণ যাহার হৃদয়,
সকল অভীষ্ট তার সদা সিদ্ধ হয়;
ধৃতরাষ্ট্রহংসগণ ইঁহার প্রমাণ;
জ্ঞাতিমধ্যে পেল পুনঃ নিজ নিজ স্থান।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে,

---

[১]। সংগ্রহবস্তু চতুর্ব্বিধ—দান, প্রিয়বাক্য, তথার্থচর্য্যা, সমানসুখদুঃখতা।

পূর্ব্বেও আনন্দ আমার জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

সমবধান : তখন ছন্ন ছিলেন সেই নিষাদ, সারিপুত্র ছিলেন সেই রাজা, আনন্দ ছিলেন সুমুখ, বুদ্ধসেবকেরা ছিল সেই নবতিসহস্র হংস এবং আমি ছিলাম সেই হংসরাজ।]

---

৫৩৪. মহাহংস-জাতক[১]

[এই আখ্যায়িকাও শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে স্থবির আনন্দের আত্মজীবনোৎসর্গ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন। ইঁহার বর্ত্তমান বস্তু পূর্ব্ববর্ত্তী জাতকের বর্ত্তমানবস্তুসদৃশ। এ ক্ষেত্রে শাস্তা অতীত কথাটী নিম্নলিখিতভাবে বলিয়াছিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ সংযমের[২] ক্ষেমানাম্নী অগ্রমহিষী ছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব নবতি সহস্র হংসপরিবৃত হইয়া চিত্রকূটে বাস করিতেন। একদা ক্ষেমা দেবী প্রত্যূষকালে স্বপ্ন দেখিলেন, কয়েকটী সুবর্ণবর্ণ হংস আসিয়া রাজপল্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক মধুর স্বরে ধর্ম্মকথা বলিতেছে; তিনি সাধুকার দিয়া ধর্ম্মকথা শুনিতেছেন; কিন্তু শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই রজনী প্রভাতা হইল; হংসগুলি ধর্ম্মকথা বলিয়া প্রাসাদবাতায়নপথে নিক্রমণপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া 'ধর, ধর, হংসগুলি পলায়ন করিতেছে' বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেবীর কথা শুনিয়া পরিচারিকারা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, 'হংস কোথায়?' এই সময়ে দেবীর জ্ঞান হইল যে, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। কিন্তু তিনি ভাবিলেন, 'যাহা নাই বা ছিল না, আমি কখনও তাহা দেখি নাই। নিশ্চয় এই পৃথিবীতে সুবর্ণবর্ণ হংস আছে। যদি রাজাকে বলি যে, আমি সুবর্ণ হংসদিগের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিতে অভিলাষ করিয়াছি, তবে তিনি উত্তর দিবেন যে, তিনি পূর্ব্বে কখনও সুবর্ণহংস দেখেন নাই; হংসেরা যে ধর্ম্ম কথা বলে, ইঁহার অসম্ভব। ইহা বলিয়া তিনি আমার ইচ্ছাপূরণের জন্য কোন চেষ্টাই করিবেন না। কিন্তু যদি বলি যে, আমার দোহদ

---

[১]। তু.—খুল্লহংসজাতক (৫৩৩), হংস-জাতক (৫০২) এবং জাতকমালা, ২২। ফলতঃ মহাহংস-জাতকটী হংস ও খুল্লহংস-জাতকের সমষ্টি।

[২]। রাজার নাম কোন কোন পুস্তকে 'সেয্যস্স', কোন কোন পুস্তকে 'সংযমস্স' দেখা যায়। ইহার কোনটীই সংস্কৃত নামানুযায়ী নয়। পরে দেখা যাইবে যে, ইঁহার নাম সংযম।

উৎপন্ন হইয়াছে, তবে তিনি যে কোন উপায়েই হউক, অনুসন্ধান করিবেন, আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে।' মনে মনে ইহা স্থির করিয়া মহিষী পীড়ার ভাণ করিলেন এবং পরিচারিকাদিগকে ইঙ্গিত করিয়া শুইয়া রহিলেন। রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, মহিষীর আগমনবেলায় তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ক্ষেমা দেবী কোথায়?' পরিচারিকারা বলিল, 'তাঁহার অসুখ করিয়াছে।' তখন রাজা ক্ষেমার নিকটে গিয়া শয্যার এক পার্শ্বে বসিলেন এবং তাঁহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার না কি অসুখ করিয়াছে?' ক্ষেমা বলিলেন, 'মহারাজ, কোন অসুখ করে নাই; কিন্তু আমার একটা দোহদ জন্মিয়াছে।' 'বল, প্রিয়ে, তুমি কি পাইতে ইচ্ছা কর। আমি শীঘ্রই তাহা আনয়ন করিতেছি।' 'মহারাজ, আমি একটী সুবর্ণহংসকে শ্বেতচ্ছত্রের নীচে রাজপল্যঙ্কে বসাইয়া ও গন্ধমালাদি দ্বারা পূজা করিয়া সাধুকার দিতে দিতে তাহার মুখে ধর্ম্মকথা শুনিতে ইচ্ছা করি। এই অভিলাষ যদি পূর্ণ হয়, তবেই আমার মঙ্গল; নচেৎ আমার প্রাণ রক্ষা হইবে না।' 'মনুষ্যলোকে যদি এরূপ হংস থাকে, তবে নিশ্চয় তুমি পাইবে; তুমি নিশ্চিন্ত থাক।' মহিষীকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া রাজা শ্রীগর্ভ হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক অমাত্যদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, 'ভো অমাত্যগণ, ক্ষেমাদেবী বলিতেছেন যে সুবর্ণহংসের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিতে পাইলে প্রাণ রাখিবেন; নচেৎ তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন; কোথাও সুবর্ণহংস আছে কি?' অমাত্যেরা বলিলেন, 'মহারাজ, আমরা কখনও সুবর্ণহংস কেমন, তাহা দেখি নাই, শুনিও নাই।' 'কাহারা জানিতে পারে, বলুন ত।' 'ব্রাহ্মণেরা, মহারাজ!' রাজা ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। 'আচার্য্যস্থানীয়[১] সুবর্ণ হংস কোথাও আছে কি?' 'হাঁ, মহারাজ, পুরুষপরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি যে, কোন কোন জাতীয় মৎস্য, কর্কট, কচ্ছপ, মৃগ ও হংস এই সকল তির্য্যগ্‌গণ সুবর্ণবর্ণ। তন্মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র-কুলজাত হংসগণ না কি সুপণ্ডিত ও জ্ঞানবান। মনুষ্য লইয়া এই সপ্তবিধ জীব সুবর্ণবর্ণ।' রাজা ব্রাহ্মণদিগের কথায় প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ধৃতরাষ্ট্র হংসাচার্য্যগণ কোথায় থাকে?' ব্রাহ্মণেরা উত্তর দিলেন, 'জানি না, মহারাজ।' 'কাহারা জানিতে পারে?' 'ব্যাধেরা'। রাজা তখন ব্যাধদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাপু সকল, ধৃতরাষ্ট্র-কুলজাত হংসেরা কোথায় বাস করে?' একজন ব্যাধ বলিল, 'কুলপরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি, তাহারা না কি হিমালয়স্থ চিত্রকূট পর্ব্বতে থাকে।' 'তাহাদিগকে কি উপায়ে ধরা যাইতে পারে, তাহা জান কি?' 'না, মহারাজ; তাহা জানি না।'

---

[১]। পাঠান্তর, 'হে আচার্য্যগণ!'

রাজা আবার পণ্ডিত-ব্রাহ্মণদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'শুনিলাম, সুবর্ণহংসেরা চিত্রকূটে বাস করে। কি উপায়ে তাহাদিগকে ধরা যাইতে পারে, তাহা আপনারা জানেন কি?' ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, 'মহারাজ, সেখানে গিয়া ধরিবার প্রয়োজন কি; তাহাদিগকে এই নগরের নিকটে আনিয়াই ধরিব।' 'তাহার উপায় কি, বলুন।' 'মহারাজ, আপনি নগরের উত্তরে ত্রি-গব্যুত প্রমাণ ক্ষেম নামক একটী সরোবর খনন করাইবার ব্যবস্থা করুন; উহা জলে পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে নানা জাতীয় ধান্য রোপণ করা হউক; উহার জলরাশি পঞ্চ বর্ণের পদ্মে সমাচ্ছন্ন করাইবার আদেশ দিন। একজন বুদ্ধিমান ব্যাধের হস্তে ঐ সরোবরের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিন; কোন লোক যেন উহার নিকটে যাইতে না পায়। উহার চারি কোণে লোক অবস্থিত হইয়া সর্ব্ব প্রাণীর অভয় ঘোষণা করুক। অভয়বাণী শুনিলে বহু পক্ষী ঐ সরোবরে অবতরণ করিবে; ধৃতরাষ্ট্র-হংসেরাও পক্ষিমুখপরম্পরায় উহার নিরাপদভাব শুনিতে পাইয়া ওখানে আসিবে; তাহাদিগকে রোমনির্ম্মিত পাশে আবদ্ধ করাইবেন।'

ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শে রাজা উক্ত স্থানে ঐরূপ সরোবর খনন করাইলেন এবং একজন সুনিপুণ নিষাদকে ডাকাইয়া তাহাকে সহস্র মুদ্রা দানপূর্ব্বক বলিলেন, 'তুমি আজ হইতে ব্যাধবৃত্তি ছাড়িয়া দাও; আমিই তোমার স্ত্রী-পুত্রের পোষণ করিব; তুমি সাবধানে ক্ষেম সরোবরের রক্ষণাবেক্ষণ কর; কোন মানুষ সে দিকে অগ্রসর হইলে তাহাকে ফিরাইয়া দিবে, চারি কোণে লোক রাখিয়া অভয় ঘোষণা করাইবে এবং যে সকল পক্ষী সেখানে যাতায়াত করিবে, আমাকে তাহাদের নাম জানাইবে। যখন সেখানে সুবর্ণহংসগণ আসিতে থাকিবে, তখন তুমি প্রচুর পুরস্কার পাইবে।' এইরূপে উৎসাহিত করিয়া রাজা ঐ ব্যাধকে ক্ষেম সরোবরের রক্ষায় নিযুক্ত করিলেন; সেও ঐ দিন হইতে, রাজা যেরূপ বলিলেন, সেইভাবে উহার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল। ক্ষেম সরোবরের রক্ষক হইল বলিয়া তাহার নাম হইল 'ক্ষেম নিষাদ।'

অতঃপর নানা জাতীয় পক্ষী ঐ সরোবরে অবতরণ করিতে লাগিল। সেখানে কোন ভয়ের কারণ নাই, পক্ষিমুখপরম্পরায় এই ঘোষণা শুনিয়া নানারূপ হংসও আসিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে দেখা দিল তৃণহংস[১]। তাহাদের কথা শুনিয়া আসিল পাণ্ডুহংস; এইরূপে যথাক্রমে মনঃশিলাহংস, শ্বেতহংস, পাকহংস আসিয়াও ঐ সরোবরে চরিতে লাগিল। তখন ক্ষেমক গিয়া রাজাকে জানাইল, 'মহারাজ, এখন পঞ্চবর্ণের পঞ্চবিধ হংস আসিয়া সরোবরে চরিতে আরম্ভ

---

[১]। সূত্রনিপাতের অর্থকথায় বুদ্ধঘোষ হরিৎ, তাম্র, ক্ষীর, কাল, পাক ও সুবর্ণ, এই ছয় প্রকার হংসের উল্লেখ করিয়াছেন। তৃণহংস ও হরিৎহংস, বোধ হয়, এক বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

করিয়াছে। পাকহংসেরা আসিয়াছে দেখিয়া, মনে হয়, কয়েকদিনের মধ্যে সুবর্ণহংসেরাও দেখা দিবে। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।' ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, 'দেখ, অন্য কেহ যেন ক্ষেম সরোবরে না যাইতে পারে। তিনি ভেরী বাজাইয়া ঘোষণা করিলেন, 'কেহ সেখানে গেলে তাহার হাত পা কাটিয়া ফেলা হইবে, ঘরবাড়ী লুঠ করা হইবে।' এই আজ্ঞা শুনিয়া কেহই ঐ সরোবরের ত্রিসীমায় পা দিত না।

পাকহংসেরা চিত্রকূটের অবিদূরে কাঞ্চনগুহায় বাস করে। তাহারাও মহাবল; তবে তাহাদের বর্ণ ধৃতরাষ্ট্র-হংসদিগের বর্ণ হইতে পৃথক। কিন্তু পাকহংসরাজের কন্যা হেমবর্ণা ছিল। সে ধৃতরাষ্ট্র-হংসরাজের অনুরূপা ইহা মনে করিয়া পাকহংসরাজ তাহাকে ধৃতরাষ্ট্র-হংসরাজের পত্নী হইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিল। এই হংসী ধৃতরাষ্ট্রপতির প্রিয়া ও মনোরমা হইয়াছিল, এবং এই নিমিত্ত পাকহংস ও ধৃতরাষ্ট্র-হংসদিগের মধ্যে সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল।

একদিন বোধিসত্ত্বের অনুচর হংসেরা পাকহংসাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমরা আজকাল কোথায় চরায় যাও?' তাহারা বলিল, 'আমরা বারাণসীর নিকটে ক্ষেম সরোবরে চরিতে যাই; তোমরা কোথায় যাও, বল ত?' তাহারা উত্তর দিল, 'অমুক স্থানে'। 'তোমরা ক্ষেমসরোবরে যাও না কেন? সেই সরোবর অতি রমণীয়, নানাজাতীয় পক্ষিসমাকীর্ণ, পঞ্চবর্ণের পদ্মশোভিত, বহুবিধ ফলশস্যসম্পন্ন ও বিবিধভ্রমরগুঞ্জনমুখরিত। তাহার চতুষ্কোণে প্রত্যয় অভয় ঘোষিত হইতেছে; কোন লোকের সাধ্য নাই যে, তাহার নিকটে যায়; সেখানে কোন উপদ্রব করা ত দূরের কথা। তাহা এমনই সুন্দর সরোবর।' পাকহংসেরা এইরূপে ক্ষেমসরোবরের মনোহারিতা বর্ণন করিল। তাহা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র-হংসেরা সুমুখের নিকট গিয়া বলিল, 'বারাণসীর নিকটে না কি এবংবিধ সর্ব্বাংশে সুবিধাজনক এক সরোবর আছে; পাকহংসেরা সেখানে গিয়া চরিতেছে; আপনি ধৃতরাষ্ট্র-হংসপতিকে এই সংবাদ দিন; তিনি অনুমতি দিলে আমরাও সেখানে গিয়া চরিতে পারি।' সুমুখ হংসরাজকে তাহাদের প্রার্থনা জানাইলেন। হংসরাজ ভাবিলেন, 'মানুষ নানা মায়া জানে; নানা কৌশল অবলম্বন করে; সম্ভবত আমাদিগকে ধরিবার জন্যই এই ব্যবস্থা করিয়া থাকিবে।' তিনি সুমুখকে বলিলেন, 'সেখানে যাইতে যেন তোমার অভিরুচি না হয়; মানুষেরা সদ্ধর্মপ্রণোদিত হইয়া যে এই সরোবর খনন করিয়াছে, তাহা নয়; আমাদিগকে ধরিবার জন্যই তাহারা এই কৌশল করিয়াছে। মানুষ অতি নিষ্ঠুর ও উপায়কুশল; তোমরা নিজ গোচরক্ষেত্রেই চরিতে থাক।'

সুবর্ণহংসেরা কিন্তু এ কথায় নিরস্ত হইল না; তাহারা আবার সুমুখকে বলিল, 'আমাদের বড় ইচ্ছা যে, ক্ষেমসরোবরে চরিতে যাই।' সুমুখ মহাসত্ত্বকে এই

কথা জানাইলেন। মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমার জন্য জ্ঞাতিদের মনঃকষ্ট হওয়া সঙ্গত নহে; কাজেই আমাকেও সেখানে যাইতে হইবে।' তিনি নবতিসহস্র হংসপরিবৃত হইয়া ক্ষেমসরোবরে গমন করিলেন এবং সেখানে চরিয়া হংসকেলি সমাপনপূর্ব্বক চিত্রকূটে ফিরিয়া গেলেন। সুবর্ণহংসগণ বিচরণান্তে প্রস্থান করিলে ক্ষেমক গিয়া রাজাকে তাহাদের আগমনবৃত্তান্ত জানাইল। এই সংবাদে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'তুমি ইহাদের একটী বা দুইটী ধরিতে চেষ্টা কর; আমি তোমাকে প্রচুর পুরস্কার দিব।' অনন্তর তিনি তাহাকে পাথেয় দিয়া বিদায় করিলেন। ক্ষেমক সরোবরে গিয়া একটা জালার মত খাঁচার মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া হংসদিগের বিচরণস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্বেরা নির্লোলুপ। কাজেই মহাসত্ত্ব যেখানে অবতরণ করিতেন, সেই স্থান হইতে ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে শালি ভক্ষণ করিতেন; অন্য হংসেরা কিন্তু কখনও এখানে, কখনও সেখানে যাইয়া বিচরণ করিত। ইহা দেখিয়া ব্যাধ ভাবিল, 'এই হংসটী নির্লোলুপভাবে চরে; ইহাকেই পাশবদ্ধ করা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া, পরদিন হংসেরা সরোবরে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই, সে বোধিসত্ত্বের বিচরণ-স্থানে গিয়া নিকটে সেই খাঁচার মধ্যে লুকাইয়া রহিল এবং উহার একটা ছিদ্র দিয়া দেখিতে লাগিল। ঐ সময়ে মহাসত্ত্ব নবতি সহস্র হসংপরিবৃত হইয়া দেখা দিলেন, পূর্ব্বদিন যেখানে অবতরণ করিয়াছিলেন, সেখানেই অবতরণ করিলেন এবং পূর্ব্বদিন যে স্থানের ধান্যাদি খাইয়াছিলেন, তাহার শেষ সীমায় গিয়া ভোজন আরম্ভ করিলেন। ব্যাধ পঞ্জরের ছিদ্র দিয়া তাঁহার অলৌকিক রূপ দেখিয়া ভাবিল, 'এই হংসটীর দেহ শকটপ্রমাণ বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় পীতোজ্জ্বল, ইঁহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া তিনটী রক্তবর্ণ রেখা; সেখান হইতে আবার তিনটী রেখা অধোদিকে নামিয়া উদরের মধ্যভাগ পর্যন্ত গিয়াছে এবং আর তিনটী রেখা পৃষ্ঠদেশকে সুশোভিত করিয়াছে। এ রক্তকম্বলসূত্র-প্রলম্বিত কাঞ্চনখণ্ডের ন্যায় বিরাজ করিতেছে! এ নিশ্চয় এই সকল হংসের রাজা, ইহাকেই ধরিতে হইবে।'

হংসরাজ সেদিনও বহুক্ষণ বিচরণ করিয়া জলকেলি সমাপনান্তে হংসগণসহ চিত্রকূটে প্রতিবর্ত্তন করিলেন। এইরূপে একে একে ছয়দিন অতীত হইল। সপ্তমদিনে ক্ষেমক কৃষ্ণবর্ণ অশ্বলোমের দৃঢ় ও বৃহৎ রজ্জু প্রস্তুত করিল, উহা যষ্টিতে বান্ধিল এবং পরদিন হংসরাজ কোথায় অবতরণ করিবেন, তাহা নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছিল বলিয়া সেখানেই যষ্টিপাশ বিস্তার করিল।

হংসরাজ পরদিন যেন পাশের মধ্যে নিজের পা প্রবেশ করাইয়াই অবতরণ করিলেন। লৌহপট্টের ন্যায় দৃঢ় সেই পাশ তাঁহার পা কষিয়া ধরিল। তিনি উহা ছিঁড়িবার জন্য যথাসাধ্য বলপ্রয়োগে পা টানিতে লাগিলেন এবং পুনঃ পুনঃ উহাতে আঘাত করিলেন। প্রথমবারে তাঁহার সুবর্ণবর্ণ চর্ম্ম ছিঁড়িয়া গেল, দ্বিতীয়

বারে কম্বলবর্ণ মাংস কাটিল; তৃতীয় বারে স্নায়ু ছিঁড়িল; চতুর্থ বারে পা খানিও[১] ছিঁড়িয়া যাইত; কিন্তু রাজাদের পক্ষে অঙ্গহীনতা অশোভন বলিয়া মহাসত্ত্ব আর টানাটানি করিলেন না। তিনি ক্ষতস্থানে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'আমি বদ্ধ হইয়াছি,' যদি এইভাবে রব করি, তবে জ্ঞাতিরা মহাভীত হইয়া আহার গ্রহণ না করিয়াই পলায়ন করিবে এবং পেটে ক্ষুধা থাকিবে বলিয়া তাহারা পলায়নকালে সমুদ্রে পড়িয়া মরিবে।' কাজেই তিনি বেদনা সহ্য করিয়া রহিলেন এবং পাশবশগত হইয়াও এমনভাব দেখাইলেন, যেন তিনি শালিই ভক্ষণ করিতেছেন। অনন্তর, যখন হংসেরা যত ইচ্ছা ভোজন করিয়া কেলি আরম্ভ করিল, তখন তিনি মহাশব্দে বদ্ধরাব[২] করিলেন। পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে (খুল্লহংস-জাতকে) এখনও হংসেরা ইহা শুনিয়া সেইরূপে পলায়ন করিল। সুমুখও পূর্ব্বোক্তরূপে চিন্তা করিয়া তিন দলেই অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোথাও মহাসত্ত্বকে দেখিতে না পাইয়া স্থির করিলেন যে, তিনিই বিপদে পড়িয়াছেন। তিনি ফিরিয়া মহাসত্ত্বের নিকটে গিয়া বলিলেন, 'ভয় নাই, মহারাজ; আমি নিজের প্রাণ দিয়াও আপনাকে মুক্ত করিব।' অবতরণের সময় মহাসত্ত্বকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া সুমুখ পঙ্কের উপর উপবিষ্ট হইলেন। মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, নবতি সহস্র হংস আমাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল; কেবল এই একটী ফিরিয়া আসিল। যখন ব্যাধ আসিবে, তখন সুমুখ পলাইবেন কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি সেই রক্তাক্ত পাশযষ্টির প্রাপ্ত হইতে প্রলম্বমান অবস্থাতেই তিনটী গাথা বলিলেন :

১. অই দেখ, ভয় পেয়ে কিরূপে বক্রাঙ্গগণ করে পলায়ন
পীতপত্র, হেমবর্ণ সুমুখ! তুমিও কর যথেচ্ছ গমন
২. একাকী ফেলিয়া মোরে পাশবদ্ধ অবস্থায় জ্ঞাতিগণে যায়
না ভাবি আমার দশা; তুমি একা, বল কেন রহিবে হেথায়?
৩. যাও উড়ি, খগবর; বন্ধুত্ব বন্দীর সঙ্গে বিফল নিশ্চয়;
মুক্তির সুযোগ তুমি ছেড়না; চলিয়া যাও যেথা ইচ্ছা হয়[৩]।

ইহা শুনিয়া সুমুখ ভাবিলেন, 'এই হংসরাজ আমার মনের ভাব জানেন না; ইনি মনে করিয়াছেন আমি ইঁহার চাটুবাদী মিত্র; আমি যে ইঁহাকে কত ভালবাসি, তাহা বুঝাইতে হইতেছে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি চারটী গাথা বলিলেন :

---

[১]। মূলে 'পাদা' আছে। কিন্তু হংসটীর একখানি পাই পাশে আবদ্ধ হইয়াছিল।

[২]। অর্থাৎ যে রব করিলে তিনি পাশবদ্ধ হইয়াছেন, ইহা বুঝায়।

[৩]। ৪র্থ খণ্ডের হংস-জাতকের (৫০২) প্রথমেও এই গাথা তিনটী আছে।

৪. যতই বিপদ হোক, ধৃতরাষ্ট্র, ফেলি তোমা যাব না কখন;
জীবন, মরণ মম হইবে তোমারি সাথে, এই মোর পণ।
৫. যতই বিপদ হোক, ধৃতরাষ্ট্র, ফেলি তোমা যাইব না আমি;
করো না প্রবৃত্ত মোরে অনার্য্য-উচিত কার্য্যে, ওহে হংসস্বামী।
৬. আশৈশব আমি তব মিত্র, সখা প্রিয়তম, একচিত্তমন;
হংসদের সেনাপতি বলিয়া আমার খ্যাতি, ওহে হংসোত্তম!
৭. কোন মুখে হেথা হতে জ্ঞাতিগণ মাঝে আমি যাইব ফিরিয়া?
তুমি বিহঙ্গমশ্রেষ্ঠ; এ বিপদে ফেলি তোমা বলিব কি গিয়া?
ত্যজিব এখানে প্রাণ; করিতে অনার্য্য কর্ম্ম নাহি চায় হিয়া।

সুমুখ সিংহনাদে এই চারিটী গাথা বলিলে মহাসত্ত্ব তাঁহার গুণ বর্ণনা করিয়া বলিলেন :

৮. যে আর্য্য সঙ্কল্প তুমি করেছ, সুমুখ, তাই ধর্ম্ম সনাতন;
প্রভু-সখা আমি তব; চাও না ত্যজিতে মোরে তুমি সে কারণ।
৯. পেয়ে তব দরশন কিছুমাত্র ভয় মোর হয় না উদয়;
যদিও হয়েছি বন্দী, তবু তুমি প্রাণ মোর বাঁচাবে নিশ্চয়।

হংসরাজ ও সুমুখ এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন; এদিকে সরোবরের এক প্রান্তে অবস্থিত নিষাদনন্দন দেখিতে পাইল, হংসগণ তিন দলে বিভক্ত হইয়া পলায়ন করিতেছে। ব্যাপার কি জানিবার জন্য সে যেখানে পাশ বিস্তার করিয়াছে, সেই দিকে তাকাইল এবং দেখিতে পাইল, বোধিসত্ত্ব পাশযষ্টির অগ্রভাগ হইতে ঝুলিতেছেন। ইহাতে আনন্দিত হইয়া সে পরিকর বদ্ধ করিয়া ও মুদগর হস্তে লইয়া ছুটিয়া গেল এবং পার্ষ্ণিদ্বয় কর্দ্দমে প্রোথিত করিয়া হংসদ্বয়েরও ঊর্দ্ধে নিজের মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক প্রলয়াগ্নির ন্যায় ভীতি বিস্তার করিতে করিতে অবস্থিত হইল।

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১০. করিতেছে হংসদ্বয় আর্য্যবৃত্তি, মহাশয়, কথোপকথন,
হেন কালে দণ্ড লয়ে ত্বরা মহাবল ব্যাধ দিল দরশন।
১১. আসিতে দেখিয়া তাকে উচ্চৈঃস্বরে সেনাপতি বলে, 'কি বা ভয়?'
ব্যথিতে আশ্বাস দিয়া পুরোভাগে গিয়া তাঁর দাঁড়াইয়া রয়।
১২. 'কি ভয়, বিহগবর? ত্বাদৃশ বিজ্ঞের পক্ষে ভয় অশোভন;
ধর্ম্মানুমোদিত বীর্য্যে করিতেছি উপযুক্ত উপায় এমন,
যে সাধু উপায়ে তুমি এখনি বন্ধনমুক্ত হইবে, রাজন।'

সুমুখ মহাসত্ত্বকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া ব্যাধের নিকটে গেলেন এবং মধুর মানুষী বাণী নিঃসারণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সৌম্য, তোমার নাম কি?' ব্যাধ

বলিল, 'সুবর্ণ হংসরাজ, আমার নাম ক্ষেমক।' 'সৌম্য ক্ষেমক, তুমি যে রোমপাশ বিস্তার করিয়াছ, মনে করিওনা যে, তাহাতে যে সে একটা সামান্য হংস আবদ্ধ হইয়াছে। যিনি নবতিসহস্র হংসের অধিপতি, সেই ধৃতরাষ্ট্র-হংসরাজ তোমার পাশে বন্দী। ইনি জ্ঞানবান, শীলাচারসম্পন্ন, চতুর্ব্বিধ সংগ্রহবস্তু-প্রয়োগে সর্ব্বজনপ্রিয়; ইঁহার প্রাণবধ কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। ইনি তোমার যে প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেন, আমিই তাহা করিতেছি। ইনি সুবর্ণবর্ণ, আমিও সুবর্ণবর্ণ; আমি ইঁহার জীবনরক্ষার্থে আত্মজীবন ত্যাগ করিতেছি। তুমি যদি ইঁহার পক্ষগুলি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে তদ্‌বিনিময়ে আমার পক্ষগুলিই গ্রহণ কর; যদি চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি প্রভৃতির কোন একটা তোমার লইতে ইচ্ছা থাকে, তবে আমার শরীর হইতেই লও। ইঁহাকে পুষিয়া যদি ক্রীড়া করিতে চাও, তবে আমার দ্বারাই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ কর, আমাকে জীবিত অবস্থায় বিক্রয় কর। অথবা যদি ধনার্জ্জনই তোমার লক্ষ্য হয়, তবে আমাকে বিক্রয় করিয়া ধন লাভ কর। ইনি নানা গুণালঙ্কৃত; ইঁহাকে বধ করিও না। ইঁহাকে বধ করিলে তুমি নরকাদি অপায় হইতে মুক্তি পাইবে না।' সুমুখ ব্যাধকে নরকের ভয় দেখাইয়া এবং নিজের মধুর কথা তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া পুনর্ব্বার হংসরাজের নিকট গেলেন এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া ব্যাধ ভাবিতে লাগিল, 'যাহা মানুষে করিতে পারে না, এই পক্ষী তির্য্যগযোনিজ হইয়াও তাহা করিল! মানুষও এমনভাবে মিত্রধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারে না। অহো! এই পক্ষী কিরূপ জ্ঞানী, কিরূপ মধুরভাষী, কিরূপ ধার্ম্মিক!' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ প্রীতিরসে পূর্ণ হইল; তাহার দেহ রোমাঞ্চিত হইল; সে দণ্ড ত্যাগ করিয়া মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক, যেন সূর্য্যকে প্রণাম করিতেছে এইভাবে, সুমুখের গুণকীর্ত্তন করিল।

এই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১৩. সুমুখের সুভাষিত বাক্য শুনি নিষাদের হইল বিস্ময়;
রোমাঞ্চিত দেহে সেই করিল প্রণাম তাঁরে যুড়ি করদ্বয়।

১৪. 'অদৃষ্ট! অশ্রুত পূর্ব্ব! পক্ষী হয়ে বলে কথা মানুষের মত!
মানুষী ভাষায় হংস বলে মহাধর্ম্মকথা এ বড় অদ্ভুত!

১৫. কে হন তোমার ইনি? অবদ্ধ, অথচ তুমি আছ বদ্ধ পাশে!
সব পক্ষী গেছে ছাড়ি; রয়েছ একাকী হেথা তুমি কোন আশে?

ক্রুরমনা ব্যাধ সুমুখকে এই কথা বলিলে তিনি ভাবিলেন, 'ইঁহার মন একটু নরম হইয়াছে; আমি যে ইঁহার অন্তঃকরণ পূর্ণরূপে করুণার্দ্র করিতে পারি, এখন আমার সেই গুণের পরিচয় দিতে হইতেছে।' তিনি বলিলেন :

১৬. রাজা ইনি আমাদের; আমি সেনাপতি এঁর, পক্ষিনিসূদন!
ত্যজিতে বিহগরাজে এ ঘোর বিপদে মোর নাহি চায় মন।
১৭. বহু অনুচর এঁর; একাকী কি হেতু তবে হবেন বিপন্ন?
তাই, সৌম্য, হয় মোর প্রভুর নিকটে থাকি চিত্ত সুপ্রসন্ন।

সুমুখের ধর্ম্মসঙ্গত মধুর বচনে ব্যাধের চিত্ত সুপ্রসন্ন হইল; সে পুলকিত দেহে ভাবিতে লাগিল, 'শীলাদিগুণযুক্ত এই হংসরাজকে বধ করিলে আমি কখনও চতুর্ব্বিধ অপায় হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। আমার সম্বন্ধে রাজা যাহা ইচ্ছা করুন; আমি এই হংসরাজকে পাশমুক্ত করিয়া সুমুখকে দান করিব!' সে বলিল,

১৮. পালিলে মিত্রের ধর্ম্ম; অন্নদাতা যিনি, তাঁর রাখিলে সম্মান;
তোমার প্রভুকে, হংস, দিনু ছাড়ি, যথা ইচ্ছা এবে তিনি যান।

ইহা বলিয়া সেই নিষাদ সদয়হৃদয়ে মহাসত্ত্বের নিকটে গেল, যষ্টি নামাইয়া তাঁহাকে কর্দ্দমের উপর বসাইল, পাশ হইতে যষ্টিখানি খুলিয়া ফেলিল, মহাসত্ত্বকে লইয়া তীরে উঠিল, তাঁহাকে নবদর্ভতৃণের উপর রাখিল এবং অতি সাবধানে পাদসংলগ্ন পাশ মোচন করিল। এই সময়ে তাহার মনে মহাসত্ত্বের প্রতি প্রবল স্নেহ সঞ্জাত হইল; সে মৈত্রীভাবপূর্ণচিত্তে জল আহরণ করিয়া রক্ত ধুইল এবং পুনঃ পুনঃ জল দিয়া ক্ষত স্থান পরিষ্কার করিল। তাহার মৈত্রীভাবে শিরার সহিত শিরা, মাংসের সহিত মাংস, চর্ম্মের সহিত চর্ম্ম সংযুক্ত হইল; বোধিসত্ত্বের পাখানি স্বাভাবিক অবস্থা পাইল; তাঁহার অপর পাখানির সহিত ইঁহার কোনই প্রভেদ থাকিল না। তিনি পরমসুখে স্বাভাবিকরূপে আসীন হইলেন। 'আমারই চেষ্টায় রাজা আবার সুখী হইলেন,' ইহা ভাবিয়া সুমুখের মহা আনন্দ হইল; তিনি ভাবিলেন, এই ব্যাধ আমাদের মহা উপকার করিল; কিন্তু আমরা ইঁহার কোন প্রত্যুপকার করি নাই। এ যদি রাজা কিংবা মহামাত্রদিগের জন্য হংসরাজকে ধরিয়া থাকে, তবে আমাদিগকে তাঁহাদের নিকট লইয়া গেলে বহু ধন পাইত; নিজের জন্য ধরিয়া থাকিলেও আমাদিগকে বিক্রয় করিয়া ধনলাভ করিতে পারিত। ইহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' এই চিন্তা করিয়া তিনি ব্যাধের উপকার করিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিলেন :

১৯. করে থাক যদি তুমি নিজ প্রয়োজনহেতু বাগুরা বিস্তার,
অকুণ্ঠিত চিত্তে, সৌম্য, লইতে আমরা পারি এ দয়া তোমার।
২০. অন্যের আজ্ঞায় কিন্তু বাগুরা বিস্তার তুমি করে থাক যদি,
বিনা অনুমতি তাঁর দিলে মুক্তি, হবে তুমি চৌর্য্যে অপরাধী।

ইহা শুনিয়া নিষাদ বলিল, 'আমি নিজের কোন প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য আপনাদিগকে ধরি নাই; বারাণসীরাজ সংযমই আপনাদিগকে ধরাইয়াছেন।' অতঃপর, সে দেবীর স্বপ্নদর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা হংসদিগের আগমন-

সংবাদ পাইয়া যে বলিয়াছিলেন, 'সৌম্য ক্ষেমক, তুমি একটী বা দুইটী হংস ধরিতে চেষ্টা কর; তুমি প্রচুর পুরস্কার পাইবে', এবং ইহা বলিয়া তাহাকে যে পাথেয় দিয়া বিদায় করিয়াছিলেন—এই সকল বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিল। ইহা শুনিয়া সুমুখ ভাবিলেন, 'এই নিষাদ নিজের জীবন তুচ্ছজ্ঞান করিয়া আমাদিগকে যে ছাড়িয়া দিতেছে, ইহা অতি দুষ্কর কর্ম্ম; আমরা এখান হইতেই চিত্রকূটে চলিয়া গেলে ধৃতরাষ্ট্ররাজের পুণ্যভাব এবং আমার মিত্রধর্ম্ম, সমস্তই অপ্রকট থাকিবে; এই ব্যাধপুত্র ধনলাভ করিতে পারিবে না, রাজা পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত হইবেন না, রাজ্ঞীর মনোরথও পূর্ণ হইবে না।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, 'সৌম্য, তুমি যাহা বলিলে, যদি তাহাই হয়, তবে আমাদিগকে ছাড়িতে পার না; তুমি আমাদিগকে লইয়া রাজাকে দেখাও; তাঁহার যেরূপ অভিরুচি হয়, আমাদের সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করিবেন।'

এই ভাব সুব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

২১. যে রাজার ভৃত্য তুমি, অবিলম্বে কর, ব্যাধ, অভিলাষ পূরণ তাঁহার;
নিজের প্রাসাদে পেয়ে সংযম মোদের প্রতি করুন যথেচ্ছ ব্যবহার।

ক্ষেমক বলিল, 'ভদন্তগণ, আপনারা রাজদর্শনের ইচ্ছা করিবেন না। রাজারা অতি ভয়ঙ্কর জীব। আমাদের রাজা হয় ত আপনাদিগকে কেলিহংস করিয়া রাখিবেন, নয় বধ করিবেন।' সুমুখ বলিলেন, 'সৌম্য ব্যাধ, আমাদের জন্য কোন চিন্তা করিও না। আমি তোমার মত ক্রূরমতি ব্যাধকেও ধর্ম্মকথা দ্বারা করুণার্দ্র করিয়াছি; রাজাকেও কেন সেরূপ করিতে পারিব না? রাজারা সুপণ্ডিত; তাঁহারা সৎকথার গুণ গ্রহণ করিতে জানেন। তুমি শীঘ্র আমাদিগকে রাজসকাশে লইয়া চল; লইবার সময়ে আমাদিগকে বদ্ধ রাখিও না; আমাদিগকে পুষ্পপঞ্জরে বসাইয়া লইয়া যাও। তুমি ধৃতরাষ্ট্রের জন্য একখানি বৃহৎ পঞ্জর প্রস্তুত করিয়া তাহা শ্বেতপদ্মে আচ্ছাদিত কর; আমার জন্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র একখানি পঞ্জর প্রস্তুত করিয়া তাহা রক্তপদ্মে আচ্ছাদিত কর; ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে এবং আমাকে তাঁহার পশ্চাতে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থানে বসাও। আমাদিগকে এইভাবে লইয়া শীঘ্র রাজার সহিত সাক্ষাৎকার করাও।' সুমুখের কথায় ব্যাধ ভাবিল, 'ইনি রাজদর্শন করিয়া হয় ত আমাকে মহা ধন দেওয়াইবার ইচ্ছা করিয়াছেন।' এই বিশ্বাসে সে বড় আনন্দিত হইল, কোমল লতাদ্বারা দুই খানি পঞ্জর প্রস্তুত করিয়া পদ্মদ্বারা আচ্ছাদিত করিল এবং উক্তরূপে হংসদ্বয়কে লইয়া চলিল।

এই বৃত্তান্ত সুব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

২২. শুনি ইহা, দুই হাতে হেমবর্ণ, পীতবর্ণ হংসদ্বয়ে করি উত্তোলন,
লইতে রাজার ঠাঁই, পঞ্জরের মধ্যে ব্যাধ সাবধানে করিল স্থাপন।

২৩. হংসরাজ, সেনাপতি হইলেন পঞ্জরস্থ; উভয়েরি বরণ ভাস্বর;
তুলি নিজ স্কন্ধোপরি এই দুই বিহগবরে চলে ব্যাধ রাজার গোচর।

ব্যাধ যখন এইরূপে তাঁহাদিগকে রাজসকাশে লইয়া যাইতেছিল, তখন ধৃতরাষ্ট্র-হংস নিজের ভার্য্যা সেই পাকরাজহংসকন্যাকে স্মরণ করিয়া সুমুখকে সম্বোধনপূর্ব্বক কামবশে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

২৪. রাজপাশে নীয়মান ধৃতরাষ্ট্র-হংস বলে সুমুখে করিয়া সম্বোধন,
'বড় ভয় পাই মনে, শ্যামাঙ্গী মহিষী মোর,–উরুদ্বয় যার সুলক্ষণ—
পতির নিধনবার্ত্তা শুনি, সেই শোকে পাছে করে আত্ম-প্রাণ বিসর্জ্জন।

২৫. সুহেমা[১] আমার, হায়, পীতোজ্জ্বল ত্বক যার,
পাকহংসরাজের দুহিতা, কান্দিতেছে বুঝি এবে,
একাকিনী, সিন্ধুতীরে পতিহীনা ক্রৌঞ্চী কান্দে যথা।'

ইহা শুনিয়া সুমুখ ভাবিলেন, 'এই হংস অন্যকে উপদেশ দিতে যাইতেছে; অথচ নিজেই একটা রমণীর জন্য কামবশে বিলাপ করিতেছে! আহা! ইঁহার মন যেন উত্তপ্ত জলের ন্যায় টগ্‌বগ্ করিতেছে; বৃতি হইতে উড়িয়া পাখীরা শস্যক্ষেত্রে শস্য খাইবারকালে যা' তা' রব করে; এও সেইরূপ করিতেছে! আমি আত্মবলে স্ত্রীজাতির দোষ দেখাইয়া ইঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিব।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন :

২৬. অপ্রমেয় গুণোপেত তুমি হংস-কুলশ্রেষ্ঠ,
মহাহংসসঙ্ঘের নায়ক; তোমা হেন পুণ্যাত্মার
এক স্ত্রীর হেতু শোক হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যসূচক।

২৭. সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, দুই সমীরণ নির্ব্বিশেষে সদা যথা করে আহরণ,
সুপক্ক, অপক্ক কিংবা, না বিচারি বালকেরা ফল যথা করয়ে ভক্ষণ,
লোলুপ অন্ধেরা যথা বিচার না করি মনে ভালমন্দ সবই মাংস খায়,
রমণীর হেতু তব বিলাপ তাদেরি মত অজ্ঞানজনিত মনে হয়[২]।

২৮. কি করিলে আত্মহিত সাধিত হইতে পারে,
মনে তাহা করিতে বিচার আছে কি না বুদ্ধি তব,
এ ঘোর সন্দেহ, প্রভু, হইয়াছে অন্তরে আমার।
এ আপৎকালে তুমি দেখিতেছ স্পষ্টরূপে প্রত্যাসন্ন হয়েছে মরণ;
তবু কৃত্যাকৃত্যজ্ঞান পেয়েছে তোমার লোপ!

১। হংসরাজ্ঞীর নাম 'সুহেমা'।

২। টীকাকার শেষ চরণের পরিবর্ত্তে এই অর্থ করিয়াছেন—রমণীরা সেই মত, না বিচারি পাত্রাপাত্র, সকলেরই সমভোগ্য হয়।

ইহা বড় দুঃখের কারণ।

২৯. রমণী যে শ্রেষ্ঠরত্ন, এ প্রলাপ কর তুমি
অর্দ্ধমত্ত হইয়া নিশ্চয়; সাধারণ-ভোগ্য তারা,
শৌণ্ডিকের পানাগার যথা সর্ব্ব-অধিগম্য হয়।

৩০. মায়া তারা; মরীচিকা; রোগ-শোক-উপদ্রব—
সর্ব্ববিধ অশান্তিনিদান; প্রখরা, পাপের পঙ্কে
বান্ধে তারা জীবগণে; তাহা হতে নাই পরিত্রাণ।
দেহরূপ গুহামধ্যে মৃত্যুপাশসমা তারা;
পদে পদে বিপদ ঘটায়। এহেন রমণীগণে
যে জন বিশ্বাস করে, নরকুলাধম সে নিশ্চয়।

ধৃতরাষ্ট্রের চিত্ত রমণীগণে আসক্ত ছিল; এইজন্য তিনি সুমুখকে বলিলেন, 'তুমি স্ত্রীজাতির গুণ জান না; কিন্তু পণ্ডিতেরা জানেন। স্ত্রীজাতিকে এরূপ নিন্দা করা অসঙ্গত।' এই ভাব সুব্যক্ত করিবার জন্য তিনি আবার বলিলেন :

৩১. জ্ঞানবৃদ্ধগণ যাহা জেনেছেন সত্য বলি,
নিন্দিতে তা' সাধ্য আছে কার? নানাগুণে গুণবতী
সত্যই রমণীজাতি, কল্পারম্ভে আদ্যা সৃষ্টি যার।

৩২. কেলি, রতি আদি নানা প্রাণীদের সুখ যত,
সকলেরই রমণী নিদান; গর্ত্তে থাকি তাহাদের
বীজ হয় অঙ্কুরিত; লভে জীব নিজ নিজ প্রাণ;
প্রাণ-প্রদায়িনী যারা, এমন রমণীগণে কে করিতে পারে হীন জ্ঞান?

৩৩. স্মরি দেখ, হে সুমুখ, অন্যে নয়, তুমি নিজে
স্ত্রী-জাতিতে আসক্ত কেমন; মরণের ভয়ে বুঝি
নিন্দিতে রমণীগণে মতি তব হয়েছে এখন?

৩৪. থাকুক অন্যের কথা, ভীরুও আপৎকালে
সংবরণ করে নিজ ভয়; মহানর্থ-প্রতীকার
করে বিজ্ঞ প্রাণপণে; ভয়ে কভু কাতর না হয়।

৩৫. এ কারণ রাজগণ মন্ত্রিরূপে নিয়োজন
করে শৌর্য্যবীর্য্যশালী জনে, ঘটিলে বিপদ যারা
সুমন্ত্রণা করি দান সমর্থ সর্ব্বথা সংরক্ষণে।

৩৬. বাঁশের বিনাশ ঘটে, জন্মে যদি কোনকালে
ফল তাহাদের[১]; হেমবর্ণ পক্ষদ্বয়

---

[১]। কোন কোন সময়ে বাঁশের ফুল ও ফল হয়। ফলগুলি তণ্ডুলের মত। ঐ ফল পাকিলে

হতে পারে বিনাশের হেতু আমাদের।
উপায় চিন্তিয়া দেখ, রাজার পাচকগণ
লয়ে মহানসে আমাদের দু'জনাকে
খণ্ড খণ্ড করি কাটি আজ না বিনাশে।

৩৭. হয়েছিলে মুক্ত, তবু বন্ধ হলে স্ব-ইচ্ছায়[১],
চেলে না উড়িতে, রাজদর্শনের হেতু
পড়িলাম এবে মোরা ঘোর বিপত্তিতে।
হয়েছি সঙ্কটাপন্ন; দেখ চিন্তি, পরিত্রাণ
পাব কি উপায়ে; স্ত্রী-জাতির নিন্দা দ্বারা
কেন মুখ কলুষিত কর এ সময়ে?

মহাসত্ত্ব এইরূপে স্ত্রীজাতির গুণবর্ণনা করিলে সুমুখ নীরব হইলেন। তিনি দুঃখিত হইয়াছেন দেখিয়া মহাসত্ত্ব তাঁহার মনস্তুষ্টি-সম্পাদনের জন্য বলিলেন :

৩৮. বলেছিলে পূর্ব্বে যাহা, ধর্ম্মানুমোদিত কোন করহ উপায়;
তব বীর্য্যবলে যেন আমার, সুমুখ, আজ প্রাণরক্ষা পায়।

সুমুখ ভাবিলেন, 'হংসরাজ মরণভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন। ইনি আমার বল জানেন না, রাজার সঙ্গে দেখা হইলে এবং দুই চারিটা কথা বলিবার অবসর পাইলে, কি করিতে হইবে, তাহা আমি বুঝিয়া লইব; এখন ত ইঁহাকে আশ্বাস দেওয়া যাউক।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন :

৩৯. ভয় নাই, মহারাজ; ত্বাদৃশ বিজ্ঞের পক্ষে ভয় অশোভন;
ধর্ম্মানুমোদিত বীর্য্যে করিতেছি উপযুক্ত উপায় এমন,
যে সাধু উপায়ে তুমি এখনি বন্ধনমুক্ত হইবে, রাজন।

হংসরাজ ও হংসসেনাপতি পক্ষিভাষায় এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন; ব্যাধ তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিল না। সে কেবল তাঁহাদিগকে বাঁকে তুলিয়া লইয়া বারাণসীতে প্রবেশ করিল। নগরবাসীরা এই অপূর্ব্ব হংসদ্বয় দেখিয়া বিস্মিত হইল; এবং বহু লোকে কৃতাঞ্জলিপুটে ব্যাধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ব্যাধ রাজদ্বারে গিয়া রাজাকে নিজের আগমন-সংবাদ জানাইল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৪০. বাঁকে তুলি হংসদ্বয়ে উপনীত হ'ল ব্যাধ অবিলম্বে রাজার আলয়ে;
বলিল দ্বারীকে, 'যাও, রাজাকে সংবাদ দাও,

বাঁশ মরিয়া যায়। হংসের হেমবর্ণ পক্ষ বাঁশের ফলের মত প্রায়ই দেখা যায় না। ইহার লোভে লোকে হংসদ্বয়কে মারিতে পারে।

[১]। ব্যাধ ত ছাড়িয়াই দিয়াছিল। তুমিই রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক পঞ্জরস্থ হইলে।

আসিয়াছি ধৃতরাষ্ট্রে লয়ে।'

দৌবারিক গিয়া রাজাকে এই সংবাদ দিল। রাজা মহানন্দে আদেশ দিলেন, 'সে শীঘ্র আসুক।' অনন্তর তিনি অমাত্যগণপরিবৃত হইয়া সমুচ্ছ্রিত শ্বেতচ্ছত্রের তলে রাজপল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন; এবং ক্ষেমককে হাঁসের বাঁক লইয়া মহাতলে উঠিতে দেখিয়া ও হেমবর্ণ হংসদ্বয় অবলোকন করিয়া ভাবিলেন, 'এত দিনে আমার মনোরথ পূর্ণ হইল।' তিনি ব্যাধকে যে পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা দিবার জন্য অমাত্যদিগকে আজ্ঞা করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৪১. প্রত্যক্ষ পুণ্যের মূর্ত্তি সর্ব্বসুলক্ষণযুত হংসদ্বয় করি বিলোকন
সুপ্রসন্ন মনে রাজা অমাত্যগণের প্রতি এই আজ্ঞা দিলেন তখন—

৪২. বস্ত্র, ভোজ্য সুপ্রচুর, পানীয় অতি মধুর, দাও ব্যাধে বিলম্ব না করি;
সুবর্ণ করুক পূর্ণ আজ এর মনোরথ; যত ইচ্ছা লয়ে যা'ক চলি।

এইরূপ পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া প্রীতিপ্রসাদে উৎসাহিত হইয়া রাজা আবার বলিলেন, 'যাও, এই ব্যাধকে বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া আনয়ন কর।' অমাত্যেরা তাহাকে রাজভবন হইতে অবতরণ করাইলেন, তাহার শ্মশ্রু ও কেশ কাটাইয়া ছাটাইয়া দিলেন, তাহাকে স্নান করাইলেন এবং অনুলেপ দেওয়াইলেন; এবং সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া রাজার নিকট লইয়া গেলেন। তখন রাজা তাহাকে বার্ষিক যষ্টিসহস্রমুদ্রা আয়ের দ্বাদশখানি গ্রাম, আজানেয় অশ্বযুক্ত একখানি রথ, একটী বৃহৎ সুসজ্জিত প্রাসাদ ইত্যাদি মহাপুরস্কার দান করিলেন। বহু ঐশ্বর্য লাভ করিয়া, ব্যাধ নিজে যে কত বড় কাজ করিয়াছে তাহা বুঝাইবার জন্য বলিল, 'মহারাজ, আমি যে সে হংস ধরি নাই; ইনি নবতিসহস্র হংসের রাজা ধৃতরাষ্ট্র; আর ইনি হংসসেনাপতি সুমুখ।' রাজা জিজ্ঞাসিলেন, 'সৌম্য, তুমি কি উপায়ে ইঁহাদিগকে ধরিলে?'

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৪৩. সন্তুষ্ট হইল ব্যাধ; অতঃপর কাশীরাজ জিজ্ঞাসেন তারে,
'বহু হংসে পরিপূর্ণ, ক্ষেমক, সে সরোবর; বল কি প্রকারে

৪৪. সুদর্শন হংসগণে বেষ্টিয়া আছিল যাঁরে, তাঁহাকে চিনিলে?
পাশহস্তে গিয়া তুমি মধ্যমে, অধমে ছাড়ি উত্তমে ধরিলে?

ইঁহার উত্তরে ব্যাধ বলিল :

৪৫. ছয় রাত্রি, ছয় দিন খাঁচায় লুকায়ে থাকি অতি সাবধানে
করিলাম লক্ষ্য আমি ধৃতরাষ্ট্র-হংসরাজ চরে কোন্ স্থানে।

৪৬. বুঝিনু নিশ্চয় আজ কোন্ স্থানে হংসরাজ করে বিচরণ;
বিস্তারিনু পাশ সেথা; এইরূপে হংসরাজে করিনু গ্রহণ।

রাজা ভাবিলেন, 'ব্যাধ যখন দ্বারে দাঁড়াইয়া হংসগ্রহণের বৃত্তান্ত বলিয়াছিল, তখন এ কেবল ধৃতরাষ্ট্রের আগমন-বৃত্তান্তই কহিয়াছিল; এখনও বলিতেছি যে, কেবল একটা হাঁস ধরিয়াছে। ইঁহার কারণ কি?' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি ব্যাধকে বলিলেন :

৪৭. এনেছ দুইটী হংস; একটীর মাত্র তুমি দিলে পরিচয়;
হয়েছে কি ভুল? কিংবা দ্বিতীয় হংসটী দিতে অন্যে ইচ্ছা হয়?

ব্যাধ বলিল, 'মহারাজ, আমার ভুল হয় নাই; দ্বিতীয় হংসটীকেও অন্য কাহাকে দিতে ইচ্ছা করি নাই। আমি যে জালবিস্তার করিয়াছিলাম, তাহাতে একটী হংসই আবদ্ধ হইয়াছিল।' এই বৃত্তান্ত বুঝাইবার জন্য সে বলিল :

৪৮. হেমপ্রভ, সুলোহিত রেখাত্রয় শোভাপায়
গ্রীবা হতে বক্ষোহবধি যাঁর, ধৃতরাষ্ট্র-হংসরাজ
সেই কাশীনাথ, পাশে বদ্ধ হয়েছিলেন আমার।

৪৯. এই সমুজ্জ্বলকায় বিহগ, অবদ্ধ নিজে,
তবু আর্ত্ত বদ্ধমিত্র পাশে বসিয়া আশ্বাস দান
করিতেছিলেন তাঁরে সুমধুর মানুষের ভাষে।

ধৃতরাষ্ট্র পাশবদ্ধ হইয়াছেন জানিয়া ইনি প্রতিবর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন, এবং আমাকে আসিতে দেখিয়া প্রত্যুদ্গমন করিয়া আকাশে অবস্থিত হইয়াই আমাকে মধুর প্রীতিসম্ভাষণ করিয়াছিলেন। ইনি মানুষীভাষায় ধৃতরাষ্ট্রের গুণকীর্ত্তনদ্বারা আমার হৃদয় করুণার্দ্র করিয়াছিলেন এবং তাহার পর আবার ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে গিয়া অবস্থিত হইয়াছিলেন। সুমুখের সুমধুর বাক্যে প্রসন্ন হইয়া আমি ধৃতরাষ্ট্রকে পাশমুক্ত করিয়াছিলাম। ইহাই ধৃতরাষ্ট্রের পাশমুক্তির বৃত্তান্ত। আমি যে হংস দুইটীকে লইয়া এখানে আসিয়াছি, তাহাও সুমুখের ইচ্ছাবশতঃ।' ব্যাধ এইরূপে সুমুখের গুণকীর্ত্তন করিলে রাজা সুমুখের মুখে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। এদিকে ব্যাধকে পুরস্কারাদি দিতে দিতে সূর্য্যাস্ত হইল, লোকে প্রদীপ জ্বালিল; রাজভবনে ক্ষত্রিয়াদি বহুজন সমবেত হইল; ক্ষেমা দেবী বিবিধ নর্ত্তক সঙ্গে লইয়া রাজার দক্ষিণপার্শ্বে উপবেশন করিলেন; রাজা সুমুখের দ্বারা কথা বলাইবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,

৫০. কেন, হে, সুমুখ, এবে রয়েছ বসিয়া, বদ্ধ করি মুখ তব,
আসি এ রাজসভায় পেয়েছ কি ভয়, তাই হয়েছ নীরব?

সুমুখ যে ভয় পান নাই, ইহা জানাইবার জন্য বলিলেন :

৫১. আসিয়া সভায় তব পাই নাই, কাশীপতি, কিছু মাত্র ভয়।
অবকাশ পাই যদি, ভয়েতে নীরব আমি রব না নিশ্চয়।

সুমুখের দ্বারা আরও কিছু বলাইবার উদ্দেশ্যে রাজা নিম্নলিখিত গাথাদ্বয়ে তাঁহাকে পরিহাস[১] করিলেন :

৫২. দেখি না, সুমুখ, হেথা রক্ষাহেতু আছে তব
রথী কিংবা পদাতিকগণ; নাই অসি, নাই চর্ম্ম,
বর্ম্মী, ধনুর্দ্ধর কেহ করেনা ক তোমার রক্ষণ

৫৩. সুবর্ণাদি ধন, কিংবা সুনির্ম্মিত পুরী নাই;
চতুর্দ্দিকে পরিখাবেষ্টিত নাই ত সুদৃঢ় দূর্গ,
অট্টালকে, কোষ্ঠে যাহা অনুক্ষণ থাকে সুরক্ষিত;
যার বলে, কিংবা যেথা প্রবেশি সুমুখ নিজে
মৃত্যুভয়ে হয় না কম্পিত।

রাজা এইরূপ সুমুখের অভয়ের কারণ জিজ্ঞাসিলেন। সুমুখ বলিলেন :

৫৪. শরীররক্ষকে ধনে, সুদৃঢ়নগরে কিংবা আমাদের নাই প্রয়োজন;
ব্যোমচর মোরা, যেথা তোমরা না পাও পথ,
সেইখানে করি বিচরণ।

৫৫. শুনেছ, পণ্ডিত মোরা; হিতাহিত প্রদর্শিতে
আমাদের আছে নিপুণতা; সত্যে যদি প্রতিষ্ঠিত
হও তুমি, নরপতি, শুনাইব অর্থবতী কথা।

৫৬. কিন্তু যদি মিথ্যাবাদী, অনার্য্য, অসত্যে তুমি
প্রতিষ্ঠিত হও, নরবর, ব্যাধের হৃদয়স্পর্শী
বাক্য শুনি প্রসন্নতা না লভিবে তোমার অন্তর।

ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন, 'তুমি আমাকে অনার্য্য ও মিথ্যাবাদী বলিতেছে কেন? আমি কি করিয়াছি?' সুমুখ উত্তর দিলেন, 'বলিতেছি, মহারাজ; শ্রবণ করুন :

৫৭. শুনি ব্রাহ্মণের কথা ক্ষেমনামে সরোবর
করাইলে তুমি হে খনন; করাইলে দশদিকে
তত্রগামী পক্ষীদের সর্ব্ববিধ অভয় ঘোষণ।

৫৮. পবিত্র প্রসন্ন জলে অবগাহি পক্ষিগণ
পায় সেথা প্রচুর আহার; আদেশে তোমার, ভূপ,
সাধ্য নাই করে কেহ তাহাদের প্রতি অত্যাচার।

৫৯. পক্ষিমুখে এই বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ মোরা
এসেছিনু সেই সরোবরে, তোমারি আদেশে এবে

[১]। আমি 'পরিভাসং' এই পাঠের পরিবর্ত্তে 'পরিহাসং' এই পাঠ গ্রহণ করিলাম।

হইলাম পাশবদ্ধ! মিথ্যাবাদী বলে আর কারে?

৬০. মিথ্যার আশ্রয় লয়ে পাপ লোভ, পাপ ইচ্ছা
চরিতার্থ করিতে যে চায়, নরযোনি, দেবযোনি,
উভয়ই পরিহরি দেহ-অন্তে নরকে সে যায়।'

সুমুখ সভামধ্যে রাজাকে এইরূপে লজ্জা দিলেন? রাজা বলিলেন, 'সুমুখ, তোমাদিগকে মারিয়া মাংস খাইব, এ ইচ্ছায় আমি তোমাদিগকে ধরাই নাই। তোমরা, শুনিয়াছি, সুপণ্ডিত; তোমাদিগের মুখে সৎকথা শ্রবণ করিবার অভিপ্রায়েই ধরাইয়াছি।

৬১. সুমুখ, নির্দ্দোষ আমি; লোভবশে পাশবদ্ধ
করাই নি তোমা দুই জনে; শুনেছি, তোমরা বিজ্ঞ;
সুশিক্ষা করিতে দান পার হিতাহিত-প্রদর্শনে।

৬২. তোমরা আসিয়া হেথা বল যদি ধর্ম্মকথা,
উপকৃত হইব নিশ্চয়, এ আশায়, ব্যাধে, সৌম্য,
ধরিতে সুবর্ণহংস দিনু আজ্ঞা, অন্য হেতু নয়।'

ইহা শুনিয়া সুমুখ বলিলেন, 'মহারাজ, আপনি নিজের বিজ্ঞের মত কাজ করেন নাই।

৬৩. এখনি জীবন যাবে, মরণ আসন্ন অতি,
এই ভয়ে কম্পিত যে জন, অর্থবতী কথা সেই
দেখ ভাবি, কাশীপতি, বলিতে কি পারে হে তখন?

৬৪. পশু দিয়া বধে পশু পক্ষী দিয়া পক্ষী মারে,
করি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দান ধার্ম্মিকে যে করে বন্দী,
কে বল দুরভিসন্ধি আছে, ভূপ, তাহার সমান?

৬৫. মুখে সদা মিষ্টবাণী, অথচ অনার্য্য কর্ম্মে
অভিরতি যার অনুক্ষণ, ইহলোক, পরলোক,
উভয়ই নষ্ট তার নিশ্চয় হইবে সে কারণ।

৬৬. সৌভাগ্যেতে অপ্রমত্ত সঙ্কটেতে নির্ব্বিকার,
উদ্যোগী কর্ত্তব্যসম্পাদনে হইয়া ধার্ম্মিকগণ
রত হন অনুক্ষণ নিজ নিজ দোষাপনয়নে।

৬৭. চরি কেন ধর্ম্মপথে জ্ঞানবৃদ্ধ নর যাঁরা,
জীবনের হলে অবসান, ছাড়ি এ নশ্বর দেহ
সহাস্যবদনে, ভূপ, ত্রিদিবেতে করেন প্রয়াণ।

৬৮. শুনি, কাশীপতি এই সনাতন ধর্ম্মকথা
আত্মধর্ম্ম করহ পালন, ধৃতরাষ্ট্র-হংসরাজ—

হংসগণোত্তম যিনি—অবিলম্বে করহ মোচন।

ইহা শুনিয়া রাজা ভৃত্যদিগকে বলিলেন :

৬৯. পাদ্য অর্ঘ, মালা আর মহার্হ আসন
সত্বর তোমরা হেথা কর আনয়ন।
যশস্বী এ ধৃতরাষ্ট্রে পঞ্জর হইতে
দিনু মুক্তি, যেথা ইচ্ছা সেখানে যাইতে।

৭০. সেনাপতি তাঁর যিনি ধীর, প্রজ্ঞান্বিত,
হিতাহিত নির্দ্ধারিতে সুনিপুণ অতি
প্রভুর সুখেতে সুখী দুঃখেতে দুঃখিত,
তাঁহাকেও এবে আমি দিলাম মুকতি।

৭১. প্রভুর খাদ্যের মত খাদ্য পাইবার
রয়েছে সর্ব্বতোভাবে এর অধিকার
রাজার বান্ধব ইনি জীবনে মরণে
হইলেন রাজবৎ পূজা সে কারণে।

রাজার আজ্ঞা শুনিয়া রাজভৃত্যগণ আসনাদি আনয়ন করিল, হংসদ্বয় উপবিষ্ট হইলে গন্ধোদক দ্বারা তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন করিল এবং তাঁহাদের পায়ে শতপাক তৈল মাখাইয়া দিল।

এই বৃত্তান্ত সুব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৭২. সর্ব্বাংশে স্বর্ণনির্ম্মিত সুসজ্জিত, অষ্টপদ
কাশীজাত বস্ত্রে আচ্ছাদিত মনোরম পীঠোপরি
ধৃতরাষ্ট্র হংসপতি হইলেন সুখে অবস্থিত

৭৩. সর্ব্বাংশে স্বর্ণনির্ম্মিত ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত
মনোহর কোচ্ছের[১] ভিতর প্রবেশি, প্রভুর পাশে
হইলেন সমাসীন সেনানী সুমুখ হংসবর।

৭৪. আনালেন কাশীরাজ বিবিধ সুস্বাদ খাদ্য
হংসদ্বয়ে দিতে উপহার শত শত কাশীবাসী
তুলিয়া সুবর্ণ পাত্রে আনিল এ দ্রব্যের সম্ভার।

ভৃত্যগণ উক্তরূপে উপহার আনয়ন করিলে হংসদ্বয়ের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ কাশীরাজ নিজেও একটী সুবর্ণপাত্র বহন করিয়া তাঁহাদিগকে উপহার দিলেন। হংসদ্বয় তাহা হইতে মধুমিশ্রিত লাজ ভক্ষণ করিয়া সুমিষ্ট জল পান করিলেন।

---

[১]। কোচ্ছ—ভদ্রপীঠ। ইহা মোড়ের মত একপ্রকার আসন। টীকাকার বলেন যে মাঙ্গলিক দিবসে অগ্রমহিষী এই আসন গ্রহণ করিতেন।

অতঃপর মহাসত্ত্ব রাজদত্ত উপহার এবং রাজার চিত্তপ্রসাদ দেখিয়া তাঁহাকে প্রীতিসম্ভাষণ করিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৭৫. কাশীরাজদত্ত সেই বিবিধ সুস্বাদ
খাদ্য বিলোকন করি, প্রহৃষ্ট অন্তরে
ক্ষাত্রধর্ম্ম বিশারদ হংসকুলেশ্বর
জিজ্ঞাসিলা নরনাথে মধুর বচনে

৭৬. 'কুশল ত, ভূপ, তব? আপৎ ত নাই?
রাজ্য ত সমৃদ্ধশালী? যথাধর্ম্ম তুমি
পালন ত করিতেছ পৌর-জানপদে?'

৭৭. 'সর্ব্বত কুশল মম; নিরাপৎ আমি;
রাজ্য সমৃদ্ধিশালী; ধর্ম্ম অনুসরি
পালিতেছি সদা পৌর-জানপদগণে।'

৭৮. 'তোমার অমাত্যগণ নির্দ্দোষ ত সবে?
সাধিতে তোমার কার্য্য, তব হিততরে
জীবনপর্য্যন্ত পণ করে ত তাহারা?'

৭৯. 'অমাত্য আমার সব বিশ্বাসভাজন,
অম্লানবদনে তারা, করি প্রাণপণ
সতত আমার হিত-অনুষ্ঠানে রত।'

৮০. 'ভার্য্যা ত সদৃশী তব বংশে আর গুণে,
প্রফুল্ল-অন্তরে আজ্ঞাবহন-তৎপরা,
ছন্দানুবর্ত্তিনী সদা, মধুরভাষিণী,
চরিত্রে বিশুদ্ধা, পুত্রবতী, রূপবতী?'

৮১. 'সদৃশী আমার ভার্য্যা বংশে আর গুণে,
প্রফুল্ল অন্তরে আজ্ঞাবহন-তৎপরা,
ছন্দানুবর্ত্তিনী সদা, মধুরভাষিণী,
চরিত্রে বিশুদ্ধা, পুত্রবতী, রূপবতী।'

৮২. 'হয় না ত রাজ্যে তব প্রজার পীড়ন?
উপদ্রব কোনরূপ ঘটে না ত কভু?
বিনা অত্যাচারে, আর বিনা পক্ষপাতে
যথাধর্ম্ম শাসন ত করিতেছ তুমি?'

৮৩. 'হয় না আমার রাজ্যে প্রজার পীড়ন,
উপদ্রব কোনরূপ ঘটে না কখনো;

বিনা অত্যাচারে, আর বিনা পক্ষপাতে
যথাধর্ম্ম করি আমি রাজ্যের শাসন।'

৮৪. 'সাধুদের সমুচিত কর ত সম্মান?
অসাধুসংসর্গ ত্যাগ করেছ ত তুমি?
কিংবা ধর্ম্ম-পথ তুমি করি পরিহার
কেবল অধর্ম্মপথে কর বিচরণ?

৮৫. 'সাধুদের সমুচিত রাখি আমি মান;
অসাধুসংসর্গ আমি করিয়াছি ত্যাগ;
ধর্ম্মপথে বিচরণ করি অনুক্ষণ;
ভ্রমেও অধর্ম্মমার্গ চরি না কখন।'

৮৬. 'জীবন যে ক্ষণস্থায়ী, ভাব ত সতত?
মাতিয়া ঐশ্বর্য্যমদে পরলোক-ভয়
মন হতে অপনীত কর নি ত তুমি?'

৮৭. 'জীবন যে ক্ষণস্থায়ী, জানি বিলক্ষণ;
দশবিধ রাজধর্ম্মে হয়ে প্রতিষ্ঠিত
পরলোক-ভয়ে আমি হই না কম্পিত।

৮৮. দান, শীল পরিত্যাগ, আর্জব, মার্দ্দব,
অক্রোধ, অহিংসা, তপঃ, ক্ষান্তি, অবিরোধ[১],—
এই দশ রাজধর্ম্ম পালি আমি সদা।

৮৯. এ সব কুশলপ্রদ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছি, ভাবি ইহা, পাই আমি মনে
অপার আনন্দ, আত্মপ্রসাদ প্রচুর।

৯০. বিচার না করি মোর আছে কিবা গুণ,
চিত্ত যে নির্দ্দোষ মোর, ইঁহার না ভাবি,
সুমুখ বলিলা অতি পরুষ বচন।

৯১. অকারণ ক্রুদ্ধ হয়ে বলিলেন তিনি
পরুষ বচন; করিলেন অপরাধী
সেই দোষে, নাই যাহা স্বভাবে আমার।
এ নয় প্রাজ্ঞের পক্ষে কার্য্য সমুচিত।'

রাজার কথা শুনিয়া সুমুখ ভাবিলেন, 'আমি এই গুণবান রাজাকে অসন্তুষ্ট করিয়াছি; ইনি আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। ইঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা

---

[১]। তপঃ = পোষধপালন।

যাউক।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন :

৯২. ধৃতরাষ্ট্রে পাশবদ্ধ দেখি পাইলাম দুঃখ;
না ভাবিয়া না চিন্তিয়া, তাই, মহারাজ,
কি বলিতে কি বলিনু চিত্তের আবেগে আমি,
ভাবি তাহা এবে মনে পাই বড় লাজ।

৯৩. পুত্রের যেমন পিতা, জীবের ধরিত্রী যথা
আশ্রয়স্থানীয় হয়ে সহে অত্যাচার,
তুমিও, নৃমণি তথা মোদের আশ্রয়দাতা;
দয়া করি অপরাধ ক্ষমহ আমার।

রাজা সুমুখকে আলিঙ্গন করিয়া সুবর্ণপীঠে বসাইয়া তাঁহার দোষস্বীকারোক্তি গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন :

৯৪. ধন্য তুমি, বিহঙ্গম; চাও না ক তুমি
আত্মমনোগতভাব করিতে গোপন।
আত্মদোষ-স্বীকার না কর ইতস্ততঃ।
স্বভাব সরল তব; করিলাম ক্ষমা।

রাজা এই কথা বলিলেন। তিনি মহাসত্ত্বের ধর্ম্মকথায় এবং সুমুখের সরলতায় প্রসন্ন হইয়া ভাবিলেন, 'আমি যখন প্রসন্ন হইয়াছি, তখন ইহাদিগকে প্রাসাদের চিহ্নস্বরূপ উপযুক্ত দান করা কর্ত্তব্য।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি হংসদ্বয়কে নিজের রাজকীয় ঐশ্বর্য্য দিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন :

৯৫. কাশীরাজ-গৃহে আছে রত্নরাজি যত—
সুবর্ণ, রজত, মুক্তা, বৈদুর্য্য প্রচুর,

৯৬. দক্ষিণ-আবর্ত শঙ্খ[১], মণি নানাবিধ,
বস্ত্রাজীন, গন্ধদ্রব্য হরিচন্দনাদি,
গজদন্ত, তাম্র, লৌহ বহুপরিমাণ,
এই সব, আর এই রাজত্ব আমার
ভোগহেতু তোমাদের করিলাম দান।

ইহা বলিয়া রাজা শ্বেতচ্ছত্র দান করিয়া দুইটী হংসেরই পূজা করিলেন এবং তাঁহাদিগকে রাজ্য দান করিলেন। অতঃপর মহাসত্ত্ব রাজার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন :

---

[১]। দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ একমুখী রুদ্রাক্ষের ন্যায় অতি বিরল; লোকে এই দুই বস্তুকে সৌভাগ্যের চিহ্ন বলিয়া মনে করে।

৯৭. সৎকার, সম্মান বহু পাইলাম তব ঠাঁই;
এবে কিন্তু নিবেদন আমরা করিতে চাই;—
প্রজ্ঞাবলে তুমি, ভূপ, আমাদের শ্রেষ্ঠতর;
মোদের আচার্য্য হয়ে ধর্ম্মশিক্ষা দান কর।

৯৮. পেয়ে আচার্য্যের আজ্ঞা, প্রদক্ষিণ করি তাঁরে
আমরা যাইতে চাই জ্ঞাতিগণে দেখিবারে।

রাজা তাঁহাদিগকে প্রস্থান করিতে অনুমতি দিলেন। বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মকথা বলিয়া সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন; পূর্ব্বাকাশে অরুণোদয় হইল।

এই বৃত্তান্ত সুব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৯৯. যাপিলা সমস্ত রাত্রি কাশীনরপতি
হংসরাজসহ বহুবিধ সদালাপে;
নিগূঢ় তত্ত্বের কত করিলা বিচার।
দিলা শেষে উভয়কে যাইতে বিদায়।

রাজার অনুমতি লাভ করিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'মহারাজ, অপ্রমত্তভাবে যথাধর্ম্ম রাজত্ব করুন।' অনন্তর তিনি রাজাকে পঞ্চশীলে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাজাও আবার তাঁহাদিগের জন্য কাঞ্চনপাত্রে মধুমিশ্রিত লাজ ও সুমধুর জল আনাইলেন এবং তাঁহাদের আহার শেষ হইলে গন্ধমালাদিদ্বারা পূজা করিয়া বোধিসত্ত্বকে স্বহস্তেই কাঞ্চন চঙ্গোটকে[১] তুলিলেন; ক্ষেমাদেবী সুমুখকে তুলিলেন, এবং প্রাসাদবাতায়ন উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক সূর্য্যোদয়কালে, 'মহাভাগদ্বয়, আপনারা যথারুচি চলিয়া যান' বলিয়া তাঁহারা উভয়কে বিদায় দিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১০০. রজনী প্রভাতা হল; উদিতে না উদিতে তপন
হংসেরা উড়িয়া গেল; কাশীরাজ করে বিলোকন।

হংসদ্বয়ের মধ্যে মহাসত্ত্ব সুবর্ণচঙ্গোটক হইতে উৎপতনপূর্ব্বক আকাশে অবস্থিত হইয়া বলিলেন, 'মহারাজ, কোন চিন্তা করিবেন না; অপ্রমত্তভাবে আমাদের উপদেশ পালন করিয়া চলিবেন।' রাজাকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া তিনি সুমুখকে সোজাসুজি চিত্রকূটে গমন করিলেন। সেই নবতিসহস্র হংস কাঞ্চনগুহা হইতে বাহির হইয়া পর্ব্বততলে অবস্থিতি করিতেছিল; রাজা ও সেনাপতিকে আসিতে দেখিয়া তাহারা প্রত্যুদ্‌গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল; ধৃতরাষ্ট্র ও সুমুখ জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া চিত্রকূটতলে প্রবেশ

---

[১]। চঙ্গোটক—ছোট ঝুড়ি। বোধ হয়, বাঙ্গালা 'চাঙ্গাড়ি' শব্দটী 'চঙ্গোটক' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

করিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১০১. রাজা, সেনাপতি, দু'য়ে অক্ষতশরীরে
ফিরিলেন দেখি তারা মহা কেকারবে
নিনাদিত দশদিক করিল সকলে[১]।

১০২. বন্ধন-বিমুক্ত হয়ে এসেছেন তাঁরা,
এ আনন্দে প্রভুভক্ত বিহঙ্গমগণ
উড়িতে লাগিল সবে চৌদিকে তাঁদের।
ছিল নিরাশ্বাস, এবে লভিল আশ্বাস।

এইরূপে রাজার অনুগমন করিবার কালে হংসেরা জিজ্ঞাসা করিল, 'মহারাজ, আপনি কি উপায়ে মুক্তি লাভ করিলেন?' কিরূপে সুমুখের গুণে তিনি মুক্ত হইয়াছেন এবং রাজা সংযম ও তাঁহার পুত্রাদি কিরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন, মহাসত্ত্ব হংসদিগকে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। ইহা শুনিয়া হংসেরা পরম প্রীতি লাভ করিল; এবং একবাক্যে বলিল, 'সেনাপতি সুমুখ, রাজা সংযম ও ব্যাধ, ইঁহারা সকলেই চিরজীবী ও সুখী হউন।'

এই বৃত্তান্ত সুব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১০৩. মৈত্রীভাবে পরিপূর্ণ যাহার হৃদয়,
সকল অভীষ্ট তার সদা দিদ্ধ হয়।
ধৃতরাষ্ট্র-হংসগণ তাহার প্রমাণ;
জ্ঞাতিমধ্যে পেল পুনঃ নিজ নিজ স্থান।

এ সমস্তই খুল্লহংস-জাতকে সবিস্তার বলা হইয়াছে।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা জাতকের সমবধান করিলেন।

সমবধান : তখন ছন্ন ছিলেন সেই ব্যাধ; ক্ষেমা ভিক্ষুণী ছিলেন সেই ক্ষেমা রাজ্ঞী; সারিপুত্র ছিলেন সেই রাজা; বুদ্ধশিষ্যেরা ছিলেন রাজপুরুষগণ, আনন্দ ছিলেন সুমুখ এবং আমি ছিলাম ধৃতরাষ্ট্র।]

---

৫৩৫. সুধাভোজন-জাতক[২]

[শাস্তা এক দানশীল ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি শ্রাবস্তী নগরের কোন ভদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে শাস্তার মুখে

[১]। এই গাথা দুইটী খুল্লহংস-জাতকের ৮৬ ও ৮৭ চিহ্নিত গাথা।

[২]। এই জাতকের প্রথমাংশের সহিত ইল্লীস-জাতকের (৭৮) বহু সাদৃশ্য দেখা যায়।

ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া তিনি প্রসন্নচিত্তে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং সাতিশয় যত্নসহকারে দশশীলে সুপ্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হন। ভিক্ষুজনোচিত সদাচারে কখনও তাঁহার ভ্রম-প্রমাদ ঘটিত না। তিনি ধুতাঙ্গসমূহ পালন করিতেন, সতীর্থগণের প্রতি স্নেহপরায়ণ ছিলেন এবং প্রতিদিন তিন বার বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের পরিচর্য্যা করিতেন। তাঁহার এমনই দানশীলতা ও সৌজন্য ছিল যে কোন দানগ্রহণার্থী উপস্থিত থাকিলে স্বয়ং অনাহরী থাকিয়াও ভিক্ষালব্ধ সমস্ত অন্ন তাহাকেই খাওয়াইতেন। তাঁহার এ অসামান্য দানশীলতা ও দানাভিরতির কথা ক্রমে সঙ্ঘমধ্যে সুবিদিত হইল এবং একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, ‘দেখ, অমুক ভিক্ষু এমনই দানশীল যে, নিজে অর্দ্ধাঞ্জলি মাত্র[১] পানীয় প্রাপ্ত হইলেও তাহা নির্লোভচিত্তে সতীর্থগণকে দিয়া থাকেন, দিৎসাবৃত্তিতে তিনি বোধিসত্ত্বকল্প।’ শাস্তা দিব্যশ্রোত্র দ্বারা ভিক্ষুদিগের এই কথা শুনিতে পাইয়া গন্ধকুটীর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক ধর্ম্মসভায় উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কি হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন কি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছ?’ ভিক্ষুরা উত্তর দিলেন, ‘ভদন্ত, আমরা অমুক দানশীল ভিক্ষুর কথা বলিতেছিলাম।’ তখন শাস্তা বলিলেন, ‘দেখ এই ব্যক্তি পুরাকালে নিতান্ত কৃপণ ও দানবিমুখ ছিলেন; ইনি তৃণাগ্রে করিয়াও কাহাকে তৈলবিন্দু পর্য্যন্ত দান করিতেন না। তখন আমিই ইহাকে সৎপথে আনিয়াছিলাম এবং স্বার্থপরতাহীন হইতে শিক্ষা দিয়া ও দানের মহাফল বুঝাইয়া দানশীল করিয়াছিলাম। তজ্জন্য ইনি আমার নিকট এই বর গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, ‘অর্দ্ধঞ্জলিমাত্র জল পাইলেও যেন অপরকে তাহার অংশ না দিয়া পান না করি।’ সেই বরের প্রভাবেই ইনি এখন এমন দানপরায়ণ ও দানাভিরত হইয়াছেন।’ অনন্তর শাস্তা সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন :]

* * *

(১)

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে অশীতিকোটিবিভবসম্পন্ন এক আঢ্য গৃহস্থ ছিলেন। ব্রহ্মদত্ত তাঁহাকে শ্রেষ্ঠীর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজসম্মানে ভূষিত এবং পৌর ও জানপদগণ কর্ত্তৃক পূজিত এই গৃহস্থ একদিন নিজের ঐশ্বর্য্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ‘আমি যদি পূর্ব্ব জন্মে আলস্যপরতন্ত্র বা পাপাচারসম্পন্ন হইতাম, তবে কখনও এই বিপুল বিভব লাভ করিতে পারিতাম না। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিই আমার বর্ত্তমান

১। ‘পসতমত্তম্’ = প্রসৃতমাত্র।

সৌভাগ্যের প্রসূতি। অতএব ভবিষ্যতেও যাহাতে সদ্গতি হয়, তাহা করা আবশ্যক।'

এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রেষ্ঠী রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, 'দেব, আমার গৃহে অশীতি কোটি ধন সঞ্চিত আছে; আপনি তাহা গ্রহণ করুন।' রাজা বলিলেন, 'তোমার ধনে আমার প্রয়োজন নাই; আমার নিজের বহু ধন আছে; তাহা হইতে বরং তুমি যত ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পার।' 'আমি নিজের ধন ইচ্ছামত দান করিতে পারি কি?' 'তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পার।'

রাজার নিকট এই অনুমতি লাভ করিয়া শ্রেষ্ঠী নগরের চতুর্দ্বারে, মধ্যভাগে ও স্বকীয় বাসভবনের সন্নিধানে ছয়টী দানশালা স্থাপিত করিলেন এবং প্রত্যয় ছয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে ঐ সকল স্থানে মহাদানে ব্রতী হইলেন। এইরূপে যাবজ্জীবন মুক্তহস্তে দান করিয়া তিনি পুত্রকে উপদেশ দিয়া গেলেন, 'দেখিও, আমি এত দিন যে দানব্রত পালন করিলাম, এ বংশে যেন তাহার ব্যতিক্রম না ঘটে।' অনন্তর দেহত্যাগ করিয়া তিনি ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

কালক্রমে শ্রেষ্ঠীর পুত্র পিতৃবৎ দান করিয়া চন্দ্ররূপে, পৌত্র সূর্য্যরূপে, প্রপৌত্র মাতলিরূপে এবং বৃদ্ধ-প্রপৌত্র পঞ্চশিকরূপে[১] শরীর পরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার অতি বৃদ্ধপ্রপৌত্রের নাম মৎসরী কৌশিক। ইঁহারও অশীতি কোটি ধন ছিল; কিন্তু ইনি ভাবিতেন, 'আমার পিতা, পিতামহ প্রভৃতি নির্ব্বোধ ছিলেন। তাঁহারা কষ্টলব্ধ অর্থ উড়াইয়া গিয়াছেন; আমি এখন হইত সযত্নে ধন রক্ষা করিব, কাহাকেও কিছু দিব না।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি দানশালাগুলি ভাঙ্গিয়া ভস্মীভূত করিলেন, এবং ভয়ানক কৃপণ হইয়া দাঁড়াইলেন। যাচকগণ তাঁহার গৃহদ্বারে সমবেত হইয়া বাহুবিস্তারপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, 'মহাশ্রেষ্ঠিন, দান করুন, পিতৃ-পৈতামহিক প্রথা উচ্ছেদ করিবেন না।' তাহা শুনিয়া সকলেই মৎসরীর নিন্দা আরম্ভ করিল। তাহারা বলিল, 'দেখ, মৎসরী নিজের কুলপ্রথা উঠাইয়া দিলেন।' ইহা শুনিয়া মৎসরীর লজ্জা হইল; দ্বারদেশে আর ভিক্ষার্থী দাঁড়াইতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। কাজেই যাচকেরা নিরুপায় হইয়া তাঁহার গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করিতে পারিত না।

মৎসরী অতঃপর ধনসঞ্চয়ে মন দিলেন; কিন্তু ঐ ধন তিনি নিজেও ভোগ করিতেন না, পুত্রকলত্রদিগকেও ভোগ করিতে দিতেন না। তিনি কাঞ্জিকমাত্র উপকরণসহকারে সকুণ্ডক তণ্ডুলের[২] অন্ন আহার করিতেন। বৃক্ষমূলাদিজাতক

১। পুরাণে 'পঞ্চশিখ নামে' এক গন্ধর্ব্ব ও শিবের এক অনুচরের উল্লেখ দেখা যায়।

২। আঁকাড়া চাউল।

সূত্রনির্ম্মিত স্থূলবস্ত্র পরিধান করিতেন, আতপনিবারণার্থ মস্তকের উপর পর্ণনির্ম্মিত ছত্র ব্যবহার করিতেন এবং জরাগ্রস্থ গো-চালিত জীর্ণ শকটে গমনাগমন করিতেন। ফলতঃ এই পুরুষাধমের অর্থরাশি কুক্কুরলব্ধ নারিকেল ফলের ন্যায় কাহারও কোন কাজে লাগিত না।

একদিন মৎসরী রাজদর্শনে যাইবার সময়ে সহকারী শ্রেষ্ঠীকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন, এই অভিপ্রায়ে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন সহকারী শ্রেষ্ঠী পুত্রকন্যাপরিবৃত হইয়া আসনে উপবেশনপূর্ব্বক নবঘৃতপক্ক, মধু ও শর্করাচূর্ণ মিশ্রিত পায়স ভোজন করিতেছিলেন। মৎসরীকে দেখিয়া তিনি আসন হইতে উঠিয়া বলিলেন, 'আসিতে আজ্ঞা হউক, মহাশ্রেষ্ঠিন! আসুন, এই পল্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক আমরা পায়স ভোজন করি।' পায়স দেখিয়া মৎসরীর মুখ লালায়িত হইল, ভোজনের জন্য তাঁহার প্রবল লালসা জন্মিল; কিন্তু তিনি ভাবিলেন, 'এখন যদি পায়স খাই, তবে ইনি যখন আমার গৃহে যাইবেন, তখন ইঁহার প্রতিসৎকার করিতে হইবে; তাহা করিলে ত আমার ধনক্ষয় ঘটিবে।' ইহা ভাবিয়া তিনি বলিলেন, 'না হে, আমি এখন পায়স খাইব না।' সহকারী শ্রেষ্ঠী তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু 'আমি এইমাত্র আহার করিয়া আসিতেছি, উদর পূর্ণ রহিয়াছে' বলিয়া তিনি অনিচ্ছা জানাইলেন। কিন্তু মুখে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও তিনি মনের লোভ দমন করিতে পারিলেন না। যখন সহকারী শ্রেষ্ঠী পায়স খাইতে লাগিলেন, তখন তাঁহার মুখ বার বার লালায়িত হইতে লাগিল।

সহকারী শ্রেষ্ঠীর ভোজন শেষ হইলে উভয়ে রাজসদনে গেলেন এবং সেখানে কার্য্য শেষ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন। গৃহে গিয়া মৎসরীর পায়সভোজন-স্পৃহা অতি বলবতী হইল, কিন্তু তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি যদি বলি যে, পায়স খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে, তবে বাড়ীসুদ্ধ লোকেরই এই ইচ্ছা জন্মিবে এবং তণ্ডুলাদি উপকরণের বিস্তর অপচয় ঘটিবে; অতএব কাহাকেও কোন কথা বলা হইবে না।'

মনের ভাব এইরূপে চাপিয়া রাখিলেও মৎসরী দিবারাত্র পায়সের চিন্তাতেই নিমগ্ন রহিলেন; তথাপি ধননাশের ভয়ে মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু বলিলেন না, মনের কথা মনে লুকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু ক্রমাগত দীর্ঘকাল ইচ্ছাদমন করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইল। তাঁহার শরীর দিন দিন পাণ্ডুবর্ণ হইতে লাগিল, তথাপি ধনক্ষয়ের ভয়ে তিনি কাহারও নিকট নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। শেষে তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া শয্যা ধরিলেন।

মৎসরীর ভার্য্যা একদিন তাঁহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভু, আপনার কি অসুখ করিয়াছে?' মৎসরী বলিলেন, 'অসুখ হউক

তোমার; আমার কোন অসুখ নাই।' 'সে কি বলেন, প্রভু! আপনার শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে; তবে, বোধ হয়, আপনার মনে কোন দুশ্চিন্তা প্রবেশ করিয়াছে। রাজা কি কুপিত হইয়াছেন, ছেলেরা কি আপনার কোন অপমান করিয়াছেন, অথবা কোন দ্রব্যের প্রতি কি আপনার লোভ জন্মিয়াছে?' 'হাঁ, আমার একটা লোভ জন্মিয়াছে বটে।' 'বলুন না, প্রভু!' 'কথাটা গোপন রাখিতে পারিবে ত?' 'গোপন রাখিবার বিষয় হইলে গোপন রাখিতে পারিব বৈ কি!' কিন্তু এরূপ আশ্বাস পাইলেও ধননাশের আশঙ্কায় মৎসরী সহসা মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিলেন না। অবশেষে যখন তাঁহার ভার্য্যা নিতান্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহাকে অগত্যা বলিতে হইল, 'ভদ্রে, একদিন সহকারী শ্রেষ্ঠীকে সর্পি, মধু ও শর্করাচূর্ণযুক্ত পায়স খাইতে দেখিয়া তখন হইতে এইরূপ পায়স খাইবার জন্য আমার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে।' ইহা শুনিয়া সেই রমণী ক্রোধভরে বলিলেন, 'হতভাগ্য, তোমার অভাব কি বল ত? আমি এত পায়স পাক করিয়া দিতেছি যে, তাহাতে সমস্ত বারাণসীবাসীর ভুরি ভোজন হইবে।' এই কথা শুনিয়া মৎসরীর মনে হইল, যেন কেহ তাঁহার মস্তকে দণ্ডাঘাত করিল। তিনি ভার্য্যার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'তোমার যে প্রচুর ধন আছে, তাহা আমার অগোচর নাই; ঐ ধন যদি তোমার পিত্রালয় হইতে আনিয়া থাক, তবে পায়স পাক করিয়া বারাণসীর সমস্ত লোককেই খাওয়াইতে পার।' 'আচ্ছা, তাহা না করিলাম; আমি এত পায়স পাক করিয়া দিতেছি যে, তাহাতে এই রাজপথের দুই ধারে যত লোক বাস করে, তাহারা সকলেই ভোজন করিতে পারিবে।' 'তাদের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক বল ত? তাহারা যে যাহার নিজের দ্রব্য খাউক।' 'তবে এখান সেখান হইতে সাত ঘর বাছিয়া তাহাদের জন্য উপযুক্ত পায়স প্রস্তুত করা যাউক।' 'তাহাদিগকে ইঁহার মধ্যে জড়াইতেছ কেন?' 'তবে নিতান্ত পক্ষে এই বাটীর লোক কয়টীর জন্য ব্যবস্থা করিলেই চলিবে।' 'তাহাদের জন্যই বা কেন?' 'আচ্ছা, আপনার বন্ধুবর্গের জন্য আয়োজন করি?' 'বন্ধুবর্গকে পায়স দিবে কি জন্য?' 'বেশ, আজ্ঞা দেন ত, কেবল আপনার এবং আমার জন্যই রন্ধন করি।' 'তুমি কে গা?' তুমি ত কিছুই পাইতে পার না।' 'নাই পাইলাম; শুদ্ধ আপনার জন্যই ব্যবস্থা করিব।' 'আমার জন্যও পাক করিও না। গৃহে পাক করিলে বহু লোক প্রত্যাশা করিবে। তুমি আমাকে আধ আঢ়া চাউল[১] এক পোয়া দুধ, এক টিপ চিনি, এক শিশি মধু এবং পাক করিবার

---

[১]। এক 'পত্থ'। পত্থ = প্রস্থ। মূলে অন্যান্য উপকরণের এইরূপ পরিমাণ দেওয়া আছে—'চতুর্ভাগ', দুধ; এক 'অচ্ছর' চিনি, এক 'করণ্ড' মধু। অচ্ছর—টিপ, দুই আঙ্গুল দিয়া যতটুকু তোলা যায় (pinch)। করণ্ড = ঝুড়ি বা পেটিকা। কিন্তু ইহা ত দ্রব পদার্থের আধার নহে। শ্রেষ্ঠীর পায়সে ঘৃতের অভাব বোধ হয় লিপিকারের অনবধানতাবশতঃ ঘটিয়াছে।

একটা পাত্র দাও; আমি বনে গিয়া পাক করিয়া খাইব।'

গৃহিণী তাহাই করিলেন এবং মৎসরী কৌশিক এই সকল দ্রব্য একজন চাকরের মাথায় দিয়া বলিলেন, 'অমুকস্থানে গিয়া আমার প্রতীক্ষা কর।' ভৃত্যকে অগ্রে পাঠাইয়া তিনি নিজে অবগুণ্ঠনে মস্তক আবৃত করিয়া অজ্ঞাতবেশে সেখানে গমন করিলেন এবং নদীতীরে এক গুল্মমূলে চুল্লী প্রস্তুত করিয়া জল ও কাষ্ঠ আনাইলেন। তাহার পর তিনি ভৃত্যকে বলিলেন, 'তুই পথে গিয়া থাক; কাহাকেও দেখিলে আমাকে সঙ্কেত করিবি। আমি যখন ডাকিব, তখন আসিবি।' ভৃত্য চলিয়া গেলে মৎসরী আগুন জ্বালিয়া পায়স পাক আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে দেবরাজ শক্র নিজের অপার ঐশ্বর্য্যের কথা ভাবিতেছিলেন। তাঁহার অলঙ্কৃতা দেবপুরী দশসহস্রযোজনব্যাপিনী; সুবর্ণমণ্ডিত দেবপথ ষষ্টিযোজন দীর্ঘ; বৈজয়ন্ত প্রাসাদ সহস্রযোজন উচ্চ; সুধর্ম্মনামক সভামণ্ডপ পঞ্চশত যোজনায়তন; পীতমণিময় শিলাসন ষষ্টিযোজন বিস্তৃত; কাঞ্চনমালাশোভিত শ্বেতচ্ছত্র পঞ্চযোজন পরিধিবিশিষ্ট; সার্দ্ধদ্বিকোটি দিব্যাঙ্গনা নিয়ত তাঁহার চিত্তবিনোদনে নিরতা। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'কি সুকৃতির ফলে আমি এতাদৃশ শ্রীসম্পন্ন হইলাম?' অতীত জন্মে বারাণসীতে তিনি যে মহাদানব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তখন মনশ্চক্ষুতে তাহা দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তিনি ভাবিলেন, 'দেখা যাউক আমার পুত্রপৌত্রাদি এখন কোথায় কোথায় কিভাবে জন্মিয়াছে'। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্র চন্দ্ররূপে, পৌত্র সূর্য্যরূপে, প্রপৌত্র মাতলিরূপে এবং বৃদ্ধপ্রপৌত্র পঞ্চশিখরূপে স্বর্গলোকে বাস করিতেছেন। এইরূপে বৃদ্ধপ্রপৌত্র পর্য্যন্ত সকলের জন্মান্তরগ্রহণ জানিতে পারিয়া তিনি আবার ভাবিলেন, 'পঞ্চশিখের পুত্র এখন কোথায়?' অমনি অনুভাববলে তিনি দেখিতে পাইলেন, সেই কুলাঙ্গার কুলধর্ম্ম বিনষ্ট করিয়াছে। তখন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'সেই নরাধম কার্পণ্যবশতঃ স্বীয় বিপুল ঐশ্বর্য্য নিজেও ভোগ করিতেছে না, অন্যকেও ভোগ করিতে দিতেছে না। সে কুলকীর্ত্তি ধ্বংস করিয়াছে, কাজেই মৃত্যুর পর তাহাকে নরকে যাইতে হইবে। অতএব উপদেশ বলে তাহাকে পুনর্ব্বার কুলধর্ম্মে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে।' তখন সে বুঝিতে পারিবে, লোকে কিরূপে মৃত্যুর পর দেবত্ব লাভ করিয়া থাকে।'

ইহা স্থির করিয়া শক্র, চন্দ্র প্রভৃতিকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, 'চল, আমরা নরলোকে যাই। মৎসরী কৌশিক আমাদের কুলকীর্ত্তি নষ্ট করিয়াছে; সে

পাঠান্তরে এক করণ্ড সর্পিরও ব্যবস্থা আছে।

দানশালা দগ্ধ করিয়াছে, বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও নিজে কিছু ভোগ করিতেছে না, অপরকেও কিছু দিতেছে না। এই মুহূর্ত্তেই সে পায়স খাইবার অভিপ্রায়ে, পাছে ঘরে পাক করিলে অপরকে দিতে হয়, এ আশঙ্কায়, বনে গিয়া একাকী পাক করিতেছে। চল, তাহার চরিত্র শোধন করিয়া এবং তাহাকে দানফল শিক্ষা দিয়া আসি। আমরা যদি সকলে এক সঙ্গে গিয়া তাহার নিকট পায়স চাই, তবে সে হয় ত বনের মধ্যেই মারা যাইবে। অতএব আমি অগ্রে গিয়া পায়স যাচঞা করি; তাহার পর, আমি যখন উপবেশন করিব, তখন তোমারও ব্রাহ্মণের বেশে একে একে সেখানে উপস্থিত হইয়া পায়স চাহিবে।'

এই যুক্তি করিয়া শক্র ব্রাহ্মণের বেশে মৎসরীর সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওহে বাপু, বারাণসী যাইবার কোন পথ?' মৎসরী কহিলেন, 'তুমি পাগল না কি? বারাণসী যাইবার পথটা পর্য্যন্ত জান না? এখানে আসিয়াছ কেন? অন্যত্র চলিয়া যাও।' শক্র যেন তাঁহার কথা শুনিতে পাইলেন না, এই ভাব দেখাইবার জন্য তাঁহার আরও নিকটে গিয়া বলিলেন, 'কি বলিলে, বাপু!' মৎসরী বলিলেন, 'ভাল ত কালা বামুণ! এদিকে আসিলে কেন? সোজাসুজি চলিয়া যাও না!'

শক্র। এত চেঁচাইয়া কথা বল কেন? ধুম দেখা যাইতেছে, অগ্নি দেখা যাইতেছে। বা! তুমি যে পায়স পাক করিতেছ! ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন হইতেছে বুঝি? বেশ, বাবা, আমিও তবে ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় একটু পায়স পাইব। আমাকে তাড়াইয়া দিচ্ছ কেন, বাবা?

মৎসরী। এখানে ব্রাহ্মণ-ভোজন হইবে না, ঠাকুর। তুমি এখনই দূর হও।

শক্র। চট কেন, বাপু? তুমি যখন খাইবে, তখন আমিও একটু পাইব ত।

মৎসরী। তোমাকে এক গ্রাসও দিব না। যে সামান্য পায়স দেখিতেছ, তাহাতে আমার নিজের পেট ভরাই ভাব। তাও আবার ভিক্ষা করিয়া যোগাড় করিয়াছি। তুমি যাও, ঠাকুর; অন্য কোথাও গিয়া খাবার উপায় দেখ।

মৎসরী ভার্য্যার নিকট উপকরণ চাহিয়া আনিয়াছিলেন; মনে মনে তাহা ভাবিয়াই বলিয়াছিলেন, 'তাও আবার ভিক্ষা করিয়া যোগাড় করিয়াছি।' অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন :

১. কেনাবেচা নয় ব্যবসা আমার; পুঁজি নাই কিছু ঘরে
বহু কষ্টে এই আধ আঢ়া চাল এনেছি যোগাড় করে।
পুরিবে না বুঝি আমারই উদর, ভাবিতেছি ইহা চিতে;
কুলাইবে কেন এ পায়সটুকু দুজনার মুখে দিতে।

শক্র। আমিও তোমাকে মধুরস্বরে একটী শ্লোক বলিতেছি, শুন।

মৎসরী। আমার শ্লোক শুনিয়া কাজ নাই।

কিন্তু তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও শক্র নিম্নলিখিত গাথা দুইটী বলিলেন :

২. 'দিব না' এ কথা মুখে আনিও না, ভাই
দানের সমান ধর্ম্ম এ জগতে নাই।
অল্প থাকে, অল্প দেয়; যদি মধ্যবিত্ত হয়,
মধ্যম প্রকার দান করিবে সে জন;
বহুদানে ধনী তোষে যাচকের মন।

৩. শুন, হে কৌশিক, তুমি বচন আমার,
দান কর, ভোগ(ও) কর যা আছে তোমার।
দানের মাহাত্ম্য যত, বর্ণন করিব কত?
অর্হত্ত্ব পর্য্যন্ত লভে দানবলে নর;
একাকী ভোজন করা নহে সুখকর।

শক্রের কথা শুনিয়া মৎসরী বলিলেন, 'ঠাকুর, তুমি অতি উত্তম উপদেশ দিয়াছ, তুমি ব'সো; পায়স পাক হইলে একটু পাইবে।' ইহা শুনিয়া শক্র এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তখন চন্দ্র পূর্ব্ববৎ আবির্ভূত হইয়া শ্রেষ্ঠীর সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন এবং শ্রেষ্ঠীর নিষেধ সত্ত্বেও বলিলেন :

৪. বৃথা যজ্ঞ, বৃথা তার ধন উপার্জ্জন,
অতিথি বসিয়া দ্বারে; বঞ্চিত করিয়া তারে
একাকী আহার করে যে পাষণ্ড জন।

৫. শুন, হে কৌশিক, তুমি বচন আমার,
দান কর, ভোগ(ও) কর যা আছে তোমার।
দানের মাহাত্ম্য যত, বর্ণন করিব কত?
অর্হত্ত্ব পর্য্যন্ত লভে দানবলে নর;
একাকী ভোজন করা নহে সুখকর।

মৎসরী অতিকষ্টে ও নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত বলিলেন, 'তবে ব'সো, তুমিও একটু পাইবে।' এই অনুমতি পাইয়া চন্দ্র শক্রের পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলেন। তাহার পর সূর্য্য আসিয়া ঠিক ঐভাবে আলাপ আরম্ভ করিলেন। মৎসরী পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন, তথাপি তিনি বলিতে লাগিলেন :

৬. সার্থক যজন তার, ধন উপার্জ্জন
অতিথি দেখিলে দ্বারে, খাদ্য দেয় যে তাহারে
একাকী সমস্ত অন্ন না করি ভোজন।

৭. শুন, হে কৌশিক, তুমি বচন আমার,
দান কর, ভোগ(ও) কর যা আছে তোমার।
দানের মাহাত্ম্য যত, বর্ণন করিব কত?

অর্হত্ত্ব পর্য্যন্ত লভে দানবলে নর;
একাকী ভোজন করা নহে সুখকর।

এবারও মৎসরী অতিকষ্টে ও অনিচ্ছার সঙ্গে বলিলেন, 'তুমিই বা বঞ্চিত হইবে কেন? ব'সো, একটু পাইবে।' তখন সূর্য্য গিয়া চন্দ্রের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। অতঃপর মাতলি আসিয়া দেখা দিলেন এবং পূর্ব্ববৎ আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া মৎসরীর সনির্ব্বন্ধ নিষেধ না মানিয়া বলিলেন :

৮. নাগ, যক্ষ, ভূত তূষিবার তরে
বহুবিধ জলাশয়ে পূজা দেয় নরে।
গয়াক্ষেত্রে নদীগর্ভে, নানা বলি দেয় সর্ব্বে,
দ্রোণতীর্থে, তিম্বরুতে—বিশাল তটিনী
বহিছে যেখানে অতি খরস্রোতস্বিনী।

৯-১০. এসব দানের ফল লভে সেই জন,
তার(ই) মনোবাঞ্ছা শুধু হইবে পূরণ,
অতিথি দেখিলে দ্বারে, খাদ্য দেয় যে তাহারে,
একাকী সমস্ত অন্ন না করি ভোজন;
আত্মম্ভরী কোন সুখ পায় না কখন।
শুন, হে কৌশিক তুমি বচন আমার,
দান কর, ভোগ(ও) কর যা আছে তোমার।
দানের মাহাত্ম্য যত, বর্ণন করিব কত?
অর্হত্ত্ব পর্য্যন্ত লভে দানবলে নর;
একাকী ভোজন করা নহে সুখকর।

লোকের বুকের উপর পাথর চাপা পড়িলে যেমন হয়, এই কথায় মৎসরীর সেইরূপ কষ্টবোধ হইল এবং তিনি বলিলেন, 'ব'সো, তুমিও একটু পাইবে।' তখন মাতলি গিয়া সূর্য্যের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। সর্ব্বশেষে পঞ্চশিখ আসিয়া ঐরূপ আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মৎসরীর নিষেধ না মানিয়া বলিলেন :

১১-১২. সূত্রবদ্ধ বড়িশ গিলিয়া লোভবশে
মূঢ় মীনগণ যথা মৃত্যুমুখে পশে,
অতিথি বসিয়া দ্বারে; বঞ্চনা করিয়া তারে
একাকী যে খায় তার(ও) দুর্দ্দশা তেমন;
পাপ-আকর্ষণে করে নরকে গমন।
শুন, হে কৌশিক তুমি বচন আমার,
দান কর, ভোগ(ও) কর যা আছে তোমার।

দানের মাহাত্ম্য যত, বর্ণন করিব কত?
অর্হত্ত্ব পর্য্যন্ত লভে দানবলে নর;
একাকী ভোজন করা নহে সুখকর।

মৎসরী দুঃখভরে বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন, 'তুমিও ব'সো; পাক হইলে একটু পাইবে।' তখন পঞ্চশিখ গিয়া মাতলির পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। এইরূপে সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ উপবিষ্ট হইবামাত্র পায়স পাক শেষ হইল। মৎসরী তাহা উনান হইতে নামাইয়া বলিলেন, 'তোমরা ভোজনের জন্য পাত্র লইয়া আইস।' ব্রাহ্মণবেশধারী দেবগণ স্ব স্ব আসন হইতে উত্থিত না হইয়াই হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক হিমালয় হইতে মালুবালতার[১] পত্র আহরণ করিলেন। তাহা দেখিয়া মৎসরী বলিলেন, 'তোমাদের এত বড় পাতায় দিবার পায়স আমার নাই। খদির বা অন্য কোন গাছের ছোট পাতা আন।' দেবতাগণ তাহাই আনিলেন, কিন্তু সেগুলিও ঢালের মত বড় হইল। মৎসরী দর্ব্বীতে তুলিয়া সকলকে একটু একটু পায়স দিলেন; কিন্তু পরিবেশন করিবার পরেও, ভাণ্ডস্থ পায়স যে কিছুমাত্র কমিয়াছে, এরূপ বোধ হইল না।

পরিবেশনান্তে মৎসরী ভাণ্ডটী লইয়া নিজে আহারে বসিলেন। তখন পঞ্চশিখ আসন হইতে উত্থিত হইয়া কুক্কুরের বেশ ধারণ করিলেন এবং সকলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মূত্রত্যাগ করিলেন। ব্রাহ্মণেরা স্ব স্ব পায়স পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন; মৎসরী হাত দিয়া ঢাকিয়াছিলেন; এক বিন্দু মূত্র গিয়া তাঁহার হাতে পড়িল।

ব্রাহ্মণবেশী দেবতারা কমণ্ডলুতে করিয়া জল তুলিয়া পায়সে ছিটাইয়া দিলেন এবং যেন উহা খাইতেছেন, এইভাবে দেখাইলেন। মৎসরী বলিলেন, 'আমাকেও একটু জল দাও, আমি হাত ধুইয়া খাইব।' তাঁহারা বলিলেন, 'তুমি নিজে জল আনিয়া হাত ধোও।' 'আমি তোমাদিগকে পায়স দিলাম; তোমরা আমায় একটু জল দিবে না?' 'আমরা ভিক্ষাচর্য্যার কোনরূপ বিনিময় করি না'[২]। 'বেশ, না করিলে, কিন্তু আমার ভাণ্ডটার দিকে লক্ষ্য রাখিও; আমি হাত ধুইয়া আসিতেছি।' ইহা বলিয়া মৎসরী অবতরণ করিলেন; ইত্যবসরে কুকুরটা পায়সভাণ্ডটীকে মূত্রপূর্ণ করিল। মৎসরী তাহাকে প্রস্রাব করিতে দেখিয়া এক প্রকাণ্ড যষ্টি লইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে তাড়া করিলেন। তখন পঞ্চশিখ আজানেয় অশ্বের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মৎসরীর অনুধাবন করিলেন এবং কখনও কৃষ্ণ, কখনও শ্বেত, কখনও পীত, কখনও শবলবর্ণ ধারণ করিতে লাগিলেন।

১। এক প্রকার মিষ্ট আলু; ইহার পাতাগুলি বাটীর আকারে গঠিত।

২। পিণ্ডপ্রতিপিণ্ডকর্ম্ম। সঙ্ঘ ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যের বিনিময় নিষিদ্ধ।

তিনি কখনও উচ্চ হইলেন, কখনও নীচ হইলেন এবং এইরূপে নানাভাবে মৎসরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিলেন। মৎসরী তখন প্রাণভয়ে ভীত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকটে গেলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তৎক্ষণাৎ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া আকাশে সমাসীন হইলেন। তাঁহাদের এই অলৌকিক ঋদ্ধি দেখিয়া মৎসরী বলিলেন :

১৩. ব্রাহ্মণ তোমরা দিব্যবর্ণ সমুজ্জ্বল।
কি হেতু এনেছ সঙ্গে, সত্য করি বল,
কুক্কুরে, যে নানা বর্ণে নানা মূর্ত্তি ধরি
ছুটিয়া আসিছে ওই আস্ফালন করি?
কে তোমরা, সত্য বল, এই নিবেদন;
স্বরূপ প্রকাশি কর সন্দেহ ভঞ্জন।

ইহা শুনিয়া দেবরাজ শক্র বলিলেন :

১৪. ইনি চন্দ্র, ইনি সূর্য্য, দেবলোক ত্যজি
তোমার নিকটে হেথা আসিছেন আজি।
মাতলি ইঁহার নাম, দেবের সারথি,
আমি শক্র ত্রিদশআলয়-অধিপতি।
ছুটি যিনি আসিছেন পশ্চাতে তোমার
পঞ্চশিখ নামে তিনি খ্যাত চরাচর।

অতঃপর শক্র নিম্নলিখিত গাথায় পঞ্চশিখের গুণ বর্ণনা করিলেন :

১৫. পাণিস্বর, মৃদঙ্গ, মুরজ, আড়ম্বর,
এ সব যন্ত্রের বাদ্যে বিনিদ্র হইয়া।
প্রভাতে উঠেন যিনি শয্যা তেয়াগিয়া;
মিষ্ট বাদ্য শুনি হন প্রসন্ন অন্তর।

শক্রের কথা শুনিয়া মৎসরী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, আপনারা কি পুণ্যের বলে এই বিভূতি লাভ করিয়াছেন, বলুন ত?' শক্র উত্তর দিলেন, 'যাহারা কৃপণ ও দানকুণ্ঠ, তাহারা এবং পাপাচারেরা কখনও দেবলোকে যাইতে পারে না; তাহারা গিয়া নরকে জন্মে।'

এই ভাব বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শক্র নিম্নলিখিত গাথাটী বলিলেন :

১৬. কৃপণ, কুকার্য্যে রত কায়ে আর মনে,
নিরর্থক নিন্দা করে শ্রমণে, ব্রাহ্মণে,
স্থূল শরীরের যবে হয় অবসান,
হেন নীচাশয় করে নরকে প্রয়াণ।

পক্ষান্তরে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের স্বর্গপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে শক্র বলিলেন :

১৭. ‘সদ্‌গতির আশা পোষে হৃদয়ে যে জন,
করে সে নিয়ত ধর্ম্মপথে বিচরণ;
সর্ব্বদা সংযমে থাকে, দীনে দেয় দান,
দেহান্তে দেবের ধামে করে সে প্রয়াণ।

‘তুমি মনে করিও না যে, আমরা পরমান্ন-ভোজনের উদ্দেশ্যে তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। তোমার অধোগতি দেখিয়া আমাদের মনে করুণার সঞ্চার হইয়াছে। অতএব তোমাকে অনুকম্পা করিবার জন্য আমরা আগমন করিয়াছি।’ এই ভাব সুব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে শক্র নিম্নলিখিত গাথাটী বলিলেন :

১৮. পূর্ব্বজন্ম-সম্বন্ধেতে জ্ঞাতি আমাদের;
অথচ হয়েছ দাস অনর্থ অর্থের;
কোপনস্বভাব তব, পাপাচারে মতি;
অন্তিমে ইঁহার ফল নরকেতে গতি।
আগমন আমাদের রক্ষিতে তোমায়;
ত্যজ পাপ, ভজ ধর্ম্ম থাকিতে সময়।

এই সমস্ত শুনিয়া মৎসরী বিবেচনা করিলেন, ‘ইঁহারা বলিতেছেন যে, ইঁহারা আমার শুভাকাঙ্ক্ষী; আমাকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া স্বর্গে স্থাপিত করিবার জন্য এখানে আগমন করিয়াছেন।’ এই বিশ্বাসে অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া তিনি বলিলেন :

১৯. উপদেশে পাতকীরে করিতে উদ্ধার
এসেছ তোমরা বুঝিলাম এই সার।
হিতৈষীর আজ্ঞা যত পালিব যতনে,
করিনু প্রতিজ্ঞা আমি এই মনে মনে।

২০. আজ হতে কৃপণতা করি পরিহার
কোন পাপে লিপ্ত মন হবে না আমার।
অদেয় আমার আর কিছু মাত্র নাই,
যা’ আমার, অংশ তার পাইবে সবাই।
জলমাত্র থাকে যদি, তার(ও) অংশ দিব;
অকাতরে করি দান যাচকে তূষিব।

২১. দান-হেতু ধনক্ষয় ঘটিবে যখন
করিব তখন আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ।
বিষয়-বাসনা যত, পাইবে বিলয়;
এই মম বাঞ্ছা, শক্র, কহিনু নিশ্চয়।

এইরূপে মৎসরীকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করিয়া শক্র তাঁহাকে আত্মসংযম শিক্ষা

দিলেন, দানফল বুঝাইলেন, সদুপদেশ দিয়া পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন এবং অনুচরগণসহ দেবনগরে ফিরিয়া গেলেন। মৎসরীও নগরে প্রবেশ করিয়া রাজার অনুমতি লইয়া সঞ্চিত ধন বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, যাচকেরা যে যে পাত্র লইয়া আসিবে, সে তাহাই পূর্ণ করিয়া ধন গ্রহণ করিতে পারিবে। এইরূপে সমস্ত ধন নিঃশেষ করিয়া তিনি অবিলম্বে সংসার ত্যাগ করিলেন এবং হিমালয়ের দক্ষিণ, পার্শ্বে, একদিকে গঙ্গা, অন্যদিকে একটী হ্রদ[১], এরূপ কোন স্থানে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা-গ্রহণান্তর বন্যফলমূলে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। এইভাবে দীর্ঘকাল যাপন করিয়া তিনি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেন।

(২)

যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন শক্রের আশা, শ্রদ্ধা, শ্রী ও হ্রী-নাম্নী চারিটী কন্যা ছিলেন। তাঁহারা এক দিন প্রচুর দিব্যমাল্যগন্ধাদি লইয়া জলকেলি করিবার অভিপ্রায়ে অনবতপ্ত হ্রদে[২] গমন করিয়াছিলেন। ক্রীড়া শেষ হইলে শক্রকন্যাগণ মনঃশিলাতলে উপবেশন করিলেন। সেই মনঃশিলার শিখরদেশে কাঞ্চনগুহায় নারদ-নামক এক ব্রাহ্মণ তপস্বী বাস করিতেন। তিনি ঐ দিন দিবাভাগে বিশ্রাম করিবার জন্য ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন এবং সেখানে নন্দনবনস্থ চিত্রকূট শিলায় এক লতাকুঞ্জে ক্লান্তি অপনোদনপূর্ব্বক ফিরিবার কালে আতপরিবারণার্থ একটী পারিচ্ছত্রক পুষ্প[৩] লইয়া আসিতেছিলেন। শক্রকন্যাচতুষ্টয় নারদের হস্তে ঐ দিব্য পুষ্প দর্শন করিয়া উহা যাচঞা করিলেন।

অনন্তর শাস্তা সমস্ত বৃত্তান্ত বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :

২২. নগকুলরাজ গন্ধমাদনের সুরম্য শিখরদেশ;
কেলি করে সেথা শক্রকন্যাগণ পরি মনোহর বেশ।
এমন সময়ে দেখা দিলা আসি, দেবতরু-শাখা ল'য়ে,
তাপস নারদ, গমন যাঁহার অবাধ ভুবনত্রয়ে।

২৩. সে তরুর ফুল সৌরভে অতুল, ত্রিদশগণের ভোগ্য,
অতি রমণীয় দেবরাজপ্রিয়; অন্যে নয় তার যোগ্য।
দানব মানব, সাধ্য কারো নাই করে তাহা দরশন;

১। জাতস্‌স = জাতসরঃ বা দেবখাত, হ্রদ।

২। বৌদ্ধসাহিত্যে হিমালয়স্থ সপ্তমহাসরোবরের অন্যতম।

৩। সংস্কৃত সাহিত্যের 'পারিজাত'। মর্ত্ত্যলোকে এই পুষ্প এদেশে 'পাল্‌টে মান্দার' নামে পরিচিত।

সেবিতে তাহারে না পারে অপরে, বিনা স্বর্গবাসিগণ!

২৪. আশা, শ্রদ্ধা, শ্রী, হ্রী কনকবরণী, রূপে গুণে অদ্বিতীয়া,
নারদের হাতে দেখি পারিজাতে উঠে সবে দাঁড়াইয়া।
পারিজাত পেলে পরিপাটি বেশ হবে এই ভাবি মনে,
মুনির নিকট করিল প্রার্থনা একবাক্যে চারিজনে—

২৫. 'অপর কাহাকে দিবে বলি মনে নাহি যদি অভিপ্রায়,
দয়া করি তবে দেবপুষ্প ওই দাও, তব পড়ি পায়!
বাসব যেমন, তুমিও তেমন সদয় মোদের প্রতি;
সর্ব্বসিদ্ধিলাভ হইবে তোমার, শুন, ওহে মহামতি।'

২৬. দেবকন্যাগণ করিলা প্রার্থনা পুষ্প পাইবার আশে;
শুনি তাহা মুনি, ঘটাতে কলহ, কহিলা মধুর ভাষে—
'নাহি প্রয়োজন এ পুষ্পে আমার; করিলাম আমি দান।'
শ্রেষ্ঠা যেই জন তোমাদের মাঝে, করুক সে পরিধান।

নারদের কথা শুনিয়া দেবকন্যারা বলিলেন :

২৭. তুমি, মহামুনি, সর্ব্ব জ্ঞানের আধার;
যাকে ইচ্ছা তাকে দাও করিয়া বিচার।
তুমি যাকে দিবে পুষ্প, শুন, মহাশয়,
তাহাকেই শ্রেষ্ঠ মানি লইব নিশ্চয়।

নারদ উত্তর করিলেন :

২৮. এ যুকতি ভাল নহে, লো সুন্দরি[১];
আমি কেন এই ভার ঘাড়ে করি?
ঘটাব কলহ, হইয়া ব্রাহ্মণ!
আমা হতে ইহা হবে না কখন[২]।
যাও পিত পাশে—ভূতনাথ যিনি[৩],
মীমাংসা ইঁহার করিবেন তিনি।
কে উচ্চ, কে নীচ, জানা আছে তাঁর;
তাঁরি কাছে হবে-উচিত বিচার।

[অনন্তর শাস্তা বলিলেন :]

---

[১]। মূলে 'সুগাত্তে' আছে। চারি জনের সঙ্গে আলাপ করিলেও নারদ একজনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উত্তর দিতেছেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

[২]। অতএব দেখা যাইতেছে, এই জাতকের রচনাসময়েও নারদের কলহঘটনপ্রিয়তা জনসাধারণের সুবিদিত ছিল।

[৩]। পালি সাহিত্যে শক্রই ভূতনাথ বা ভূতপতি নামে বর্ণিত হইয়া থাকেন।

২৯. যশের গৌরবে মত্তা দেব-কন্যাগণ,
নারদের বাক্য শুনি রুষিল তখন।
সহস্রলোচন শক্র বিরাজেন যথা,
ত্বরা করি সবে গিয়া উতরিল তথা।
বলে, 'পিতঃ, কোন্ কন্যা, বল ত তোমার,
গুণগ্রামে শ্রেষ্ঠপদ করে অধিকার?

শক্রকন্যাগণ এই প্রশ্ন করিয়া উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

৩০. উৎকণ্ঠিত মনে কৃতাঞ্জলিপুটে উত্তরের প্রতীক্ষায়
দাঁড়াইয়া আছে কন্যাচতুষ্টয়, দেখি পুরন্দর[১] কয়,—
'তুল্য রূপে গুণে তোমরা সকলে, তারমত্য কিছু নাই;
করিল বপন এ কলহবীজ, কে, বল? শুনিতে চাই।'

দেবকন্যাগণ উত্তর দিলেন :

৩১. সানুদেশে গিরিবর গন্ধমাদনের
পাইলাম দেখা মোরা ঋষি নারদের,
সত্যের নির্ণয়ে যাঁর অসীম শকতি,
সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকে অব্যাহত গতি;
করেন ধর্ম্মের পথে সদা বিচরণ,
বলিলেন আমা সবে সেই তপোধন—
'জানিবারে চাও যদি তোমাদের মাঝে
কে উত্তম, কে অধম, পুছ দেবরাজে।'

শক্র ভাবিলেন, 'ইঁহারা চারি জনেই আমার কন্যা। আমি যদি বলি যে, ইহাদের মধ্যে অমুকা গুণগ্রামে শ্রেষ্ঠা, তবে অপর তিন ক্রুদ্ধা হইবে। অতএব এ ক্ষেত্রে কোন মীমাংসা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। ইহাদিগকে হিমালয়ে কৌশিক তাপসের নিকট প্রেরণ করা যাউক; তিনিই ইহাদের প্রশ্নের সদুত্তর দিবেন।' ইহা স্থির করিয়া শক্র বলিলেন, 'দেখ, তোমাদের এ বিবাদ আমি মীমাংসা করিতে পারিব না; হিমালয়ে কৌশিক নামক এক তাপস আছেন। আমি তাঁহার নিকট আমার ভোজ্য সুধা প্রেরণ করিতেছি। তিনি অন্যকে না দিয়া কোন দ্রব্য উদরস্থ করেন না; দিবার সময়েও বিচার করিয়া যাহারা গুণবান, তাহাদিগকেই দিয়া থাকেন। অতএব তোমাদের মধ্যে যে তাঁহার হস্ত হইতে এই সুধার অংশ পাইবে, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলিয়া পরিগণিত হইবে। হে বরাঙ্গি,

---

[১]। বৌদ্ধমতে, মানবজন্মে পুরীতে পুরীতে দান করিয়াছিলেন বলিয়া, শক্রের এক নাম পুরন্দর।

৩২. মহারণ্যমাঝে তপস্যানিরত আছেন সে মহামুনি;
না দিয়া অপরে কণামাত্র কভু নাহি খান অন্ন তিনি।
উপযুক্ত পাত্রে দান দেন তিনি; অপাত্রে কভু না পায়;
দিবেন যাহারে, তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ বলি মেন তায়।'

দুহিতাদিগকে এইরূপে কৌশিকের নিকট প্রেরণ করিয়া শক্র মাতলিকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাকেও ঐ আশ্রমে পাঠাইবার অভিপ্রায়ে বলিলেন :

৩৩. হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ পার্শ্বেতে
গঙ্গাতীরে দেখিবে যে তাপস-পুঙ্গবে,
কৌশিক তাঁহার নাম; অতি ক্লিষ্ট তিনি
অভাববশতঃ খাদ্য আর পানীয়ের।
অতএব যাও তুমি, হে দেব-সারথে,
দাও গিয়া সুধা তাঁরে ভোজনের তরে

অতঃপর শাস্তা বলিলেন :

৩৪. আজ্ঞা পেয়ে দেবেন্দ্রের মাতলি তখনি
সহস্রতুরগযুক্ত স্যন্দনে আরোহি
ছুটিলা অশনিবেগে; উতরিলা গিয়া
মুনির আশ্রম যেথা; দিলা সুধাভাণ্ড
হস্তে তাঁর; দেখা কিন্তু নাহি দিলা নিজে।

কৌশিক সুধাভাণ্ড গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান অবস্থাতেই বলিলেন :

৩৫. অগ্নি-পরিচর্য্যা করি আসিনু কুটীর-দ্বারে
তিমিরারি করিতে বন্দন, হেনকালে কে গো তুমি,
বল দেখি কোন্ দ্রব্য হস্তে মোর করিলা অর্পণ?
এ নহে অন্যের কাজ; বিনা শক্র দেবরাজ
এত দয়া কে দেখায় আর? সর্ব্বভূতে অতিক্রমি
বিরাজ করেন তিনি; ধন্য তাঁর মহিমা অপার।

৩৬. ধবল শঙ্খের মত; সুগন্ধে মানস হয়ে,
হেন দ্রব্য পূর্ব্বে দেখি নাই; পবিত্র, অদ্ভুত ইহা,
দেখিলে জুড়ায় আঁখি, তুলনা ইঁহার কোথা পাই?
কোন্ দেব, বল তুমি, অধমেরে দয়া করি
করিয়াছ হেথা আগমন? নয়ন-মানসহর
কি বা অপরূপ দ্রব্য হস্তে মোর করিলা অর্পণ?

মাতলি উত্তর দিলেন :

৩৭. মহেন্দ্রের আজ্ঞা পেয়ে আসিয়াছি হেথা ধেয়ে,
তবে তরে, মহামুনে, সুধাভাণ্ড লয়েঃ
ভোজ্যোত্তম এই সুধা খেয়ে নাশ কর ক্ষুধা
মাতলি আমার নাম; খাও নিঃসংশয়ে।

৩৮. রসোত্তম সুধা এই ভোজন করিবে যেই
দ্বাদশ দুঃখের তার হবে নিবারণ—
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অসন্তোষ, বৈরভাব, ক্রোধদোষ,
গাত্রব্যথা, ক্লান্তি, তথা কলহে মগন,
শীতগ্রীষ্মে কাতরতা চরিত্রের পিশুনতা,
আলস্য—এসব হতে পাবে অব্যাহতি।
সত্বর ভোজন কর, নিঃসংশয়ে, মুনিবর,
শক্রদত্ত সুধা, যার এমন শকতি।

ইহা শুনিয়া কৌশিক নিজে যে ব্রত পালন করেন, তাহা বুঝাইবার জন্য মাতলিকে বলিলেন :

৩৯. একাকী ভোজন অসঙ্গত ভাবি
ব্রতোত্তম এই করেছি গ্রহণ—
ভোজ্য অংশ কিছু না দিয়া অপরে
করিব না কভু গলাধঃকরণ।
একাকী ভোজন অতি অবিধেয়,
শুনিয়াছি আমি আর্য্যগণমুখে,
না দিয়া অপরে আহার যে করে,
বঞ্চিত সে পাপী সর্ব্ববিধ সুখে।

মাতলি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদন্ত, অপরকে অংশ না দিয়া ভোজন করিলে এমন কি দোষ হয় দেখিয়াছেন যে, আপনি এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন?'

কৌশিক বলিলেন :

৪০. নারীহন্তা, ব্যভিচারী, মিত্রজনদ্রোহকারী
দানকুণ্ঠ, সাধুদ্বেষী—এই পঞ্চজন
নরাধম বলি খ্যাত; তাই এই দানব্রত,
শুন হে, মাতলে, আমি করেছি গ্রহণ।

৪১. স্ত্রী-পুরুষ এ বিচার নাহিক দানে আমার
পণ্ডিতেরা একবাক্যে দানগুণগানে;
করে দান অকাতরে, এ হেন বদান্য নরে
শুচি, সত্যপ্রিয় বলি সকলে বাখানে।

ইহা শুনিয়া মাতলি দৃশ্যমান শরীর পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। সেই সময়ে দেবকন্যারাও এক একজন কৌশিকের এক একদিকে অবস্থিতি করিলেন। শ্রী রহিলেন পূর্ব্বদিকে, আশা দক্ষিণদিকে, শ্রদ্ধা পশ্চিমদিকে এবং হ্রী উত্তরদিকে।

এই ভাব পরিস্ফুট করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৪২. আশা, শ্রদ্ধা, শ্রী, হ্রী, কনকবরণী
বাসবনন্দিনী এ চারি ভগিনী
পিতার আদেশে সুধার কারণ
কৌশিক-আশ্রমে দিলা দরশন।

৪৩. চতুরা চারিটী বাসবদুহিতা
চৌদিকে মুনির হ'ল অবস্থিতা,
উজলি চৌদিক অগ্নিশিখাপ্রায়
দিব্যদেহযষ্টি-রূপের ছটায়।
নেহারি সে রূপ পরমপুলকে
জিজ্ঞাসে তাপস মাতলি-সম্মুখে—

৪৪. 'পূরব আকাশে শুকতারাসমা[১],
অথবা কনক-লতিকা-উপমা,
দেববালা তুমি; নাম তব বল,
নিবৃত্ত আমার কর কৌতুহল।'

৪৫. 'পূজ্যা নরকুলে শ্রী আমার নাম
পুণ্যাত্মায় সদা করি অধিষ্ঠান;
সুধাদানে মোর পূর মনস্কাম;
এসেছি করিতে হেথা সুধাপান।

৪৬. সুখী করিবারে চাই আমি যারে
সর্ব্ব মনোরথ লভিতে সে পারে;
হোতৃশ্রেষ্ঠ তুমি, মহাপ্রজ্ঞাবান,
শ্রীকে তুষ্ট কর করি সুধাদান।'

ইহা শুনিয়া কৌশিক বলিলেন :

৪৭. সর্ব্বশিল্পপটু, পরম বিদ্বান,
পৌরুসম্পন্ন, অতি বুদ্ধিমান
সেও শ্রী তোমার দয়া নাহি পায়

---

[১]। 'ওষধিতারবরা'। ওষধিতারা বলিলে শুকতারা বুঝাইবে কি? চন্দ্র কিন্তু ওষধিপতি।

অশেষ কেলেশে দিন তার যায়।
এই কি তোমার সাধু ব্যবহার?
ন্যায়ান্যায়ে তব এই কি বিচার?

৪৮. দেখি পুনঃ কোন অলস মানব,
উদরসর্ব্বস্ব, নীচকুলোদ্ভব,
অতি কদাকার, প্রসাদে তোমার
ভুঞ্জে নানা সুখ, ঐশ্বর্য্য অপার।
কুলীন-সন্তান দৈন্যের জ্বালায়
দাস হয়ে তার(ই) চরণে লুটায়।

৪৯. পণ্ডিত জনের পীড়নে নিরতা,
মূঢ়া, পাত্রাপাত্র-জ্ঞান-বিরহিতা;
ন্যায়ের মর্য্যাদা নাহি তব ঠাঁই;
তুষিতে তোমার ইচ্ছা মোর নাই।
সুধা দূর থাক—উদক, আসন,
তাও, শ্রী, তোমায় দিব না কখন।

এই কথা শুনিয়া শ্রী তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর কৌশিক আশাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

৫০. চিত্রাঙ্গদা শুক্লদতী কে তুমি, কল্যাণি,
বিমৃষ্ট-কনকময়কুণ্ডল-ধারিণি?
দিব্য শ্বেত দুকূলেতে গাত্র আচ্ছাদিত,
কর্ণিকার, অশোকের মঞ্জরী লোহিত
কর্ণদ্বয়ে দুলে তব; যাহার ছটায়
কুশাগ্নির উজ্জ্বলতা মানে পরাজয়।

৫১. যেরূপ ব্যাধের বাণে অবিদ্ধা হরিণী
চকিত নয়নে চায় বনবিহারিণী,
সেই মত দৃষ্টি তব, নাহি কি লো ভয়
একাকী ভ্রমিতে বনে? কে তব সহায়?

আশা উত্তর দিলেন :

৫২. সহায় এখানে মোর নাহি কোন জন,
অমরাবতীতে[১] আমি লভেছি জনম,

---

[১]। মূলে 'মসক্কসার' পদ আছে। পালি টীকাকারের মতে ইহার অর্থ 'ত্রয়স্ত্রিংশভবন'। সংস্কৃতে এই শব্দের কোন প্রতিরূপ দেখা যায় না। সংস্কৃত 'মসারক' শব্দ ইন্দ্রনীলমণিবাচক। ইহা হইতেই কি 'মসারক' বা 'মসক্কসার' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে?

আশা নাম ধরি আমি, সুধার আশায়
এসেছি তোমার পাশে, শুন, মহাশয়।
তাপস কৌশিক তুমি মহাপ্রজ্ঞাবান;
সুধাদান করি রাখ আমার সম্মান।

ইহা শুনিয়া কৌশিক বলিলেন, 'শুনিতে পাই যে, তুমি যাহাকে ইচ্ছা কর, কেবল তাহারই আশা পূরণ করিয়া তাহার মনে আবার নব নব আশায় উৎপাদন করিয়া থাক, কিন্তু যাহাকে অনুগ্রহ কর না, তাহাকে নিয়ত নৈরাশ্যের মধ্যেই রাখ। শেষোক্ত ব্যক্তির কার্য্যসাফল্য সম্পূর্ণরূপে তোমার সাহায্যনিরপেক্ষ।' এই ভাবের বিশদীকরণার্থ তিনি নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :

৫৩. আশার ছলনে ধন-অন্বেষণে বণিক্ বিদেশে যায়,
পণ্যপরিপূর্ণ পোতে আরোহিয়া সাগর তরিতে ধায়।
দৈবযোগে যদি মগ্ন হয় তরী, ধনে প্রাণে মারা যায়,
বাঁচিলেও প্রাণে, চিরদিন তরে ধননাশে দুঃখ পায়।

৫৪. আশার ছলনে কৃষীবলগণ ক্ষেত্রের কর্ষণ করে,
বপে বীজ তাহে, করে কত শ্রম শস্য লভিবার তরে।
কিন্তু কোন ঈতি[১] দেখা দেয় যদি, তা হলে ত রক্ষা নাই;
ক্ষেত্র ছারখার; অভাগা চাষার সে আশায় পড়ে ছাই।

৫৫. আশার ছলনে বিলাসী মানব তুষিতে প্রভুর মন
যায় যুদ্ধক্ষেত্রে পৌরুষ দেখাতে বল এ কি বিড়ম্বন?
শত্রুর বিক্রমে ছত্রভঙ্গ শেষে; যে যাহার প্রাণ লয়ে
কপর্দ্দক মাত্র না লভি সমরে পলায় চৌদিকে ভয়ে।

৫৬. আশার ছলনে স্বর্গলাভ-হেতু জ্ঞাতিজনে করি দান
ধনধান্য আদি সর্ব্বস্ব, বিষয়ী সংসার ছাড়িয়া যান;
কঠোর তপস্যা করি দীর্ঘকাল মার্গ-দোষহেতু, হায়,
অশেষ দুর্গতি লভেন তাঁহারা দেহের হইলে ক্ষয়।

৫৭. কুহকিনি আশে, ত্যজ সুধা-আশা; তোমার মতন যারা,
সুধা ত দুর্লভ, আসন, উদক ইঁহার না পায় তারা।

এইরূপে প্রত্যাখ্যাতা হইয়া আশাও তন্মুহূর্ত্তেই অন্তর্হিতা হইলেন। তখন কৌশিক শ্রদ্ধার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন :

---

[১]। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মূষিক, শলভ, শুকপক্ষী ও প্রত্যাসন্ন রাজা, এই ষড়বিধ শস্যনাশক।

৫৮. কে তুমি গো যশস্বিনি! আলোকিত করি রূপে
অকল্যাণকরী[১] দিকে লয়েছ আশ্রয়?
কাঞ্চনবল্লীর সম দেহ তব অনুপম;
কোন্ দেবী তুমি মোরে বল ত নিশ্চয়।

ইঁহার উত্তরে শ্রদ্ধা বলিলেন :

৫৯. নরকুলে পূজ্য আমি শ্রদ্ধা এই নাম ধরি,
পুণ্যাত্ম-হৃদয় সদা আমার সদন;
সুধা পাইবার তরে ঘটিয়াছে যে বিবাদ,
তাহার(ই) মীমাংসা-হেতু হেথা আগমন।
পরম পণ্ডিত তুমি মহাপ্রজ্ঞাবান,
সুধা দিয়া রক্ষা কর আমার সম্মান।

এই পরিচয় পাইয়া কৌশিক বলিলেন, 'মনুষ্যেরা যার তার কথায় শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়া তদনুসারে পরিচালিত হয়; এই নিমিত্ত তাহারা কর্ত্তব্য অপেক্ষা অকর্ত্তব্যেরই অধিকতর অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অতএব প্রকৃতপক্ষে তাহাদের এই সমস্ত পাপাচারের জন্য তোমাকেই দায়ী বলিতে হয়।

৬০. শ্রদ্ধাবশে হয় লোকে কখনও যা পুণ্যব্রত,
দাতা, দান্ত, ত্যাগী, জিতেন্দ্রিয়;
কভু বা কুপথে চলি পরপরীবাদ করে,
হয় মিথ্যাবাদী, চৌর্য্যপ্রিয়।

৬১. গৃহে পতিব্রতা নারী, সুশীলা, সদ্‌বংশজাতা,
রূপে গুণে সদৃশী ভর্ত্তার;
তাহার সংসর্গে থাকি, বাসনা সংযত করি
পারে লোক করিতে সংসার।
কিন্তু বারবনিতার ছলনায় ভুলি নর
হেন ভার্য্যা ত্যাগ করি যায়,
মিটিবে দুধের তৃষ্ণা পঙ্কিল সলিলপানে
এই মূর্খ ভাবে হায়, হায়!

৬২. তোমার প্রভাবে, শ্রদ্ধে, পরদারসেবী নর,
পুণ্যত্যাগী, পাপপরায়ণ;
সুধা ত দূরের কথা, জলাসন পাইবারে
অযোগ্য, যে তোমার মতন।

---

[১]। পশ্চিম দিকে।

এই কথা শুনিয়া শ্রদ্ধাও অন্তর্হিতা হইলেন। তখন কৌশিক উত্তর দিকে অবস্থিতা-হ্রী দেবীর সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিয়া দুইটী গাথা বলিলেন :

৬৩. কে তুমি, কল্যাণি, হোথা? দেবতা কিবা অপ্সরী,
দাঁড়ায়ে রয়েছ রূপে চৌদিক্ উজ্জ্বল করি?
প্রভাতে অরুণোদয়ে বিচিত্রবসনপরা
স্মিতমুখে শোভে যেন, প্রাচীদিক্ মনোহরা;

৬৪. কিংবা যেন দগ্ধক্ষেত্রে নবজাতা কালালতা'[১]
দুলে যবে বায়ুভরে লোহিতপত্রমণ্ডিতা?
নয়নে সলজ্জদৃষ্টি দেখি তব হয় মনে
কি যেন বলিতে ইচ্ছা করিয়াছ, বরাননে।
অথচ নীরব তুমি রহিয়াছ কি কারণ?
বল সত্য, কি নিমিত্ত হেথা তব আগমন?

হ্রী উত্তর দিলেন :

৬৫. মানবকুলের পূজ্যা হ্রী দেবী আমার নাম,
স্পর্শে মম পূত সদা পুণ্যাত্ম-হৃদয়-ধাম।
বিবাদ সুধার হেতু, তাহার মীমাংসা তরে
এসেছি তোমার কাছে; কিন্তু বাক্য নাহি সরে।
নিতান্ত অক্ষমা সুধা যাচিতে তোমার ঠাঁই;
যাচঞাসমা রমণীর নির্লজ্জতা আর নাই।

ইঁহার উত্তরে কৌশিক দুইটী গাথা বলিলেন :

৬৬. সুগাত্রে, তোমার এই সুধা পাইবার
ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আছে পূর্ণ অধিকার।
কে বলে চাহিলে শুধু সুধা পাওয়া যায়?
অযাচিত নিমন্ত্রণ করিনু তোমায়।
পাবে পূজা, খাবে সুধা কুটীরে আমার,
যার জন্য আগমন এখানে তোমার।

৬৭. অতএব, হে তন্বঙ্গি, করি নিমন্ত্রণ,
কর এ আশ্রমে অদ্য আতিথ্য গ্রহণ।
নানারসযুক্ত খাদ্যে করিব অর্চ্চনা,

---

[১]। কালা, কলম্বীলতা (?)—ipomoea coerulia (নীল কলমী)। ইহার বীজ 'কালাদানা' নামে পরিচিত। কিন্তু প্রথমে ইহার পত্রগুলি কি লোহিতবর্ণ থাকে? বসন্তের শেষে বা গ্রীষ্মারম্ভে কৃষকেরা বনভূমির বা ক্ষেত্রের শুষ্ক উদ্ভিদকাণ্ডাদি অগ্নিপ্রয়োগে দগ্ধ করিয়া থাকে। বর্ষাকালে তাহা আবার নবকিসলয়মণ্ডিত তৃণলতাদিতে সুশোভিত হয়।

আস্বাদে যাহার তৃপ্ত হইবে রসনা।
যে সুধার তরে তব হেথা আগমন,
তাহাও পাইবে অগ্র করিতে ভোজন।
তব ভোজনান্তে যাহা অবশিষ্ট রবে,
তাহাতেই এ দীনের ক্ষুন্নিবৃত্তি হবে।

ইঁহার পর শাস্তার মুখ হইতে কয়েকটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা বাহির হইল :

৬৮. দিব্যদ্যুতিবিমণ্ডিতা হ্রীদেবী তখন
কৌশিকের নিমন্ত্রণে প্রবেশি আশ্রমে
অপরূপ শোভা তার হেরিলা নয়নে।
বিরাজে বিটপিরাজী চৌদিকে সেখানে
ফলভারে অবনত; কুল কুল ধ্বনি
শ্রবণে অমৃত বর্ষে গিরিতটিনীর।
শত শত সাধুজনসমাগমে সদা
পবিত্র সে ভূমি; পাপ নাহি পশে সেথা।

৬৯. ঘনসন্নিবিষ্ট তথা নানা তরুলতা—
পিয়াল, পনস, আম্র, অশোক, কিংশুক,

৭০-৭১. শাল, সৌভাঞ্জন, লোধ্র, পদ্ম, কেক, ভঙ্গ,
তিলক, বরুণ, জম্বু, অশ্বত্থ, ন্যগ্রোধ,
মধুক, বেদিশ, বেণু, তিন্দুক, পাটলি,
সুবর্ণক, সিন্ধুবার, কেতকী, কদলী,
ভূর্জ্জ, মুচকুন্দ আদি কত, কি বলিব?—
ফলে ফুলে, সৌরভেতে, অথবা ছায়ায়,
যাহার যেমন শক্তি, বিতরি সর্ব্বস্ব[১],

---

[১]। এই গাথাগুলিতে বনৌষধিবর্গের নামের ঘটা দেখিয়া ইংরাজী অনুবাদক হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমারও অবস্থা প্রায় তদ্রূপ। অতিকষ্টে যেগুলির স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিয়াছি এবং যেগুলির পারি নাই, তাহা নিম্নে দেখাইতেছি। 'সৌভাঞ্জন' আমাদের সজ্‌না। 'পদ্ম' দ্বারা এখানে স্থলপদ্ম বুঝিতে হইবে। 'কেক' কি বুঝিতে পারি নাই। কেহ কেহ 'কোক' এই পাঠ করেন। কোক = খর্জ্জুর। 'ভঙ্গ' ভাঙ্গ বা 'সিদ্ধি'। তিলক একপ্রকার পুষ্পগুল্ম। শ্বেত ও লোহিত পুষ্পভেদে ইহা না কি দুই প্রকার, কিন্তু ইহা আমি দেখি নাই। 'বেদিশ' কি জানি না। 'সুবর্ণক' সোণালি; সংস্কৃতে ইহার নামান্তর বাতঘাতক বা কর্ণিকার; মূলে ইহার পরিবর্ত্তে 'উদ্দালক' শব্দ আছে। পাটলির বর্ণনা অভিজ্ঞান-শকুন্তলেও পড়িয়াছি; ইহা বোধ হয় পারুল। 'তিন্দুক' আমাদের গাব (গালব শব্দজ কি?) বা আবলুশ এবং 'সিন্ধুবার' নিষিন্দা। মূল গাথায় 'অশোক' বৃক্ষের উল্লেখ নাই; উহা আমি জোর করিয়া বসাইয়াছি। কদলীর উল্লেখ পরবর্ত্তী গাথায় আছে; সঙ্গতির অনুরোধে ইহাকেও আমি স্থানচ্যুত

পালে অকাতরে এরা পরহিতব্রত।
কোথাও রয়েছে ক্ষেত্র বিবিধ শস্যের—
শ্যামাক, নীবার, ধান্য, তণ্ডুল, চীনক[১],
মুদ্‌গ, মাষ আদি, তথা শিম্বী নানারূপ[২]।

৭২. শোভিছে উত্তর ভাগে দর্পণের মত
সর্ব্বত্র অভগ্নতট দীর্ঘ সরোবর;
শৈবালাদিবিবর্জ্জিত বারিরাশি তার
দেখিলে জুড়ায় চক্ষু।

৭৩. বিচরে নিভয়ে
মনের আনন্দে সেথা পাঠীন, শকুল,
শতবক্র, কাকমৎস্য, সবক্র, রোহিত,
কাকিণ্ন, আলিগর্গর, শৃঙ্গী আদি মৎস্য;
না ঘটে অভাব কভু খাদ্যের তাদের[৩]।

৭৪. প্রচুর খাদ্যের লোভে রহে তার তটে
বিহঙ্গম নানাজাতি নিঃশঙ্ক হৃদয়ে—
হংস, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, ময়ূর, কোকিল,
বহুচিত্রা, জীবঞ্জীব, উৎক্রোশ ইত্যাদি[৪]।

৭৫-৭৬. বারিপান-হেতু সেই স্বচ্ছ সরোবরে,
আসে যায় অবিরত কত শত পশু—
কেহ হিংস্র, কেহ শান্ত; মাহাত্ম্য এমনি
কিন্তু সেই আশ্রমের, ছাড়িয়াছে এরা

করিয়াছি। মূলে মোচ ও কদলী পৃথক পৃথক উল্লিখিত হইয়াছে। পালি টীকাকার বলেন ‘মোচ = অষ্টিকদলী, অর্থাৎ বীচে কলা। ইহা হইতেই কি আমাদের মুখরোচক ‘মোচার’ উদ্ভব?

[১]। শ্যামাক—‘শ্যামা’ ঘাসের বীজ। লোকে ইহার চাষ করিয়া থাকে। নীবার—বনজ ধান্য। ‘তণ্ডুলা—নিক্কুণ্ডকথুসা সয়ংজাত তণ্ডুলসীসানি’ অর্থাৎ ইহা কাণ্ড হইতে তণ্ডুলরূপেই বহির্গত হয়; ইহার গায়ে কুঁড়া বা তূষ কিছুই থাকে না। চীনক—চীনা। ইহা প্রথমে চীনদেশ হইতে আসিয়াছিল কি? সংস্কৃতে কিন্তু ইহার নাম ‘ব্রীহিভেদ’।

[২]। মূলে ‘হরেণুকা’ এই পদ আছে। পালি সাহিত্যে ‘হরেণু’ বলিলে মুগ, মাষ, তিল, কুলত্থ, অলাবু ও কুষ্মাণ্ড বুঝায়। সংস্কৃত ভাষায় ‘হরেণু’ শব্দে এক প্রকার মটর বুঝায়।

[৩]। পাঠীন—বোয়াইল মাছ। শকুল—শোল মাছ। শৃঙ্গী—শিঙ্গী মাছ। শতবক্র প্রভৃতি কতকগুলি মাছ যে কি প্রকার, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ‘কাকিণ্ন’ কাঁকলে মাছ কি?

[৪]। পক্ষিপর্য্যায়ে মূলে ময়ূর ও শিখণ্ডী উভয় শব্দই দেখা যায়। টীকাকার ‘শিখণ্ডী’ শব্দে শিখাযুক্ত পক্ষী বুঝিয়াছেন।

বৈরভাব স্বাভাবিক। করে বারিপান।
সিংহ-ব্র্যাঘ্র-তরক্ষু-ভল্লুক-কোক-পাশ্বে
গণ্ডার, গবয়, অশ্ব, মহিষ, বরাহ,
বিড়াল, শশক, আর মৃগ নানাজাতি—
রোহিত, এণক, রুরু, গোকর্ণ, কর্ণিকা[১],
কদলী প্রভৃতি। পুণ্যক্ষেত্র সে আশ্রম।

৭৭. বিচিত্র কুসুমাকীর্ণ শিলাপট্টাসীন
দ্বিজকণ্ঠ-সমুত্থিত শাস্ত্রবাক্যে সদা
মুখরিত; সাধুশীল দ্বিজগণ ছাড়া
না করে বসতি সেথা অন্য কোন জন।

ভগবান এইরূপে কৌশিকের আশ্রমের বর্ণনা করিলেন। অনন্তর হ্রীদেবীর আশ্রম প্রবেশাদি বলিতে লাগিলেন :

৭৮. তরুর হরিৎশাখে ভর দিয়া চারুগাত্রী কুটীরের দ্বারদেশে যায়—
নীল মহামেঘ হতে ছুটিয়া বিজলী যেন অবতীর্ণা হইল ধরায়।
কুশময় খট্টা এক, শীর্ষ প্রান্তে সুবিন্যস্ত সুগন্ধি উশীর শোভে যার[২],
আনি তাহা মহামুনি অজিনে আস্তৃত করি আসনার্থ দিলেন তাঁহার।
বলিলেন যুড়ি কর হ্রীদেবীকে অতঃপর, 'কর ভদ্রে আসন গ্রহণ;
তব পাদস্পর্শে দেবি, পবিত্র আশ্রম এই; অদ্য মোর সফল জীবন।

৭৯. হ্রীদেবী বসেন সুখে; জটাজিনধারীমুনি ছুটি সরোবরে চলি যান;
আনিয়া কমলপত্র, গড়ি পূত পুট তাহে জলসহ করে সুধাদান।

৮০. দুই হস্তে লয়ে তাহা, পাইয়া পরমা তুষ্টি, হ্রীদেবী মধুর ভাষে কয়
জটাধর মুনিবরে, 'তব দয়াহেতু আজ লভিলাম পূজা আর জয়।
আজ্ঞা দেহ এবে তুমি, যাইব ত্রিদশভূমি, যথা শক্র সহস্রলোচন
পথপানে চেয়ে মোর রয়েছেন, মহামুনে, বিলম্ব দেখিয়া এতক্ষণ।'

৮১. লভি আজ্ঞা কৌশিকের, যশের আশায় মত্তা
হ্রীদেবী স্বরগে চলি যান; 'বলে, পিতঃ, এই সুধা
দেখ লভিয়াছি আমি; জয় মোরে কর এবে দান।'

৮২. শক্র আদি দেবগণ, কৃতাঞ্জলিপুটে সবে
সম্মান তখন করে তাঁর; দেবকন্যাকুলে শ্রেষ্ঠা
হ্রীদেবী হইলা তুষ্টা লভি পূজা স্থানে সবাকার।

---

[১]। কোক—নেক্‌ড়ে। রোহিত, এণক, কদলী প্রভৃতি নানাজাতীয় হরিণ।

[২]। উশীর—বীরণ মূল বা খস্ খস্ (বীরণ = বেণা)।

বিচিত্র নব আসন তাঁর তরে নিয়োজন
দিলা করি সহস্রলোচন; দেবতা, মানব সবে
দাঁড়ায়ে তাঁহার পাশে করে হ্রীর মহিমা কীর্ত্তন।

শক্র এইরূপে হ্রীর যথোচিত সম্মান করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'কৌশিক অন্য কাহাকেও না দিয়া হ্রীকেই সে সুধা দিলেন, ইঁহার অর্থ কি?' প্রকৃত কারণ জানিবার নিমিত্ত তিনি মাতলিকে পুনর্ব্বার তাঁহার আশ্রমে পাঠাইলেন।

এই ভাব সুব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৮৩. পুনর্ব্বার মাতলিকে করি সম্বোধন
সহস্রলোচন ইন্দ্র বলেন বচন—
যাও কৌশিকের পাশে, শুধাও তাঁহার
হ্রী একা কি হেতু লাভ করিল সুধায়।

মাতলি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বৈজয়ন্তরথে আরোহণপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন।

শাস্তা নিম্নলিখিত গাথাগুলি দ্বারা রথের সৌন্দর্য্য এবং মাতলির কৌশিকাশ্রম-গমন বর্ণনা করিলেন :

৮৪. দেবরথ সুসজ্জিত করিলা মাতলি,
আরোহিলে যায় নাহি হয় অনুভূত
পথক্লান্তি কোনরূপ; অগ্নিশিখা-সমা
উজ্জ্বল তাহার ভাতি নয়ন ঝলসে।
বিচিত্র যেমন রথ, সাজসজ্জাগুলি
তেমিন বিচিত্র সব; ঈষাখানি তার
জাম্বুনদ-বিনির্ম্মিত[১], পশুপক্ষী কত
খচিত সর্ব্বাঙ্গে তার বিবিধ রতনে।

৮৫. হেথা নৃত্যশীল শিখী; পুচ্ছে জ্বলে, দেখ,
বিবিধবরণ-মণিবিন্যাস-রচিত
চন্দ্রক-সহস্র অই; নীলকণ্ঠ হোথা;
গো, ব্যাঘ্র, বারণ, দ্বীপী, মৃগ নানাজাতি—
বৈদুর্য্যে রচিত কেহ, কেহ মরকতে।
সকলি জীবন্ত বলি ভ্রম হয় মনে—
যেন সবে নিজ নিজ প্রতিদ্বন্দ্বিসহ
রণে মত্ত হইয়াছে অরণ্যের মাঝে।

১। বিশুদ্ধ, রক্তাভ সুবর্ণ। হিমালয়ে যে মহাজম্বু বৃক্ষ আছে (যাহার নাম হইতে জম্বুদ্বীপের নামকরণ হইয়াছে), তাহার ফল নদীর জলে পড়িয়া ও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া স্বর্ণরেণুতে পরিণত হয়, এই বিশ্বাসে বিশুদ্ধ সুবর্ণের 'জাম্বুনদ' নাম হইয়াছে।

৮৬. তরুণ বারণসম অতি বীর্য্যবান
সহস্র হরিৎ অশ্ব যুজিলা সে রথে
মাতলি সারথিবর; চামীকর-জালে
আচ্ছাদিত উরঃস্থল প্রত্যেক অশ্বের,
কর্ণে দুলে কনকের মালা সুশোভন।
এমনি শিক্ষিত তারা, দৃঢ়বদ্ধ কভু
যোত্র দ্বারা করিবারে নাহি প্রয়োজন;
বায়ুবেগে ছুটি যায় শব্দমাত্র শুনি।

৮৭. এ হেন স্যন্দনশ্রেষ্ঠে আরোহি মাতলি
চলিলা ছুটিয়া, নিনাদিয়া দশদিক
গম্ভীর নির্ঘোষে; কাঁপে নভস্তল,
কাঁপে শৈল, বনস্পতি, সসাগরা ধরা
সে নিনাদ-অভিঘাতে উঠিল কাঁপিয়া।

৮৮. উতরি অশনিবেগে আশ্রমে মাতলি,
আবরি একটী অংশ প্রাবরে নিজের[১]
নিবেদন সবিনয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে
করেন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠে[২], যিনি দেবোপম,
সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, বৃদ্ধ জ্ঞানবলে—

৮৯. 'দূত আমি, মহামুনে, শুনাই তোমারে
বাসবের আজ্ঞা যাহা; শুধান দেবেন্দ্র—
আশা, শ্রদ্ধা, শ্রীকে তুমি লঙ্ঘন করিয়া
কি হেতু করিলা দান সুধা হ্রী দেবীরে?'

মাতলির প্রশ্ন শুনিয়া কৌশিক বলিলেন :

৯০. শ্রীদেবীর দেখি পক্ষপাত-দোষ, শ্রদ্ধার স্থিরত্ব নাই;
আশা কুহকিনী সর্ব্বস্বনাশিনী; দেই নাই সুধা তাই।
আর্য্যগণ যত বিরাজ সতত করে হ্রীদেবীর মনে;
তিনি ভিন্ন সুধা পাইবার যোগ্যা নাহি কেহ ত্রিভুবনে।

---

[১]। বৌদ্ধভিক্ষুরা উত্তরীয় বস্ত্র পরিধানকালে একটী অংশ আবৃত এবং একটী অংশ অনাবৃত রাখেন। ইহার বিপরীতাচরণ অবিনয়ের চিহ্ন।

[২]। কৌশিককে ব্রাহ্মণ বলা হইল কেন? তিনি ত শ্রেষ্ঠি-(সম্ভবতঃ বৈশ্য) কুলে জন্মিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে ধর্ম্মপদ (ব্রাহ্মণবগ্গো) দ্রষ্টব্য—ব্রাহ্মণযোনিজকে ব্রাহ্মণ বলি না; যিনি ধ্যানশীল, আসক্তিরহিত, একাকী অবস্থিত, কর্ত্তব্যানুষ্ঠায়ী, পাপবিমুক্ত ও অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি... ইত্যাদি।

অনন্তর তিনি হ্রী দেবীর গুণবর্ণনা করিতে লাগিলেন :

৯১. রক্ষিতা পিতার গৃহে অদত্তা কুমারী,
বিধবা, সধবা কিংবা যত আছে নারী—
পর পুরুষের সনে মিলন বাসনা মনে
হয় যদি ইহাদের, হ্রী আসি তখন
পাপ পথে বিচরিতে করে নিবারণ।

৯২. ভীষণ সমরে যবে শক্তি শরাঘাতে
কেহ মরে, কেহ ভয়ে চায় পলাইতে,
হ্রী দেবীর শুনি বাণী, নিজপ্রাণ তুচ্ছ মানি
পলায়নপর যারা, যুঝে পুনর্ব্বার,
শত্রুহস্ত হতে করে নেতার উদ্ধার।

৯৩. বেলা যথা রুদ্ধ করে বেগ সাগরের
হ্রী তথা রোধেন দুষ্টবৃত্তি পাপীদের।
সর্ব্বলোকে আর্য্যগণ হ্রীকে পূজে অনুক্ষণ,
বলিও একথা ইন্দ্রে, হে দেবসারথি,
হ্রীর অনুগ্রহে সবে লভেন সুমতি।

ইহা শুনিয়া মাতলি বলিলেন :

৯৪. ব্রহ্মা, ইন্দ্র, প্রজাপতি[১], কে বল, তাপস,
দিয়াছেন তব মনে এহেন বিশ্বাস?
হ্রীদেবী মহেন্দ্রাত্মজা, শুন তপোধন,
সুরলোকে শ্রেষ্ঠা বলি অর্চ্চিতা এখন।

মাতলির বাক্য শেষ হইতে না হইতেই কৌশিকের কর্ম্মফলজনিত দেহত্যাগের সময় উপস্থিত হইল। তখন মাতলি বলিলেন, 'কৌশিক, তোমার আয়ু ফুরাইয়াছে, দানধর্ম্মেরও অবসান হইয়াছে। এখন আর মনুষ্যলোকের সহিত তোমার সম্পর্ক কি? চল, আমরা দেবলোকে যাই।'

কৌশিককে দেবলোকে লইয়া যাইবার অভিলাষে মাতলি বলিলেন :

৯৫. এই প্রিয় রথ মম আরোহণ করি
এখনই চল স্বর্গে মর্ত্ত পরিহরি।
মহেন্দ্র সগোত্র তব, ইচ্ছা তাঁর মনে,
তুমি গিয়া বাস কর তাঁহার ভবনে

---

[১]। ব্রহ্মা ও প্রজাপতি সংস্কৃত ভাষায় একই দেবতার ভিন্ন ভিন্ন নাম। কিন্তু পালি গ্রন্থকার এখানে ইঁহাদিগকে পৃথক কল্পনা করিয়াছেন।

উঠ মুনে যাই মোরা ইন্দ্রের সভায়।
অদ্যই সকলে সেথা দেখিবে তোমায়।

মাতলির সহিত এইরূপে আলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে কৌশিক ঔপপাতিক দেবপুত্রে[১] পরিণত হইয়া দিব্যরথে আসন পরিগ্রহ করিলেন এবং মাতলি তাঁহাকে শক্রের নিকট লইয়া গেলেন। কৌশিককে দেখিয়া শক্র পরম পরিতোষ লাভ করিলেন এবং নিজের কন্যা হ্রীকে তাঁহার অগ্রমহিষীর পদে নিয়োজিত করিয়া দিলেন। তিনি প্রভূত স্বর্গসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

'মহাপুরুষদিগের কৃতকার্য্যের এইরূপই বিশুদ্ধীভাব হইয়া থাকে' ইহা বলিয়া শাস্তা নিম্নলিখিত গাথা দ্বারা জাতক সমাপ্ত করিলেন :

৯৬. পুণ্যাত্মার কর্ম্মে ফলে শুভফল সদা দেখিবার পাই,
সুকৃতির ফল হয় চিরস্থায়ী বিনাশ তাহার নাই।
কৌশিক আশ্রমে হ্রীকে সুধাদান দেখিল যে সব জন,
দিব্য জ্ঞান লভি ইন্দ্রের সভায় দেহান্তে করে গমন।

[এইরূপে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্ব এক জন্মেও, যখন এই ভিক্ষু তাদৃশ দানকুণ্ঠ কৃপণাধম ছিল, তখন আমি ইঁহার মতি পরিবর্ত্তন করিয়াছিলাম।'

সমবধান : তখন উৎপলবর্ণা ছিলেন হ্রীদেবতা; এই দান-বীর ভিক্ষু ছিল কৌশিক; অনিরুদ্ধ ছিলেন পঞ্চশিখ; আনন্দ ছিলেন মাতলি; কাশ্যপ ছিলেন সূর্য্য, মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন চন্দ্র, সারিপুত্র ছিলেন নারদ; এবং আমি ছিলাম শক্র।

⇨ যে সকল জাতক উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত, সুধাভোজন জাতক তাহাদের অন্যতম। কৌশিককর্ত্তৃক সুধাদান-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে শ্রীবৎসরাজার নিকট প্রাধান্যপ্রার্থী শনি ও লক্ষ্মীর, কিংবা ট্রয়রাজপুত্র পারিশের সম্মুখে সুবর্ণ-সেবফল প্রার্থিনী গ্রীকদেবীত্রয়ের আবির্ভাব-কাহিনী মনে পড়ে। কিন্তু গ্রীকদেবীরা রূপগর্ব্বিতা ও রূপজিগীষাপরায়ণা; বৌদ্ধদেবীচতুষ্টয় রূপসম্বন্ধে উদাসীনা, গুণপ্রাধান্যের জন্যই লালায়িতা। হিন্দু ও গ্রীক আখ্যায়িকায় পরাজিত দেবতারা বিচারপরিদিগের চিরশক্র হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নানারূপ অনিষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধদেবীগণ এরূপ নীচতা প্রদর্শন করেন নাই।

আশার সুন্দরী মূর্ত্তি দেখা যায় গ্রীক্ পুরাণবর্ণিত প্যাণ্ডোরার আখ্যায়িকায়। জাতককার আশাকে কুহকিনী মায়াবিনীভাবেই দেখিয়াছেন।

---

[১]। ঔপপাতিক অর্থাৎ শুক্রশোধিত-সংযোগ বিনা জাত। মর্ত্ত্যলোকে জীবোৎপত্তির জন্য স্ত্রীপুরুষের সঙ্গম আবশ্যক, কিন্তু দেবলোকে সূক্ষ্মশরীরী হইবার জন্য ইহার প্রয়োজন নাই।

হ্রী = লজ্জা—পাপকার্য্যের বাধাদায়িনী বিবেকদুহিতা—'ছি! আমি মানুষ হইয়া মানুষের অকার্য্যসাধনে অগ্রসর হইতেছি' এই বুদ্ধি, বিবেচনা বা আত্মধিককৃতি। 'শ্রদ্ধা' এই আখ্যায়িকায় অন্ধ বিশ্বাস (credulity) বুঝাইয়াছে।

----

৫৩৬. কুণাল-জাতক[১]

[শাস্তা কুণালহ্রদে অবস্থিতিকালে পঞ্চশত অসন্তোষ-পীড়িত সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইঁহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত এই—শাক্য ও কোলিকগণ কপিলবস্তু নগরের এবং কোলিক নগরের অন্তর্ব্বর্ত্তিনী রোহিণী নদীতে একটীমাত্র বাঁধ[২] দিয়াই উভয় তীরে শস্যোৎপাদন করিত। একবার জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন ক্ষেত্রের শস্য শুকাইতে আরম্ভ করিল, তখন উভয় নগরের অধিবাসীদিগের কৃষাণেরাই (নদীতীরে) সমবেত হইল। কোলিকবাসীরা বলিল, 'এই জল যদি উভয় পারেই লওয়া যায়, তবে তোমাদের বা আমাদের, কাহারও পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে না। একবার সেচ দিলেই কিন্তু আমাদের ফসল পাকিবে। এজন্য আমাদিগকেই জল ব্যবহার করিতে দাও।' কপিলবস্তুবাসীরা বলিল, 'বেশ ত কথা। তোমাদের গোলা শস্যে পূর্ণ হইবে, আর আমরা—খাঁটি সোণা, পান্না ও তামার কাহণ লইয়া এবং ধামা ও বস্তা হাতে করিয়া তোমাদের দরজায় দরজায় ঘুরিব! ইহা কখনও হইতে পারে না। আমাদের শস্যও এক সেচ পাইলেই পাকিবে; কাজেই আমাদিগকে এই জল ব্যবহার করিতে দাও।' কোলিকেরা বলিল, 'আমরা দিব না।' শাক্যেরাও বলিল, 'আমরা দিব না।' কথা বাড়িতে বাড়িতে শেষে এক দলের একজন উঠিয়া অপর দলের একজনকে প্রহার করিল, তখন দ্বিতীয় ব্যক্তিও প্রথম ব্যক্তিকে প্রহার করিল। এইরূপে দুই দলে হাতাহাতি করিতে করিতে পরস্পরের রাজকুলের জাতি উচ্চারণপূর্ব্বক কলহটা আরও পাকাইয়া তুলিল। কোলিক-কৃষাণেরা বলিল, 'দূর হ, ব্যাটারা! তোদের কপিলবস্তুতে চলে যা। যাহারা শ্যাল-কুকুরের মত নিজেদের ভগিনীগণের সহবাস করিয়াছিল[৩],

---

[১]। এই জাতকের কোন কোন অংশ মূল আখ্যায়িকা, কোন কোন অংশ অর্থবর্ণনায় অঙ্গীভূত, তাহা সম্পূর্ণ পৃথগভাবে প্রদর্শন করা কঠিন। যে যে অংশে মূলের ব্যাখ্যামাত্র বলিয়া বোধ হইয়াছে, সেইগুলি টীকাকার মুদ্রিত হইল। ইহার বর্ত্তমান বস্তুর সহিত বৃক্ষধর্ম্ম-জাতকের (৭৪) বর্ত্তমান বস্তু তুলনীয়।

[২]। মূলে 'আবরণ' আছে। এরূপ বাঁধকে এনিকাট্ (anicut) বলে।

[৩]। শাক্য ও কোলিকদিগের উৎপত্তিসম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের ২৮০ ও ২৮১ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য। শেষোক্ত পৃষ্ঠে কোল শব্দ দ্বারা কেলিকদম্ব বৃক্ষ বুঝাইতেছে, ইহা বলা ভুল হইয়াছে। কোল = কুল গাছ।

তাহাদের হাতী ঘোড়া বা ঢালতরোয়ারে আমাদের কি ক্ষতি করিতে পারে?' শাক্য-কৃষাণেরা বলিল, 'তোরা ত কুষ্ঠরোগী; ছেলেপিলে নিয়ে এখনই দূর হ। যাহারা পক্ষীর মত নিঃস্ব ও অনাথ হইয়া কুলগাছে[১] বাস করিয়াছিল, তাহাদের হাতী ঘোড়া বা ঢালতরোয়ারে আমাদের কি ক্ষতি করতে পারে?' অনন্তর কৃষাণেরা স্ব স্ব নগরে ফিরিয়া গেল এবং যে সকল অমাত্য জলসেচনের তত্ত্বাবধান করিতেন, তাঁহাদিগকে এই বৃত্তান্ত বলিল; তাঁহারা আবার রাজকুলের লোকদিগকে সংবাদ দিলেন। তখন শাক্যেরা, 'ভগিনী-সহবাসীদিগের বলবীর্য্য দেখাইতেছি' বলিয়া যুদ্ধসজ্জা করিয়া বাহির হইল, কোলিকেরাও 'কোলবৃক্ষবাসীদিগের বলবীর্য্য দেখাইতেছি' বলিয়া যুদ্ধসজ্জা করিয়া বাহির হইল।

(অপর কয়েকজন আচার্য্য কিন্তু এই আখ্যায়িকাটী অন্যভাবে বলেন। তাঁহাদের মতে শাক্য কোলিকদিগের দাসীরা একদিন জল আনিবার জন্য নদীতে গিয়া, মাথার বিড়াগুলি মাটিতে রাখিয়া, বসিয়াছিল এবং পরস্পরের সঙ্গে নানাবিধ সুখের কথা বলিতেছিল, এমন সময়ে একজন দাসী নিজের বিড়া ভাবিয়া অন্য একজনের বিড়া তুলিয়া লইয়াছিল। তজ্জন্য, 'তোমার বিড়া আমার বিড়া' এইরূপে কথায় কথায় কলহের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ক্রমে ক্রমে উভয় নগরের দাস, মজুর, সেবক, গ্রামভোজক, অমাত্য, উপরাজ প্রভৃতি সকলেই যুদ্ধসজ্জা করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল।)

এই বৃত্তান্তদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটীই বহু অর্থকথায় দেখা যায়; ইহা যুক্তিযুক্তও বটে; এইজন্য গৃহীতব্য। যাহাই হউক, সকলে যুদ্ধসজ্জা করিয়া সন্ধ্যাকালে যুদ্ধ করিবে, এইরূপে স্থির করিয়াছিল। ঐ সময়ে শাস্তা শ্রাবস্তীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি সেদিন প্রত্যূষকালে, পৃথিবীর কোথায় কি হইতেছে, ইহা চিন্তা করিয়া জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দেখিতে পাইলেন যে, শাক্য ও কোলিকেরা যুদ্ধার্থ যাত্রা করিতেছে। তিনি ভাবিলেন, 'আমি গিয়া উপস্থিত হইলে এই কলহ প্রশমিত হইবে কি না?' অনন্তর তিনি স্থির করিলেন, 'আমি গিয়া কলহ উপশমন করিবার জন্য ইহাদিগকে তিনটী জাতক শুনাইব; তাহা করিলেই এই বিবাদের অবসান হইবে। তাহার পর একতার মাহাত্ম্য বুঝাইবার জন্য দুইটী জাতক শুনাইয়া আত্মদণ্ডসূত্র দেশন করিব। তাহা শুনিয়া উভয় নগরের অধিবাসীরাই আমার নিকট সার্দ্ধদ্বিশত করিয়া কুমার আনয়ন করিবে। আমি ঐ কুমারদিগকে প্রব্রজ্যা দান করিব; তখন মহাজনসমাগম হইবে।'

---

[১]। পালি ও সংস্কৃতে 'কোল'। 'কোল' শব্দ হইতে বাঙ্গালা 'কুল' এবং 'বদরী' শব্দ হইতে পূর্ব্বে বাঙ্গালার 'বড়ই' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

এই সিদ্ধান্ত করিয়া শাস্তা বেশবিন্যাস করিলেন, শ্রাবস্তীনগরে ভিক্ষাচর্য্যা করিতে গেলেন এবং সেখান হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সায়াহ্নসময়ে কাহাকেও না বলিয়া স্বহস্তেই পাত্রচীবর গ্রহণপূর্ব্বক গন্ধকুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি উভয়সেনার অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থানে আকাশে পর্য্যঙ্কাসনে উপবেশন করিলেন। যোদ্ধাদিগকে চমকিত করিবার প্রয়োজন বুঝিয়া তিনি অন্ধকার করিবার জন্য নিজের কেশরশ্মি[১] বিকিরণ করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া যখন তাহারা উদ্‌বিগ্ন হইল, তখন তিনি তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া দেহ হইতে ষড়্‌বর্ণ রশ্মি নিঃসরণ করিলেন। কপিলবস্তুবাসীরা ভগবানকে দেখিয়া ভাবিল, 'আমাদের জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠ শাস্তা আসিয়াছেন; আমাদের উপর যে বিবাদের ভার পড়িয়াছে, তাহা কি ইনি জানিতে পারিয়াছেন? শাস্তা যখন উপস্থিত হইয়াছেন, তখন আমরা কিছুতেই শত্রুর শরীরে অস্ত্রাঘাত করিতে পারিব না। কোলিকবাসীরা আমাদিগকে মারিয়া ফেলুক বা জীবন্ত দগ্ধ করুক (আমরা যুদ্ধ করিব না)।' ইহা স্থির করিয়া তাহারা অস্ত্র ত্যাগ করিল। কোলিকবাসীরাও অস্ত্র ত্যাগ করিল।

অনন্তর ভগবান অবতরণপূর্ব্বক সৈকতপুলিনে এক রমণীয় স্থানে সুসজ্জিত উৎকৃষ্ট বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার দেহ হইতে অনুপম বুদ্ধশ্রী নিঃসৃত হইতে লাগিল। উভয় রাজ্যের রাজারাও ভগবানকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তা সমস্তই জানিতেন, তথাপি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজগণ, আপনারা এখানে কি উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছেন?' তাঁহারা উত্তর দিলেন, 'ভদন্ত, আমরা নদী দেখিবার জন্য বা ক্রীড়া করিবার জন্য আসি নাই। আসিয়াছি সংগ্রাম করিবার অভিপ্রায়ে।' 'মহারাজগণ, কি কারণে আপনাদের কলহ উপস্থিত হইয়াছে?' 'জলের জন্য, ভদন্ত।' 'মহারাজগণ, জলের মূল্য কি?' 'জলের মূল্যের অতি অল্পই, ভদন্ত।' 'পৃথিবীর মূল্য কি মহারাজগণ?' 'পৃথিবী ত অমূল্য ধন, ভদন্ত।' 'ক্ষত্রিয়দিগের মূল্যের ইয়ত্তা নাই, ভদন্ত।' 'অকিঞ্চিৎকর জলের জন্য তবে কেন অমূল্য ক্ষত্রিয়জীবনের বিনাশ করিতে যাইতেছেন? প্রকৃতপক্ষে কলহে কোনই সুখ নাই তবে কলহবশে পুরাকালে এক বৃক্ষদেবতা কোন কৃষ্ণসিংহের সহিত যে বিবাদ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কল্প পর্য্যন্ত তাহাই চলিয়া আসিতেছে।' ইহা বলিয়া শাস্তা তাঁহাদিগকে স্পন্দন-জাতক (৪৭৫) শুনাইলেন। ইঁহার পর শাস্তা আবার বলিলেন, 'মহারাজগণ, পরের অনুকরণ করিয়া চলা উচিত নহে; পরের অনুকরণ করিতে গিয়াই ত্রিসহস্র যোজনব্যাপী হিমালয় পর্ব্বতের অসংখ্যা চুতষ্পদ প্রাণী এক শশকের কথায় মহাসমুদ্রের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়াছিল। এই জন্যই বলি, পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি

১। তুঃ নীলবস্‌সিং বিসজ্জেত্বা।

হওয়া কর্ত্তব্য নহে।' ইহা বলিয়া শাস্তা উপস্থিত রাজগণকে দদ্দভ-জাতক (৩২২) শুনাইলেন। অনন্তর শাস্তা আবার বলিলেন, 'কোন কোন সময়ে দুর্ব্বলেও বলবানের রন্ধ্র দেখিতে পায়, কোন কোন সময়ে আবার বলবানেই দুর্ব্বলের দোষ দেখিয়া থাকে। তার সাক্ষী দেখুন না কেন, এক লটুকাপক্ষিণী এক মহাবল মাতঙ্গের প্রাণনাশ করিয়াছিল।' ইহা বলিয়া তিনি উভয়পক্ষকে লটুকা-জাতক (৩৫৭) শুনাইলেন।

কলহের উপশমনার্থ এইরূপে তিনটী জাতক বলিয়া ঐক্যমত্যের মাহাত্ম্য বুঝাইবার জন্য শাস্তা দুইটী জাতক বলিলেন। তিনি বলিলেন, 'মহারাজগণ, যাহারা একতাবদ্ধ, কেহই তাহাদের কোন ছিদ্র দেখিতে পায় না।' ইঁহার দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য তিনি বৃক্ষধর্ম্মজাতক (৭৪) শুনাইলেন। অনন্তর তিনি আবার বলিলেন, 'মহারাজগণ, যাহারা একতাবদ্ধ ছিল, কেহই তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার সুবিধা পায় নাই; কিন্তু তাহারাই যখন পরস্পর বিবাদ করিয়াছিল, তখন এক নিষাদপুত্র তাহাদিগকে মারিয়া লইয়া গিয়াছিল। বস্তুতই কলহে কোন সুখ নাই।' ইহা বলিয়া তিনি দৃষ্টান্তচ্ছলে বর্ত্তক-জাতক[১] বর্ণন করিলেন।

উক্তরূপে পাঁচটী জাতক বলিয়া শাস্তা পরিশেষে আত্মদণ্ডসূত্র দেশন করিলেন। রাজারা চিত্তপ্রসাদ লাভ করিয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'শাস্তা যদি না আসিতেন, তবে ত আমরা পরস্পরের কণ্ঠচ্ছেদন করিয়া রক্তে গঙ্গা ছুটাইতাম। অহো! শাস্তা যদি গৃহস্থাশ্রমে থাকিতেন, তবে দ্বিসহস্রদ্বীপ পরিবেষ্টিত চতুর্মহাদ্বীপের আধিপত্য ইঁহার করতলগত হইত; ইঁহার পুত্রগণের সংখ্যাও সহস্রাধিক হইত। কত শত ক্ষত্রিয়, ইঁহার অনুচর হইয়া চলিত! কিন্তু ইনি এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিহার করিয়া নিষ্ক্রমণ করিয়াছেন এবং সম্বোধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, এখনও তিনি যাহাতে ক্ষত্রিয়গণপরিবৃত হইয়া বিচরণ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা যাউক।'

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া দুই নগরের অধিবাসীরাই শাস্তার নিকট সার্দ্ধ দ্বিশত ক্ষত্রিয়যুবক আনিয়া দিল। শাস্তা তাহাদিগকে প্রব্রজ্যা দিয়া একটা বৃহৎ বনে গমন করিলেন। ইঁহার পরদিন হইতে তিনি এই সকল নবীনভিক্ষু পরিবৃত হইয়া কখনও কপিলপুরে, কখনও কোলিকনগরে ভিক্ষাচর্য্য করিতে যাইতেন এবং উভয় নগরের লোকেই তাঁহার মহাসৎকার করিত।

ক্ষত্রিয়যুবকেরা শাস্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ প্রব্রজ্যা লইয়াছিল; তাহাদের নিজেদের ইহাতে কোন অভিরুচি ছিল না। কাজেই অল্পদিনের মধ্যে তাহাদের মনে অসন্তোষের উৎপত্তি হইল; তাহাদের পূর্ব্বতন পত্নীরাও নানারূপ সংবাদ

[১]। প্রথম খণ্ডে এই জাতকের নাম 'সম্মোদমান' (৩৩)।

পাঠাইয়া এই অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ইহাতে নবীন ভিক্ষুগণ নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইল। ভগবান চিন্তা করিয়া তাহাদের এই অসন্তোষভাব জানিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, 'আমার ন্যায় বুদ্ধের সঙ্গে একত্র বাস করিয়াও ইঁহারা উৎকণ্ঠিত হইতেছে। বুঝিতেছি না, কিরূপ ধর্ম্মকথা বলিলে ইহাদের উপকার হইবে।' তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, কুণালের ধর্ম্মদেশনই ইহাদের পক্ষে হিতকর। তখন তাঁহার মনে হইল, 'ইহাদিগকে হিমবৎপ্রদেশে লইয়া গিয়া কুণালের কথাদ্বারা ইহাদের নিকট স্ত্রীজাতির দোষ ব্যাখ্যা করা যাউক; তবেই ইহাদের অসন্তোষ অপনীত হইবে; আমি ইহাদিগকে স্রোতাপত্তিমার্গ প্রদান করিব।'

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া শাস্তা পরদিন প্রাতঃকালে অন্তর্বাস পরিধানপূর্ব্বক পাত্র ও চীবর লইয়া কপিলবস্তুতে ভিক্ষাচর্য্যা করিতে গেলেন, ভোজনান্তে প্রতিবর্ত্তন করিলেন এবং ভোজনবেলা অতীত হইবার পূর্ব্বেই সেই পঞ্চশত ভিক্ষুকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভিক্ষুগণ, তোমরা কি পূর্ব্বে কখনও রমণীয় হিমবৎ প্রদেশ দেখিয়াছ?' তাহারা উত্তর দিল, 'না, ভগবান।' 'হিমবৎ প্রদেশে বেড়াইতে যাইবে কি?' 'ভদন্ত, আমাদের ঋদ্ধি নাই; আমরা কিরূপে যাইব?' 'যদি কেহ তোমাদিগকে লইয়া যায়, তবে যাইবে কি?' 'নিশ্চয় যাইব।' এই উত্তর শুনিয়া শাস্তা নিজের ঋদ্ধিবলেই সকলকে লইয়া আকাশে উৎপতন করিলেন এবং হিমালয়ে গিয়া আকাশেই অবস্থানপূর্ব্বক ঐ রমণীয় প্রদেশে কোথায় কি আছে, দেখাইতে লাগিলেন। কাঞ্চনপর্ব্বত, মণিপর্ব্বত, হিঙ্গুলপর্ব্বত, অঞ্জনপর্ব্বত, সানুপর্ব্বত, স্ফটিকপর্ব্বত প্রভৃতি নানাবিধ পর্ব্বত, পঞ্চ মহানদী[১], কর্ণমুণ্ড, রথকার, সিংহপ্রতাপ, ষড়দন্ত, ত্র্যর্গল, অনবতপ্ত ও কুণাল এই সাতটী হ্রদ[২], হিমালয়ের এই সকল দৃশ্য দেখাইলেন। হিমবৎ বলিলে পঞ্চশত যোজন উচ্চ, ত্রিসহস্রযোজনবিস্তৃত এক বিশাল অঞ্চল বুঝায়। শাস্তা নিজের অনুভাববলে তাহার এই রমণীয় অংশসমূহ ভিক্ষুদিগকে প্রদর্শন করিলেন। তত্রত্য লোকের বাসস্থান, সিংহব্যাঘ্রহস্তী প্রভৃতি চতুষ্পদগণ—এ সকল দেখাইলেন; রমণীয় উদ্যান ও বিহারসমূহ, ফলপুষ্পসমন্বিত তরুগণ, নানাজাতীয় বিহঙ্গম, জলজ ও স্থলজ কুসুম,—এ সকল দেখাইলেন। হিমবতের পূর্ব্বপার্শ্বে সুবর্ণময়ী অধিত্যকা, পশ্চিমপার্শ্বে হিঙ্গুলময়ী অধিত্যকা। এই সকল রমণীয় বিহারাদি দেখিবামাত্রই ভিক্ষুদিগের পূর্ব্বতন ভার্য্যাদিগের প্রতি অনুরাগ বিনষ্ট হইল।

---

[১]। গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরযু ও মাহী।

[২]। কোথাও কোথাও ত্র্যর্গলের পরিবর্ত্তে মন্দাকিনী হ্রদের নাম দেখা যায় (১ম খণ্ড, ৩০০ম পৃষ্ঠ)।

অনন্তর শাস্তা সেই ভিক্ষুদিগকে লইয়া আকাশ হইতে অবতরণপূর্ব্বক হিমবনের পশ্চিমপার্শ্বস্থ যষ্টিযোজনায়তন শিলাতলে কল্পস্থায়ী সপ্তযোজন বিস্তৃত শালবৃক্ষের অধোদেশে ত্রিযোজনবিস্তৃত মনঃশিলাতলে উপবেশন করিলেন। ঐ সকল ভিক্ষু তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিল। তাঁহার দেহ হইতে ষড়বর্ণ বুদ্ধরশ্মি নির্গত হইতে লাগিল; বোধ হইল যেন অর্ণবকুক্ষি বিদীর্ণ করিয়া উজ্জ্বল প্রভাকর উত্থিত হইতেছে। তিনি মধুরস্বরে ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বে কখনও দেখ নাই, এমন কিছু এই হিমালয়ে দেখিলে কি? যদি দেখিয়া থাক, তবে তৎসম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিতে পার।' এই সময়ে সেখান দিয়া দুইটী চিত্রকোকিলা[১] একটা দণ্ডের দুই প্রান্ত স্ব স্ব চঞ্চুদ্বারা ধরিয়া এবং তাহার উপরে আপনাদের স্বামীকে বসাইয়া উড়িয়া যাইতেছিল। তাহাদের পুরোভাগে আটটী, পশ্চাতে আটটী, দক্ষিণপার্শ্বে আটটী, বামপার্শ্বে আটটী, অধোদেশে আটটী এবং ঊর্দ্ধভাগে ছায়া বিস্তার করিয়া আটটী চিত্রকোকিলাও সেই পুংস্কোকিলটীকে বেষ্টন করিয়া আকাশপথে যাইতেছিল। ভিক্ষুরা এই শকুনসঙ্ঘ দেখিয়া শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভদন্ত, এ সকল পক্ষী কি করিতেছে?' শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, ইঁহারা আমার একটী কুলক্রমাগত পুরাতন প্রথা পালন করিতেছে; আমিই এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলাম। অতীত যুগেও ইঁহারাও এইরূপে আমার অনুগমন করিত। কিন্তু তখন পক্ষদিগের সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। তখন সার্দ্ধত্রিসহস্র পক্ষিকন্যা আমার পরিচারিকা ছিল। ক্রমে কমিয়া তাহাদের সংখ্যা এখন এই মাত্র হইয়াছে।' 'ভদন্ত, কিরূপ বনে সেই পক্ষিকন্যারা আপনার পরিচর্য্যা করিত?' 'বলিতেছি, শুন।' অনন্তর শাস্তা পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিলেন এবং সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

*　　*　　*

কথিত আছে (শুনিয়াছি) যে, কোন রমণীয় বনভূমিতে কুণালনামক এক পক্ষী বাস করিতেন। সেখানে পর্ব্বতসমূহ সর্ব্ববিধ ওষধিদ্বারা মণ্ডিত থাকিত, সেখানে তরুলতা নানাবিধ পুষ্পমাল্যে বিভূষিত ছিল; সেখানে গজ, গবয়, মহিষ, রুরু, চমরী, পৃষত, খড়্গী, গোকর্ণ, সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী, ঋক্ষ, কোক, তরক্ষু, উদ্‌বিড়াল, কদলীমৃগ, বিড়াল, শশকর্ণী প্রভৃতি প্রাণী বিচরণ করিত; সেখানে নানাজাতীয় মহাকায় বিড়াল ও গজযূথ বাস করিত; সেখানে ঈষ্যমৃগ, শাখামৃগ, শরভমৃগ, এণিমৃগ, বাতমৃগ, পৃষতমৃগ, পুরিষল্ল, কিম্পুরুষ, যক্ষ ও

---

[১]। কোকিল কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু ইহাদের গায়ে শাদা শাদা ছিট ছিল। ইহাতে মনে হয়, এই জাতীয় পক্ষী এখন পাপিয়া নামে বিদিত।

রাক্ষসগণ থাকিত। মুকুলমঞ্জরীধর, পুষ্পিতাগ্র, ঘনসন্নিবিষ্ট মহামহীরুহগণ এই অরণ্যের শোভা বর্দ্ধন করিত। কুরর, চকোর, বারণ, ময়ূর, পরভৃৎ, জীবঞ্জীক, চেলাবক, ভিঙ্কার, করবীক প্রভৃতি শত শত জাতীয় মত্তবিহঙ্গের নিনাদে এই বনস্থলী নিয়ত মুখরিত হইত। তাহার ভূতল অঞ্জন, মনঃশিলা, হরিতাল, হিঙ্গুল এবং সুবর্ণ, রজত প্রভৃতি শত শত ধাতুদ্বারা রঞ্জিত ছিল[১]।

---

[১]। বনভূমির এই বর্ণনায় যে যে প্রাণী ও বৃক্ষের নাম আছে, তাহাদের সকলগুলির অর্থ নির্ণয় করা আমার পক্ষে অসাধ্য। প্রায় সমস্ত বিশেষণই সার্দ্ধহস্ত দীর্ঘ সমস্তপদ। তদন্তর্গত কোন কোন পদ অভিধানে পাওয়া যায় না; কোন কোন পদে আবার পুনরুক্তি-দোষও আনয়ন করিয়াছে। পাঠকদিগের কৌতূহল-নিরাকরণার্থ নিম্নে মূল পদগুলি তুলিয়া দিলাম—ক. সব্বোসধিধরণিধরে। খ. অনেকপুপ্‌মালাবিততে। গ. গজ-গবজ-মহিস-রুরু-চমর-পসদ-খগ্‌গগোকণ্ন-সীহ-ব্যাগ্‌ঘ-দীপি-অচ্ছ-কোক-তরচ্ছ-উদ্দারকা-কদলিমিগ-বিলাড়-সসকণ্নিকানুচরিতে। গবজ = গবয় যা গোমৃগ, ইহারা একপ্রকার বন্য গো; হরিণ নহে। রুরু বা রূরূ = হরিণবিশেষ। টীকাকারের মতে ইহা ‘সুবর্ণমৃগ’। রূরূ শব্দে কুকুরও বুঝায়। পসদ = পৃষত; একপ্রকার হরিণ; ইহাদের গায়ে শাদা শাদা ছিট থাকে। খগ্‌গ = খড়্গী, গণ্ডার। গোকণ্ন = গোকর্ণ; ইহাও একজাতীয় হরিণ। সীহ = সিংহ। দীপি = দ্বীপি। অচ্ছ = ঋক্ষ, ভল্লুক। কোক = নেকড়ে। তরচ্ছ = তরক্ষু; hyena। উদ্দারকা = উদ্র (?); ইংরাজী অনুবাদক এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। চলিত কথায় ইহার নাম ধেড়ে। টীকাকার ‘উদ্দারক’ শব্দের অর্থ করিয়াছেন উদ্রমৃগ। কদলিমিগ = একজাতীয় হরিণ। ইহার চর্ম্ম আসনরূপে ব্যবহৃত হয়। সসকণ্নি = শশকর্ণী। এই শব্দটী কোন অভিধানে নাই। ইহাতে হরিণবিশেষ বা অন্য কোন প্রাণী বুঝায়, তাহা স্থির করা যায় না। ইংরাজী অনুবাদক ইহাকে long-eared hare বলিয়াছেন। কিন্তু সমস্ত শশই ত লম্বকর্ণ।

ঘ. আকিণ্ননেলমণ্ডলমহাবরাহনাগকুলকণেরুসঙ্ঘাধিবুত্থে। ইংরাজী অনুবাদক লিখিয়াছেন, inhabited by numberless herds of different kinds of elephants। টীকারেরও এই মত। তিনি বলেন, গোচরভেদে দশবিধ হস্তী আছে। এই বিশেষণে তাহাদিগকে বুঝাইতেছে। ‘নেলমণ্ডল’ বলিলে মহাকায় বিড়াল বুঝায়, তরুণ গজশাবকও বুঝায়। ‘মহাবরাহ’ কিন্তু হস্তীর কোন জাতিবাচক শব্দ নহে। ‘বরাহ’ শব্দের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিতে আপত্তি কি?

ঙ. ইস্‌সম্মিগ-শাখম্মিগ-সরভম্মিগ-এণিম্মিগ-বাতম্মিতা-পসদম্মিগ-পুরিসল্লু-কিম্পুরিস-যকখ-রক্‌খস-নিসেবিতে। ইস্‌স = ঋশ্য বা ঋষ্য; ইহা একাজতীয় হরিণ। সাখম্মিগ = শাখামৃগ = বানর বা কাঠবিড়াল। এণি = এণ; ইহাও একাজতীয় হরিণ। বাতম্মিগ = অতি দ্রুতগামী একজাতীয় হরিণ। পুরিসল্লু যে কি, তাহা অভিধানে পাওয়া যায় না। টীকাকার বলেন ইহারা বড়বামুখ ‘যক্ষিণী’। ‘পসদম্মিগে’ পুনরুক্তি-দোষ ঘটিয়াছে।

চ. অমজ্জমঞ্জরীধরব্রহট্‌ঠপুপ্‌ফপুপ্‌ফিতগ্‌গনেকপাদপণবিততে। অমজ্জ = মুকুল।

ছ. কুরর-চকোর-বারণ-ময়ূর-পরভূত-জীবঞ্জীবক-চেলাবক ভিঙ্কার-করবীক-মত্তবিহঙ্গসতসম্পঘুট্‌ঠে। কুকুর = ঈগলজাতীয় একপ্রকার পক্ষী (ospery)। বারণ = হস্তিলিঙ্গপক্ষী; ইহা একজাতীয়দীর্ঘচঞ্চু গৃধ্র। পরভূত = পরভৃত, কোকিল। জীবঞ্জীবক =

নানাবর্ণের পতত্রে আচ্ছাদিত ছিল বলিয়া কুণালের দেহ অতি উজ্জ্বল দেখাইত। সার্দ্ধত্রিসহস্রপক্ষিকন্যা পত্নীরূপে কুণালের পরিচর্য্যা করিত। দীর্ঘপথ অতিক্রম করিবার কালে কুণাল যাহাতে ক্লান্ত ও অবসন্ন না হন, এই জন্য দুইটী পক্ষিকন্যা একখণ্ড কাষ্ঠের দুইপ্রান্ত মুখে ধরিয়া তাঁহাকে উহার উপর বসাইয়া উড়িয়া যাইত। পঞ্চশত পক্ষিকন্যা তাঁহার অধোদেশ দিয়া উড়িত; কারণ তাহারা মনে করিত, কুণাল যদি আসনচ্যুত হইয়া পড়িয়া যায়, তবে আমরা পক্ষবিস্তার করিয়া তাঁহাকে ধরিব। পাছে কুণাল আতপে কষ্ট পান, এই আশঙ্কায় পঞ্চশত পক্ষিকন্যা তাঁহার উপর দিয়া উড়িত। শীতাতপ, তৃণরজঃশিশিরাদি কুণালকে কোন কষ্ট দিতে না পারে, এইজন্য তাঁহার দক্ষিণ ও বাম, প্রতিপার্শ্বে আরও পঞ্চশত পক্ষিকন্যা থাকিত। পাছে গোপালক, অন্যপশুপালক, তৃণহারক, বনেচর প্রভৃতি কেহ কাষ্ঠখণ্ড, খর্পর, হস্ত, লোষ্ট্র, যষ্টি, শস্ত্র বা উপলখণ্ড দ্বারা কুণালকে প্রহার করে অথবা যাইবার কালে লতা, বৃক্ষ, স্তম্ভ, পাষাণ বা কোন বলবান পক্ষীর সহিত কুণালের সঙ্ঘর্ষ ঘটে, এই আশঙ্কায় পঞ্চশত পক্ষিকন্যা তাঁহার পুরোভাগে যাইত। কুণাল আসনে বসিয়া যাহাতে উৎকণ্ঠিত না হন এই নিমিত্ত পঞ্চশত পক্ষিকন্যা তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া শ্লক্ষ্ণ, প্রিয়, মঞ্জু ও মধুরবাক্যে তাঁহার চিত্তবিনোদন করিত। কুণাল পাছে ক্ষুধায় কাতর হন, এই আশঙ্কায় অবশিষ্ট পঞ্চশত পক্ষিকন্যা নানাদিকে উড়িয়া গিয়া বৃক্ষ হইতে বিবিধ ফল আহরণ করিয়া আনিত। কুণালের তৃপ্তিসাধনার্থ পক্ষিকন্যাগণ এইরূপে ক্ষিপ্রগতিতে তাঁহাকে আবাস হইতে আবাসান্তরে, উদ্যান হইতে উদ্যানান্তরে, নদীতীর্থ হইতে নদীতীর্থান্তরে, গিরিশিখর হইতে গিরিশিখরান্তরে, আম্রবণ হইতে আম্রবণান্তরে, জম্বুবন হইতে জম্বুবনান্তরে, লকুচবন হইতে লকুচবনান্তরে[১], নারিকেলবন হইতে নারিকেলবনান্তরে বহন করিয়া লইয়া যাইত। কিন্তু প্রতিদিন ঐ পক্ষিকন্যাগণের ঈদৃশী সেবা পাইয়াও কুণাল তাহাদিগকে এইরূপ দুর্ব্বাক্য বলিতেন, 'বৃষলীগণ, তোরা নিপাত যা; তোরা

কপোতজাতীয় একপ্রকার পক্ষী। বৌদ্ধসাহিত্যে একপ্রকার কাল্পনিক দ্বিমস্তক পক্ষীও এই নামে অভিহিত। চেলাবক বলিলে কি কি পাখী বুঝায়, তাহা অভিধানে নাই। ইহা সংস্কৃত 'চিল্ল' শব্দজ কি? চিল্ল = চীল। ভিঙ্কার = ভৃঙ্গরাজ পক্ষী। করবীক বোধ হয় পাপিয়া। ইংরাজী অনুবাদক ইহাকে কোকিল মনে করেন; কিন্তু 'পরভূত' শব্দেই কোকিলের উল্লেখ হইয়াছে।

জ. অঞ্জন-মনোশিল-হরিতাল-হিঙ্গুলক-হেম-রজত-কনকধাতুসতবিনদ্ধপতিমণ্ডিতপ্পদেশে। এখানেও হেম ও কনক শব্দের প্রয়োগে পুনরুক্তি দোষ দেখা যায়। টীকাকারের মতে এই শব্দ দুইটী বিভিন্নজাতীয় স্বর্ণবাচক।

[১]। লকুচ = ডহু।

চৌরী, ধূর্ত্তা, অসতী, লঘুচিত্তা ও অকৃতজ্ঞা; তোরা স্বৈরিণী; সর্ব্বত্র তোদের বায়ুর মত অবাধগতি।'

[এইরূপে অতীত আহরণ করিয়া শাস্তা পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, 'ভিক্ষুগণ, আমি তির্য্যগ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্ত্রীজাতির অকৃতজ্ঞতা, বহুমায়াবিতা, অনাচারতা ও দুঃশীলতা জানিতে পারিয়াছিলাম। আমি তখনও তাহাদের বশে যাই নাই; তাহাদিগকেই নিজের বশে আনিয়াছিলাম।' এইরূপে ভিক্ষুদিগের অসন্তোষ অপনোদনপূর্ব্বক শাস্তা তৃষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। ঐ সময়ে দুইটী কৃষ্ণকোকিলা তাহাদের স্বামীকে দণ্ডের উপর বহন করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তাহাদের অধোদেশ দিয়া এবং পার্শ্বে পার্শ্বে চারি চারিটী পক্ষিকন্যা ছিল। ইহাদিগকে দেখিয়া ভিক্ষুরা আবার ইঁহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল। শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, পুরাকালে পূর্ণমুখ নামে এক কোকিল আমার সখা ছিল[১]। তাহার বংশের এই রীতি।' অনন্তর ঐ সকল ভিক্ষুর প্রার্থনায় তিনি পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিলেন :]

* * *

নাগরাজ হিমালয়ের পূর্ব্বভাগে এক অতি রমণীয় প্রদেশ আছে। সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিনদী সকল হরিদবর্ণ শৈবাল বহন করিয়া কুণালদহে প্রবাহিত হইতেছে; সে স্থান প্রস্ফুটিত[২] নীলোৎপল, কুমুদ, শ্বেতশতদল, মন্দার প্রভৃতি

---

[১]। মূলে 'ফুস্‌সকোকিল' বা 'পুস্‌সকোকিল' আছে। ফুস্‌স = চিত্রিত, অর্থাৎ এই কোকিল সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ নয়; ইহার গায়ে শাদা শাদা ছিট থাকে (যেমন পাপিয়ার)। কেহ কেহ বলেন, ইহা 'পুংস্কোকিল' পদের রূপান্তর। টীকাকার বলেন, 'পরেহি পুট্‌ঠতায় ফুস্‌সকোকিল।' কিন্তু কোকিল মাত্রেই ত 'অন্যপুষ্ট।'

[২]। এই প্রসঙ্গে মূলে তরুলতাদির যে সুবৃহৎ তালিকা আছে, তাহার অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ করা আমার পক্ষে অসম্ভব, কারণ অনেকগুলির নাম অভিধানেই পাওয়া যায় না। পাঠকদিগের অবগতির জন্য এখানে টীকাকারে নামগুলি দিলাম—কুরবক, মুচিলিন্দ (মুচুকুন্দ), কেতক, চেতস, বজুড়, (সংস্কৃত 'বঞ্জুল'; ইহাতে বেত, অশোক প্রভৃতি কয়েক জাতীয় উদ্ভিদ বুঝায়), পুন্নাগ, বকুল, তিলক, পিয়ক (প্রিয়ক = পিয়াশাল), আসন, সাল (শাল), সরল, চম্পক, অশোক, নাগরুক্খ [নাগবৃক্ষ, নাগকেশর(?)], তিরীটি (তিরীতক, লোধ্র), ভূজপত্ত (ভূর্জ্জ), লোদ্ধ (লোধ্র), চন্দন। কাড়াগলু (কালাগুরু), পদ্মক, পিয়ঙ্গু (প্রিয়ঙ্গু), দেবদারু, চোচ (কদলি), ককুধ (ককুভ = অর্জ্জুন), কূটজ, অঙ্কোল (অকরকণ্ট), কচ্চিকার [কচ্ছক (?), তূণ, Toon], কর্ণিকার, কণবের (করবীর), কোরণ্ড (?), কোবিদার, কিংশুক, যোধি (ঘোধিকা = যূথিকা বা যুঁই), বনমল্লিকা, অনঙ্গন (?), অনবজ্জ (?), ভণ্ডি [ভণ্ডিল = শিরীষ কিংবা ঘেঁটু (?)], সুরুচির (?), ভগিনী (?), জাতী, সুমন (ডবল যুঁই বা মল্লিকা), মধুগন্ধিক (?), ধনুকারিক (?), তালিস [তালী, পনিয়লা], তগর, উসির [উশীর

পুষ্পের সুগন্ধে আমোদিত ও অতি পবিত্র; কুরবক, মুচকুন্দ প্রভৃতি নানাজাতীয় তরু তাহার শোভা সম্পাদন করিতেছে এবং তত্রত্য নদীকচ্ছসমূহ অতিমুক্ত প্রভৃতি নানাজাতীয় লতায় মণ্ডিত; হংস, প্লব, কাদম্ব ও কারণ্ডক প্রভৃতি জলচর পক্ষীর নিনাদে মুখরিত হইতেছে। এই প্রদেশ সিদ্ধ, বিদ্যাধর, শ্রমণ, তাপস, প্রধান দেবতা, যক্ষ, রাক্ষস, দানব, গন্ধর্ব্ব ও মহোরগ প্রভৃতির বাসস্থান ও বিচরণক্ষেত্র।

এই মনোহর স্থানে পূর্ণমুখ-নামক এক পুংস্কোকিল বাস করিত। তাহার স্বর অতি মধুর ছিল এবং মদিরনয়নযুগল দর্শকের মন হরণ করিত। সার্দ্ধ ত্রিশত পক্ষিকন্যা পত্নীরূপে তাহার পরিচর্য্যা করিত। দীর্ঘপথ অতিক্রম করিবার কালে পূর্ণমুখ যাহাতে ক্লান্ত ও অবসন্ন না হয়, এইজন্য দুইটী পক্ষিকন্যা একখণ্ড কাষ্ঠের দুই প্রান্ত মুখে ধরিয়া তাহাকে উহার উপর বসাইয়া উড়িয়া যাইত। [ইঁহার পর, কুণালের সম্বন্ধে যেরূপ বলা হইয়াছে, পূর্ণমুখের অধোদেশে, উপরিভাগে, উভয়পার্শ্বে, পুরোভাগে ও পশ্চাতে পক্ষিকন্যাদের গমন অবিকল সেইভাবে বলিতে হইবে; তবে কুণালের সম্বন্ধে প্রতিদলে পাঁচ শত পক্ষিণীর কথা আছে; পূর্ণমুখের সম্বন্ধে কেবল পঞ্চাশটী লইয়া এক একটী দল ছিল। পূর্ণমুখের আহারসংগ্রহার্থও পঞ্চাশটী পক্ষিকন্যা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিত।] পূর্ণমুখের তৃপ্তিসাধনার্থ পক্ষিকন্যাগণ উক্তরূপে ক্ষিপ্রগতিতে তাহাকে আবাস হইতে আবাসান্তরে, উদ্যান হইতে উদ্যানান্তরে, নদীতীর্থ হইতে নদীতীর্থান্তরে, গিরিশিখর হইতে গিরিশিখরান্তরে, আম্রবন হইতে আম্রবনান্তরে, জম্বুবন হইতে জম্বুবনান্তরে, লকুচবন হইতে লকুচবনান্তরে, নারিকেলবন হইতে নারিকেলবনান্তরে বহন করিয়া লইয়া যাইত। সারাদিন পক্ষিকন্যাদিগের সেবা পাইয়া পূর্ণমুখ তাহাদের প্রশংসা করিত বলিত, 'ভগিনীগণ[১], তোমরা যে ভর্ত্তার পরিচর্য্যা করিতেছ, ইহা তোমাদের ন্যায় কুলকন্যাদিগেরই উচিত ধর্ম্ম।' এক দিন সানুচর পূর্ণমুখ কুণালের বাসস্থানের নিকটে উপস্থিত হইলে, কুণালের পরিচারিকাগণ দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইল এবং তাহার নিকটে গিয়া বলিল, 'সৌম্য পূর্ণমুখ, কুণাল অতি নিষ্ঠুর ও পরুষভাষী। তুমি সাহায্য করিলে, বোধ হয়, আমরা তাহার মুখে দু'টা মিষ্টকথা পাইতে পারি।' পূর্ণমুখ উত্তর দিল, 'বলিয়া দেখি, ভগিনীগণ; হয় ত তোমাদের বাসনা পূর্ণ হইতে পারে।' অনন্তর সে কুণালের নিকটে গিয়া স্বাগতবচনাদির পর একান্তে উপবেশনপূর্ব্বক বলিল,

---

(?)], কোট্‌ঠ (?), অতিমুত্তক (অতিমুক্ত, মাধবীলতা)। টীকাকার কয়েকটী শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—পিয়ক = সেতপত্ত; দেবদারুক-চোচগহনে = দেবদারুক্‌খেহি চেব কদলীহি চ গহনে। ধনুকারিক = ধনুপাটলি।

১। টীকাকারের মতে 'ভগিনী' সম্বোধন আর্য্যব্যবহারসঙ্গত আলাপ।

'তোমার পত্নীগণ সুজাত, সৎকুলোৎপন্ন ও সদাচারসম্পন্ন, অথচ তুমি ইহাদের সহিত দুর্ব্যহার কর, ইঁহার কারণ কি? রমণীরা পরুষভাষিণী হইলেও তাহাদের প্রতি মিষ্টবাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; যাহারা মিষ্টভাষিণী, তাহাদের সম্বন্ধে ত কথাই নাই।' পূর্ণমুখের এই বাক্য শুনিয়া কুণাল তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'দূর হও, ভাই; তুমি মূর্খ ও অপদার্থ। তুমি নিপাত যাও, হতভাগ্য। অন্য কেহ কি স্ত্রীর কথায় তোমার মত কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়?'

এইরূপে ভর্ৎসিত হইয়া পূর্ণমুখ সেখান হইতে প্রতিগমন করিল। ইঁহার অল্পদিন পরেই তাহার কঠিন পীড়া জন্মিল, সে রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া মরণান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল ও মৃতপ্রায় হইল। ইহা দেখিয়া তাহার পরিচারিকাগণ ভাবিতে লাগিল, 'পূর্ণমুখ এখন ব্যাধিগ্রস্ত; সে আর রোগমুক্ত হইবে কি?' অনন্তর তাহারা পূর্ণমুখকে একাকী ফেলিয়া কুণালের বাসস্থানে গেল। কুণাল দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন; এবং দেখিয়াই বলিলেন, 'বৃষলীগণ, তোদের ভর্ত্তা কোথায় রে?' তাহারা উত্তর দিল, 'সৌম্য কুণাল, তিনি পীড়িত হইয়াছেন; তবে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন।' ইহা শুনিয়া কুণাল পক্ষিকন্যাদিগকে তিরস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, 'নিপাত যা, বৃষলীরা; গোল্লায় যা তোরা, বৃষলীরা।' তোরা চৌরী, ধূর্ত্তা, অসতী, লঘুচিত্তা, অকৃতজ্ঞা, স্বৈরিণী; তোদের বায়ুর মত অবাধগতি।' অনন্তর তিনি পূর্ণমুখের নিকটে গিয়া ডাকিলেন, 'বয়স্য পূর্ণমুখ।' পূর্ণমুখ উত্তর দিল, 'কে? সৌম্য কুণাল যে?' তখন কুণাল পক্ষ ও তুণ্ডদ্বারা ধরিয়া পূর্ণমুখকে উত্তোলন করিলেন এবং তাহাকে নানাবিধ ঔষধ পান করাইলেন। ইহাতে পূর্ণমুখের পীড়ার উপশম হইল।

পূর্ণমুখ আরোগ্যলাভ করিলে সেই পক্ষিকন্যারা ফিরিয়া আসিল। কুণাল তাহাকে আরও কয়েকদিন বন্যফল খাওয়াইলেন এবং তাহার বলাধান হইলে বলিলেন, 'বয়স্য, তুমি এখন অরোগ হইয়াছ; এখন নিজের পরিচারিকাদিগের সহিত বাস কর; আমিও নিজের বাসস্থানে ফিরিয়া যাই।' পূর্ণমুখ বলিল, 'ইঁহারা দারুণ পীড়ার সময় আমাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। ঈদৃশী ধূর্ত্তাদিগের সাহচর্য্যে আমার প্রয়োজন নাই।' ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'তবে, ভাই, রমণীদিগের পাপ চরিত্রের কথা বলিতেছি, শুন।' ইহা বলিয়া তিনি পূর্ণমুখকে হিমালয় পার্শ্বস্থ মনঃশিলাতলে লইয়া গেলেন এবং সপ্তযোজনায়তন শালবৃক্ষের মূলে মনঃশিলাসনে উপবেশন করিলেন; পূর্ণমুখও পরিজনবর্গসহ একপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিল। হিমাচলের সর্ব্বত্র দেবতারা ঘোষণা করিলেন, 'শকুনরাজ কুণাল অদ্য হিমালয়ের মনঃশিলাসনে আসীন হইয়া বুদ্ধলীলায় ধর্ম্মদেশন করিবেন; তোমরা গিয়া শ্রবণ কর।' মুখপরম্পরায় এই ঘোষণা ষট কামস্বর্গের দেবগণের কর্ণগোচর হইল; তাঁহারা দলে দলে সেখানে সমবেত হইলেন; নাগ,

সুপর্ণ, গৃধ্র ও বনদেবতারাও এই সংবাদ প্রচার করিলেন। তখন আনন্দ নামক গৃধ্ররাজ দশসহস্র গৃধ্রানুচরসহ গৃধ্র পর্ব্বতে বাস করিতেন; তিনিও এই কোলাহল শুনিতে পাইলেন এবং ধর্ম্মশ্রবণের জন্য পরিজনসহ সেই মনঃশিলাতলে উপস্থিত হইয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। পঞ্চাভিজ্ঞাসম্পন্ন তপস্বী নারদ দশসহস্র তাপসসহ হিমালয়ে বিচরণ করিতেছিলেন; তিনিও দেবতাদিগের মুখে এই ঘোষণা শুনিয়া ভাবিলেন, 'আমার বন্ধু কুণাল না কি স্ত্রীজাতির অগুণ বর্ণন করিবেন; আমাকেও গিয়া তাঁহার ধর্ম্মদেশন শ্রবণ করিতে হইবে।' তিনি ঋদ্ধিবলে সেই অযূত তপস্বী সঙ্গে লইয়া কুণালের নিকটে গমনপূর্ব্বক এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। ফলতঃ বুদ্ধদিগের ধর্ম্মদেশনকালে যেমন মহাজনতা হয়, এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। কুণাল জাতিস্মর ছিলেন, স্ত্রীজাতির দোষসম্বন্ধে তিনি অতীত জন্মে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, পূর্ণমুখকে কায়সাক্ষী[১] করিয়া তাহা বলিতে লাগিলেন।

পূর্ণমুখ অল্পদিন মাত্র ব্যাধিমুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। উল্লিখিত বৃত্তান্ত তাহাকে আরও বিশদ করিয়া বুঝাইবার জন্য কুণাল বলিলেন, 'বয়স্য পূর্ণমুখ, আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম যে, দ্বিপিতৃকা[২] ও পঞ্চভর্ত্তৃকা কৃষ্ণা ষষ্ঠ পুরুষে আসক্তা হইয়াছিল। সে ষষ্ঠ পুরুষ আবার কবন্ধসদৃশ একটা পঙ্গু[৩]। ইহা ছাড়া এসম্বন্ধে একটা প্রচলিত গাথাও বলিতেছি :

১. অর্জ্জুন, নকুল, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির,
সহদেব এই পঞ্চ পতি যে নারীর,
সেই কি না, ভাবিতেও ঘৃণা হয় মনে,
পাপাচার করে কুব্জবামনের সনে[৪]।

১। কায়সাক্ষী—প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী, personal witness। দলিল ইত্যাদিও সাক্ষী বা প্রমাণ; কিন্তু কায়সাক্ষী নহে। তবে পূর্ণমুখ ত এ সমস্ত অতীত বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ করে নাই; সে কিরূপে কায়সাক্ষী হইল? সে ভূক্তভোগী, স্বচক্ষে স্ত্রীজাতির অকৃতজ্ঞতা দেখিয়াছে, বোধ হয়, এইজন্য এখানে তাহাকে কায়সাক্ষী বলা হইয়াছে।

২। কোশলরাজ জন্মদাতা এবং কাশীরাজ পালক, এজন্য দুই জনই পিতা।

৩। গলাটা এত ছোট যে, মাথাটা ধড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে—যেন একেবারেই নাই। মূলে 'পঙ্গু' শব্দ নাই, 'পীঠসর্পী' এই শব্দ আছে।

৪। টীকাকার কৃষ্ণার আখ্যায়িকাটী এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন—শুনা যায় পুরাকালে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত সেনাবলে বলীয়ান হইয়া কোশলাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন এবং কোশলরাজের প্রাণসংহারপূর্ব্বক তাঁহার সসত্ত্বা অগ্রমহিষীকে কাশীতে লইয়া গিয়া নিজের অগ্রমহিষী করিয়াছিলেন। এই রমণী যথাকালে একটী কন্যা প্রসব করেন। কাশীরাজের কোন ঔরস পুত্র বা কন্যা ছিল না; তিনি তুষ্ট হইয়া মহিষীকে বলিলেন, 'ভদ্রে, তুমি বর গ্রহণ কর।' মহিষী বলিলেন, 'বর গ্রহণ করিলাম, কিন্তু কি বর চাই, তাহা পরে বলিব।'

তাঁহারা এই কন্যার নাম রাখিলেন কৃষ্ণা। সে বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে একদিন মহিষী বলিলেন, 'বাছা, তোর পিতা আমাকে একটী বর দিয়াছিলেন; আমি উহা গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলাম, কি চাই তাহা পরে বলিব।' এখন তুই নিজের ইচ্ছামত সেই বর গ্রহণ কর।' সে কামপ্রবৃত্তির তাড়নায় লজ্জার মাথা খাইয়া জননীকে বলিল, 'মা, আমার অন্য কিছুরই অভাব নাই, আমি যাহাতে পতিগ্রহণ করিতে পারি, সেই উদ্দেশ্যে তুমি পিতাকে বলিয়া স্বয়ংবরের আয়োজন করাও।' মহিষী রাজাকে কৃষ্ণার অভিলাষ জানাইলেন। 'বেশ, কৃষ্ণা ইচ্ছামত পতি বরণ করুক' বলিয়া রাজা স্বয়ংবর ঘোষণা করিলেন। সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া বহুলোক রাজাঙ্গনে সমবেত হইল। কৃষ্ণা পুষ্পকরগুক হস্তে লইয়া উর্দ্ধদিকের বাতায়ন হইতে তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল, কিন্তু কেহই তাহার মনঃপুত হইল না। ঐ সময়ে পাণ্ডু রাজবংশীয় অর্জ্জুন, নকুল, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির ও সহদেব—এই পঞ্চ রাজপুত্র তক্ষশিলায় কোন দেশবিখ্যাত আচার্য্যের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়া দেশচরিত্র অবগত হইবার জন্য বিচরণ করিতে করিতে বারাণসীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা নগরের কোলাহল শুনিতে পাইলেন, জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার কারণ জানিতে পারিলেন, এবং আমরাও কেন যাই না, ভাবিয়া সভামণ্ডপে গমনপূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় অবস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া কৃষ্ণা তাঁহাদের পাঁচজনেরই প্রতি অনুরক্তা হইল এবং পাঁচজনেরই মস্তকোপরি পুষ্পমাল্যগুলাদি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, 'মা, আমি এই পাঁচজনকেই বরণ করিব।' মহিষী রাজাকে ইহা জানাইলেন; রাজা বর দিয়াছিলেন বলিয়া বাধা দিলেন না বটে, কিন্তু মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন। তাহার পর, রাজপুত্রেরা কাহার পুত্র, তাঁহাদের জাতি কি ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিলেন যে, তাঁহারা পাণ্ডুরাজপুত্র, তখন রাজা সমুচিত অভ্যর্থনার সহিত কৃষ্ণাকে তাঁহাদের পাদচারিকা করিয়া দিলেন। কৃষ্ণা তাঁহাদের সহিত এক সপ্তভূমিক প্রাসাদে বাস করিতে লাগিল এবং নিজের কামাতিশয়বশত সকলেরই মন হরণ করিল।

কৃষ্ণার পরিচারিকাদিগের মধ্যে একটা কুব্জ ছিল; লোকটা একে কুব্জ, তাহার উপর আবার পঙ্গু। কৃষ্ণা কামাতিশয়ে পাঁচজন রাজপুত্রের মন হরণ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিল না; রাজপুত্রেরা যখন বাহিরে যাইতেন, তখন সে অবসর পাইয়া কামতাপবশত ঐ কুব্জের সঙ্গেই পাপাচার করিত। সে কুব্জকে বলিত, 'তোমার মত প্রিয় আমার আর কেহ নাই। আমি রাজপুত্রদিগকে সংহার করিয়া তাহাদের কণ্ঠশোণিতে তোমার চরণ রঞ্জিত করিব।' যখন জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের সহবাস করিত, তখন সে বলিত, 'অপর চারিজন অপেক্ষা আপনিই আমার প্রিয়তম; আমি আপনার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি; পিতার মৃত্যু হইলে রাজ্য দেওয়াইব।' আবার যখন অন্য রাজপুত্রদিগের সঙ্গে থাকিত, তখন তাঁহাদিগকেও এইরূপ বলিত। ইহাতে তাঁহারা সকলেই সন্তুষ্ট থাকিতেন—ভাবিতেন, এই রমণী আমাদিগকে বড় ভালবাসে এবং ইহার জন্যই আমরা এই ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছি।

একদিন কৃষ্ণার পীড়া হইল; রাজপুত্রেরা তাহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন; একজন তাহার মাথা টিপিতে এবং এক একজন তাহার হাত, পা টিপিতে লাগিলেন; কুব্জটা পাদমূলে বসিয়া রহিল। জ্যেষ্ঠ কুমার অর্জ্জুন তাহার মাথা টিপিতেছিলেন; সে শিরঃসঞ্চালনদ্বারা তাঁহাকে ইঙ্গিতে জানাইল, 'কেহই আপনা অপেক্ষা আমার প্রিয়তম নহে; যত দিন বাঁচি আপনার জন্যই জীবন ধারণ করিব; পিতার মৃত্যু হইলে আপনাকেই রাজ্য

'বয়স্য পূর্ণমুখ, আমি দেখিয়াছি, সত্যতপাবী-নাম্নী এক শ্রমণী শ্মশানমধ্যে বাস করিত[১], সে চারিদিন পরে একদিন আহার করিত; তথাপি সে এক

দেওয়াইব। এইরূপে অর্জ্জুনকে তুষ্ট করিয়া অন্য যাঁহারা তাহার হাত পা টিপিতেছিলেন, হস্তপদাদিসঞ্চালন দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া সে তাঁহাদেরও মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিল। কুব্জকে কিন্তু সে, জিহ্বা সঞ্চালন দ্বারা জানাইল, তুমিই আমার একমাত্র প্রণয়ভাজন; তোমার জন্যই আমি জীবন ধারণ করিব। কৃষ্ণা পূর্ব্বে রাজপুত্রদিগকে যেরূপ বলিয়া আসিতেছিল, এখনও তাঁহারা ইঙ্গিতগুলি হইতে সেই অর্থ গ্রহণ করিলেন; অর্জ্জুন কিন্তু তাহার হস্ত, পাদ ও জিহ্বার বিকার লক্ষ্য করিয়া ভাবিলেন, 'এই রমণী যেমন আমাকে, সেইরূপ সম্ভবত অপর সকলকেও ইঙ্গিত করিল; বোধ হয় কুব্জের সঙ্গেও ইহার প্রণয় আছে।' তিনি ভ্রাতাদিগকে বাহিরে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই পঞ্চভর্ত্তৃকা আমাকে শিরঃসঞ্চালন দ্বারা যে ইঙ্গিত করিল, তাহা দেখিয়াছ কি?' তাঁহারা উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ দেখিয়াছি।' 'ইহার অর্থ জান কি?' 'না, তাহা জানি না।' 'ইহার এই (অর্থাৎ তিনি যাহা বুঝিয়াছেন তাহা) অর্থ; তোমাদিগকে হস্ত ও পাদদ্বারা যে ইঙ্গিত করিয়াছিল, তাহার অর্থ জান ত?' 'আমাদিগের ইঙ্গিতের অর্থও তাই।' 'জিহ্বা সঞ্চালনদ্বারা কুব্জকে যে ইঙ্গিত করিল, তাহার অর্থ বুঝিয়াছ কি?' 'না, তাহা বুঝি নাই।' তখন অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে প্রকৃত বৃত্তান্ত বুঝাইয়া বলিলেন, 'এই কুব্জের সঙ্গেও কৃষ্ণা পাপাচারে রত।' কিন্তু অর্জ্জুনের ভ্রাতারা ইহা বিশ্বাস করিলেন না। তখন তিনি কুব্জকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন; কুব্জ সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। কৃষ্ণার প্রতি রাজপুত্রদিগের যে অনুরাগ ছিল, ইহাতে তাহা অন্তর্হিত হইল। তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, 'অহো, রমণীরা কি পাপচরিত্রা ও দুঃশীলা। আমাদের ন্যায় সৎকুলজাত সুদর্শন পতি পরিহার করিয়া কৃষ্ণা কি না অতি ঘৃণার্হ কুব্জের সহিত পাপাচারে রত হইল। ইহার পর কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঈদৃশী নির্লজ্জা ও পাপিষ্ঠা রমণীদিগের সহবাসে সুখ ভোগ করিবে?' তাঁহারা এইরূপে বহুবার স্ত্রীজাতির বহু দোষ উল্লেখ করিয়া বলিলেন, 'আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে প্রয়োজন নাই।' তাহারা পাঁচজনেই হিমালয়ে গিয়া কৃৎস্নপরিকর্ম্ম করিতে লাগিলেন এবং আয়ুক্ষয় হইলে কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিলেন।

তখন শকুনরাজ কুণাল ছিলেন অর্জ্জুন কুমার; কাজেই কুণাল নিজে এই ঘটনা দেখিয়াছিলেন বলিয়া পূর্ণমুখকে বলিয়াছিলেন, 'আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম' ইত্যাদি।

[১]। এই প্রসঙ্গে টীকাকার বলেন—পুরাকালে সত্যতপাবী-নাম্নী এক শ্বেতশ্রমণী (শ্বেতম্বর জৈন সম্প্রদায়ভুক্তা সন্ন্যাসিনী কি?) কাশীর নিকটস্থ শ্মশানে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত। সে চারিদিন অনাহারে থাকিয়া পঞ্চম দিনে আহার করিত। ইহাতে সে সকল নগরবাসীদিগের দৃষ্টিতে দ্বিতীয় চন্দ্র বা সূর্য্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। বারাণসীবাসীরা হাঁচিলে বা হোঁছট খাইলেও (অমঙ্গল নিরাকরণার্থ) সত্যতপাবীর নাম উচ্চারণ করিত।

একদা কোন উৎসরের প্রথম দিবসে স্বর্ণকারেরা মিলিত হইয়া এক স্থানে একটা মণ্ডপ প্রস্তুত করিল এবং সেখানে মৎস্যমাংসসুরাগন্ধমাল্য প্রভৃতি আনয়নপূর্ব্বক সুরাপানে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের মধ্যে এক সুরাসক্ত বমন করিবার কালে বলিল, 'সত্যতপাবীকে নমস্কার।' ইহা শুনিয়া কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিলেন, 'তুই ত ঘোর মূর্খ; তুই কি না একজন চলচিত্তা নারীকে নমস্কার করিলি। তোর অজ্ঞতাকে ধিক্।' প্রথম ব্যক্তি বলিল, 'ভাই, এমন

কথা মুখে আনিও না; যাহাতে নরকে পচিতে হইবে, এমন কর্ম্ম করিও না।' বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিল, 'ওরে মূর্খ, চুপ কর। হাজার টাকা বাজি রাখ' আমি তোর সত্যতপাবীকে সাতদিনের মধ্যে অলঙ্কার পরাইয়া এখানে আনিয়া বসাইব এবং তাহাকে মদ খাইতে শিখাইয়া এখানে (তাহার সঙ্গে) মদ খাইব। স্ত্রীচরিত্রের আবার স্থৈর্য্য কোথায় রে?' প্রথম ব্যক্তি বলিল, 'কখনও পারিবে না।' সে হাজার টাকা বাজি রাখিল। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি অন্য স্বর্ণকারদিগকে এই ব্যাপার জানাইল এবং পরদিন তপস্বীর বেশে সেই শ্মশানে প্রবেশপূর্ব্বক সত্যতপাবীর বাসস্থানের অনতিদূরে অবস্থিত হইয়া সূর্য্যোপাসনায় প্রবৃত্ত হইল। সত্যতপাবী ভিক্ষায় যাইবার কালে তাহাকে দেখিয়া ভাবিল, 'এই তাপস, বোধ হয়, মহা ঋদ্ধিমান। আমি এই শ্মশানের এক পার্শ্বে থাকি; ইনি ইহার মধ্যভাগে রহিয়াছেন। সম্ভবত ইহার অন্তঃকরণে কোন অশান্তি নাই। যাই ইঁহাকে প্রণাম করি গিয়া।' ইহা স্থির করিয়া সে ঐ ছদ্মবেশীর নিকট গেল এবং প্রণাম করিল। ছদ্মবেশী কিন্তু সে দিকে দৃক্‌পাত করিল না, তাহার সঙ্গে কোন আলাপও করিল না। দ্বিতীয় দিবসেও ঠিক এইরূপ হইল। তৃতীয় দিন সত্যতপাবী প্রণাম করিলে ছদ্মবেশী অধোমুখে বলিল, 'যাও।' চতুর্থ দিবসে সে ঐ রমণীকে সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ভিক্ষাচর্য্যায় ক্লান্তি বোধ কর না কি?' তপস্বীর নিকট মিষ্টসম্ভাষণ পাইয়াছি ভাবিয়া সত্যতপাবী সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল। পঞ্চম দিনে সে আরও মিষ্টসম্ভাষণ পাইয়া কিয়ৎক্ষণ তপস্বীর নিকটে অবস্থিতি করিয়া প্রস্থান করিল। ষষ্ঠ দিনে আসিয়া সে যখন প্রণাম করিয়া উপবেশন করিল, তখন ছদ্মবেশী জিজ্ঞাসা করিল, 'ভগিনী, আজ বারাণসীতে কি জন্য এত গীতবাদ্যের শব্দ শুনা যাইতেছে?' সত্যতপাবী বলিল, 'আর্য্য, আপনি কি জানেন না যে, নগরে উৎসব ঘোষিত হইয়াছে? যাহারা উৎসব করিতেছে, এ শব্দ তাহাদের।' ছদ্মবেশী যেন কিছুই জানে না, এইভাবে বলিল, 'বটে, এ তবে উৎসবের কোলাহল?' অনন্তর সে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভগিনী, তুমি কতবার আহার হইতে বিরত থাক?' 'চারিবার, আর্য্য। আপনি কতবার বিরত থাকেন?' 'সাতবার, ভগিনী।' কিন্তু ছদ্মবেশী সম্পূর্ণ মিথ্যা উত্তর দিল, কারণ সে দিবারাত্র সব সময়েই ভোজন করিত। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'ভগিনী, তুমি কত দিন প্রব্রজ্যা লইয়াছ?' 'বার বৎসর। আপনি কত বৎসর লইয়াছেন?' 'এই ছয় বৎসর হইল।' ইহার পর ছদ্মবেশী বলিল, 'ভগিনী, তুমি ধর্ম্মজনিত শান্তিলাভ করিয়াছ ত?' 'না, প্রভু। আপনি লাভ করিয়াছেন কি?' 'না, আমিও শান্তি পাই নাই। দেখ ভগিনি, আমরা কামসুখ ও নৈষ্ক্রম্য-সুখ, উভয় সুখেই বঞ্চিত। নরক গতি তপ্ত হইলেই বা তাহাতে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি কি? বহুলোকে যাহা করে, এস আমরাও তাহাই করি। আমি গৃহী হইব, আমার মাতৃধন আছে; তাহার জন্য আমাকে কোন কষ্ট পাইতে হইবে না।' ছদ্মবেশীর এই বাক্য শুনিয়া সত্যতপাবী চিত্তচাঞ্চল্যবশত তাহার প্রতি অনুরক্তা হইল এবং বলিল, 'আর্য্য, আমিও উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। আপনি যদি আমাকে ত্যাগ না করেন, তবে আমিও গৃহিণী হইব।' ছদ্মবেশী উত্তর দিল, 'এস তবে, আমি তোমাকে ত্যাগ করিব না; তুমি আমার ভার্য্যা হইবে।' অনন্তর সে তপস্বিনীকে লইয়া নগরে প্রবেশ করিল; তাহাকে নিজের কলত্র করিল, সুরাপানমণ্ডপে লইয়া গেল, সুরাপান করাইল এবং নিজেও সুরাপান করিল। কাজেই সেই প্রথম ব্যক্তি হাজার টাকা বাজি হারিল।

কালক্রমে উক্ত স্বর্ণকারের ঔরসে সত্যতপাবীর অনেক পুত্রকন্যা জন্মিল। তখন কুণাল

মণিকারের সহিত ব্যভিচার করিয়াছিল। বৈনতেয়ের ভার্য্যা কাকবতী-নাম্নী এক দেবী সমুদ্রমধ্যে বাস করিয়াও নটকুবেরের সহিত পাপকর্ম্ম করিয়াছিলেন[১]; আমি দেখিয়াছি, সুকেশী[২] কুরঙ্গবী এড়কুমারের প্রণয়াসক্তা হইয়াও ষড়ঙ্গকুমার ও ধনান্তেবাসিকের সহিত ব্যভিচার করিয়াছিল[৩], আমি দেখিয়াছি ব্রহ্মদত্তের মাতা

ছিলেন সেই স্বর্ণকার। তিনি ঘটনাটী প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এইজন্য বলিলেন, 'আমি দেখিয়াছি' ইত্যাদি।

[১]। তৃতীয় খণ্ডের কাকবতী-জাতক (৩২৭) দ্রষ্টব্য। কুণাল তখন ছিলেন গরুড়; কাজেই বলিলেন, 'আমি দেখিয়াছি' ইত্যাদি।

[২]। মূলে 'লোমসুন্দরী' আছে। টীকাকার বলেন, ইহাতে করঙ্গবীর উদরলোমরাজির সৌন্দর্য্য প্রমাণ করিতেছে।

[৩]। এই আখ্যায়িকা সম্বন্ধে টীকাকার বলেন—পুরাকালে ব্রহ্মদত্ত কোশলরাজের প্রাণসংহারপূর্ব্বক তাঁহার সসত্ত্বা অগ্রমহিষীকে লইয়া বারাণসীতে প্রতিগমন করিয়াছিলেন। ঐ রমণী যে গর্ভিণী, ইহা জানিয়াও ব্রহ্মদত্ত তাঁহাকে নিজের অগ্রমহিষী করিলেন। গর্ভ পরিণতি হইলে মহিষী সুবর্ণ প্রতিমাসদৃশ এক পুত্র প্রসব করিলেন। মহিষী ভাবিলেন, 'এই বালক যখন বড় হইবে, তখন বারাণসীরাজ ভাবিবেন, এ আমার শত্রুর পুত্র, ইহাকে জীবিত রাখি কেন? এইজন্য তিনি ইহার প্রাণবধ করাইবেন। যাহাতে শত্রুহস্তে বাছার প্রাণদণ্ড না ঘটে, তাহা করিতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ধাত্রীকে বলিলেন, "মা, আমার এই শিশুকে কাপড় ঢাকা দিয়া ভাগাড়ে রাখিয়া আয়।" ধাত্রী তাহাই করিল এবং স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিল।

কোশলরাজ মৃত্যুর পর স্বীয় পুত্রের রক্ষিকা দেবতা হইয়া জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক অজপালক ঐ শ্মশানের নিকটে ছাগ চরাইতেছিল। দেবতার অনুভাববলে একটা ছাগীর মনে ঐ শিশুর প্রতি স্নেহসঞ্চার হইল; সে তাহাকে দুগ্ধপান করাইল, অল্পক্ষণ চরিয়া আবার আসিয়া দুধ দিল; এনরূপে ছাগী দুই, তিন, চারিবার দুধ দিল। অজপালক এই ব্যাপার দেখিয়া শিশুটীর নিকট গেল; দেখিয়াই তাহার মনে পুত্রস্নেহের উদ্রেক হইল, সে শিশুটীকে তুলিয়া লইয়া নিজের ভার্য্যাকে দিল। এই রমণী নিঃসন্তান ছিল, কাজেই তাহার স্তনে দুধ ছিল না; সেই ছাগীটীই শিশুকে দুগ্ধপান করাইতে লাগিল। কিন্তু ঐ দিন হইতে প্রত্যহ অৎপালের দুই তিনটী ছাগ মরিতে আরম্ভ করিল। অৎপাল ভাবিল, 'এই শিশুকে পালন করিতে হইলে, দেখতেছি, আমার সকল ছাগই মরিয়া যাইবে। এ শিশু দিয়া আমার কি উপকার হইবে?' সে শিশুটীকে একটা মৃৎপাত্রে নিক্ষেপ করিল আর একটী পাত্র দিয়া প্রথম পাত্র দিয়া ঢাকা দিল, পাত্রটার মুখে এমন প্রলেপ দিল যে কোথাও কোন ছিদ্র রহিল না; এবং এইভাবে উহা নদীতে নিক্ষেপ করিল।

রাজভবনের নিকটে এক চণ্ডাল থাকিত, সে পুরাতন দ্রব্য মেরামত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। মৃৎপাত্রটী অধঃস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যখন প্রাসাদের নিকট দিয়া যাইতেছিল, তখন সে ও তাহার স্ত্রী সেখানে মুখ ধুইতেছিল। সে ছুটিয়া গিয়া পাত্রটা তুলিয়া আনিল, তীরে রাখিয়া, উহার মধ্যে কি আছে জানিবার জন্য ঢাকনিটা খুলিল এবং কুমারকে দেখিতে পাইল। এই চণ্ডালের স্ত্রীও অপুত্রিকা ছিল, কুমারকে দেখিয়া তাহারও

মনে পুত্রস্নেহ সঞ্জাত হইল; সে তাহাকে গৃহে লইয়া লালনপালন করিতে লাগিল।

কুমারের বয়স যখন সাত আট বৎসর হইল, তখন চণ্ডালদম্পতি রাজভবনে যাইবার কালে তাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। যখন তাহার ষোল বৎসর বয়স হইল, তখন বালক নিজেই বহুবার গিয়া ভাঙ্গাচুরা জিনিস মেরামত করিতে লাগিল।

রাজার (ভূতপূর্ব্ব) অগ্রমহিষীর কুরঙ্গবী নাম্নী এক পরমসুন্দরী কন্যা ছিল। যেদিন সে কুমারকে প্রথম দেখিতে পাইল, সেইদিন হইতেই তাহার প্রতি অনুরাগবতী হইল। তাহার অন্য কোন বিষয়েই রুচি রহিল না। কুমার যেখানে বসিয়া মেরামত করিত, সেও তথায় যাইতে লাগিল। পরস্পরকে সর্ব্বদা এইরূপে দেখিয়া তাহারা উভয়েই পরস্পরের প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইল, এবং রাজভবনের কোন গুপ্তস্থানে পাপাচার আরম্ভ করিল। এইভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে পরিচারিকারা রাজাকে এই গুপ্তপ্রণয়ের কথা জানাইল; রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া অমাত্যদিগকে সমবেত করাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই চণ্ডালপুত্র অতি কুকর্ম্ম করিয়াছে, এখন কর্ত্তব্য কি, তাহা তোমরা স্থির কর।' অমাত্যেরা বলিলেন, 'মহারাজ, এ মহাপরাধ করিয়াছে, ইহাকে প্রথমে নানাবিধ দণ্ড দিয়া শেষে বধ করা কর্ত্তব্য।' এই সময়ে কুমারের জনক (যিনি তাহার রক্ষিকা দেবতা হইয়াছিলেন) তাহার গর্ভধারিণীর দেহে প্রবেশ করিলেন; ঐ রমণী দেবতানুভাববলে রাজার নিকটে গিয়া বলিলেন, 'এই বালক চণ্ডাল নয়; এ আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; এ কোশলরাজের ঔরসপুত্র; আমি তখন আপনাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলাম যে, আমার পুত্র মারা গিয়াছে; এ আপনার শত্রুর পুত্র, এইজন্যই আমি ইহাকে ধাত্রী দ্বারা ভাগাড়ে ফেলাইয়া দিয়াছিলাম। সেখানে এক অজপালক ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিল; কিন্তু যখন তাহার ছাগগুলি মরিতে আরম্ভ করিল, তখন সে ইহাকে নদীতে ফেলিয়া দিয়াছিল। আমাদের বাড়ীতে যে চণ্ডাল পুরাতন জিনিস মেরামত করে, সে ইহাকে নদীতে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া লইয়া যায় এবং এখন পর্য্যন্ত ইহার লালন পালন করিতেছে। যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন, তবে ঐ সকল লোক ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করুন।' ইহা শুনিয়া রাজা ধাত্রী প্রভৃতি সকলকে ডাকাইয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং মহিষী যাহা বলিয়াছিলেন, ইহাদের মুখেও তাহাই শুনিয়া বুঝিলেন যে, বালকটী সদ্‌বংশজাত। তিনি পরিতুষ্ট হইয়া কুমারকে স্নান করাইলেন; নানা অলঙ্কারে মণ্ডিত করাইলেন এবং তাহারই হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। কুমারের সংসর্গে অজপালের ছাগ মারা গিয়াছিল বলিয়া লোকে তাহার নাম রাখিল 'এড়কুমার।'

বিবাহের পর রাজা কুমারকে সেনা ও হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি দিয়া বলিলেন, 'তুমি গিয়া তোমার পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ কর।' কুমার কুরঙ্গবীকে লইয়া কোশলের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। অতঃপর বারাণসীর রাজা ভাবিলেন, 'কুমারের বিদ্যালাভ হয় নাই।' এই জন্য তিনি কুমারের অধ্যাপনার্থ ষড়ঙ্গকুমার নামক এক ব্যক্তিকে আচার্য্য নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। কুমার তাঁহাকে আচার্য্যের পদে বরণ করিয়া সৈনাপত্যে নিযুক্ত করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে কুরঙ্গবী এই ব্যক্তির সহিত ব্যভিচার আরম্ভ করিল। এই সেনাপতির ধনান্তেবাসি-নামক এক ভৃত্য ছিল; সেনাপতি তাহার হাত দিয়া কুরঙ্গবীকে বস্ত্রালঙ্কারাদি পাঠাইতেন। কুরঙ্গবী এই ব্যক্তির সঙ্গেও অনাচারে প্রবৃত্ত হইল। মহাসত্ত্ব তখন ষড়ঙ্গকুমার ছিলেন; কাজেই এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি অতীত বৃত্তান্ত

কোশলরাজকে পরিহার করিয়া পঞ্চালচণ্ডের সহিত ব্যভিচার করিয়াছিল[১]; সৌম্য পূর্ণমুখ, এই পাঁচজন এবং আরও বহু রমণীয় পাপাচারে রত ছিল; সেইজন্য আমি রমণীদিগকে বিশ্বাস করি না; তাহাদের প্রশংসা করি না। বিশ্বমণ্ডলে পৃথিবী যেমন সকলের প্রতিই সমানুরক্তা, সকলের জন্যই ধনরত্ন ধারণা করে, সাধু অসাধু সকলেরই অধিষ্ঠানভূতা হইয়াছে, সকলই সহ্য করিতেছে—তাহার না আছে স্পন্দন, না আছে ক্রোধ—রমণীরাও সেইরূপ[২]। এই নিমিত্ত তাহাদিগকে বিশ্বাস করা অবিধেয়।

২. সদা রক্তমাংসপ্রিয়, কঠোর হৃদয়,
পঞ্চায়ুধ[৩], ক্রুরমতি সিংহ দুরাশয়,
অতিলোভী, নিত্য প্রাণিহিংসাপরায়ণ,

আহরণ করিবার সময়ে বলিলেন, 'আমি দেখিয়াছি' ইত্যাদি।

[১]। টীকাকার পঞ্চম আখ্যায়িকাটী এইভাবে বলিয়াছেন—পুরাকালে কোশলরাজ বারাণসী রাজ্য অধিকার করিয়া তত্রত্য মহিষীকে গর্ভবতী জানিয়াও নিজের অগ্রমহিষী করিয়াছিলেন। যথাকালে এই রমণী এক পুত্র প্রসব করিলেন; কোশলরাজ অপুত্রক ছিলেন; তিনি এই বালককে স্নেহ করিয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে সর্ব্ববিধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিলেন। কুমার যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, তখন কোশলরাজ তাঁহাকে স্বীয় পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। কুমার বারাণসীতে গিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহার গর্ভধারিণী পুত্রকে দেখিবার অভিপ্রায়ে কোশলরাজের নিকট বিদায় লইয়া বহু অনুচরসহ বারাণসীতে যাত্রা করিলেন। পথে তিনি কাশী ও কোশলের সাধারণ সীমার নিকটস্থ কোন নিগমগ্রামে অবস্থিতি করিলেন। এখানে পঞ্চালচণ্ড-নামক এক সুরূপ ব্রাহ্মণযুবক বাস করিত। সে একদিন উপঢৌকন লইয়া মহিষীর সহিত দেখা করিল; মহিষী দর্শনমাত্র তাহার প্রতি অনুরাগবতী হইলেন; সেখানে কয়েকদিন তাহার সহিত পাপাচার করিয় তিনি বারাণসীতে গেলেন, সেখানে পুত্রকে দেখিয়া যত শীঘ্র পারিলেন ফিরিলেন এবং সেই গ্রামেই বাসা লইয়া পুনর্ব্বার কয়েকদিন সেই ব্রক্ষ্মণযুবকের সহিত অনাচার করিলেন। তিনি কোশলে ফিরিলেন বটে, কিন্তু সেই সময় হইতে দুই পাঁচদিন পরেই পুত্রকে দেখিবার জন্য একটা না একটা হেতুনির্দ্দেশ করিয়া রাজার নিকট বিদায় লইতেন এবং যাতায়াতের কালে মাসের মধ্যে পনর দিন সেই গ্রামে থাকিয়া ব্রাহ্মণযুবকের সহিত পাপাচার করিতেন। তখন কুণালই ছিলেন পঞ্চালচণ্ড; কাজেই তাঁহার প্রত্যক্ষজ্ঞান লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, 'হে পূর্ণমুখ, রমণীরা এমনই দুঃশীলা ও মিথ্যাবাদিনী।' 'আমি দেখিয়াছি' ইত্যাদি।

[২]। এখানে পৃথিবীর সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, রমণীদিগের প্রতি তাহা কদর্থে আরোপ করিতে হইবে। প্রণয়ে রমণীর পাত্রাপাত্রবিচার নাই। তাহার রূপযৌবন সাধারণ-ভোগ্য; সে কামবশে সর্ব্ববিধ ক্লেশই সহ্য করে, বাহিরে ক্রোধ বা বিরক্তির চিহ্ন দেখায় না, ইত্যাদি।

[৩]। পদচতুষ্টয় ও মুখ এই পঞ্চাঙ্গ সিংহের আয়ূধ।

বধি অন্যে করে নিজ উদয় পূরণ।
স্ত্রীজাতি তেমতি সর্ব্বপাপের আবাস;
চরিত্রে তাহাদের কভু করো না বিশ্বাস।

"সৌম্য পূর্ণমুখ, রমণীদিগকে বেশ্যা, কুলটা বা বন্ধকী নাম দিলে ইহাদের স্বভাবের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় না। ইঁহারা—অর্থাৎ এই বেশ্যা ও কুলটারা সত্যসত্যই প্রাণবধিকা। ইঁহারা বেণিধরা চৌরী; ইঁহারা বিষমিশ্রিত মদিরার ন্যায় অনিষ্টকারিণী, বণিক্‌দিগের ন্যায় আত্মশ্লাঘারতা, মৃগশৃঙ্গের ন্যায় কুটিলা[১], সর্পের ন্যায় দ্বিজিহ্বা[২], মলকূপের ন্যায় বহিরাবরণপ্রতিচ্ছন্না, পাতালের ন্যায় দুষ্পূরা, রাক্ষসীর ন্যায় দুস্তোষা, যমের ন্যায় সর্ব্বসংহারিকা, অগ্নির ন্যায় সর্ব্বগ্রাসিনী, নদীর ন্যায় সর্ব্ববাহিনী, বায়ুর ন্যায় যদৃচ্ছাগামিনী, মেরুর ন্যায়[৩] পাত্রাপাত্র বিচারবিহীনা, বিষবৃক্ষের ন্যায় নিত্যকুফলপ্রসবিনী[৪]।

এ সম্বন্ধে আরও কয়েকটী প্রবাদ বাক্য বলা যাইতেছে :

৩. চৌর, বিষদিগ্ধসুরা, বিকত্থী বণিক,
কুটিল হরিণশৃঙ্গ, দ্বিজিহ্বা সর্পিণী,—
প্রভেদ এদের সঙ্গে নাই রমণী।

৪. প্রতিচ্ছন্ন মলকূপ, দুষ্পূর পাতাল,
দুস্তোষা রাক্ষসী, যম সর্ব্বসংহারক,—
প্রভেদ এদের সঙ্গে নাই রমণীর।

৫. অগ্নি, নদী, বায়ু, মেরু (পাত্রাপাত্রভেদ
জানে না যে), কিংবা বিষবৃক্ষ নিত্যফল—
প্রভেদ এদের সঙ্গে নাই রমণীর।
নাশে নারী ধনরত্ন, ভোগের সামগ্রী
গৃহে যাহা আনে পতি করিয়া যতন[৫]।

---

[১]। টীকাকার বলেন, লঘুচিত্তা বা চপলা। কোন কোন হরিণের শিং যেমন পাকে পাকে ঘুরিয়া একবার সম্মুখে, একবার পশ্চাতে গিয়াছে দেখা যায়, স্ত্রীজাতিও সেইরূপ এক একবার এক এক বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, তাহাদের চিত্তস্থৈর্য্য নাই।

[২]। মূলে 'দুজ্জিহ্বা' আছে। দুজ্জিহ্বা অর্থাৎ পরুষভাষিণী বা মিথ্যাবাদিনী। কিন্তু সর্পের সম্বন্ধে 'দুজিহ্বা' (দিজিহ্বা) পাঠই সমীচীন। রমণীদিগের কথায় বিশ্বাস নাই; তাহারা এক এক সময়ে এক এক প্রকার কথা বলে।

[৩]। মেরুর প্রভায় ভালমন্দ সমস্তই হেমবর্ণ দেখায়। মেরু-জাতক (৩৭৯) দ্রষ্টব্য।

[৪]। বিষবৃক্ষ-সম্বন্ধে কিংপক্ক-জাতক (৮৫) দ্রষ্টব্য।

[৫]। পঞ্চম গাথার ব্যাখ্যায় টীকাকার দুইটী গাথা উদ্ধৃত করিয়াছেন :

১) রমণীই মায়া, মরীচিকা, রোগ, শোক,
রমণীর হেতু হয় উপদ্রব-ভোগ।

অতঃপর নানা প্রকারে নিজের ধর্ম্মদেশন-পটুতা প্রদর্শনপূর্ব্বক কুণাল বলিলেন, 'সৌম্য পূর্ণমুখ, চারিটী বস্তু কার্য্যকালে অনর্থকারক; এজন্য ইহাদিগকে পরকুলে রাখা অকর্ত্তব্য। বস্তু চারিটী এই—বলীবর্দ্দ, ধেনু, যান, ভার্য্যা। বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই চারিটী বস্তুর সম্বন্ধে নিজের গৃহ সুরক্ষিত রাখিবেন।

৬. বলীবর্দ্দ, ধেনু, যান, ভার্য্যা নিজ তব—
রাখিও না জ্ঞাতিগৃহে কখনও এ সব।
যান নষ্ট হয় পড়ি আনাড়ীর হাতে।
বলীবর্দ্দ প্রাণে মারে অতি খাটুনিতে।

৭. দুধ দু'য়ে বাছুরের জীবনান্ত করে।
রমণী প্রদুষ্টা হয় থাকি জ্ঞাতিঘরে।

সৌম্য পূর্ণমুখ, এই ছয়টী বস্তু কার্য্যকালে অনিষ্টজনক হয়—গুণহীন ধনু, জ্ঞাতিকুলস্থা ভার্য্যা, নাবিকহীন নৌকা[১], ভগ্নাক্ষ যান, দুরস্থ মিত্র ও দুষ্ট সঙ্গী। ইঁহারা কার্য্যকালে অনিষ্টের নিদান হইয়া থাকে। সৌম্য পূর্ণমুখ, আটটী কারণে স্ত্রীরা স্বামীকে অবজ্ঞা করেন—দরিদ্রতা, আতুরতা, বার্দ্ধক্য, সুরাসক্তি, মূঢ়তা, অনবধানতা, সর্ব্বকার্য্যে স্ত্রীর অনুবর্ত্তন, নিজে না রাখিয়া স্ত্রীর হাতে সর্ব্বস্বসমর্পণ। সৌম্য পূর্ণমুখ, এই আটটী কারণেই স্বামীরা স্ত্রীর অবজ্ঞাভাজন হয়। এ সম্বন্ধে প্রবাদ বাক্য এই :

৮. দরিদ্র, আতুর, বৃদ্ধ, মূঢ়, সুরাসক্ত,
প্রমত্ত, ভার্য্যার অনুবর্ত্তননিরত,
স্ত্রীর হাতে করে যেই সর্ব্বস্ব অর্পণ,
পত্নীর অবজ্ঞাপাত্র এই আট জন।

প্রখরা সে, তারই তরে, পুরুষে বন্ধন পরে;
হৃদয়ে নিহিতা, নারী, যেন মৃত্যুপাশ;
কোন নরাধম করে নারীকে বিশ্বাস?—মহাহংস-জাতক (৫৩৪।৩০)।

২) পরিণাম না জানিয়া সেবে কাম যেই জন,
কিংপক্ক-ভোজীর ন্যায় ঘটে তার বিনশন।—কিংপক্ক-জাতক (৮৫)।

মূলে 'নেরু' এই পদের পরে 'নাবসমাকতা' এই পদ আছে। কিন্তু ইহার অর্থ বুঝা গেল না। পাঠান্তর 'নাবসমাগতা'—নৌকার ন্যায় বেগবতী।

মূলে 'নাসয়ন্তি' পদের পূর্ব্বে 'পঞ্চধা' এই পদ আছে। পাঠান্তর 'নিচ্চফলো'; ইহা 'বিসরুকখ্' পদের বিশেষণ। আমি এই পাঠই গ্রহণ করিলাম।

[১]। নাবা পদের পূর্বে 'চারং' এই পদ আছে। ফোসবোল বলেন, হয়ত ইহা 'চারা' পদের অশুদ্ধ পাঠ। এখানে অন্যান্য বিশেষ্য পদের ন্যায় 'নাবা' পদেরও যে একটী বিশেষণ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব 'চারা' পদটীকেই সেই বিশেষণ মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার অর্থ কি?—a boat adrift. নাবিকহীন, বায়ু ও স্রোতের ক্রীড়াস্বরূপ নৌকা কি?

সৌম্য পূর্ণমুখ, নয়টী কারণে স্ত্রীদের কলঙ্ক ঘটে; যদি তাহারা সর্ব্বদা আরামে, উদ্যানে ও নদীতীর্থে বেড়াইয়া বেড়ায়; যদি তাহারা নিয়ত জ্ঞাতিকুটুম্বদের কিংবা পরের বাড়ীতে যাতায়াত করে, যদি তাহারা ভদ্রলোকের ব্যবহার্য্য সুন্দর বস্ত্রাদি পরিধান করিতে ভালবাসে, যদি তাহারা মদ্যপানে আসক্ত হয়, যদি তাহারা বাতায়নাদি খুলিয়া সর্ব্বদা ইতস্তত বিলোকন করে, কিংবা দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া আপনাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব দেখায়, তবে তাহারা কলঙ্কভাগিনী হয়।

এ সম্বন্ধে প্রবাদ এই :

৯. আরামে, উদ্যানে[১], তীর্থ, জ্ঞাতিপরকুলে সদা বেড়াইতে যায়,
মদ্যপান করে যারা, পরিতে বিচিত্র বস্ত্র সদা যারা চায়,

১০. বিনা কাজে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করে যারা সদা শূন্যমনে,
দ্বারে থাকে দাঁড়াইয়া—কলুষিতা হয় নারী এ নব কারণে।

সৌম্য পূর্ণমুখ, নারীরা চল্লিশটা উপায়ে স্বামীর নিকটে থাকিয়াও পুরুষান্তরকে প্রলুব্ধ করে—তাহারা বিজৃম্ভণ করে, দেহ অবনত করিয়া নিজের পৃষ্ঠদেশ দেখায়, অঙ্গসঞ্চালন দ্বারা নানারূপ হাবভাব প্রকাশ করে, লজ্জার ভাণ করিয়া কবাট বা ভিত্তির অন্তরালে লুকায়, নখে নখ ঘর্ষণ করে, এক পদের উপর অন্য পদ রাখে, কাঠি দিয়া মাটিতে দাগ কাটে, ছেলেকে একবার উপরে তুলিয়া, একবার নীচে নামাইয়া নাচায়, তাহাকে খেলা দেয় ও খেলা করায়, তাহাকে চুমো দেয় ও তাহার চুমা খায়, তাহাকে খাওয়ায় ও নিজে খায়, তাহাকে কিছু দেয় বা তাহার কাছে কিছু চায়, ছেলে যাহা করে নিজে তাহার অনুকরণ করে, কখনও উচৈচস্বরে, কখনও মৃদুস্বরে, কখনও নির্জ্জনে, কখনও জনমধ্যে কথা কয়; নৃত্য, গীত, বাদ্য, ক্রন্দন, বিলাস ও ভূষণ দ্বারা মন ভুলায়। তাহারা অট্টহাস্য করে, নায়কের প্রতীক্ষায় তাকাইয়া থাকে, নিতম্ববস্ত্র সঞ্চালন করে, ঊরুদেশ হইতে আবরণ তুলিয়া লয় অথবা বস্ত্র টানিয়া ঊরু ঢাকে, স্তন খুলিয়া রাখে, কক্ষ খুলিয়া দেখায়, নাভি খুলিয়া দেখায়, চক্ষু নিমীলন করে, ভ্রু টানিয়া তুলে, ওষ্ঠ দংশন করে, জিহ্বা বাহির করিয়া দংশন করে, জিহ্বা দ্বারা অধোরোষ্ঠ লেহন করে, বস্ত্র খুলিয়া ফেলে বা বস্ত্র কশিয়া পরে, চুল খোলে বা চুল বান্ধে। সৌম্য পূর্ণমুখ, এই চল্লিশটা উপায়ে নারীরা স্বামীর পার্শ্বে থাকিয়াও পরপুরুষকে আপনাদের মনোভাব জানায়।

সৌম্য পূর্ণমুখ, পঁচিশটা উপায়ে দুষ্টা মরণীদিগকে চিনিতে পারা যায়—তাহারা স্বামীর প্রবাস প্রশংসা করে, স্বামী প্রবাসে গেলে তাহাকে স্মরণ করে না,

---

[১]। 'আরাম' বলিলে বাগানবাড়ী এবং উদ্যান বলিলে বড় বাগান বুঝা যাইতে পারে কি?

প্রবাস হইতে ফিরিলে তাহার অভিনন্দন করে না; তাহারা স্বামীর দোষকীর্ত্তন করে, গুণকীর্ত্তন করে না; তাহারা স্বামীর অনিষ্ট করে, ইষ্ট করে না; তাহারা স্বামীর অপ্রিয় কার্য্য করে, প্রিয় কার্য্য করে না; তাহারা সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া শয্যায় যায় এবং স্বামীর বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া শয়ন করে; তাহারা শুইয়া নিয়ত এ পাশ ও পাশ করে, দীপ জ্বাল ইত্যাদি বলিয়া কোলাহল করে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে যেন কত কষ্ট হইতেছে এই ভাব দেখায়, মলমূত্র ত্যাগের ছলে পুনঃ পুনঃ বাহিরে যায়; সতত স্বামীর প্রতিকূলাচরণ করে, পরপুরুষের স্বর শুনিলে কর্ণবিবর উন্মুক্ত করে এবং অবধানের সহিত তাহা শ্রবণ করে; তাহারা স্বামীর সমস্ত ভোগের সামগ্রী উড়াইয়া দেয়; তাহারা প্রতিবেশীদিগের সহিত আত্মীয়তা করে; পাড়ায় পাড়ায় ও পথে পথে বেড়ায়; তাহারা ব্যভিচার করে এবং স্বামীর সম্মান না রাখিয়া মনে দুষ্ট সঙ্কল্প পোষণ করে। সৌম্য পূর্ণমুখ, এই পঞ্চবিংশতি লক্ষণ দেখিয়াই দুষ্টা রমণীদিগকে চিনিতে পারা যায়। এ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবাদ বাক্য বলিতেছি :

১১. পতিরে উৎসাহ দেয় প্রবাসে যাইতে,
প্রবাসে যাইলে পতি কষ্ট নাই তাতে;
ফিরিলে পতিরে অভিনন্দন না করে,
পতির গুণের কথা মুখে নাহি সরে;
মুক্তকণ্ঠে করে দোষ পতির বর্ণন—
দুষ্টা রমণীর হয় এ সব লক্ষণ।

১২. অসংযতা, পতির অহিতবিধায়িনী
পতিহিতে দৃষ্টি নাই, অকৃত্যকারিণী;
সর্ব্বাঙ্গ আবরি বস্ত্রে, অতি অনিচ্চায়,
মুখ ফিরাইয়া শোয় পতির শয্যায়;
পতিরে দেখিতে কভু নাহি চায় মন—
দুষ্টা রমণীর হয় এ সব লক্ষণ।

১৩. শয়নে নাহিক স্বস্তি, এ পাশ ও পাশ
করে সদা, ছাড়ে তার সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস;
কভু কোন ছল ধরি কলহ ঘটায়,
অসুখের ভাণ করি বেদনা জানায়;
মল কিংবা মূত্র ত্যাগ করিবে বলিয়া
পুনঃ পুনঃ চলি যায় বাহির হইয়া;
এইভাবে সারানিশি করে জ্বালাতন—
দুষ্টা রমণীর হয় এ সব লক্ষণ।

১৪. পতি যাহা চায় তার করে বিপরীত;
নিরতা সাধিতে সাদ কার্য্য অবিহিত;
পতির সম্পত্তি সব দু'হাতে উড়ায়,
প্রতিবেশীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়;
পরপুরুষের স্বরে মন উচাটন—
দুষ্টা রমণীর হয় এ সব লক্ষণ।

১৫. অতি কষ্টে উপার্জ্জিত, সঞ্চিত যা' হয়,
জারকে তুষিতে তার সব করে ক্ষয়।
যতনে সতত তোষে পরশীর মন—
দুষ্টা রমণীর হয় এ সব লক্ষণ।

১৬. মুক্তপদে পথে পথে বেড়ায় ঘুরিয়া,
নিজের পতিরে সদা অবজ্ঞা করিয়া,
ব্যভিচার-স্রোতে শেষে হয় নিগমন;—
দুষ্টা রমণীর হয় এ সব লক্ষণ।

১৭. দ্বারদেশে অনুক্ষণ আসিয়া দাঁড়ায়,
বস্ত্র খুলি স্তন, কক্ষ অন্যেরে দেখায়
ভ্রান্তচিত্তে ইতস্তত করে বিলোকন—
দুষ্টা রমণীর হয় এ সব লক্ষণ।

১৮. বক্রপথে নদী সব যাইছে ছুটিয়া,
কাষ্ঠময় বন সব, দেখহ ভাবিয়া,
পাপরতা নারী সব, যদি অবকাশ
পায় তারা কোনরূপে পুরাইতে আশ।

১৯. পাইলে নিভৃত স্থান, পেলে অবসর,
হেন নারী নাই এই পৃথিবী ভিতর,
না করিবে পাপ যেই; না পেলে অপরে
পঙ্গুর সহিত রত হয় ব্যভিচারে।

২০. সত্য বটে ভাবে লোকে সুখদা রমণী;
কিন্তু সর্ব্ব নারী পরপুরুষগামিনী।
দমিতে নারীর মন নিগ্রহের বলে
শকতি কাহারো নাই এ মহীমণ্ডলে।
প্রিয়ঙ্করী, তবু এরা বিশ্বাস-অযোগ্যা,

বেশ্যা, তীর্থবৎ এরা সর্ব্বজন-ভোগ্যা[১]।

আরও শুন। পুরকালে বারাণসীতে কণ্ডরি নামে এক পরম রূপবান্ রাজা ছিলেন। অমাত্যেরা তাঁহার জন্য সহস্র গন্ধকরণ্ড আহরণ করিতেন। এই গন্ধ দ্বারা তাঁহারা রাজভবন লেপিতেন এবং করণ্ডগুলি চিরিয়া গন্ধদারুদ্বারা রাজার খাদ্য পাক করাইতেন। রাজার ভার্য্যাও পরম সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার নাম কিন্নরা। রাজার সমবয়স্ক পঞ্চালচণ্ড-নামক এক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহার পৌরহিত্য করিতেন।

প্রসাদের নিকটে প্রাকারের অন্তর্ভাগে একটা জম্বুবৃক্ষ জন্মিয়াছিল। তাহার শাখাগুলি প্রাকারের উপর ঝুলিত এবং ছায়ায় একটা জুগুপ্সিত কদাকার খঞ্জ বাস করিত। একদিন কিন্নরা দেবী বাতায়ন হইতে এই লোকটাকে দেখিয়া তাহারই প্রতি আসক্তা হইয়াছিলেন। তিনি রাত্রিকালে প্রথমে রাজাকে রতিদানে সন্তুষ্ট করিয়া, তিনি ঘুমাইলে মশারি তুলিয়া বাহির হইতেন, সুবর্ণপাত্রে নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্য লইতেন, উহা লইয়া বস্ত্ররজ্জুর সাহায্যে বাতায়ন হইতে নামিতেন, জম্বুবৃক্ষে আরোহণ করিয়া তাহার শাখাবলম্বনে অবতরণ করিতেন, সেই খঞ্জকে খাওয়াইয়া তাহার সহিত ব্যভিচার করিতেন, যে পথে যাইতেন, সেই পথেই প্রাসাদে আরোহণ করিতেন, নানাবিধ গন্ধ দ্বারা দেহ উদ্‌বর্ত্তন করিতেন এবং পুনর্ব্বার রাজার কাছে গিয়া শুইতেন। এইরূপে তিনি নিয়ত পাপ করিতেন; কিন্তু রাজা তাহা জানিতেন না।

---

[১]। নারীদিগের দুশ্চরিত্রের বর্ণনাসম্বন্ধে পঞ্চতন্ত্রোদ্ধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি তুলনীয়—

নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ।
নাস্তকঃ সর্ব্বভূতানাং ন পুংসাং বামলোচনাঃ।। (মহাভা* অনুশা, ৭৪অ*)।
রহো নাস্তি, ক্ষণো নাস্তি, নাস্তি প্রার্থয়িতা নরঃ।
তেন নারদ নারীণাং সতীত্বমুপজায়তে।।
নাসাং কশ্চিদগম্যোহস্তি নাসাং চ বয়সি স্থিতিঃ।
বিরূপং রূপবন্তং বা পুমানিত্যেব ভূজ্যতে।। (মহাভা ঐ)।
অলক্তকো যথা রক্তো, নিষ্পীড্য পুরুষস্তথা।
অবলাভির্বলাদ্‌রক্তঃ পাদমূলে নিপাত্যতে।।

মহাভারতের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিও দ্রষ্টব্য—

যা চ শশ্বদ্‌বহুমতা রক্ষ্যন্তে দয়িতা স্ত্রিয়ঃ।
অপি তাঃ সং প্রসজ্জন্তে কুব্জান্ধজড়বামনৈঃ।।
পঙ্গুস্বথ চ দেবর্ষে যে চান্যে কুৎসিতা নরাঃ।
স্ত্রীণামগম্যো লোকেহস্মিন্নাস্তি কশ্চিন্মহামুনে।।
অন্তকঃ শমনো মৃত্যুঃ পাতালং বড়বামুখম্।
ক্ষুরধারা বিষঃ সর্পো বহ্নিরিত্যেকতঃ স্ত্রিয়ঃ। (অনুশা*, ৭৪ অ*)।

একদিন রাজা নগর প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রাসাদে প্রবেশ করিতেছিলেন এমন সময়ে দেখিলেন, পরমকারুণ্যপাত্র সেই খঞ্জটা জম্বুচ্ছায়ায় শুইয়া আছে। তিনি পুরোহিতকে বলিলেন, "এই নরদেহধারী প্রেতটাকে দেখ।" পুরোহিত বলিলেন, "দেখিয়াছি, মহারাজ।" "বল ত, বয়স্য, কোন রমণী কি কামবশে ঈদৃশ ঘৃণার্হ ব্যক্তির নিকটে যাইতে পারে।" রাজার এই কথা শুনিয়া খঞ্জের মনে অভিমান জন্মিল। সে ভাবিল, 'রাজা বলে কি? ইঁহার স্ত্রী যে আমার নিকটে আসিয়া থাকে, তাহা বোধ হয় জানে না।' অনন্তর সে কৃতাঞ্জলিপুটে জম্বুবৃক্ষকে প্রণাম করিয়া বলিল, "প্রভো জম্বুবৃক্ষদেব! তুমি ভিন্ন অন্য কেহই এ বৃত্তান্ত জানে না।" পুরোহিত তাহার কাণ্ড দেখিয়া ভাবিলেন, রাজার অগ্রমহিষী নিশ্চয় এই জম্বুবৃক্ষাবলম্বনে অবতরণ করিয়া এ লোকটার সহিত ব্যভিচার করেন।' তিনি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, রাত্রিকালে দেবীর শরীর স্পর্শ করিলে কিরূপ বোধ হয়?" রাজা বলিলেন, "আর ত কিছু বোধ করি না; তবে মধ্যমযামে তাঁহার শরীর শীতল হয়।" "তবে, মহারাজ, অন্য স্ত্রীর কথা থাকুক, আপনার কিন্নরা দেবীও এই লোকটার সঙ্গে ব্যভিচার করেন।" "কি বল, ভাই?" কিন্নরা পরম বিলাসপাত্রী। সে কি এতাদৃশ জুগুপ্সিত ব্যক্তির সহবাসে সুখ পাইতে পারে?" "বেশ, মহারাজ; পরীক্ষা করিয়া দেখুন।" রাজা বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই করিব।"

অনন্তর রাত্রিকালে রাজা সায়মাশ গ্রহণান্তর মহিষীর সঙ্গে শয়ন করিলেন এবং পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে অন্য দিন যে সময়ে ঘুমাইতেন, সেই সময়ে নিদ্রার ভাণ করিলেন। মহিষীও তখন উঠিয়া পূর্ব্ববৎ নিজের কার্য্য করিলেন। রাজা তাঁহার অনুসরণ করিয়া গেলেন এবং জম্বুচ্ছায়ার নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। খঞ্জটা মহিষীর উপর ক্রোধ করিয়া বলিল, "আজ তুমি বড় বিলম্বে আসিয়াছ।" ইহা বলিয়া সে হাত দিয়া মহিষীর কর্ণবিলম্বিত স্বর্ণশৃঙ্খলে আঘাত করিল। মহিষী বলিলেন, "স্বামিন, রাগ করিবেন না। রাজা কখন নিদ্রিত হইবেন তাহা প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।" অনন্তর তিনি ঐ ব্যক্তির কুটীরে তাহার গৃহিণীর ন্যায় কাজ করিতে লাগিলেন।

খঞ্জের হস্তাঘাতে মহিষীর কর্ণ হইতে সিংহমুখ কুণ্ডল খুলিয়া গিয়া রাজার পাদমূলে পড়িয়াছিল। রাজা ভাবিলেন, 'এই জিনিষটাতেই আমার কার্য্য সিদ্ধ হইবে।' তিনি উহা গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন; মহিষীও খঞ্জের সহিত ব্যভিচার করিয়া পূর্ব্ববৎ ফিরিয়া গেলেন এবং রাজার পার্শ্বে গিয়া শুইলেন। রাজা কিন্তু এবার তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

পরদিন রাজা আজ্ঞা দিলেন, 'আমি যে সমস্ত আভরণ দিয়াছি, সেগুলি পরিধান করিয়া কিন্নরা দেবী আমার নিকটে আসুন।' 'আমার সিংহকুণ্ডল

স্বর্ণকারের কাছে আছে’ বলিয়া কিন্নরা রাজার নিকটে গেলেন না। রাজা পুনর্ব্বার তাঁহাকে ডাকাইলেন; তখন তিনি একটীমাত্র কুণ্ডল পরিয়াই গেলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তোমার আর একটা কুণ্ডল কোথায়?’ মহিষী উত্তর দিলেন, ‘স্বর্ণকারের কাছে।’ রাজা স্বর্ণকারকে ডাকাইয়া বলিলেন, ‘তুমি রাণীর কুণ্ডল দিতেছ না কেন?’ সে বলিল, ‘আমি ত কুণ্ডল লই নাই।’ তখন রাজা ক্রোধভরে বলিলেন, ‘পাপিষ্ঠে। চণ্ডালি। বোধ হয় তোর কুণ্ডল আমার মত কোন স্বর্ণকারের নিকট আছে।’ তিনি কুণ্ডলটী সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া পুরোহিতকে বলিলেন, ‘বয়স্য, তুমি সত্যই বলিয়াছিলে। যাও, এখনই ইঁহার শিরচ্ছেদ করাও।’ পুরোহিত মহিষীকে রাজভবনেরই কোন স্থানে রাখিয়া রাজার নিকটে গিয়া বলিলেন, ‘মহারাজ, আপনি কিন্নরা দেবীর উপর ক্রুদ্ধ হইবেন না; স্ত্রীলোক মাত্রেই এইরূপ। আপনি যদি স্ত্রীলোকদিগের দুঃশীলভাব দেখিতে চান, তবে আমি তাহা দেখাইতে পারি। দেখিবেন ইঁহারা কত পাপ করে, কত মায়া জানে। চলুন, আমরা ছদ্মবেশে জনপদে বিচরণ করি গিয়া।’ রাজা বলিলেন, ‘বেশ, তাহাই করা যাউক।’ তিনি মাতার উপর রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া পুরোহিতের সঙ্গে জনপদ দেখিতে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা এক যোজন চলিয়া রাজপথের এক স্থানে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, কোন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ মঙ্গলাচরণান্তে নিজের পুত্রের জন্য এক কুমারীকে আবৃত যানে বসাইয়া বহু অনুচরসহ লইয়া যাইতেছেন। পুরোহিত বলিলেন, ‘মহারাজ, ইচ্ছা করেন ত, আমি এই কুমারীকে দিয়া আপনার সহিত পাপাচার করাইতে পারি।’ রাজা কহিলেন, ‘বল কি, ভাই? ইঁহার সঙ্গে এত অনুচর আছে; তুমি কখনও পারিবে না।’ ‘আচ্ছা, দেখুন মহারাজ।’ ইহা বলিয়া পুরোহিত পথের অবিদূরে একস্থানে পর্দ্দা খাটাইলেন এবং রাজাকে পর্দ্দার ভিতরে রাখিয়া নিজে পথপার্শ্বে বসিয়া কান্দিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া গৃহস্থটী জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তুমি কান্দিতেছ কেন?’ পুরোহিত বলিলেন, ‘আমার স্ত্রী পূর্ণগর্ভা; তাহাকে বাড়ীতে লইয়া যাইতেছি; এখন পথের মধ্যেই তাহার প্রসববেদনা উপস্থিত হইয়াছে; সে ঐ পর্দ্দার ভিতরে বেদনা ভোগ করিতেছে; সঙ্গে কোন স্ত্রীলোক নাই, আমিও কাছে যাইতে পারিতেছি না; জানি না অদৃষ্টে কি আছে।’ ভদ্রলোকটী বলিলেন, ‘তাঁহার নিকট একজন স্ত্রীলোক থাকা দরকার বটে; আপনার ভয় নাই; এখানে অনেক স্ত্রীলোক আছে; একজন তাঁহার নিকটে যাইবে।’ ‘তবে এই কুমারীই যাউন; ইহা ইঁহার পক্ষেও মঙ্গলকর হউক।’ ভদ্রলোকটী ভাবিলেন, ‘সত্যই বলিতেছে; প্রসবসময়ে উপস্থিত থাকা আমার পুত্রবধূর পক্ষে শুভ নিমিত্ত হইবে। তিনি বহু পুত্র ও কন্যার জননী হইবেন।’ ইহা স্থির করিয়া তিনি পুত্রবধূকে সেখানে পাঠাইলেন; সে পর্দ্দার ভিতরে গিয়া রাজাকে দেখিতে পাইল এবং

দর্শনমাত্রেই তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হইল। সে রাজার সহিত ব্যভিচার করিল; রাজাও তাহাকে নিজের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক দান করিলেন। কার্য্য সমাধা করিয়া কুমারী যখন বাহিরে আসিল, তখন লোকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হইয়াছে?' সে উত্তর দিল, 'ছেলে হইয়াছে—তাহার গায়ের রং সোনার মত।' ভদ্রলোকটী তখন পুত্রবধূকে লইয়া যাত্রা করিলেন। পুরোহিত রাজার নিকটে গিয়া বলিলেন, 'দেখিলেন ত, মহারাজ; কুমারীরাই যখন এমন পাপাসক্তা, তখন অন্য নারীর ত কথাই নাই। ভাল, আপনি তাহাকে কিছু দিয়াছেন কি?' রাজা বলিলেন, 'আমার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কটী দিয়াছি।' 'তাহা উহাকে দেওয়া হইবে না', ইহা বলিয়া পুরোহিত দ্রুতবেগে গিয়া যানখানি ধরিলেন। লোকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসিলে তিনি বলিলেন, 'আমার ব্রাহ্মণী বালিশের উপর অঙ্গুরীয়ক রাখিয়াছিলেন; কুমারী তাহা লইয়া আসিয়াছেন। অঙ্গুরীয়কটী দাও না মা।' কুমারী অঙ্গুরীয়ক দিবার কালে নখদ্বারা ব্রাহ্মণের হস্ত বিদ্ধ করিয়া বলিলেন, 'এই নে, চোর।'

পুরোহিত এইরূপে নানা উপায়ে রাজাকে আরও বহু অতিচারিণী নারী দেখাইলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, 'এখানে এই পর্য্যন্তই থাকুক। চলুন, আমরা অন্যত্র যাই।' অতঃপর রাজা সমস্ত জম্বুদ্বীপ পর্য্যটন করিলেন। পুরোহিত বলিলেন, 'সকল নারীই এইরূপ; নারীতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। চলুন, আমরা এখান হইতে ফিরি।' ইঁহার পর বারাণসীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ, সকল স্ত্রীই এইরূপ। তাহাদের প্রকৃতি এইরূপই। পাপপরায়ণা। অতএব আপনি কিন্নরা দেবীকে ক্ষমা করুন।' পুরোহিতের প্রার্থনায় রাজা কিন্নরাকে ক্ষমা করিলেন বটে, কিন্তু প্রাসাদ হইতে দূর করিয়া দিলেন। কিন্নরাকে স্থানচ্যুত করিয়া তিনি অন্য এক নারীকে অগ্রমহিষী করিলেন; সেই খঞ্জটাকেও তাড়াইয়া দিয়া জম্বুবৃক্ষের শাখাগুলি কাটাইলেন। তখন কুণাল ছিলেন পঞ্চালচণ্ড; এইজন্য, তিনি স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন ইহা বিজ্ঞাপন করিয়া নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :

২১. কণ্ডরি-কিন্নরাকথা এই শিক্ষা দেয়,
কোন স্ত্রী পতির গৃহে সুখ নাহি পায়।
এমন সুন্দর পতি! ত্যজি পত্নী তাঁরে
হইল পঙ্গুর সঙ্গে রতা ব্যভিচারে।

আর একটী কথা বলিতেছি। পুরাকালে বারাণসীতে বক-নামক এক ব্যক্তি যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতেন। ঐ সময়ে বারাণসীর পূর্ব্বদ্বারের নিকটে এক দরিদ্র বাস করিত। তাহার পঞ্চপাপা নামে এক কন্যা ছিল। সে না কি অতীত এক জন্মেও দরিদ্রের গৃহে জন্মিয়াছিল। তখন সে একদিন মাটি ছেনিয়া ঘরের দেয়ালে প্রলেপ দিতেছিল, এমন সময়ে এক প্রত্যেকবুদ্ধ নিজের গুহাটী লেপিয়া

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিবার জন্য মাটি কোথায় পাইবেন, ভাবিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, বারাণসীতে মাটি পাইতে পারেন। এইজন্য তিনি চীবর পরিধান করিয়া পাত্রহস্তে নগরে প্রবেশপূর্ব্বক সেই দরিদ্রকন্যার অদূরে অবস্থিত হইলেন। সে ক্রোধভরে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'লোকটার ভিতরে বেশ দুষ্টামি আছে; এ দেখিতেছি মাটিও ভিক্ষা করে।' প্রত্যেকবুদ্ধ নীরবে নিশ্চল হইয়া রহিলেন। প্রত্যেকবুদ্ধকে নিশ্চল দেখিয়া তাহার মন প্রসন্ন হইল; সে পুনর্ব্বার তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিল, 'শ্রমণে, মাটিও কি কোথাও জুটে না?' অনন্তর সে তাঁহার পাত্রে একতাল মাটি রাখিল; তিনি উহা দিয়া নিজের গুহা লেপিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিলেন। ইঁহার কিছুদিন পরেই ঐ কন্যার মৃত্যু হইল এবং সে ঐ বারাণসী নগরেরই বহির্দ্বারগ্রামে এক দুঃখিনীর গর্ভে জন্মান্তর লাভ করিয়া দশম মাসে ভূমিষ্ঠ হইল। মৃৎপিণ্ডদানের ফলে এ জন্মে তাহার দেহ অতি স্পর্শসুখকর হইল; কিন্তু ক্রোধভরে অবলোকন করিয়াছিল বলিয়া তাহার হস্ত, পাদ, মুখ, চক্ষু ও নাসা ভীষণ বিরূপ হইল। লোকে তাহাকে এজন্য 'পঞ্চপাপা' এই নাম দিল।

একদা রাত্রিকালে বারাণসীরাজ অজ্ঞাতবেশে নগরের কোথায় কি হইতেছে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে পঞ্চপাপার নিকট উপস্থিত হইলেন। পঞ্চপাপা তখন গ্রামবালিকাদিগের সহিত কেলি করিতেছিল। সে রাজাকে জানিত না; হঠাৎ গিয়া তাঁহার হাত ধরিল। তাহার হস্তস্পর্শে রাজা আর প্রকৃতিস্থ্ থাকিতে পারিলেন না; তিনি যেন দিব্যস্পর্শে স্পৃষ্ট হইলেন; স্পর্শরাগবশতঃ তাদৃশী কুরূপারও হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'তুমি কার কন্যা?' পঞ্চপাপা বলিল, 'আমি ঐ দ্বারবাসীর কন্যা।' রাজা আবার প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, তাহার বিবাহ হয় নাই। তখন তিনি বলিলেন, 'আমি তোমার স্বামী হইব; যাও, তোমার মাতাপিতার অনুমতি গ্রহণ কর।' পঞ্চপাপা মাতাপিতার নিকট গিয়া বলিল, 'একটা লোক আমাকে বিবাহ করিতে চায়।' তাহারা বলিল, 'উত্তম কথা; সেও বোধ হয়, আমাদের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন; তাই তোমার মত কুরূপাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে।' পঞ্চপাপা রাজাকে গিয়া জানাইল যে, তাহার মাতাপিতার আপত্তি নাই। রাজা তাহাদেরই গৃহে পঞ্চপাপার সহিত রাত্রিযাপন করিয়া প্রাতঃকালে প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর তিনি প্রতিদিনই অজ্ঞাতবেশে সেখানে যাইতে লাগিলেন, অন্য কোন রমণীকে দেখিতে পর্য্যন্ত ইচ্ছা করিলেন না!

ইঁহার পর একদিন পঞ্চপাপার পিতার রক্তাতিসার হইল। এরূপ রোগীর পক্ষে নিয়ত ক্ষীরসর্পির্মধুশর্করা-মিশ্রিত পায়সসেবন সুপথ্য। কিন্তু দরিদ্রতাবশতঃ এরূপ পথ্য সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। পঞ্চপাপার মাতা মেয়েকে বলিল, 'বাছা, তোর স্বামী কিছু পায়স আনিয়া দিতে পারে কি?'

'মা, আমার স্বামী হয় ত আমাদের অপেক্ষাও দরিদ্র। তবু তুমি চিন্তা করিও না। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব।' অনন্তর, স্বামীর আগমনকালে সে বিষণ্নবদনে বসিয়া রহিল; রাজা আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'আজ মুখখানি এত ব্যাজার কেন?' পঞ্চপাপা তাঁহাকে বিষাদের কারণ জানাইল; রাজা বলিলেন, 'ভদ্রে, এরূপ অত্যুপাদেয় ভৈষজ্য আমি কোথায় পাইব?' ইঁহার পর তিনি ভাবিলেন, 'আমি চিরদিন এইভাবে চলিতে পারিব না। পথে কত রকম বাধা বিঘ্ন ঘটিতে পারে, তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। ইহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলে, লোকে পরিহাস করিয়া বলিবে, আমাদের রাজা একটা যক্ষীকে লইয়া আসিয়াছেন, কারণ তাহারা ইঁহার স্পর্শসম্পত্তি জানে না। অতএব নগরবাসীদিগকে ইঁহার স্পর্শের প্রভাব জানাইয়া লোকগঞ্জনা নিবারণ করা যাউক।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, 'ভদ্রে, তুমি ভাবিও না; আমি তোমার পিতার জন্য পায়স আনয়ন করিব।' তিনি পঞ্চপাপার সঙ্গে রাত্রিবাস করিয়া রাজভবনে ফিরিলেন এবং পরদিন ঐরূপ পায়স পাক করাইলেন; পাতা আনাইয়া দুইটা ঠোঙ্গা তৈয়ার করিলেন, একটা ঠোঙ্গায় পায়স, একটায় নিজের চূড়ামণি রাখিলেন, দুইটাই বেশ ঢাকা দিয়া বান্ধিলেন এবং রাত্রিকালে গিয়া বলিলেন, 'ভদ্রে, আমি দরিদ্র; অতি কষ্টে এই পায়স যোগাড় করিয়াছি; তুমি তোমার পিতাকে বল, আজ এই ঠোঙ্গার পায়স খাইবেন, কাল এই ঠোঙ্গার।' পঞ্চপাপা তাহার পিতাকে সেইরূপ বলিল; তাহার পিতা পথ্যের গুণে অল্পমাত্র পায়স খাইয়াই তৃপ্তিলাভ করিল; যাহা অবশিষ্ট থাকিল, তাহা পঞ্চপাপা নিজে খাইল, তাহার মাকেও খাইয়াইল। এইরূপে তাহাদের তিনজনেরই পরিতৃপ্তি হইল, যে ঠোঙ্গায় চূড়ামণি ছিল, সেটা তাহারা পরদিনের জন্য রাখিয়া দিল।

রাজা প্রাসাদে গিয়া মুখপ্রক্ষালন করিয়া বলিলেন, 'আমার চূড়ামণিটা লইয়া এস ত।' ভৃত্যেরা বলিল, 'মহারাজ, মণিটা ত পাওয়া যাইতেছে না।' রাজা আদেশ দিলেন, 'বেশ করিয়া খোঁজ; সমস্ত নগর তন্ন তন্ন করিয়া দেখ।' তাহারা সমস্ত নগর খুঁজিল; কিন্তু কোথাও চূড়ামণি পাইল না। তখন রাজা বলিলেন, 'নগরের বাহিরে অনুসন্ধান কর; দরিদ্রদিগের গৃহে তাহাদের ভাতের ঠোঙ্গা পর্য্যন্ত খুলিয়া দেখিবে।' এইরূপে খুঁজিতে খুঁজিতে কর্ম্মচারিগণ ঐ দরিদ্রের গৃহে চূড়ামণি পাইল, এবং পঞ্চপাপার মাতাপিতা চোর, ইহা বলিয়া তাহাদিগকে বান্ধিয়া লইয়া চলিল। তাহার পিতা বলিল, 'প্রভু, আমি চোর নই; অন্য এক ব্যক্তি এই মণি আনিয়াছে।' রাজাপুরুষেরা জিজ্ঞাসিল, 'কে সে?' 'আমার জামাতা।' 'সে কোথায় থাকে?' 'আমার মেয়ে জানে।' ইহা বলিয়া সে পঞ্চপাপাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাছা, তোমার স্বামীকে জান?' পঞ্চপাপা উত্তর দিল, 'না, বাবা।' 'তবে ত আমরা প্রাণে মারা গেলাম।' 'বাবা, তিনি যখন

আসেন, তখন অন্ধকার; তিনি যখন যান, তখনও অন্ধকার থাকে। কাজেই, তাঁহার চেহারা কেমন, দেখি নাই। তবে তাঁহার হাত স্পর্শ করিলে চিনিতে পারিব।' পঞ্চপাপার পিতা রাজপুরুষদিগকে এই কথা জানাইল; তাহারাও রাজাকে জানাইল। রাজা যেন কিছুই জানেন না, এই ভাণ করিয়া বলিলেন, 'তবে এই রমণীকে লইয়া রাজাঙ্গনে পর্দ্দার ভিতর রাখ; পর্দ্দার ভিতরে হাত যাইতে পারে এমন একটা ছিদ্র কর, এবং নগরের সমস্ত লোক ডাকাও; তাহার পর ইহাদ্বারা তাহাদের স্পর্শ করাইয়া চোর বাহির কর।' রাজপুরুষেরা সেইরূপ করিবার জন্য পঞ্চপাপার নিকটে গেল; কিন্তু তাহার বিকট রূপ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল; তাহারা বলিল, 'এ মানবী নয়, পিশাচী।' তাহাদের মনে এত ঘৃণার উদ্রেক হইল যে তাহারা তাহাকে ছুঁইতেও সাহস করিল না। যাহা হউক, তাহারা শেষে তাহাকে লইয়া রাজাঙ্গনে পর্দ্দার ভিতর রাখিল এবং নগরের সমস্ত লোককে সমবেত করিল। এক একজন করিয়া ছিদ্র দিয়া হাত বাড়াইতে লাগিল; পঞ্চপাপা উহা স্পর্শ করিয়া 'এ নয়', 'এ নয়' বলিতে লাগিল। লোকে তাহার দিব্যস্পর্শে এত মোহিত হইল যে, তাহাদের ফিরিয়া যাইবার সাধ্য রহিল না। তাহারা ভাবিল, 'এই রমণী যদি দণ্ডার্হা হয়, তবে ইহাকে দণ্ড দিতে হইবে বটে; কিন্তু তাহার পর দাসত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াও ইহাকে ঘরণী করিব।' জনতা বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া রাজপুরুষেরা তাহাদিগকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল। ফলতঃ উপরাজাদি সকলেই এইরূপে উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। তখন রাজা বলিলেন, 'তবে কি আমিই চোর?' অনন্তর তিনিও ছিদ্রপথে হস্ত প্রসারণ করিলেন; পঞ্চপাপা উহা গ্রহণ করিবামাত্র চীৎকার করিয়া উঠিল, 'চোর ধরিয়াছি।' রাজা সমবেত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই নারী যখন তোমাদের হস্ত স্পর্শ করিয়াছিল, তখন তোমরা কি ভাবিয়াছিলে?' তাহারা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত খুলিয়া বলিল। তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, 'আমি ইহাকে আমার বাড়ীতে আনিবার জন্যই এরূপ করিয়াছি। যদি লোকে ইঁহার স্পর্শের ক্ষমতা না জানিত, তবে আমাকে ধিক্কার দিত। আমি তোমাদিগকে জানাইলাম, এখন বল, এই রমণী কাহার গৃহে থাকিবার উপযুক্ত।' সকলেই একবাক্যে বলিল, 'আপনার গৃহে, মহারাজ।'

এই কাণ্ডের পর রাজা পঞ্চপাপাকে অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্ত করিয়া তাহার মাতাপিতাকে বহু ধন দান করিলেন। তিনি ইঁহার প্রেমে উন্মত্ত হইলেন; বিচারাদি রাজকার্য্য ত্যাগ করিলেন, অন্য কোন নারীর মুখদর্শন পর্য্যন্ত করিতে বিরত হইলেন। অন্য রাজ্ঞীরা ইঁহার কারণ জানিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

একদিন পঞ্চপাপা স্বপ্ন দেখিল যে, সে দুই রাজার অগ্রমহিষী হইয়াছে। সে

রাজাকে এই দুর্নিমিত্ত জানাইল; রাজা স্বপ্নপাঠকদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এরূপ স্বপ্নের কারণ কি?' স্বপ্নপাঠকেরা অন্যান্য রাজ্ঞীদিগের নিকট উৎকোচ পাইয়াছিল; তাহারা বলিল, 'অগ্রমহিষী স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে, তিনি একটা সর্ব্বশ্বেত হস্তীর স্কন্ধে বসিয়াছেন। ইহাতে আপনার মৃত্যু সূচিত হইতেছে। তিনি দেখিয়াছেন যে, গজস্কন্ধে বসিয়া চন্দ্র স্পর্শ করিতেছেন; ইহাতে জানা যাইতেছে যে, তিনি আপনার কোন শত্রু আনয়ন করিবেন[১]।' রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন তবে কর্ত্তব্য কি?' স্বপ্নপাঠকেরা বলিল, 'মহারাজ, ইহাকে প্রাণে মারিতে পারেন না; ইহাকে একখানা নৌকায় তুলিয়া নদীতে ছাড়িয়া দিলে হয়।' রাজা ভোজ্যবস্ত্র ও অলঙ্কার দিয়া পঞ্চপাপাকে নৌকায় উঠাইয়া ভাসাইয়া দিলেন।

নদীর নিম্নদিকে রাজা প্রাবারিক জলকেলি করিতেছিলেন। পঞ্চপাপা স্রোতাবেগে তাঁহার অভিমুখে চলিল। রাজসেনাপতি নৌকা দেখিয়া বলিলেন, 'এই নৌকাখানি আমার হইল।' রাজা বলিলেন, 'নৌকায় যে দ্রব্য আছে, তাহা হইবে আমার।' অনন্তর নৌকাখানি নিকটে উপস্থিত হইলে তাঁহারা পঞ্চপাপাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'তোমার নাম কি গো? তুমি যে, দেখিতেছি, পিশাচীকেও পরাস্ত করিয়াছ।' পঞ্চপাপা ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর দিল, 'আমি রাজা বকের অগ্রমহিষী।' অনন্তর সে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক বলিল, 'আমার নাম যে পঞ্চপাপা, সমস্ত জম্বুদ্বীপের লোকেই ইহা জানে।' তখন রাজা তাহাকে হাত ধরিয়া নৌকা হইতে তুলিলেন; অমনি তিনি স্পর্শরাগে এমন মোহিত হইলেন যে, অন্য রাজ্ঞীদিগকে আর স্ত্রী বলিয়াই মনে করিলেন না; তিনি পঞ্চপাপাকেই অগ্রমহিষীর স্থান দিলেন; সে তাঁহার প্রাণের ন্যায় প্রিয়া হইল।

ক্রমে বক এই সংবাদ শুনিলেন; তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, কিছুতেই পঞ্চপাপাকে প্রাবারিকের অগ্রমহিষী হইতে দিবেন না। তিনি সেনা সংগ্রহ করিয়া প্রাবারিকের পুরোভাগে নদীর অপর পারে শিবির সন্নিবেশ করিয়া প্রাবারিককে পত্র লিখিলেন, 'হয় আমাকে ভার্য্যা দান কর, নয় যুদ্ধ দান কর।' প্রাবারিক যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইলেন, কিন্তু উভয়পক্ষের অমাত্যেরা বলিলেন, 'একটা নারীর জন্য, যাহাতে প্রাণান্ত হইতে পারে এমন কাজ করা ভাল নয়। বক এই নারীর প্রথম স্বামী; কাজেই তাঁহার অধিকার আছে। প্রাবারিক ইহাকে নৌকা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, এজন্য তিনিও ইহাকে ভোগ করিতে পারেন। অতএব সে এক এক রাজার গৃহে এক এক সপ্তাহ বাস করুক।' তাঁহারা এই মন্ত্রণা

---

[১]। মূল স্বপ্নের সহিত ব্যাখ্যার কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না। ইহাতে বোধ হয়, জাতকের এই অংশে লিপিকার-প্রমাদবশত কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে।

করিয়া উভয় রাজাকেই আপনাদের সিদ্ধান্ত জানাইলেন; ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া রাজারা দুইজনেই নদীর দুই পারে দুইটী নগর স্থাপন করিলেন এবং সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। পঞ্চপাপা এইরূপে দুই রাজার মহিষী হইয়া তাঁহাদের মন যোগাইতে লাগিল। দুই রাজাই তাহার সহবাসে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। সে একজনের গৃহে সপ্তাহকাল বাস করিয়া নৌকারোহণে অপরের গৃহে যাইত; এক বৃদ্ধ খঞ্জ ঐ নৌকা চালাইত; পঞ্চপাপা পার হইবারকালে মধ্য নদীতে তাহার সঙ্গেও ব্যভিচার করিত। তখন শকুনরাজ কুণাল ছিলেন বক রাজা; কাজেই তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, এইভাবে আখ্যায়িকা বর্ণনপূর্ব্বক বলিলেন :

২২. বক নরপতি, প্রাবারিক নরপতি
কামভোগে উভয়েই অভিরত অতি;
ইহাদের ভার্য্যা কি না—কি বলিব আর—
বিশ্বস্ত দাসের সঙ্গে করে অনাচার!
দেখিতে না পাই আমি, কে আছে এমন,
না করে যাহার সঙ্গে পাপ নারীগণ?

অপর একটী আখ্যায়িকা এই—একদা ব্রহ্মদত্তের স্ত্রী পিঙ্গিয়ানী খুলিয়া ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে করিতে রাজার অশ্বপালকে দেখিয়াছিলেন। অনন্তর, রাজা নিদ্রিত হইলে, তিনি সেই বাতায়ন দ্বারা অবতরণপূর্ব্বক ঐ ব্যক্তির সহিত ব্যভিচার করিয়াছিলেন। ব্যভিচারান্তে তিনি বাতায়ন দ্বারা প্রাসাদে অধিরোহণ করিতেন এবং নানাবিধ গন্ধদ্রব্যে শরীর উদ্বর্ত্তন করিয়া রাজার পার্শ্বে গিয়া শুইতেন। একদিন রাজা ভাবিলেন, 'প্রত্যহই অর্দ্ধরাত্রিকালে রাজ্ঞীর শরীর শীতল হয় কেন?' ইঁহার কারণ পরীক্ষা করিতে হইবে।' অতঃপর একদিন তিনি নিদ্রার ভাণ করিয়া শুইলেন, রাণী যেমন শয্যা ত্যাগ করিয়া গেলেন, অমনি তাঁহার অনুগমন করিলেন, এবং অশ্বপালের সহিত রাণীর অনাচার দেখিতে পাইলেন। তিনি ফিরিয়া গিয়া শয্যায় অধিরোহণ করিলেন। রাণীও অনাচার শেষ করিয়া ফিরিয়া একটা ক্ষুদ্র শয্যায় শয়ন করিলেন। পরদিন রাজা অমাত্যদিগের সমক্ষে রাজ্ঞীকে ডাকাইলেন, তাঁহার কুকার্য্য প্রকাশ করিলেন, 'সকল স্ত্রীই পাপরতা' ইহা বলিয়া যে দোষে রাজ্ঞীর প্রাণদণ্ড, কারাদণ্ড, অঙ্গচ্ছেদ বা দেহবিদারণ হইতে পারিত, তাহা ক্ষমা করিলেন। কিন্তু তিনি ঐ রমণীকে অগ্রমহিষীর স্থান হইতে অপসারিত করিয়া অপরা এক রমণীকে সেই পদে অভিষিক্ত করিলেন। ঐ সময়ে পক্ষিরাজ কুণালই ছিলেন ব্রহ্মদত্ত; কাজেই 'আমি দেখিয়াছি' বলিয়া তিনি এই প্রাচীন কথা বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেন :

২৩. সর্ব্বলোকেশ্বর ব্রহ্মদত্তের প্রেয়সী
পিঙ্গিয়ানী দাস-সহ হ'ল পাপিয়সী।

কিন্তু শেষে পাপিষ্ঠার ঘটিল দুর্গতি;
না লইল জার তারে, না লইল পতি।

অতীতকালের এই সকল কাহিনী দ্বারা স্ত্রী চরিত্রের দোষ দেখাইয়া কুণাল অন্য এক উপায়ে রমণীদিগের দোষ বর্ণনা করিলেন :

২৪.ক্ষুদ্রমনা, লঘুচিন্তা, বিশ্বাসঘাতিনী নারী, কৃতজ্ঞতা জানে না কেমন,
ভূতে না পেয়েছে যারে, এমন পুরুষ তারে না করে বিশ্বাস কদাচন,

২৫. উপকার ভুলে যায়, না সাধে কর্ত্তব্য কভু;
পিতা, মাতা, ভ্রাতা—তারা পর
ত্যজিয়া সকল ধর্ম্ম, অনার্য্যা নিজের চিত্ত তুষিতেই রত নিরন্তর।

২৬. অতিপ্রিয়, প্রিয়ঙ্কর, দয়াশীল, সাধু নর, প্রাণসম বলা যারে যায়,
কাটায়ে সুদীর্ঘকাল তার সহবাসে নারী বিপদে ছাড়িয়া চলি যায়।
বিপদে কর্ত্তব্য যাহা না করি সম্পন্ন তাহা আত্মসুখ করে অন্বেষণ;
ধিক তারে, শত ধিক্; নারীর চরিত্রে আমি করি না বিশ্বাস একারণ।

২৭. বানরের চিত্তসম চঞ্চল নারীর মন, স্থৈর্য্য তায় অণুমাত্র নাই;
বিটপীর ছায়াবৎ ব্যাপে তাহা সমন্তাৎ তুল্যরূপে উচ্চ নীচ ঠাঁই।
নারীচিত্ত চলাচল; চক্রনেমি তুল্য তার সদা ঘটে পরিবরতন;
করিয়া প্রত্যক্ষ ইহা নারীর চরিত্রে বল কে করিবে বিশ্বাস স্থাপন?

২৮. দেখে যদি নারী কভু গ্রহণের যোগ্য কোন পুরুষের ঘরে আছে ধন,
আত্মবশ করে তারে, সর্ব্বস্ব তাহার হরে, বলি নানা মধুর বচন।
কম্বোজের লোকে যথা শৈবলে মাখিয়া মধু বশে আনে বন্য অশ্বগণ,
রমণীরা সেই মত বলি প্রিয় বাক্য কত হরে পরপুরুষের মন।

২৯. কিন্তু যদি দেখে নারী গ্রহণের যোগ্য কোন পুরুষের ঘরে নাই ধন,
তখনি তাহারে ত্যজে, নদীপার হয়ে যথা করে লোকে ভেলক বর্জন।

৩০. বান্ধে গাঢ় আলিঙ্গনে পুরুষের চিত্ত নারী; বেষ্টে তারে সর্ব্বভুক্ মত;
নারীর দৃশ্ছেদ্য মায়া, প্রবৃত্তি উদ্দাম যেন বরষায় গিরিনদী-স্রোত।
স্বার্থসিদ্ধি তরে তারা প্রিয়াপ্রিয়নির্ব্বিশেষে করে সর্ব্ব পুরুষ ভজন,
তরণী উভয় তট ভজে যথা তটিনীর করি সদা গমনাগমন[১]।

৩১. না একের, না দুয়ের; উন্মুক্ত আপণসম সাধারণ-ভোগ্য নারীগণ;
'এ নারী আমার' ইহা ভাবে যে, সে জাল দিয়া চায় বায়ু করিতে বন্ধন।

৩২. নারী সাধারণ-ভোগ্যা, ভোগ্যা যে প্রকার
নদী, পথ, পানাগার, সভা, প্রপা[১] আর।

---

[১]। তু.—গাথা ৩৮, ৪৬।

কালাকাল, পাত্রাপাত্র না করি বিচার
চরিতার্থ করে নারী কাম দুর্নিবার।

৩৩. ঘৃতযোগে তৃপ্ত যথা হয় হুতাশন,
কামভোগে তৃপ্ত তথা হয় নারীগণ।
খলতা ক্রূরতা আদি নানা দোষে নারী
কৃষ্ণসর্পসমা হয় অতি ভয়ঙ্করী।
গবী চায় নব তৃণ করিতে ভক্ষণ;
নারী হরে নিত্য নব নায়কের ধন।

৩৪. অগ্নি, হস্তী, কৃষ্ণসর্প, রাজা ও প্রমদা,
এ পঞ্চে বিশ্বাস নাহি করিবে সর্ব্বদা।
চরিত্র এদের কেহ বুঝিবারে নারে
করিবে কখন কি যে কে বলিতে পারে?

৩৫. রূপবতী, বহুজনপ্রিয়া, নৃত্যগীতে
যে নারী নিপুণা হয় পুরুষে তুষিতে,
যে নারী পরের ভার্য্যা, কিংবা ধনাশায়
সেবিতে তোমারে ইচ্ছা যে নারী জানায়,
চাও যদি নিজ হিত, এ পঞ্চ জনার
যতনে সংসর্গ তুমি কর পরিহার।

মহাসত্ত্ব এইরূপ বলিলে সমবেত সকলে, 'অহো! কি সুন্দরই বলিলেন' এইরূপ সাধুকার দিতে লাগিল। তিনি স্ত্রীদিগের কুচরিত্রের এই সকল উদাহরণ দিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া গৃধ্ররাজ আনন্দ বলিলেন, 'সৌম্য কুণালরাজ, আমিও নিজের জ্ঞানবলে স্ত্রীলোকের অগুণ বলিতেছি।' ইহা কহিয়া তিনি নারীজাতির অগুণবর্ণনা করিতে লাগিলেন :

[ইহা বিশদ বর্ণনা করিবার জন্য ভগবান বলিলেন, 'গৃধ্ররাজ আনন্দ পক্ষিরাজ কুণালের বর্ণনার আদি, মধ্য ও অন্ত বুঝিতে পারিয়া এই গাথাগুলি বলিয়াছিলেন :]

৩৬. মনের মতন রমণী লভিয়া ধনপূর্ণ ধরা কর তারে দান
তথাপি অসতী পেলে অবসর কভু না রাখিবে তোমার সম্মান।
নারীর এমন জঘন্য স্বভাব সদা সর্ব্বস্থানে করি বিলোকন
করে কি কখন বুদ্ধিমান জন চরিত্রে তাদের বিশ্বাস স্থাপন!

---

[১]। প্রপা—পথপার্শ্বস্থ জলসত্র।

৩৭. অতি বীর্য্যবান, কুক্রিয়ানাসক্ত,
প্রিয়ঙ্কর, চিত্তরঞ্জন-নিরত
যুবক পতিরে দুঃখের সময়
পরিত্যাগ করি নারী চলি যায়।
নারীর এমন জঘন্য স্বভাব
সদা সর্ব্বস্থানে করি বিলোকন
করে কি কখন বুদ্ধিমান জন
চরিত্রে তাদের বিশ্বাস স্থাপন!

৩৮. ভালবাসে মোরে, ভাবি ইহা মনে
করো না বিশ্বাস কভু নারীগণে[১]।
অশ্রুপাত যেন দেখিয়া তাহার
ভিজে না ক মন কখনো তোমার।
এ পারে, ও পারে নদীর যেমন
লাগে গিয়া নৌকা, যথা প্রয়োজন,
প্রিয় বা অপ্রিয় বিচার না করি
সেবে সমভাবে সর্ব্বজনে নারী[২]।

৩৯. জীর্ণ শাখাপত্র যেখানে বিস্তৃত
পদক্ষেপ তথা না হয় বিহিত;
মিত্র ছিল পূর্ব্বে, ভাবি ইহা মনে
বিশ্বাস করিতে নাই চৌরজনে;
ছিলেন আমার সখা পূর্ব্বকালে
ভাবিয়া বিশ্বাস করো না ভূপালে;
দশটী সন্তান গর্ভে ধরিয়াছে—
সে নারীতে তবু বিশ্বাস না আছে।

৪০. অতীব দুঃশীলা, অতি অসংযতা
রতিদানে মূঢ়ে তুষিতে নিরতা;
প্রেমালাপ করে বসি তব পাশ,
মনে কিন্তু সদা পাপ-অভিলাষ;
তীর্থসম সর্ব্ব-ভোগ্যা নারীগণ;
নারীরে বিশ্বাস করো না কখন।

---

[১]। তু—যো মোহান্মন্যতে মূঢ়ো রক্তেয়ং মম কামিনী।
স তস্যা বশগো নিত্যং ভবেং ক্রীড়াশকুন্তবৎ ॥—পঞ্চতন্ত্র।

[২]। এই গাথা ত্রিংশ গাথারই পুনরুক্তি। তু—গাথা ৪৬।

৪১. বধে, কাটে, কিংবা কাটায় পতিরে,
কামতৃষ্ণা দমে পতির রুধিরে;
হেন পাপাশয়া, হেন অসংযতা
নারী সনে কেহ করে কি মিত্রতা[১]?
নারীর চরিত্র কি বলিব আর?
তীর্থসম তারা ভোগ্যা সবাকার।

৪২. নাই তাহাদের সত্যমিথ্যাজ্ঞান
সত্য তাহাদের মিথ্যার সমান।
গবীগণ নব তৃণের আশায়
গোচর-বাহিরে ছুটে যথা যায়,
নারীর নাগর লভিতে তেমনি
ছুটাছুটি করে সকল রমণী[২]।

৪৩. মদালস গতি, বিলোল প্রেক্ষণ,
আস্যে ঈষদ্ধাস্য, মধুর বচন,
ছদ্মবেশে, এই সব প্রলোভন
নারীর উপায় ভুলাইতে মন।

৪৪. চৌরী, মূঢ়া, নিষ্ঠুরা আলাপে মধুমতী;
হৃদয়ে গরল কিন্তু ভয়ানক অতি;
পুরুষে বঞ্চিতে আছে যতেক কৌশল,
ভালরূপে নারীগণ জানে সে সকল।

৪৫. নারী নীচাশয়া অতি মর্য্যাদা সে না রাখে কাহার;
কামোন্মত্তা হয়ে পাপ করে মাথা খাইয়া লজ্জার।
খাদ্যাখাদ্য এ বিচার আগুনের কাছে কিছু নাই;
প্রেমে পাত্রাপাত্রজ্ঞান কে দেখেছে রমণীর ঠাঁই?

৪৬. প্রিয় বা অপ্রিয়ভেদ জানে না রমণীগণ;
প্রিয়াপ্রিয়নির্ব্বিশেষে ভজে তারা সর্ব্বজন।
এ তট, ও তট অই, না করিয়া এ বিচার
তরণী সংলগ্ন হয় যথা প্রয়োজন তার[৩]।

৪৭. প্রিয়াপ্রিয়, এ বিচার করে না রমণীগণ;
ধন লোভে ভজে তারা উচ্চ নীচ সর্ব্বজন।

১। মূলে 'মা ভাবং করে' আছে। 'ভাব করা' অবিকল বাঙ্গালা।

২। ত্রয়স্ত্রিংশ গাথারই অনুরূপ।

৩। তু—গাথা ৩০। ৩৮

আশ্রয়লাভের তরে যে তরু সম্মুখে পায়,
তাই আলিঙ্গন করি লতা ঊর্দ্ধে উঠি যায়।

৪৮. মাহুত, সহিস, ডোম[১], গরুর রাখাল,
মন্দিরের ঝাড়ুদার[২] অথবা চণ্ডাল—
আছে যার ধন তারে করিবে ভজন;
ধনহেতু সবই কার্য্য করে নারীগণ।

৪৯. নির্দ্ধন কুলীনে নারী করে হেয় জ্ঞান;
সে জন নারীর চক্ষে চণ্ডালসমান।
অথচ চণ্ডাল যদি হয় ধনেশ্বর,
ধনহেতু ভজে তারে নারী নিরন্তর।

গৃধ্ররাজ আনন্দ নারীদিগের অগুণসম্বন্ধে নিজে যাহা জানিতেন, তাহা এইরূপে বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া, নারদও স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে যাহা যাহা জানিতেন, বলিতে লাগিলেন।

[ইহা বিশদ বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন, 'দেবব্রাহ্মণ নারদ গৃধ্ররাজ আনন্দকে বর্ণনার আদি, মধ্য ও অন্ত বুঝিতে পারিয়া এই গাথাগুলি বলিলেন :]

৫০. নারীর চরিত্র আমি বলিতেছি আজ;
সাবধানে শ্রবণ করহ, গৃধ্ররাজ।
সমুদ্র, ব্রাহ্মণ, নরপতি আর নারী,
পূরিতে কাহারো সাধ্য নাই এই চারি।

৫১. পৃথিবীতে স্রোতস্বিনী আছে শত শত;
নিয়ত সাগরে এরা ঢালে জল কত।
অপূর্ণ সর্ব্বদা কিন্তু থাকে পারাবার;
ঊণত্বের হ্রাস কভু না হয় তাহার।

৫২. চারিবেদ, ইতিহাস, হয়ে একমন
দিবারাত্র অধ্যয়ন করেন ব্রাহ্মণ;
আরো শিখিবার তরে তবু আকিঞ্চন!
ঊণত্ব তাঁহার কভু না হয় পূরণ।

৫৩. সশৈলা সাগরাম্বরা বিপুলা ধরণী
জিনিয়া অনন্তরত্ন পেয়েছেন যিনি,
নবরাজ্য চান তিনি সাগরের পারে!

---

[১]। মূলে 'ছবডাহক' এই পদ আছে।

[২]। মূলে 'পুপ্‌ফছড্‌ডক' (পুষ্পচ্ছর্দ্দক) এই পদ আছে। টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন 'বচ্চট্‌ঠানসোধক'—বর্চ্চঃস্থান অর্থাৎ পায়খানা পরিষ্কার করে, মেথর। এ অর্থও সুসঙ্গত।

ঊণত্ব এ নৃপতির কে পূরিতে পারে!

৫৪. এক রমণীর যদি হয় অষ্ট পতি,
বীর, বলবান সবে, কামপ্রদ অতি;
লভিতে নবম তবু চায় সেই মনে!
ঊনত্ব অপূর্ণ তার থাকে সর্ব্বক্ষণে।

৫৫. অগ্নিসমা সর্ব্বভক্ষ্যা সকল রমণী;
নদীসমা সর্ব্বনারী সর্ব্বপ্রবাহিনী;
কণ্টকশাখার তুল্য রমণী সকল
পুরুষের হয় হেতু দুঃখের কেবল।
ধনলোভে সব নারী কুপথেতে যায়;
ত্যজি পতি রতা পরপুরুষসেবায়।

৫৬. জালের সাহায্যে বদ্ধ করা সমীরণ,
অঞ্জলি পূরিয়া কিংবা সাগর সেচন,
এক হাতে করতালি—অসম্ভব যথা,
সেইরূপ প্রমদার শুনি মিষ্টি কথা
বিশ্বাস সর্ব্বতোভাবে স্থাপিতে তাহার
কোনকালে কোনমতে পারা নাহি যায়।

৫৭. চৌরী, বহুবুদ্ধি নারী, চরিত্রে তাহার
সত্যের অস্তিত্ব কিছু খুঁজি পাওয়া ভার।
মৎস্যদের গতিবিধি উদকে যেমন,
সেরূপ দুর্জ্জেয় হয় রমণীর মন[১]।

৫৮. মধুর-ভাষিণী রমণীর আশা পূরাইতে কেহ পারে না কখন;
নদীগর্ভে জল ঢালি অবিরত পূরাতে কি তায় পারে কোন জন?
নারীর গমন সদা অধঃপথে মরণের পর নরকে নিবাস;
তাই সুধীজন অতি সাবধানে দূর হতে ত্যজে রমণীর পাশ।

৫৯. ডুবিলে নারীর মায়ার আবর্ত্তে ব্রহ্মচর্য্য পায় অচিরে বিনাশ;
তাই সুধীগণ অতি সাবধানে দূর হতে ত্যজে রমণীর পাশ[২]।

৬০. যে ইন্ধনে বৃদ্ধি পায় হুতাশন অতি শীঘ্র তাই করয়ে সে গ্রাস;
ভজে যারে নারী কামতৃপ্তি তরে,কিংবা ধনাশায়, তা'রো সর্ব্বনাশ।

৬১. তীক্ষ্ণধার খড়গহস্তে পিশাচ দেখায় ভয়, তথাপি সাহসে

---

[১]। এই গাথা সম্বুল-জাতকেও (৫১৯) পাওয়া গিয়াছে।

[২]। এই গাথা দুইটী মহাপ্রলোভন-জাতকেও (৫০৭) পাওয়া গিয়াছে।

পণ্ডিতে হইতে পারে হেন অরাতির সনে প্রবৃত্ত সম্ভাষে;
উগ্রতেজা আশীবিষ ফণতুলি অগ্রসর করিতে দংশন;
পড়িলে সম্মুখে তার নাও বা হইতে পারে বিপদ ঘটন;
একাকী বিবিক্ত স্থানে কিন্তু প্রমদার সনে যদি কেহ থাকে,
যতই সতর্ক হোক, নিশ্চয় সে জন আশু পড়িবে বিপাকে।

৬২. নৃত্য, গীত, মঞ্জুভাষা, স্মিতমুখ, এই সব অস্ত্রবলে নারী
মথে পুরুষের মন অচিরে বিনাশ, হায়, ঘটায় তাহারি,
ঘটাইল যে প্রকার রাক্ষসীরা পুরাকালে মানবীর সাজে
নির্ব্বোধ বণিকদের ভুলায়ে তাদের মন তাম্রপর্ণী মাঝে[১]।

৬৩. মদ্যমাংসপ্রিয়া নারী, বিনয়, মর্য্যাদাজ্ঞান নাই তাহাদের,
সংযমবিহীনা তারা, গ্রাসে কষ্টার্জ্জিত যত ধন পুরুষের,
সাগর মাঝারে গ্রাসে মহাকায় তিমিঙ্গিল মকরে যেমন।
নারীর কবলে পড়ি মুহূর্ত্তে বিনাশ পায় পুরুষের ধন।

৬৪. পঞ্চবিধ কামগুণ[২] নারীর গোচর-ক্ষেত্র, এই অভিমানে
মত্ত তারা, অসংযতা, সতত চঞ্চলচিত্তা, কে রোধিতে পারে?
যে না থাকে সাবধান, প্রমদা তাহারি কাছে হয় উপস্থিত,
হয় যথা স্রোতস্বতী লবণাম্বুনিধি যথা আছে বিরাজিত।

৬৫. প্রেমবশে, কামবশে, ধন পাইবার আশে, যে কোন কারণে
ভজিয়া পুরুষে নারী অগ্নিসম দহে তারে কামের দহনে।

৬৬. দেখে যদি কোন জন, আছে যার বহুধন, অমনি তাহার
ধনসহ অনায়াসে লয়ে যায় আত্মবশে নারীগণ, হায়।
কামাসক্ত হতভাগ্য পড়িয়া প্রেমের ফাঁসে পায় মহা ব্যথা,
মালুবালতালিঙ্গনে[৩] মহারণ্যে শালতরু পায় ব্যথা যথা।

৬৭. নানা মায়া জানে নারী সংবর দৈত্যের[৪] মত; কে বুঝিবে তায়?
সুরঞ্জিত দেহে, আস্যে, মৃদু কিবা অট্টহাস্যে মানব ভুলায়।

৬৮. পতিকুলে পায় যত্ন, স্বর্ণমণিমুকুতার কত আভরণ।
কত সাবধানে পতি, পতিবন্ধুগণ আর করেন রক্ষণ।

১। বালাহাশ্ব-জাতক (১৯৬) দ্রষ্টব্য।

২। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দসম্ভূত ইন্দ্রিয় সুখ।

৩। মালুবালতা-সম্বন্ধে সুধাভোজন-জাতকে (৫৩৫) ২৪৪ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৪। সংবর বা শম্বর দৈত্যের কথা ঋগ্বেদে এবং ভাগবতে বর্ণিত আছে। সে রুক্মিণীগর্ভজাত মদনাবতার কুমার প্রদ্যুম্নকে হরণ করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়াছিল। উত্তরকালে প্রদ্যুম্ন মায়াবিদ্যা শিক্ষা করিয়া শম্বরের প্রাণবধ করেন।

পতিরে বঞ্চিয়া নারী তবু করে ব্যভিচার, করিল যেমন।
দানবকুক্ষিরক্ষিতা বামা বায়ুনন্দনের পেয়ে দরশন[১]।

৬৯. তেজীয়ান, সুপণ্ডিত, বহুজন পূজনীয় সম্মান-ভাজন,
বুদ্ধি আর ক্ষমতায় সর্ব্বত্র প্রশংসা পায়, তথাপি সেজন
রমণীর বশগত হয় যদি একবার, মাহাত্ম্য তাহার
পায় লোপ, পায় যথা পড়িয়া রাহুর গ্রাসে প্রভা চন্দ্রমার।

৭০. শত্রু বটে ক্রোধবশে ভীষণ অনিষ্ট করে শত্রুর তাহার,
নিষ্ঠুরেও আত্মবশে অরিরে পাইলে দেয় দণ্ড ভয়ঙ্কর;
এ দণ্ড, অনিষ্ট কিন্তু দণ্ড বা অনিষ্ট নয়, তার তুলনায়
ভোগ যাহা করে নরে হয়ে নারীবশগত কামের তৃষ্ণায়।

৭১. মুণ্ডিত করিয়া মাথা, নখে বিদারিয়া ত্বক লাথি, কিল মারি
দণ্ড আর কষাঘাতে নিয়ত তর্জ্জন কর, তবু তব নারী
ভজিবে অধম জনে; তাহাতেই প্রীতি তার; অন্যে নাহি চায়;
অন্য সব পরিহরি গলিত শবের দিকে মক্ষিকারা ধায়।

৭২. নারী নমুচির[২] পাশ, বিস্তৃত হইয়া তাহা আছে সব ঠাঁই,
ঘর, পথ, রাজধানী, নরগ, নিগম, গ্রাম, কিছু বাদ নাই।
তারে বলি চক্ষুষ্মান, যে জন সুখের তরে বর্জে এই পাশ,
সংযমের পথে চলে; না করে কখনো যেই নারীরে বিশ্বাস।

৭৩. ত্যজি তপস্যার বল অনার্য্য আচারে রত হয় যেই জন,
দেবলোক-বিনিময়ে করে সেই মূঢ়মতি নরকে বরণ।
মহার্ঘ মাণিক্য দিয়া ছিদ্রযুক্ত মণি ক্রয় করে যে বণিক
হয়েছে সে মতিচ্ছন্ন, ধিক তার মূর্খতায়, ধক শত ধিক।

৭৪. নারীবশে পড়ে যেই ইহামুত্র হয় সেই ভাজন ঘৃণার
অনির্দ্দিষ্ট কালতরে অপায়ে অপায়ে ঘটে পচন তাহার।
গড়াগড়ি দিতে দিতে ক্রমে তারে অধোদিকে হইবে যাইতে
দুষ্টগর্দ্দভবাহিত রথ যথা গর্ত্তে পড়ে গড়া'তে গড়া'তে।

৭৫. প্রতাপনে[৩] পড়ি দুঃখ পায় সে, কভু বা ভুঞ্জে যন্ত্রণা ভীষণ
আছে যথা লৌহময় সুদীর্ঘ কণ্টকধারী শাল্মলির বন,
তীর্য্যগ্‌যোনিতে কভু নিজকর্ম্ম দোষে ঘটে জনম তাহার,
ছাড়িয়া যাইতে নাহি পারে সে কস্মিনকালে যম-অধিকার।

---

[১]। এ সম্বন্ধে সমুদ্দা-জাতক (৪৩৬) দ্রষ্টব্য।

[২]। নমুচি মারের নামান্তর।

[৩]। অষ্ট মহানরকের অন্যতম। সংকৃত্য-জাতক (৫৩০) দ্রষ্টব্য।

৭৬.প্রমদা কুহকবলে অশেষ দুর্গতি করে প্রমত্ত জনের
নন্দনে স্বর্গের সুখ সদা সহবাসলাভ অমরগণের,
অখণ্ড মহীমণ্ডলে সার্ব্বভৌম অধিকার, ঐশ্বর্য্য অপার,
সকলি বিনাশ পায় হয় যদি বশীভূত লোকে প্রমদার।
৭৭. দেহান্তে স্বরগসুখ, সার্ব্বভৌম অধিকার এই পৃথিবীতে,
হৈম বিমানেতে বাস, যেখানে অপ্সরা থাকে নিরত সেবিতে,
ইহলোকে, পরলোকে এইরূপ সুখলাভ দুর্লভ ত নয়,
সতর্কতা-সহকারে যদি লোকে প্রমদায় অনাসক্ত রয়।
৭৮. কামলোক পরিত্যাগে, রূপলোকে গিয়া তথা জনমগ্রহণ,
তদূর্দ্ধে অরূপ-লোকে—বাসনা-অতীত যেথা থাকে সদা মন,—
এরূপ সুগতি লাভ, ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধস্তরে, দুর্লভ ত নয়।
সকর্ততা-সহকারে যদি লোকে প্রমদায় অনাসক্ত রয়।
৭৯. সর্ব্ববিধ দুঃখপারে অচলিত, অসংস্কৃত[১] মঙ্গল অসীম—
তাহাও সুলভ তাঁর, শুচি, শুদ্ধশীল যিনি কামনা-বিহীন।
ইহাই চরম ফল; নির্ব্বাণ ইঁহার নাম; সেই ইহা পায়,
সতর্কতা-সহকারে যে মানব অনাসক্ত রয় প্রমদায়।

মহাসত্ত্ব এইরূপে মহানির্ব্বাণামৃত-প্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্মদেশন সমাপন করিলেন। হিমালয়স্থ কিন্নর, মহোরগাদি এবং আকাশস্থ দেবতাগণ, 'অহো, বুদ্ধলীলায় কি অপূর্ব্ব উপদেশই দিলেন' বলিয়া সাধুকার দিতে লাগিলেন। অতঃপর গৃধ্ররাজ আনন্দ, দেবব্রাহ্মণ নারদও কোকিলরাজ পূর্ণমুখ স্ব স্ব অনুচরগণসহ যথাস্থানে চলিয়া গেলেন। অন্যান্য প্রাণীরা এই সময় হইতে কখনও কখনও আগমন করিয়া মহাসত্ত্বের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল এবং তদনুসারে চলিয়া স্বর্গপরায়ণ হইল।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা জাতকের সমবধান করিলেন :

৮০. তখন কুণাল আমি ছিনু; পূর্ণমুখ
উদায়ী; আনন্দ গৃধ্রগণ-অধিপতি
তপস্বী নারদরূপে সারিপুত্র তদা
ছিলেন এ ধরাধামে—বুঝি এইরূপ
করিবে সমবধান এই জাতকের।

ঐ ভিক্ষুরা হিমালয়ে গমনকালে শাস্তার অনুভাববলে গিয়াছিলেন; ফিরিবার সময় স্ব স্ব অনুভাববলেই ফিরিয়া আসিলেন। শাস্তা মহাবনে তাঁহাদিগকে

---

[১]। যাহা 'সংস্কার' নহে অর্থাৎ নিত্য ও ধ্রুব; যাহা পদার্থনিচয়ের মিশ্রণ-জাত নহে।

কর্ম্মস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন; তাঁহারা সেই দিনই অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ঐ সময়ে দেবতাদিগের মহাসমাগম হইয়াছিল। এই নিমিত্ত ভগবান তখন মহাসময়সূত্র[১] বলিয়াছিলেন।]

----

৫৩৭. মহাসুতসোম-জাতক[২]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে স্থবির অঙ্গুলিমালের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। অঙ্গুলিমালের জন্মবৃত্তান্ত এবং প্রব্রজ্যাগ্রহণের কথা অঙ্গুলিমালসূত্রে[৩] বর্ণিত আছে। এখানে সেইভাবেই সমস্ত কথা বুঝিতে হইবে। অঙ্গুলিমাল সত্যক্রিয়াদ্বারা প্রসববেদনাকাতরা এক রমণীর প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ সময় হইতে তিনি অনায়াসে ভিক্ষা পাইতেন। অতঃপর তিনি নির্জ্জনস্থানে ধ্যানপরায়ণ হইয়া ক্রমে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং অশীতি মহাস্থবিরের অন্যতম বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ইঁহার পর একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতেছিলেন, 'দেখিলে ভাই, ভগবান এতাদৃশ নিষ্ঠুর রুধিরকলুষিত-হস্ত অঙ্গুলিমালকে বিনা দণ্ডে, বিনা শস্ত্রপ্রয়োগে দমন করিয়া কেমন সংযত করিয়াছেন! ইহা অতি দুষ্কর নয় কি? অহো! দুষ্করসাধনে বুদ্ধদিগের কি অদ্ভুত ক্ষমতা!' শাস্তা এই সময়ে গন্ধকুটীরে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি দিব্যকর্ণে ভিক্ষুদিগের এই কথোপকথন শুনিয়া ভাবিলেন, 'আজ আমি ধর্ম্মসভায় গেলে লোকের বহু উপকার হইবে; আজ মহাধর্ম্মদেশন করিতে হইবে।' তিনি অনুপমা বুদ্ধলীলায় ধর্ম্মসভায় গমন করিলেন এবং সুসজ্জিত আসনে উপবেশন করিয়া ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কোন বিষয়ে কথাবার্তা বলিতেছিলে?' অনন্তর ভিক্ষুদিগের উত্তর শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'আমি এখন পরমার্থ সম্বোধি লাভ করিয়া অঙ্গুলিমালকে যে বিনীত করিয়াছি, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; অতীত জীবনে আমি যখন জ্ঞানের অংশমাত্র লাভ করিয়াছিলাম, তখনও ইহাকে দমন করিয়াছিলাম।' ইঁহার পর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

---

[১]। অর্থাৎ যে সূত্র বহুলোকের সমক্ষে কথিত হইয়াছিল। এই সূত্রটি সূত্র-নিপাতের অন্তর্ভুক্ত নহে।

[২]। তুল.—জাতকমালা, ৩১; জয়দ্দিষ-জাতক (৫১৩)।

[৩]। মধ্যমনিকায়, ৮৬। এই অনুবাদের প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টেও অঙ্গুলিমালের কথা দেওয়া হইয়াছে।

পুরাকালে কুরুরাজ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে কৌরব্য নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি যথাধর্ম রাজত্ব করিতেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব সোমরসপ্রিয় ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'সুতসোম' এই নাম দিয়াছিল[১]। তিনি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন কৌরব্য রাজা তাঁহাকে তক্ষশিলা নগরে কোন প্রসিদ্ধ আচার্য্যের নিকট প্রেরণ করিলেন। বোধিসত্ত্ব আচার্য্যের দক্ষিণা লইয়া তক্ষশিলায় যাত্রা করিলেন। বারাণসী প্রদেশের কাশীরাজপুত্র ব্রহ্মদত্তকুমারও তাঁহার পিতার আদেশে এ উদ্দেশ্যে উক্তপথেই যাইতেছিলেন।

সুতসোম সমস্ত পথ অতিক্রমপূর্ব্বক তক্ষশিলা নগরের দ্বারদেশে ধর্ম্মশালায় বিশ্রাম করিবার জন্য এক ফলকাসনে উপবেশন করিলেন। ব্রহ্মদত্তকুমারও আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে ঐ ফলকাসনে উপবিষ্ট হইলেন। সুতসোম তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাই, তুমি পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছ। কোথা হইতে আসিতেছ, বল ত?' ব্রহ্মদত্তকুমার উত্তর দিলেন, 'বারাণসী হইতে।' 'তুমি কাহার পুত্র?' 'আমি ব্রহ্মদত্তের পুত্র।' 'তোমার নাম কি?' 'আমার নাম ব্রহ্মদত্তকুমার।' 'কি জন্য আসিয়াছ?' 'বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য।' অতঃপর ব্রহ্মদত্তকুমারও বলিলেন, 'তোমাকেও ত পথশ্রমে ক্লান্ত দেখিতেছি।' ইঁহার পর তিনি উক্তরূপে প্রশ্ন করিয়া সুতসোমের পরিচয় লইলেন। তখন তাঁহারা দুইজনেই ভাবিলেন, 'আমরা উভয়েই ক্ষত্রিয়কুমার। উভয়ে এক আচার্য্যের নিকট বিদ্যাশিক্ষার জন্য যাইতেছি।' এইরূপ চিন্তায় তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি মিত্রভাব জন্মিল; তাঁহারা দুইজনেই নগরে প্রবেশ করিলেন, আচার্য্যের গৃহে গিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক জাতি উল্লেখ করিয়া আত্মপরিচয় দিলেন এবং জানাইলেন যে, তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষার জন্য আসিয়াছেন। আচার্য্য 'সাধু' বলিয়া তাঁহাদের আচার্য্যত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। রাজকুমারদ্বয় তখন তাঁহাকে দক্ষিণা দিয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। কেবল তাঁহারা দুইজন নহেন, জম্বুদ্বীপের আরও এক শত রাজপুত্র ঐ আচার্য্যের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। সুতসোম ইঁহাদের মধ্যে প্রধানতম ছাত্র বলিয়া গণ্য হইলেন এবং অচিরে শিক্ষাদান-কার্য্যে নৈপুণ্যলাভ করিলেন। তিনি অন্য ছাত্রদের নিকটে বড় যাইতেন না,

---

[১]। 'সুতবিতত্তকতায় পন তং সুতসোমো তি সঞ্জানিংসু'। বোধ হয়, এখানে মূলের কিয়দংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। খুল্লসুতসোম-জাতকের (৫২৫) পাঠই প্রকৃত হইবে। এই সম্বন্ধে ঐ জাতকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। 'সুতবিত্তক' শব্দের অর্থ 'শ্রুতবিত্ত'ও ধরা যাইতে পারে। শ্রুতবিত্ত—শ্রুতিতে বা বিদ্যায় বিভবশালী। কিন্তু ইহাতে 'সুতসোম' বা 'শ্রুতসোম' নামের ব্যাখ্যা হয় না।

'ব্রহ্মদত্তকুমার আমার বন্ধু', ইহা ভাবিয়া তিনি তাঁহারই পৃষ্ঠাচার্য্য[১] হইলেন এবং তাঁহার কাছে গিয়া শীঘ্র শীঘ্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনি অন্য ছাত্রদিগকেও শিক্ষা দিতেন বটে; কিন্তু তাহা শনৈঃ শনৈঃ সম্পাদিত হইত।

যথাকালে সকল রাজপুত্রই মনোযোগ দিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিলেন এবং আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া সুতসোমকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক তক্ষশিলা হইতে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহাদিগকে বিদায় দিবার কালে সুতসোম তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'তোমরা স্ব স্ব পিতার নিকট বিদ্যার পরিচয় দিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে; রাজ্যপ্রাপ্তির পর আমার উপদেশ পালন করিয়া চলিবে।' তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি উপদেশ, আচার্য্য?' 'পক্ষদিনে (পক্ষান্তে অর্থাৎ পূর্ণিমায় ও অমাবস্যায়) পোষধ পালন করিবে এবং প্রাণিহত্যা হইতে বিরত থাকিবে।' রাজপুত্রেরা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া এই উপদেশ গ্রহণ করিলেন। বোধিসত্ত্ব অঙ্গবিদ্যায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন; তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে ব্রহ্মদত্তকুমার হইতে মহাভয়ের কারণ জন্মিবে। এইজন্যই রাজপুত্রদিগকে তিনি ঐ উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন।

রাজপুত্রেরা স্ব স্ব জনপদে ফিরিয়া গেলেন, পিতার নিকট বিদ্যার পরিচয় দিলেন এবং রাজপদ লাভ করিলেন। তাঁহারা যে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং সেই উপদেশ পালন করিতেছেন, ইহা জানাইবার জন্য তাঁহারা বোধিসত্ত্বকে নানা উপহারসহ পত্র প্রেরণ করিলেন। মহাসত্ত্ব এই সংবাদ পাইয়া তাঁহাদিগকে পত্রদ্বারা বলিলেন, 'তোমরা অপ্রমত্ত হইয়া চলিও।'

ঐ সকল রাজার মধ্যে বারাণসীর রাজা মাংস বিনা ভাত খাইতেন না। পোষধদিনের জন্যেও পরিচারকেরা তাঁহার জন্য পূর্ব্ব হইতে মাংস রাখিয়া দিত। একদিন পাচকের অনবধানতাবশতঃ রাজভবনস্থ উৎকৃষ্ট জাতীয় কুকুরগুলা ঐ মাংস খাইয়া ফেলিয়াছিল। পাচক মাংস দেখিতে না পাইয়া একমুষ্টি কার্ষাপণ লইয়া মাংসক্রয়ের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু কোথাও মাংস সংগ্রহ করিতে পারিল না। সে ভাবিতে লাগিল, 'হায়, আমি যদি রাজার সম্মুখে মাংসহীন অন্ন লইয়া যাই, তবে প্রাণরক্ষা হইবে না। এখন উপায় কি?' অনন্তর সে একটা উপায় বাহির করিল; সে আমকশ্মশানে[২] গিয়া সদ্যোমৃত একটা লোকের ঊরুমাংস পাক করিয়া রাজার আহারার্থ লইয়া গেল। উহার একখণ্ড

---

[১]। যে ছাত্র অন্য ছাত্রের পার্শ্বে গিয়া শিক্ষা দেয়। এরূপ pupil teacher ছাত্র বা সর্দ্দার পড়ো; সে শিক্ষাদানে প্রধান শিক্ষকের সাহায্য করে। অনভিরতি-জাতকেও (১৮৫) এই শব্দটী পাওয়া গিয়াছে। সেখানে ইহার অনুবাদ করিয়াছি 'সহকারী শিক্ষক' এই শব্দ দুইটী দিয়া।

[২]। যেখানে শৃগালকুক্কুরাদির জন্য মড়া ফেলিয়া রাখা হয়; দাহ বা নিখনন করা হয় না।

মাংস মুখে দিবামাত্র রাজার সপ্তসহস্র রসহরণী স্নায়ু স্পন্দিত হইল, সর্ব্বশরীরে এক অদ্ভুতভাবের সঞ্চার হইল। ইঁহার কারণ কি? কারণ এই যে, পূর্ব্বেও তিনি উহা খাইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, ইঁহার অব্যবহিত পূর্ব্বজন্মে ব্রহ্মদত্তকুমার যক্ষ ছিলেন এবং প্রচুর নরমাংস খাইয়াছিলেন। সেইজন্য নরমাংস তাঁহার এত প্রিয় হইয়াছিল। এখন তিনি সেই প্রিয় খাদ্যের আস্বাদ পাইয়া ভাবিলেন, 'আমি যদি নীরবে খাইয়া যাই, তবে এ যে কি মাংস, পাচক তাহা বলিবে না।' এইরূপ চিন্তা করিয়া (যেন ঐ মাংস তাঁহার রুচিকর হয় নাই, ইহা দেখাইবার জন্য)। তিনি থুৎকারের সহিত উক্ত মাংসখণ্ড ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন। পাচক বলিল, 'এ মাংস নির্দ্দোষ; আপনি নিঃসঙ্কোচে ইহা খাইতে পারেন।' ইহা শুনিয়া রাজা অপর সকল লোককে বাহিরে পাঠাইয়া বলিলেন, 'এ মাংস যে নির্দ্দোষ, তাহা আমি জানি; কিন্তু ইহা কি মাংস, তাহা শুনিতে চাই।' পাচক বলিল, 'মহারাজ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিন যে মাংস খাইয়াছেন, ইঁহার সেই মাংস।' 'কিন্তু অন্যান্য দিন ত তাহা এমন সুস্বাদ হয় নাই।' 'আজ পাক ভাল হইয়াছে, মহারাজ।' 'কেন? অন্যান্য দিনও তুমি এইরূপই পাক করিতে।' রাজার এই কথায় পাচক নীরব রহিল; তাহা দেখিয়া রাজা বলিলেন, 'যদি প্রকৃত কথা বল, তবেই তোমার রক্ষা; নচেৎ তোমার প্রাণ থাকিবে না।' পাচক তখন অভয় প্রার্থনা করিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাজা বলিলেন, 'গোল করিও না; সাধারণ মাংস পাক করিয়া তুমি নিজে খাইও; আমার জন্য মনুষ্যমাংস পাক করিবে' 'ইহা যে অতি দুষ্কর, মহারাজ।' 'দুষ্কর নয়; তুমি ভয় পাইও না।' 'নিত্য নরমাংস কিরূপে পাইব?' 'কেন, কারাগারে ত বহু লোক আছে।'

তখন হইতে পাচক এই ইঙ্গিতানুসারে চলিতে লাগিল, কিন্তু কিয়দ্দিন পরে কারাগার জনহীন হইলে সে রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন কি করা যায়, মহারাজ?' রাজা বলিলেন, 'পথের মধ্যে হাজার টাকার এক একটা থলি ফেলিয়া রাখ, যে তাহাতে হাত দিবে, তাহাকেই চোর বলিয়া ধরিবে এবং বধ করিবে।' পাচক কিয়দ্দিন এই কৌশল অবলম্বন করিল, কিন্তু শেষে এমন হইল যে, কেহ টাকার থলির দিকে দৃকপাতও করিত না। সে রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন কি করা যায়, মহারাজ?' রাজা বলিলেন, 'যখন যামভেরী[১] বাজে, তখন বহুলোকে নগরের মধ্যে ছুটিয়া আসে। তুমি সেই সময়ে কোন ঘরে সিন্ধ কাটিয়া তাহার ভিতরে, কিংবা চতুষ্কে লুক্কায়িত থাকিয়া কাহাকেও বধ করিবে এবং তাহার মাংস লইয়া আসিবে।' পাচক এই পরামর্শমত মানুষ মারিয়া তাহাদের স্থূলমাংস আনিতে প্রবৃত্ত হইল, লোকে যেখানে সেখানে শব দেখিতে

[১]। প্রহরে প্রহরে সময় বিজ্ঞাপনার্থ ভেরীবাদন করিবার প্রথা ছিল।

লাগিল; 'আমার মাকে পাওয়া যাইতেছে না', 'আমার বাবাকেও পাওয়া যাইতেছে না', 'আমার ভাইকে বা ভগ্নীকে পাওয়া যাইতেছে না' বলিয়া বিলাপ আরম্ভ করিল, সমস্ত নগরবাসী ভীত ও সন্ত্রস্ত হইল, এবং তাহাদিগকে বাঘে, বা সিংহে, বা যক্ষে খাইয়াছে, ইহা জানিবার জন্য শবদেহে আঘাতের চিহ্ন পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিল, কোন মানুষেই তাহাদের মাংস খায়। তখন বহুলোকে রাজাঙ্গনে গিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হইয়াছে, বাপুসকল?' তাহারা বলিল, 'মহারাজ, এই নগরে এক মনুষ্যখাদক চোর আসিয়াছে; তাহাকে ধরিবার ব্যবস্থা করুন।' রাজা বলিলেন, 'আমি কি করিয়া জানিব, কে চোর? আমি কি সমস্ত শহর পাহারা দিয়া বেড়াইব?' তখন নগরবাসীরা বলিল, 'রাজা, দেখিতেছি, নগরের রক্ষাবিধানে উদাসীন। চল, আমরা সেনাপতি কালহস্তীকে গিয়া এই ব্যাপার জানাই।' তাহারা কালহস্তীকে গিয়া বিপদের কথা জানাইল এবং তাঁহাকে চোর ধরিবার জন্য অনুরোধ করিল। কালহস্তী বলিলেন, 'তোমরা এক সপ্তাহ অপেক্ষা কর; ইঁহার মধ্যে আমি চোর ধরিয়া দিতেছি।' তিনি নাগরিকদিগকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া বিদায় করিলেন এবং অনুচরদিগকে আদেশ দিলেন, 'বাপুসকল, নগরে নাকি এক মনুষ্যখাদক চোর আসিয়াছে; তোমরা অমুক অমুক স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া তাহাকে ধর।' তাহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ঐ সময় হইতে সমস্ত নগর বেষ্টন করিয়া পাহারা দিতে লাগিল।

একদিন পাচক কোন ঘরে সিন্ধ কাটিয়া সেখানে লুকাইয়া ছিল। নিকট দিয়া একটা স্ত্রীলোক যাইতেছে দেখিয়া সে তাহাকে বধ করিল এবং তাহার দেহ হইতে স্থূল স্থূল মাংসখণ্ড কাটিয়া ঝুড়ি পূরিতে লাগিল। এই সময়ে কালহস্তীর লোকে আসিয়া তাহাকে ধরিল, যতদূর পারিল উত্তম মধ্যম দিল, পিঠমোড়া দিয়া বান্ধিল এবং 'মানুষচোর ধরিয়াছি' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া বহুলোকে তাহাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সকলে পাচককে মনের সাধে উত্তম মধ্যম দিল এবং মাংসের ঝুড়িটা তাহার গলায় বান্ধিয়া তাহাকে সেনাপতির নিকট হাজির করিল। সেনাপতি তাহাকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'এ লোকটা নিজেই নরমাংস খায়, কিংবা অন্য মাংসের সহিত ইহা মিশাইয়া বিক্রয় করে, অথবা অন্য কাহারও আদেশে মানুষ মারিয়া মাংস সংগ্রহ করে, ইহা জানা আবশ্যক।' তিনি প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিবার জন্য প্রথম গাথায় প্রশ্ন করিলেন :

১. হেন নিদারুণ কর্ম্ম করিতেছ, সূপকার, বল কি কারণ?
বধ নিত্য নরনারী মাংসলোভে? কিংবা ধন করিতে অর্জ্জন?

[ইঁহার পরবর্ত্তী গাথা তিনটি যে যথাক্রমে পাচক ও সেনাপতির উত্তরপ্রত্যুত্তর, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।]

২. 'করি না এ কর্ম্ম আমি আত্মহেতু, কিংবা ধন করিতে অর্জ্জন,
হই নাই রত এতে জ্ঞাতিবন্ধু পুত্রকন্যা করিতে পোষণ।
ভর্ত্তা মম ভগবান কাশীরাজ প্রতিদিন করেন ভোজন
নরমাংস, হে ভদন্ত, নরহত্যা করি আমি নিত্য সে কারণ।'

৩. 'ভর্ত্তার প্রীতির তরে সত্য সত্য যদি তুমি হয়েছ নিরত
এমন নিষ্ঠুর কর্ম্মে, চল রাজ-অন্তঃপুরে হইলে প্রভাত।
রাজার সম্মুখে সেথা বল তুমি এই কথা; জানিব তখন
করিতেছ, হে পাচক, সত্য কিংবা মিথ্যা বলি আত্মসমর্থন।'

৪. 'তাহাই করিব আমি, যে আজ্ঞা ভদন্ত এবে দিলেন আমায়।
প্রাতে অন্তঃপুরে গিয়া রাজার সম্মুখে ইহা বলিব নিশ্চয়।'

ইঁহার পর সেনাপতি পাচককে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া শোওয়াইয়া রাখিলেন; এবং রাত্রি প্রভাত হইলে অমাত্যদিগের সহিত কর্ত্তব্যসম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন। তাঁহারা সকলেই একমত হইলেন; তদনুসারে সেনাপতি স্থানে স্থানে প্রহরী রাখিয়া নগর হস্তগত করিলেন; পাচকের গলদেশে সেই মাংসের ঝুড়ি বান্ধিয়া তাহাকে লইয়া রাজভবনে গমন করিলেন, সমস্ত নগরে মহাকোলাহল উত্থিত হইল। রাজা পূর্ব্বদিন প্রাতরাশ ভোজন করিয়াছিলেন বটে; তিনি সায়মাশ না পাইয়া, পাচক এই আসিবে, এই আসিবে ভাবিয়া বসিয়া বসিয়া সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। যখন প্রভাত হইল, তখন তিনি ভাবিলেন, 'পাচক যে এখনও আসিল না। এদিকে নগরবাসীদিগের বিকট চীৎকার শুনিতেছি; ব্যাপার কি?' তিনি বাতায়ন হইতে দৃষ্টিপাত করিবার কালে তদবস্থায় আনীয়মান পাচককে দেখিয়া বুঝিলেন, প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রকটিত হইয়াছে। তিনি কথঞ্চিৎ স্থৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক পল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন; এদিকে কালহস্তী তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া অনুযোগ করিলেন এবং তিনি তাহার উত্তর দিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৫. রজনী হইল শেষ, উদিল ভাস্কর;
পাচকে লইয়া সঙ্গে চলিলা সত্বর
সেনাপতি কালহস্তী রাজার সকাশে;
যেমন দেখিলা তাঁরে, অমনি জিজ্ঞাসে—

৬. 'সত্য কি, পাচক এই আদেশে তোমার
করিতেছে নরনারী বধ অনিবার?
সত্যই কি মাংস সেই হতভাগ্যদের
খেয়ে তৃপ্ত কর তুমি রসনা নিজের।'

৭. 'সত্যই, হে কাল, করে এই সূপকার
নরহত্যা প্রতিদিন আদেশে আমার।
করে যেই হেন কর্ম্ম তুষিতে আমায়,
কি সাহসে চোর বলি বান্ধ তুমি তায়?

রাজার কথা শুনিয়া সেনাপতি ভাবিলেন, 'এ দেখিতেছি নিজের মুখেই দোষ স্বীকার করিতেছে। অহো, এ লোকটা কি দুঃসাহসিক! এ এতকাল মানুষ মারিয়া ঔদরসাৎ করিয়াছে! যাহা হউক, আমি ইহাকে নিরস্ত করিতেছি।' তিনি রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ, আপনি আর এমন কাজ করিবেন না; আর মনুষ্যমাংস খাইবেন না।' রাজা উত্তর দিলেন, 'বল কি, কালহস্তী; আমার ইহা হইতে বিরত হইবার সাধ্য নাই।' 'মহারাজ, বিরত না হইলে আপনার নিজের এবং এই রাজ্যের ধ্বংস অনিবার্য্য।' 'রাজ্য ধ্বংস হয় হউক, আমি কিছুতেই এ অভ্যাস ছাড়িতে পারিব না।' তখন সেনাপতি রাজার চৈতন্য সম্পাদনার্থে উদাহরণস্বরূপ একটা আখ্যায়িকা বলিলেন : 'মহারাজ, পুরাকালে মহাসাগরে ছয়টা মহাকায় মৎস্য ছিল। আনন্দ, তিমন্দ্র[১] ও অধ্যবহার[২] এই তিনটীর প্রত্যেকের দেহ ছিল পঞ্চশত যোজন-প্রমাণ। তিমি, তিমিঙ্গিল ও তিমিরপিঙ্গল, এই তিনটীর প্রত্যেকের দেহ ছিল সহস্র যোজন-প্রমাণ। ইঁহারা সকলেই পাষাণজাত শৈবাল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিত। ইহাদের মধ্যে আনন্দ মহাসমুদ্রের এক পার্শ্বে থাকিত; প্রতিদিন বহু মৎস্য তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইত। একদিন তাহারা ভাবিল, 'সমস্ত দ্বিপদ-চতুষ্পদেরই রাজা আছেন, দেখা যায়; কিন্তু আমাদের রাজা নাই; এস, আমরাও এই আনন্দকে রাজা করি।' ইহা স্থির করিয়া তাহারা সর্ব্বসম্মতিক্রমে আনন্দকে রাজা করিল। তখন হইতে সকল মৎস্যই প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায় রাজদর্শনে গিয়া আপনাদের রাজভক্তি জানাইতে লাগিল।

একদিন আনন্দ পাষাণজাত শৈবাল ভক্ষণ করিবার কালে না জানিয়া, শৈবাল মনে করিয়া একটা মৎস্য ভক্ষণ করিল। খাইবার সময়ে ইঁহার মধুর স্বাদ পাইয়া আনন্দ ভাবিল, 'এ কি অপূর্ব্ব দ্রব্য খাইতেছি?' সে মুখ হইতে বাহির করিয়া দেখিল, উহা এক টুকরা মাছ। তখন সে ভাবিল, 'এত কাল জানি নাই বলিয়াই ইহা খাই নাই। এখন হইতে সকালে সন্ধ্যায় আমার সম্বর্দ্ধনার জন্য যে সকল মৎস্য আসিবে, তাহাদের ফিরিবার কালে একটা দুইটা খাইব। কিন্তু আমি যদি সকলকে জানাইয়া শুনাইয়া খাই, তবে কোন মাছই আর আমার উপাসনার জন্য আসিবে না, সব পলাইয়া যাইবে।' ইহা বিবেচনা করিয়া সে প্রতিচ্ছন্ন

---

[১]। পাঠান্তর—পনন্দ, প্রণন্দ।

[২]। অধ্যবহার—যে, যাহা পায় তাহাই গিলিয়া ফেলে।

থাকিত এবং যে সকল মাছ ফিরিয়া যাইত, তাহাদিগের কয়েকটাকে পশ্চাদ্দিক হইতে প্রহার করিয়া খাইত।

এইরূপে মৎস্যাদিগের সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মৎস্যেরা চিন্তা করিল, 'আমাদের জ্ঞাতিগণের এই ভয়ের কারণ উপস্থিত হইল কোথা হইতে?' তাহাদের মধ্যে একটা বিচক্ষণ মৎস্য ভাবিল, 'আনন্দের চালচলন আমার ভাল লাগিতেছে না। ইহাকে একবার পরীক্ষা করিতে হইতেছে।' অনন্তর একদিন, মৎস্যেরা যখন আনন্দকে উপাসনা করিতে গেল, তখন সে আনন্দের কর্ণপত্রের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিল। আনন্দ মৎস্যদিগকে বিদায় দিয়া, যাহারা পশ্চাতে যাইতেছিল, তাহাদিগকে ভক্ষণ করিল। ইহা দেখিয়া সেই বিচক্ষণ মৎস্যটী অন্যান্য মৎস্যদিগকে ভয়ের কারণ জানাইল। তখন তাহারা সকলেই ভয় পাইয়া পলায়ন করিল; মৎস্যরসলুব্ধ আনন্দও অন্যখাদ্য গ্রহণ করিল না। সে ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িল, মাছগুলা কোথায় গেল, তাহা খুঁজিতে খুঁজিতে একটা পাহাড় দেখিয়া ভাবিল, 'বোধ হয় আমার ভয়ে তাহারা এই পাহাড়ের কাছেই লুকাইয়া আছে। আমি এই পর্ব্বতটা বেষ্টন করিয়া থাকিব এবং তাহারা কোথায় যায় দেখিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া আনন্দ লাঙ্গুল ও মস্তক দ্বারা পর্ব্বতের উভয় পার্শ্বই বেষ্টন করিল—ভাবিল, 'যদি তাহারা এখানে থাকে, তবে এখন নিশ্চয় পলায়ন করিবে। তাহার দেহটা সমস্ত পর্ব্বত বেষ্টন করিয়াছিল; কাজেই সে প্রথমে নিজের পুচ্ছটা দেখিতে পাইল। সে মনে করিল, 'এটা একটা মাছ; আমাকে বঞ্চনা করিয়া এই পর্ব্বতে আসিয়া বাস করিতেছে।' ইহা ভাবিয়া সে ক্রোধভরে নিজের পঞ্চাশ যোজন-প্রমাণ পুচ্ছটা গ্রাস করিল এবং উহাকে অন্য কোন মৎস্য বিবেচনা করিয়া মুর্ মুর্ শব্দে দংশন করিল। অমনি সে মহতী বেদনা অনুভব করিল; তাহার রুধিরের গন্ধে বহু মৎস্য দিয়া জুটিল, বরং একটু একটু করিয়া মাংস খাইতে খাইতে তাহার মাথাটার কাছে গিয়া পৌঁছিল। দেহটা এত বড় ছিল বলিয়া আনন্দের ফিরিবার সাধ্য রহিল না। সে ঐ স্থানে প্রাণত্যাগ করিল; চিহ্নের মধ্যে থাকিল তাহার পর্ব্বতাকার অস্থিপুঞ্জ। আকাশচারী তাপস ও পরিব্রাজকেরা এই বৃত্তান্ত মনুষ্যদিগকে জানাইলেন; এইরূপে সকল জম্বুদ্বীপে উক্ত ঘটনা লোকের জ্ঞানগোচর হইল। এই আখ্যায়িকাটী বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য কালহস্তী বলিলেন :

৮. আনন্দ মৎস্যের রাজা বহু মৎস্য করিয়া ভক্ষণ
মৎস্য ভিন্ন অন্য খাদ্য চায় না ক করিতে গ্রহণ।
ক্রমে অনুচরগণ যবে তার সংসর্গ ছাড়িল,
নিজমাংস খেয়ে লোভী অবশেষে জীবন ত্যজিল।

৯. রসনার দাস যারা, বুদ্ধিহীন উন্মত্তের প্রায়,
ভবিষ্যতে কি হইবে, সে দিকে না কখনও তাকায়।
পুত্রকন্যাজ্ঞাতিবন্ধু—করে তারা বিনাশ সবার,
না পেয়ে অপরে শেষে সর্ব্বনাশ করে আপনার।

১০. শুন মোর বাক্য, ভূপ; কুপ্রবৃত্তি কর পরিহার,
এখন হইতে আর নরমাংস করো না আহার।
মীন রাজ আনন্দের পরিণাম স্মরিয়া, ভূপাল,
করো না, করো না তুমি জনহীন রাজ্য এ বিশাল।

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, 'কালহস্তী, তুমি যে উদাহরণ দিলে, আমিও এমন একটা উদাহরণ জানি যাহাতে তাহার অসারতা বুঝিতে পারিবে।' অনন্তর, মনুষ্যমাংসভোজনে তাঁহার এত আগ্রহ কেন, তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি একটী প্রাচীন আখ্যায়িকা বলিলেন :

১১. সুজাত যাহার নাম, তার পুত্র জম্বুপেশীতরে
দুর্দ্দম্য লালসাবশে তদভাবে অনাহারে মরে[১]।

---

[১]। পুরাকালে বারাণসীতে সুজাত-নামক এক ভূ-স্বামী ছিলেন। একদা হিমালয় হইতে পঞ্চশত ঋষি লবণ ও অম্লসেবনার্থ আগমন করিলে তিনি তাঁহাদিগকে নিজের উদ্যানে বাস করাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সেবা করিতেন। তাঁহার গৃহে ঋষিদিগের ব্যবহারার্থ ভোজ্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। কিন্তু তপসীরা কখনও কখনও জনপদেও ভিক্ষা করিতে যাইতেন এবং সেখান হইতে সুবৃহৎ জম্বুফলের পেশী আহরণ করিয়া তাহা ভক্ষণ করিতেন। তাঁহারা জম্বুপেশী আহরণ করিয়া খাইবার সময়ে তিন চারি দিন সুজাতের গৃহে যান নাই। সুজাত ভাবিলেন, ভদন্তেরা তিন চারি দিন আসিতেছেন না কেন? তাঁহারা কোথায় গেলেন?' অনন্তর তিনি নিজের ছেলেটীর হাত ধরিয়া লইয়া উদ্যানে গমন করিলেন। তখন তপস্বীদিগের ভোজনবেলা; সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক একজন তপস্বী-বৃদ্ধ তপস্বীদিগকে মুখপ্রক্ষালনের জল দিয়া জম্বুপেশী খাইতেছিলেন। সুজাত তপস্বীদিগকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, 'ভদন্তগণ, আপনারা কি ভোজন করিতেছেন?' 'আমরা বৃহৎ জম্বুফলের পেশী ভোজন করিতেছি।' ইহা শুনিয়া উহা খাইবার জন্য ছেলেটির লালসা জন্মিল। তাহা দেখিয়া প্রধান তপস্বী তাহাকে এক টুকরো জাম দেওয়াইলেন। সে উহার মধুর আস্বাদে মুগ্ধ হইল এবং আর এক টুকরো দাও, আর এক টুকরো দাও বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিল। ভূ-স্বামী তখন ধর্ম্মকথা শুনিতেছিলেন; তিনি ছেলেটীকে ধমক দিয়া বলিলেন, 'চেঁচাস্ না; বাড়ীতে গিয়া খাইবি অখন।' ছেলেটীর চীৎকারে পাছে তপস্বীদিগের বিরক্তি জন্মে, এই জন্যই তিনি উক্তরূপে তাহাকে বঞ্চিত করিলেন। পুত্রকে এই বৃথা আশ্বাস দিয়া তিনি ঋষিদিগের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু সেই সময় হইতেই ছেলেটী 'এক টুকরো জাম দাও' বলিয়া পরিদেবন আরম্ভ করিল। এদিকে ঋষিরা ভাবিলেন, 'আমরা এখানে বহুদিন বাস করিলাম'; এজন্য তাঁহারা হিমালয়ে ফিরিয়া গেলেন। যাইবার কালে ছেলেটীকে

১২. আমিও খেয়েছি, কাল, মানুষের মাংস রসোত্তম;
না খেলে এখন তাহা দেহে প্রাণ না রহিবে মম।

ইহা শুনিয়া কালহস্তী ভাবিলেন, 'এই রাজা নিতান্ত রসলোলুপ। ইহাকে আরও একটী উদাহরণ দেখাইতে হইবে।' অনন্তর তিনি বলিলেন, 'মহারাজ, বিরত হউন।' রাজা বলিলেন, 'তাহা আমার অসাধ্য।' 'আপনি বিরত না হইলে কি জ্ঞাতি-বন্ধুগণ, কি রাজ্যশ্রী, সকলেই আপনাকে ছাড়িয়া যাইবে। বহুদিন পূর্ব্বে এই বারানসী নগরেই এক পঞ্চশীলরক্ষক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণপরিবারের বাস ছিল। ঐ বংশে একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে; সে সুপণ্ডিত মাতাপিতার প্রিয় ও আনন্দবর্দ্ধক ছিল এবং বেদত্রয় পারগতা লাভ করিয়াছিল; কিন্তু সে সমবয়স্ক যুবকদিগের সহিত দল বান্ধিয়া বেড়াইত। দলের অন্য সকল যুবক মৎস্যমাংসাদি খাইত ও সুরাপান করিত; কিন্তু ঐ শ্রোত্রিয়কুমার মাংসাদি খাইত না, সুরাও পান করিত না। ইহাতে তাহার বয়স্যেরা ভাবিল, 'এই মাণবিক সুরা পান করে না বলিয়া আমরা যে সুরাপান করি তাহার মূল্যও দেয় না; অতএব কোন উপায়ে ইহাকে সুরাপান করিতে শিখাইতে হইবে।' তাহারা একদিন সমবেত হইয়া মাণবককে বলিল, 'এস, ভাই, সকলে মিলিয়া একটু আমোদ করি গিয়া।' সে উত্তর দিল, 'তোমরা সুরা পান কর, আমি করি না; অতএব তোমরাই যাও।' 'ভাই, তোমার পানের জন্য কিছু দুধ লইয়া যাইব।' এই প্রস্তাবে মাণবক তাহাদের সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল। ধূর্ত্তেরা বাগানে গিয়া পদ্মের পাতায় দোণা তৈয়ার করিয়া তাহাতে তীক্ষ্ণ সুরা বান্ধিয়া রাখিল এবং পান করিবার কালে মাণকের জন্য দুগ্ধ আনয়ন করিল। ইঁহার পর একজন ধূর্ত্ত বলিল, 'ওহে, পদ্মমধু লইয়া এস।' ইহা বলিয়া সে ঐ দোণাটা আনাইল এবং পদ্মপাতার নীচে একটা ছিদ্র করিয়া সুরা চুষিয়া পান করিল। ইঁহার পর অন্য সকল ধূর্ত্তও ঐ পাত্র হইতে উক্তরূপে সুরাপান করিল। মাণবক জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমরা কি খাইতেছ?' তাহাদের উত্তর শুনিয়া সেও পদ্মমধুজ্ঞানে সুরা পান করিল। ইঁহার পর ধূর্ত্তেরা তাহাকে কিছু অঙ্গারপক্ক মাংস দিল; সে তাহাও খাইল। এইরূপে বার বার সুরাপান করিয়া মাণবক মত্ত হইল, তখন ধূর্ত্তেরা তাহাকে বলিল, 'এ পদ্মমধু নয়; ইঁহারই নাম সুরা।' মাণবক বলিল, 'হায়, এতকাল এই মধুর রসের আস্বাদে বঞ্চিত ছিলাম। তোমরা আমাকে আরও সুরা

বাগানে দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা তাহার জন্য শর্করামিশ্রিত আম্রজম্বু-পনসকদলী প্রভৃতির পেশী পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু উহা তাহার জিহ্বাগ্রে স্থাপিত হইবামাত্র হলাহলের মত কার্য্য করিল; ছেলেটী সপ্তাহকাল অনাহার থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

পেশী = টুকরা বা ছাল (খোষা)। জম্বুপেশী বলিলে, বোধ হয়, জামের আঁটি ছাড়া অবশিষ্ট অংশ বুঝায়।

দাও।' ধূর্ত্তেরা আবার তাহাকে সুরা আনিয়া দিল। ইহাতে তাহার ভয়ানক পিপাসা জন্মিল। সে আবার সুরা চাহিলে ধূর্ত্তেরা বলিল, 'আর নাই।' 'নাই বলিলে চলিবে না, আবার আনাও' বলিয়া মাণবক তাহাদিগকে নিজের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক দিল। এইরূপে মাণবক সারাদিন তাহাদের সঙ্গে সুরাপান করিল; তাহার চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ হইল, সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল; সে প্রলাপ করিতে করিতে বাড়ীতে গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার পিতা বুঝিতে পারিলেন যে, সুরাপান করাতেই তাহার এ দশা ঘটিয়েছে। তাহার নেশা ছুটিলে তিনি বলিলেন, 'বৎস, তুমি শ্রোত্রিয়কুলে জন্মিয়া অতি গর্হিত কাজ করিয়াছ; আর কখনও ইহা করিও না।' মাণবক বলিল, 'বাবা, আমি কি দোষ করিয়াছি?' 'সুরা পান করিয়াছ।' 'বলেন কি, বাবা? আমি এতকাল ত এমন মধুর রসের আস্বাদ পাই নাই।' ব্রাহ্মণ তাহাকে পুনঃ পুনঃ বারণ করিলেন; সে একই কথা বলিয়া উত্তর দিল, 'আমি মদ ছাড়িতে পারিব না।' তখন ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, 'যদি না ছাড়, তবে আমাদের পুরুষপরম্পরাগত বংশমর্য্যাদা ও ধনসম্পত্তি সমস্তই নষ্ট হইবে।' তিনি বলিলেন :

১৩. 'করো না এমন কাজ, হে প্রিয়দর্শন,
শ্রোত্রিয় কুলেতে তুমি লভেছ জনম।
অভক্ষ্য ভক্ষণ করা উচিত কি তব?
কেন বিনাশিবে তুমি কুলের গৌরব?

বৎস, তুমি বিরত হও। তুমি বিরত না হইলে, হয় আমি এই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইব, নয় তোমাকে এই রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করাইব।' মাণবক বলিল, 'যদি এরূপও ঘটে, তথাপি আমি সুরা ত্যাগ করিতে পারিব না।

১৪. খাইতে নিষেধ কর যাহা রসোত্তম!
যাব চলি যেথা সাধ পূর্ণ হবে মম।

১৫. যাব চলি, সঙ্গে তব থাকিব না আর;
চক্ষুঃশূল হইয়াছি এখন তোমার।

আমি সুরাপান হইতে বিরত হইব না; আপনার যাহা অভিরুচি হয় করুন।' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'তুমি যখন আমাদিগকে ত্যাগ করিলে, তখন আমরাও তোমাকে ত্যাগ করিলাম।'

১৬. এ ধনভোগের তরে পাইব নিশ্চয়
অন্য কোন পুত্র আমি, শোন পাপাশয়।
যা চলি, নিপতি যা, ইচ্ছা যেই স্থানে;
কোথা যাস্ তাহা যেন নাহি শুনি কাণে।'

অনন্তর ব্রাহ্মণ সেই কুলাঙ্গারকে লইয়া বিনিশ্চয়শালায় গমন করিলেন এবং

সেখানে তাহাকে ত্যজ্যপুত্র করিয়া দূর করিয়া দিলেন। কালক্রমে এই হতভাগ্য মাণবক নিতান্ত নিঃস্ব ও দুর্দ্দশাপন্ন হইল; সে ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া খর্পরহস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং পরিশেষে অবসন্নদেহে পথপার্শ্বস্থ একটা প্রাচীরের নিকটে প্রাণত্যাগ করিল।'

এই বৃত্তান্ত শুনাইয়া কালহস্তী রাজাকে বলিলেন, 'আপনি যদি আমাদের কথামত না চলেন, তবে আপনাকেও আমরা রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিব।

১৭. শুন, নৃপ, সাবধানে মম উপদেশ;
নচেৎ দুর্গতি তব ঘটিবে অশেষ।
রাজ্য হতে হবে তব চির নির্ব্বাসন,
সুরাপায়ী মাণবের হইল যেমন।'

কালহস্তীর এই উদাহরণ শুনিয়াও রাজা নিজের অভ্যাসদোষ হইতে বিরত হইতে পারিলেন না; তিনি ইঁহার একটা প্রত্যুদাহরণ দিয়া বলিলেন :

১৮. আত্মতত্ত্বদর্শীদের শ্রাবক সুজাত
অপ্সরা লাভের তরে হইল প্রমত্ত।
নাহি খায় অন্ন, নাহি করে বারি পান;
অপ্সরা পাইতে সদা উচাটন প্রাণ।

১৯. কুশাগ্র সংলগ্ন অতি ক্ষুদ্র বারিকণা;
সাগর-জলের সঙ্গে তার কি তুলনা?
যে কাম উপজে মানুষীর রূপে মনে,
যে কাম উপজে দিব্যাঙ্গনা-দরশনে,—
প্রভেদ ও উভয়ের ঠিক সে প্রকার,
অপ্সরার তুলনায় নারী অতি ছার[১]।

---

[১]। ১৮শ ও ১৯শ গাথায় যে পৌরাণিকী কথার উল্লেখ আছে তাহার ব্যাখ্যার জন্য টীকাকার বলিয়াছেন—সেই পঞ্চশত ঋষি (১১শ গাথার টীকায় যাঁহাদের কথা বলা হইয়াছে। মহাজম্বুপেশী ভোজন করিতে গিয়া ফিরিলেন না দেখিয়া সুজাত ভাবিলেন, 'তাঁহারা আসিতেছেন না কেন? তাঁহারা কোথায় গেলেন, জানিতে হইতেছে। তাঁহাদের নিকটে গিয়া ধর্ম্মকথা শুনিব।' অনন্তর তিনি উদ্যানে গেলেন এবং প্রধান ঋষির মুখে ধর্ম্মকথা শুনিতে লাগিলেন। ক্রমে সূর্য্য অস্ত গেল; ঋষি তাঁহাকে বিদায় দিলেন, কিন্তু তিনি স্থির করিলেন, 'আজ এখানেই থাকিব।' তিনি ঋষিদিগকে প্রণাম করিয়া একটা পর্ণশালার মধ্যে গিয়া শুইলেন। রাত্রিকালে দেবরাজ শক্র দেবসঙ্ঘ-পরিবৃত হইয়া এবং নিজের পরিচারিকাদিগকে সঙ্গে লইয়া ঋষিদিগকে উপাসনা করিতে আসিলেন। তখন সমস্ত উদ্যান উদ্ভাসিত হইল। ইহার কারণ জানিবার জন্য সুজাত শয্যা হইতে উঠিলেন এবং পর্ণশালার একটা ছিদ্র দিয়া ঋষিদিগের উপাসনার্থ সমাগত দেবাপ্সরা পরিবৃত শক্রকে দেখিতে পাইলেন! অপ্সরাদিগকে দেখিবামাত্র তাঁহার মনে কামোদয় হইল। শক্র উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মকথা শুনিলেন এবং

২০. আমিও খেয়েছি, কাল, মাংস রসোত্তম
তাহা বিনা দেহে প্রাণ না রহিবে মম।

সুগতের সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, এই আখ্যায়িকাও প্রায় সেইরূপ।

রাজার কথা শুনিয়া কালহস্তী ভাবিলেন, 'এই রাজা নিতান্ত রসনার দাস হইয়াছেন। আমি ইঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতেছি।' অনন্তর তিনি বলিলেন, 'মহারাজ, স্বজাতির মাংস খাইয়া আকাশচর সুবর্ণহংসেরাও বিনষ্ট হইয়াছিল। আমি তাহাদের কথা বলিতেছি :

২১. প্রকৃতিবিরুদ্ধ খাদ্য করিয়া ভক্ষণ
মরিল খেচর ধৃতরাষ্ট্র হংসগণ[১]

তাহার পর স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। ভূ-স্বামী পরদিন ঋষিদিগকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'ভদন্তগণ, কাল রাত্রিকালে কে আপনাদিগকে পূজা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন?' 'ঋষিরা বলিলেন, 'ভদ্র, তিনি শক্র।' 'তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিল কাহারা?' 'দেবতা ও অপ্সরারা[*]।' ইহা শুনিয়া সুজাত ঋষিদিগকে আবার প্রণাম করিলেন এবং গৃহে ফিরিলেন। কিন্তু সেই সময় হইতেই 'আমাকে 'অচ্ছরা' দাও, আমাকে 'অচ্ছরা' দাও' বলিয়া তিনি প্রলাপ বলিতে লাগিলেন। জ্ঞাতিবন্ধুগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল; তাহারা ভাবিল, তিনি বুঝি ভূতাবিষ্ট হইয়াছেন। তাহারা তাঁহার মুখের কাছে তুড়ি দিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, 'আমি এ অচ্ছরার কথা বলি নাই, আমি দেবাচ্ছরা চাই।' তখন তাহারা ভূ-স্বামীর ভার্য্যাকে এবং গণিকাদিগকে নানা অলঙ্কারে সাজাইয়া তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিল; কিন্তু তিনি একে একে ইহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, 'এ অচ্ছরা নয়, যক্ষী; তোমরা আমাকে দেবাচ্ছরা দাও।' এইরূপ প্রলাপ করিতে করিতে শেষে অনাহারে তাঁহার জীবনান্ত হইল।

[*] পালি 'অচ্ছরা'। পালি ভাষায় 'অচ্ছরা' শব্দে 'অপ্সরা' ও 'তুড়ি' (ছোটিকা) উভয়ই বুঝায়।

[১]। এই প্রসঙ্গে টীকাকার বলিয়াছেন—পুরাকালে চিত্রকূট পর্ব্বতে সুবর্ণগুহায় নবতিসহস্র হংস বাস করিত। তাহারা বর্ষার চারি মাস বাহিরে যাইত না, কারণ তাহাদের ভয় ছিল বাহিরে গেলে বৃষ্টির জলে পক্ষ সিক্ত হইবে এবং তাহারা উড্ডয়নে অশক্ত হইয়া সমুদ্রে পড়িয়া যাইবে। এইজন্য তাহারা বর্ষার চারি মাস বাহিরে যাইত না, বর্ষা আসিবার প্রাক্কালে হ্রদ হইতে স্বয়ংজাত শালি আহরণ করিয়া গুহা পূর্ণ করিয়া রাখিত এবং উহা খাইয়া বর্ষা কাটাইত। তাহারা গুহায় প্রবেশ করিলে রথচক্রপ্রমাণ একটা ঊর্ণনাভ উহার দ্বারদেশে এক এক মাসে এক একটা জাল নির্ম্মাণ করিত; ঐ জালের একটা সূত্র গো-রজ্জুর ন্যায় স্থূল ছিল। ঐ জাল ছেদন করাইবার জন্য হংসগণ একটা তরুণ হংসকে আপনাদের দ্বিগুণ পরিমাণ খাদ্য দিত। বর্ষান্তে সে পুরোবর্ত্তী হইয়া জাল ছেদন করিত; অন্য হংসেরা সেই পথে গুহার বাহির হইত।

একবার পঞ্চমাসব্যাপী বর্ষাকাল হইয়াছিল। হংসদিগের খাদ্যের অভাব ঘটিল; তাহারা কর্ত্তব্য নির্ণয়ের জন্য মন্ত্রণা করিল এবং স্থির করিল, 'এখন প্রাণ বাঁচাইতে পারিলে শেষে

২২. তুমিও যদ্যপি কর অভক্ষ্য গ্রহণ,
রাজ্য হতে হবে তব ধ্রুব নির্ব্বাসন।

ইঁহার উত্তরে রাজা আরও একটি উদাহরণ দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু নগরবাসীরা দাঁড়াইয়া বলিল, 'সেনাপতি মহাশয়, আপনি করিতেছেন কি? আপনি মনুষ্যখাদক চোরকে ধরিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবেন, বলুন। সে যদি এই নিষ্ঠুর কাজ হইতে বিরত না হয়, তবে তাহাকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিন।' তাহারা রাজাকে আর কিছু বলিতে দিল না। রাজাও এত লোকের কথা শুনিয়া ভয় পাইলেন; তাঁহার মুখে আর কথা সরিল না। সেনাপতি তাঁহাকে আবারও জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ, বিরত হইতে পারিবেন কি?' রাজা পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলেন, 'না।' তখন সেনাপতি রাজার অন্তঃপুরবাসীদিগকে এবং দারাপুত্র প্রভৃতিকে সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া তাঁহার পার্শ্বে স্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন, 'মহারাজ, আপনার এই জ্ঞাতিবন্ধুগণ, অমাত্যগণ, এই রাজ্যশ্রী, এ সমস্ত অবলোকন করুন; নিজের সর্ব্বনাশ করিবেন না; মনুষ্যমাংস হইতে বিরত হউন।' রাজা বলিলেন, 'আমার নিকট মনুষ্যমাংস অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই।' 'তবে, মহারাজ, আপনি এই নগর ও এই রাজ্য হইতে প্রস্থান করুন।' 'কালহস্তী, আমার রাজ্যে কোন প্রয়োজন নাই; আমি চলিয়া যাইতেছি; আমাকে একখানি খড়্গ এবং পাচকটীকে দাও।' তখন সেনাপতি রাজাকে একখানি খড়্গ দিলেন এবং পাচকের স্কন্ধে মনুষ্যমাংসপাকের পাত্র ও মাংসের ঝুড়ি দিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন।

রাজা পাচককে সঙ্গে লইয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং বনে গিয়া একটা ন্যগ্রোধবৃক্ষের মূলে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। তিনি সেখানে বাস করিতেন, বনপথের পার্শ্বে থাকিয়া মানুষ মারিতেন, তাহাদের মাংস আনিয়া

অণ্ড পাইব।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাহারা প্রথমে অণ্ডগুলি খাইল; তাহার পর ক্রমে শাবকগুলি এবং জরাজীর্ণ হংসগুলিও উদরসাৎ করিল। পাঁচ মাসের পর বর্ষা শেষ হইল; ঊর্ণনাভ পাঁচটা জাল বান্ধিয়া রাখিয়াছিল। হংসগণ স্বজাতির মাংস খাইয়া ক্ষীণবল হইয়াছিল। যে তরুণ হংসটা অন্যের দ্বিগুণ খাদ্য পাইত, সে চঞ্চুর আঘাতে চারিটা জাল ছেদন করিল, কিন্তু পঞ্চম জালটা ভেদ করিতে পারিল না। সে উহাতেই সংলগ্ন হইয়া থাকিল; ঊর্ণনাভ তাহার মাথাটা কাটিয়া রক্ত পান করিল। ইহার পর অন্য হংসেরাও একে একে অগ্রসর হইয়া জালে আঘাত করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারাও উহাতে সংলগ্ন হইয়া রহিল। এইরূপে ঊর্ণনাভটা সমস্ত হংসের রক্ত পান করিল। লোকে বলে, এইরূপেই ধৃতরাষ্ট্র হংসদিগের[*২] বিলোপ ঘটিয়াছিল।

[*২]। পালি সাহিত্যে ছয় প্রকার হংসের নাম দেখা যায়। ধৃতরাষ্ট্রগণ তাহাদের অন্যতম। মহাহংস-জাতক (৫৩৪) দ্রষ্টব্য।

পাচককে দিতেন, পাচক উহা পাক করিয়া দিত। এইরূপে তাঁহারা দুইজনে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রাজা যখন 'আমি সেই নরমাংসভুক দস্যু' বলিয়া বাহির হইতেন, তখন কেহই প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিত না; সকলে ভয়ে ভূতলশায়ী হইত; তিনি তাহাদের যাহাকে ভাল মনে করিতেন, তাহাকে কখনও ঊর্দ্ধপাদে, কখনও অধঃপাদে তুলিয়া পাচকের হস্তে সমর্পণ করিতেন।

একদিন রাজা বনে কোন মানুষ না পাইয়া বৃক্ষমূলে ফিরিয়া গেলেন। পাচক জিজ্ঞাসা করিল, 'উপায় কি, মহারাজ?' রাজা বলিলেন, 'উনানে হাড়ি চড়াও।' 'মাংস কোথায়, মহারাজ?' 'আমি মাংস পাইবার ব্যবস্থা করিতেছি।' পাচক বুঝিল, এত দিনে তাহার প্রাণান্ত ঘটিল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে উনানে আগুন জ্বালিল ও হাঁড়ি চড়াইল। নরমাংসভুক রাজা অসির আঘাতে তাহাকে বধ করিলেন এবং তাহার মাংস পাক করিয়া খাইলেন। তখন হইতে তিনি একাকী বাস করিতে লাগিলেন এবং নিজেই পাক করিয়া খাইতে লাগিলেন।

এদিকে সমস্ত জম্বুদ্বীপে প্রচার হইল যে, এক নরমাংসাশী পথিকদিগের প্রাণবধ করে। ঐ সময়ে এক বিভবশালী ব্রাহ্মণ পঞ্চশত শকটসহ বাণিজ্য করিয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে যাইতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'নরমাংসভুক দস্যু না কি পথে পাইলে মানুষ মারে; আমি ধন দিয়া বন উত্তীর্ণ হইব।' তিনি বনমুখবাসী লোকদিগকে সহস্র মুদ্রা দিয়া বলিলেন, 'তোমরা আমাকে বন পার করাইয়া দাও।' অনন্তর তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তিনি বনপথে প্রবেশ করিলেন; শকটগুলি আগে আগে চলিল; তিনি স্নাত ও গন্ধানুলিপ্ত হইয়া ও সর্ব্বালঙ্কার পরিধান করিয়া শ্বেতগোবাহিত সুখযানে আসীন হইলেন এবং সেই সকল অটবীরক্ষক দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সর্ব্বপশ্চাতে চলিলেন। নৃমাংসাদ রাজা একটা বৃক্ষে আরোহণ করিয়া লোক আসিতেছে কি না, দেখিতেছিলেন; তিনি অপর সমস্ত লোকের মধ্যে কাহাকেও ভক্ষণের যোগ্য বলিয়া মনে করিলেন না; কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে খাইবার জন্য তাঁহার মুখ লালায়িত হইল; ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকটে আসিলে, 'অরে, আমি সেই নরমাংসখাদক দস্যু' বলিয়া তিনি নিজের নাম শুনাইলেন এবং খড়গ ঘুরাইতে ঘুরাইতে সকলের চক্ষুতে বালুকা নিক্ষেপ করিতে করিতে ব্রাহ্মণের অনুচরদিগের উপরে গিয়া পড়িলেন। কাহারও তাঁহাকে বাধা দিবার শক্তি রহিল না; সকলে বুকে ভর দিয়া মাটিতে শুইয়া পড়িল। নৃমাংসাদ তখন সুখযানাসীন সেই ব্রাহ্মণকে পা ধরিয়া নিজের পিঠে তুলিয়া লইলেন; হতভাগ্যের মাথাটা নিম্নাভিমুখে ঝুলিয়া পড়িল এবং নৃমাংসাদের গুল্‌ফের সহিত ঠকঠক করিয়া ঠেকিতে লাগিল। এই অবস্থায় নৃমাংসাদ ব্রাহ্মণকে তুলিয়া লইয়া গেল। রক্ষকেরা উঠিয়া বলিল, 'ভাই সকল, চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না; আমরা ব্রাহ্মণের হাতে হাজার টাকা পাইয়াছি;

ধিক আমাদের পুরুষকারে! শক্তিমান হও, শক্তিহীন হও, এস, সকলে কিছুদূর দস্যুটাকে তাড়া করি।' তাহারা কিয়দ্দূর তাড়া করিল; তাহার পর নৃমাংসাদ মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, কেহই অনুধাবন করিতেছে না। তখন তিনি ধীরে ধীরে চলিলেন। এদিকে একটা সাহসী লোক মহাবেগে ছুটিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া নৃমাংসাদ একটা বেড়া ডিঙ্গাইবার জন্য লাফ দিলেন এবং খদিরকাষ্ঠের একটা গোঁজার উপর গিয়া পড়িলেন। ইহাতে তাঁহার একখানি পা এফোঁড় ওফোঁড় হইল। পায়ের উপরের পিঠ দিয়া গোঁজাটার আগা বাহির হইল। তিনি খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিলেন, ক্ষতস্থান হইতে রক্তস্রাব হইতে লাগিল। তখন সেই লোকটা বলিল, 'আমি নিশ্চয় ইহাকে জখম করিয়াছি, তোমরা পিছনে এস; দস্যুটাকে এখনই ধরিব।' অন্য সকলেও বুঝিল, নৃমাংসাদ দুর্ব্বল হইয়াছেন; তাহারা তাঁহাকে আবার তাড়া করিল। ইহা দেখিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। ব্রাহ্মণকে পাইয়া রক্ষকেরা ভাবিল, দস্যু ধরিলে আর কি লাভ হইবে? তাহারা প্রতিনিবৃত্ত হইল; নৃমাংসাদও ন্যগ্রোধমূলে গিয়া প্ররোহান্তরে প্রবেশপূর্ব্বক শয়ন করিলেন এবং বৃক্ষদেবতার নিকট কামনা করিলেন, 'আর্য্যে বৃক্ষদেবতে, যদি এক সপ্তাহের মধ্যে আমার এই ক্ষত নীরোগ হয়, তবে সমস্ত জম্বুদ্বীপের এক শত একজন ক্ষত্রিয় রাজার গলরক্তে তোমার কাণ্ড প্রক্ষালন করিব, তাহাদের অস্ত্রদ্বারা চতুর্দ্দিকে তোমার শাখাপল্লব সাজাইয়া এবং মধুর মাংস দ্বারা তোমাকে পূজা দিব।'

অন্নপানাভাবে নৃমাংসাদের শরীর শীর্ণ হইল, কিন্তু সপ্তাহের মধ্যেই তাঁহার ঘা শুকাইয়া গেল। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন দেবতার অনুগ্রহেই নীরোগ হইয়াছেন। কয়েকদিন মনুষ্য মাংস খাইয়া যখন তিনি সবল হইলেন, তখন তিনি ভাবিলেন, 'এই দেবতা আমার বড় উপকার করিয়াছেন; অতএব মানত শোধ করিতে হইবে।' তিনি রাজাদিগকে ধরিবার উদ্দেশ্যে খড়্গ হস্তে লইয়া সেই বৃক্ষমূল হইতে যাত্রা করিলেন।

কোন অতীত জন্মে এই রাজা যক্ষ ছিলেন, তখন আর এক যক্ষ বন্ধুভাবে অনুচর্য্যা করিয়া ইঁহার সহিত একসঙ্গে মনুষ্যমাংস খাইত। সে রাজাকে দেখিয়া চিনিল যে, তিনি পূর্ব্বজন্মে তাহার বন্ধু ছিলেন। সে বলিল, 'ভাই, তুমি আমাকে চিনিতে পারিয়াছ কি?' রাজা বলিলেন, 'না।' ইহা শুনিয়া যক্ষ তাঁহাকে পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত বলিল। রাজা তখন তাহাকে চিনিতে পারিয়া সুহৃৎসম্ভাষণ করিলেন। যক্ষ জিজ্ঞাসিলেন, 'এখন কোথায় জন্মিয়াছ?' রাজা তাহাকে নিজের জন্মস্থান বলিলেন, কিরূপে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, এখন কোথায় বাস করিতেছেন, কিরূপে পায়ে খোঁজা ফোঁটায় আহত হইয়াছিলেন, এ সমস্তও জানাইলেন এবং বলিলেন, 'বৃক্ষদেবতার নিকট যে মানত করিয়াছিলাম, তাহা

শোধ করিবার জন্য বাহির হইয়াছি। এই সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য তোমারও আমাকে সাহায্য করা কর্ত্তব্য; চল ভাই, দুজনে একসঙ্গে যাই।' যক্ষ বলিল, 'আমি যাইতাম, কিন্তু আমার অন্য একটা কাজ আছে। আমি অনর্ঘপদলক্ষণ-নামক[১] একটী মন্ত্র জানি; তাহার প্রভাবে দেহে বল হয়, দ্রুতগমনের ক্ষমতা জন্মে এবং হৃদয়ে সাহস বাড়ে। তুমি সেই মন্ত্র গ্রহণ কর।' 'বেশ বলিয়াছ' বলিয়া রাজা ঐ মন্ত্র গ্রহণ করিলেন; যক্ষ তাঁহাকে মন্ত্র দান করিয়া চলিয়া গেল। মন্ত্র শিখিয়া নৃমাংসাদ বায়ুর ন্যায় বেগবান এবং অতি সাহসী হইলেন; কোন রাজা উদ্যানাদিতে গমন করিতেছেন দেখিলেই তিনি নিজের নাম উচ্চারণপূর্ব্বক বায়ুবেগে তাঁহার উপরে গিয়া পড়িতেন, উল্লম্ফন ও চীৎকার করিয়া তাঁহাকে সন্ত্রস্ত করিতেন; তাঁহাকে পাদুখানি ধরিয়া অধঃশির করিতেন। এইভাবে বহন করিবার কালে তিনি নিজের পার্ষ্ণি দ্বারা তাঁহার মস্তকে আঘাত করিতেন; বায়ুবেগে ছুটিতেন এবং বন্দীর করতলে ছিদ্র করিয়া রজ্জুদ্বারা তাঁহাকে সেই ন্যগ্রোধবৃক্ষে এমনভাবে ঝুলাইয়া রাখিতেন যে তাঁহার পাদাঙ্গুলির অগ্রভাগমাত্র ভূমি স্পর্শ করিত। বন্দী এইভাবে প্রলম্বিত হইয়া শুষ্ক পুষ্পমাল্য করণ্ডের ন্যায় আবর্ত্তন করিতেন। এবম্প্রকারে এক সপ্তাহের মধ্যেই নৃমাংসাদ এক শত রাজাকে বন্দী করিলেন। সুতসোম তাঁহার পৃষ্ঠাচার্য্য ছিলেন; বিশেষতঃ তাঁহাকে বধ করিলে জম্বুদ্বীপ রাজশূন্য হইবে, ইহা ভাবিয়া তিনি তাঁহাকে আনিলেন না। অতঃপর তিনি বলিদান কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার জন্য আগুন জ্বালিলেন এবং বসিয়া বসিয়া কাঠের শূল কাটিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া বৃক্ষদেবতা ভাবিলেন, 'এ ব্যক্তি না কি আমাকে পূজা দিবে; কিন্তু আমি ত ইঁহার ক্ষত ভাল করি নাই। অথচ এ একটা মহাবিনাশের আয়োজন করিয়াছে। কিন্তু আমি ত ইহাকে নিরস্ত করিতে পারিব না।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি চতুর্মহারাজের লোকপালের নিকটে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন এবং অনুরোধ করিলেন, 'আপনারা ইহাকে নিষেধ করুন।' তাঁহারা উত্তর দিলেন, 'আমাদের সাধ্য নাই।' তখন বৃক্ষদেবতা শক্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ঐ ব্যাপার জানাইলেন এবং বলিলেন, 'আপনি নিবারণ করুন। শক্র উত্তর দিলেন, 'আমার সাধ্য নাই, কিন্তু যাঁহার সাধ্য আছে, এমন একজনের নাম করিতেছি।' 'কে তিনি?' 'দেবলোকে ও নরলোকে অন্য কেহই নাই, যে এই ব্যক্তিকে নিরস্ত করিতে পারে; কেবল কুরুরাজ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে কৌরবরাজপুত্র সুতসোমই ইহাকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিবেন, বন্দী রাজাদিগের প্রাণরক্ষা করিবেন, ইঁহার নরমাংসভক্ষণরূপ রোগ দূর করিবেন এবং সমস্ত জম্বুদ্বীপে অমৃত সেচন করিবেন। তুমি যদি রাজাদিগের প্রাণরক্ষা

---

[১]। যে মন্ত্রের পদগুলি মহামূল্য অর্থাৎ মহাপ্রভাবসম্পন্ন।

করিতে ইচ্ছা কর, তবে বল গিয়া যে, অগ্রে সুতসোমকে আনিয়া তাহার পর বলিদান কর্ম্ম সম্পন্ন করুক।' বৃক্ষদেবতা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সত্ত্বর ফিরিয়া গেলেন এবং প্রব্রাজকের বেশ গ্রহণ করিয়া নৃমাংসাদের অদূরে অবস্থিত হইলেন। তাঁহার পায়ের শব্দ শুনিয়া নৃমাংসাদ ভাবিলেন, রাজাদের মধ্যে কেহ পলায়ন করিল না কি?' তিনি সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ছদ্মবেশী বৃক্ষদেবতাকে দেখিতে পাইলেন এবং ভাবিলেন, প্রব্রাজকেরা সচরাচর ক্ষত্রিয়জাতীয়। ইহাকে ধরিয়া এক শত সংখ্যা পূরণ করিয়া বলিকর্ম্ম নির্ব্বাহ করা যাউক।' তিনি উঠিয়া অসিহস্তে বৃক্ষদেবতার অনুধাবন করিলেন; কিন্তু তিনি যোজন অনুধাবন করিয়াও বৃক্ষদেবতাকে ধরিতে পারিলেন না। তাঁহার গা দিয়া ঘাম ছুটিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'পূর্ব্বে হস্তী, অশ্ব বা রথ ছুটিয়া গেলেও আমি অনুধাবন করিয়া ধরিতাম; কিন্তু আজ এই প্রব্রাজক স্বাভাবিক গতিতে চলিলেও ইহাকে শরীরের সমস্ত বলপ্রয়োগপূর্ব্বক অনুধাবন করিয়াও ধরিতে পারিলাম না! ইঁহার কারণ কি?' ইঁহার পর তিনি আবার চিন্তা করিলেন, 'প্রব্রাজকেরা না কি আজ্ঞাবহ। আমি যদি ইহাকে 'তিষ্ঠ' বলি এবং এ যদি থামে, তবে আমি ইহাকে থামিলেই ধরিতে পারিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন, 'তিষ্ঠ, শ্রমণ।' প্রব্রাজক বলিলেন, 'আমি ত থামিয়াছি, তুমিও থামিবার চেষ্টা কর।' নরমাংসাদ বলিলেন, 'প্রব্রাজকেরা না কি প্রাণরক্ষার জন্যও মিথ্যা কথা বলে না; অথচ তুমি মিথ্যা বলিতেছ।

২৩. আমি বলি 'তিষ্ঠ', তুমি আগে আগে যাও চলি,
না থামিয়া 'থামিয়াছি' কেন এই মিথ্যা বলি?
শ্রমণের উপযুক্ত... নয় তব আচরণ
ভেবেছ কি আমি এই তুচ্ছ কঙ্কপত্র[১] সম?

ইঁহার উত্তরে বৃক্ষদেবতা দুইটী গাথা বলিলেন :

২৪. সদ্ধর্ম্মেতে প্রতিষ্ঠিত আছি অনুক্ষণ,
নাম গোত্র পরিবর্ত্ত করি না কখন,
চোর যারা, তাহারাই প্রতিষ্ঠা-বিহীন,
অচিরে নরকে যায় আয়ু হ'লে ক্ষীণ[২]।

---

[১]। কঙ্ক = ক্রৌঞ্চ বা বক। বকের পালক দিয়া শরপুচ্ছ গঠিত হইত বলিয়া শরের একটী নাম কঙ্কপত্র। এখানে, বোধ হয়, কঙ্কপত্রে শর বুঝাইতেছে না, কঙ্কের অর্থাৎ বকের পালকই বুঝাইতেছে।

[২]। এই গাথায় বৃক্ষদেবতা প্রকারান্তরে রাজাকে বলিতেছেন, 'তোমার নাম পূর্ব্বে ছিল ব্রহ্মদত্ত, এখন হইয়াছে কল্মাষপাদ, তোমার জন্ম ছিল ক্ষত্রিয়কুলে, এখন হইয়াছ তুমি নরমাংসাশী রাক্ষস। তুমি চোর, তুমি দুরাচার, এইজন্যই তোমাকে নামগোত্র পরিবর্ত্ত

২৫. থাকে যদি শক্তি, নৃপ, সুতসোমে ধর,
বধি তাঁরে, স্বর্গহেতু যজ্ঞ সাঙ্গ কর[১]।

ইহা বলিয়া দেবতা নিজের প্রব্রাজকবেশ অন্তর্দ্ধাপন করাইলেন এবং নিজবেশে দ্বিতীয় প্রভাকরের ন্যায় আকাশে অবস্থিত হইলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া ও রূপ দেখিয়া নৃমাংসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কে?' দেবতা উত্তর দিলেন, 'আমি এই বৃক্ষেই দেবরূপে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছি।' আজ আমার ইষ্টদেবতার দর্শন পাইলাম' ভাবিয়া নৃমাংসাদ আহ্লাদিত হইলেন; তিনি বলিলেন, 'প্রভু দেবরাজ, আপনি সুতসোমের জন্য কোন চিন্তা করিবেন না; আপনি স্বীয় বৃক্ষে প্রবেশ করুন।' দেবতা তাঁহার চক্ষুর সম্মুখেই বৃক্ষে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময়ে সূর্য্য অস্তমিত এবং চন্দ্র উদিত হইল; নৃমাংসাদ বেদ-বেদাঙ্গপরাগ ছিলেন, তিনি নক্ষত্রগণের গতিবিধি জানিতেন। তিনি নভোমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, পরদিন চন্দ্র পুষ্যা নক্ষত্রে থাকিবে; কাজেই সুতসোম স্নানার্থ উদ্যানে গমন করিবেন। তিনি স্থির করিলেন, 'সেখানেই সুতসোমকে ধরিতে হইবে। তাঁহার বহু শরীররক্ষক থাকিবে; চতুর্দ্দিকে তিন যোজন পর্য্যান্ত জম্বুদ্বীপবাসী সমস্ত লোকে তাঁহাকে রক্ষা করিবে, অতএব ইঁহারা সমবেত হইবার পূর্ব্বেই প্রথমযামে মৃগাচির উদ্যানে গিয়া মঙ্গলপুষ্করিণীতে অবতরণ করিয়া রহিব।

এই সঙ্কল্প করিয়া নৃমাংসাদ গিয়া সেই মঙ্গলপুষ্করিণীর মধ্যে অবতরণ করিলেন; এবং পদ্মপত্রদ্বারা নিজের মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া সেখানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহের তেজে পুষ্করিণীর মৎস্যকচ্ছপ প্রভৃতি হঠিয়া গিয়া তটের ধারে দলে দলে বিচরণ করিতে লাগিল। যদি বল 'তাঁহার এ তেজ হইল কি কারণে?' ইহা তাঁহার পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের ফল। তিনি কাশ্যপ দশবলের সময়ে শলাকা-বিতরণ করিয়া ভিক্ষুদিগের পানার্থ দুগ্ধদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; এই পুণ্যের জন্য মহাবল হইয়াছিলেন। তিনি অগ্নিশালা নির্ম্মাণ করিয়া ভিক্ষুদিগের শীতনিবারণার্থ অগ্নি, কাষ্ঠ এবং কাঠ চিরিবার জন্য বাসীপরশু দিয়াছিলেন; এইজন্য এত তেজস্বী হইয়াছিলেন।

নৃমাংসাদ এইভাবে উদ্যানে গিয়া থাকিলেন; এদিকে অতি প্রত্যূষে তিন যোজন পর্য্যন্ত রক্ষিগণ প্রতিষ্ঠিত হইল; রাজা সুতসোম প্রাতঃকালেই প্রাতরাশ গ্রহণ করিলেন এবং অলঙ্কৃত গজস্কন্ধে আরূঢ় হইয়া চতুরঙ্গিণী সেনাসহ নগর

করিতে হইয়াছে। অচিরে তোমাকে নরকেও যাইতে হইবে।

[১]। এই গাথায় প্রকারান্তরে বলা হইল, 'মিথ্যাবাদী আমি নই, মিথ্যাবাদী তুমি; কারণ তুমি এক শত একজন রাজা মারিয়া পূজা দিবে বলিয়াছিলে, কিন্তু এখন একশত রাজা মারিয়া অঙ্গীকারমুক্ত হইতে চাহিতেছ।

হইতে যাত্রা করিলেন। ঐ সময়ে তক্ষশিলা হইতে নন্দনামক এক ব্রাহ্মণ চারিটী শতার্হ গাথা লইয়া দ্বিসহস্র যোজন পথ অতিক্রমপূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়াছিলেন এবং নগরদ্বার সন্নিহিত এক গ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সূর্য্য উদিত হইলে তিনি নগরে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিলেন, সুতসোম পূর্ব্বদ্বার দিয়া বাহির হইতেছেন। তিনি হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিলেন, 'মহারাজের জয় হউক।' রাজা ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে যাইতেছিলেন। তিনি উন্নতপ্রদেশে দণ্ডায়মান ব্রাহ্মণের প্রসারিত হস্ত দেখিতে পাইয়া হস্তীকে তাঁহার নিকটে গেলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন :

২৬. কোন্ দেশে জন্ম তব? কি কারণে হেথা আগমন?
যা চাহিবে দিব আজ, কি চাও তা' বল, হে ব্রাহ্মণ।'

ইঁহার উত্তরে ব্রাহ্মণ বলিলেন :

২৭. 'মহাসাগরের মত সুগভীর অর্থযুত
এনেছি চারিটী গাথা শুনাতে তোমায়;
তিষ্ঠ হেথা ক্ষণকাল, শুন, ওহে মহীপাল,
পরমার্থযুক্ত সেই গাথা-চতুষ্টয়।

মহারাজ, এই গাথা চারিটী দশবল কাশ্যপের উপদেশ। ইহাদের এক একটীর মূল্য একশত মুদ্রা। শুনিয়াছি, আপনি নাকি 'সুতবিত্ত'[১]; এইজন্য আপনাকে এই গাথাগুলি শিখাইতে আসিয়াছি।' ব্রাহ্মণের কথায় রাজা সন্তুষ্ট হইলেন, তিনি বলিলেন, 'আচার্য্য, আপনি অতি উত্তম কাজ করিয়াছেন; আমি কিন্তু এখন ফিরিতে পারিতেছি না; অদ্য পুষ্যাযোগে অবগাহন-স্নানের দিন। স্নানান্তে ফিরিয়া আপনার গাথা শুনিব। আপনি সেজন্য উৎকণ্ঠিত হইবেন না।' অনন্তর তিনি অমাত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন, 'যাও, অমুক গৃহে ব্রাহ্মণের জন্য শয্যা রচনা কর এবং তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থা কর।'

অনন্তর সুতসোম সেই উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। উহা চতুর্দ্দিকে অষ্টাদশ হস্ত উচ্চ প্রাকারে পরিবেষ্টিত ছিল। শত শত হস্তী পরস্পরের গাত্রসংলগ্ন হইয়া উহা বেষ্টন করিয়াছিল; হস্তীদিগের পর অশ্ব, অশ্বের পর রথ, রথের পর ধানুষ্ক প্রভৃতি পদাতিকগণ কাতারে কাতারে পাহারা দিতেছিল। ফলতঃ উদ্যানের চতুর্দ্দিকে বিন্যাস্ত রাজকীয় সেনা তখন সংক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। রাজা গুরুভার আভরণসমূহ উন্মোচন করিলেন, ক্ষৌরকর্ম্ম করাইলেন, শরীর উদ্বর্ত্তন করাইলেন, রাজোচিত সমারোহের সহিত স্নান

---

[১]। এখানে পালিতে 'সুত' শব্দটীতে শ্লেষ আছে; সুত্তবিত্ত ও শ্রুতবিত্ত উভয় শব্দই পালিভাষায় একরূপ। সুত্তবিত্ত বা সুতসোম = যিনি সোমরস আহুতি দেন। শ্রুতবিত্ত = যিনি শ্রুতি অর্থাৎ বেদ আয়ত্ত করিয়াছেন কিংবা যিনি বিদ্যাধনে ধনী।

করিলেন এবং স্নানবস্ত্রসহ উপরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ভৃত্যগণ তাঁহার ব্যবহারার্থ গন্ধমালা ও আভরণ লইয়া আসিল। ইহা দেখিয়া নৃমাংসাদ ভাবিলেন, 'রাজা আভরণ পরিধান করিলে গুরুভার হইবেন; এখন ইঁহার দেহ লঘু আছে; এখনই ইঁহাকে ধরা কর্ত্তব্য।' ইহা স্থির করিয়া তিনি গর্জ্জন ও লম্ফন করিতে করিতে বিদ্যুদ্‌বেগে মস্তকের উপর খড়্গ ঘুরাইতে ঘুরাইতে, 'অরে, আমি সেই নৃমাংসাদ দস্যু' এই বলিয়া নিজের নাম ঘোষণা করিলেন এবং অঙ্গুলিদ্বারা ললাটস্পর্শ করিয়া[১] জল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার ঘোরনিনাদ শুনিয়া হস্তিসাদীরা হস্তিসহ, অশ্বসাদীরা অশ্বসহ, রথীরা রথসহ ভূতলে নিপতিত হইল; সৈনিকেরা হাতের অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া বুকে ভর দিয়া শুইয়া পড়িল; নৃমাংসাদ সুতসোমকে ধরিয়া তুলিলেন। তিনি অন্য রাজাদিগকে পাদুখানি ধরিয়া অধঃশির করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং যাইবারকালে নিজের পার্ষ্ণিদ্বারা তাঁহাদের মস্তকে আঘাত করিয়াছিলেন; কিন্তু বোধিসত্ত্বকে তুলিবার কালে নিজের দেহ অবনত করিলেন এবং তাঁহাকে নিজের স্কন্ধোপরি স্থাপন করিলেন। উদ্যানের দ্বার দিয়া বাহির হইতে হইলে অনেক পথ ঘুরিতে হইবে ভাবিয়া তিনি পুরোবর্ত্তী সেই অষ্টাদশ হস্ত উচ্চ প্রাকারই উল্লঙ্ঘন করিলেন। সম্মুখে যে সকল মত্তহস্তী ছিল, তিনি তাহাদের কুম্ভ মর্দ্দন করিয়া চলিলেন; সেগুলা শৈলকূটের ন্যায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইল। অতঃপর তিনি সেই বায়ুবেগ উৎকৃষ্ট অশ্বগুলির পৃষ্ঠের উপর দিয়া চলিলেন; তাঁহার পদাঘাতে তাহারা ভূতলে পড়িয়া গেল। তিনি রথের অগ্রভাগে পদাঘাত করিলে তাহা ঘুরিতে লাগিল, বোধ হইতে লাগিল যেন কেহ লাট্টু ঘুরাইতেছে কিংবা নাগকেশরের নীলপত্র[২] বা বটপত্র মর্দ্দন করিতেছে। এক ছুটে এইরূপে চলিয়া তিন যোজন অতিক্রমপূর্ব্বক, সুতসোমের উদ্ধারার্থ কেহ অনুধাবন করিতেছে কি না দেখিবার জন্য তিনি মুখ ফিরাইলেন; কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তখন ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। সুতসোমের কেশ হইতে জলবিন্দু ক্ষরিত হইয়া তাঁহার গাত্রে পতিত হইতেছিল। তিনি ভাবিলেন, 'মরণকে ভয় করে না, এমন কেহই নাই। বোধ হয়, সুতসোমও মরণের ভয়ে ক্রন্দন করিতেছেন।' এই অনুমান করিয়া তিনি বলিলেন :

২৮. প্রজ্ঞাবান, বহুশ্রুত, বহু বিষয়ের চিন্তা করেন যাঁহারা,
বিপদের কালে কি হে ক্রন্দন করিয়া তাঁরা হন আত্মহারা?
সিন্ধুবক্ষে দ্বীপ যথা ভগ্নপোত নাবিকের আশ্রয়ের স্থান,
তেমতি পণ্ডিতগণ করেন শোকার্ত্ত নরে সান্ত্বনা প্রদান।

---

[১]। ইংরাজী অনুবাদক বলেন, ইহা পৃষ্ঠাচার্য্যস্থানীয় বোধিসত্ত্বের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ।

[২]। মূলে 'নীলফলকানি' আছে। 'ফলক' শব্দের অর্থ এখানে নাগকেশর বৃক্ষের পত্র। আমি এই অর্থ গ্রহণ করিলাম।

২৯. আত্মহেতু, কিংবা তুমি দারাসুতজ্ঞাতিগণে করিয়া স্মরণ,
কিংবা ধনধান্য তরে—কেন, কুরুরাজ, তুমি করিছ ক্রন্দন?

সুতসোম বলিলেন :

৩০. কান্দি না নিজের তরে কিংবা দারাসুতহেতু,
ধনরাজ্যনাশভয়ে করি না ক্রন্দন;
সাধুজন-প্রদর্শিত সুচরিত মার্গে আমি
অনুক্ষণ সাবধানে করি বিচরণ।
স্নানান্তে ফিরিয়া ঘরে শুনিব তাঁহার গাথা,
ব্রাহ্মণের কাছে এই ছিল অঙ্গীকার;
হ'ল সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ পড়িয়া তোমার হাতে,
এই দুঃখে দুনয়নে ঝরে অশ্রুধার।

৩১. ছিনু রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত বলিনু ব্রাহ্মণে আমি,
'স্নানান্তে শুনিব তব গাথা-চতুষ্টয়';
ছাড় মোরে, গিয়া সেথা, সত্যরক্ষা করি পুনঃ
আসিব তোমার ঠাঁই, বলিনু নিশ্চয়।

ইহা শুনিয়া নৃমাংসাদ বলিলেন :

৩২. মৃত্যুমুখ হতে মুক্তি লভি সুখী যেই জন,
শত্রুহস্তগত হবে সে আসি আবার,
বিশ্বাস এ স্তোকবাক্যে হয় বল কার?
তুমিও, কৌরবশ্রেষ্ঠ, মুক্তি যদি একবার
কর লাভ বজ্রমুষ্টি হইতে আমার,
নিশ্চয় এ দিকে তুমি ফিরিবে না আর।

৩৩. নরমাংস খাদকের গ্রাস হতে মুক্তি লভি
নিজ গৃহে, ভূপ, তুমি যাইবে যখন,
প্রিয় প্রাণ পেয়ে পুনঃ কামভোগে হবে রত;
ফিরিবে আমার পাশে বল কি কারণ?

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব সিংহের ন্যায় নির্ভয়ে বলিলেন :

৩৪. চরিত্রের বিশুদ্ধতা-রক্ষাহেতু গেলে প্রাণ নাই তাতে দুঃখ;
সাধুজন-বিগর্হিত পাপকর্ম্মে হয়ে রত বাঁচিয়া কি সুখ?
আত্মরক্ষা তরে যদি মোহবশে বলে কেহ অলীক বচন,
নরক হইতে তা'রে সে মিথ্যা না কভু পারে করিতে রক্ষণ।

৩৫. বায়ুবেগে হয় যদি উৎপাটিত গিরিবর,
ভূতলে পড়িবে খসি যদি চন্দ্র-দিবাকর,

উজান বহিয়া ধায় যদি কভু স্রোতস্বিনী,
এ মুখে তথাপি আমি বলিব না মিথ্যাবাণী[১]।

বোধিসত্ত্বের এ কথাতেও যখন নৃমাংসাদের বিশ্বাস জন্মিল না, তখন তিনি ভাবিলেন, 'এ আমাকে বিশ্বাস করিতেছে না; অতএব শপথ করিয়া ইঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করিব।' তিনি বলিলেন, 'সৌম্য নৃমাংসাদ, তুমি আমাকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়া দাও; আমি শপথ করিয়া তোমার বিশ্বাস জন্মাইতেছি। তখন নৃমাংসাদ তাঁহাকে স্বন্ধ হইতে নামাইয়া ভূতলে রাখিলেন; তিনি এই বলিয়া শপথ করিলেন :

৩৬. অসি, শক্তি ক্ষত্রিয়ের কত প্রিয় জান তুমি;
তাই ছুঁয়ে তব ঠাঁই শপথ করিনু আমি—
ছাড়ি যদি দাও মোরে, গিয়া সত্য রক্ষা করি
বিপ্রের আনৃণ্য লভি আসিব এখানে ফিরি।

নরখাদক ভাবিলেন, 'সুতসোম ক্ষত্রিয়ের অকর্ত্তব্য শপথ করিলেন; ইঁহাকে দিয়া আমি কি করিব? আমিও ক্ষত্রিয়; আমি নিজের বাহুর রক্ত দিয়াই দেবতার পূজা করিব। ইনি দেখিতেছি অত্যন্ত আর্ত্ত হইয়াছেন।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন :

৩৭. রাজৈশ্বর্য্য সব ছিল যখন আমার
ব্রাহ্মণের সকাশে করিলে অঙ্গীকার।
যাও, তাহা পাল গিয়া; সত্য রক্ষা করি
নিশ্বয় আমার পাশে এস যেন ফিরি।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'তুমি কোন চিন্তা করিও না, ভাই। শতার্হ গাথা চারিটী শুনিয়া ধর্ম্মকথকের পূজা করিয়া প্রাতঃকালেই এখানে ফিরিব।'

৩৮, রাজৈশ্বর্য্য সব ছিল যখন আমার
ব্রাহ্মণের সকাশে করিনু অঙ্গীকার।
যাই, তাহা পালি গিয়া; সত্য রক্ষা করি
নিশ্চয় আসিব আমি এস যেন ফিরি।

নরখাদক বলিলেন, 'মহারাজ, আপনি ক্ষত্রিয়ের অকর্ত্তব্য শপথ করিয়াছেন। দেখিবেন, তাহা যেন পালন করেন।' সুতসোম বলিলেন, 'ভাই, তুমি আমাকে শৈশব হইতে জান, আমি পরিহাসচ্ছলেও কখনও মিথ্যা বলি নাই; এখন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি, ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিয়াছি; এখন কি মিথ্যা বলিব? আমাকে বিশ্বাস কর; আমি তোমার বলিদানকর্ম্ম সম্পাদন করাইব।' ইহা শুনিয়া নরখাদক

---

[১]। এই গাথাটী চাম্পেয় জাতকের (৫০৬) ষোড়শ গাথা।

তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন এবং বলিলেন, 'তবে আপনি যাত্রা করুন, আপনি না ফিরিলে আমার বলিপ্রদানকর্ম্ম হইবে না, দেবতাও আপনাকে বিনা বলি গ্রহণ করিবেন না, দেখিবেন, আপনি যেন আমার বলিদানকর্ম্মের অন্তরায় না হন।' এইরূপে নরখাদকের নিকট বিদায় পাইয়া মহাসত্ত্ব রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার দেহে হস্তীর মত বল ও মনে মহাস্ফূর্তির সঞ্চার হইল। তিনি সত্বর নগরে উপনীত হইলেন।

সুতসোমের সৈনিকগণ ভাবিয়াছিল, 'মহারাজ সুতসোম সুপণ্ডিত, তিনি মধুরভাবে ধর্ম্মদেশন করিতে পারেন, তিনি যদি নরখাদকের সঙ্গে দুই একটী কথা বলিবার অবসর পান, তবে নিশ্চয় তাহাকে দমন করিয়া সিংহমুখমুক্ত মত্তবারণের ন্যায় প্রত্যাগমন করিবেন।' রাজাকে নরখাদকের গ্রাসে ফেলিয়া দিয়া নিজেরা পলাইয়া আসিয়াছে, লোকে এইরূপ তিরস্কার করিবে ভাবিয়া তাহারা নগরের বাহিরে অবস্থিতি করিতেছিল। এখন দূর হইতে রাজাকে আসিতে দেখিয়া তাহারা প্রত্যুদগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মহারাজ, নরখাদকের হাতে পড়িয়া আপনার ত কোন কষ্ট হয় নাই?' রাজা বলিলেন, 'নরখাদক আমার জন্য যে দুষ্কর কার্য্য করিয়াছে, তাহা আমার মাতাপিতাও আমার জন্য করেন নাই। তাদৃশ উগ্র ও ভীষণ প্রকৃতির লোক হইয়াও সে আমার ধর্ম্মকথা শুনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।' তখন সৈনিকেরা রাজাকে রাজাভরণ পরিধান করাইল, গজস্কন্ধে আরোহণ করাইল এবং তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া নগরে প্রবেশ করিল। তাঁহাকে দেখিয়া নগরের সমস্ত আধিবাসী সন্তুষ্ট হইল।

সুতসোম এমন ধর্ম্মসক্ত[১] ছিলেন যে, মাতাপিতার সহিত দেখা না করিয়াই তিনি রাজভবনে প্রবেশ করিয়া রাজাসনে উপবেশন করিলেন এবং সেই ব্রাহ্মণকে ডাকাইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'মাতাপিতার সঙ্গে পরে দেখা করা যাইবে।' তিনি ভৃত্যাদিগকে ব্রাহ্মণের ক্ষৌরকর্ম্ম করাইতে আজ্ঞা দিলেন; ব্রাহ্মণের কেশ ও শ্মশ্রু ক্লিপ্ত হইল তাঁহাকে স্নাত, অনুলিপ্ত ও বস্ত্রাভরণে বিভূষিত করাইলেন। ব্রাহ্মণ এই বেশে তাঁহার সম্মুখে আনীত হইলে তিনি স্বচক্ষে তাঁহাকে দেখিয়া পরে নিজে স্নান করিলেন, ব্রাহ্মণকে নিজের ভোজ্যদ্রব্য দান করিলেন এবং ব্রাহ্মণের ভোজন শেষ হইলে নিজে ভোজন করিলেন। অতঃপর তিনি ব্রাহ্মণকে মহার্হ পল্যঙ্কে বসাইলেন, এবং ধর্মের গৌরব রক্ষার জন্য গন্ধমালাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া স্বয়ং নীচসানে উপবিষ্ট হইয়া প্রার্থনা করিলেন, 'আচার্য্য, আপনি যে গাথা চারিটী আনয়ন করিয়াছেন, আমি এখন

---

[১]। মূলে 'ধর্ম্মসোণ্ড (= ধর্ম্মশৌণ্ড) আছে।

সেগুলি শুনিতে ইচ্ছা করি।'

এই বৃত্তান্ত সুব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৩৯. মুক্তিলাভ লভি হস্ত হতে নরখাদকের
গেলেন স্বগৃহে রাজা, ডাকিয়া ব্রাহ্মণে
বলেন, 'শুনিব এবং আত্মহিত তরে
শতার্হ তোমার, দ্বিজ, গাথাচতুষ্টয়।

বোধিসত্ত্ব এই প্রার্থনা করিলে ব্রাহ্মণ নানাবিধ গন্ধদ্বারা নিজের হস্তমর্দ্দনপূর্ব্বক থলি হইতে একখানি মনোরম পুস্তক বাহির করিলেন এবং বলিলেন, 'তবে শুনুন, মহারাজ, এই গাথা চারিটী দশবল কাশ্যপকর্ত্তৃক উপদিষ্ট; এই সকল গাথা অবধান করিলে বাসনা তিরোহিত হয়, কর্ম্মবিপাক থাকে না, তৃষ্ণাক্ষয় হয়, বৈরাগ্য জন্মে এবং নিরোধ অর্থাৎ নির্ব্বাণরূপ অমৃত লাভ করা যায়। ইঁহার প্রত্যেক গাথার মূল্য শতমুদ্রা।' অনন্তর তিনি পুস্তকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পাঠ করিলেন :

৪০. একবার মাত্র যদি সাধুসঙ্গে থাক তুমি
তাহাই চরিত্র তব করিবে রক্ষণ[১];
অসতের সঙ্গে কিন্তু থাকিলেও বহুবার
অপায় হইতে ত্রাণ পাবে না কখন।

৪১. থাক বদ্ধ সাধুসহ মৈত্রীপাশে অহরহ,
সাধুর সংসর্গে সদা থাক সযতনে;
সদ্ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে তুমি নিশ্চিত,
প্রবেশিতে না পারিবে পাপ তব মনে।

৪২. সুচিত্রিত রাজরথ জীর্ণ হয় কালবশে,
জীবের শরীর জীর্ণ হয় অনুক্ষণ;
সাধুদের ধর্ম্ম কিন্তু জরার অতীত নিত্য,
সাধুজনে শিক্ষা তাহা দেন সাধুগণ।

৪৩. সুদূরে আকাশ আছে, সুদূর-বিস্তৃত ধরা;
সুদূরে সাগরপার আছে অবস্থিত;
সাধু আর অসাধুর আচরিত ধর্ম্ম যাহা
আরো বহুদূরে করে প্রভাব বিস্তৃত[২]।

কাশ্যপবুদ্ধ যেরূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণও ঠিক সেইরূপে উল্লিখিত

---

[১]। তু—ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।

[২]। অর্থাৎ কর্ম্ম ভালই হউক, আর মন্দই হউক, তাহার প্রভাব বহুদূর পর্য্যন্ত লক্ষিত হয়।

শতার্হ গাথা চারিটী শিক্ষা দিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন। তাঁহার উপদেশ শুনিয়া মহাসত্ত্ব অতি সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'আমার আগমন সফল হইয়াছে। এই গাথাগুলি শ্রাবকের, ঋষির বা কবির উপদেশ নহে; ও সকল সর্ব্বজ্ঞের মুখনিঃসৃত। ইহাদের মূল্যের কি ইয়ত্তা করা যায়? ব্রাহ্মণকে পর্যন্ত সমস্ত চক্রবাল সপ্তরত্ন দ্বারা পূর্ণ করিয়া দান করিলেও ইহাদের অনুরূপ দেওয়া হয় না। আমি এই ত্রিশতযোজন বিস্তীর্ণ কুরুরাজ্য সপ্তযোজন ব্যাপী ইন্দ্রপ্রস্থনগরসহ দান করিতে পারি; কিন্তু এই ব্রাহ্মণের অদৃষ্টে রাজ্যপ্রাপ্তি আছে কি?' অনন্তর অঙ্গবিদ্যাবলে তিনি বুঝিলেন যে, ব্রাহ্মণের ভাগ্যে রাজ্যলাভ নাই। তাহার পরে তিনি দেখিলেন, ব্রাহ্মণের অদৃষ্টক্রমে সৈনাপত্যাদি অমাত্যপদ, এমন কি একটী গ্রামের মণ্ডলের পদও পাইবার উপায় নাই। পরিশেষে তিনি দেখিলেন, ব্রাহ্মণের ভাগ্যে ধনলাভ আছে কি না। তিনি কোটি মুদ্রা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে কমাইতে কমাইতে দেখিলেন, ব্রাহ্মণের ভাগ্যে চতুঃসহস্র কার্ষাপণপ্রাপ্তি আছে। তখন ঐ ধন দিয়াই ব্রাহ্মণকে পূজা করিবার অভিপ্রায়ে তিনি চারিটী থলিতে চারি হাজার কার্ষাপণ আনয়ন করিয়া তাঁহাকে দান করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচার্য্য, আপনি অন্য রাজাদিগকে এই গাথাগুলি শিক্ষা দিয়া কি পাইয়াছেন?' ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, 'মহারাজ, এক একটী গাথার জন্য একশত কার্ষাপণ পাইয়াছি। এইজন্যই গাথাগুলির শতার্হ নাম হইয়াছে।' মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'আচার্য্য, আপনি যে পণ্যভাণ্ড লইয়া বিচরণ করিতেছেন, তাহা যে অমূল্য ধন ইহা আপনি জানেন না। এখন হইতে এই গাথাগুলি সহস্রার্হ বলিবেন।

৪৪. ইঁহার প্রত্যেক গাথা অমূল্য রতন
শতমুদ্রা মূল্য এর বলে কোন জন?
লইবে সহস্র মুদ্রা প্রত্যেক গাথায়
দিলাম সহস্র চারি সেহেতু তোমায়।
দয়া করি এই পণ লয়ে, দ্বিজবর,
সত্বর চলিয়া যাও, যথা নিজ ঘর।'

অনন্তর মহাসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে একখানি সুখযান দান করিয়া ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন, 'ইঁহাকে ইঁহার গৃহে পৌঁছাইয়া দাও।' রাজা সুতসোম শতার্হ গাথাগুলিকে সাদরে সহস্রার্হ করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সমস্ত নগরের লোকে উচ্চৈস্বরে এই কথা বলিয়া সাধুকার দিতে লাগিল। সুতসোমের মাতাপিতা এই শব্দ শুনিয়া ইঁহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিয়া ধনলোভবশতঃ সুতসোমের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। এদিকে ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়া সুতসোম মাতাপিতার নিকটে গিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি

এরূপ দুর্ধর্ষ দস্যুর হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন, এজন্য কোন হর্ষের চিহ্ন না দেখাইয়া এবং তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ না করিয়া তাঁহার পিতা ধনলালসাবশতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস, তুমি চারিটী গাথা শুনিয়া চারি হাজার কার্ষাপণ দান করিয়াছ, এ কথা সত্য কি?' সুতসোম বলিলেন, 'হাঁ পিতঃ।' তাঁহার পিতা বলিলেন :

৪৫. উৎকৃষ্ট হইতে গাথা, অশীতি, নবতি,
অতি ঊর্দ্ধে শত মুদ্রা মূল্য গাথা প্রতি।
একৈক সহস্র মুদ্রা একৈক গাথায়
কে দিয়াছে, সুতসোম? শুনিলে কোথায়?

সুতসোম তাঁহার পিতাকে বুঝাইবার জন্য বলিলেন, 'পিতঃ, আমি ধনে বড় হইতে চাই না; আমি বিদ্যায় উন্নতিলাভ করিতে অভিলাষী।

৪৬. শাস্ত্রজ্ঞানে উন্নতি লভিতে আমি চাই
শাস্ত্রজ্ঞানবলে যেন সাধুসঙ্গ পাই।
নিয়ত সাগরের জল ঢালে নদীগণ
সাগর অপূর্ণ তবু থাকে সর্ব্বক্ষণ।
আমারও তৃপ্তি, পিতঃ মিটে না কখন,
যতই সৎকথা কেন করি না শ্রবণ।

৪৭. রাশি রাশি তৃণকাষ্ঠ করিয়া দহন
হয় না কদাচ তৃপ্তি অগ্নির সাধন।
সেইরূপ, রাজশ্রেষ্ঠ, সুপণ্ডিত জনে
না লভেন পূর্ণতৃপ্তি সৎকথা শ্রবণে।

৪৮. আমার যে দাস, তারো মুখে, নরেশ্বর,
অর্থবতী গাথা হ'লে শ্রবণগোচর,
সাদরে যে গাথা আমি করিব গ্রহণ।
ধর্ম্মে, পিতঃ, তৃপ্তি মোর পূরে না কখন।

আপনি ধনের জন্য আমাকে তিরস্কার করিবেন না। আমি ধর্ম্মকথা শুনিয়া ফিরিয়া যাইব, এই শপথ করিয়া আসিয়াছি। এখন আমি সেই নরখাদকের নিকট যাইতেছি। আপনি এই রাজ্য গ্রহণ করুন।' পিতাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবার কালে মহাসত্ত্ব বলিলেন :

৪৯. সর্বকামপ্রদত্তবস্তুপূর্ণ, সবাহন,
ধনসহ রাজ্য এই, রাজ-আভরণ,
সকলই দিলাম আমি; কি কারণে আর
বৃথা কাম্যবস্তু তরে কর তিরস্কার?

নরখাদকের কাছে চলিনু এখন;
নচেৎ প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইবে, রাজন।

এই কথা শুনিয়া সুতসোমের পিতার হৃদয় উত্তপ্ত হইল। তিনি বলিলেন, ‘বৎস সুতসোম, তুমি এ কি কথা বলিতেছ? আমি চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া সেই দস্যুকে ধরিব।

৫০. গজসাদী, অশ্বসাদী, রথী, পদাতিক, ধনুর্দ্ধর,
রাজ্যরক্ষাতরে মোর সদা আজ্ঞাপালনে তৎপর।
সঙ্গে লয়ে এই সব এখনই করিব প্রয়াণ,
যুঝিব সকলে মোরা, বিনাশিব অরাতির প্রাণ।’

মহাসত্ত্বের মাতাপিতা আশ্রুপূর্ণমুখে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, ‘বৎস, তোমার যাওয়া উচিত নহে’; ষোড়শ সহস্র নর্ত্তকী এবং অন্য পরিজনগণও পরিদেবন করিয়া বলিতে লাগিল, ‘আপনি আমাদিগকে অনাথ করিয়া কোথায় যাইতেছেন?’ নগরবাসী সকলেই এই শোকসংবাদে আত্মহারা হইল; তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, ‘সুতসোম না কি নরখাদকের নিকট শপথ করিয়া আসিয়াছিলেন; এখন সহস্রার্হ গাথা চারিটী শুনিয়া, ধর্ম্মকথকের সৎকার করিয়া এবং মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া সেই দস্যুর নিকট ফিরিয়া যাইতেছেন।’ এইরূপে সমস্ত নগরে মহাকোলাহল উত্থিত হইল। সুতসোম মাতাপিতার বচন শুনিয়া বলিলেন :

৫১. করেছে সে নৃমাংসাদ কার্য্য সুদুষ্কর
জীবন্ত ধরিয়া মোরে দিয়াছে ছাড়িয়া;
স্মরি তার পূর্ব্বকৃত্য এবে, নরেশ্বর,
পারি কি হইতে পাপী শপথ ভাঙ্গিয়া?

অনন্তর তিনি মাতাপিতা উভয়কে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, ‘আপনারা আমার জন্য চিন্তিত হইবেন না; আমি কল্যাণকর কর্ম্ম করিয়াছি; ষড়বিধ কামের[১] উপর প্রভুত্ব করা (অর্থাৎ ইহাদিগকে দমনে রাখা) দুষ্কর নহে।’ অনন্তর মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া এবং অপর সকলকে আশ্বাস দিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৫২. পিতামাতা দুজনার প্রণমি চরণে,
আশ্বাসি সৈনিক আর জানপদগণে,
চলিলেন সত্যবাদী সত্যরক্ষা তরে
নরখাদকের পাশে প্রফুল্ল অন্তরে।

---

[১]। পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয় ও মন এই ষট্‌স্থান হইতে জাত কাম।

এদিকে নরখাদক ভাবিতেছিলেন, 'আমার সখা সুতসোম আসিতে ইচ্ছা করিলে আসুন; নচেৎ না আসুন; বৃক্ষদেবতা আমার সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা হয় করুন; আমি এই সকল রাজাকেই বধ করিয়া পঞ্চবিধ মধুর মাংস লইয়া বলিকর্ম্ম সম্পাদন করিব।' মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি অঙ্গার প্রস্তুত করিবার জন্য অগ্নি জ্বালিয়া বসিয়া বসিয়া শূলের আগা সরু করিতেছিলেন, এমন সময়ে সুতসোম গিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নরখাদক সন্তুষ্ট হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি গিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন ত?' মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'হাঁ মহারাজ, আমি দশবল কাশ্যপকর্ত্তৃক ভণিত গাথাগুলি শুনিয়াছি, ধর্ম্মকথকের সৎকার করিয়াছি; অতএব আমার কর্ত্তব্যও শেষ হইয়াছে।

৫৩. রাজৈশ্বর্য্য ছিল সব যখন আমার
ব্রাহ্মণের সকাশে করিনু অঙ্গীকার;
পালি সে প্রতিজ্ঞা আমি, সত্য রক্ষা করি
আসিলাম, নৃমাংসাদ, তব পাশে ফিরি।
বধি মোরে, মাংসে মম কর সম্পাদন
যজ্ঞ তব; কিংবা কর নিজেই ভক্ষণ।'

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া নরখাদক ভাবিলেন, 'এই রাজা ভয় পান নাই; ইঁহার কথায় বোধ হইতেছে যে, ইনি মরণভয়ে ভীত নন। এই মহাতেজের কারণ কি? ইঁহার অন্য কোন কারণই হইতে পারে না; ইনি বলিতেছেন যে দশবল কাশ্যপকর্ত্তৃক ভণিত গাথাগুলি শুনিয়াছেন। বোধ হয় যে সেই গাথাগুলিই ইঁহাকে এই মহাতেজ দিয়াছে। আমিও ইঁহাদ্বারা বলাইয়া সেই গাথাগুলি শ্রবণ করিব; তাহা করিলে আমিও ইঁহার মত অকুতোভয় হইব।' এইরূপ স্থির করিয়া তিনি বলিলেন :

৫৪. বিলম্বে খাইতে মোর আছে অধিকার;
এখনও সধূম অগ্নি রয়েছে আমার।
নির্ধূম অগ্নিতে পক্ক মাংস উপাদেয়
শুনি আগে শতার্হ সে গাথাচতুষ্টয়।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই নরখাদক পাপধর্ম্মা; ইহাকে একটু নিগ্রহ করিয়া ও লজ্জা দিয়া যাউক।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন :

৫৫. অতি অধার্ম্মিক তুমি নরমাংসাশন;
রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছে লোভের কারণ।
ধর্ম্মশিক্ষাপ্রদ এই গাথাচতুষ্টয়;
ধর্ম্মে ও অধর্ম্মে কোথা ঘটে সমন্বয়?

৫৬. চরে যে অধর্ম্ম পথে, লোভ-বশীভূত
হয়ে যে রুধিরে করে হস্ত কলুষিত,
ধর্ম্ম ত দূরের কথা সত্যও কেমন
জানিতে পারেনা কভু সেই নরাধম।
তাই ভাবি, শুনিলে সে গাথাচতুষ্টয়
লভিবে না তুমি কোন সুফল নিশ্চয়।

এই তিরস্কার শুনিয়াও নরখাদক ক্রুদ্ধ হইলেন না। না হইবার কারণ কি? মহাসত্ত্বের মহামৈত্রীবলই ইঁহার কারণ। নরখাদক উত্তর দিলেন, 'সৌম্য সুতসোম, কেবল আমিই কি অধার্ম্মিক?

৫৭. মাংসলোভে মৃগয়ায় যে করে গমন,
তীক্ষ্ণশরাঘাতে করে পশুর হনন,
নরমাংসহেতু নরে বধে যেই আর—
দেহান্তে একই গতি এই দুজনার।
অধার্ম্মিক তবে কি হে আমিই কেবল?
মৃগঘাতকেরে তুমি ধার্ম্মিক কি বল?

মহাসত্ত্ব নরখাদকের এই মিথ্যাবুদ্ধির কূটতা ভেদ করিবার জন্য বলিলেন :

৫৮. সুবিদিত সর্ব্ব ঠাঁই এই ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের,
পঞ্চমাত্র পঞ্চনখ প্রাণী ভক্ষ্য তাহাদের[১]।
অভ্যক্ষ-ভক্ষণে তুমি হয়েছ নিরত, ভাই;
অধার্ম্মিক বলি আমি গণিনু তোমায় তাই।

এইরূপে নিগৃহীত হইয়া নরখাদক নিষ্কৃতিলাভের উপয়ান্তর পাইলেন না; তিনি নিজের পাপ গোপন করিবার জন্য বলিলেন :

৫৯. নৃমাংসাদ হস্ত হতে মুক্তি তুমি পেয়ে
গিয়াছিলে, হে বিষয়ী, নিজের আলয়ে;
শত্রুহস্তে ধরা অসি দিলা আর বার;
নীতিশাস্ত্রে অজ্ঞ তুমি বুঝিলাম সার[২]।

---

[১]। পঞ্চনখ প্রাণীদের মধ্যে কেবল শশক, শল্যক, গোধা, গণ্ডার ও কচ্ছপ এই পাঁচটী খাদ্য। মনু (৫। ১৮) বলেন 'শ্বাবিধং শল্যকং গোধাং খড়্গকূর্ম্মশশাংস্তথা ভক্ষ্যান পঞ্চনখেষ্বাহুঃ। শ্বাবিধ ও শল্লক একই জাতীয় প্রাণী—সজারু। অতএব মনুর ছয়টীকে পাঁচটী বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

[২]। 'মূলে নকখত্তধম্মে কুসলোসি রাজ' আছে। ইংরাজী অনুবাদক ইহাকে নকত্ত (নক্ষত্র) ধম্ম, এইরূপে ভাঙ্গিয়া অর্থ করিয়াছেন 'তুমি ফলিত জ্যোতিষে ব্যুৎপন্ন নও। কিন্তু এ অর্থ অসঙ্গত। ন+খত্তধম্ম এইরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। পরবর্ত্তী গাথাতেও সুতসোম

মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'ভাই, আমার ন্যায় লোকে ক্ষাত্রধর্ম্মে নিশ্চয় অভিজ্ঞ। আমি ক্ষাত্রধর্ম্ম জানি, কিন্তু তদনুসারে চলি না।

৬০. নৈপুণ্য ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে লভেছে যাহারা
প্রায় সকলেই যায় নরকে তাহারা[১]।
তাই আমি ক্ষাত্রধর্ম্ম করি পরিহার
সত্যরক্ষাহেতু আসি নিকটে তোমার।
যজ্ঞ তব, নৃমাংসাদ, কর সম্পাদন;
যথারুচি মাংস মোর করহ ভক্ষণ।

নরখাদক বলিলেন :

৬১. প্রাসাদ, পৃথিবী, অশ্ব, গো, সুশ্রী রমণী
মহার্হ বসন, নানা গন্ধ, নরমণি,
তোমার সেবায় এত সমস্ত সতত,
এর চেয়ে সত্যে সুখ পাবে বল কত[২]?

বোধিসত্ত্ব বলিলেন :

৬২. পৃথিবীতে যত রস আছে বিদ্যমান,
মধুর কিছুই নয় সত্যের সমান।
সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শ্রমণ ব্রাহ্মণ
জাতি-মরণের পারে করেন গমন।

মহাসত্ত্ব এইরূপে সত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। নরখাদক তাঁহার বিকসিত পদ্মবৎ, পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুখাবলোকন করিয়া ভাবিলেন, 'এই সুতসোম দেখিতে পাইতেছেন যে, আমি জ্বলন্ত অঙ্গারের চিতা সাজাইতেছি এবং শূল প্রস্তুত করিতেছি, তথাপি ইঁহার চিত্তে কিঞ্চিন্মাত্র ত্রাস জন্মে নাই। ইহা কি ইঁহার সেই শতার্হ গাথাসমূহের প্রসাদাৎ, না ইঁহার অন্য কোন প্রকৃত কারণ আছে? ইঁহাকে আরও একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন :

৬৩. নৃমাংসাদন্ত হতে মুক্তি তুমি পেয়ে
গিয়াছিলেন, হে বিষয়ী, নিজের আলয়ে।
শত্রুহস্তে ধরা আসি দিলা আর বার।
মরণের ভয়ে, ভূপ, নাই কি তোমার?
হয়েছে বিতৃষ্ণা তব বিষয়ের সুখে?

ক্ষাত্রধর্ম্মের কথাই বলিয়াছেন।

[১]। গর্হিত ক্ষাত্রধর্ম্ম-সম্বন্ধে মহাব্যোধ-জাতক (৫২৮) দ্রষ্টব্য।

[২]। অর্থাৎ, তাঁহাদের আর জন্ম ও মরণ হয় না—তাঁহারা নির্ব্বাণ লাভ করেন।

সত্যরক্ষা তরে তাই পশ মৃত্যুমুখে।

ইঁহার উত্তরে মহাসত্ত্ব বলিলেন :

৬৪. কল্যাণকারক কর্ম্ম করিয়াছি বহু অনুষ্ঠান,
মহাযজ্ঞ সম্পাদিয়া বহু বার করিয়াছি দান;
সুযশে হয়েছে মোর পরলোক-পথ পরিষ্কৃত।
ধার্ম্মিকহৃদয় কভু মৃত্যুমুখে হয় না কম্পিত।

৬৫. কল্যাণকারক কর্ম্ম করিয়াছি বহু অনুষ্ঠান;
মহাযজ্ঞ সম্পাদিয়া বহু বার করিয়াছি দান;
অনুতাপহীন মনে পরলোকে করিব গমন,
সাঙ্গ কর যজ্ঞ তব; মাংস মোর কর হে ভক্ষণ।

৬৬. জনক-জননী আমি সেবিয়াছি সদা কায়মনে;
যথাধর্ম্ম পালি রাজ্য, এ প্রশংসা করে সর্ব্বজনে;
সুযশে হয়েছে মোর পরলোক-পথ পরিষ্কৃত।
ধার্ম্মিক-হৃদয় কভু মৃত্যুমুখে হয় না কম্পিত।

৬৭. জনক-জননী আমি সেবিয়াছি সদা কায়মনে;
যথাধর্ম্ম পালি রাজ্য, এ প্রশংসা করে সর্ব্বজনে;
অনুতাপহীন মনে পরলোকে করিব গমন।
সাঙ্গ কর যজ্ঞ তব; মাংস মোর কর হে ভক্ষণ।

৬৮. উপকারে তুষিয়াছি সদা আমি জ্ঞাতিবন্ধুগণে;
যথাধর্ম্ম পালি রাজ্য, এ প্রশংসা করে সর্ব্বজনে;
সুযশে হয়েছে মোর পরলোক-পথ পরিষ্কৃত।
ধার্ম্মিক-হৃদয় কভু মৃত্যুমুখে হয় না কম্পিত।

৬৯. উপকারে তুষিয়াছি সদা আমি জ্ঞাতিবন্ধুগণে;
যথাধর্ম্ম পালি রাজ্য, এ প্রশংসা করে সর্ব্বজনে;
অনুতাপহীন মনে পরলোকে করিব গমন।
সাঙ্গ কর যজ্ঞ তব; মাংস মোর কর হে ভক্ষণ।

৭০. অকাতরে বহু দান করিয়াছি দীনহীনজনে;
ভক্তিভরে পূজিয়াছি নিত্য আমি শ্রমণব্রাহ্মণে;
সুযশে হয়েছে মোর পরলোক-পথ পরিষ্কৃত।
ধার্ম্মিক-হৃদয় কভু মৃত্যুমুখে হয় না কম্পিত।

৭১. অকাতরে বহু দান করিয়াছি দীনহীনজনে;
ভক্তিভরে পূজিয়াছি নিত্য আমি শ্রমণব্রাহ্মণে;
অনুতাপহীন মনে পরলোকে করিব গমন।

সাঙ্গ কর যজ্ঞ তব; মাংস মোর কর হে ভক্ষণ।

নরখাদক ভাবিলেন, 'সুতসোম সজ্জন ও জ্ঞানবান। ইঁহাকে ভক্ষণ করিলে আমার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হইবে; অথবা পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া আমাকে রসাতলে লইয়া যাইবে।' এইরূপ ভয় পাইয়া তিনি বলিলেন, 'সৌম্য, আপনি আমার ভক্ষণের উপযুক্ত ব্যক্তি নন।

৭২. জানি শুনি হলাহল কে করিবে পান?
অগ্নিসম উগ্রতেজা আশীবিষ আলিঙ্গিয়া
চায় কি কখন কেহ দিতে নিজ প্রাণ?
ভবাদৃশ সত্যবাদী সজ্জনের প্রাণ বধি
লোভবশে যে পাপিষ্ঠ করিবে আহার,
ধরণী তাহার ভার পারে কি সহিতে আর?
সপ্তধা বিদীর্ণ হবে মস্তক তাহার।

নরখাদক মহাসত্ত্বকে আবার বলিলেন, 'আপনি আমার পক্ষে হলাহলসদৃশ, কে আপনার মাংস খাইবে বলুন?' অনন্তর তিনি সেই গাথাগুলি শুনাইবার জন্য সুতসোমকে অনুরোধ করিলেন। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ উৎপাদন করিবার জন্য সুতসোম আবারও তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন—বলিলেন, 'এতাদৃশ অনবদ্যধর্ম্মদেশক গাথাগুলি শুনিবার জন্য তুমি অতি অনুপযুক্ত পাত্র।' নরখাদক বিবেচনা করিলেন, 'সমস্ত জম্বুদ্বীপে সুতসোমের ন্যায় পণ্ডিত নাই। ইনি আমার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি গাথা শুনিয়া ও ধর্ম্মকথকের সৎকার করিয়া নিজের ললাটে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু লিখিয়া পুনর্ব্বার আসিয়াছেন। ইনি যে গাথাগুলি শুনিয়াছেন, সেগুলি নিশ্চয় অতি উৎকৃষ্ট হইবে।' এইরূপে নরখাদকের মনে গাথা শুনিবার আকাঙ্ক্ষা আরও বলবতী হইল। তিনি পুনর্ব্বার গাথা শুনিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন,

৭৩. ধর্ম্মকথা শুনি লোকে বিচারিয়া শুভাশুভ,
ত্যজে পাপ, করে পুণ্যার্জ্জন;
ধর্ম্মে অনুরক্ত আমি হ'লেও হইতে পারি
গাথাগুলি করিলে শ্রবণ।

মহাসত্ত্ব দেখিলেন, গাথাগুলি শুনিবার জন্য নরখাদকের নিতান্ত আগ্রহ জন্মিয়াছে। তিনি গাথাগুলি শুনাইবার ইচ্ছা করিয়া বলিলেন, 'সৌম্য, তোমার যখন এত ঔৎসুক্য হইয়াছে, তখন বলিতেছি; তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।' এইরূপে তিনি নরখাদকের মনঃসংযোগসহকারে শ্রবণের ইচ্ছা উৎপাদন করিলেন, এবং নন্দ ব্রাহ্মণ যেভাবে বলিয়াছিলেন, ঠিক সেইভাবে গাথাগুলির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। তাহা শুনিয়া ষট্‌কামাবচরদেবলোকবাসীরা একবাক্যে

মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে ও ‘সাধু’, ‘সাধু’ বলিতে লাগিলেন। সুতসোম বলিলেন :

৭৪. একবার মাত্র যদি সাধুসঙ্গে থাক তুমি,
তাহাই চরিত্র তব করিবে রক্ষণ,
অসতের সঙ্গে কিন্তু থাকিলেও বহুবার
অপায় হইতে ত্রাণ পাবে না কখন।

৭৫. থাক বদ্ধ সাধুসহ মৈত্রীপাশে অহরহ,
সাধুর সংসর্গে সদা থাক সযতনে,
সদ্ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে তুমি নিশ্চিত,
প্রবেশিতে না পারিবে পাপ তব মনে।

৭৬. সুচিত্রিত রাজরথ জীর্ণ হয় কালবশে,
জীবের শরীর জীর্ণ হয় অনুক্ষণ,
সাধুদের ধর্ম্ম কিন্তু জরার অতীত নিত্য,
সাধুজনে শিক্ষা তাহা দেন সাধুগণ।

৭৭. সুদূরে আকাশ আছে সুদূর-বিস্তৃত ধরা
সুদূরে সাগরপার আছে অবস্থিত।
সাধু আর অসাধুর আচরিত ধর্ম্ম যাহা,
আরো বহুদূরে করে প্রভাব বিস্তৃত[১]।

গাথাগুলি অতি মধুরভাবে, উচ্চারিত হইল; নরখাদক নিজেও সুপণ্ডিত ছিলেন; কাজেই তাঁহার বোধ হইল, যেন কোন সর্ব্বজ্ঞবুদ্ধ স্বয়ং সেগুলি বলিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর পঞ্চবিধা প্রীতিরসে[২] পরিপ্লুত হইল; বোধিসত্ত্বের সম্বন্ধে এখন তাঁহার চিত্ত মৃদুভাব অবলম্বন করিল; তিনি বোধিসত্ত্বকে শ্বেতছত্রদায়ক পিতার ন্যায় মনে করিলেন। তিনি ভাবিলেন, ‘এমন সুবর্ণ নাই, যাহা সুতসোমকে দিবার উপযুক্ত; ইঁহাকে এক একটী গাথার জন্য এক একটী বর দেওয়া যাউক।’ ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন :

৭৮. অর্থবতী সুব্যঞ্জনা গাথাচতুষ্টয়
বলিলে সুস্পষ্টস্বরে তুমি, মহাশয়,
বিপুল আনন্দরসে পূরিল অন্তর;

---

[১]। ৪০শ, ৪১শ, ৪২শ ও ৪৩শ, এই গাথা চারিটীই এখানে পুনরুক্ত হইয়াছে।

[২]। পঞ্চবিধা প্রীতি—ক্ষুদ্রকা প্রীতি, ক্ষণিকা প্রীতি, অবক্রান্তিকা প্রীতি, উদ্বেগ-প্রীতি ও স্ফূরণ প্রীতি। ক্ষুদ্রকা প্রীতি তুচ্ছবিষয়জাত, অবক্রান্তিকা প্রীতি আকস্মিক, উদ্বেগ-প্রীতি এত বলবতী যে, তাহার প্রভাবে লোকে আত্মসংবরণ করিতে পারে না (নৃত্য করিতে থাকে)। স্ফূরণ-প্রীতির রস সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হয়, দেহ যেন অবশ হইয়া পড়ে।

তুষিব তোমারে, সৌম্য, দিয়া চারি বর।

মহাসত্ত্ব তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'তুমি আবার কি বর দিবে?

৭৯. একদিন ঘটিবে যে অবশ্য মরণ,
এ কথা তুমি না কভু কর হে স্মরণ।
স্বর্গে ও নরকে ভেদ, হিতে ও অহিতে,
নাহিক শকতি তব ইঁহার বুঝিতে।
লোভে হইয়াছ দুশ্চরিত-পরায়ণ;
পাপী দিলে বর, তাহা লয় কোন জন?

৮০. আমি যদি চাই বর, 'দাও মোরে' বলি,
না দিয়া কিছুই তুমি যে'তে পার চলি।
কলহ এরূপ ক্ষেত্রে ঘটিবে নিশ্চয়
বুদ্ধিমান লোকে এতে প্রবৃত্ত কি হয়?'

নরখাদক বুঝিলেন, সুতসোম তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেছেন না। তিনি বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য বলিলেন :

৮১. সে বর দিবার যোগ্য কোন জন নয়,
প্রত্যাহার করে যাহা দানের সময়।
মাগ বর ইচ্ছামত, যায় যদি প্রাণ,
তথাপি নিশ্চয় তাহা করিব প্রদান।

সুতসোম ভাবিলেন, 'নরখাদক মহাতেজের সহিত কথা বলিতেছেন; আমি যাহা বলিব, তাহা ইনি নিশ্চয় করিবেন। অতএব বর লওয়া যাউক। কিন্তু প্রথম বরেই যদি প্রার্থনা করি যে, নরমাংসভোজন ত্যাগ করুন, তবে ইঁহার মনে বড় কষ্ট হইবে। অতএব প্রথমে অন্য তিনটী বর লওয়া যাউক; তাহার পর নরমাংসভোজন ত্যাগ করাইবার বর গ্রহণ করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন :

৮২. আর্য্যসঙ্গ পেয়ে আর্য্য প্রীতিলাভ করে,
প্রাজ্ঞসহ প্রাজ্ঞ মিলি সুখে কাল হরে।
নীরোগ শতায়ুঃ যেন দেখি হে তোমায়;
এ বর প্রদান কর প্রথমে আমায়।

এই গাথা শুনিয়া নরখাদক ভাবিলেন, 'কি আশ্চর্য্য! আমি ইঁহার ঐশ্বর্য্য নষ্ট করিয়া এখন ইঁহার মাংস খাইতে উদ্যত হইয়াছি; অথচ ইনি মাদৃশ মহানিষ্টকারীর মাদৃশ ভয়ঙ্কর দস্যুর দীর্ঘজীবন ইচ্ছা করিতেছেন। অহো! ইনি আমার কি হিতৈষী!' তিনি সুতসোমের প্রার্থনায় অতি প্রীত হইলেন; বুঝিলেন না যে, সুতসোম এই বর চাহিয়া তাহার মঙ্গলের জন্যই তাঁহাকে ছলনা

করিতেছেন। তিনি বলিলেন :

৮৩. আর্য্যসঙ্গ পেয়ে আর্য্য প্রীতিলাভ করে,
প্রাজ্ঞসহ প্রাজ্ঞ মিলি সুখে কাল হরে।
নীরোগ, শতায়ু চাও দেখিতে আমায়,
দিলাম এ বর আমি প্রথমে তোমায়।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব বলিলেন :

৮৪. যথাশাস্ত্র-অভিষিক্ত ভূমিপালগণ
ক্ষাত্রকুলে হইয়াছে যাঁদের জনম,
এতাদৃশ বন্দিগণে করিও না গ্রাস—
দ্বিতীয় এ বর আমি মাগি তব পাশ।

এইরূপে, দ্বিতীয় বরে সুতসোম শতাধিক ক্ষত্রিয়ের জীবন প্রার্থনা করিলেন। নরখাদক এই বর দিবার সময়ে বলিলেন :

৮৫. যথাশাস্ত্র-অভিষিক্ত ভূমিপালগণ,
ক্ষাত্রকুলে হইয়াছে যাঁদের জনম,
খাব না তাঁদের মাংস, ওহে নরেশ্বর,
দিলাম তোমায় আমি দ্বিতীয় এ বর।

ক্ষত্রিয় বন্দিগণ সুতসোম ও নরখাদকের এই কথাবার্তা শুনিতে পাইতেছিলেন কি না? তাঁহারা সমস্ত কথা শুনিতে পাইতেছিলেন না, কারণ ধূম ও আগুনের আঁচ লাগিয়া বৃক্ষটার পাছে কোন অনিষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় নরখাদক বৃক্ষমূল হইতে একটু দূরে সরিয়া আগুন জ্বালিয়াছিলেন, এই সেই অগ্নি ও বৃক্ষমূল, এই দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বসিয়া মহাসত্ত্ব তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। কাজেই বন্দীরা তাঁহাদের কথাবার্তার কতক শুনিতে পাইতেছিলেন, কতক পাইতেছিলেন না। তথাপি তাঁহারা পরস্পরকে আশ্বাস দিতেছিলেন, 'আর ভয় নাই, সুতসোম নরখাদককে দমন করিবেন।' মহাসত্ত্ব আবার বলিলেন :

৮৬. বন্দী হয়ে শতাধিক ক্ষত্রিয় ভূপাল
প্রলম্বিত হোথা রজ্জুবিদ্ধ-করতল;
করিছেন সদা এঁরা অশ্রু বরষণ,
কর ত্বরা ইহাদের বন্ধন মোচন।
নিজ নিজ রাজ্য এঁরা লভুন আবার—
তৃতীয় এ বর পেতে বাসনা আমার।

মহাসত্ত্ব এইরূপে তৃতীয় বর দ্বারা ঐ সকল ক্ষত্রিয় রাজার স্ব স্ব রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রার্থনা করিলেন। ইঁহার কারণ কি? নরখাদক তাঁহাদিগকে ভক্ষণ না

করিলেও শত্রুতার আশঙ্কায় তাঁহাদিগকে দাসত্বে নিয়োজিত করিয়া সেই বনের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিতে পারেন; তাঁহাদিগকে বধ করিয়া শবগুলি শৃগালশকুনাদির ভোজনের জন্য ফেলিয়া দিতে পারেন, অথবা প্রত্যন্ত জনপদে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিতেও পারেন। পাছে এরূপ কিছু ঘটে, এই ভয়েই সুতসোম তাঁহাদের স্ব স্ব রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রার্থনা করিলেন। নরখাদকও নিম্নলিখিত গাথা বলিয়া তাঁহাকে ঐ বর দিলেন :

৮৭. বন্দী হয়ে শতাধিক ক্ষত্রিয় ভূপাল
প্রলম্বিত-হোথা রজ্জুবিদ্ধ করতল।
করিছেন সদা এঁরা অশ্রু বরষণ
করিতেছি ইঁহাদের বন্ধন মোচন।
নিজ নিজ রাজ্য এঁরা লভুন আবার;
পূর্ণ হোক এ তৃতীয় বাসনা তোমার।

পরিশেষে বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথায় চতুর্থ বর প্রার্থনা করিলেন :

৮৮. উৎসন্ন হয়েছে তব রাজ্য নরেশ্বর
সদা ভয়ে কাঁপে তব প্রজা থর থর।
পুত্রকন্যাসহ তারা করি পলায়ন
বিজন গুহার মাঝে যাপিছে জীবন।
ভাবি ইহা, নরমাংস কর পরিহার,
চতুর্থ এ বরে তুষ্টি সাধ হে আমার।

মহাসত্ত্বের এই প্রার্থনা শুনিয়া নরখাদক করতল প্রহার ও হাস্য করিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, 'সৌম্য সুতসোম, তুমি এ কি প্রস্তাব করিতেছ? আমি তোমাকে এ বর কিরূপে দিব? যদি আরও একটী বর চাও, তবে অন্য কিছু প্রার্থনা কর।

৮৯. অতি প্রিয় এই খাদ্য জান ত আমার,
ইঁহারই নিমিত্ত মোর বনে নির্ব্বাসন,
কিরূপে করিব আমি ইহা পরিহার?
চতুর্থ অপর বর মাগ, হে রাজন।'

মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'তুমি বলিতেছ, মনুষ্য-মাংস তোমার প্রিয়; এজন্য উহা ত্যাগ করিতে পারিবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রিয়ের জন্য শ্রেয়ঃ পরিহার করে ও পাপপথে চলে, সে মূর্খ।

৯০. বিজ্ঞ যে তোমার মত, কর্ত্তব্য তাহার নয়
প্রিয় পাইবার তরে করিতে নিজের ক্ষয়।
জগতে আত্মার তুল্য নাহি অন্য কোন ধন,

তাই বুদ্ধিমান করে সতত আত্মরক্ষণ।
পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা যদি আত্মার উৎকর্ষ হয়,
ইহামুত্র প্রিয়প্রাপ্তি ঘটে ভাগ্যে সুনিশ্চয়[১]।

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া নরখাদকের আতঙ্ক জন্মিল; তিনি ভাবিলেন, 'আমি কি উভয় সঙ্কটেই পড়িলাম! আমি সুতসোমের প্রার্থিত বর না দিয়াও পারিতেছি না, অথচ নরমাংস হইতেই বিরত হইতে পারিব না। এখন উপায় কি করি?' তিনি অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিলেন :

৯১. নরমাংস অতি প্রিয় খাদ্য মোর, সুতসোম
ত্যজিতে এ খাদ্য সাধ্য অনুমাত্র নাই মম।
সে কারণে অনুরোধ করিতেছি নরবর,
সত্যমুক্ত কর মোরে মাগি তুমি অন্যবর।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন :

৯২. প্রিয় ইহা, ভাবি মনে লভিতে তাহার
আত্মধ্বংসকর পথে যেই জন যায়,
মদ্যপের মত ঠিক আচরণ তার,
বিষপাত্র তার ঠাঁই সুধার আধার।
ক্ষণস্থায়ী সুখ তরে শ্রেয়ঃ সে হারায়
ভুঞ্জিতে অনন্ত দুঃখ পরলোকে যায়।

৯৩. কিন্তু যে বিচারি করে প্রিয় পরিহার,
কষ্টসাধ্য আর্য্য-ধর্ম্মে স্থিরা মতি যার,
রোগী করি কটুতিক্ত ঔষধ সেবন
ব্যাধিমুক্ত হয় যথা, তেমতি সে জন
প্রথমে পাইয়া কষ্ট দেব-অবসানে
অপার আনন্দ লভে গিয়া স্বর্গধামে।

মহাসত্ত্বের কথায় নরখাদকের বড় দুঃখ হইল; তিনি পরিদেবন করিতে করিতে বলিলেন :

৯৪. পিতামাতা ছাড়িলাম ইঁহারই কারণ,
পঞ্চেন্দ্রিয়-ভোগ্য দ্রব্য আছে যত আর,
এরই জন্য বনে মোর হ'ল নির্ব্বাসন;
এ বর প্রদান করা অসাধ্য আমার।

মহাসত্ত্ব বলিলেন :

---

[১]। এই গাথাটী তৃতীয় খণ্ডে খরপুত্র-জাতকেও (৩৮৬) দেখা গিয়াছে।

৯৫. পণ্ডিতে না করে কভু এক কথা আর;
সত্যসন্ধ সাধুগণ বিদিত সবার।
চাহিতে বলিলে মোরে বর তব ঠাঁই;
এবে তার বিপরীত বল কেন ভাই?

নরখাদক আবারও কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন :

৯৬. অযশ, অকীর্ত্তি কত ঘটিয়াছে ভাগ্যে মম
করিয়াছি পাপ কত শত, পাইয়াছি কষ্ট কত,
পুণ্যহানিকর কার্য্যে কতবার হয়েছি যে রত
নরমাংস-লোভে আমি, জানিতেছ সব তুমি;
বল দেখি, কিরূপে এখন যে বর চাহিলে তুমি
দিব তাহা; চির তরে সেই খাদ্য করিব বর্জ্জন?

মহাসত্ত্ব বলিলেন :

৯৭. 'সে বর দিবার যোগ্য কোন জন নয়,
প্রত্যাহার করে যাহা দানের সময়।
মাগ বর ইচ্ছামত, যায় যদি প্রাণ
তথাপি নিশ্চয় তাহা করিব প্রদান'[১]

তুমি না পূর্ব্বে এই কথা বলিয়াছিলে?' অতঃপর তিনি নরখাদককে বরদানে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিলেন :

৯৮. সাধুজন ত্যজে প্রাণ, তবু ধর্ম্ম না করে বর্জ্জন,
সাধুজনে সযতনে করে নিজ প্রতিজ্ঞা পালন।
দিব বলি অঙ্গীকার করিয়াছ, রাজরাজেশ্বর;
ক্ষিপ্র তাহা কর পূর্ণ; দাও মোরে মাগি যেই বর।

৯৯. ঘটে যার বুদ্ধি আছে, অঙ্গরক্ষাহেতু ত্যজে ধন;
অঙ্গ ত্যাগ করে পুনঃ মৃত্যু হতে রক্ষিতে জীবন;
ধন, অঙ্গ, প্রাণ সব(ই) করে ত্যাগ অম্লানবদনে
ধর্ম্মের মাহাত্ম্য স্মরি ধর্ম্মরক্ষাহেতু সাধুগণে।

মহাসত্ত্ব এই উপায়ে নরখাদককে সত্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া অতঃপর আত্মগৌরবদ্যোতনার্থ বলিলেন :

১০০. 'যে জন তোমায় করে কৃপাবশে ধর্ম্মশিক্ষা দান,
যার উপদেশ তব সংশয়ের হয় তিরোধান,

[১]। ৮১ম গাথা দ্রষ্টব্য।

সে জন শরণ তব, সঙ্কটেতে পরম আশ্রয়;
মিত্রতা তাহার সনে কভু যেন বিনষ্ট না হয়।

দেখ ভাই, নরখাদক, গুণবান আচার্য্যের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা অকর্ত্তব্য। যখন তুমি বালক ছিলে, তখন আমি পৃষ্ঠাচার্য্য হইয়া তোমাকে বহুবিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলাম। এখন আমি তোমাকে বুদ্ধলীলায় শতার্হ গাথাগুলি শুনাইলাম। এই সকল কারণে আমার কথা রাখা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য।' ইহা শুনিয়া নরখাদক ভাবিলেন, 'সুতসোম আমার আচার্য্য ছিলেন; ইনি সুপণ্ডিত; বিশেষতঃ আমি ইঁহাকে বর দিতে অঙ্গীকার করিয়াছি। এখন আমি কি করিব? ব্যক্তিগতভাবে মরণ ত অবশ্যম্ভাবী। আমি আর মনুষ্যমাংস খাইব না; ইঁহাকে বর দিব।' তিনি অশ্রুবিগলিতনেত্রে আসন হইতে উত্থিত হইয়া সুতসোমের পাদমূলে পতিত হইলেন এবং নিম্নলিখিত গাথায় তাঁহাকে বর দিলেন :

১০১. প্রকৃতই নরমাংস খাদ্য মোর প্রিয় অতি
এর(ই) জন্য রাজ্য ছাড়ি অরণ্যে করি বসতি
ছাড়াইতে এ অভ্যাস তবু যদি ইচ্ছা কর,
পূর্ণ হোক ইচ্ছা তব, দিলাম চতুর্থ বর।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'তাহাই কর, ভাই। যে ব্যক্তি শীলে প্রতিষ্ঠিত, মরণও তাহার বরণীয়। মহারাজ, আমি তোমার বর গ্রহণ করিলাম। অদ্য হইতে তুমি আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে। এজন্য আমিও তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, যদি আমার প্রতি তোমার স্নেহ থাকে, তবে পঞ্চশীল গ্রহণ কর।' নরখাদক বলিলেন, 'সৌম্য, এ অতি উত্তম প্রস্তাব, তুমি আমাকে শীল দান কর।' 'মহারাজ, তুমি শীল গ্রহণ কর।' নরখাদক মহাসত্ত্বকে পঞ্চাঙ্গে[১] প্রণিপাত করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলেন; মহাসত্ত্বও তখন তাঁহাকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। অমনি ভূদেবতাগণ সেখানে সমবেত হইলেন এবং সমস্ত বনভূমি নিনাদিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে 'ধন্য', 'ধন্য' বলিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'অহো! সুতসোম কি দুষ্কর কার্য্যই করিলেন; অবীচি হইতে ভবাগ্র পর্যন্ত এক তিনি ভিন্ন আর কেহই নাই, যিনি এই নরখাদককে নরমাংস হইতে বিরত করিতে পারিতেন।' এই সাধুকার শুনিয়া চতুর্মহারাজিকেরাও মুক্তকণ্ঠে সুতসোমের কীর্ত্তি ঘোষণা করিলেন এব ব্রহ্মালোক পর্য্যন্ত সমস্ত চক্রবাল এককোলাহলে নিনাদিত হইল। বৃক্ষে যে সকল রাজা আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহারাও দেবতাদিগের এই সাধুকার শুনিতে পাইলেন; ঐ বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও স্বীয়

---

[১]। পঞ্চপতিট্‌ঠিতেন বন্দিত্বা = পঞ্চাঙ্গ যথা, কপাল, কনুই, কটি, জানু ও পা—এই অঙ্গগুলি ভূমিতে স্থাপন করিয়া প্রণাম করিয়া। তৃতীয় খণ্ডের আদীপ্ত-জাতক (৪২৪) এবং চতুর্থ খণ্ডের দশব্রাহ্মণ জাতক (৪৯৫) দ্রষ্টব্য।

বিমান হইতে ‘ধন্য’, ‘ধন্য’ বলিতে লাগিলেন। দেবতাদিগের সাধুকার শুনা যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাঁহারা অদৃশ্য রহিলেন। দেবতাদিগের সাধুকার শুনিয়া রাজারা ভাবিলেন, ‘সুতসোমের চেষ্টায় আমাদের প্রাণরক্ষা হইল, সুতসোম অতি দুষ্কর কার্য্য করিয়াছেন; তিনি নরখাদককে দমন করিয়াছেন; এইরূপে আশ্বস্ত হইয়া তাঁহারা সুতসোমের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

নরখাদক সুতসোমের চরণে প্রণিপাত করিয়া একান্তে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মহাসত্ত্ব তাঁহাকে বলিলেন, ‘সৌম্য, তুমি রাজাদিগের বন্ধন মোচন কর।’ নরখাদক ভাবিলেন, ‘আমি এই সকল রাজার পরম শত্রু।’ বন্ধনমুক্ত হইয়া হয় ত ইঁহারা বলিবে, ‘ধর এই নরখাদককে, এ আমাদের ঘোর শত্রু। কিন্তু আমি সুতসোমের নিকট যে শীল গ্রহণ করিয়াছি, প্রাণান্তেও তাহা ভঙ্গ করিতে পারিব না। আমি সুতসোমের সঙ্গে গিয়া বন্ধন মোচন করিব, তাহা করিলে আমার কোন ভয়ের কারণ থাকিবে না।’ ইহা স্থির করিয়া তিনি সুতসোমকে আবার প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, ‘সুতসোম, চল, দুইজনেই রাজাদিগের বন্ধনমোচন করি গিয়া।

১০২. হইয়াছ তুমি মম শাস্তা আর সখা একাধারে।
পালিয়াছি যথাসাধ্য আজ্ঞা যাহা দিয়াছ আমারে।
চল, এবে দুইজনে এক সঙ্গে করিব মোচন
বন্দিগণে, এই মোর অনুরোধ রাখ, হে রাজন।’

বোধিসত্ত্ব বলিলেন :

১০৩. একাধারে শাস্তা, সখা আমি তব হয়েছি রাজন,
যথাসাধ্য করিয়াছ আজ্ঞা তুমি আমার পালন।
অনুরোধ রক্ষা তব নিশ্চয় করিব আমি এবে
এক সঙ্গে গিয়া দোঁহে চল দেই মুক্তি বন্দী সবে।

অনন্তর বোধিসত্ত্ব রাজাদিগের নিকটে গিয়া বলিলেন :

১০৪. কল্মাষপাদের হাতে দুর্গতি অপার
হইয়াছে, ভূপগণ, তোমা সবাকার।
প্রলম্বিত সবে রজ্জুবিদ্ধকরতল
ঝরিতেছে দু’নয়নে অশ্রু অবিরল।
তথাপি হইয়া প্রতিহিংসা-পরায়ণ
করিব না কভু এ’র অনিষ্ট সাধন
কর সবে সত্য করি এই অঙ্গীকার
লঙ্ঘন না হয় যেন এই প্রতিজ্ঞার।

রাজারা বলিলেন :

১০৫. কল্মষপাদের হাতে দুর্গতি অপার
হইয়াছে, সুতসোম আমা সবাকার।
প্রলম্বিত মোরা রজ্জুবিদ্ধকরতল
ঝরিতেছে দু'নয়নে অশ্রু অবিরল।
তথাপি হইয়া প্রতিহিংসা-পরায়ণ
করিব না কভু এ'র অনিষ্ট সাধন
করিনু সকলে এই সত্য অঙ্গীকার
ব্যতিক্রম কখনো না হইবে ইঁহার।

তখন বোধিসত্ত্ব তাঁহাদিগকে শপথ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন

১০৬. মাতাপিতা কত স্নেহ করেন সন্তানে।
সতত নিরত তার শুভ-অনুধ্যানে।
আজি হতে ইনিও করুণ অধিকার
জনকজননীস্থান তোমা সবাকার।
তনয় তোমার এ'র, ভাবি ইহা মনে
পিতৃবৎ ভক্তি এ'রে করিবে যতনে।

রাজারা এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বলিলেন :

১০৭. মাতাপিতা কত স্নেহ করেন সন্তানে।
সতত নিরত তার শুভ-অনুধ্যানে।
আজ হতে করিলেন ইনি অধিকার
জনক-জননীস্থান আমা সবাকার।
তনয় আমরা এ'র, ভাবি ইহা মনে
পিতৃবৎ ভক্তি এ'রে করিব যতনে।

মহাসত্ত্ব এইরূপে রাজাদিগের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া নরখাদককে ডাকিলেন এবং বলিলেন, 'তুমি আসিয়া এই ক্ষত্রিয়দিগকে মুক্তি দাও।' নরখাদক খড়গ লইয়া একজন রাজার বন্ধন ছেদন করিলেন। ঐ ব্যক্তি সপ্তাহকাল অনাহারে ছিলেন এবং বন্ধনযন্ত্রণায় উন্মত্তবৎ হইয়াছিলেন। যেমন তাঁহার বন্ধন ছিন্ন হইল, অমনি তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার দুর্দশা দেখিয়া মহাসত্ত্বের মনে করুণার উদ্রেক হইল; তিনি বলিলেন, 'ভাই নরখাদক, তুমি এভাবে বন্ধন ছেদন করিও না।' তিনি একজন রাজাকে উভয়হস্তে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া এবং তাঁহাকে নিজের বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া বলিলেন, 'এখন বন্ধন ছেদন কর।' নরখাদক খড়গ দ্বারা বন্ধন ছেদন করিলেন; মহাসত্ত্ব মহাবলবান ছিলেন; তিনি ঐ রাজাকে নিজের বুকে তুলিয়া লইলেন এবং লোকে যেমন ঔরসপুত্রকে অঙ্ক হইতে সস্নেহে নামাইয়া রাখে, সেইভাবে তাঁহাকে

নামাইয়া ভূতলে শোওয়াইয়া রাখিলেন। তিনি এইরূপে একে একে সকল বন্দীকেই ভূতলে শোওয়াইলেন। তাঁহাদের ক্ষতগুলি ধুইলেন এবং লোকে যেমন ছোট মেয়েদের কাণের ছিদ্র হইতে সূতা টানিয়া লয়। সেইভাবে আস্তে আস্তে তাঁহাদের করতল হইতে রজ্জু বাহির করিয়া লইলেন। ইঁহার পর তিনি জমাট রক্ত ধুইয়া ক্ষতগুলি নির্দ্দোষ করিলেন এবং বলিলেন, 'ভাই নরখাদক, এই গাছের একটু ছাল পাথরে পিষিয়া লইয়া আইস।' নরখাদক উহা আনয়ন করিলে মহাসত্ত্ব সত্যক্রিয়া করিলেন এবং পিষ্টবল্কল বন্দীদিগের করতলে মাখিলেন। ইহাতে ক্ষতগুলি তৎক্ষণাৎ ভাল হইল। নরখাদক কিছু তণ্ডুল আহরণ করিয়া পথ্য[১] পাক করিলেন এবং তিনি ও মহাসত্ত্ব শতাধিক রাজাকে সেই পথ্য পান করাইলেন। ইহাতে তাঁহারা সকলেই তৃপ্ত হইলেন। ইঁহার পর সূর্য্য অস্ত গেল। পরদিনও মহাসত্ত্ব প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে তাঁহাদিগকে ঐরূপ পথ্য সেবন করাইলেন। তৃতীয় দিনে তিনি তাঁহাদিগকে সসিক্থক[২] যবাগূ খাইতে দিলেন। যতদিন তাঁহার সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ না করিলেন, ততদিন এইরূপ পথ্যের ব্যবস্থা চলিল। অতঃপর মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা এখন চলিয়া যাইতে পারিবে কি?' তাঁহারা বলিলেন, হাঁ, আমরা যাইব।' তখন মহাসত্ত্ব নরখাদককে বলিলেন, 'চল ভাই, নরখাদক, আমরাও স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন করি।' নরখাদক রোদন করিতে করিতে তাঁহার পাদমূলে পতিত হইয়া বলিলেন, 'ভাই, তুমিই এই রাজাদিগকে লইয়া যাও; আমি এখানেই অবস্থিতি করিয়া ফলমূলাহারে জীবনযাপন করিব।' মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'তুমি এখানে থাকিবে কেন? তোমার রাজ্য অতি রমণীয়; বারাণসীতে গিয়া রাজত্ব করিবে, চল।' 'কি বলিতেছ, ভাই? আমার সেখানে যাইবার সাধ্য নাই। নগরের সকল লোকেই আমার শত্রু। আমাকে দেখিলেই তাহারা গালি দিবে, বলিবে, 'এ আমার মাতাকে, এ আমার পিতাকে ভক্ষণ করিয়াছে; ধর অই দস্যুটাকে।' তাহারা লোষ্ট্রাঘাতে আমার প্রাণান্ত করিবে। আমি তোমার নিকটে শীল গ্রহণ

---

[১]। মূলে 'বারণং' এই পদ আছে। নতুন পালি-ইংরাজী অভিধানে, ইহা 'বারুণী' শব্দের অপভ্রংশ, এইরূপে অনুমান করা হইয়াছে। কিন্তু তণ্ডুল হইতে মদ্য প্রস্তুত করা কালসাপেক্ষ; কাজেই এ অনুমান এখানে সমীচীন নয়। আমার বোধ হয়, যাহা খাইলে রোগ জন্মে না অর্থাৎ যাহা prophylactic, তাহাকেই 'বারণ' বলা যাইতে পারে। কিন্তু এখানে সেইরূপ কোন-উদ্দেশ্য দেখা যায় না। যাহাতে রোগীর বলাধান হয়, এইরূপ দ্রব্যই লেখকের অভিপ্রেত। এজন্য আমি ইহার পরিবর্ত্তে 'পথ্য' শব্দ ব্যবহার করিলাম। বোধ হয়, এখানে ইহা ভাতের ফেন বা মাড়।

[২]। সিক্থ = ভাতের পিণ্ড। 'সসিক্থক যাগু' দ্বারা, বোধ হয়, অন্নমণ্ড বুঝিতে হইবে। প্রথম দুই দিনের পথ্য ছিল কেবল ফেন; তৃতীয় দিনে হইল অন্নমণ্ড।

করিয়াছি; এখন নিজের প্রাণরক্ষার জন্যও আমি অপরের প্রাণহানি করিতে পারিব না। এইজন্যই আমি যাইব না। মনুষ্যমাংসাহার হইতে বিরত হইয়া আর কতদিনই বা বাঁচিব? দুঃখের মধ্যে এই যে, এখন হইতে আর আমার দর্শন পাইব না।' নরখাদক কান্দিতে কান্দিতে আবার বলিলেন, 'তোমরা যাও।' তখন মহাসত্ত্ব তাঁহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, 'সৌম্য, আমার সুতসোম; আমি তোমার মত নিষ্ঠুরকেও বিনীত করিয়াছি; বারাণসীবাসীদিগের সম্বন্ধে আবার কি বলিব? আমি তোমাকে সেই রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিব; যদি তাহা না করিতে পারি, তবে তোমাকে আমারই রাজ্যের অর্দ্ধাংশ দান করিব।' 'তোমার রাজধানীতেও ত আমার শত্রুর অভাব নাই!' মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি আমার আজ্ঞানুসারে দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে; এজন্য যে কোন উপায়ে ইহাকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে।' তিনি নরখাদকের প্রলোভন জন্মাইবার জন্য নিম্নলিখিত গাথা কয়টীতে তাঁহার রাজধানীর শোভাসম্পত্তি বর্ণনা করিলেন :

১০৮. সুনিপুণ সূপকার করিত রন্ধন,
পশুপক্ষিমাংস তব ভোজন-কারণ।
খেয়ে তাহা তৃপ্তি তুমি লভেছ, রাজন
সুধাপানে তৃপ্তি ইন্দ্র লভেন যেমন।
কি কারণে হেন সুখ করি পরিহার
একাকী অরণ্যে চাও করিতে বিহার?

১০৯. তপ্তকাঞ্চনের মত উজ্জ্বলবরণা
ক্ষীণকটি শত শত ক্ষত্রিয় ললনা
সেবিত তোমায় পরি নানা আভরণ,
সেবে যথা স্বর্গে শক্রে দিব্যাঙ্গনাগণ।
কি কারণে হেন সুখ করি পরিহার
একাকী অরণ্যে চাও করিতে বিহার?

১১০. রক্তবর্ণ উপাধান, বহু সুকোমল
থাকিত বিন্যস্ত তব খট্বায় কম্বল,
অন্য যাহা চাই সুখ-শয়নের তরে,
সকল(ই) করেছ ভোগ থাকি নিজ ঘরে
কি কারণে হেন সুখ করি পরিহার
একাকী অরণ্যে চাও করিতে বিহার?

১১১. শুইয়া শুনিতে তুমি নিশীথ সময়
মন্দিরার, মৃদঙ্গের বাদ্য মধুময়,

কভু বা গন্ধর্ব্বগান তোমার, রাজন,
শ্রবণে অমৃতধারা করিতে বর্ষণ।
কি কারণে হেন সুখ করি পরিহার
একাকী অরণ্যে চাও করিতে বিহার?

১১২. রম্য রাজধানী তব সকলে বাখানে,
মৃগাচির নামে খ্যাত উদ্যান সেখানে।
বহুপুষ্পে সুশোভিত তরুলতা তার,
অশ্বগজরথে পূর্ণ নগর তোমার।
কি কারণে হেন স্থান করি পরিহার
একাকী অরণ্যে চাও করিতে বিহার?

মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি পূর্ব্বে যে বিষয়সুখ ভোগ করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া হয় ত আমার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করিবে।' এইজন্যই তিনি তাঁহাকে প্রথমে ভোজনের লোভ দেখাইলেন; তাহার পর ক্রমে কামবৃত্তির, শয়নের, নৃত্যগীতাদির, প্রমোদোদ্যানের ও নগরের লোভ দেখাইয়া বলিলেন, 'চল, মহারাজ; আমি তোমাকে লইয়া গিয়া বারাণসীরাজ্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিব; তাহার পর স্বরাজ্যে ফিরিয়া যাইব। যদি বারাণসী রাজ্য না পাই, তবে আমার রাজ্যই দুই ভাগ করিয়া অর্দ্ধাংশ তোমাকে দিব। বনবাসে তোমার প্রয়োজন কি? আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই কর।' সুতসোমের কথায় নরখাদকের মনে যাইবার ইচ্ছা জন্মিল; তিনি ভাবিলেন, 'সুতসোম আমার হিতার্থী। ইনি অনুকম্পাবশে প্রথমে আমাকে কল্যাণধর্ম্মে স্থাপন করিয়াছেন; এখন আমার নষ্টগৌরবও পুনরুদ্ধার করিতে চাহিতেছেন। ইনি নিশ্চয় ইহা করিতে সমর্থ হইবেন। অতএব ইঁহার সঙ্গে যাওয়াই কর্ত্তব্য। আমি বনে থাকিয়া কি করিব?' ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি বড় সন্তুষ্ট হইলেন; এবং সুতসোমের গুণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, 'সৌম্য সুতসোম, কল্যাণমিত্রসংসর্গ অপেক্ষা অধিক হিতকর এবং পাপমিত্রসংসর্গ অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর আর কিছুই নাই।

১১৩. যেমন অসিতপক্ষে প্রতিদিন হয়, ভূপ, চন্দ্রমার ক্ষয়,
অসতের সঙ্গে পড়ি সুমতিও সেইরূপ ক্রমে পায় লয়।

১১৪. নরাধম পাচকের সংসর্গে সুমতি মোর হ'ল তিরোহিত,
করিলাম পাপ কত; নরকে এখন বাস হইবে নিশ্চিত।

১১৫. শুক্লপক্ষে হয় যথা প্রতিদিন চন্দ্রমার বৃদ্ধ কলেবর,
সাধুর সংসর্গে, তথা, সুমতি লভিয়া নিত্য ধন্য হয় নর।

১১৬. আমিও, হে সুতসোম, পাইয়া তোমার সঙ্গ, জানিবে নিশ্চয়,

করিব কুশল কর্ম্ম; সদ্‌গতি তাহার ফলে ভাগ্যে যেন হয়।

১১৭. যতই না হো'ক স্থলে বারি-বরষণ,
সে জল সেখানে নাহি থাকে বহুক্ষণ।
যতই কর না মৈত্রী অসাধুর সনে,
নিশ্চয় বিলয় তার হবে অল্পক্ষণে।

১১৮. সাগরে হইলে বৃষ্টি কিন্তু, হে ভূপাল
সে জল সাগরগর্ভে থাকে চিরকাল।
করিলে সাধুর সঙ্গে মিত্রতা-স্থাপন
অণুমাত্র ক্ষয় তার হয় না কখন।

১১৯. সাধুসহ মৈত্রীর না হয় কভু ক্ষয়,
যাবজ্জীবন তাহা সমভাবে রয়।
অসাধুর সঙ্গে প্রীতি কিন্তু ক্ষণস্থায়ী অতি,
সাধুশীল যিনি, সৌম্য, তিনি সে কারণ
দূরে থাকি অসাধুরে করেন বর্জ্জন।'

নরখাদক এইরূপে সাতটী গাথায় মহাসত্ত্বের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। মহাসত্ত্ব নরখাদককে এবং অপর রাজাদিগকে সঙ্গে লইয়া এক প্রত্যন্তগ্রামে উপস্থিত হইলেন। গ্রামবাসীরা মহাসত্ত্বকে দেখিয়া নগরে গিয়া সংবাদ দিল। তখন অমাত্যেরা বলবাহনাদি লইয়া অগ্রসর হইলেন এবং মহাসত্ত্বকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। মহাসত্ত্ব এই সকল অনুচর সঙ্গে লইয়া বারাণসীরাজ্যে গমন করিলেন। পথে জনপদবাসীরা নানাবিধ উপহার দিয়া তাঁহার অনুগমন করিল। এইরূপে তাঁহার অনুচরসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বারাণসীতে উপনীত হইলেন। তখন নরখাদকের পুত্র সেখানে রাজত্ব করিতেছিলেন; এবং কালহস্তীই সেনাপতি ছিলেন। নগরবাসীরা রাজাকে জানাইল, 'মহারাজ, সুতসোম নাকি নরখাদককে দমন করিয়া এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিতেছেন; ইঁহাকে নগরে প্রবেশ করিতে দিব না।' ইহা বলিয়া তাহারা যত শীঘ্র পারিল, নগরের দ্বারসমূহ রুদ্ধ করিল এবং আয়ুধহস্তে নগর রক্ষা করিতে লাগিল। নগরদ্বার রুদ্ধ হইয়াছে শুনিয়া মহাসত্ত্ব নরখাদককে এবং সেই শতাধিক রাজাকে পশ্চাতে রাখিয়া কতিপয় অমাত্যের সঙ্গে অগ্রসর হইলেন এবং বলিলেন, 'আমি রাজা সুতসোম; তোমরা দরজা খোল।' লোকে গিয়া রাজাকে এই কথা জানাইল; তিনি আদেশ দিলেন, 'শীঘ্র দরজা খুলিয়া দাও।' তখন নগরবাসীরা দ্বার উন্মুক্ত করিল, মহাসত্ত্ব নগরে প্রবেশ করিলেন; রাজা ও কালহস্তী প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে প্রাসাদে লইয়া গেলেন। তিনি রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া নরখাদকের অগ্রমহিষী

এবং অপর অমাত্যদিগকে ডাকাইয়া কালহস্তীকে বলিলেন, 'কালহস্তী, তোমরা রাজাকে নগরে প্রবেশ করিতে দিতেছ না কেন?' কালহস্তী উত্তর দিলেন, 'তিনি রাজত্ব করিবার সময় এই নগরের বহু মনুষ্য ভক্ষণ করিয়াছেন; যাহা ক্ষত্রিয়ের অকর্ত্তব্য, তাহা করিয়াছেন; তাঁহার অত্যাচারে সমস্ত জম্বুদ্বীপ লণ্ডভণ্ড হইয়াছে। তিনি এমনই পাপিষ্ঠ! এই কারণেই আমরা দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলাম। এখনও তিনি সেইরূপ অত্যাচারই করিবেন।' সুতসোম বলিলেন, 'কোন চিন্তা করিও না; আমি তাঁহাকে দমন করিয়া শীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছি; এখন তিনি নিজের প্রাণরক্ষার জন্যও অপরের কোন অনিষ্ট করিবেন না। এখন তাঁহা হইতে তোমাদের কোন ভয়ের কারণ নাই। তোমরা এরূপ শত্রুতাচরণ করিও না। মাতাপিতার রক্ষণাবেক্ষণ করা পুত্রের কর্ত্তব্য। যাহারা মাতাপিতার পোষক, তাহারা স্বর্গলাভ করে। অপর সকলে নিরয়গামী হয়।' সুতসোম এইরূপে নিম্নাসনস্থ নরখাদকের পুত্রকে উপদেশ দিয়া কালহস্তীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'দেখ সেনাপতি, তুমি রাজার বন্ধু ও ভৃত্য ছিলে। তোমার এই মহৈশ্বর্য্য তাঁহারই প্রসাদাৎ। এজন্য রাজার হিতচর্য্যা তোমারও কর্ত্তব্য।' কালহস্তীকে এই উপদেশ দিয়া তিনি মহিষীকে বলিলেন, 'দেখ, আপনি সৎকুল হইতে আগমন করিয়া রাজার অনুগ্রহে মহিষীর পদ পাইয়াছিলেন; তাঁহারই অনুগ্রহে আপনি বহুপুত্রকন্যাবতী হইয়াছেন। তাঁহার আনুকূল্য করা আপনার পক্ষেও উচিত।' দেবীকেও এইরূপ উপদেশ দিবার পর সংক্ষেপে সকল কথার সার বুঝাইবার জন্য মহাসত্ত্ব নিম্নলিখিত চারিটী গাথায় ধর্ম্মদেশন করিলেন :

১২০. জয়ের অযোগ্য যিনি তাঁরে করে জয়[১],
রাজপদ-বাচ্য কিহে হেন জন হয়?
বলিব কি সখা তারে, কপটতা করি,
সখার সর্ব্বস্ব যেই লয়ে যায় হরি?
পতি দেখি পায় ভয়, ভার্য্যা সে কেমন?
পুত্র কি সে, যে না করে ভরণপোষণ
মাতার, পিতার, হায় বার্দ্ধক্য-পীড়নে
অক্ষম যখন তাঁরা ধন-উপার্জ্জনে?

১২১. কে বলে তাহারে সভা, বিজ্ঞ নাই যেথা?
সে জন কি বিজ্ঞ, যে না ভণে ধর্ম্মকথা?
রাগদ্বেষমোহ—সব করিয়া বর্জ্জন
শুনায় সদ্ধর্ম্ম যেই, বিজ্ঞ সেইজন।

[১]। টীকাকার বলেন মাতা ও পিতা জয়ের অযোগ্য।

১২২. থাকিলে নীরব বিজ্ঞ মূর্খের সভায়
বিজ্ঞ বলি তাঁহাকে কিরূপে জানা যায়?
নির্ব্বাণ-লাভের পথ করি প্রদর্শন
মুখ হতে বাক্য তাঁর হ'লে নিঃসরণ,
সুপণ্ডিত বলি তাঁরে জানিবে সবাই,
বিজ্ঞের লক্ষণ ইহা ভিন্ন কিছু নাই।

১২৩. ধর্ম্মব্যাখ্যা করা, আর ধর্ম্মের ভণন,
জানিবে, ইহাই হয় ঋষির লক্ষণ।
'সুভাষিতধ্বজ' নামে করিয়া বিদিত[১];
ধর্ম্মই ঋষির ধ্বজ জানিবে নিশ্চিত।

সুতসোমের ধর্ম্মকথা শুনিয়া রাজা ও সেনাপতি পরিতোষ লাভ করিলেন এবং বলিলেন, 'আমরা গিয়া মহারাজকে আনয়ন করিতেছি।' অনন্তর তাঁহারা ভেরীবাদন দ্বারা নগরবাসীদিগকে সমবেত করাইয়া বলিলেন, 'তোমরা ভয় পাইও না; রাজা নাকি এখন ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; এস, তাঁহাকে আনি গিয়া।' তাঁহারা বহুলোকজন সঙ্গে লইয়া এবং মহাসত্ত্বকে পুরোভাগে রাখিয়া (নরখাদক) রাজার নিকটে গমন করিলেন, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তাঁহার বেশিবিন্যাসের জন্য নাপিত আনাইলেন। নাপিতেরা তাঁহার চুল ও দাড়ি কামাইল, তাঁহাকে স্নান করাইয়া রাজাভরণ পরাইল; অমাত্যেরা তাঁহাকে রত্নরাশির উপর বসাইয়া অভিষেচন করিলেন, এবং নগরের মধ্যে লইয়া গেলেন। নরখাদক রাজা সেই শতাধিক রাজার ও মহাসত্ত্বের মহাসৎকার করিলেন। সমস্ত জম্বুদ্বীপে মহাকোলাহল উত্থিত হইল যে, নরেন্দ্র সুতসোম নরখাদককে দমন করিয়াছেন এবং তাঁহাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন।

অতঃপর ইন্দ্রপ্রস্থবাসীরা রাজাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিয়া দূত পাঠাইল। মহাসত্ত্ব বারাণসীতে একমাসমাত্র অবস্থিতি করিয়া নরখাদককে বলিলেন, 'ভাই, আমরা এখন প্রস্থান করিব।' যাইবার পূর্ব্বে তিনি নরখাদককে উপদেশ দিলেন, 'তুমি অপ্রমত্তভাবে চলিবে, নগরের দ্বারচতুষ্টয়ে এবং প্রাসাদদ্বারে পাঁচটী দানশালা প্রতিষ্ঠা করিবে এবং দশরাজধর্ম্ম অক্ষুণ্ন রাখিয়া অগতিগমন পরিহার করিবে।'

শতাধিক রাজধানী হইতে বহু বলবাহন সমতে হইয়াছিল। মহাসত্ত্ব এই বিপুল অনুচরবর্গে পরিবৃত হইয়া বারাণসী হইতে যাত্রা করিলেন; নরখাদকও নিষ্ক্রান্ত হইয়া অর্দ্ধপথ পর্যন্ত তাঁহার অনুগমনপূর্ব্বক ফিরিয়া গেলেন। যে সকল

---

[১]। অর্থাৎ সুন্দররূপে ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা করাই ঋষিদিগের প্রধান লক্ষণ।

রাজার কোন বাহন ছিল না, মহাসত্ত্ব তাঁহাদিগকে উপযুক্ত বাহন দিয়া সকলকে বিদায় দিলেন; তাঁহারা মহাসত্ত্বের সহিত প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক যথাযোগ্য বন্দনালিঙ্গনাদি করিয়া স্ব স্ব রাজ্যে চলিয়া গেলেন। মহাসত্ত্বও যথাসময়ে স্বীয় রাজধানীতে উপনীত হইলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ তখন সুসজ্জিত হইয়া অমরাবতীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। তিনি মহাসমারোহে নগরে প্রবেশ করিয়া মাতাপিতাকে প্রণাম করিলেন এবং প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক মহাতলে আরোহণ করিলেন। অতঃপর যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসন করিবার কালে একদিন তিনি ভাবিলেন, সেই ন্যগ্রোধবৃক্ষদেবতা আমার মহা উপকার করিয়াছেন; যাহাতে যথাবিধি তাঁহার পূজা হয়, আমি সেই ব্যবস্থাই করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি উক্ত ন্যগ্রোধবৃক্ষের অদূরে একটী বৃহৎ তড়াগ খনন করাইলেন এবং তাহার ধারে বহু গৃহস্থ বসাইয়া একটী গ্রাম পত্তন করিলেন। এই গ্রাম অচিরে বৃহদায়তন ধারণ করিল। ইঁহার আপণের সংখ্যা হইল অশীতি সহস্র। ঐ বৃক্ষমূলের চতুর্দ্দিকে যতদূর পর্য্যন্ত শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত হইয়াছিল, মহাসত্ত্ব সেই সমস্ত ভূমি সমতল করিয়া তদুপরি তোরণদ্বার-শোভিত মণ্ডলাকার বেদি নির্ম্মাণ করাইলেন। ইহাতে দেবতারা প্রসন্ন হইলেন। কল্মাষপাদের দমনস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া এই গ্রামের নাম হইল কল্মাষদম্যনিগম।

এই কথাবর্ণিত সকল রাজাই মহাসত্ত্বের উপদেশমত চলিয়া দানাদি পুণ্যকার্য্য করিয়াছিলেন এবং দেহান্তে স্বর্গবাসী হইয়াছিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আমি অঙ্গুলিমালকে দমন করিয়াছিলাম।

সমবধান : তখন অঙ্গুলিমাল ছিলেন সেই নরখাদক রাজা, সারিপুত্র ছিলেন কালহস্তী, আনন্দ ছিলেন নন্দব্রাহ্মণ, কাশ্যপ ছিলেন সেই বৃক্ষদেবতা, অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র, বুদ্ধানুচরেরা ছিলেন অবশিষ্ট রাজগণ, মহারাজ শুদ্ধোদন ও তাঁহার মহিষী ছিলেন সুতসোমের মাতাপিতা এবং আমি ছিলাম সুতসোম।]

☞ মহাভারতের আদিপর্ব্বে (১৭৬ম অধ্যায়ে) কল্মাষপাদ-নামক এক নরমাংসাশী রাজার কথা আছে। ইনি সূর্য্যবংশের রাজা—বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষস হইয়া বনে বনে মানুষ খাইয়া বেড়াইতেন। সম্ভবতঃ এই আখ্যায়িকার আভাস লইয়া বৌদ্ধেরা সুতসোমের কথা রচনা করিয়াছেন, কারণ প্রথমে দেখা যায়, নরখাদকের নাম ছিল ব্রহ্মদত্তকুমার; কিন্তু শেষে কথাকার তাঁহাকে কল্মাষপাদ নামে অভিহিত করিয়াছেন, অথচ 'কল্মাষপাদ' শব্দটীতে নরমাংসভোজনের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না।

[খুদ্দকনিকায়ে জাতক (পঞ্চম খণ্ড) সমাপ্ত]

খুদ্দকনিকায়ে

জাতক

অর্থাৎ গোতম বুদ্ধের অতীত জন্মসমুহের বৃত্তান্ত
ফৌসবোল-সম্পাদিত জাতকার্থবর্ণনা নামক মূল পালিগ্রন্থ হইতে

ষষ্ঠ খণ্ড

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ
কর্তৃক অনূদিত

পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ—১৩৮৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ মাঘ—১৩৯১
তৃতীয় মুদ্রণ মাঘ—১৪০৪

প্রকাশক :
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

বিজ্ঞাপন

এত দিনে জাতকের ষষ্ঠ খণ্ড মুদ্রাকরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। ইহার অনুবাদে দুই বৎসর এবং মুদ্রণে তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ খণ্ডের জাতক গুলি 'মহানিপাত' পর্য্যায়ভুক্ত। ইহাদের প্রত্যেকেরই গাথার সংখ্যা অত্যধিক,আখ্যায়িকাগুলিও অতি বৃহৎ।

নিজের অজ্ঞতা, অনবধানতা ও দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা এবং মুদ্রাকরের সহস্র ত্রুটি—এই সকল কারণে কেবল এ খণ্ডে নয়, অন্যান্য খণ্ডেও অনেক-ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। ভ্রম গোপন না রাখিয়া প্রর্দশন করা সঙ্গত, এই বিশ্বাসে এ খণ্ডে যে সকল ভ্রম আছে, তাহাদের জন্য একটী শুদ্ধিপত্র এবং অন্যান্য খণ্ডের মুদ্রণের যে সকল ভ্রম আমার জ্ঞানগোচর হইয়াছে, সেগুলির জন্য আর কয়েকটী শুদ্ধিপত্র পুস্তকের শেষে যোগ করিয়া দিলাম। পাঠক মহাশয়েরা একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া তত্তৎ অংশ সংশোধন করিয়া লইলে আমার শ্রম সার্থক হইবে। সুদূর ভবিষ্যতে এই গ্রন্থাবলীর পুনমুর্দ্রণ আবশ্যক হইলেও শুদ্ধিপত্রগুলি সম্পাদকের শ্রমভার লঘু করিবে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ড অপেক্ষা ষষ্ঠ খণ্ড আয়তনে প্রায় শতপৃষ্ঠ-পরিমাণে বৃহত্তর। কাজেই ইহার মূল্য কিছু বৃদ্ধি করা হইল।

কলিকাতা
বিজয়া দশমী : ১৫ই আশ্বিন, ১৩৩৭

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ

ক্রোড়পত্র

(১) মহাজনক-জাতকে সীবলির সঙ্গে মহাজনকের বিবাহ-প্রসঙ্গে যাহা বর্ণিত আছে, তাহার সহিত সেক্‌সপিয়ার প্রণীত Merchant of venice নাঁকের portia নাম্নী মহিলার বিবাহের বৃত্তান্ত তুলনীয়।

(২) ভূরিদত্ত জাতকে ১৬৭ম গাথায় (১৫১ম পৃষ্ঠে) 'অকাশিক' শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। ইহার "অর্থ যাহারা কাশীদেশের লোক নয়" (কাজেই কাশীরাজ্যের লোক দিগের উপর অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হয় না)।

(৩) মহানারদ কশ্যাপ-জাতকে (১৭৪ম ও ১৭৫মপৃষ্ঠে) কায়রথের বর্ণনা আছে গাথাকার মানবদেহকে একখানি রথ কল্পনা করিয়া মন, অহিংসা, মিতাহার প্রভৃতিকে ইহার সারথি, কক্ষ, নাভি ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কঠোপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় বল্লীতেও এই উপমার অতি সুন্দর প্রয়োগ দেখা যায়। এই জন্য তাহা হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল :

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহু বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুম নীষিণঃ[১]
যস্ত্ববিজ্ঞানবান ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টশ্বা ইবা সারথেঃ ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান ভবত্যমনষ্কঃ সদাশুচিঃ[২]।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদভুয়ো ন জায়তে ॥
বিজ্ঞানসারথি র্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান নরঃ।
সোহাধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ॥

(৪) বিশ্বন্তর-জাতকে (৩৭৪ম পৃষ্ঠে) পূর্ণপাত্রের উল্লেখ আছে। এ সম্বন্ধে ঈশ্বর গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত কাদম্বরী হইতে একটী অতিরিক্ত টীকা

---

[১] । বিষয়= রূপাদি; গোচর= বিচরণপথ।

[২]। সদা+অশুচিঃ।

প্রদত্ত হইল : "উৎসবেষু সুহৃদ্ভির্যদ্ বলাদাকৃষ্য গৃহ্যতে, বস্ত্রং মাল্য তৎ পূর্ণপাত্রং পূর্ণানকঞ্চ তৎ।" "আনন্দতোহি সৌহার্দ্দ্যাদেত্য বস্ত্রাদিকং বলাৎ। অজানতো হরত্যেব পূর্ণপাত্রস্তু তৎ স্মৃতম।" কোন উৎসবের সময়ে কিংবা কোন গৃহ স্বামীর পুত্রাদি ভূমিষ্ঠ হইলে আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহার বস্ত্রমাল্যদি কাড়িয়া লইত কিংবা গোপনে লইয়া যাইত। ইহাও "পূর্ণপাত্র" নামে অভিহিত।

উৎসর্গ-পত্র

আমার লক্ষ্মীস্বরূপা কন্যা স্বর্গতা ভুবনেশ্বরী
এবং আমার অসহায়াবস্থায় আশ্রয়দাতা
স্বর্গত রামচন্দ্র বসু, শিবচন্দ্র বসু
ও গঙ্গাধর নাগ, ইঁহাদের পুণ্য-
স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া
এই গ্রন্থ উৎসর্গ
করিলাম।

সূ চি প ত্র

খুদ্দকনিকায়ে জাতক (ষষ্ঠ খণ্ড)

মহানিপাত

খুদ্দকনিকায়ে

জাতক

মহানিপাত

৫৩৮. মূকপঙ্গু-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মহাভিনিষ্ক্রমণ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমাসীন হইয়া ভগবানের মহাভিনিষ্ক্রমণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রশ্নদ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি যে ইদানিং সমস্ত পারমিতা পূর্ণ করিয়া রাজ্যত্যাগ পূর্ব্বক অভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছি, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; যখন আমার জ্ঞান পরিপক্ব হয় নাই, আমি পারমিতাসমূহ পূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইতেছিলাম মাত্র তখনও আমি রাজ্যত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম।" অনন্তর ভিক্ষুদিগের অনুরোধে তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীতে কাশীরাজ-নামক এক ব্যক্তি যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতেন। তাঁহার ষোড়শ সহস্র ভার্য্যা ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একজনও কি পুত্র, কি কন্যা, কোন সন্তান লাভ করিতে পারেন নাই। কুশ-জাতকে (৫৩১) যেরূপ বলা হইয়াছে, এক্ষেত্রেও নগরবাসীরা "আমাদের রাজার বংশরক্ষক কোন পুত্র নাই" বলিয়া রাজভবনে গমন করিল এবং রাজাকে বলিল, "মহারাজ, আপনি পুত্র প্রার্থনা করুন।" রাজা তাঁহার ষোড়শ সহস্র রমণীকে পুত্র প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাঁহারা চন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিয়া পুত্র কামনা করিলেন, কিন্তু ইহাতেও কেহ পুত্রবতী হইলেন না। রাজার অগ্রমহিষী মদ্ররাজ-দুহিতা চন্দ্রাদেবী শীলবতী ছিলেন। রাজা তাঁহাকেও পুত্র প্রার্থনা করিতে বলিলেন। চন্দ্রা পূর্ণিমার দিন পোষধ গ্রহণ করিয়া অপ্রশস্ত শয্যায় শয়ন পূর্ব্বক নিজের শীল চিন্তা করিতে করিতে সত্যক্রিয়া করিলেন, "আমি যদি কখনও শীল ভঙ্গ না করিয়া থাকি, তবে এই সত্যবলে আমার পুত্রোৎপত্তি হউক।"

চন্দ্রার শীলতেজে শক্রভবন উত্তপ্ত হইল; শক্র চিন্তা করিয়া ইহার কারণ

বুঝিতে পারিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'চন্দ্রাদেবী পুত্র প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহাকে পুত্র দান করিব।' অনন্তর, কে তাঁহার উপযুক্ত পুত্র হইতে পারে, ইহা নির্ণয় করিতে গিয়া বোধিসত্ত্বের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। বোধিসত্ত পূর্ব্বে বারাণসীতে বিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া মৃত্যুর পর উৎসদ নরকে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সেখানে অশীতিসহস্র বৎসর যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরে ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছিলেন; সেখানেও নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল অবস্থিতি করিয়া এই সময়ে দেহত্যাগ পূর্ব্বক তিনি উপরিদেবলোকে[১] যাইতে অভিপ্রায় করিতেছিলেন। শক্র তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন "সৌম্য, তুমি মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিলে পারমিতা পূর্ণ করিবার সুবিধা পাইবে, বহুলোকেরও কল্যাণ সাধিত হইবে। কাশীরাজের অগ্রমহিষী চন্দ্রাদেবী পুত্র প্রার্থনা করিতেছেন; তুমি গিয়া তাঁহার গর্ভে প্রবেশ কর" বোধিসত্ত্ব তাহাই করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তিনি পঞ্চশত দেবপুত্রসহ দেবদেহ ত্যাগ করিয়া নিজে চন্দ্রার গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন; অন্যান্য দেবপুত্রেরা অমাত্য পত্নীদিগের গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন।

বোধিসত্ত্বের তেজে চন্দ্রার গর্ভ যেন বজ্রপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। চন্দ্রা গর্ভ ধারণ করিয়াছেন, ইহা বুঝিয়া রাজাকে জানাইলেন; রাজা গর্ভ রক্ষার জন্য যথাশাস্ত্র সমস্ত সংস্কার[২] সম্পাদিত করিলেন। মহিষী পূর্ণগর্ভা হইয়া যথাকালে পুণ্যলক্ষণসম্পন্ন একপুত্র প্রসব করিলেন। ঐ দিন অমাত্যদিগের গৃহেও পঞ্চশত কুমার ভূমিষ্ঠ হইল। রাজা অমাত্যগণে বেষ্টিত হইয়া প্রাসাদ তলে উপবিষ্ট ছিলেন; যখন লোকে গিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল, "মহারাজ, আপনার পুত্র জন্মিয়াছে," তখনই তাঁহার মনে পুত্র স্নেহ সঞ্জাত হইল, 'স্নেহ যেন তাঁহার চর্ম্মমাংস ভেদ করিয়া অস্থিমজ্জায় সঞ্চারিত হইল; তাঁহার অন্তঃকরণ প্রীতিরসে পূর্ণ হইল, হৃদয় শীতল হইল। তিনি অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া আপনারা সন্তুষ্ট হইয়াছেন ত?" অমাত্যেরা উত্তর দিলেন, 'কি বলিতেছেন, মহারাজ? আমরা এতদিন অনাথছিলাম, এখন সনাথ হইলাম—একজন প্রভু পাইলাম।' রাজা প্রধান সেনাপতিকে আদেশ দিলেন, "আমার পুত্রের জন্য উপযুক্ত অনুচরসমূহ নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা আবশ্যক। আপনি গিয়া জানুন, আজ অমাত্যদিগের গৃহে কতজন বালক ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।'

---

[১]। সর্ব্ব শুদ্ধ ছয়টি দেবলোক। সর্ব্ব নিম্নে চতুমহারাজিক; তদূর্দ্ধে যথাক্রমে ত্রয়স্ত্রিংশ, যাম, তুষিত, নির্ম্মাণরতি ও পরনির্ম্মিত বশবর্ত্তী। বোধিসত্ব এই সময়ে যাম দেবলোকে যাইতে বাসনা করিয়াছিলেন।

[২]। যথা পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন, পঞ্চামৃত।

সেনাপতি পঞ্চশত সদ্যঃ প্রসূত বালক দেখিতে পাইয়া রাজাকে জানাইলেন। রাজা ঐ পঞ্চশত বালকের জন্য রাজ পুত্রোচিত পরিচ্ছদাদি এবং পঞ্চশত দাসী পাঠাইলেন। অতপর মহাসত্ত্বের জন্য তিনি অতি দীর্ঘাদি–দোষশূন্যা, অবলম্বস্তনী ও মধুরক্ষীরবতী চতুঃষষ্টি ধাত্রী নিয়োজিত করিলেন। [ধাত্রীর দেহ অতিদীর্ঘ হইলে তাহার কক্ষে বসিয়া স্তন্য পান করিবার কালে গ্রীবা বিস্তার করিতে হয়; এজন্য শিশুর গ্রীবা দীর্ঘ হইয়া থাকে। আবার ধাত্রী যদি খর্ব্বকায়া হয়, তবে তাহার কক্ষে বসিয়া স্তন্য পান করিতে শিশুর স্কন্ধাস্থির পীড়ন ও সংকোচন ঘটে। ধাত্রী অতিকৃশা হইলে তাহার কক্ষে বসিয়া স্তন্য পান কালে শিশুর উরুতে ব্যথা হয়; সেই অতিস্থূলা হইলে তাহার কক্ষে বসিয়া স্তন্য পান করিতে করিতে শিশুর পা বাঁকিয়া যায়।[১] ধাত্রীর গায়ের রং খুব কালো হইলে তাহার স্তন্য[২] অতি শীতল, এবং অতি গৌর হইলে তাঁহার স্তন্য অত্যুষ্ণ হয়। ধাত্রীর স্তন বেশী ঝুলিয়া পড়িলে শিশুর নাক চাপে চাপে চেপ্টা হইয়া যায়। কোন কোন ধাত্রীর স্তন অম্লদোষযুক্ত; কাহারও কাহারও আবার কটু বা অন্যভাবে বিস্বাদ। এজন্য রাজা উক্ত সর্ব্ববিধদোষ বর্জ্জিতা অর্থাৎ অতিদীর্ঘাদি-দোষরহিতা, অলম্বস্তনী, মধুরক্ষীরবতী চতুঃষষ্টি ধাত্রী নিয়োজিত করিয়া] পুত্রের মহা আদরযত্ন করিলেন এবং চন্দ্রাদেবীকে একটী বর দিলেন। চন্দ্রা বর গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তখন কিছু না চাহিয়া উহা ভবিষ্যতের জন্য মনে রাখিলেন। কুমারের নামকরণ-দিবসে রাজা লক্ষণপাঠক ব্রাহ্মণদিগকে উপহার দিলেন এবং রিষ্টি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা কুমারের বহু সুলক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, "মহারাজ, কুমার ধন্য পুণ্যলক্ষণসম্পন্ন; একটী দ্বীপ ত তুচ্ছ, ইনি চতুর্মহাদ্বীপেও রাজত্ব করিতে সমর্থ; 'ইঁহার কোনরূপ রিষ্টি দেখা যাইতেছে না।" রাজা এই কথায় তুষ্ট হইলেন এবং নামকরণকালে পুত্রের "তেমিয় কুমার" এই নাম রাখিলেন, কারণ কুমারের ভুমিষ্ঠ হইবার কালে সমস্ত কাশীরাজ্যে এত বৃষ্টি হইয়াছিল যে, তাহাতে কুমারের দেহ জলসিক্ত হইয়াছিল[৩]।

কুমারের বয়স যখন এক মাস হইল, তখন পরিচারিকারা তাঁহাকে সাজাইয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা প্রিয়পুত্রকে দেখিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং

---

[১]। মূলে 'খলঙ্কপাদা হোতি' আছে। ইহার অর্থ অভিধানে পাইলাম না। ইংরাজী অনুবাদক `bow-legged' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা সঙ্গত মনে করিয়া আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। সম্ভবতঃ 'খলঙ্ক' না হইয়া 'কলঙ্ক' হইবে।

[২]। পাঠান্তর 'সরীরং' আছে। আমি 'ক্ষীরং' এই পাঠই গ্রহণ করিলাম।

[৩]। "তিম্" ধাতুর অর্থ জলসিক্ত হওয়া।

তাঁহাকে কোলে বসাইয়া খেলা দিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজার নিকট চারি জন চোর আনীত হইল। রাজা তাহাদের একজনকে কন্টককশা দ্বারা সহস্রবার প্রহৃত হইতে, একজনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও কারানিক্ষিপ্ত হইতে, একজনকে শক্তিবিদ্ধ হইতে ও একজনকে শূলারোপিত হইতে আজ্ঞা দিলেন। পিতার আদেশ শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভীতত্রস্ত হইয়া ভাবিলেন, আমার পিতা রাজ্যের জন্য ভয়ঙ্কর নিরয়গামি কর্ম্ম করিতেছেন।' পরদিন পরিচারিকারা কুমারকে শ্বতচ্ছত্রের নিম্নে অলঙ্কৃত রাজ্যশয্যায় শোওয়াইল; কুমার অল্পক্ষণ নিদ্রা যাইবার পর জাগিয়া চক্ষু মেলিলেন এবং শ্বেতচ্ছত্র ও রাজভবনের ঐশ্বর্য্য অবলোকন করিলেন। তিনি স্বভাবতঃ ধর্ম্মভীরু ছিলেন; এই সমস্ত দেখিয়া তাঁহার ভয় আরো বৃদ্ধি হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'হায়, আমি কোথা হইতে এই রাজ ভবনে আসিলাম? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি জাতিস্মরত্ব প্রভাবে বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি দেবলোক হইতে আসিয়াছেন; তাহার পূর্ব্বে কি ছিলেন তাহা ভাবিয়া নরকে যে যন্ত্রণাভোগ করিয়াছিলেন তাহা জানিতে পারিলেন; তাহারও পূর্ব্বে, দেখিতে পাইলেন, তিনি এই বারাণসী নগরেই রাজা ছিলেন। তখন তাহার মনে হইল, 'আমি বিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া অশীতিসহস্র বৎসর উৎসদ নরকে পচিয়াছি; এখন আবার এই চোরের ঘরে জন্মিয়াছি। কাল যখন পিতার নিকট চারিজন চোর আনীত হইয়াছিল, তখন তিনি তাহাদের সম্বন্ধে কি ভয়ঙ্কর নিরয়নামক পরুষ বাক্যই প্রয়োগ করিয়াছিলেন! আমি যদি আবার রাজত্ব করি, তবে পুনর্ব্বার নরকে জন্মিয়া মহাদুঃখ ভোগ করিব।' মহাসত্ত্ব যতই এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ভয় বৃদ্ধি হইল। তাঁহার হেমবর্ণ দেহ হস্তমর্দিত পদ্মের ন্যায় ম্লান ও বিবর্ণ হইল কি উপায়ে এই চোর গৃহ হইতে মুক্তি লাভ করিবেন, তিনি শুইয়া শুইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

মহাসত্ত্বের পূর্ব্ব কোন এক জন্মে যিনি জননী ছিলেন, তিনি এই সময়ে রাজভবনের ছত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়াছিলেন। তিনি মহাসত্ত্বকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'বৎস তেমিয়, ভয় পাইওনা; যদি এখান হইতে মুক্তি লাভের ইচ্ছা থাকে, অপীঠসর্পী হইয়াও পীঠসর্পীর[১] ন্যায় পড়িয়া থাক, অবধির হইয়াও বধিরের মত দেখাও, অমূক হইয়াও মূকবৎ নিরব থাক। এই তিন উপায় অবলম্বন করিয়া নিজের বুদ্ধিমত্তা অপ্রকটিত রাখ।

১. দেখাবে না কিছুমাত্র বুদ্ধির লক্ষণ;
সকলের কাছে রবে জড়ের মতন।

---

[১]। পীঠসর্পী = পঙ্গু।

'অপেয়' বলিয়া সবে ত্যাজিবে তোমায়;
ইষ্টসিদ্ধিহেতু তব ইহাই উপায়।

ছত্রদেবীর বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন :

২. মা গো, তুমি আমার পরম হিতৈষিণী;
তুমিই আমার সত্য কল্যাণকামিনী।
দয়া করি করিলে যে উপদেশ দান,
যতনে পালিব তাহা হয়ে সাবধান।

অতঃপর মহাসত্ত্ব উপায় তিনটী অবলম্বন করিলেন। রাজা পুত্রের চিত্ত বিনোদনার্থ সেই পঞ্চশত শিশুকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন; তাহারা স্তন্যের জন্য রোদন করিত। নরকভয়ভীত মহাসত্ত্ব ভাবিতেন, 'রাজত্ব করা অপেক্ষা শুকাইয়া মরাও ভাল'। এজন্য তিনি কান্দিতেন না। ধাত্রীরা গিয়া চন্দ্রাদেবীকে এই বৃত্তান্ত জানাইল; তিনি আবার রাজাকে বলিলেন। রাজা নিমিত্তজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে ডাকাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "মহারাজ, কুমারকে যে সময় স্তন্য দিবার নিয়ম আছে, সেই সময় অতিক্রম করাইয়া দিবার আদেশ দিন। তাহা করিলে কুমার কান্দিতে কান্দিতে দৃঢ়রূপে স্তন্য ধরিয়া নিজেই পান করিবেন।" এই পরামর্শমত ধাত্রীরা তখন হইতে বেলা অতিক্রম করিয়া স্তন্য দিতে লাগিল; তাহারা কখনও একবার অতিক্রম করিত, কখনও সমস্ত দিনই দিত না। মহাসত্ত্ব ক্ষুৎপিপাসায় শুষ্ক হইতেন, কিন্তু নরক ভয়ে কখনও স্তন্যপানের জন্য রোদন করিতেন না। তিনি না কান্দিলেও, "আহা বাছার ক্ষিদে পেয়েছে" বলিয়া কখনও মাতা, কখনও বা ধাত্রীরা তাঁহাকে স্তন্য পান করাইতেন। অন্য বালকেরা যথাসময়ে স্তন্য না পাইলেই কান্দিত; কিন্তু মহাসত্ত্ব না কান্দিতেন, না ঘুমাইতেন, না হাত পা গুটাইতেন, না কোন শব্দ শুনিতে পাইয়াছেন এমন ভাব দেখাইতেন। ধাত্রীরা ভাবিল, 'পীঠসর্পীর হাত পা ত এমন হয় না; যাহারা মূক তাহাদের ত হনুর গঠন এমন নয়; যাহারা বধির, তাহাদের কর্ণের গঠন ত অন্যরূপ। তেমিয়কুমারের এরূপ হইবার নিশ্চয় অন্য কোন কারণ আছে। দেখা যাউক, ব্যাপার কি?, তাহা বাহির করিতে পারি কিনা' ইহা চিন্তা করিয়া তাহারা প্রথমে দুগ্ধ দ্বারা পরীক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিল এবং কুমারকে সারাদিন দুগ্ধ খাইতে দিল না। কুমার পিপাসার্ত হইয়াও দুগ্ধের জন্য কোন শব্দ করিলেন না। তখন তাঁহার মাতা গিয়া বলিলেন, বাছার আমার ক্ষিদে পেয়েছে'। তিনি কুমারকে দুগ্ধ দেওয়াইলেন। এই রূপে মাঝে মাঝে দুগ্ধ দ্বারা এক বৎসর কাল পরীক্ষা করিল; কিন্তু কি বিশিষ্ট কারণে যে ঐ দশা ঘটিয়াছে, তাহা দেখিতে পাইল না। তখন তাহারা ভাবিল, 'শিশুরা পূপমোদকাদি মিষ্ট দ্রব্য খাইতে ভালবাসে; এই সকল দ্রব্য দ্বারাই কুমারকে পরীক্ষা করিতে হইবে।'

তাহারা কুমারের নিকটে সেই বালকদিগকে বসাইত; নানাবিধ মোদকাদি আনয়ন করিয়া অদূরে রাখিয়া দিত, 'তোমরা যে যত ইচ্ছা কর, মিঠাই খাও' বলিয়া নিজেরা লুকাইয়া দেখিত; অন্য বালকেরা পরস্পর মারামারি ও কলহ করিয়া মিষ্টান্ন খাইত; কিন্তু মহাসত্ত্ব ভাবিতেন, 'তমিয়, যদি নরকে যাইতে চাও, তবে মিষ্টান্ন খাও।' নরকের ভয়ে মিষ্টান্নের দিকে দৃষ্টিপাতও করিতেন না। পূপমোদকাদি দ্বারা এইরূপে এক বৎসর পরীক্ষা করিয়াও তাহারা কুমারের নিশ্চেষ্টতার কোন কারণ দেখিতে পাইল না। ইহার পরও তাহাদের মনে হইল, 'শিশুরা নানা রূপ ফল খাইতে ভালবাসে।' তাহারা নানারূপ ফল আনায়ন করিয়া পরীক্ষা করিল; অন্য শিশুরা কাড়াকাড়ি করিয়া ফল খাইত; মহাসত্ত্ব সে দিক দৃকপাতও করিতেন না। ফল দ্বারা এক বৎসর পরীক্ষা চলিল; কিন্তু তাহাদের চেষ্টা বিফল হইল। শিশুরা ক্রীড়নকপ্রিয়, এই বিশ্বাসে তাহারা সুবর্ণনির্ম্মিত গজ প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি নিকটে রাখিয়া দিত; অন্য বালকেরা, যেন লুঠের দ্রব্য পাইয়াছে এইভাবে, সেগুলি গ্রহণ করিত; কিন্তু সে দিকে মহাসত্ত্বের দৃষ্টি যাইত না। ক্রীড়নক দ্বারাও এইরূপে এক বৎসর বৃথা পরীক্ষা হইল। চারি বৎসর বয়সে শিশুরা ভোজ্যদ্রব্য বড় ভালবাসে, ইহা মনে করিয়া তাহারা নানারূপ ভোজ্য আনিয়া দিতে লাগিল; অন্য শিশুরা সে সমস্ত টুকরা টুকরা করিয়া খাইয়া ফেলিত; মহাসত্ত্ব ভাবিতেন, 'তেমিয়, তুমি যে কত জন্ম অনাহারে কাঁটাইয়াছ তাহা গণিয়া শেষ করা যায়না'। তিনি নরকের ভয়ে ভোজ্য দ্রব্যের দিকে তাকাইতেন না। ইহাতে মাতার বুক যেন ফাটিয়া যাইত; তিনি সহিতে না পারিয়া নিজেই গিয়া কুমারকে খাওয়াইতেন।[১] পঞ্চবর্ষীয় বালকেরা অগ্নিকে ভয় করে, ইহা ভাবিয়া তাহারা কুমারকে অগ্নি দ্বারা পরীক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিল। তাহারা বহু দ্বারবিশিষ্ট একখানি বড় ঘর প্রস্তুত করাইত, উহা তাল পাতা দিয়া ছাওয়াইত, মহাসত্ত্বকে অন্যান্য বালকদিগের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া ঐ ঘরে বসাইত এবং আগুন লাগাইত। অন্যান্য বালকেরা ভয়ে চীৎকার করিতে করিতে পলাইত; মহাসত্ত্ব ভাবিতেন, নরকযন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা ইহা বরং ভাল।' তিনি নিরোধসমাপন্নবৎ[২] নিশ্চল থাকিতেন। অতঃপর আগুন যখন তাঁহার কাছে আসিত, তখন তাঁহারা তাহাকে বাহিরে লইয়া যাইত। ষড়বর্ষীয় বালকেরা মত্তহস্তী দেখিয়া ভয় পায়, এজন্য তাহারা একটা হস্তীকে বেশ শিক্ষিত করিয়া,

---

[১]। "অথস্‌স মাতা সয়মেব হদয়েন ভজ্‌জমানা বিয় অসহন্তেন সহথেন ভোজনং ভোজেসি" এই পাঠ অনূদিত হইল।

[২]। নিরোধ—কায়িক, বাচনিক ও চেতচিক বৃত্তিসমুহের ক্রিয়ারাহিত্য। নিরোধসমাপন্ন = মহাধ্যান মগ্ন।

বোধিসত্ত্বকে অন্যান্য বালকদিগের সহিত রাজাঙ্গণে বসাইত এবং হাতীটাকে সেখানে ছাড়িয়া দিত। হাতীটা ক্রৌঞ্চনাদ করিতে করিতে এবং শুণ্ড দ্বারা ভুতলে আঘাত করিতে করিতে ভয় দেখাইতে দেখাইতে অগ্রসর হইত; অন্যান্য বালকেরা মরণভয়ে দিগ্‌বিদিকে ছুটিয়া যাইত; মহাসত্ত্ব নরক ভয়ে সেখানেই বসিয়া থাকিতেন; সুশিক্ষিত হস্তীটা তাঁহাকে লইয়া একবার উপরে, একবার নিচে দোলাইত এবং শেষে তাঁহার শরীরে কোনরূপ আঘাত না করিয়া চলিয়া যাইত। ক্রমে বোধিসত্ত্বের বয়স সাত বৎসর হইল; তিনি যখন বালকগণ-পরিবৃত হইয়া বসিয়া থাকিতেন, তখন তাহারা কয়েকটা উৎপাটিতবিষদন্ত ও বদ্ধমুখ সর্প আনিয়া সেখানে ছাড়িয়া দিত। অন্যান্য বালকেরা চীৎকার করিতে করিতে পলাইয়া যাইত, মহাসত্ত্ব কিন্তু নরকের ভয় চিন্তা করিয়া নিশ্চল থাকিতেন, তিনি ভাবিতেন, 'ক্রুদ্ধ সর্পের মুখেও প্রাণত্যাগ শ্রেয়স্কর'। সর্পগুলি তাঁহার সর্ব্বশরীর বেষ্টন করিয়া মস্তকের উপর ফণ তুলিয়া থাকিত, কিন্তু ইহাতেও তিনি বিচলিত হইতেন না। এইরূপে তাঁহারা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিল; কিন্তু কিছুতেই মহাসত্ত্বের কোন বিশিষ্ট দোষ দেখিতে পাইল না। বালকেরা সমাজোৎসব ভালবাসে, ইহা মনে করিয়া তাঁহারা মহাসত্ত্বকে পঞ্চশত বালকের সহিত রাজাঙ্গনে বসাইয়া সেখানে বহু নট আনয়ন করিত। অন্যান্য বালকেরা নটদিগের ক্রীড়া দেখিয়া বাহাবা দিত ও হাস্যকরিত; কিন্তু মহাসত্ত্ব ভাবিতেন, 'নরকে জন্মিলে মুহুর্ত্তের জন্যও হাস্য ও আনন্দ থাকে না'; তিনি নরকের ভয় ভাবিয়া নিশ্চল থাকিতেন; নটদিগের দিকে দৃকপাতও করিতেন না। বার বার এ পরীক্ষাদ্বারাও তাহারা মহাসত্ত্বের কোন বিশিষ্ট দোষ বাহির করিতে পারিল না। অতঃপর তাহারা খড়ুগের দ্বারা পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে মহাসত্ত্বকে বালকদিগের সহিত রাজাঙ্গণে বসাইত। বালকেরা যখন ক্রীড়ায় রত হইত, তখন একটা লোক স্কটিকবর্ণের একখানি খড়ুগ ঘুরাইতে ঘুরাইতে, লম্ফ দিতে দিতে ও বিকট রব করিতে করিতে সেখানে ছুটিয়া আসিত। সে বলিত, 'কাশীরাজের নাকি একটা অপেয়ে (কালকর্ণী) ছেলে হইয়াছে। (সেটা কোথায়? তাহার মাথা কাটিব)।' তাহাকে দেখিয়া অন্যান্য বালকেরা মহাভয়ে চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিত; বোধিসত্ত্ব কিন্তু নরকযন্ত্রণার কথা ভাবিয়া যেন কিছুই জানে না, এইভাবে বসিয়া থাকিতেন। লোকটা খড়ুগ দ্বারা তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া ভয় দেখাইত যে, তাঁহার মাথা কাটিবে; কিন্তু তাঁহাকে ভীত করিতে অসমর্থ হইয়া চলিয়া যাইত। বার বার এই পরীক্ষা করিয়াও তাহারা মহাসত্ত্বের কোন বিশিষ্ট দোষ দেখিতে পাইল না। এইরূপে নয় বৎসর অতীত হইল। তিনি প্রকৃতই বধির কি না, ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য দশম বর্ষে রাজভৃত্যেরা তাঁহার শয্যার চারিদিকে পর্দ্দা খাটাইত; উহার চারিকোণে চারিটা ছিদ্র রাখিত; তাঁহার

অজ্ঞাতসারে শয্যার নিম্নে কয়েকজন শঙ্খধ্মাতা রাখিত। শঙ্খধ্মাতারা সকলে একসঙ্গে শঙ্খধ্বনি করিত। রাজভবন শঙ্খনাদে নিনাদিত হইত; অমাত্যগণ পর্দ্দার চতুষ্কোণে যে সকল ছিদ্র থাকিত, সেইগুলির ভিতর দিয়া দেখিতেন; কিন্তু মহাসত্ত্বের যে একদিনও কোনরূপ চিত্তবিকার হইয়াছে, বা হস্তপদের বিকার হইয়াছে বা কোন অঙ্গ স্পন্দিত হইয়াছে, ইহা লক্ষ্য করিতে পারিতেন না। এইরূপে এক বৎসর অতীত হইল। পরবৎসর ভেরীর শব্দ দ্বারা পরীক্ষা করা হইল; তাহাতেও কোন দোষ দেখিতে পাওয়া গেল না। ইহার পর দীপ দ্বারা পরীক্ষা আরম্ভ হইল। কুমার রাত্রিকালে অন্ধকারে হস্তপাদ স্পন্দন করেন কি না ইহা দেখিবার জন্য রাজভৃত্যেরা কতকগুলি ঘটের মধ্যে দীপ জ্বালিত; তাহার পর কক্ষের অভ্যন্তরস্থ অন্য দীপগুলি নিবাইয়া কুমারকে কিয়ৎক্ষণ অন্ধকারে রাখিত, শেষে ঘটের মধ্যস্থ দীপগুলি একসঙ্গে তুলিত, ইহাতে সমস্ত কক্ষ উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইত; তাহারা এই আলোকে কুমার কোন রূপ অঙ্গ ভঙ্গী করেন কিনা পর্য্যবেক্ষণ করিত। কিন্তু এক বৎসর এ পরীক্ষা দ্বারাও তাহারা তাঁহার দেহের কুত্রাপি স্পন্দনমাত্র লক্ষ্য করিতে পারিলনা। তখন তাহারা স্থির করিল, কুমারকে গুড় দ্বারা পরীক্ষা করিতে হইবে। তাহারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে গুড় মাখাইয়া মক্ষিকা বহুল স্থানে শোওয়াইয়া রাখিত, ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি তাড়াইয়া তাহার দিকে লইয়া যাইত; সেগুলি তাহার সর্ব্ব শরীর ছাইয়া ফেলিয়া সূচীর মত হুল ফুটাইত; কিন্তু ইহাতেও তিনি নিরোধসমাপন্নৎ নিশ্চল থাকিতেন। পূর্ণ এক বৎসর বার বার এই পরীক্ষা করিয়াও রাজপুরুষেরা কুমারের কোন বিশিষ্ট দোষ দেখিতে পাইল না। কুমারের বয়স্ চৌদ্দ বৎসর হইলে রাজপুরুষেরা ভাবিল, 'কুমার এখন বড় হইয়াছে; এ বয়সে বালকেরা শুচিপ্রিয় ও অশুচি বিদ্বেষী হইয়া থাকে; অতএব ইহাকে অশুচি দ্বারা পরীক্ষা করা যাউক।' এই উদ্দেশ্যে তাহারা তখন হইতে তাহাকে স্নান করাইত না; তিনি মল মুত্র ত্যাগ করিয়া তাহারই মধ্যে শুইয়া থাকিতেন; দুর্গন্ধে দুর্গন্ধে তাঁহার পেটের নাড়ি ভুঁড়ি বাহির হইবার উপক্রম হইত, তাঁহাকে মাছিতে খাইত; লোকে তাঁহাকে ঘিরিয়া নিন্দা ও ভৎর্সনা করিত, "তেমিয়, তুমি এখন বড় হইয়াছ; কে সর্ব্বদা তোমার পরিচর্য্যা করিবে? তোমার কি লজ্জা হয় না; দিন রাত শুইয়া আছ কেন? উঠিয়া গা পরিস্কার কর।" কিন্তু এইরূপ ন্যক্কারজনক মল-রাশিতে নিমগ্ন থাকিয়াও মহাসত্ত্ব নিশ্চিষ্টভাবে গুথনরকের কথা ভাবিতেন যে গুথনরকের দুর্গন্ধে শত যোজন দুরস্থ লোকের হৃদয়ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। এক বৎসর কাল বার বার এই পরীক্ষা করিয়াও কেহ মহাসত্ত্বের ঈদৃশী দশার কোন হেতু নির্ণয় করিতে পারিলনা। অতঃপর তাহারা মহাসত্ত্বের শর্য্যার নিম্নে আগুনের মালসা রাখিতে লাগিল; তাহারা ভাবিল, 'কুমার যখন অগ্নির তাপে পীড়িত হইয়া আর যন্ত্রণা

সহ্য করিতে পারিবেন না, তখন হয়ত তাঁহার শরীরের স্পন্দন হইবে।' অগ্নির তাপে মহাসত্ত্বের শরীরে ফোস্কা পড়িল; কিন্তু তিনি ভাবিলেন, 'অবীচিনরকের অগ্নিশিখা শতযোজন পর্য্যন্ত উত্থিত হয়; তাহার তুলনায় এ উত্তাপ শতগুণে, সহস্র গুণে উপভোগ্য।' এইরূপে চিন্তা করিয়া তিনি উত্তাপ সহ্য করিতেন ও নিশ্চল রহিতেন। তাঁহার মাতাপিতার হৃদয় এ দৃশ্য দেখিয়া যেন বিদীর্ণ হইত; তাঁহারা লোকজনকে সরাইয়া মহাসত্ত্বকে অগ্নিসন্তাপের বাহিরে আনিতেন এবং বলিতেন, "বৎস তেমিয়, তুমি পীঠসর্পী, বা মুক, বা বধির হইয়া জন্ম নাই, ইহা আমরা জানি; যাহারা পীঠসর্পী, মূক, বা বধির, তাহাদের পা, মুক ও কান এরূপ হয় না। আমরা দেবতাদিগের নিকট কত প্রার্থনা করিয়া তোমাকে পাইয়াছি। আমাদের সর্ব্বনাশ করিওনা। সমস্ত জম্বুদ্বীপের রাজারা যাহাতে আমাদিগকে ধিক্কার না দেন, তুমি তাহার উপায় কর।" মাতাপিতা মহাসত্ত্বের নিকট এইরূপ যাচঞা করিতেন। কিন্তু তিনি সেই যাচঞা শুনিয়াও যেন শুনিতেন না; যথাপূর্ব্ব নিশ্চলভাবে শুইয়া থাকিতেন। ইহাতে তাঁহার মাতাপিতা কান্দিতে কান্দিতে চলিয়া যাইতেন। কখনও তাঁহার পিতা একাকী তাঁহার নিকট অনুরোধ করিতেন; কখনও বা তাঁহার মাতাই একা গিয়া ঐরূপ বলিতেন। এবংবিধ উপায়ে এক বৎসর পরীক্ষা করিয়াও কিন্তু কেহ, কি জন্য যে তাঁহার এ দশা, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। মহাসত্ত্বের যখন বয়স্ ষোল বৎসর হইল, তখন রাজা রানী প্রভৃতি ভাবিলেন, পীষ্ঠসর্পীই হউক, কিংবা মূকবধিরই হউক, এমন কেহই নাই, যে চিত্তরঞ্জক বিষয়ে সুখ পায় না, কিংবা যাহা প্রীতিজনক নয় তাহাতে প্রীতি পায়। যেমন যথাকালে পুস্পের বিকাশ হয়, তেমনি যথাবয়সে লোকের চিত্তেরও এইরূপ অবস্থা ঘটে। অতএব ইহার চিত্তরঞ্জনার্থ নট নর্ত্তকী প্রভৃতি দ্বারা নানারূপ অভিনয় করাইয়া পরীক্ষা করা যাউক। ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা দেবকন্যার ন্যায় বিলাসবতী পরমসুন্দরী রমণীগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "যে এই কুমারকে হাসাইতে অথবা কামপাশে বদ্ধ করিতে পারিবে, সেই ইহার অগ্রমহিষী হইবে।" তাঁহারা কুমারকে গন্ধোদকদ্বারা স্নান করাইলেন, দেবপুত্রের মত সাজাইলেন, দেব বিমানকল্প রাজকীয় প্রকোষ্ঠে রাজ শয্যায় শয়ন করাইলেন এবং সমস্ত কক্ষটী সুগন্ধ মাল্য (চন্দনের বা কর্পুরের মালা), পুষ্পমাল্য, ধূপ, বাস, মদিরা, আসব ইত্যাদির গন্ধে আমোদিত করিয়া চলিয়া গেলেন। রমণীগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া নৃত্যগীত, মধুরালাপ প্রভৃতি নানা উপায়ে অভিরমণের চেষ্টা পাইল; কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রজ্ঞাসহকারে অবলোকন করিলেন এবং পাছে তাহারা তাঁহার শরীর স্পর্শ করে, এই আশঙ্কায় নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া মৃতবৎ স্তব্ধকায় হইলেন। তাঁহার শরীর স্পর্শ করিতে না পারিয়া তাহারা ভাবিল, 'কি আশ্চর্য্য! ইহার শরীর মৃতের ন্যায় স্তব্ধ; এ মানুষ না; যক্ষ।'

তাহারা গিয়া কুমারের মাতাপিতাকে এই কথা জানাইল।

এইরূপে বার বার পরীক্ষা করিয়াও রাজা ও কুমারের এতাদৃশী দশার কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ষোল বৎসর ষোলটী মহাপরীক্ষা এবং বহু ক্ষুদ্র পরীক্ষা করিলেন; কিন্তু কিছুই বুঝিতে সমর্থ হইলেন না। রাজা নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া লক্ষণপাঠকদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমরা না কুমারের জন্মকালে বলিয়াছিলে যে, এ ধন্য-পুণ্যলক্ষণ এবং ইহার কোন রিষ্টি নাই! এইকুমার আজন্ম পীষ্ঠসর্পী ও মূকবধির। তোমাদের কথানুরূপ ফল হইল না কেন?" দৈবজ্ঞেরা বলিল, "মহারাজ, কিছুই আচার্য্যদিগের অগোচর নাই; কিন্তু আপনারা দেবতাদিগের নিকট এত প্রার্থনা করিয়া যে পুত্র লাভ করিয়াছেন, সে অপেয়ে (কালকর্ণী) হইবে একথা বলিলে আপনাদের দুঃখ হইতে পারে, ইহা মনে করিয়াই আমরা তখন প্রকৃত কথা বলি নাই।" "এখন আমার কর্ত্তব্য কি?" "মহারাজ, কুমার এই রাজভবনে বাস করিলে হয় আপনার, নয় মহিষীর জীবনান্ত হইবে, অথবা আপনার রাজ্য যাইবে। আমরা এই তিনটির একটী না একটী অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছি। অতএব একখানা অপেয়ে রথে অপেয়ে ঘোড়া যোতাইয়া কুমারকে তাহাতে তুলিয়া দিন; এবং পশ্চিমদ্বার দিয়া বাহির করাইয়া আমক শ্মশানে পুতিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করুন।" অমঙ্গলের কথা শুনিয়া রাজার ভয় হইল; তিনি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া দৈবজ্ঞদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

এই সংবাদ শুনিয়া চন্দ্রা রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি আমাকে একটী বর দিয়াছিলেন; আমিও উহা গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন কিছু চাই নাই। এখন আমি যাহা চাই, তাহা দান করুন" "কি চাও বল।" "আমার পুত্রকে রাজ্য দিন।" "না, দেবী; তাহা আমি দিতে পারিব না। তোমার পুত্র কালকর্ণী।" "মহারাজ, চিরজীবনের জন্য না হোক, সাত বৎসরের জন্য তাহাকে রাজ্য দিন।" "তাহা দিতে পারিব না।" "তবে পাঁচ, চারি, তিন, দুই, একবৎসর, সাত মাস, ছয় মাস, পাঁচ, চারি, দুই মাস, এক মাস, অর্দ্ধ মাসের জন্য দিন।" "না দেবী; আমি দিতে পারিব না।" "অন্ততঃ সাত দিনের জন্য দিন, মহারাজ।" "বেশ, এবার তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিলাম।" তখন চন্দ্রা পুত্রকে সাজাইলেন, নগরে ভেরী বাদন দ্বারা প্রচার করিলেন যে, তেমিয়কুমার রাজত্ব করিতেছেন। তিনি নগর সুসজ্জিত করাইয়া পুত্রকে গজস্কন্ধে আরোহন করাইলেন, তাঁহার মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র উত্থাপিত করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইলেন, প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে রাজকীয় শয্যায় শয়ন করাইয়া সমস্ত রাত্রি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "বাবা তেমিয় কুমার! তোর জন্যই এই ষোল বছর আমি ঘুমাই নাই; কান্দিয়া কান্দিয়া চক্ষু যাইতে বসিয়াছে; শোকে

বুক ফাটিবার উপক্রম হইয়াছে; তুই যে পীঠসর্পী ও মুকবধির হইয়া জন্মিস নাই, ইহা ও জানি; তুই আমাকে অনাথা করিস না, বাপ।" চন্দ্রা এইরূপে পর পর পাঁচদিন প্রার্থনা করিলেন। ষষ্ঠ দিনে রাজা সুনন্দ নামক সারথিকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাপু, কাল ভোরেই একখানা অপেয়ে রথে অপেয়ে ঘোড়া যুতিয়া কুমারকে তাহাতে শোওয়াইয়া এবং পশ্চিম দরজা দিয়া বাহির করিয়া আমক শ্মশানে লইয়া যাইবে। সেখানে একটী চারিকোণা গর্ত্ত খুঁড়িয়া কুমারকে তাহার মধ্যে ফেলিয়া দিবে; কোদালির পিঠ দিয়া মাথাাঁ ভাঙ্গিয়া তাহাকে মারিবে, শবের উপর মাটি ফেলিবে এবং সর্ব্বোপরি একটা মাটির ঢিবি করিয়া নিজে স্নান করিয়া এখানে ফিরিবে।" ষষ্ঠ রাত্রিতে কুমারের নিকট পূর্ব্ববৎ যাচঞা করিয়া চন্দ্রা বলিলেন "বাবা, কাশীরাজ তোকে কাল আমকশ্মশানে পুতিবার আদেশ দিয়াছেন। কাল, বাছা, তোর মরণ হইবে।" ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব আনন্দিত হইলেন; তিনি ভাবিলেন, আমি 'ষোল বৎসর যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি এতদিনে তাহা ফলবতী হইল' তাঁহার মাতার হৃদয় কিন্তু বিদীর্ণ প্রায় হইল। কিন্তু তাহা জানিয়াও, পাছে তাহার মনোরথ অপূর্ণ থাকে এই আশঙ্কায়, মহাসত্ত্ব মাতার সঙ্গে আলাপ করিলেন না।

এদিকে রজনী প্রভাতা হইল, সারথী সুনন্দ প্রত্যুষেই রথ সজ্জিত করিয়া দ্বার দেশে রাখিল এবং কুমারের শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক বলিল, "দেবী, আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন না; আমি রাজার আজ্ঞা পালন করিতেছি।" চন্দ্রা পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া পড়িয়াছিলেন। সুনন্দ তাঁহাকে হস্তপৃষ্ঠ দ্বারা সরাইয়া পুষ্পকলাপবৎ সুকুমার কুমারকে লইয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিল। চন্দ্রা বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে পরিদেবন করিতে করিতে মহাতলেই পড়িয়া রহিলেন তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি কথা না বলিলে ইহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইবে; ইনি মারা যাইবেন।' এবার তাঁহার কথা বলিবার ইচ্ছা হইল; কিন্তু তিনি আবার ভাবিলেন, কথা বলিলে এই ষোল বৎসর যে চেষ্টা করিয়া আসিলাম, তাহা ব্যর্থ হইবে; আমি কথা না বলিলে পরিণামে আমার এবং আমার পিতামাতারও কল্যাণ সাধিত হইবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি কথা বলিবার ইচ্ছা সংবরণ করিলেন।

অতঃপর সারথি কুমারকে রথে তুলিল এবং পশ্চিম দ্বারাভিমুখে রথ চালাইতে গিয়া উহা পূর্ব্বদ্বারাভিমুখে চালাইল। দ্বার অতিক্রম করিবার কালে রথের চাকা গোবরাটে প্রতিহত হইল। ঐ শব্দ শুনিয়া মহাসত্ত্ব অবিলম্বে তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবে বুঝিয়া আরও সন্তুষ্ট হইলেন। রথখানি নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেবতাদিগের অনুভাববলে তিন যোজন পথ অতিক্রম করিল; ঐ স্থানে

লোকালয় শেষ হইয়া বনভূমি আরম্ভ হইয়াছিল।[১] সারথির নিকট উহাই আমকশ্মশানরূপে প্রতীয়মান হইল। সে ঐ স্থানটী ভাল মনে করিয়া রথখানি সরাইয়া পথের ধারে রাখিল; নিজে অবতরণ করিয়া মহাসত্ত্বের আভরণগুলি খুলিল এবং ঐ গুলি একটা পুঁটুলি করিয়া এক স্থানে রাখিয়া কোদালি দ্বারা অদূরে গর্ত্ত খনন করিতে আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এখন আমার সামর্থ্য প্রয়োগের সময় আসিয়াছে। আমি ষোল বৎসর হাত পা চালি নাই; এ সব এখন আমার বশে আছে কি?' অনন্তর তিনি দাঁড়াইয়া বাম হস্ত দ্বারা দক্ষিণ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাম হস্ত এবং উভয় হস্ত দ্বারা পাদদ্বয় সংবাহনপুর্ব্বক রথ হইতে অবতরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। অমনি তাঁহার পাদপ্রতিষ্ঠা স্থানে মহাপৃথিবী বাতপূর্ণ ভস্ত্রাচর্ম্মের ন্যায় উদ্‌গত হইয়া রথের পশ্চাদ্‌ভাগ স্পর্শ করিল। তিনি অবতরণ করিয়া কয়েকবার ইতস্ততঃ চঙ্ক্রমণ করিয়া বুঝিলেন যে, ঐ ভাবেই এক দিনে শত যোজন যাইবার বল তাঁহার আছে। ইহার পর তাঁহার মনে হইল, 'সারথি যদি আমার প্রতি বল প্রয়োগ করে, তবে তাহাকে প্রতিরোধ করিতে পারি, এমন বল আমার আছে ত?' ইহা বুঝিবার জন্য তিনি পশ্চাদ্‌ভাগ ধরিয়া রথখানিকে বালকদিগের ক্রীড়ারথবৎ অবলীলাক্রমে উত্তোলন করিলেন। ইহাতে তাঁহার বিশ্বাস হইল যে, তিনি সারথিকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ। অনন্তর তাঁহার প্রসাধনের ইচ্ছা জন্মিল। অমনি শক্রভবন উত্তপ্ত হইল; শক্র ইহার কারণ বুঝিতে পারিয়া ভাবিলেন, 'তেমিয়কুমারের মনোরথপূর্ণ হইয়াছে; তিনি প্রসাধন ইচ্ছা করিতেছেন; মানুষ যে আভরণ ব্যবহার করে, তাহা ইহার পক্ষে তুচ্ছ।' তিনি দিব্য আভরণ দিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে বলিলেন, "যাও, কাশীরাজপুত্রকে গিয়া সজ্জিত কর।" বিশ্বকর্ম্মা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রস্থান করিলেন এবং তেমিয় কুমারকে দশ সহস্র দিব্য বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিযা দিব্য ও মানুষিক আভরণে মণ্ডিত করিলেন। ইহাতে তেমিয় কুমার স্বয়ং শক্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। সারথি যেখানে গর্ত্ত খনন করিতেছিল, তিনি শক্রলীলায় সেখানে গিয়া গর্ত্তের ধারে দাঁড়ইয়া তৃতীয় গাথা বলিলেন :

৩. কেন এত তাড়াতাড়ি করিছ খনন?
গর্ত্তে তব, হে সারথে, কিবা প্রয়োজন?

ইহা শুনিয়াও সারথি উপরে তাকাইল না; সে গর্ত্ত খনন করিতে করিতেই

১। পাঠ—"তখবনাঘটো সারথিস্‌স আমকসুসানং বিয়' ইত্যাদি। পাঠান্তর 'পন ঘটং।" বোধ হয় 'বন ঘটং' বা 'বন ঘটনং' এই পাঠ গ্রহণ করিলে সুসঙ্গত অর্থ পাওয়া যাইতে পারে। ঘটং বা ঘটনং = সন্ধিস্থান।

চতুর্থ গাথা বলিল :

৪. মূক, পঙ্গু, জড়বৎ রাজার তনয়;
আজ্ঞাদিলা তেঁই মোরে রাজা মহাশয় :
'খনন করিয়া গর্ত্ত কানন মাঝারে,
রাখ সেথা সমাহিত করিয়া কুমারে।'

মহাসত্ত্ব বলিলেন :

৫. মূক, বা বধির, কিংবা পঙ্গু, খঞ্জ নই আমি;
শুন সত্য, সারথিপ্রবর; তথাপি আমারে যদি
সমাহিত কর বনে, হবে তব পাপ ঘোরতর।

৬. দেখ চারু ঊরু মম, সুগঠিত বাহুদ্বয়,
বাক্য কর শ্রবণগোচর; তথাপি আমারে যদি
সমাহিত কর বনে, হবে তব পাপ ঘোরতর।

ইহা শুনিয়া সারথি ভাবিল, "এ কে? এখানে আসিবার পরেই এ এইরূপ আত্মবর্ণন করিতেছে!" সে গর্ত্তখনন হইতে বিরত হইয়া ঊর্দ্ধদিকে অবলোকন করিয়া মহাসত্ত্বের অলৌকিক রূপ দেখিতে পাইল এবং তিনি দেবতা, কি মানুষ, তাহা বুঝিতে না পারিয়া বলিল :

৭. দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিংবা দেবরাজ পুরন্দর,
কে তুমি, নিশ্চয় করি বল; পূণ্যবলে কে তোমায়
লভেছে তনয়রূপে? কোন্ কুল করেছ উজ্জ্বল?

তখন মহাসত্ত্ব সারথির নিকট আত্মপ্রকাশপূর্ব্বক ধর্ম্মদেশনা করিলেন :

৮. দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিংবা দেবরাজ পুরন্দর
নই আমি বলিনু নিশ্চয়; কাশীরাজপুত্র আমি,
সমাহিতে গর্ত্তে যারে আজ তুমি করেছ আশয়।

৯. কাশীরাজ পিতা মোর; সেবক তাঁহার তুমি,
দেখ ভাবি, সারথিপ্রবর; তথাপি আমারে যদি
সমাহিত করে বনে, হবে তব পাপ ঘোরতর।

১০. যে তরুর ছায়া সেবি লভে তৃপ্তি অনুক্ষণ,
তারই শাখা করিতে ছেদন পারে কি করিতে কেহ?
যে করে সে পাপ, তারে মিত্রদ্রোহী বলে সাধুজন।

১১. কাশীরাজ তরুবর; আমি হই শাখা তাঁর;
ছায়াসেবী সারথিপ্রবর; তথাপি আমায় যদি
সমাহিত কর বনে, হবে তব পাপ ঘোরতর।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে বলিলেও সারথি তাঁহার কথা বিশ্বাস করিল না। তাহার

বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য তিনি দশটি মিত্রপূজক গাথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় তাঁহার ব্রহ্মস্বরে এবং দেবতাদিগের সাধুকারে সমস্ত বনসন্ধিস্থান নিনাদিত হইল।

১২. মিত্রের হিতৈষী লোকে লভে অনায়াসে
খাদ্য, বহু পরিচর্য্যা গিয়া দূরদেশ।

১৩. মিত্রের হিতৈষী যেই, গ্রামে, কি নগরে,
সর্ব্বত্র সকলে তার সমাদর করে।

১৪. মিত্রের হিতৈষী যেই, দস্যুগণ তার
পারে না করিতে কোনরূপ অপকার।
না পারে করিতে যোদ্ধা হেয়জ্ঞান তারে;
দমন করিতে সর্ব্ব অরাতি সে পারে।

১৫. মিত্রের হিতৈষী যেই, প্রসন্নঅন্তরে
প্রবাস হইতে সেই ফিরে নিজ ঘরে।
জ্ঞাতিগণ মধ্যে সেই লভে শ্রেষ্ঠাসন;
সভায় সর্ব্বত্র হয় প্রশংসাভাজন।

১৬. মিত্রের হিতৈষী যেই, প্রাপ্তি হয় তার
সৎকারের বিনিময়ে সর্ব্বত্র সৎকার।
অন্যের গৌরব হানি করেনা কখন;
তাই সে সবার হয় গৌরবভাজন।
গুণ আর-কীর্ত্তি তার করে সবে গান;
কি স্বদেশে, কি বিদেশে পায় সে সম্মান

১৭. মিত্রের হিতৈষী যেই, পূজিয়া অপরে
অপরের ঠাঁই সেই পূজা লাভ করে।
প্রণমি অপরে হয় প্রণম্য তাহাদের;
হয় সে অধিকারী কীর্ত্তি ও যশের।

১৮. মিত্রের হিতৈষী যেই, সতত কমলা
থাকে না তাহার সঙ্গে হইয়া অচলা।
উজলে সে দশদিক্ গুণের ছটায়,
অগ্নি বা দেবতা যথা নিজের প্রভায়।

১৯. মিত্রের হিতৈষী যেই, তাহার গোধন
নবজাত বৎসে বৃদ্ধি পায় অনুক্ষণ।
উপ্তবীজ সব তার হয় অঙ্কুরিত;
কৃষিফল ভুঞ্জি সেই হয় আনন্দিত।

২০. মিত্রের হিতৈষী যেই, তাহার কখন,
দরীগিরি কিংবা বৃক্ষ হইতে পতন
হয় যদি, করে সেই লাভ নিঃশংসয়
হেন স্থান, বাঁচে যাহা করিয়া আশ্রয়।

২১. প্ররোহ রক্ষিত বট তরুকে যেমন
উৎপাটিতে কখন(ও) না পারে প্রভঞ্জন,
মিত্রের হিতৈষী যেই, তেমনি তাহারে
পরাস্ত করিতে কভু শত্রুরা না পারে।

মহাসত্ত্ব এই সকল গাথা দ্বারা ধর্ম্মদেশন করিলেও সুনন্দ তাঁহাকে চিনিতে পারিল না; সে রথের নিকট গেল; কিন্তু সেখানে রথ ও অলঙ্কারভাণ্ড না দেখিয়াই ফিরিয়া গিয়া সে কুমারের নিকট দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক তাঁহাকে চিনিতে পারিল, এবং তাঁহার পদতলে পড়িয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিল :

২২. এস, রাজপুত্র; পুনঃ স্বগৃহে তোমারে লয়ে যাই;
সুখে থাক, কর রাজ্য; এবনে থাকিয়া কাজ নাই।

মহাসত্ত্ব বলিলেন :

২৩. সে রাজ্যে, সে ধনে, কিংবা জ্ঞাতিগণে নাই প্রয়োজন।
রাজ্য হেতু পাপপথে করিতে হইবে বিচরণ।

সারথি বলিল :

২৪. ফিরি যদি যাও ঘরে, পূর্ণপাত্র লয়ে হাতে
বরিবে তোমায় সর্ব্বজন, জনক জননী তব
তুষ্ট হয়ে দান মোরে করিবেন সুপ্রচুর ধন।

২৫. ফিরি যদি যাও ঘরে, অন্তঃপুরবাসিনীরা,
বালক, ব্রাহ্মণ, বৈশ্যগণসন্তুষ্ট হইয়া সবে
করিবেন দান মোরে যথাসাধ্য বহুবিধ ধন।

১৬. ফিরি যদি যাও ঘরে, গজসাদী, অশ্বসাদী,
রথী আর পদাতিকগণ, সন্তুষ্ট হইয়া সবে
করিবেন দান মোরে যথাসাধ্য বহুবিধ ধন।

২৭. ফিরি যদি যাও ঘরে, সমাগত হয়ে সেথা
পৌর আর জানপদগণ, অপার আনন্দ লভি
দিবেন আমায় সবে উপহার নানাবিধ ধন।

মহাসত্ত্ব বলিলেন :

২৮. পিতা, মাতা, রথী। পৌর, বালক সবাই
করিল আমারে ত্যাগ; গৃহ মোর নাই।

২৯. দিলা অনুমতি মাতা; সর্ব্বথা বর্জ্জন
করিলা জনক মোরে; প্রব্রজ্যাগ্রহণ
একাকী অরণ্যে আমি করিলাম তাই;
কামের বাসনা মোর অণুমাত্র নাই।

৩০. যে জন না করে ত্বরা, ফলাশা তাহার (ও) সিদ্ধ হয়;
ব্রহ্মচর্য্য করি লাভ হইলাম সিদ্ধার্থ নিশ্চয়।

৩১. যে না করে ত্বরা, সেও হিতপরাকাষ্ঠা লাভ করে;
ব্রহ্মচর্য্য লাভ করি নিষ্ক্রমণ নির্ভয়অন্তরে।

সারথি বলিল :

৩২. এত মিষ্টভাষী তুমি, এমন সুস্পষ্ট বাক্য তব;
মাতার পিতার ঠাঁই কেন তবে ছিলে হে নীরব?

মহাসত্ত্ব বলিলেন :

৩৩. অঙ্গসন্ধি নাই মোর ভাবিওনা মনে;
পঙ্গুবৎ রহি নাই আমি সে কারণে।
কর্ণ আছে; তবু আমি বধির সেজেছি;
জিহ্বা আছে, তবু আমি মূক হইয়াছি।

৩৪. পূর্ব্বজন্মকথা মোর হয়েছে স্মরণ;
করেছিনু কিছুদিন রাজত্ব তখন।
রাজত্বের অবসানে হইল আমার
নরকে পড়িয়া একশেষ যন্ত্রণার।

৩৫. করিনু রাজত্ব আমি বিংশতি বৎসর;
ভুঞ্জিনু তাহার ফল অতি ভয়ঙ্কর;—
অশীতিসহস্র বর্ষ সে পাপের ফলে
পুড়িলাম অহর্নিশ নরক-অনলে।

৩৬. রাজ্যের নামেতে তাই ভয় বড় করে;
রাজ্যে পাশে অভিষিক্ত করায় আমারে,
এই আশঙ্কায় মূক সাজিনু সর্ব্বথা,
পিতার, মাতার সঙ্গে না কহিনু কথা।

৩৭. কোলে মোরে লয়ে পিতাপরুষবচনে,
দিলেন ভীষণ এই আজ্ঞা ভৃত্যগণে,
'বধ এরে , বান্ধি এরে রাখ কারাগারে,
শক্তিদ্বারা কাঁ এরে খণ্ড খণ্ড করে;
ইহারে করহ গিয়া শূলে আরোপিত।'

শুনিয়া হৃদয় মোর হইল কম্পিত।

৩৮. শুনি যে দারুণ বাণী কাঁপে মোর বুক;
অমূক হইয়া আমি সাজিলাম মূক।
অপঙ্গু হইয়া থাকি পঙ্গুর মতন
নিজের বিণ্মূত্রে পরিপ্লুত অনুক্ষণ।

৩৯. দুঃখময় ক্ষণস্থায়ী জীবের জীবন;
তার পরে পাপ লোকে করে কি কারণ?

৪০. এই জীবনের তরে আছে কি এমন
প্রজ্ঞাহীন, ধর্ম্মদৃষ্টিহীন কোনজন,
প্রণাতিপাতাদি পাপে হয় যে রত?
ধিক্ হেন পাষাণ্ডেরে, ধিক্ শত শত!

৪১. যে জন না করে ত্বরা, ফলাশা তাহার্ও সিদ্ধ হয়;
ব্রহ্মচর্য্য লাভ করি হইলাম সিদ্ধার্থ নিশ্চয়।

৪২. যে না করে ত্বরা, সেও হিতপরাকাষ্ঠা লাভ করে;
ব্রহ্মচর্য্য লভি করি নিষ্ক্রমণ নির্ভয় অন্তরে।

ইহা শুনিয়া সুনন্দ ভাবিল, 'এই কুমার ঈদৃশী রাজশ্রীকে গলিত শব মনে করিয়া বর্জ্জন করিতেছেন; এবং নিজের সঙ্কল্প অব্যাহত রাখিয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণার্থ অরণ্যে আসিয়াছেন। আমারই বা এই কষ্টকর জীবনে কি প্রয়োজন? আমিও ইহার সঙ্গে প্রব্রজ্যা লইব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে বলিল :

৪৩. আমিও প্রবজ্যা লব নিকটে তোমার;
'এস ভিক্ষু ' বলি মোরে করহ আহ্বান,
সুখে থাক, কর পূর্ণ প্রার্থনা আমার,
প্রব্রজ্যা পাইতে বড় ব্যগ্র মোর প্রাণ।

সুনন্দের প্রার্থনা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি যদি ইহাকে এখনই প্রব্রজ্যা দেই, তবে আমার মাতাপিতার এখানে আসা ঘটিবে না; ইহাতে তাঁহাদের ক্ষতি হইবে, কারণ এই অশ্ব, রথ ও আভরণভাণ্ড সমস্তই বিনষ্ট হইবে; আমারও নিন্দা হইবে, কারণ লোকে ভাবিবে, আমি প্রকৃতই যক্ষ; আমি সারথিকে খাইয়া ফেলিয়াছি।' এইরূপ চিন্তা করিয়া আত্মনিন্দা পরিহারার্থ এবং মাতাপিতার মঙ্গলসাধনার্থ তিনি সারথিকে বুঝাইলেন যে, সে অশ্ব, রথ ও আভরণভাণ্ড প্রত্যর্পণের জন্য রাজার নিকট ঋণী। তিনি বলিলেন :

৪৪. অনৃণ হইয়া এস, রথ করি প্রত্যর্পণ;
অনৃণ(ই) প্রব্রজ্যা পায়, বলে ইহা ঋষিগণ।

সারথি ভাবিল, 'আমি নগরে গমন করিলে কুমার যদি অন্যত্র চলিয়া যান

এবং এই বৃত্তান্ত শুনিয়া আমার পুত্রকে দেখাও' বলিয়া মহারাজ এখানে আসিয়া ইহাকে দেখিতে না পান, তবে আমাকে দণ্ড দিবেন। অতএব আমার বর্ত্তমান অবস্থা বুঝাইয়া, ইনি যে চলিয়া যাইবেন না, এরূপ অঙ্গীকার গ্রহণ করা আবশ্যক।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে দুইটী গাথা বলিল :

৪৫. তোমার আদেশ রক্ষা করিব আমি যেমন,
আমারও প্রার্থনা এক করহ তুমি পূরণ–

৪৬. রাজাকে লইয়া সঙ্গে যতক্ষণ নাহি ফিরি,
এই স্থানে অবস্থিতি কর তুমি দয়া করি।
পিতা তব পুনর্ব্বার পুত্রমুখদরশনে,
বোধ হয়, পাইবেন অপার আনন্দ মনে।

মহাসত্ত্ব বলিলেন :

৪৭. পূরিব প্রার্থনা তব, সারথে, আমি নিশ্চয়;
পিতাকে দেখিতে হেথা আমার(ও) বাসনা হয়।

৪৮. আমার কুশলবার্ত্তা বল গিয়া জ্ঞাতিগণে;
জানাবে প্রণাম মোর মাতাপিতৃ-শ্রীচরণে।
এই আদেশ গ্রহণ করিয়া

৪৯. নমি কুমারের পায় প্রদক্ষিণ করি তাঁরে তখন সারথি
রথে করি আরোহণ রাজদ্বারে উপনীত হ'ল শীঘ্রগতি।

এই সময়ে চন্দ্রাদেবী প্রাসাদবাতায়ন উদ্ঘাটনপূর্ব্বক তাঁহার পুত্রের কোন সংবাদ আসিল কি না, জানিবার জন্য সারথির আগমনপথ অবলোকন করিতেছিলেন। তিনি সারথিকে একা আসিতে দেখিয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন।

[এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার শাস্তা বলিলেন,

৫০. সারথি ফিরেছে একা; শূন্যরথ, হায়!
দেখি ইহা জননীর বুক ফেটে যায়।

এই নিদারুণ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অশ্রুপূর্ণনেত্রে মাতা লাগিল কান্দিতে :

৫১. 'এই ত সারথি সেই, পুত্রকে আমার
বধিয়া ক'রেছে আজ্ঞা পালন রাজার।
রেখেছে বাছারে পুতি গর্ত্তেতে নিশ্চয়;
মাটিতে মাটির দেহ মিশিয়াছে, হায়।

৫২. তেমিয়কে করি বধ ফিরিল সারথি,
দেখি ইহা শত্রুগণে হৃষ্ট হবে অতি।'

৫৩. সারথি ফিরেছে একা; শূন্য রথ হায়!
দেখি ইহা সাশ্রুনেত্রে জননী শুধায় :

৫৪. "সত্যই কি মূকপঙ্গু ছিল বাছাধন?
গর্ত্তে ফেলি যবে তারে করিলে নিধন,
বিলাপ তখন সে কি কিছু করে নাই?
বল সত্য, হে সারথে, তোমার সুধাই।

৫৫. গর্ত্তে ফেলি যবেতারে করিলে নিধন,
হাত পা ছুড়িয়া বাধা দিল কি তখন?'

সারথি বলিল :

৫৬. রাজপুত্র মুখে যাহা করেছি শ্রবণ,
দেহবল তাঁর যাহা করেছি দর্শন
সত্য করি তোমাকে বলিব সমুদায়,
যদি, আর্য্যে, দাও তুমি অভয় আমায়।

চন্দ্রাদেবী বলিলেন :

৫৭. অভয় দিলাম, সৌম্য; বল অকপটে
দেখিলে যা', শুনিলে যা' বাছার নিকটে।

সারথি বলিল :

৫৮. নন মূক, ননপঙ্গু তনয় তোমার;
নিঃসরে সুস্পষ্ট বাণী মুখ হতে তাঁর।
কাঁপিতেন সদা তিনি রাজত্বের ভয়ে,
মূকপঙ্গুবৎ, তাই, ছিলেন আলয়ে।

৫৯. স্মৃতিপথে জাগে তাঁর পূর্ব্বজন্ম কথা;
ছিলেন আরূঢ় তিনি রাজপদে হেথা।
কিন্তু তাঁর পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর;
করিতে হইল ভোগনরক দুস্তর।

৬০. করিলেন রাজ্য তিনি বিংশতি বৎসর;
ভুঞ্জিলেন প্রতিফল তার ভয়ঙ্কর;
অশীতিসহস্র বর্ষ সে পাপের ফলে
পুড়িলেন অহর্নিশ নরক অনলে।

৬১. রাজ্যের নামেতে বড় ভয় পেয়ে মনে
সাজিলেন মূকপঙ্গু তিনি সে কারণে।
রাজ্য পাছে দেন তাঁরে এই ভয়ে সদা
নীরব ছিলেন তিনি বলেননি কথা।

৬২. অঙ্গপ্রত্যঙ্গের তাঁর নাই দোষ কোন;
শাল প্রাংশু, ব্যূঢ়োরস্ক দেহ সুগঠন।
সুস্পষ্টমধুরভাষী, মহাপ্রজ্ঞান্বিত
হ'য়েছেন স্বমার্গে তিনি প্রতিষ্ঠিত।

৬৩. দেখিতে তনয়ে যদি ইচ্ছে হয় মনে
অবিলম্বে চল, দেবী, তুমি মোর সনে।
লইব তোমারে আমি, প্রশান্ত অন্তরে
যেখানে তেমিয় এবে অবস্থিতি করে।

সারথিকে প্রেরণ করিয়া কুমার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় জানিয়া শক্র বিশ্বকর্ম্মাকে বলিলেন, "যাও; তেমিয় কুমার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে চান; তাঁহার জন্য পর্ণশালা নির্ম্মাণ এবং প্রব্রাজক ব্যবহার্য্য সমস্ত উপকরণের ব্যবস্থা করিয়া এস।" বিশ্বকর্ম্মা 'যে আজ্ঞা, বলিয়া সত্বর গমন করিলেন ত্রিযোজনব্যাপী বনভূমিতে আশ্রম প্রস্তুত করিলেন, তাহার মধ্যে দিবাবাসের ও রাত্রিবাসের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিলেন, সমস্ত তপোবনটীকে পুষ্করিণী, গুহা, ফলবৃক্ষ ইত্যাদি দ্বারা সাজাইলেন এবং প্রব্রাজকদিগের ব্যবহার্য্য সর্ব্ববিধ উপকরণের ব্যবস্থা করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। মহাসত্ত্ব দেখিয়াই বুঝিলেন, আশ্রমটী শক্রদত্ত; তিনি পর্ণশালার অভ্যন্তরে গিয়া পরিহিত বস্ত্রত্যাগ করিলেন, রক্তচীবরের অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস পরিধান করিলেন, এক স্কন্ধে অজিন ধারণ করিলেন, জটামন্ডল বন্ধন করিলেন এবং কান্ধে বাঁক লইয়া ও ভিক্ষুজনোচিত দন্ড হস্তে লইয়া পর্ণশালা হইতে বাহির হইলেন। এইরূপে পূর্ণপরিব্রাজকশ্রী ধারণপূর্ব্বক তিনি ইতঃস্ততঃ চঙ্ক্রমণ করিতে করিতে মনের উল্লাসে বলিতে লাগিলেন, 'অহো! কি সুখ! অহো! কি সুখ!' তিনি পুনর্ব্বার পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া কাষ্ঠাসনে উপবেশন পূর্ব্বক পঞ্চ অভিজ্ঞা লাভ করিলেন। অতঃপর সন্ধ্যাকালে তিনি পুনর্ব্বার বাহিরে গেলেন, অদূরবর্ত্তী একটী কারবৃক্ষ হইতে কতকগুলি পাতা লইয়া শক্রদত্ত পাত্রে অলবণ, অতক্রজলে, কোনরূপ মশলা না দিয়া[১] সিদ্ধ করিলেন, উহাই অমৃতজ্ঞানে ভোজন করিলেন এবং ব্রহ্মবিহারচতুষ্টয় ভাবিতে ভাবিতে সেখানেই বাস করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

এদিকে, সুনন্দের কথা শুনিয়া কাশীরাজ প্রধান সেনাপতিকে আহ্বান করিয়া যাত্রার জন্য উদ্‌যোগ করিতে বলিলেন।

---

[১] 'নিদ্ধুপানে উদকে সেদেত্বা = কোনরূপ মশলা দেওয়া হয় নাই এমন জলে সিদ্ধ করিয়া। 'কার'পত্র সম্বন্ধে অকীর্ত্তিজাতকের (৪৮০) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৬৪. যোত রথে অশ্ব সব; গজপৃষ্ঠে যোত্রদ্বারা
বান্ধহ আসন; বাজাও পণব, শঙ্খ;
একমুখী ভেরী সব করহ বাদন।

৬৫. সুসন্নদ্ধ ভেরী সব, দুন্দুভি মযুস্বরা
লাগুক বাজিতে; আন সব পৌরজনে;
যাইব পুত্রকে আমি এবে বুঝাইতে।

৬৬. পুরন্ধ্রী কুমারগণ বৈশ্য- ব্রাহ্মণাদি সবে বল সাজাইতে
নিজ নিজ যান সব; যাইব পুত্রকে আমি এবে বুঝাইতে।

৬৭. গজসাদী, দেহরক্ষী, রথী পদাতিকগণে বল সাজাইতে
নিজ নিজ যান সব; যাইব পুত্রকে আমি এবে বুঝাইতে।

৬৮. পৌরজানপদগণে সমবেত করি হেথা বল সাজাইতে
নিজ নিজ যান সব; যাইব পুত্রকে আমি এবে বুঝাইতে।

রাজার আজ্ঞা পাইয়া সারথিরা রথে অশ্ব যোজন করিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইল এবং রাজাকে সংবাদ দিল।

[এই বৃত্তান্ত বিশদ করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৬৯. সৈন্ধব তুরগ রথে হইল যোজন;
সারথিরা রাজদ্বারে করিল গমন।
বলে, 'ভূপ, রথে অশ্ব হ'য়েছে যোজিত;
আজ্ঞাপ্রতীক্ষায় সবে দ্বারে উপস্থিত।']

রাজা বলিলেন :

৭০ ক। স্থুল অশ্ব মন্দগতি; কৃশ বলহীন।

তিনি সারথিকে বলিলেন, 'এরূপ অশ্ব যেন গ্রহণ করা না হয়।' সারথি বলিল :

৭০ খ। ভাল অশ্ব যুতিয়াছি, বর্জ্জি স্থূল, ক্ষীণ।

পুত্রের নিকট যাইবার কালে রাজা চতুর্ব্বর্ণের ও অষ্টাদশ শ্রেণীর সমস্ত লোক এবং নিজের সমস্ত সৈন্যসামন্ত সমবেত করাইলেন। এই আয়োজন সম্পন্ন করিতে তিন দিন অতিবাহিত হইল। চতুর্থ দিনে, যে যে দ্রব্য সঙ্গে লওয়া আবশ্যক, সমস্ত লইয়া তিনি রাজধানী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং পুত্রের আশ্রমে গিয়া তৎকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া প্রীতিসম্ভাষণ করিলেন।

[এই ঘটনা বিপদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৭১. ভূপতি তখন ত্বরা করিলেন আরোহন সজ্জিত স্যন্দনে,
'চল সবে সঙ্গে মোর,' বলিয়া দিলেন আজ্ঞা রাজপত্নীগণে।

৭২. চমর, উষ্ণীষ, খড়্গ, পাদুকা, ধবলচ্ছত্র করিয়া গ্রহণ,

সুবর্ণ- খচিত চারু সমুজ্জ্বল রাজরথে করি আরোহন,
৭৩. সারথিকে পুরোভাগে রাখি করিলেন যাত্রা কাশীনগর পতি;
যেখানে প্রশান্তমনে তেমিয় ছিলেন, সেথা যান শীঘ্রগতি।
৭৪. বেষ্টিত ক্ষত্রিয়গণে দীপ্ত-হুতাশনবৎ রাজাকে তেমিয়
আসিতে দেখিয়া সেথা করিলেন মিষ্টভাষে সম্ভাষণ প্রিয়।
৭৫. "কুশল ত তব, পিতঃ? অসুখ ত নাই কিছু? রাজকন্যাগণ,
যাঁহারা আমার মাতা, আছেন ত সবে হ'য়ে আরোগ্যভাজন।"
৭৬. "কুশল আমার পুত্র; অসুখ কিছুই নাই; রাজকন্যাগণ,
যাঁহারা তোমার মাতা, আছেন সকলে হ'য়ে আরোগ্যভাজন।"
৭৭. "মদ্য ত না কর পান? সুরা ত অপ্রিয় তব? সত্যে, ধর্ম্মে, দানে
পাও ত আনন্দ মনে? পাল ত এ ব্রতত্রয় সদা সাবধানে?"
৭৮. "মদ্য নাহি করি পান; অপ্রিয় আমার সুরা;
সত্যে, ধর্ম্মে, দানে পাই আমি প্রীতি মনে;
পালি এই ব্রতত্রয় সদা সাবধানে।"
৭৯. "নীরোগ ত অশ্বগণ? গজাদি বাহন তব নীরোগ ত সব?
শরীরের পীড়াকর কোনরূপ ব্যাধি, পিতঃ, হয় নি ত তব?"
৮০. "নীরোগ তুরগগণ; গজাদি বাহন মোর নীরোগ সকল;
শরীরের পীড়াকর হয় নাই ব্যাধি কোন; আছি আমি ভাল।"
৮১. "রাজ্যের প্রত্যন্ত তব শান্ত ও সমৃদ্ধিশালী আছে ত সতত?
রাজ্যমধ্যবর্ত্তী ভাগ ধনেজনে পরিপূর্ণ রয়েছে ত, পিতঃ?"
কোষ, কোষস্থিত ধন রয়েছে ত অনুক্ষণ পূর্ণ ও রক্ষিত?
অনবধানতাহেতু হয় না ত সে সকল কভু অপচিত?
৮২. "স্বাগত; হে মহারাজ![১] তোমার দর্শনে
বড়ই আনন্দ আজ পাইলাম মনে।
আন হে, তোমারা হেথা পল্যঙ্ক সত্বর;
বসুন উপরে তার সুখে নরবর।"]

মহাসত্ত্বের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ রাজা পল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন না। ইহা দেখিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'ইনি যদি পল্যঙ্কে উপবেশন না করেন, তবে পর্ণাস্তরণ প্রস্তুত কর।' উহা প্রস্তুত হইলে তিনি বলিলেন :

---

[১]। "স্বাগতং তে মহারাজ অথো তে অদুরাগতং"। —অদুরাগতং শব্দটি (ন+দুর + আগতং) অবিকল welcome শব্দের তুল্যার্থবাচক।

৮৩. সুবিন্যস্ত এই পর্ণ-আস্তরণোপরি
বসুন আপনি, পিতঃ অনুগ্রহ করি।
এখান হইতে জল করি আহরণ
করিবে ভৃত্যেরা তব পাদ প্রক্ষালন।

মহাসত্ত্বের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ রাজা পর্ণাস্তরণেও উপবেশন করিলেন না। তিনি ভূমিতে বসিলেন। মহাসত্ত্ব পর্ণশালায় প্রবেশ পূর্ব্বক সেই কারপত্র আনয়ন করিলেন এবং তাহা ভোজন করিবার জন্য রাজাকে নিমন্ত্রণ করিলেন :

৮৪. শুধু এই তুচ্ছ কারপত্র অলবণ
খেয়ে এবে করিতেছি জীবন ধারণ।
আশ্রমে আপনি মোর অভ্যাগত আজ;
দিনু ইহা; দয়া করি ভুঞ্জ, মহারাজ।

রাজা বলিলেন :

৮৫. খাই না কখন (ও) পর্ণ; উপযুক্ত খাদ্য ইহা,
জান, বৎস, নয় ত আমার।
খাঁটি শালিতণ্ডুলের পলান্ন করায়ে পাক
করি আমি তাহাই আহার।

এই সময়ে চন্দ্রাদেবী অন্যান্য অন্তঃপুরবাসিনী-পরিবৃতা হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রিয় পুত্রের পাদস্পর্শপূর্ব্বক তাঁহার বন্দনা করিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। রাজা তাঁহাকে বলিলেন, "ভদ্রে, তোমার পুত্র কি আহার করেন, দেখ।" ইহা বলিয়া তিনি ঐ পর্ণের এক টুকরা চন্দ্রার হস্তে দিলেন। চন্দ্রা ও তাঁহার সঙ্গিনীরা সকলেই বলিলেন, "প্রভো আপনি কি সত্যসত্যই ইহা ভোজন করেন?" তাঁহারা উহার আস্বাদ লইয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "আপনি অতি দুষ্কর তপস্যা করিতেছেন!" তাঁহারা আবার উপবেশন করিলে রাজা বলিলেন, "বৎস, ইহা আমার নিকট বড় আশ্চর্য্যজনক বোধ হইতেছে।

৮৬. একাকী নির্জনে থাকি এমন বিস্বাদ খাদ্য করিতেছ প্রত্যহ আহার,
অথচ এ কি আশ্চর্য্য! হইয়াছে দেহ তব পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুন্দর!"

ইহার উত্তরে মহাসত্ত্ব বলিলেন :

৮৭. পর্ণে আচ্ছাদিত এই শয্যায় একাকী
শুয়ে থাকি, মহারাজ। একা শুই, তাই
দেহের বর্ণের মোর ঘটে না ব্যত্যয়।

৮৮. হাতে লয়ে তরবারি রাজরক্ষিগণ
থাকে না শয্যার পাশে; তাই, মহারাজ,

দেহের বর্ণের মোর ঘটে না ব্যত্যয়।

৮৯. অতীতের জন্য আমি না করি শোচনা;
অনাগত ভেবে আমি না করি বিলাপ;
ভালমন্দ না বিচারি সহি বর্ত্তমানে;
বর্ণের আমার তাই ঘটে না ব্যত্যয়।

৯০. অনাগত-ভয়ে সদা করিয়া বিলাপ,
অতীতের জন্য আর করিনা শোচনা,
শীর্ণ হয় মূর্খগণ; ছিন্নমূল যথা
হরিদ্‌বর্ণ নল হয় শীর্ণ ও বিবর্ণ।

রাজা ভাবিলেন, 'পুত্রকে আমি এখনই রাজপদে, অভিষিক্ত করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইব।' তিনি নিম্নলিখিত গাথাগুলিতে পুত্রকে রাজ্যগ্রহণার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন :

৯১. গজসাদী, অশ্বসাদী, রথী, পত্তি, বর্ম্মিগণ, সুরম্য ভবন,—
সমস্তই হস্তে তব করিলাম আজ হতে আমি সমর্পণ।

৯২. নানাভরণমণ্ডিত সুসজ্জিত অন্তঃপুর করিলাম দান;
রাজা হও আমাদের; দেখিয়া লভুক তৃপ্তি মন আর প্রাণ।

৯৩. নৃত্যগীতে সুনিপুণা, সুশিক্ষিতা, সুচতুরা নর্ত্তকী সকল
কাম চরিতার্থ তব করিবে; অরণ্যে, বল, থাকিয়া কি ফল?

৯৪. অলঙ্কৃতা রাজকন্যা আনি দিব প্রতিকূল রাজকূল হতে;
উৎপাদি তাদের গর্ভে অপত্য, পশ্চাতে যাবে প্রব্রজ্যা লইতে।

৯৫. যুবা তুমি শিশু তুমি; তুমি হে আমার, বৎস, প্রথম তনয়;
কর রাজ্য, হও সুখী; একাকী অরণ্যে থাকি কিবা ফলোদয়?

অতঃপর বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মদেশন করিলেন :

৯৬. "যুবাকেই ল'তে হয় ব্রহ্মচর্য্যরত;
যুবকের(ই) পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য সুসঙ্গত।
তরুণেই করিবেক প্রব্রজ্যা গ্রহণ–
ঋষি-প্রবর্ত্তিত ইহা ধর্ম্ম সনাতন।

৯৭. যুবাকেই লতে হয় ব্রহ্মচর্য্যব্রত;
যুবকের(ই) পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য সুসঙ্গত।
ব্রহ্মচর্য্যব্রত আমি পালিব সদাই;
রাজত্ব করিতে লাভ ইচ্ছা মোর নাই।

৯৮. আজ আধ আধ স্বরে 'বাবা', 'মা' বলিয়া
যে শিশু শ্রবণে দেয় অমৃত ঢালিয়া,

বহু কষ্টে লব্ধ সেই প্রিয় পুত্র, হায়
তরুণ বয়সে,[১] দেখি, মৃত্যুমুখে যায়।

৯৯. নূতন বাঁশের কুড়ি[২] যেমন সুন্দর,
সেইরূপ দেখি কত চারুকলেবর
শিশুকন্যাগণ, হায়, করে উৎপাঁন
অকালে সহসা আসি দুরন্ত শমন।

১০০. বাল্যেও মরিছে সদা নরনারীগণ;
বয়স্ বিচার কভু করে না শমন।
'শিশু আমি', 'যুবা আমি', ভাবি ইহা মনে
জীবনে বিশ্বাস জীব করিবে কেমনে?

১০১. রাত্রি যায়, দিন আসে, আয়ুঃ হয় ক্ষয়;
এ প্রত্যক্ষ সত্যে কার(ও) আছে কি সংশয়?
অল্পোদকে মৎস্যবৎ হেথা জীবগণ;
রক্ষা কি করিতে পারে শৈশব, যৌবন?

১০২. এ লোক সন্তপ্তসদা; বেষ্টিত সতত;
অমোঘারা চরিতেছে হেথা অবিরত,
এ সকল বিঘ্ন তুমি করি বিলোকন
কেন রাজ্য দিতে চাও আমায়, রাজন?"

১০৩. "কে করে সন্তপ্ত লোক? কে করে বেষ্টন?
অমোঘা কাহারা হেথা করে বিচরণ?
সঙ্ক্ষেপে বলিলা তুমি, পারি না বুঝিতে;
সে কারণ হ'ল এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিতে।"[৩]

১০৪. 'মৃত্যু দ্বারা অনুক্ষণ এ লোক সন্তপ্ত;
জরা এরে রাখিয়াছে বেষ্টিত সতত;
রজনী অমোঘা, ভূপ; আসে আর যায়;
সঙ্গে সঙ্গে জীবদের আয়ুঃ ক্ষয় পায়।

১০৫. বস্ত্রবয়নের জন্য টানা সাজাইয়া
একটী একটী করি পড়েন তাহার
যেমন বয়নকারী দিলে পরাইয়া

---

[১]। 'অপ্পত্বা ব জরং'। এই গাথাটীর ইংরাজী অনুবাদ নিতান্ত অর্থশূন্য হইয়াছে।
[২]। 'কলীর'; সংস্কৃত 'করীর'।
[৩] এই গাথাটী রাজার উক্তি।

তখনি বয়নযোগ্য অংশ হ্রাস পায়,
প্রতি রাত্রি অবসানে মর্ত্ত্যেরও জীবন
অল্প হ'তে অল্পতর হয় হে তেমন।[১]

১০৬. পুরতঃ জলের স্রোত ধায় অনুক্ষণ;
পশ্চাতে ফিরিয়া তাহা আসে না কখন।
মানুষের আয়ুস্কাল ধায় সে প্রকার
সম্মুখে; পশ্চাতে ফিরিয়া আছে না ক আর।

১০৭. স্রোতস্বতী তীররূহ তরু সমুদায়
উপাড়ি লইয়া যথা সিন্ধুপানে ধায়,
জরা মৃত্যু সেইরূপ ধ্বংসি জীবগণে
টানিতেছে অবিরত শমন-সদনে।

মহাসত্ত্বের ধর্ম্মকথা শুনিয়া রাজা গৃহবাসে বীতরাগ হইলেন; তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি আর নগরে ফিরিব না, এখানেই প্রব্রজ্যা লইব; আমার পুত্র যদি নগরে যায়, তবে তাহাকে শ্বেতচ্ছত্র দান করিব।' তিনি মহাসত্ত্বকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে রাজ্য গ্রহণ করিতে পুনর্ব্বার অনুরোধ করিয়া বলিলেন :

১০৮. গজসাদী, অশ্বসাদী, রথী, পত্তি, বর্ম্মিগণ, সুরম্য ভবন,
সমস্তই হস্তে তব করিলাম আজ হইতে আমি সমর্পণ।

১০৯. নানাভরণমন্ডিত অন্তঃপুর সুসজ্জিত করিলাম দান;
রাজা হও আমাদের; দেখিয়া লভুক তৃপ্তি মন আর প্রাণ।

১১০. নৃত্যগীতে সুনিপুণা, সুশিক্ষিতা, সুচতুরা নর্ত্তকী সকল
কাম চরিতার্থ তব করিবে; অরণ্যে, বল, থাকিয়া কি ফল?

১১১. অলঙ্কৃত রাজকন্যা আনি দিব প্রতিকূল রাজকুলহতে;
উৎপাদি তাদের গর্ভে অপত্য, পশ্চাতে যাবে প্রব্রজ্যা লইতে।

১১২. কোষ, কোষস্থিত ধন, অশ্বাদি বাহন সব, সেনা সমুদায়,
সুরম্য, প্রসাদ যত,—সমস্ত ঐশ্বর্য্য, পুত্র, দিলাম তোমায়।

১১৩. সুভাষিণী নারীগণে[২] বেষ্টিত হইয়া তুমি রবে অনুক্ষণ;
করিবে তোমার সেবা কায়মনোবাক্যে সদা দাসদাসীগণ।

---

[১] মৃত্যু = তন্তুবায়; জীবের আয়ুঃ = বস্ত্র; রাত্রি = পড়েনের সূতা।

[৫]। মূলে'গোমন্ডল পরিব্বূঢ়ো' আছে। টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন,' সুভাসিত রাজকন্যানং মন্ডলেন পরিক্খিত্তো।'

রাজত্ব গ্রহণ কর; থাক সুখে চিরদিন; কি কাজ এ বনে
এত কষ্টে থাকি একা? যাও, পুত্র, গৃহে ফিরি আমার বচনে।

মহাসত্ত্ব যে রাজ্য চান না, ইহা বুঝাইবার জন্য তিনি বলিলেন :

১১৪. কি লাভ পাইলে ধন? ধনের সদা হয় ক্ষয়।
কি লাভ পাইলে ভার্য্যা? ভার্য্যারা ত মরিবে নিশ্চয়।
কি কাজ যৌবন সুখে? যৌবন কি চিরদিন থাকে?
আজ হোক, কাল হোক, জরা আসি গ্রাসিবে তাহাকে।

১১৫. জীবনে কি আছে সুখ? ক্রীড়া, রতি, ধন-উপার্জ্জন,
দারা, পুত্র সব(ই) বৃথা। ছিন্ন আমি করেছি বন্ধন।

১১৬. মৃত্যু না ভুলিবে মোরে, জানিয়াছি এই সত্য সার;
মৃত্যুবশগত যেই, কামভোগ, ধন বৃথা তার ।

১১৭. সুপক্ব হইলে ফল সদা তার পতনের ভয়;
মর্ত্ত্যের(ও) আজর্ম্ম তথা মৃত্যু ভয় রয়েছে নিশ্চয়।[১]

১১৮. প্রভাতে যে বহুজন করি দরশন,
রহে না সায়াহ্নে তাহাদের একজন।
দেখিতে অনেক লোক সায়াহ্নেও পাই;
প্রভাতে তাদের কিন্তু একটীও নাই।

১১৯. সাধ্য যাহা, অদ্যই তা' কর সম্পাদন;
জান কি, হবে না কল্য তোমার মরণ?
মহাসেনাপতি মৃত্যু[২]; কভু অঙ্গীকার
করে না সে কবে বধ করিবে কাহার।

১২০. ধন পেতে চায় যেই, তস্কর সে জন;
করিয়াছি ছিন্ন আমি সমস্ত বন্ধন।
তুমিও প্রব্রজ্যা আসি লও, মহারাজ;
মুক্ত আমি; রাজত্বে কি আছে মোর কাজ?

মহাসত্ত্বের ধর্ম্মদেশন যথাসঙ্গতরূপে সম্পূর্ণ হইল। তাহা শুনিয়া রাজা এবং চন্দ্রাদেবীপ্রমুখা ষোড়শ সহস্র রাজান্তঃপুরবাসিনী রমনী প্রব্রজ্যাগ্রহণের জন্য ব্যগ্র হইলেন। রাজা নগরে ভেরীবাদন দ্বারা ঘোষণা করাইলেন, যাহার ইচ্ছা, সেই তাঁহার পুত্রের নিকট প্রব্রজ্যা লইতে পারে। তাঁহার সমস্ত সুবর্ণকোষাগারাদির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, এবং অমুক অমুক স্থানে মহানিধিকুম্ভসমূহ আছে, যাহার

---

[১]। এই গাথাটী ৪র্থ খণ্ডের দশরথ- জাতকের(৪৬১) পঞ্চম গাথা।
[২]। নচেৎ এগুলি লোকে লইয়া যায় নাই কেন?

ইচ্ছা, সে ঐ সমস্ত লইতে পারে' সুবর্ণপট্টে তিনি এই কথা লেখাইয়া তাহা মহাস্তম্ভে সংলগ্ন করাইলেন। যেমন আপন দ্বার উন্মুক্ত থাকে, নগরবাসীও স্ব স্ব দ্বার সেইরূপ উন্মুক্ত করিয়া গৃহত্যাগপূর্ব্বক রাজার নিকট গমন করিলেন। রাজা এই বিপুল জনসঙ্ঘসহ মহাসত্ত্বের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। ইহাতে শক্রদত্ত সেই ত্রিযোজনবিস্তীর্ণ আশ্রমজনপূর্ণ হইল। মহাসত্ত্ব বিচরণ করিয়া পর্ণশালাগুলি দেখিলেন। যে সকল পর্ণশালা আশ্রমের মধ্যভাগে ছিল, সেগুলি তিনি প্রব্রাজিকাদিগকে দান করিলেন, কারণ স্ত্রী-জাতি স্বভাবতঃ ভীরু। বহিঃস্থ পর্ণশালাগুলি পুরুষেরা পাইলেন। সকলেই পোষধদিনে বিশ্বকর্ম্মরোপিত ফলবৃক্ষগুলির তলে ভূমিতে অবস্থিত হইয়া ফল গ্রহণ করিতেন এবং তাহা ভোজন করিয়া শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিতেন। কাহারও চিত্তে কামচিন্তা, নিষ্ঠুরচিন্তা বা হিংসার চিন্তা উদিত হইলে মহাসত্ত্বের তৎক্ষণাৎ তাহার মন জানিতে পারিতেন এবং আকাশে আসীন হইয়া ধর্ম্মদেশন করিতেন। তাহা শুনিয়া সকলেই অতি অতি শীঘ্র শীঘ্র অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিল।

কাশীরাজ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া জনৈক সামন্তরাজ কাশীরাজ্য অধিকার করিবার জন্য রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত নগর অলঙ্কৃত রহিয়াছে দেখিয়া তিনি প্রাসাদে আরোহণ করিলেন এবং সেখানে সপ্তবিধ উৎকৃষ্ট রত্নরাশি দেখিয়া ভাবিলেন, এই ধনের সম্বন্ধে নিশ্চয় কোন ভয়ের কারণ আছে।[১] তিনি কয়েক জন মাতাল ডাকাইয়া[২] জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা কোন্ দ্বার দিয়া বাহির হইয়াছিলেন?" তাহারা বলিল, "পশ্চিম দ্বার দিয়া।" ইহা শুনিয়া তিনিও সেই দ্বার দিয়া নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক নদী তীরে উপনীত হইলেন। তিনি আসিতেছেন জানিয়া মহাসত্ত্ব সেখানে উপস্থিত হইয়া আকাশে উপবেশনপূর্ব্বক ধর্ম্মদেশন করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই সামন্তরাজ অনুচরগণসহ মহাসত্ত্বের নিকট প্রব্রজ্যা লইলেন। এইরূপ ক্রমে ক্রমে আরও তিনজন রাজা রাজ্য ত্যাগ করিলেন। কাজেই রাজহস্তিসকল বন্য হস্তী হইল, অশ্বসমূহ বন্য অশ্ব হইল, রথসকল জঙ্গলে পড়িয়া বিনষ্ট হইল, যে সকল কার্ষাপণ লোকের ভাণ্ডারে ছিল, সেগুলি এখন আশ্রমভূমিতে বালুকার ন্যায় বিকীর্ণহইয়া পড়িয়া রইল। প্রব্রাজকগণ সকলেই সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হইয়া জীবনাবসানে ব্রহ্মলোক লাভ করিলেন। হস্তী অশ্ব প্রভৃতি তির্য্যকেরাও ঋষিদিগের প্রভাবে প্রসন্নচিত্ত হইয়া ষট্ কামসর্গের কোন না কোনটীতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইল।

---

[১]। নচেৎ এগুলি লইয়া যায় নাই কেন?

৩। কারণ তখন নগরে ভাল লোক কেহই ছিল না।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন ‘ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আমি রাজ্যত্যাগপূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম।

সমবধান : তখন উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই ছত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী, সারিপুত্র ছিলেন সেই সারথি, শাক্য মহারাজবংশীয় পিতা ও মাতা ছিলেন সেই পিতা ও মাতা, বুদ্ধশিষ্যরা ছিলেন সেই রাজানুচরগণ এবং আমি ছিলাম সেই মূকপঙ্গু পন্ডিত।]

⇒ঐ জাতকের শেষে টীকাকার নিম্নলিখিত মন্তব্যলিপিবদ্ধ করিয়াছেন : সিংহল দ্বীপে আগমন করিবার পরে মঙ্গণবাসী খুদ্দক তিস্‌স স্থবির এবং মহাবংশক স্থবির, কটকস্বকারবাসী ফুসসদেব স্থবির উপরিমন্ডকমালবাসী মহারক্‌খিত স্থবির, ভগ-গরিবাসী মহাতিস্‌স স্থবির, বামত্তপবভারবাসী মহাসিব স্থবির, কাড়বেলবাসী মহামলিয়দেব স্থবির এই স্থবিরগণ কুদ্দালকসমাগমে, মূকপঙ্গুসমাগমে অয়োঘরসমাগমে ও হস্তিপালসমাগমে পশ্চাদাগত নামে অভিহিত। মদ্ধবাসী মহানাগ স্থবির এবং মলিয়মহাদেব স্থবির পরিনির্ব্বাণ দিবসে বলিয়াছিলেন “বন্ধুগণ, মূকপঙ্গু-জাতক বর্ণিত জনসঙ্ঘ আজ বিচ্ছিন্ন হইল।” “কেন ভদন্ত?” এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহারা উভয়েই বলিয়াছিলেন, “আমি তখন মাতাল ছিলাম, আমার সঙ্গে সুরা পান করিবে এমন কাহাকেও না পাইয়া, আমি সর্ব্বশেষে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা লইয়াছিলাম।”

এই মন্তব্যের তাৎপর্য : উল্লিখিত জাতকসমূহে বর্ণিত জনসঙ্ঘের সকলেই কেহ অগ্রে, কেহ পরে জন্মান্তরে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি উত্তরকালে সিংহলদ্বীপে জন্মিয়াও পরিনির্ব্বাণ পাইয়াছিলেন। কুদ্দাল-জাতকের নির্দ্দেশক সংখ্যা ৭০, হস্তিপালের ৫০৯, অয়োঘবের ৫১০।

----

৫৩৯. মহাজনক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মহানিষ্ক্রমণের সম্বন্ধে এইকথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বসিয়া তথাগতের মহানিষ্ক্রমণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা প্রশ্নদ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিয়া বলিয়াছিলেন “ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত মহানিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন।” অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছিলেন :]

* * *

পুরাকালে বিদেহনগরে মিথিলারাজ্যে মহাজনক নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার দুইপুত্র—অরিষ্টজনক ও পোলজনক। রাজা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ঔপরাজ্য এবং কনিষ্ঠ পুত্রকে সৈনাপত্য দান করিয়াছিলেন।

কালক্রমে মহাজনকের মৃত্যুহইল অরিষ্টজনক রাজপ্রদ গ্রহণ করিলেন এবং পোলজনককে ঔপরাজ্য দিলেন। মহাজনকের জনৈক ভৃত্য তাঁহাকে বলিতে লাগিল, "মহারাজ, উপরাজ আপনার প্রাণবধের সঙ্কল্প করিয়াছেন।" তাহার মুখে পুনঃপুনঃ এই কথা শুনিয়া অরিষ্টজনক সহোদরের প্রতি বিরূপ হইলেন, তিনি পোলজনককে শৃঙ্খলাবদ্ধ করাইয়া রাজভবনের অদূরে কোন গৃহে রক্ষি পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিলেন। কুমার কারানিক্ষিপ্ত হইয়া সত্যক্রিয়া করিলেন, "আমি যদি ভ্রাতার বৈরী হই, তবে এই শৃঙ্খলের যেন মোচন হয়না, কারাদ্বারও যেন উন্মুক্ত হয়না; নচেৎ শৃঙ্খল খুলিয়া যাউক, দ্বারও উন্মুক্ত হউক।" তিনি সত্যক্রিয়া করিবামাত্র শৃঙ্খল খণ্ডবিখণ্ড হইয়া পড়িয়া গেল, কারাদ্বার উন্মুক্ত হইল। কুমার নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক এক প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে বাস করিতে লাগিলেন। প্রত্যন্তবাসীরা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিল; রাজা তাঁহাকে ধরিতে পারিলেন না।

কুমার ক্রমে সমস্ত প্রত্যন্ত জনপদ হস্তগত করিয়া বহু অনুচর লাভ করিলেন। 'আমি পূর্ব্বে ভ্রাতার বৈরী ছিলাম না, কিন্তু এখন হইলাম' এইভাবিয়া তিনি বহু সংখ্যক যোদ্ধা লইয়া মিথিলায় গমনপূর্ব্বক নগরের বহির্ভাগে সেনা সন্নিবেশ করিলেন। পোলজনককুমার আগমন করিয়াছে শুনিয়া রাজধানীর প্রায় সমস্ত অধিবাসীই গজাদিবাহনসহ তাঁহার সঙ্গে যোগ দিল। অন্যান্য লোকেও এইরূপ করিল। তখন পোলজনক ভ্রাতাকে এই পত্র পাঠাইলেন;—আমি পূর্ব্বে আপনার বৈরী ছিলাম না, কিন্তু এখন বৈরী হইয়াছি। হয় আমাকে রাজচ্ছত্র দিন, নয় যুদ্ধ দিন। রাজা যুদ্ধদানার্থ যাত্রা করিবার কালে অগ্রমহিষীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদ্রে, যুদ্ধে জয় কি পরাজয় হইবে, তাহা জানা অসম্ভব। যদি আমার পতন হয়, তবে তুমি সাবধানে গর্ভ রক্ষা করিও।"

যুদ্ধ হইল, পোলজনকের যোদ্ধারা রাজার প্রাণসংহার করিল; রাজা নিহত হইয়াছেন, এই সংবাদে সমস্ত নগরে মহা কোলাহল উত্থিত হইল। তাঁহারা নিধনবার্ত্তা শুনিয়া মহিষী যত শীঘ্র পারিলেন, একটা ঝুড়িতে সুবর্ণাদির বহু মূল্য আভরণ পূরিলেন, তাহার উপরিভাগ ছিন্ন বস্ত্র দিয়া ঢাকিলেন, সর্ব্বোপরি কিছু চাউল ছড়াইয়া দিলেন; এক খণ্ড মলিন ও ছিন্ন বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক নিজের শরীর যথাসাধ্য বিরূপ করিলেন এবং ঐ ঝুড়ি মাথায় তুলিয়া প্রাতঃকালেই অন্তঃপুর হইতে বাহির হইলেন। কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। তিনি উত্তর দ্বার দিয়া নগরের বাহিরে গেলেন; কিন্তু তিনি পূর্ব্বে কখনও কোথাও যান নাই

বলিযা পথ জানিতেন না; কোন্‌দিকে যে যাইবেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কেবল শুনিয়াছিলেন যে কালচম্পা নামে একটী নগর আছে। এখন একস্থানে বসিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "তোমরা কেহ কালচম্পা নগরে যাইবে কি?"

মহিষীর গর্ভে তখন যিনি অবস্থিতি করিতেছিলেন, তিনি যে সে সত্ত্ব ছিলেন না; পূর্ণপারমী স্বয়ং মহাসত্ত্বই তাঁহার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার তেজে শক্রভবন কম্পিত হইল; শক্র চিন্তা করিয়া ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন, মহিষীর কুক্ষিতে মহাপূণ্য সত্ত্ব রহিয়াছেন; অতএব তাঁহাকে (মহিষীর সাহায্যার্থ) যাইতে হইবে। ইহা ভাবিয়া তিনি একখানি আবৃত যান প্রস্তুত করিলেন, তাহার মধ্যে একখানি শয়নমঞ্চ স্থাপিত করিলেন এবং নিজে বৃদ্ধের বেশ ধারণ করিয়া, যেন ঐ যান চালাইতেছেন এই ভাবে, মহিষী যে গৃহদ্বারে বসিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেহ কালচম্পা নগরে যাইবে কি?" মহিষী বলিলেন, "বাবা, আমি কালচম্পায় যাইব।" "যদি যেতে চাও, মা, তবে শকটে উঠিয়া বোস।" "বাবা, আমি পূর্ণগর্ভা; শকটে উঠিবার সাধ্য আমার নাই। আমি তোমার পিছু পিছু যাইব; তুমি গাড়ীর মধ্যে আমার এই ঝুড়িটা রাখিবার একটু জায়গা দাও।" "কি বল, মা? কার সাধ্য যে, আমার মত গাড়ী চালাইতে পারে? তুমি ভয় পেও না, মা; উঠে বোস।" মহিষী যখন গাড়ীর নিকটে গেলেন, তখন শক্রের অনুভাববলে পৃথিবী স্ফীত হইয়া গাড়ীর পশ্চাদ্‌ভাগ স্পর্শ করিল। মহিষী গাড়ীতে উঠিয়া শয্যায় শুইয়া ভাবিলেন, ইনি নিশ্চয় কোন দেবতা হইবেন। তিনি দিব্য শয্যায় শয়ন করিবামাত্র নিদ্রিত হইলেন। ত্রিশ যোজন অতিক্রম করিবার পর এক নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া শক্র তাঁহাকে জাগাইয়া বলিলেন, "নাম, মা; নদীতে স্নান কর। শিয়রের দিকে একখানা শাড়ী আছে; তাহা পর; গাড়ীর ভিতরে মিষ্টান্ন আছে, তাহা খাও।" মহিষী তাহাই করিয়া আবার শয়ন করিলেন।

সায়াহ্নকালে শকট চম্পানগরে উপনীত হইল। মহিষী নগরের দ্বার, অট্টালক ও প্রাকার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, এ কোন নগর?" শক্র উত্তর দিলেন, "মা, ইহাই চম্পানগর।" "কি বল, বাবা? চম্পানগর যে আমাদের নগর হইতে ষাঁট যোজন দূরে!" "তাই বটে, মা; কিন্তু আমার সোজা পথ জানা আছে।" অনন্তর শক্র মহিষীকে দক্ষিণদ্বারের নিকটে শকট হইতে অবতরণ করাইয়া বলিলেন, "মা, বাড়ীতে পোঁছিবার জন্য আমাকে আরও খানিকটা রাস্তা চলিতে হইবে। তুমি নগরে প্রবেশ কর।" ইহা বলিয়া শক্র কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন এবং অন্তর্হিত হইয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। মহিষী একটা পান্থশালায় বসিয়া রহিলেন।

এই সময়ে চম্পাবাসী এক বেদপাঠক ব্রাহ্মণ পঞ্চশত মাণবক-পরিবৃত হইয়া স্নান করিবার জন্য যাইতেছিলেন। তিনি দূর হইতে পান্থশালায় উপবিষ্টা রূপবতী ও সর্ব্বসুলক্ষণ সম্পন্না মহিষীকে দেখিতে পাইলেন; এবং মহিষীর গর্ভস্থ মহাসত্ত্বের অনুভাববলে দর্শনমাত্রই তাঁহার মনে মহিষীর প্রতি কনিষ্ঠাভগিনী স্নেহ সঞ্জাত হইল। তিনি মানবকদিগকে পথে দাঁড়াইতে বলিয়া একা পান্থশালায় প্রবেশপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগিনি, তোমার বাড়ী কোথায়?" মহিষী বলিলেন, "আমি মিথলারাজ অরিষ্টজনকের অগ্রমহিষী।" "এখানে আসিবার কারণ কি?" "পোলজনক রাজাকে নিহত করিয়াছেন; আমি ভয়ে, গর্ভরক্ষার্থ এখানে আসিয়াছি।" "এ নগরে তোমার জ্ঞাতিজন কেহ আছেন কি?" "না, বাবা; আমার কেহই নাই।" "তোমার কোন চিন্তা নাই; আমি উদীস্য ব্রাহ্মণ মহাসার এবং দেশবিখ্যাত আচার্য্য; আমি তোমাকে আমার ভগিনীস্থানে স্থাপিত করিব, এবং নিজের ভগিনীজ্ঞানে তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিব। তুমি আমাকে ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন কর এবং আমার পা ধরিয়া পরিদেবন আরম্ভ কর।" এই কথায় মহিষী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে ঐ ব্রাহ্মণের পায়ে পড়িলেন; অতঃপর তাঁহারা দুইজনেই পরস্পরের কথা শুনিয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন। শিষ্যেরা ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, আপনার কি হইয়াছে?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ইনি আমার কনিষ্ঠা ভগিনী, অমুক সময়ে ইঁহার জন্ম হয়; তখন আমি স্থানান্তরে ছিলাম।" শিষ্যেরা বলিল, "এখন ত আপনি ইঁহার দেখা পাইলেন; আর ত চিন্তার কোন কারণ নাই।"

ব্রাহ্মণ তখন একখানি আচ্ছাদিত বৃহদ্ যান আনয়ন করাইলেন এবং মহিষীকে তাহাতে বসাইয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন, "বৎসগণ, ব্রাহ্মণীকে বলিবে, ইনি আমার ভগিনী; ইঁহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তাহা যেন তিনি করেন।" শিষ্যদিগকে এই আদেশ দিয়া তিনি মহিষীকে নিজের গৃহে প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণী মহিষীকে গরম জলে স্নান করাইলেন এবং শয্যা রচনা করিয়া তাহাতে তাঁহাকে শয়ন করাইলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণস্নানান্তে গৃহে ফিরিলেন এবং ভোজনকালে ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "আমার ভগিনীকে ডাক।" ব্রাহ্মণী মহিষীকে ডাকিলেন; ব্রাহ্মণ তাঁহার সঙ্গে একত্র আহার করিলেন এবং ইহার পর নিজের অন্তঃপুরে রাখিয়া তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

মহিষী অচিরেই একটী পুত্র প্রসব করিলেন; পিতামহের নামানুসারে এইপুত্রের নাম হইল মহাজনক-কুমার। একটু বড় হইলে তিনি সমবয়স্ক বালকদিগের সঙ্গে খেলা করিতেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে যাঁহারা তাহার রোষ জন্মাইত, তিনি তাহাদিগকে নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করিতেন;—এইরূপ করিবারই

কথা, কারণ তিনি উভয় কুলে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়; তাঁহার শরীরে প্রচুর বল এবং মনে আভিজাত্যসম্ভুত দুর্জ্জয় অভিমান ছিল। প্রহৃত বালকেরা বিকট চীৎকার করিয়া কান্দিত; কে মারিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিত, "বিধবার ছেলেটা।" পুনঃপুনঃ এইকথা শুনিয়া কুমার ভাবিলেন, 'ইহারা সর্ব্বদাই আমাকে বিধবার ছেলে বলে; মাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, ব্যাপার কি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি একদিন মহিষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বাবা কে, মা?" "ব্রাহ্মণঠাকুর তোমার পিতা" এই উত্তর দিয়া মহিষী তাঁহাকে বঞ্চনা করিলেন। অতঃপর তিনি আবার একদিন একটী ছেলেকে প্রহার করিলেন, সে যেমন বলিল বিধবার ছেলেটা আমাকে মারিল, অমনি কুমার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "আমাকে বিধবার ছেলে বলিস্ কেন রে? জানিস্ না যে ব্রাহ্মণ ঠাকুর আমার বাবা?" ছেলেরা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্রাহ্মণ তোমার কে হন বলিলে?" এই প্রশ্ন শুনিয়া কুমার ভাবিলেন, 'তাই ত! এরা জিজ্ঞাসা করিতেছে, ব্রাহ্মণ আমার কে হন? মা নিশ্চয় প্রকৃত ব্যাপার বলেন নাই; হয় ত তিনি আত্মসর্ম্মানরক্ষার্থেই সত্য কথা বলেন নাই। সেই যাহাই হউক, আমি তাঁহাদ্বারা প্রকৃত কথা বলাইবই বলাইব।' এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি স্তন্যপান কালে মহিষীর একটী স্তন দংশন করিয়া বলিলেন, "আমার বাবা কে, বল। না বলিলে কামড়াইয়া তোমার স্তন কাটিয়া ফেলিব।" মহিষী কুমারকে আর বঞ্চনা করিতে পারিলেন না; তিনি বলিলেন, "বাবা, তুই মিথিলারাজ অরিষ্টকের পুত্র।" "পোলজনক তোর পিতার প্রাণসংহার করিয়াছিলেন; আমি তোকে রক্ষা করিবার জন্য এই নগরে আসিয়াছিলাম। এই ব্রাহ্মণ আমাকে নিজের ভগিনীস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন।" ইহার পর কেহ কুমারকে বিধবার পুত্র বলিলে তিনি রাগ করিতেন না। তাঁহার বয়স ষোল বৎসর হইবার পূর্ব্বেই তিনি তিন বেদে এবং অন্য সমস্ত বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইলেন। ষোল বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি পরমসুন্দর যৌবনশ্রীসম্পন্ন হইলেন। তখন তিনি ভাবিলেন, আমি পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ করিব। তিনি জননীকে বলিলেন, "মা, তোমার হাতে কিছু আছে কি? না থাকিলে ব্যবসায় দ্বারা অর্থসংগ্রহপূর্ব্বক পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিতে হইবে।" মহিষী বলিলেন, "বাবা, আমি খালি হাতে আসি নাই। আমার কাছে এমন সকল উৎকৃষ্ট মুক্তা, মণি ও হীরক আছে, যাহাদের এক একটী দ্বারাই রাজ্য উদ্ধার করা যাইতে পারে। তুমি সেই সমুদায় লও এবং রাজ্য উদ্ধার কর। ব্যবসায়ে তোমার কি প্রয়োজন?" "মা, তুমি আমাকে ঐ ধন দাও; আমি ঐ ধনের অর্দ্ধমাত্র লইয়া সুবর্ণভূমিতে গিয়া বহু ধন উপার্জ্জন করিব এবং তাহা দিয়া রাজ্য উদ্ধার করিব।" কুমার মহিষীকে ইহা বলিয়া অর্দ্ধধন আনয়ন করাইলেন, উহা দ্বারা পণ্য সংগ্রহ করিলেন, সুবর্ণভূমিগামী বণিক্ দিগের সঙ্গে

মিলিয়া ইহা পোতে তুলিলেন এবং মাতাকে গিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা, আমি সুবর্ণভূমিতে চলিলাম।" মহিষী বলিলেন, "বাবা, সমুদ্রে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা অতি বিরল; সেখানে বহু বিঘ্নআছে; তুমি যাইও না, রাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য ত তোমার বহু ধন আছে।" কিন্তু কুমার বলিলেন, "না, মা; আমাকে যাইতেই হইবে।" তিনি মাতাকে প্রণাম করিয়া নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক পোতে আরোহন করিলেন। ঠিক্ এই দিনেই পোলজনকের শরীরে রোগ জম্মিল; তিনি যে শয্যায় শয়ন করিলেন, তাহা হইতে আর উঠিলেন না।

কুমারের পোতে সার্দ্ধ তিন শত আরোহী ছিল।[১] উহা সাত দিনে সপ্তশত যোজন অতিক্রম করিল; কিন্তু অতি দ্রুতবেগে চলিল বলিয়া শেষে উহার আর অগ্রসর হইবার সামর্থ্য রহিল না; উহা বা'নচা'ল হইল; তক্তাগুলি ভাঙ্গিয়া গেল; ছিদ্রপথ দিয়া জল উঠিতে লাগিল; এইরূপে পোতখানি মধ্যসমুদ্রে নিমগ্ন হইল। আরোহীরা রোদন ও পরিদেবন করিতে করিতে নানা দেবতাকে প্রণাম করিতে লাগিল; কিন্তু মহাসত্ত্ব রোদন করিলেন না, পরিদেবন ও করিলেন না; নৌকা ডুবিবে, ইহা বুঝিয়াই তিনি ঘৃতের সঙ্গে শর্করা মর্দ্দন করিয়া পেট পুরিয়া ভোজন করিয়াছিলেন, দুইখানি পরিস্কৃত বস্ত্র তৈলসিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা নিজের শরীর দৃঢ়রূপে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন এবং মাস্তুল ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। যখন পোত নিমগ্ন হইল, তখন তিনি মাস্তুলে আরোহন করিলেন। মৎস্যকচ্ছপাদি অন্য সমস্ত আরোহীকে উদরসাৎ করিল; হতভাগ্যদিগের রক্তে চতুদ্দিকের জল লোহিত বর্ণ হইল। মহাসত্ত্ব মাস্তুলের অগ্রে থাকিয়া কোন্ দিকে মিথিলা ইহা নির্ণয় করিলেন। তাঁহার শরীরে এত বল ছিল যে, সেখান হইতে লম্ফ দিয়া তিনি মৎস্যকচ্ছপাদি অতিক্রমপূর্ব্বক পোত হইতে ১৪০ হাত[২] দূরে সমুদ্রগর্ভে পতিত হইলেন। ঠিক ঐ দিন পোলজনকের মৃত্যু হইল।

মহাসত্ত্ব এখন হইতে মণিবর্ণ উর্ম্মিমালা দ্বারা চালিত সুবর্ণখণ্ডের ন্যায় সমুদ্র অতিক্রম করিতে লাগিলেন। এইভাবে সাত দিন কাটিয়া গেল; কিন্তু উহা তাঁহার নিকট মাত্র এক দিন বলিয়া বোধ হইল। অতঃপর বেলাভূমি দেখিতে পাইয়া তিনি লবণোদকে মুখ প্রক্ষালন করিলেন এবং পোষধী হইলেন। এই সময়ে মণিমেখলা-নাম্নী দেবকন্যা লোকপালচতুষ্টয় কর্ত্তৃক সমুদ্ররক্ষিকারূপে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। লোকপালেরা বলিয়া দিয়াছিলেন, "যে সকল লোক

---

[১]। মুলে 'সত্তজঙ্ঘসতানি' আছে। 'সাত শত জঙ্ঘা'= ৩৫০ জন লোক। ইংরাজী অনুবাদক সত্তজঙ্ঘ সত্থানি' এই পাঠ কল্পনা করিয়া বলেন, ঐ পোতে সাতজন সার্থবাহের পণ্য ও তাহার বহনোপযোগী পশু ছিল। এরূপ পাঠ্য অসঙ্গভূত নহে।

[২]। ১ উসভ =২০ ষষ্টি। ৪র্থ খণ্ডের ১১শ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

মাতৃসেবাদিগুণযুক্ত, তাহারা সমুদ্রে পতিত হইয়া বিনষ্ট-হইবার অনুপযুক্ত; তুমি অনুসন্ধান দ্বারা এই সকল লোকের রক্ষা করিবে।” মণিমেখলা কিন্তু এই সাত দিন সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই; দেবসম্পত্তির আস্বাদনে নাকি তাঁহার স্মৃতি বিমূঢ় হইয়াছিল, অথবা তিনি দেবসভায় গিয়াছিলেন। এখন তাঁহার মনে হইল, ‘আজ সাত দিন আমি সমুদ্রের দিকে লক্ষ্য করি নাই। না জানি, সেখানে কি ঘটিয়াছে!’ তিনি সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া মহাসত্ত্বকে দেখিতে পাইলেন, এবং ভাবিলেন, ‘যদি মহাজনককুমার সমুদ্রে বিনষ্ট হন, তবে আমি আর দেবসভায় প্রবেশ করিতে পারিব না।’ তিনি মহাসত্ত্বের অদূরে দিব্যাভরণমণ্ডিত দেহে আকাশে অবস্থিত হইয়া পরীক্ষার্থ প্রথম গাথা বলিলেন :

১. দুস্তর সাগরে পড়ি কূল না দেখিতে পাও,
তবু বীর্য্যবলে তুমি জীবন বাঁচাতে চাও।
কে তুমি? করিবে রক্ষা এ বিপদে কে তোমায়?
এমন প্রয়াস তুমি করিতেছ কি আশায়?

মহাসত্ত্ব বলিলেন, “আমি এই সাত দিন সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা করিতেছি; এতদিন দ্বিতীয় প্রাণী দেখিতে পাই নাই। কে এখন আমার সঙ্গে কথা বলিতেছে?” অনন্তর উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই দেবীকে দেখিতে পাইয়া তিনি দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

২. সুব্রত সুফল দেয় শুনি লোকে অনুক্ষণ;
পুরুষকারের গুণ সকলে করে কীর্ত্তন।
যদিও না দেখি কূল, দুস্তর সাগরে, তাই,
আত্মরক্ষা হেতু, দেবি, ঈদৃশ প্রয়াস পাই।

মহাসত্ত্বের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিবার অভিপ্রায়ে দেবী আবার বলিলেন :

৩. অপ্রমেয়, সুগভীর পার নাহি দেখা যায়,
এ হেন সাগরে নাই পুরুষাকারের হায়,
কোন সাধ্য বাঁচাইতে, না পাইয়া বেলাভূমি
অর্ণবকুক্ষিতে প্রাণ নিশ্চয় হারাবে তুমি।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, “আপনি এমন কথা বলিতেছেন কেন? প্রাণরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও যদি মরি, তথাপি আমি নিন্দাভাজন হইব না।

৪. জ্ঞাতি-পিতৃ-দেবগণ, ইঁহাদের টাই
ঋণপাশে আছে বদ্ধ মানব সবাই।
পুরুষকারের বলে ঋণ হয় শোধ;
করিতে না হয় কভু অনুতাপ বোধ।”

দেবী বলিলেন :

৫. বিফল এ চেষ্টা, ইহা শুধু ক্লেশকর,
এর বলে তরিবে কি দুস্তর সাগর?
আসন্ন মরণ যার অতীব নিশ্চয়,
প্রদর্শি পুরুষাকার কি ফল সে পায়?

দেবী এইরূপ বলিলে মহাসত্ত্ব পরবর্ত্তী চারিটি গাথায় তাঁহাকে নিরুত্তর করিলেন :

৬. নিতান্ত বিফল চেষ্টা, ভাবি ইহা মনে
নিরুদ্যম থাকে যেই জীবনরক্ষণে,
না করে পুরুষকার প্রয়োগ বিপদে
আলস্যের ফল সেই পায় পদে পদে।

৭. কেহ কেহ কার্য্যে ব্রতী হয় ফলাশায়,
চেষ্টা করে সিদ্ধিলাভ করিতে তাহায়;
যদিও না পায় ফল কিবা দোষ তার?
করিয়াছে যাহা তার সাধ্য করিবার।

৮. কর্ম্মের প্রত্যেক্ষ ফল পাও ত দেখিতে,
ডুবেছে সঙ্গীরা মোর অর্ণবকুক্ষিতে;
আমি কিন্তু তরিতেছি এখন(ও) সাগর,
দিলে তুমি দেখা; কিবা ভয় অতঃপর?

৯. যথাশক্তি, যথাবল করিব প্রয়াস ,
যতক্ষণ রবে প্রাণ না ছাড়িব আশ।
পৌরুষ প্রয়োগ আমি করি সাধ্যমতে
নিশ্চয় সাগর পারে যাইব, দেবতে।

মহাসত্ত্বের দৃঢ়সঙ্কল্পব্যঞ্জক বাক্য শুনিয়া দেবী তাঁহার প্রশংসা করিয়া বলিলেন :

১০. অসীম, তরঙ্গক্ষুব্ধ হেন মহার্ণবে পড়ি
হও নাই নিরুদ্যম; পৌরুষ না পরিহরি
ধর্ম্মানুমোদিত চেষ্টা করিতেছ যথাশক্তি
রাখিতে নিজের প্রাণ; দেখি আমি তুষ্ট অতি।
দিনু বর, যাও যেথা যেতে তব চায় মন;
উদ্যমশীলের রক্ষা করেন দেবতাগণ।

ইহা বলিয়া দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহাপরাক্রম পণ্ডিত, আমি তোমাকে কোথায় লইয়া যাইব?" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মিথিলা নগরে।" তখন দেবী তাহাকে মালাকলাপের ন্যায় উত্তোলন করিয়া উভয় হস্তদ্বারা নিজের

বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিলেন, এবং যেন নিজের প্রিয় পুত্রকে লইয়া যাইতেছেন, এইভাবে আকাশে উত্থিত হইলেন। সাত দিন লবণোদকে সিক্ত হইয়া মহাসত্ত্বের শরীর জীর্ণ হইয়াছিল; এক্ষণে দিব্যস্পর্শে তিনি অপূর্ব্ব শান্তি লাভ করিয়া নিদ্রিত হইলেন। দেবী তাঁহাকে মিথিলায় লইয়া গিয়া তত্রত্য আম্রবণে মঙ্গলশিলায় দক্ষিণপার্শ্বে ভর দেওয়াইয়া শয়ন করাইলেন এবং উদ্যান দেবতাদিগের উপর তাঁহার রক্ষার ভার দিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

পোলজনকের পুত্র ছিল না; একটী মাত্র কন্যা ছিলেন; তাঁহার নাম সীবলি। সীবলি পণ্ডিতা ও প্রজ্ঞাবতী ছিলেন। পোলজনক যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন অমাত্যেরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মহারাজ আপনি দেবত্ব লাভ করিলে কাহাকে রাজ্য দান করিব?" পোলজনক বলিয়াছিলেন, "যে আমার কন্যার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে পারিবে, চতুরস্র পল্যঙ্কের শিয়র কোন দিক্ তাহা বুঝিতে পারিবে, সহস্রপুরুষনম্য ধনুকে জ্যা আরোপণ করিবে এবং ষোড়শ মহানিধি উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে, তাহাকেই এই রাজ্য দিবে।" "মহারাজ, এই সমস্ত যাহাতে স্মরণ রাখিতে পারি, এমন কয়েকটী গাথা বলুন।"[১] রাজা বলিলেন :

১১. সূর্য্যের উদয় যেথা, অস্ত যেথা আর,
ভিতরে বাহিরে নিধি রয়েছে অপার।
না ভিতরে, না বাহিরে আছে বিদ্যমান
ভূগর্ভনিহিত নিধি প্রচুরপ্রমাণ।

১২. উঠিবার স্থানে নিধি, নামিবার স্থানে,
চারি মহাশালস্তম্ভে আছে সঙ্গোপনে;
যোজনপ্রমাণ স্থানে চারিদিকে তার
ভূগর্ভে নিহিত আছে মহানিধি আর।

১৩. দন্তাগ্রে, বালাগ্রে নিধি বিজ্ঞ শুধু জানে;
কেবুকে, বৃক্ষাগ্রে নিধি—নিধি ষোল স্থানে।
এই সব নিধি যেই করিবে উদ্ধার;
অথবা দেখাবে দেহে কত শক্তি তার
সজ্য করি সে ধনুক, নোয়াইতে যারে
সহস্র পুরুষ মিলি পারে কি না পারে;

---

[১]। মূলে এই গাথা তিনটীকে 'উদান বলা হইয়াছে। হর্ষের বা দুঃখের আবেগে যে গাথা নিঃসৃত হয়, সচরাচর তাহাই উদান নামে অভিহিত। এখানে চিত্তের সেরূপ কোন ভাব দেখা যায় না।

পল্যঙ্ক-রহস্য যেই করিবে নির্ণয়,
সীবলিকে তুষিতে বা যার সাধ্য হয়,
হেন জনে রাজ্য মম কর সমর্পণ;
অন্যে যেন নাহি পায় এ রাজ্য কখন।

পোলজনক নিধির উদান বলিবার কাল সেই সঙ্গে সঙ্গে অপর পণগুলিরও উদান বলিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে অমাত্যেরা প্রেতকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক সপ্তম দিনে সমবেত হইয়া মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, "রাজার আদেশ এই যে, যে ব্যক্তি তাঁহার কন্যার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই রাজ্য দিতে হইবে। দেখা যাউক, কে রাজকন্যার প্রীতিভাজন হইতে পারেন।" অনেকেই বলিলেন, "সেনাপতি মহাশয়, বোধ হয়, তাঁহার প্রিয়পাত্র।" তদনুসারে তাঁহারা সেনাপতিকে সংবাদ দিলেন। সেনাপতি রাজ্য লাভার্থ রাজদ্বারে উপনীত হইলেন এবং রাজকন্যার নিকট আপনার আগমন-সংবাদ পাঠাইলেন। রাজকন্যা তাঁহার আগমনের কারণ বুঝিতে পারিয়া ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তির রাজচ্ছত্রধারণের উপযুক্ত ধৃতি আছে কি?' ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, 'তিনি আসিতে পারেন।' এই আদেশ শুনিয়া রাজকন্যাকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে সেনাপতি সোপানপাদমূল হইতে দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে আরও পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে রাজকন্যা বলিলেন, "আপনি উপরের ছাদে খুব তাড়াতাড়ি ছুটুন।" রাজকন্যা তুষ্ট হইবেন মনে করিয়া সেনাপতি লাফাইতে লাফাইতে ছুটিলেন। তখন রাজকন্যা বলিলেন, "ফিরিয়া আসুন।" সেনাপতি ছুটিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইহাতে রাজকন্যা বুঝিলেন যে, সেনাপতি মহাশয়ের কিছুমাত্র ধৃতি নাই। তিনি আজ্ঞা দিলেন, "আমার পা টিপিয়া দাও।" সেনাপতি তাঁহাকে তুষ্ট করিবার জন্য বসিয়া পা টিপিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রাজকন্যা তাঁহাকে বুকে লাথি মারিয়া চীৎ করিয়া ফেলিলেন এবং দাসীদিগকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "এই অজ্ঞ, ধৃতিহীন মূর্খটাকে গলা ধরিয়া মারিতে মারিতে বাহির করিয়া দাও।" দাসীরা তাহাই করিল; লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর, সেনাপতি মহাশয়?" সেনাপতি উত্তর দিলেন, "ও কথা আর বলো না ভাই; এ রাজকন্যা মানুষী নয়।" ইহার পর ভাণ্ডাগারিক মহাশয় গেলেন এবং ঐরূপ লজ্জা পাইলেন। অনন্তর শ্রেষ্ঠী, ছত্রধর, অসিগ্রাহক প্রভৃতি কর্ম্মচারীরাও একে একে লজ্জাভাজন হইলেন। তখন প্রজারা সকলে সমবেত হইয়া বলিতে লাগিল, "রাজদুহিতাকে তুষ্ট করিতে পারে, এমন লোক ত কেহই নাই। এখন দেখ, যে ধনুতে ছিলা পরাইতে সহস্র লোক আবশ্যক, তাহাতে ছিলা পরাইতে পারে এমন কোন লোক পাওয়া যায় কিনা; পাইলে তাহাকেই রাজ্য দেওয়া যাউক।"

কিন্তু কেহই ঐ ধনুতে জ্যা আরোপণ করিতে পারিল না। তাহার পর প্রস্তাব হইল, যে ব্যক্তি চতুরস্র পল্যঙ্কের শিয়র নির্দ্দেশ করিতে পারিবে, তাহাকেই রাজ্য দেওয়া যাউক; কিন্তু এরূপ লোকও পাওয়া গেল না। পরিশেষে, কথা হইল, যে ষোড়শ স্থান হইতে মহানিধি উদ্ধার করিতে পারিবে তাহাকেই রাজা করা হইবে। কিন্তু ইহাও কেহ করিতে পারিল না। তখন সকলে বলিতে লাগিল, "রাজ্য অরাজক হইলে কে প্রজাপালন করিবে? এখন কর্ত্তব্য কি?" তাহাদের কথা শুনিয়া পুরোহিত বলিলেন, "তোমাদের কোন চিন্তা নাই। এস আমরা পুষ্পপথ[১] ছাড়িয়া দেই। পুষ্পরথের সাহায্যে যে রাজা পাওয়া যায়, তিনি সমস্ত জম্বুদ্বীপে আধিপত্য করার সমর্থ।" তাহারা পুরোহিতের প্রস্তাবে সম্মত হইল, সমস্ত নগর সাজাইল, মঙ্গলরথে চারিটী কুমুদশুভ্র অশ্ব যোজিত করিল, রথখানি উৎকৃষ্ট আস্তরণে আচ্ছাদিত করিল এবং উহাতে পঞ্চরাজ-চিহ্ন[২] স্থাপনপূর্ব্বক, চতুর্দ্দিকে চতুরঙ্গিণী সেনা সন্নিবেশিত করিল। রাজ্যে রাজা থাকিলে রথের পুরোভাগে বাদ্যধ্বনি হয়; রাজা না থাকিলে পশ্চাতে বাদ্য করিবার নিয়ম। কাজেই পুরোহিত আদেশ দিলেন, "রথের পশ্চাতে বাদ্যধ্বনি করিতে করিতে চল।" তিনি সুবর্ণ ভৃঙ্গারে জল লইয়া রথের যোত্র ও প্রতোদ[৩] অভিষিক্ত করিলেন, এবং "যে ব্যক্তির রাজত্ব করবার উপযোগী পুণ্য আছে, তাঁহার নিকট যাও" বলিয়া রথ ছাড়িয়া দিলেন।

রথ রাজভবন প্রদক্ষিণপূর্ব্বক ভেরীবাদকদিগের বীথি অবলম্বন করিয়া চলিল। সেনাপতি প্রভৃতি ভাবিতে লাগিলেন, 'পুষ্পরথ বুঝি আমার নিকট আসিল।' রথ কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই গৃহ অতিক্রমপূর্ব্বক সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করিয়া পূর্ব্ব দ্বার দিয়া নিষ্ক্রমণ করিল এবং উদ্যানাভিমুখে চলিল। রথ অতিবেগে যাইতেছে দেখিয়া লোকে বলিল, "রথ থামাও।" পুরোহিত কিন্তু বাধা দিয়া বলিলেন, "থামাইও না; যদি ইচ্ছা হয়, তবে শত যোজন হোক না কেন?" অনন্তর রথ উদ্যানে প্রবেশ করিল, মঙ্গলশিলাপট্ট প্রদক্ষিণ করিল এবং আরোহণোপযোগী হইয়া থামিয়া রহিল। শিলাপট্টশয়ান মহাসত্ত্বকে দেখিয়া পুরোহিত অমাত্যদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ, শিলাপট্টে এক ব্যক্তি শুইয়া আছেন। ইহার শ্বেতচ্ছত্রধারণোপযোগী ধৃতি আছে কি না, তাহা জানি না। যদি ইনি পুণ্যবান হন, তবে আমাদের দিকে দিকপাতও করিবেন না। কিন্তু যদি ইনি কোন দুর্লক্ষণযুক্ত সত্ত্ব হন, তবে ভয়ে ও ত্রাসে শয্যাত্যাগ করিয়া

---

[১]। ফুস্সরথ বা পুষ্পরথ-সম্বন্ধে পঞ্চম খন্ডের শোণক-জাতকের (৫২৯) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

[২]। ছত্র, চামর, উষ্ণীষ, খড়গ ও পাদুকা।

[৩]। প্রতোদ = চাবুক।

কাঁপিতে কাঁপিতে আমাদের দিকে তাকাইবেন। তোমরা শীঘ্র একসঙ্গে সর্ব্বপ্রকার বাদ্যধ্বনি কর।" ইহা শুনিয়া লোকে তৎক্ষণাৎ যুগপৎ বহুশত বাদ্যযন্ত্র বাজাইল; বাদ্যধ্বনি সাগরকল্লোলের ন্যায় চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত করিল। এই শব্দ শুনিয়া মহাসত্ত্বের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি মাথার কাপড় খুলিয়া সেই জনসঙ্ঘ দেখিতে পাইলেন এবং সম্ভবতঃ শ্বেতচ্ছত্র তাঁহার নিকট উপনীত হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া পুনর্ব্বার মাথা ঢাকিলেন এবং পাশ ফিরিয়া বাম পার্শ্বে ভর দিয়া শুইয়া রহিলেন। পুরোহিত তাঁহার পায়ে কাপড় খুলিয়া লক্ষণ পরীক্ষা করিলেন। তিনি দেখিলেন, এক মহাদ্বীপ ত তুচ্ছ কথা, এই ব্যক্তি চর্তুমহাদ্বীপে রাজত্ব করিতে সমর্থ। তাঁহার আদেশে পুনর্ব্বার তুর্য্যধ্বনি হইল; মহাসত্ত্ব মুখের কাপড় খুলিয়া আবার পাশ ফিরিলেন এবং দক্ষিণপার্শ্বে ভর দিয়া শুইয়া শুইয়া সেই জনসঙ্ঘ অবলোকন করিতে লাগিলেন।

পুরোহিত জনসঙ্ঘকে আশ্বাস দিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ও অবনতদেহে বলিলেন, 'প্রভু, উত্থান করুন; রাজশ্রী আপনাকে আশ্রয় করিয়াছেন।' মহাজনককুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের রাজা কোথায়?" "তিনি মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।" "তাহার কি পুত্র বা ভ্রাতা নাই?" "না, প্রভু।" "বেশ আমি রাজত্ব গ্রহণ করিব।" ইহা বলিয়া তিনি উত্থিত হইলেন এবং শিলাপট্টোপরি পর্য্যঙ্কাসনে উপবেশন করিলেন। পুরোহিতপ্রমুখ অমাত্যগণ সেখানেই তাঁহার অভিষেক সম্পাদন করিলেন। তাঁহার নাম হইল 'মহাজনক রাজা।' তিনি সেই রথরবে অরোহণপূর্ব্বক মহাসমারোহে নগরে প্রবেশ করিলেন এবং প্রাসাদে আরোহণ করিবার কালে, সেনাপতি প্রভৃতি স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, এই আদেশ দিয়া উচ্চতম তলে উপনীত হইলেন। রাজকন্যা পূর্ব্বানুষ্ঠিত উপায় দ্বারাই তাঁহার পরীক্ষা করিবেন এই অভিপ্রায়ে[১] একজন ভৃত্যকে আজ্ঞা দিলেন, "যাও, রাজার নিকট গিয়া বল, সীবলি দেবী আপনাকে ডাকিতেছেন; শীঘ্র আসুন।" রাজা সুপণ্ডিত; তিনি যেন ইহা শুনিয়াও শুনিলেন না; তিনি প্রসাদের সৌন্দর্য্য বর্ণনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "অহো কি সুন্দর!" ভৃত্য রাজাকে নিজের বক্তব্য শুনাইতে অসমর্থ হইয়া রাজকন্যাকে গিয়া বলিল, "আর্য্যে, তিনি আপনার আদেশ শুনিলেন বটে, কিন্তু কোন উত্তর না দিয়া কেবল প্রসাদের সৌন্দর্য্যই বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তিনি আপনাকে তৃণের মতও জ্ঞান করেন

---

[১]। অর্থাৎ সেনাপতি প্রভৃতিকে পূর্ব্বে যে যে উপায়ে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, সেইগুলি প্রয়োগ করিয়া ইঁহাকেও পরীক্ষা করিবার জন্য। এখানে ইংরাজী অনুবাদক 'পুরিম সঞ্ঞ্ঞায়া' শব্দের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন (by his first behaviour), আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারিলাম নন'।

না।” ইহা শুনিয়া সীবলি ভাবিলেন, ‘সম্ভবতঃ এই ব্যক্তি মহানুভাব।’ তিনি রাজার নিকট দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার ভৃত্য পাঠাইলেন; তখন রাজা নিজের ইচ্ছামত স্বাভাবিক গতিতে সিংহবৎ বিক্রম করিতে করিতে প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। রাজা নিকটবর্ত্তী হইলে রাজকন্যা তদীয় তেজে এমন অভিভূত হইলেন যে, তিনি নিজের স্বাভাবিক স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না, অগ্রসর হইয়া হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক তাঁহাকে হস্ত ধরিয়া উপরে লইয়া গেলেন। রাজা কুমারীর হস্ত ধরিয়া মহাতলে আরোহণ করিলেন এবং সমুচ্ছ্রিতশ্বেতচ্ছত্রতলে রাজপল্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক অমাত্যেদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আপনাদের রাজা মৃত্যুকালে কোন আদেশ দিয়া গিয়াছেন কি?” অমাত্যেরা উত্তর দিলেন, “হাঁ মহারাজ।” “কি আদেশ, বলুন ত?” তিনি বলিয়াছিলেন, “যেব্যক্তি সীবলি দেবীর মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে পারিবেন, তাঁহাকে রাজ্য দিতে হইবে।” “সীবলি দেবী অগ্রসর হইয়া আমাকে হস্তালম্ব দিয়াছেন, ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, তিনি আমার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন। আর কোন আদেশের কথা বলুন।” “মহারাজ, তিনি বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি চতুরস্র পল্যঙ্কের শিয়রের দিক্ নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, তাঁহাকে রাজ্য দিতে হইবে।” রাজা ভাবিলেন, ‘ইহা জানা কঠিন বটে; কিন্তু উপায় প্রয়োগে জানা যাইতে পারে।’ তিনি নিজের মস্তক হইত একটী সূবর্ণ সূচী তুলিয়া উহা সীবলিদেবীর হস্তে দিয়া বলিলেন, “ভদ্রে, এটী যথাস্থানে রাখিয়া দাও।” সীবলি উহা লইয়া পল্যঙ্কের শিয়রের দিকে রাখিলেন এবং (কেহ কেহ বলেন যে) রাজার হস্তে একখানি খড়্গ দিলেন। এই উপায়ে পল্যঙ্কের কোন্ দিক্ শিয়র, রাজা তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং তিনি অমাত্যেদের কথা শুনিতে পান নাই এই ভাণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বলিলেন?” অমাত্যেরা পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলে তিনি বলিলেন, “ইহা জানা আর আশ্চার্য্যের বিষয় কি? এই দিকটা শিয়র । রাজার অন্য কোন আদেশ থাকে ত বলুন।” “মহারাজ, একখানি ধনুক আছে; সহস্র লোকে চেষ্টা করিলেও তাহাতে ছিলা পরাইতে পারে কি না সন্দেহ। রাজা বলিয়া গিয়াছেন, যে ব্যক্তি ঐ ধনুকে ছিলা পরাইতে পারিবেন, রাজত্ব তাঁহাকে দিতে হইবে।” “বেশ, সেই ধনুক লইয়া আসুন।” অমাত্যেরা ধনুক আনয়ন করিলেন; রাজা পল্যঙ্কে উপবেশন করিয়াই, স্ত্রীলোকেরা কাপাস ধুনিবার ধনুতে যেমন ছিলা পরায়, সেইরূপ অবলীলাক্রমে উহাতে ছিলা পরাইলেন এবং তাহার পর বলিলেন, “অন্য কোন আদেশ আছে কি?” “যে ব্যক্তি ষোড়শ স্থান হইতে মহানিধি উদ্ধার করিতে পারিবেন, তাঁহাকে রাজত্ব দিতে হইবে।” “ঐ স্থানগুলির সম্বন্ধে কোন উদান আছে কি?” “আছে, মহারাজ,” বলিয়া অমাত্যেরা “সূর্য্যের উদয় যেথা” ইত্যাদি উদান কয়টী বলিলেন। সেগুলি

শুনিতে শুনিতেই রাজার মনে গগনতলে চন্দ্রমার ন্যায় তাহাদের অর্থ সুস্পষ্ট হইল। তিনি অমাত্যদিগকে বলিলেন, "আজ বেলা নাই; কাল নিধিগুলির উদ্ধার করিব।" পরদিন তিনি অমাত্যদিগকে সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের রাজা প্রত্যেকবুদ্ধদিগকে ভোজন করাইতেন কি?" অমাত্যেরা বলিলেন, "হাঁ, মহারাজ।" রাজা ভাবিলেন, উদানের সূর্য্য আকাশের সূর্য্য নয়; যাঁহারা সূর্য্যসম তেজস্বী, সেই প্রত্যেকবুদ্ধদিগকেই সূর্য্য বলা হইয়াছে। মৃত রাজা প্রত্যুদ্‌গমনপূর্ব্বক যেখানে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতেন, সম্ভবতঃ সেখানেই ধন নিহিত আছে। 'তিনি অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রত্যেকবুদ্ধেরা আগমন করিলে রাজা প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া কোথায় যাইতেন?" "অমুক স্থানে, মহারাজ" ইহা বলিয়া অমাত্যেরা সেই স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। তখন রাজা সেই স্থান খনন করাইয়া নিহিত ধন উদ্ধার করাইলেন এবং আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রত্যেকবুদ্ধেরা যখন প্রস্থান করিতেন, তখন রাজা অনুগমন করিয়া কোথা হইতে তাঁহাদিগকে বিদায় দিতেন।" "অমুকস্থান হইতে, মহারাজ" ইহা বলিয়া অমাত্যেরা সেই স্থান নির্দ্দেশ করিলে রাজা সেখান হইতেও ধন উদ্ধার করাইলেন। লোকে বিস্ময়াভিভূত হইয়া সহস্রবার বাহাবা দিতে দিতে বলিতে লাগিল, 'সূর্য্যের উদয়ে নিধি' আছে শুনিয়া লোকে এতদিন সূর্য্যোদয়ের দিক্ খনন করিয়া বেড়াইতেছিল; 'সূর্য্যের অস্তে নিধি' আছে শুনিয়া সূর্য্যাস্তের দিকে খুঁড়িতেছিল; এখন কিন্তু সত্যসত্যই ধন বাহির হইল, "অহো! কি আশ্চর্য্য!" অতঃপর রাজভবনের মহাদ্বারের মধ্যে গোবরাটের এক প্রান্তে ভূমি খনন করিয়া 'ভিতরের' নিধি এবং উহার বাহিরের ভূমি খনন করাইয়া 'বাহিরের নিধি উদ্ধার হইল। 'না ভিতরে না বাহিরে' যে নিধির কথা ছিল, তাহা গোবরাটের তলদেশে পাওয়া গেল। রাজার মঙ্গলহস্তীতে আরোহণ করিবার কালে যেখানে সোণার সিঁড়ি[১] রাখা হইত, সেখান হইতে 'উঠিবার স্থানের' নিধি এবং যেখানে তিনি হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিতেন, সেখান হইতে 'নামিবার স্থানের' নিধি বাহির হইল। যেখানে অমাত্যেরা ভূতলে দাঁড়াইয়া রাজাকে প্রণাম করিতেন, সেখানে শালস্তম্ভচতুষ্টয়যুক্ত রাজপল্যঙ্ক ছিল। সেইগুলির তলদেশ হইতে চারিটী ধনকুম্ভ উত্তোলিত হইল; ইহাই 'চারি মহাশালস্তম্ভের' নিধি। 'যোজনপ্রমাণ স্থানে চারিদিকে তার'—মহাসত্ত্ব দেখিলেন এখানে যোজন শব্দে রথের যুগ বুঝিতে হইবে। রাজপল্যঙ্কের চতুর্দ্দিকে যুগ প্রমাণ স্থানে বহু ধন নিহিত ছিল। তিনি উহা খনন করাইয়া বহু ধনপূর্ণ কুম্ভ উত্তোলন করাইলেন। দন্তাগ্রে–যেখানে মঙ্গলাশ্ব দাঁড়াইত, সেখানে তাহার দন্তযুগলাবিমুখ স্থান হইতে

---

[১]। নিস্‌সেণি=নিশ্রেণী, মই।

নিধি উদ্ধৃত হইল। বালাগ্রে—যেখানে মঙ্গলহস্তী দাঁড়াইত, সেখানে তাহার পুচ্ছাভিমুখ স্থান হইতে নিধি পাওয়া গেল। কেবুকে—'কেবুক' শব্দে জল বুঝায়। মহাসত্ত্ব মঙ্গলপুষ্করিণীর জল বাহির করাইয়া গুপ্তধন দেখাইলেন। বৃক্ষাগ্রে—উদ্যানে একটা বিশাল শালবৃক্ষ ছিল। মধ্যাহ্নকালে যতদূর পর্য্যন্ত উহার ছায়া পড়িত, মণ্ডলাকারে ততদূর খনন করাইয়া অনেক গুপ্তধন উদ্ধৃত হইল। এইরূপে ষোড়শ স্থান হইতে ধন উদ্ধার করিয়া মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কোন আদেশ আছে কি?" অমাত্যেরা বলিলেন, "না, মহারাজ, আর কোন আদেশ নাই।"

মহাসত্ত্বের অলৌকিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাইয়া প্রজাবৃন্দ পরম সন্তোষ লাভ করিল। মহাজনক উদ্ধৃত সমস্ত ধন দানে নিয়োজিত করিবার অভিপ্রায়ে নগর মধ্যে এবং চতুর্দ্বারে পাঁচটী দানশালা নির্ম্মাণ করাইয়া মহাদানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কালচম্পানগর হইতে নিজের জননী এবং সেই ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিয়া তাঁহাদের মহাসৎকার করিলেন।

অরিষ্টজনকের পুত্র মহাজনক এইরূপে সমস্ত বিদেহরাজ্যের অধিপতি হইলেন। নবীন ভূপতি অতি বুদ্ধিমান, ইহা শুনিয়া তাঁহার দর্শনার্থ সমস্ত নগরবাসী সংক্ষুব্ধ হইল; তাহারা নানাবিধ উপঢৌকন লইয়া রাজদর্শনে যাইতে লাগিল; সমস্ত নগরে মহোৎসবের আয়োজন হইল। পঞ্চাঙ্গুলিক দ্বারা[১] রাজভবন চিত্রিত হইল, স্থানে স্থানে গন্ধ, মালা, পুষ্পগুচ্ছ প্রলম্বিত হইল, লাজবৃষ্টি, কুসুমবৃষ্টি এবং চন্দনধূপাদির ধূমে সমস্ত নগর অন্ধকারময় হইল; রাজাকে উপঢৌকন দিবার জন্য সুবর্ণরজতপাত্রে নানাবিধ খাদ্য, ভোজ্য, পানীয় ও ফল লইয়া লোকে রাজভবন বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। কোথাও অমাত্যেরা মণ্ডলাকারে অবস্থিত হইলেন, কোথাও ব্রাহ্মণেরা, কোথাও শ্রেষ্ঠিপ্রভৃতি, কোথাও পরমসুন্দরী নর্ত্তকীগণ, স্বস্তিবাচক ব্রাহ্মণগণ ও মুখমঙ্গলিকগণ[২] সমবেত হইল; কোথাও মঙ্গলগীতিকুশল চারণেরা গান করিতে লাগিল।বহু বহু তূর্য্যধ্বনি হইতে লাগিল। সমস্ত রাজপুরী যুগন্ধর-সাগরকুক্ষির ন্যায় একনিনাদে নিনাদিত হইল। রাজা যে দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, সেই দিকেরই লোকে সসম্ভ্রমে কাঁপিয়া উঠিল।

মহাসত্ত্ব শ্বেতচ্ছত্রতলে রাজাসনে আসীন হইয়া দেখিলেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও

---

[১]। হত্থত্থরাদিহি'—হস্ত + অন্তর (আস্তর)।

[২]। চতুর্থ খণ্ডে মহামঙ্গল-জাতকে (৪৫৩) তিন প্রকার মাঙ্গলিকের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে 'মুখমঙ্গলিক' নাই। যাহারা মঙ্গলসূচক আশীর্ব্বাদ করিত বা যাহাদের মুখ দেখিয়া মঙ্গল আশা করা যাইত, তাহারাই কি 'মুখমঙ্গলিক'?

রাজশ্রী শক্রের ঐশ্বর্য্য ও রাজশ্রীর সদৃশ। তিনি মহাসমুদ্রে পড়িয়া যে বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন তখন সেই কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি ভাবিলেন 'উদ্যম একান্ত কর্ত্তব্য, আমি যদি মহাসমুদ্রে পৌরুষ প্রদর্শন না করিতাম, তবে আজ এই ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারিতাম না।' সেই উদ্যমশীলতার কথা স্মরণ করিয়া তিনি অপার আনন্দ অনুভব করিলেন এবং প্রীতির বেগে এই উদানগুলি বলিলেন :

১৪. ছাড়িও না আশা, নর—অনির্ব্বিণ্ন, পণ্ডিত যে জন;
ছিল যাহা অভিলাষ, পেয়ে পরিতুষ্ট মোর মন।

১৫. ছাড়িও না আশা, নর অনির্ব্বণ্ন, পণ্ডিত যে জন;
দেখনা, উদক হ'তে, স্থলে উঠি লভিনু জীবন।

১৬. উদ্যোগী হও, নর অনির্ব্বিণ্ন, পণ্ডিত যে জন;
ছিল যাহা অভিলাষ, পেয়ে পরিতুষ্ট মোর মন।

১৭. উদ্যোগী হও, হে নর,অনির্ব্বিণ্ন, পণ্ডিত যে জন;
দেখনা উদক হতে স্থলে উঠি লভিনু জীবন।

১৮. যদিও পতিত হয় দুঃখ-পারাবারে,
তথাপি সুখের আশা পণ্ডিত না ছাড়ে।
সুখের, দুঃখের চিন্তা কতই প্রকার
নিয়ত উদিত হয় চিত্তে সবাকার!
অতর্কিতভাবে মৃত্যু উপস্থিত হয়;
তবে বল, আশাত্যাগে কিবা ফলোদয়?

১৯. ভাবি নাই কভু যাহা, তাহাও ঘটিয়া থাকে; আবার নিশ্চয়
ঘটিবে বলিয়া স্থির করিনু যা' মম মনে, তাহা নাহি হয়।
ভাবনা বিফল, তাই, নরনারী সকলের সুখের কারণ;
হৃদয়ে আশায় পুষি নিয়ত উদ্যমশীল হও সর্ব্বজন।[১]

মহাজনক অতঃপর দশবিধ রাজধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া রাজত্ব করিতে এবং প্রত্যেকবুদ্ধদিগের উপাসনা করিতে লাগিলেন। কালক্রমে সীবলিদেবী ধন্যপুণ্যলক্ষণ এক পুত্র প্রসব করিলেন; এই শিশুর নাম রাখা হইল দীর্ঘায়ুকুমার। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজা তাঁহাকে ঔপরাজ্য দান করিলেন।

একদিন উদ্যানপাল নানাবিধ ফল ও পুষ্প আনয়ন করিলে রাজা সে সমস্ত দেখিয়া প্রীত হইয়া তাহাকে পুরস্কার দিলেন এবং বলিলেন, "সৌম্য, আমি উদ্যান দেখিব; তুমি গিয়া ইহা সুসজ্জিত করিয়া রাখ।" সে "যে আজ্ঞা" বলিয়া

---

[১]। এই কয়েকটী গাথা চতুর্থ খণ্ডের শরভমৃগ-জাতকের (৪৮৩) ১ম হইতে ৬ষ্ঠ গাথা।

প্রস্থান করিল এবং কিয়ৎকাল পরে আসিয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ, উদ্যান সুসজ্জিত হইয়াছে।" রাজা বহু অনুচরসহ গজারোহণে উদ্যানদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দুইটী ঘনশ্যাম আম্রবৃক্ষ ছিল; তন্মধ্যে একটীতে তখন ফল ছিল না; আর একটীতে বহু সুমধুর ফল ছিল। রাজা ঐ ফল এতদিন খাই নাই বলিয়া অন্য কেহ উহাতে হাত দিতে সাহস পায় নাই। এখন রাজা গজস্কন্ধে বসিয়াই একটী ফল খাইলেন; উহা তাঁহার জিহ্বা স্পর্শ করিবারমাত্র স্বর্গীয় ফলের ন্যায় সুমুধুর হইল। রাজা ভাবিলেন, 'ফিরিবার সময় এই বৃক্ষ হইতে বহু ফল ভোজন করিব।' এদিকে রাজা অগ্রফল গ্রহণ করিয়াছে জানিয়া, উপরাজ হইতে মাহুত পর্য্যন্ত সকলেই ঐ ফল ছিঁড়িয়া উদরসাৎ করিল; যখন ফল পাইল না, তখন যষ্টির আঘাতে ডাল পালা ভাঙ্গিয়া তাহারা বৃক্ষটীকে নিষ্পত্র করিল। উহা ন্যাড়ামুড়ো হইয়া থাকিল; দ্বিতীয় গাছটা কিন্তু পূর্ব্বের মত মণিপর্ব্বতের ন্যায়ই বিরাজ করিতে লাগিল। রাজা উদ্যানের বাহিরে আসিয়া প্রথম গাছটার দুর্দ্দশা দেখিয়া অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?" অমাত্যেরা বলিলেন, "মহারাজ অগ্রফল গ্রহণ করিয়াছেন জানিয়া অন্য সব লোকে গাছটাকে লুঠ করিয়াছে।" "এই গাছটার ত কি পত্রের, কি বর্ণের কোন হানি হয় নাই?" "নিষ্ফল বলিয়াই এটার কোন অনিষ্ট ঘটে নাই।" এ উত্তর শুনিয়া রাজার চিত্ত ব্যাকুল হইল; তিনি ভাবিলেন, "এই বৃক্ষটা নিষ্ফলতার জন্য পূর্ব্ববৎ শ্যামলপত্র-শোভিত রহিয়াছে; আর অপর বৃক্ষটী ফলবান ছিল বলিয়া নিষ্পত্র ও ভগ্নশাখা হইয়াছে। এই রাজত্বও ফলবান বৃক্ষসদৃশ এবং প্রব্রজ্যা নিষ্ফল বৃক্ষসদৃশ। যে সকিঞ্চন, তাহারই ভয়; অকিঞ্চনের কোন ভয়ই নাই। আমিও আর ফলবান বৃক্ষসদৃশ হইব না; নিষ্ফল বৃক্ষসদৃশ হইব; সম্পত্তি পরিহার করিয়া নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।"

মনে মনে এই দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া মহাজনক রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন এবং দ্বারদেশে দাঁড়াইয়াই সেনাপতিকে ডাকাইয়াই বলিলেন, "মহাসেনাপতে, আজ হইতে আমার খাদ্য আনিবার জন্য একজনভৃত্য এবং মুখপ্রক্ষালনের জল ও দন্তকাষ্ঠ দিবার জন্য একজন ভৃত্য ব্যতীত আর কেউ যেন আমাকে দেখিতে পায় না; আপনি প্রাচীন বিনিশ্চয়ামাত্যদিগকে লইয়া রাজ্য শাসন করুন। আমি এখন হইতে মহাতলে থাকিয়া শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিব।" অনন্তর তিনি প্রাসাদে আরোহন করিলেন এবং নির্জনে শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুদিন এইরূপে অতীত হইলে প্রজারা রাজাঙ্গণে সমবেত হইল এবং মহাসত্ত্বকে দেখিতে না পাইয়া বলিতে লাগিল, "আমাদের রাজা পূর্ব্বে যেমন ছিলেন, এখন ত তেমন নাই।"

২০. সার্ব্বভৌম রাজা মিথিলার।
পূর্ব্বের মতন কিছু দেখি না ত তাঁর।
না চান দেখিতে নৃত্য, না শুনেন গীতবাদ্য;
কি হ'য়েছে, বল ত, রাজার?

২১. রাজ পুরে হয় না এখন
তুষিতে রাজার মন পশুদের রণ[১]।
উদ্যানে না যান তিনি, না দেখেন পুষ্করিণী
যাহে কেলি করে হংসগণ;
মূকের মতন সদা; কারো সঙ্গে নাহি কথা;
না করেন রাজ্যের পালন।'

তাহারা খাদ্যহরক ও শুশ্রূষাকারক ভৃত্যদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "রাজা তোমাদের সঙ্গে কোন কথা বার্ত্তা বলেন কি?" তাহারা উত্তর দিল, "না, কোন কথাই বলেন না।" তাঁহার চিত্ত কামাদিতে অনাসক্ত এবং বিবেকনিমগ্ন; যে সকল প্রত্যেকবুদ্ধের লোকালয়ে গতিবিধি আছে, তিনি নিয়ত তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া বলেন, 'কে আমাকে সেই সকল শীলাদিগুণসম্পন্ন অকিঞ্চন মহাত্মাদিগের বাসস্থান দেখাইয়া দিবে।' তিনটী গাথাদ্বারা তিনি এই উদান ব্যক্ত করিয়া থাকেন :

২২. নির্ব্বাণ-অমৃতকামী, শীলপরায়ণ
করেন না আত্মগুণ কখন(ও) খ্যাপন—
বধবন্ধ-উপরত হেন পুণ্যাত্মারা—
কি যুবক, কিবা বৃদ্ধ-বল, শুনি, তাঁরা
করেন বিরাজ এবে উদ্যানে কাহার?
জানিতে বাসনা বড় হ'য়েছে আমার।

২৩. রিপুক্ষুব্ধ ধরাধামে দমি রিপুগণে
বিহরেন মহর্ষিরা সদা শান্ত মনে।
ধীর, নির্ব্বিকার তাঁরা, অতীত তৃষ্ণার;
শ্রীচরণে তাঁহাদের কোটি নমস্কার।

২৪. ছেদি মৃত্যুজাল, মায়াবীর দৃঢ় পাশ,
মমতা বন্ধন কাটি, তৃষ্ণা করি নাশ,

---

[১]। মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের সময়ে এবং উত্তরকালে মোগলদিগের সময়ে রাজধানীতে হস্তী, ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশুর যুদ্ধ হইত।

বিহার করেন লোকে প্রত্যেকবুদ্ধেরা।
কে মোরে দেখাবে যেথা আছেন তাঁহারা?

মহাজনক প্রাসাদে অবস্থিতি করিয়া শ্রামণ্যধর্ম্মপালনে চারিমাস অতিবাহিত করিলেন; অতঃপর তাঁহার প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইল। রাজভবন তাঁহার নিকট লোকান্তরিক নরকের[১] ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল; তিনি ভবত্রয়কে [২] প্রজ্জ্বলিত অগ্নিসম দুঃখকর বলিয়া মনে করিলেন। তিনি প্রব্রজ্যাকামী হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'কবে আমি মিথিলা ত্যাগ করিয়া হিমালয়ে গমন করিব এবং সেখানে প্রব্রাজকের বেশ ধারণ করিব!' এই সময়ে তিনি মিথিলার শোভা বর্ণনা করিয়া কতিপয় গাথা বলিলেন :

২৫. সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী,
সমুজ্জ্বলা অলঙ্কৃত সৌধের মালায়,—
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব!
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

২৬. সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী,
নিপুণ স্থপতিগণ, মাপি, ভাগ করি,
প্রাসাদ, প্রাকার, বীথি নির্ম্মিয়াছে যার,—
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব!
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার!

২৭. সমৃদ্ধিশালীনী এই মিথিলা নগরী,
প্রাকার-তোরণাদিতে সুশোভিতা যাহা,—
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব!
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার!

২৮. সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী
দৃঢ় অট্টালকে আর কোষ্ঠে সুরক্ষিতা,—
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব!
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার!

২৯. সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী,
সুবিন্যাস্ত সমুদায় রাজপথ যার,—

---

[১]। তিন তিনটী শক্রবালের অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থান 'লোকান্তর' নামে বিদিত। লোকান্তরস্থ নরক সাধারণতঃ প্রেতদিগের যন্ত্রণাগার।

[২]। কামলোকে, রূপলোকে ও অরূপলোকে জন্ম ভবত্রয় বলিয়া গণ্য। জন্মমাত্রই দুঃখকর, তাহা যেখানে হউক না কেন।

পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব!
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৩০. সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী,
মধ্যে যার সুগঠিত আপণসমূহ
পরিহরি কবে হায় প্রব্রজ্যা লইব!
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৩১. সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী,
সদা সমাকীর্ণা যাহা গো-ঘোঁক রথে,—
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব!
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৩২. সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী,
চারু উপবনমালা শোভে যার বুকে,—
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব!
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৩৩. সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী,
চারু উদ্যানের মালা শোভে যার বুকে,—
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব!
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৩৪. সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী,
প্রাসাদের, কাননের মালা যার বুকে—
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব!
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৩৫. সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী,
রাজবন্ধুগণে সদা পরিপূর্ণা যাহা,
নিরমিলা পূর্ব্বে যাহা সৌমনস্য-নামা
যশস্বী বিদেহ, বেষ্টি তিনটী প্রাকারে,[১]—
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব!
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৩৬. সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলানগরী,
ধনধান্যে পরিপূর্ণা, ধর্ম্মে সুরক্ষিতা—
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব!

---

[১]। তিপুরং বা 'তিপুরং' দুই পাঠই ধরা হইয়াছে। তি-পাকারং। তিক্খত্তুং পুণ্নং

কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৩৭. সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলানগরী,
অজেয়া, রক্ষিতা সদা ধর্ম্মবলে যাহা,—
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার!

৩৮. সুবিভক্ত, সুগঠিত রম্য অন্তঃপুর
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব!
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৩৯. সুধাধবলিত, রম্য এই অন্তঃপুর
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৪০. শুচিগন্ধ, মনোরম এই অন্তঃপুর
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৪১. যথামান সুবিভক্ত কুটাগার সব[১]
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৪২. সুধাধবলিত এই কূটাগার সব
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৪৩. শুচিগন্ধ, রম্য এই কূটাগার সব
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৪৪. লোহিত চন্দনলিপ্ত কূটাগার সব
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৪৫. সূবর্ণ পল্যঙ্ক, আর বিচিত্র শয়ন,
সুকোমল দীর্ঘরোম কম্বল যাহার[২]

---

[১]। অর্থাৎ যাহার প্রকোষ্ঠগুলি যেখানে যে মাপের হওয়া উচিত, ঠিক সেইরূপে নির্ম্মিত। কূটাগার বলিলে কূট বা চূড়াযুক্ত মন্দির প্রাসাদাদি বুঝায়।

[২]। মূলে 'গাণক' শব্দ আছে। গোণকো = দীর্ঘলোমকো মহাকোজবো, চতুরঙ্গলাধিকানি কির তস্‌স লোমানি। কোজব = ছাগরোম-নির্ম্মিত উৎকৃষ্ট শয্যাবিশেষ।

উপরে আস্তৃত থাকে,—এই সমুদায়
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৪৬. কৌষেয়, কার্পাস বস্ত্র, ক্ষৌমবস্ত্র, আর
কৌটুম্বর রাজ্যে যাহা হয়েছে নির্ম্মিত[১]—
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৪৭. রম্যা, পদ্মবিভূষিতা এই সরোবর,
চক্রবাক কুজে যেথা মধুর কুজনে—
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৪৮. মাতঙ্গবাহিনী এই, সর্ব্ব অলঙ্কারে
বিভূষিতা যাহা, যার গজগণ পরে
সুবর্ণনির্ম্মিত কচ্ছ, মস্তকে তাদের
উজ্জ্বল সুবর্ণজাল করে ঝলমল,—

৪৯. অঙ্কুশতোমর হস্তে গ্রামনীসকল
স্কন্ধোপরি তাহাদের করে আরোহণ;—
ত্যজিয়া এসব কবে প্রব্রজ্যা লইব!
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৫০. অশ্বের বাহিনী, যাহা বিভূষিত সদা
সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে; অশ্বগণ যার
শীঘ্রগামী, আজানেয়, সিন্ধুদেশ-জাত;–

৫১. ইলী[২] আর চাপ হস্তে গ্রামণিসকল
পৃষ্টোপরি তাহাদের করে আরোহণ;—
ত্যজিয়া এসব কবে প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৫২. এই সব রথশ্রেণী, সুসজ্জিত সদা,
বিরাজে বিচিত্র ধ্বজ প্রতি রথোপরী,
দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ;—

---

[১]। মিলিন্দ পঞ্হে শাকল নগরবর্ণনায় কাশী ও কটুম্বরজাত বস্ত্রের উল্লেখ আছে। মান্দাজ অঞ্চলে কোইম্বাটুর নগর 'কটুম্বর' নাম রক্ষা করিতেছে কি ?

[২]। ইলি=ভোজনালির মত এক প্রকার ছোট তলোয়ার।

৫৩. বর্ম্ম পরি চাপ হস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশ আমার;—
ত্যাজিয়া এসব কবে প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৫৪. সুবর্ণখচিত এই রথ সমুদায়
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত,
দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ—

৫৫. বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার—
ত্যাজিয়া এসব কবে প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৫৬. রজতখচিত এই রথ সমুদায়
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত
দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ—

৫৭. বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশ আমার—
ত্যাজিয়া এসব কবে প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৫৮. তুরঙ্গবাহিত এই রথ সমুদায়
সুসজ্জিত;সুন্দরপতাকাসুশোভিত
দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্মে, আচ্ছাদিত প্রতি রথ—

৫৯. বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার,—
ত্যাজিয়া এসব কবে প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৬০. উষ্ট্রবাহ্য এই সব রথ মনোহর,
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত,
দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ;—

৬১. বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার;—
ত্যাজিয়া এসব কবে, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৬২. গো-বাহিত এই সব রথ মনোহর,

সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত;
দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ;—

৬৩. বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণি সকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার;—
ত্যজিয়া এসব কবে, প্রব্রজ্যা লইব!
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত!

৬৪. অজবাহ্য এইসব রথ মনোহর[১]
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকা সুশোভিত;
দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্ম আচ্ছাদিত প্রতি রথ;—

৬৫. বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণি সকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার;—
ত্যজিয়া এসব কবে, প্রব্রজ্যা লইব!
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত!

৬৬. মেণ্ডবাহ্য এইসব রথ মনোহর,
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকা সুশোভিত;
দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্ম আচ্ছাদিত প্রতি রথ;—

৬৭. বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণি সকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার;—
ত্যজিয়া এসব কবে, প্রব্রজ্যা লইব!
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত!

৬৮. মৃগবাহ্য এইসব রথ মনোহর,
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকানুসুশোভিত;
দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্ম আচ্ছাদিত প্রতি রথ;—

৬৯. বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণি সকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার;—
ত্যজিয়া এসব কবে, প্রব্রজ্যা লইব!
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত!

৭০. সুসজ্জিত, মহাবল গজসাদিগণ,
(নীলবর্ম্মধর, হস্তে অঙ্কুশ, তোমর)
ত্যজি সবে কবে, আমি প্রব্রজ্যা লইব!
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

---

[১]। টীকাকার বলেন, যে অজরথ মেণ্ডরথ ও মৃগরথ শোভার জন্য রাখা হইত।

৭১. সুসজ্জিত, মহাবল অশ্বারোহগণ
(নীলবর্ম্মধর, হস্তে ইলী-শরাসন);—
ত্যজি সবে কবে, আমি প্রব্রজ্যা লইব!
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৭২. ধনুর্দ্ধরগণ সুসজ্জিত, মহাবল
(নীলবর্ম্মী, চাপহস্ত-তুণীর পৃষ্ঠেতে);—
ত্যজি সবে কবে, আমি প্রব্রজ্যা লইব!
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৭৩. সুসজ্জিত মহাবল রাজপুত্রগণ,—
রক্ষিত বিচিত্র বর্ম্মে দেহ যাহাদের,
(শিরপরি হেমমালা কিবা শোভা পায়)—
ত্যজি সবে কবে, আমি প্রব্রজ্যা লইব!
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৭৪. সুব্রত ব্রাহ্মণগণ, বিভূষিত যাঁরা
নানাবিধ অলঙ্কারে, শরীর চর্চ্চিত
হরিচন্দনের লেপে কিবা চমৎকার;
পরিধান কাশীজাত দুকূল সুন্দর;—
ত্যজি সবে কবে, আমি প্রব্রজ্যা লইব!
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৭৫. বিভূষিতা সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে যাঁরা,
মনোরমা সপ্তশত সেই ভার্য্যাগণে
পরিহরি কবে আমি প্রব্রজ্যা লইব!
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৭৬. সুসংযতা, ক্ষীনকটি ভার্য্যা সপ্তশত
পরিহরি কবে আমি প্রব্রজ্যা লইব!
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৭৭. আজ্ঞানুবর্ত্তিনী প্রিয়ভাষিণী সতত
এই মোর প্রিয়ঙ্করী ভার্য্যা সপ্তশত
পরিহরি কবে আমি প্রব্রজ্যা লইব!
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৭৮. শতরাজি শতপল সুবর্ণে নির্ম্মিত

আমার এইমহামূল্য পাত্র সমুদায়[1]
পরিহরি কবে আমি প্রব্রজ্যা লইব!
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৭৯. মাতঙ্গবাহিনী এই, সৰ্ব্ব অলঙ্কারে
বিভূষিতা যাহা, যার গজগণ পরে
সুবর্ণনির্ম্মিত কচ্ছ, মস্তকে তাদের
উজ্জ্বল সুবর্ণ-জাল করে ঝলমল,—

৮০. অঙ্কুশ-তোমর হস্তে গ্রামণিসকল
স্কন্ধোপরি তাহাদের করে আরোহণ—
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর!
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৮১. অশ্বের বাহিনী, যাহা বিভূষিতা সদা
সৰ্ব্ববিধ অলঙ্কারে; অশ্বগণ যার
শিঘ্রগামী, আজানেয়, সিন্ধুদেশ-জাত

৮২. ইলী আর-চাপহস্তে গ্রামণিসকল
পৃষ্ঠোপরি তাহাদের করে আরোহণ,—
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে-পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৮৩. এই সব রথশ্রেণী, সুসজ্জিত সদা,
বিরাজে বিচিত্র-ধ্বজ প্রতি রথোপরি,
দ্বীপি-ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতিরথ,—

৮৪. বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার,—

---

[1]। "সতপলং কংসং সোবণ্ণং শতরাজিকং"। এই জাতকের ১২২ম গাথায় এবং বিশ্বন্তর-জাতকের ২০০ম গাথায় ঠিক এই পদগুলি দেখা যায়। শেষোক্ত গাথার টীকায় আছে :— "ফলসতো কতা কঞ্চন পাতী"। 'ফল' শব্দটী 'পল' শব্দের রূপান্তর। ১পল= ৪কর্ষ।।।। রাজিক= রাই সরিষা। শতরাজিক= যাহার ওজন একশত সর্ষপবীজের সমান; বহুমূল্য। কিন্তু একশত সর্ষপবীজের ওজন এত বেশী নয় যে, তৎপরিমাণ স্বর্ণকে বহুমূল্য বলা যায়; টীকাকার এখানে শতরাজিকের অর্থ করিয়াছেন, 'পিট্‌ঠি পস্‌সে রাজিসতেন সমন্নাগতং' অর্থাৎ যাহারা পৃষ্ঠে ও পার্শ্বে এক শতরাজিবা 'পল' তোলা আছে। এই অর্থ অসঙ্গত নহে। 'কংস' শব্দটীতে যে কোন ধাতু বুঝায়।

যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৮৫. সুবর্ণখচিত এই রথ সমুদায়
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত
দ্বীপি-ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ;—

৮৬. ব্রর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার—
যবে আমি যাব চলি পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৮৭. রজতখচিত এই রথ সমুদায়
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত
দ্বীপি-ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ;—

৮৮. বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার,—
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৮৯. তুবগবাহিত এই রথ সমুদায়
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত
দ্বীপি-ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ;—

৯০. বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার,—
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৯১. উষ্ট্রবাহ্য এই সব রথ মনোহর,
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত
দ্বীপি-ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ;—

৯২. বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার,—
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে

যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৯৩. গোবাহিত এই সব রথ মনোহর,
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত
দ্বীপি-ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ;—

৯৪. বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার,—
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৯৫. অজবাহ্য এই সব রথ মনোহর,
সুশোভিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত
দ্বীপি-ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ;—

৯৬. বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার,—
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৯৭. মেণ্ডবাহ্য এই সব রথ মনোহর,
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত
দ্বীপি-ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ;—

৯৮. বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার,–
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৯৯. মৃগবাহ্য এই সব রথ মনোহর,
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত
দ্বীপি-ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ;—

১০০. বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার,—
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।

কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

১০১. সুসজ্জিত, মহাবল গজসাদিগণ
(নীলবর্ম্মধর- হস্তে অঙ্কুশ, তোমর),—
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

১০২. সুসজ্জিত, মহাবল অশ্বারোহগণ,
(নীলবর্ম্মধর-হস্তে ইলী শরাসন);—
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

১০৩. সুসজ্জিত, মহাবল ধনুর্দ্ধরগণ,
(নীলবর্ম্মী; চাপহস্তে-পৃষ্ঠেতে তূণীর);—
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

১০৪. সুসজ্জিত, মহাবল রাজপুত্রগণ,
রক্ষিত বিচিত্রবর্ম্মে দেহ যাহাদের;
(শির'পরি হেমমালা কিবা শোভা পায়)।—
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

১০৫. সুব্রত ব্রাহ্মণগণ, বিভূষিত যাঁরা—
নানাবিধ অলঙ্কারে শরীর চর্চ্চিত
হরিচন্দনের লেপে অতি চমৎকার।
পরিধান কাশীজাত দুকূল সুন্দর।—
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

১০৬. বিভূষিতা সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে যাঁরা,
মনোরমা, সপ্তশত সেই ভার্য্যাগণ,—
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।

কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

১০৭. সুসংযতা, ক্ষীণকটি ভার্য্যা সপ্তশত,—
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

১০৮. আজ্ঞানুবর্ত্তিনী প্রিয়ভাষিনী শতত,
প্রিয়ঙ্করী সপ্তশত ঘরণী আমার;—
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

১০৯. মুণ্ডিত মস্তকে কবে সঙ্ঘাটি পরিয়া
বিচরিব পাত্রহস্তে ভিক্ষাচর্য্যা তরে।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১১০. রাজপথে পরিত্যাক্ত ধুলি-ধূসরিত
ছিন্নবস্ত্র দ্বারা করি সঙ্ঘাটি প্রস্তুত
তাহাই পরিব আমি, অহো কতদিনে।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১১১. সপ্তাহ ব্যাপিয়া বৃষ্টি হবে অবিরাম
হইবে চীবর মোর আর্দ্র সেই জলে—
তাই পরি ভিক্ষাহেতু বিচরিব আমি।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১১২. কবে আমি স্থানাস্থান না করি বিচার
কোন্ বন, কোন্ বৃক্ষ ভাল মন্দ আর,
সর্ব্বত্র প্রশান্তচিত্তে করিব গমন!
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১১৩. দুর্গম পর্ব্বতে, বনে নির্ভয় অন্তরে
ভ্রমিব একাকী আমি, অহো কত দিনে।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১১৪. স্বপ্তকস্বরা, মনোহরা বীণার বাদক
সাতটী তারের করে লয় সম্পাদন।
তেমতি চিত্তকে কবে করিব সুতান;
হইবে অনার্য্যভাব বিদূরিত সব;
বাজিবে হৃদয়তন্ত্রী মুদিতার তানে।

১১৫. পাদুকা নির্ম্মাণকালে চর্ম্মকার যথা[১]
কাটি ছাটি দেয় ফেলি মাপের বাহিরে
যেখানে যেখানে চর্ম্মবেশী দেখা যায়;
তেমতি কি দিব্য, কি বা মানুসিক কামে
কোন প্রয়োজন নাই, বুঝি ইহা মনে
আমিও করিব ছিন্ন তৃষ্ণার বন্ধন।[২]

যখন মহাজনকের জন্ম হয়, তখন মানুষের পরমায়ুঃ দশ সহস্র বৎসর ছিল। তম্মধ্যে তিনি সপ্ত সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়া আয়ুষ্কালের অবশিষ্ট তিন সহস্র বৎসর প্রব্রজ্যায় অতিবাহিত করেন। উদ্যানদ্বারে আম্রবৃক্ষ দর্শন করিবার পর চারিমাস তিনি প্রাসাদে থাকিয়াই প্রব্রজ্যা-ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন; অতঃপর তাঁহার ধারণা হইল যে, রাজবেশ অপেক্ষা প্রব্রাজিতের বেশই শ্রেষ্ঠ; তিনি প্রকৃত প্রব্রাজক হইবার অভিপ্রায়ে ভৃত্যকে বলিলেন, "ভদ্র, তুমি কাহাকেও না জানাইয়া বাজার হইতে কয়েকখানি কাষায় বস্ত্র এবং একটা মৃৎপাত্র আনয়ন কর।" ভৃত্য তাহাই করিল। তখন রাজা নাপিত ডাকাইয়া কেশ শ্মশ্রু মুণ্ডন করাইলেন, নাপিতকে বিদায় দিয়া একখানি কাষায় বস্ত্র পরিধান করিলেন, একখানি দিয়া দেহ আচ্ছাদিত করিলেন, একখানি স্কন্ধোপরি রাখিলেন, মাটির পাত্রটী থলিতে পুরিয়া উহা স্কন্ধে ঝুলাইলেন, ভিক্ষুদণ্ড হস্তে লইয়া কয়েকবার মহাতলে প্রত্যেক বুদ্ধলীলায় ইতস্ততঃ চংক্রমণ করিলেন এবং সেইদিন প্রাসাদেই রহিলেন। পরদিন সূর্য্যোদয়কালে তিনি প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে সীবলী দেবী রাজার অপর সপ্তশত প্রিয়া ভার্য্যাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমরা অনেক দিন রাজাকে দেখি নাই; আজ তাঁহাকে দেখিব; তোমরা অলঙ্কার পরিয়া যথাসাধ্য স্ত্রীজাতি-সুলভ হাবভাব বিলাস দেখাইয়া তাঁহাকে কামপাশে বদ্ধ করিতে চেষ্টা কর।" ইহা বলিয়া তিনি ঐ সকল রমণীর সঙ্গে প্রাসাদে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পথে রাজাকে অবতরণ করিতে দেখিলেন। কিন্তু তাঁহারা রাজাকে চিনিতে পারিলেন না, ভাবিলেন রাজাকে উপদেশ দিবার জন্য কোন প্রত্যেকবুদ্ধ আসিয়াছিলেন। এই বিশ্বাসে তাঁহারা নমস্কারপূর্ব্বক একপার্শ্বে সড়িয়া দাঁড়াইলেন। ইত্যবসরে

---

[১]। মূলে 'রথকারো' আছে। কিন্তু কাষ্ঠপাদুকা ব্যবহার করা ভিক্ষুদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া এখানে 'চর্ম্মকার' শব্দ ব্যবহৃত হইল। চতুর্থ খন্ধের ১২০ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

[২]। ২৫শ হইতে ১০৮ম গাথায় মিথিলা বর্ণন করা হইয়াছে। ইহার অধিকাংশই পুনরুক্তিদুষ্ট, এজন্য ইংরাজী অনুবাদক কেবল সারাংশ অবলম্বন করিয়া সংক্ষিপ্ত অনুবাদ দিয়াছেন। কিন্তু মূলের সহিত সুসংগতি রক্ষার্থ আমি সবিস্তর অনুবাদই দিলাম।

মহাসত্ত্ব প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন। রমণীগণ প্রসাদে আরোহণ করিয়া দেখেন, রাজশয্যায় রাজার ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ এবং আবরণগুলি পড়িয়া আছে। তখন তাঁহারা বুঝিলেন, সিঁড়িতে যে ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলেন, তিনি প্রত্যেকবুদ্ধ নহেন, তাঁহাদেরই প্রিয়ভর্ত্তা। তাঁহারা বলিলেন, "এস, আমরা তাঁহাকে ফিরাইয়া আনি।" তাঁহারা প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক রাজাঙ্গনে গেলেন; তাঁহাদের কেশকলাপ পৃষ্ঠোপরি আলুলায়িত হইতে লাগিল; তাঁহারা বক্ষে করাঘাত করিতে বলিলেন, "মহারাজ, আপনি এরূপ কাজ কেন করিতেছেন?" তাঁহারা করুণস্বরে পরিদেবন করিতে করিতে রাজার অনুগমন করিলেন। এই সংবাদে সমস্ত নগর সংক্ষুব্ধ হইল; "রাজা নাকি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন; এমন ধার্ম্মিক রাজা আমরা কোথায় পাইব?" এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে নগরবাসীরাও রাজার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিল।

রাজাও প্রজাদিগের পরিদেবন শুনিয়াও তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া প্রস্থান করিলেন। এই বৃত্তান্ত সুন্দররূপে বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১১৬. সপ্তশত রাজভার্য্যা, বিভূষিতা ছিল যারা সর্ব্ব অলঙ্কারে,
বাহু তুলি কান্দি বলে "কেন ছাড়ি যাও তুমি আমা সবাকারে?"

১১৭. সপ্তশত রাজভার্য্যা সুসংযতা, ক্ষীণকটি পরমসুন্দরী
বাহু তুলি কান্দি বলে, "কেন যাও আমা সবে নাথহীনা করি?"

১১৮. সপ্তশত রাজভার্য্যা আজ্ঞাবহা, প্রিয়ংবদা সকলেই যারা
বাহু তুলি কান্দি বলে "কেন যাও? উপায় কি করিব আমরা?"

১১৯. সপ্তশত রাজভার্য্যা, বিভূষিতা ছিল যারা সর্ব্ব আভরণে।
ত্যজি রাজা যান ছুটি প্রব্রজ্যার তাড়নায় তিষ্ঠেন কেমন

১২০. সপ্তশত রাজভার্য্যা, সুসংযতা, ক্ষীনকটি, পরমসুন্দরী
ত্যজি রাজা যান ছুটি প্রব্রজ্যা তাড়ন আর সহিতে না পারি।

১২১. সপ্তশত রাজভার্য্যা, আজ্ঞাবহা, প্রিয়ংবদা সকলেই যারা,—
ত্যজি রাজা যান ছুটি পশ্চাতে অসহ্য তাঁর প্রব্রজ্যার তাড়া।

১২২. শতরাজি শত পল সুবর্ণে নির্ম্মিত পাত্র করি পরিহার
মৃৎপাত্র লইলা রাজা দ্বিতীয় এ অভিষেক হইল তাঁহার।

সীবলী দেবী পরিদেবন করিয়াও রাজাকে ফিরাইতে না পারিয়া ভাবিলেন, "একটা উপায় আছে।" তিনি মহাসেনাপতিকে ডাকাইয়া আজ্ঞা দিলেন, "বাবা, রাজা যে দিকে অগ্রসর হইতেছেন, তুমি গিয়া সেই দিকের জীর্ণ গৃহপান্থশালাদিতে অগ্নি প্রয়োগ কর এবং স্থানে স্থানে তৃণপত্রাদি একত্র করিয়া ধূম উৎপাদন কর।" মহাসেনাপতি তাহাই করিলেন। তখন সীবলী দেবী রাজার নিকটে গিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া জানাইলেন যে, মিথিলা নগরী দগ্ধ হইতেছে।

১২৩. জ্বলিছে ভীষণ অগ্নি, কোষের প্রকোষ্ঠ সব
পুড়িতেছে, স্বর্ণ রৌপ্য সব নষ্ট হ'ল তব।

১২৪. দক্ষিণ আবর্ত্ত শঙ্খ, হীরক-হরিচন্দন
গজদন্তাজিনতাম্র লৌহ আদি বহুধন—
ভস্মীভূত হয় সব এস ফিরি, নরবর,
বিপুল ঐশ্বর্য্য তব ফিরি শীঘ্র রক্ষা কর।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "দেবী, তুমি কি বলিতেছ? যাহার কিছু আছে, তাহার সেই বস্তু দগ্ধ হইতে পারে, কিন্তু আমি যে অকিঞ্চন।

১২৫. অকিঞ্চন যেই জন সেই সে প্রকৃত সুখে যাপয়ে জীবন,
পুড়িতেছে মিথিলা পুরী কিন্তু তাহে নাহি পুড়ে আমার কিঞ্চন।"[১]

ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব উত্তর দ্বার দিয়া নিষ্ক্রমণ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভার্য্যাগণও নগরে বাহির হইলেন। অতঃপর সীবলী দেবী আর একটী উপায় চিন্তা করিয়া আজ্ঞা দিলেন, "গ্রামসমূহ যেন বিধ্বস্ত এবং রাজ্য বিলুণ্ঠিত হইতেছে, এইরূপ দেখাও।" অমনি লোকে রাজাকে দেখাইতে লাগিল, আয়ুধহস্ত পুরুষেরা ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া লুণ্ঠন করিতেছে; তাহারা অনেকের শরীর লাক্ষারসে রঞ্জিত করিয়া দেখাইলেন, যেন তাহারা আহত হইয়াছে; অনেককে কাষ্ঠফলকে বহন করিতে করিতে দেখাইল, যেন তাহারা মারা গিয়াছে। বহু লোক চিৎকার করিতে লাগিল, "মহারাজ, আপনি জীবিত থাকিতেই রাজ্য বিলুণ্ঠিত এবং প্রজারা নিহত হইতেছে।" সীবলীদেবীও রাজাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে ফিরাইবার উদ্দেশ্যে বলিলেন :

১২৬. বনদস্যুগণ আসি সোণার এ রাজ্য করে নাশ;
ফির, ভূপ,; কর রক্ষা; তুমি হে তস্কর-দস্যুত্রাস।

রাজা ভাবিলেন, 'আমার জীবদ্দশায় দস্যুরা যে আক্রমণ করিয়া রাজ্যবিধ্বংস করিবে, ইহা অসম্ভব। এ নিশ্চয় সীবলিদেবীর কৌশল।' তিনি দুইটী গাথায় দেবীকে নিরুত্তর করিলেন :

১২৭. অকিঞ্চন যেই জন, সেই সে প্রকৃত সুখে যাপয়ে জীবন,
রাজ্য হয় বিলুণ্ঠিত, নষ্ট কিন্তু আমার ত না হয় কিঞ্চন।

১২৮. অকিঞ্চন যেই জন, সেই সে প্রকৃত সুখে যাপয়ে জীবন,
আভাস্বর দেববৎ চরিব কেবল প্রীতি করিয়া ভক্ষণ[১]।

---

[১]। তু। মহাভারত, শান্তি ২২৩ অ। (মান্দ্রাজ)–
অনন্তং বত মে বিত্তং ভাব্যং মে নাস্তি কিঞ্চন, মিথিলাযাং প্রদীপ্তাযাং ন মে কিঞ্চন দহ্যতে।

রাজা এইরূপ বলিলেও সেই জনবৃন্দ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। তখন রাজা ভাবিলেন, 'এসকল লোক ফিরিতে চায় না। ইহাদিগকে ফিরাইতে হইতেছে।' তিনি অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়া ফিরিলেন এবং রাজপথে দাঁড়াইয়া অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ রাজ্য কাহার?" অমাত্যেরা উত্তর দিলেন, "মহারাজ, এ রাজ্য আপনার।" "যদি তাহাই হয়, তবে যে কেহ এই রেখা অতিক্রম করিবে, তাহার দণ্ড বিধান কর"—ইহা বলিয়া তিনি হস্তস্থিত ভিক্ষুদণ্ড দ্বারা পথের এপাশ হইতে ওপাশ পর্য্যন্ত একটী রেখা অঙ্কিত করিলেন। তেজস্বী রাজা যে রেখা অঙ্কিত করিলেন, কেহই তাহা লঙ্ঘন করিতে পারিল না; জনবৃন্দ রেখাঁটীকে সম্মুখে রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে পরিদেবন করিতে লাগিল। সীবলিরও সাধ্য রহিল না যে, রেখা লঙ্ঘন করেন। কিন্তু রাজা যখন তাঁহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া আবার যাইতে লাগিলেন, তখন আর শোক সংবরণ করিতে না পারিয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে করিতে তিনি রাজপথের উপর এড়ো ভাবে পড়িয়া গেলেন এবং গড়াইতে গড়াইতে রেখা পার হইয়া গেলেন। তখন লোকে বলিয়া উঠিল, "যাহারা রেখার স্বামী, তাহারাই রেখা লঙ্ঘন করিল।" কাজেই তাহারাও রেখা লঙ্ঘন করিয়া সীবলি যে পথে গেলেন, সেই পথে ছুটিল।

মহাসত্ত্ব উত্তর হিমালয়ের অভিমুখী চলিলেন। মহিষীও সমস্ত সেনা ও বাহন লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। রাজা জনবৃন্দকে ফিরাইতে না পারিয়া এরূপে ষষ্টি যোজন পথ অতিক্রম করিলেন। ঐ সময়ে নারদনামক এক পঞ্চবিধ অভিজ্ঞাসম্পন্ন তপস্বী হিমালয়ের কাঞ্চন গুহায় অবস্থিতি করিতেন। তিনি সপ্তাহকাল ধ্যান সুখে অতিবাহিত করিয়া ধ্যান ভঙ্গের পর উঠিয়া "অহো কি সুখ! অহো কি সুখ!" মনের উল্লাসে এই উদান বলিতে বলিতে ভাবিলেন, 'জম্বুদ্বীপে এবংবিধ সুখ প্রয়াসী আর কেহ আছে কি?' অনন্তর দিব্যচক্ষু দ্বারা তিনি বুদ্ধাঙ্কুর মহাজনককে দেখিতে পাইয়া বুঝিলেন যে, তিনি মহানিষ্ক্রমণ করিয়াছেন; কিন্তু সীবলিদেবীপ্রমূখ জনবৃন্দকে ফিরাইতে পারিতেছেন না। পাছে এই সকল লোক বিঘ্ন ঘটায়, এই আশঙ্কায় আরও অধিক পরিমাণে তাঁহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ নারদ ঋদ্ধিবলে গমনপূর্ব্বক রাজার পুরোভাগে আকাশে অবস্থিত হইয়া তাঁহাকে একটী গাথায় উৎসাহিত করিলেন :

১২৯. কেন এত মহাশব্দ? মহোৎসবে মত্ত কিহে গ্রামবাসিগণ?
কেন হেথা এত লোক? বলহে শ্রমণ, তুমি ইহার কারণ।

ইহার উত্তরে রাজা বলিলেন :

---

[১]। ব্রহ্মলোকবাসী উজ্জ্বলকান্তি দেবগণ 'আভাস্বর দেব' নামে অভিহিত। ইঁহারা মূর্ত্তিমান্ মৈত্রী ও প্রীতি বলিয়া বর্ণিত।

১৩০. অতিক্রম করি আমি সীমা বাসনার
যাইতেছি চলি এবে ছাড়িয়া আগার
মনের আনন্দে; রত হয়ে তপস্যায়
মুনিজনলভ্য প্রজ্ঞা পাব এই আশায়।
ফিরাতে আমারে এরা আসিয়াছে সবে;
জান তুমি; জিজ্ঞাসিছ কেন, বল, তবে?

তখন রাজার সঙ্কল্পের দৃঢ়তাসম্পাদনের জন্য নারদ বলিলেন :

১৩১. প্রব্রাজক-চিহ্ন বটে করেছ ধারণ,
ভেব না তথাপি, করিয়াছ অতিক্রম
কামাদি রিপুর সীমা, জানিও নিশ্চয়,
সহজে না প্রশমিত হই রিপুচয়।
রয়েছে স্বর্গের পথে বিঘ্ন নানামত
লঙ্ঘিতে সে সব তুমি হও দৃঢ়ব্রত।

মহাসত্ত্ব বলিলেন :

১৩২. দৃষ্ট বা অদৃষ্ট কাম্য[১] কিছুই না চাই
সর্ব্বথা নিষ্কামভাবে যথেচ্ছ বেড়াই
বাসনাবিহীন হেন জনের পথেতে
কি যে বিঘ্ন আছে, তাহা পারি না বুঝিতে।

নারদ একটী গাথায় রাজাকে বিঘ্ন সমস্ত প্রদর্শন করিলেন :

১৩৩. নিন্দ্রা, তন্দ্রা, আলস্যজনিত বিজৃম্ভণ,
উৎকণ্ঠা, আহার-অন্তে নিদ্রার সেবন,—
এইরূপ বহু বিঘ্ন দেহে বিদ্যমান।
এসব করিবে দুর হয়ে সাবধান।[২]

অতঃপর মহাসত্ত্ব একটী গাথায় নারদের স্তুতি করিলেন :

১৩৪. কৃপা করি দিলা, বিপ্র, যেই উপদেশ,
তাহাতে কল্যাণ মম হইবে অশেষ।
কে তুমি, মারিষ, আমি চাই জিজ্ঞাসিতে,

---

[১]। অর্থাৎ কি ঐহিক, কি পারত্রিক সুখ।

[২]। তুং-ষড়ুদোষা পুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা-
নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়ং, ক্রোধ, আলস্যং, দীর্ঘসূত্রতা।—হিতোপদেশ।
বিজৃম্ভণ=হাঁইতোলা। আহারান্তে নিদ্রা= দিবা নিদ্রা। ভিক্ষুদিগের পক্ষে মধ্যাহ্নের পর ভোজন নিষিদ্ধ, কাজেই আহারান্তে নিদ্রা বলিলে দিবা নিদ্রা বুঝাইবে।

কি নাম? কোথায় বাস? পারি কি জানিতে?

ইহার উত্তরে নারদ বলিলেন :

১৩৫. নারদ আমার নাম, শুন, নৃপোত্তম,
বিখ্যাত কাশ্যপ গোত্রে লভেছি জনম।
সাধুসমাগমে লোকে শুভফল পায়;
এসেছি সেহেতু আমি দেখিতে তোমায়।

১৩৬. জম্মুক আনন্দ তব এই প্রব্রজ্যায়;
ধ্যান কর ব্রহ্মাখ্য বিহারচতুষ্টয়,
চরিত্রে অভাব কিছু করিলে দর্শন
ক্ষান্তি ও সংযমে তাহা করিবে পূরণ।

১৩৭. আত্মাবমাননা,[১] কিংবা আত্মা-অভিমান
উভয়ই ত্যজিবে তুমি হয়ে সাবধান।
কর্ম্ম, ধর্ম্ম, অভিজ্ঞা, এ তিনের সৎকারে
লভিতে অভীষ্টফল প্রব্রাজক পারে।[২]

নারদ মহাসত্ত্বকে এইরূপ উপদেশ দিয়া আকাশপথে স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। অতঃপর মৃগাজিন-নামক অপর এক তাপস পূর্ব্ববৎ ধ্যানাবসানে আসন হইতে উত্থিত হইয়া ইতঃস্তত বিলোকন করিতে করিতে মহাসত্ত্বকে দেখিতে পাইলেন এবং সেই জনবৃন্দকে নিবর্ত্তন করাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে উপদেশ দিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনিও আকাশপথে গমন করিয়া দেখা দিলেন এবং বলিলেন :

১৩৮. হস্তী, অশ্ব শত শত, পুরী, জনপদ-
ছাড়িয়া, জনক, তুমি এসব সম্পৎ,
মৃন্ময় ভিক্ষারপাত্রে সন্তুষ্ট এখন!
কি হেতু হইল তব এ পরিবর্ত্তন!

১৩৯. মিত্রামাত্যজ্ঞাতি কিংবা জানপদগণ
করেছে কি ক্ষতি কোন তোমার কখন?
ঐশ্বর্য্যেরমায়া তব কি হেতু কাটিল?
মৃৎপাত্রে এমন রুচি কেমনে হইল?

---

[১]। তুং- নাত্মানমবমন্যেত পূর্ব্বাভিবসমৃদ্ধিভিঃ
আমৃত্যোঃ শ্রিয়মন্বিচ্ছেন্নৈনাং মন্যেত দুর্লভাং।—মনু ৪/ ১৩৭

[২]। অর্থাৎ যাঁহার কর্ম্ম শুদ্ধ, যিনি সদ্ধর্ম্মপরায়ণ এবং যিনি অভিজ্ঞাসম্পন্ন, সেই প্রব্রাজকই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন।

মহাসত্ত্ব বলিলেন :

১৪০. করি নাই, মৃগাজিন, আমি কোন দিন
আচরি অধর্ম্ম জ্ঞাতিগণে দীন হীন।
জ্ঞাতিরাও কোন দিন করেনি আমার
প্রত্যক্ষে, পরোক্ষে কিংবা, কোন অপকার।

এইরূপে মৃগাজিনের প্রশ্নটীর নিরাকরণ করিয়া মহাসত্ত্ব কি জন্য যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বলিলেন :

১৪১. লোকের দুর্দ্দশা আমি করেছি দর্শন;
রিপুগ্রাসে করিতেছে সদা মূঢ়গণ,
ডুবিছে পাপের পঙ্কে; করে মারামারি;
বান্ধে পরস্পরে;—এই দৃষ্টান্ত নেহারি
করিয়াছি, মৃগাজিন, প্রব্রজ্যা গ্রহণ;
না ঘটে আমার যেন দুর্দ্দশা এমন।

রাজার প্রব্রজ্যাগ্রহণের কারণ সুবিস্তর শুনিবার জন্য মৃগাজিন জিজ্ঞাসা করিলেন :

১৪২. বল তুমি, শিষ্য হও কোন মহাত্মার?
হেন সুদ্ধ উপদেশ বল ত কাহার?
অভিজ্ঞাসম্পন্ন কর্ম্মবাদী তাপসের,
অথবা পরমজ্ঞানী প্রত্যেকবুদ্ধের
প্রত্যক্ষ দর্শন বিনা, ওহে রথিবর,
ঈদৃশ শ্রমণ কভু হয় না ক নর,
অবলীলা কর্ম্মে যেই করয়ে বর্জ্জন
দুঃখ অতিক্রম হেতু রাজ্য আর ধন।

মহাসত্ত্ব বলিলেন :

১৪৩. শ্রমণ ব্রাহ্মণে আমি পূজি কোন দিন
করি নি জিজ্ঞাসা কিছু, ওহে মৃগাজিন।

অনন্তর, যে কারণে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আদ্যন্ত দেখাইবার জন্য মহাসত্ত্ব বলিলেন :

১৪৪. মহা-আড়ম্বরে, হয়ে রাজ-শ্রী-ভূষিত,
গিয়াছিনু একদিন উদ্যান-বিহারে।
হতেছিল গান; তুর্য্যধ্বনি সুমধুর;
বীনা-করতাল-আদি যন্ত্রসমূহের
বাদনে উদ্যান-ভূমি হল নিনাদিত।

১৪৫. প্রাকার-বাহিরে আমি দেখিনু তখন
ফলবান আম্রতরু, ফল হেতু যারে
প্রহার করিতেছিল ফলকামিগণ
লগুর আঘাতে, আর লোষ্ট্রনিক্ষেপণে।

১৪৬. দেখি ইহা, মৃগাজীন, গজস্কন্ধ হতে
অবতরি, পরিহরি রাজশ্রী আমার
আম্রতরুদ্বয়-মূলে গেলাম সত্বর–
ফলবান একবৃক্ষ, নিষ্ফল অপর।

১৪৭. ফলবান ছিল যেটী, দেখিনু তাহার
কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে প্রহারে প্রহারে–
ভগ্নশাখ, ছিন্নপত্র, কাণ্ডমাত্রসার!
নিষ্ফল তরুটী কিন্তু পূর্ব্বের মতন
রহিয়াছে দাঁড়াইয়া সুশ্যাম, সুন্দর।

১৪৮. ঐশ্বর্য্য যাদের আছে দশাা তাহাদের
ঠিক ফলবান আম্রতরুর মতন।
সর্ব্বদা অশান্তি বহু করে তারা ভোগ,
শত্রুরা সুবিধা পেলে হরয়ে জীবন।

১৪৯. চর্ম্মলোভে মারে দ্বীপি, দন্তলোভে হাতী;
ধনার্থে ধনীকে মারে—ইহাই ত রীতি?
অনাগার, অকিঞ্চন কিন্তু যেই জন,
কি লোভে তাহার লোকে বধিবে জীবন?
ফলবান, ফলহীন, আম্রতরুদ্বয়,—
ইহারাই শাস্তা মোর; অন্য কেহ নয়।

ইহা শুনিয়া মৃগজিন বলিলেন, 'মহারাজ, অপ্রমত্ত হইয়া চলিবেন' এবং এই উপদেশ দিয়া তিনি স্বস্থানে প্রতিগমণ করিলেন। মৃগাজিন প্রস্থান করিলে সীবলিদেবী রাজার পাদমূলে পতিত হইয়া বলিলেন :

১৫০. প্রব্রজ্যা লবেন রাজা, শুনি এ বারতা
মহাভয় পাইয়াছে রাজ্যবাসী যত;—
গজসাদী, দেহরক্ষী, রথী পদাতিক—
সকলেই হইয়াছে ভয়েতে বিহ্বল।

১৫১. করহ আশ্বস্ত সবে; রক্ষার এদের
সুব্যবস্থা কর, দেব; পুত্রে তারপর
অভিষিক্ত করি রাজ্যে যাবে প্রব্রজ্যায়।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন :

১৫২. জানপদ, মিত্রামাত্য, জ্ঞাতিগণ সবে
করিয়াছি ত্যাগ আমি; পরিব্রাজকের
পুত্র নাই প্রজাবতি,[১] জানিও নিশ্চয়।
আছেন ক্ষত্রিয়সুত বিদেহে অনেক;
তাঁহারাই করাবেন এখন হইতে
শাসন মিথিলা রাজ্য দীর্ঘায়ুর দ্বারা।

সীবলি বলিলেন, "মহারাজ আপনি ত প্রব্রজ্যা লইলেন; এখন আমি কি করিব, বলুন।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি; তুমি আমার উপদেশ পালন করিয়া চলিও।

১৫৩. (ক) এস; উপদেশ যাহা ভাল মনে করি,
করিব তোমায় দান;—পুত্রে রাজ্য দিয়া
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে বাক্যে, কায়ে, মনে
কর যদি পাপ বহু, দুর্গতি অশেষ
দেহান্তে করিতে ভোগ হইবে তোমায়।

১৫৩. (খ) পরদত্ত, পরপক্ক পিণ্ডের ভোজনে
জীবন যাপন হয় সুধীর লক্ষণ।"

মহাসত্ত্ব মহিষীকে উপদেশ দিলেন। তাঁহারা পরস্পর এইরূপ আলাপ করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে সূর্য্যাস্ত হইল। মহিষী একটী স্থান মনোনীত করিয়া স্কন্ধাবার স্থাপন করাইলেন; মহাসত্ত্ব একটা বৃক্ষের মূলে গিয়া সেখানে রাত্রি যাপন করিলেন এবং পরদিন প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। সীবলি সৈনিকদিগকে পশ্চাতে আসিতে আজ্ঞা দিয়া নিজে তাঁহার অনুগমন করিলেন। তাঁহারা ভিক্ষাচর্য্যার বেলায় থূণা-নামক এক নগরে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে একব্যক্তি নগরের মধ্যবর্ত্তী মাংসবিপণি হইতে একটা বড় মাংসপিণ্ড কিনিয়া উহা শূলদ্বারা অঙ্গারে তাক করিয়া জুড়াইবার জন্য একখানা তক্তার একপ্রান্তে রাখিয়া দিয়াছিল। সে অন্যমনস্ক হইলে একটা কুক্কুর ঐ মাংস লইয়া পলায়ন করিল। লোকটা কুকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া নগরের বাহিরে দক্ষিণদ্বার পর্য্যন্ত গেল; শেষে ক্লান্ত হইয়া ফিরিল। রাজা ও রাণী কুক্কুরটার সম্মুখে আসিয়া দুইজনে দুই দিকে গেলেন; কুক্কুর ভয়ে মাংস ফেলিয়া পলাইয়া গেল; ইহা দেখিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'কুক্কুরটা মাংস

---

[১]। রাজা সীবলিদেবীকে, 'প্রজাপতি' বা 'প্রজাবতী' বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছেন। 'প্রজাবতী' শব্দ হইতে পাযাতী (পুত্রবতী) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

ফেলিয়া ও ইহার আশা ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে; এই মাংসের অন্য কোন স্বামী যে আছে, তাহাও জানা যায় না; এইরূপ সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত ধূলিমিশ্রিত খাদ্য ত আর নাই। অতএব আমি ইহাই আহার করিব।' তিনি ঝুলি হইতে মৃৎপাত্র বাহির করিলেন, সেই মাংসখণ্ড তুলিয়া উহা হইতে ধূলি পুছিলেন, উহা পাত্রে লইলেন এবং যেখানে জল আছে, এখন কোন মনোরম স্থানে গিয়া পরিতোষসহকারে ভোজন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া রাণী চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'ইনি যদি রাজ্যভিলাসী হইতেন, তবে ঈদৃশ ধূলিমিশ্রিত ন্যাক্কারজনক কুক্কুরোচ্ছিষ্ট মাংসপিণ্ড ভোজন করিতেন না। তিনি আর আমাদের প্রভূ হইবেন না।' তিনি বলিলেন, "ছিঃ মহারাজ, আপনি এমন কদর্য্য খাদ্য ভক্ষণ করিতেছেন।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'দেবী তুমি অজ্ঞানন্ধতাবশতঃ এই পিণ্ডপাতের বিশিষ্টগুণ দেখিতে পারিতেছ না।' যেখানে ঐ মাংস খণ্ড পতিত হইয়াছিল, সেইদিকে পুনঃপুনঃ দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি উহা অমৃতজ্ঞানে ভোজন করিলেন এবং মুখ প্রক্ষালন করিয়া হাত পা ধূইলেন। তখন দেবী তাঁহার নিন্দা করিয়া বলিলেন :

১৫৪. চতুর্থ ভোজনকালে[১] খাদ্য না পাইলে
ক্ষুধার জ্বালায় লোকে মরে অনশনে;
তথাপি সদ্‌বংশজাত সৎপুরুষগণ
ধূলিতে আচ্ছন্ন হেন জঘন্য আহার
গ্রহণ করিয়া কভু না রাখেন প্রাণ।
এ নয় উচিত তব; এ নয় শোভন,
খাইলে কুক্কুরোচ্ছিষ্ট তুমি, নরমণি।

মহাসত্ত্ব বলিলেন :

১৫৫. গৃহী বা কুকুরে যাহা করে পরিত্যাগ,
অভক্ষ্য, সীবলি, তাহা নয় ত আমার।
ধর্ম্মানুমোদিত লাভ হয় যে খাদ্যের,
তাহাই ভোজন যোগ্য; দোষ নাই তায়।

পরস্পর এরূপ কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে তাঁহারা নগরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সেখানে বালক বালিকারা খেলা করিতেছিল। একটী বালিকা একখানি ছোঁ কুলো লইয়া বালি ঝাড়িতে ছিল। তাহার এক হাতে ছিল একটা বালা, এক

---

[১]। তিনদিন অন্তে প্রতি চতুর্থ দিনে একবার ভোজন করাকে 'চতুর্থ ভোজন' বলে। এই প্রসঙ্গে কুণালজাতকের অনুবাদে (পঞ্চমখণ্ড, ২৬৮ম পৃষ্ঠে) ভ্রমক্রমে 'তিনদিন' না লিখিয়া 'চারিদিন' এবং 'চতুর্থ দিনে' না লিখিয়া 'পঞ্চম দিনে' লেখা হইয়াছে।

হাতে ছিল দুইটা বালা। শেষোক্ত হস্তের বলয়দ্বয় পরস্পরের বিঘট্টনে শব্দ করিতেছিল; অপর হস্তের বলয়টী নিঃশব্দ ছিল। রাজা ইহার কারণ বুঝিতে পারিয়া ভাবিলেন, 'সীবলি আমার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছেন; স্ত্রীই কিন্তু প্রব্রাজকদিগের মলস্বরূপ।[১] আমি প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিয়াও ভার্য্যা ত্যাগ করিতে পারি নাই, এজন্য লোকে আমার নিন্দা করিতেছে। যদি এই বালিকা বুদ্ধিমতী হয়, তবে এই সীবলিকে প্রতিনিবর্ত্তনের হেতু বুঝাইয়া দিবে। ইহার উত্তর শুনিয়া আমি সীবলিকে বিদায় দিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন।

১৫৬. মায়ের কোলের ধন[২]! সুন্দর বলয় হাতে; বাছা, তুমি বল ত আমায়;
এক হাতে শব্দ হয়; কিন্তু অন্য হাতে তব শব্দ কেন শুনা নাহি যায়?

বালিকা বলিল :

১৫৭. শ্রমণ, এ হাতে মোর বান্ধা আছে দুইটা বলয়;
ঠোকাঠুকি করে তারা; তাহাতেই শব্দ এই হয়।
সেই মত এ জগতে দ্বিতীয় যাহার সাথে থাকে,
বিবাদে, কলহে সদা অশান্তি ভুঞ্জিতে হয় তাকে।

১৫৮. শ্রমণ, অপর হাতে বান্ধা আছে একটী বলয়;
দ্বিতীয় অভাবে সেটী মৌন ও নিঃশব্দভাবে রয়।

১৫৯. দ্বিতীয় থাকিলে সঙ্গে ঘটিবেক বিবাদ নিশ্চিত;
একাকী যে, কার সঙ্গে বিবাদে সে হইবে প্রবৃত্ত?
স্বর্গ লাভ হেতু যার হইয়াছে বাসনা অন্তরে,
একত্বে স্থাপিয়া রুচি একাকী সে বিচরণ করে।

সেই অল্প বয়স্কা কুমারীর উত্তর শুনিয়া মহাসত্ত্ব সীবলিকে উপদেশ দিবার অবসর পাইলেন। তিনি বলিলেন :

১৬০. শুনিলে ত ভদ্রে, তুমি কথা বালিকার;
দাসী যে, সেও ত মোরে দিতেছে ধিক্কার।
বনিতা দ্বিতীয় প্রব্রাজক যেই জন,
সেই হয় এইরূপ নিন্দার ভাজন।

১৬১. গিয়াছে এখান হ'তে দুইদিকে পথ,
পথিকেরা যাহা দিয়া করে যাতায়াত।
যে পথে তোমার ইচ্ছা, যাও তুমি চলি;

১। তুঃ—"ইত্থি মলং ব্রহ্মচরিযস্‌স।"

২। মনে 'উপসেনিয়ে আছে। "মাতরং উপগন্ত্বা সয়নিকা" অর্থাৎ যে বালিকা মায়ের কোলে গিয়া শুইয়া থাকে , তাহাকে উপসেনিয়া বলা যায়। ইহা এক প্রকার স্নেহ সম্ভাষণ।

প্রস্থান করিব আমি অন্য পথ ধরি।
আমি তব পতি, ইহা ভেব না ক আর;
ভাবিব না তুমিও যে ঘরণী আমার।

এই কথা শুনিয়া সীবলি বলিলেন, "প্রভু, আপনি এই উৎকৃষ্ট দক্ষিণ পথে অগ্রসর হউন; আমি বাম পথ অবলম্বন করিব।" তিনি রাজাকে প্রণাম করিয়া কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলেন; কিন্তু শোকসংবরণ না করিতে পারিয়া ফিরিয়া রাজার সঙ্গেই নগরে প্রবেশ করিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা অর্দ্ধগাথা বলিলেন :

১৬২. করিতে করিতে হেন কথোপকথন;
প্রবেশিলা থূণায় তাঁহারা দুইজন।

নগরে প্রবেশ করিয়া মহাসত্ত্ব ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে এক ইযুকারের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সীবলি দেবী একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঐ সময়ে ইষুকারক একটা বাণ আগুনের হাঁড়িতে রাখিয়া তাহা কাঞ্জিক দ্বারা ভিজাইতেছিল এবং একটা চক্ষু বুজিয়া আর একটা দ্বারা দেখিয়া উহা সোজা করিতেছিল। ইহা দেখিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'যদি এই লোকটা বিজ্ঞ হয়, তবে এরূপ করিবার প্রকৃত কারণ বলিতে পারিবে। ইহাকে জিজ্ঞাসা করা যাউক।' এই উদ্দেশ্যে তিনি ইষুকারকের নিকট গেলেন।

[এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১৬৩. ইষুকারকের কক্ষে ভোজনবেলায়
উপস্থিত হন রাজা; সে ব্যক্তি তখন
নিমীলিয়া এক চক্ষু, অপাঙ্গদৃষ্টিতে
অন্য চক্ষুদ্বারা ইষু ছিল নিরখিতে।

মহাসত্ত্ব বলিলেন :

১৬৪. ইষুকার, তুমি এক চক্ষু নিমীলিয়া
নিরিক্ষণ করিতেছ অপাঙ্গদৃষ্টিতে
অন্য চক্ষু দ্বারা ইষু বোধ হয় মোর,
ঠিক এতে দেখিতে না পাইতেছ তুমি

ইষুকার বলিল :

১৬৫. দুই চক্ষু দ্বারা যদি করহ দর্শন,
সকল(ই) বিশালরূপে হয় দৃশ্যমান;
কোন্ অংশে আছে বাঁকা বুঝা নাহি যায়
ঠিক সোজা করি গড়া অসম্ভব হয়।

১৬৬. কিন্তু নিমীলন যদি করি চক্ষু এক,

অপাঙ্গদৃষ্টিতে ইষু দেখি বারবার,
কোন্ অংশ বাঁকা তাহা বুঝিতে পারিয়া
সোজা করি গড়ি ইষু; না ঘটে ব্যত্যয়।

১৬৭. একত্র থাকিলে দুই হয় পরস্পর
বিবাদে নিরত তারা; একাকী যে জন,
কার সঙ্গে বিবাদে সে হইবে প্রবৃত্ত?
স্বর্গলাভ হেতু যার বাসনা অন্তরে,
একাকী থাকিয়া সেই বিচরণ করে।

মহাসত্ত্বকে এইরূপ উপদেশ দিয়া ইষুকার নীরব হইল। তিনি পিণ্ডাচর্য্যা করিয়া মিশ্রখাদ্য[1] সংগ্রহপূর্ব্বক নগরের বাহিরে গেলেন এবং যেখানে জল আছে, এমন কোন রমণীয় স্থানে উপবেশন করিয়া ভোজন সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর তিনি ঝুলির মধ্যে পাত্রটী রাখিয়া সীবলিকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন :

১৬৮. ইষুকার বলিল যা', শুনিলে ত তুমি;
দাস যে, সেও ত মোরে দিতেছে ধিক্কার।
বনিতাদ্বিতীয় প্রব্রাজক যেই জন,
সেই হয় এইরূপ নিন্দার ভাজন।

১৬৯. গিয়াছে এখান হ'তে দুই দিকে পথ,
পথিকেরা যাহা দিয়া করে যাতায়াত।
যে পথে তোমার ইচ্ছা যাও তুমি চলি;
প্রস্থান করিব আমি অন্য পথ ধরি।
আমি তব পতি ইহা ভেব না ক আর;
ভাবিব না তুমিও যে ঘরণী আমার।

'আমি তব পতি, ইহা ভেব না ক আর,' মহাসত্ত্ব একথা বলিলেও সীবলি তাঁহার অনুগমন করিয়াই চলিলেন। কিন্তু তিনি রাজাকে ফিরাইতে পারিলেন না। জনসঙ্ঘও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ক্রমে বনভূমি নিকটবর্ত্তী হইল; মহাসত্ত্ব বনের নীলিমা দেখিতে পাইয়া মহিষীকে নিবর্ত্তন করাইবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি যাইতে যাইতে পথের ধারে মুঞ্জ তৃণ দেখিয়া তাহা হইতে একটা কাণ্ড ছিঁড়িয়া লইলেন এবং সীবলিকে বলিলেন, "দেখ, এই কাণ্ডটা আর যুড়িতে পারা যায় না; এইরূপ, তোমার সঙ্গেও আমার সহবাস সম্ভবপর নয়।" অনন্তর তিনি এই অর্দ্ধগাথা বলিলেন :

---

[1]। ভিক্ষুদের পাত্রে গৃহীরা কটু, অম্ল, মধুর প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্য নিক্ষেপ করে; এজন্য ঐ খাদ্য মিশ্রখাদ্য নামে অভিহিত।

১৭০. ছিন্না, মুঞ্জযষ্টিবৎ একাকিনী বিহর, সীবলি।

ইহা শুনিয়া সীবলি বুঝিলেন, এখন হইতে তিনি আর রাজেন্দ্র মহাজনকের সহবাস করিতে পারিবেন না। তিনি শোকবেগ ধারণে অসমর্থ হইয়া উভয় হস্তে বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে করিতে রাজপথে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তিনি সংজ্ঞাহীনা হইয়াছেন দেখিয়া মহাসত্ত্ব নিজের পদচিহ্ন বিলোপ করিতে করিতে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। অমাত্যেরা আসিয়া সীবলির শরীরে জল সেচন করিলেন এবং হস্তপাদ পরিমর্দ্দন করিয়া তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদন করিলেন। তিনি চৈতন্য লাভ করিয়াই জিজ্ঞাসিলেন, "রাজা কোথায়?" অমাত্যেরা বলিলেন, "আপনি কি জানেন না, মা?" সীবলি বলিলেন, "বাবা সকল, শীঘ্র তাঁহার খোঁজ কর।" অমাত্যেরা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিলেন, কিন্তু রাজার দেখা পাইলেন না। সীবলি মহাপরিদেবন করিতে লাগিলেন, রাজা যেখানে শেষে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেখানে একটী চৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়া গন্ধমালাদি দ্বারা তদীয় পূজা করিলেন এবং শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে রাজধানীর অভিমুখে চলিলেন।

মহাসত্ত্ব হিমালয়ে প্রবেশ করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যেই অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন। তিনি আর মনুষ্যপথে ফিরিলেন না। যেখানে ইষুকারকের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইয়াছিল, যেখানে কুমারীর সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল, যেখানে তিনি মাংস পরিভোজন করিয়াছিলেন, যেখানে তিনি মৃগাজিনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন, যেখানে নারদের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎকার হইয়াছিল, সীবলিদেবী এই সকল স্থানে এক একটী চৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়া গন্ধমালাদি দ্বারা পূজা করিলেন এবং চতুরঙ্গিণী সেনাপরিবৃত হইয়া মিথিলায় ফিরিয়া গেলেন। সেখানে আম্রকাননে তিনি পুত্রের অভিষেক সম্পাদন করিলেন এবং তাঁহাকে চতুরঙ্গিণী সেনাসহ নগরে প্রেরণপূর্ব্বক নিজে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ঐ উদ্যানেই বাস করিতে লাগিলেন। তিনি অচিরে কৃৎস্নপরিকর্ম্ম দ্বারা ধ্যান অভ্যাস করিলেন এবং ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশনা করিয়া শাস্তা বলিলেন, ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন।

সমবধান : তখন উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই সমুদ্রদেবতা; সারিপুত্র ছিলেন নারদ, মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন মৃগাজিন, ক্ষেমা ভিক্ষুণী-ছিলেন সেই কুমারী, আনন্দ ছিলেন সেই ইষুকার, রাহুল ছিলেন দীর্ঘায়ুঃকুমার, রাজকূলের মাতাপিতা ছিলেন সেই মাতাপিতা এবং আমি ছিলাম মহাজনক নরেন্দ্র।]

---

৫৪০. শ্যাম-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি কোন মাতৃপোষক ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তী নগরে অষ্টাদশকোটি ধনশালী কোন শ্রেষ্ঠিপরিবার একটীমাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল; কাজেই সে মাতাপিতার অতি প্রিয় ও প্রীতিভাজন ছিল। সে একদিন প্রাসাদোপরি অবস্থিত হইয়া বাতায়ন উদ্ঘাটনপূর্ব্বক দেখিতে পাইল, বহু লোক গন্ধমালাদি হাতে লইয়া ধর্ম্মশ্রবণার্থ জেতবনে যাইতেছে। ইহাতে তাহারও জেতবনে যাইতে ইচ্ছা হইল; সে গন্ধমালাদি লইয়া বিহারে গিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে বস্ত্র-ভৈষজ্য-পানীয়াদি দান করিল এবং গন্ধমালাদিদ্বারা ভগবানের পূজা করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইল। ধর্ম্মকথা শুনিয়া সে কামাদি রিপুর দোষ এবং প্রব্রজ্যার গুণ বুঝিতে পারিল এবং সভা হইতে উঠিয়া ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা যাঞ্চা করিল। ভগবান বলিলেন, "যে মাতাপিতার অনুমতি পায় নাই, তথাগতগণ তাহাকে প্রব্রজ্যা দান করেন না।" ইহা শুনিয়া সে গৃহে ফিরিয়া সপ্তাহকাল অনশনে থাকিয়া মাতাপিতার অনুমতি লাভ করিল এবং জেতবনে গিয়া পুনর্ব্বার প্রব্রজ্যা চাহিল। শাস্তা এক ভিক্ষুকে আজ্ঞা দিলেন; সেই ভিক্ষু শ্রেষ্ঠিকুমারকে প্রব্রজ্যা দান করিলেন।

প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠি পুত্র মহালাভ ও সম্মান পাইলেন। তিনি আচার্য্যও উপাধ্যায়ের সেবা করিয়া উপসম্পদা লাভ করিলেন। তিনি পাঁচ বৎসরে সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ আয়ত্ত করিলেন। ইহার পর ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি এই জনবহূল স্থানে অবস্থিতি করিতেছি; ইহা আমার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত নহে।' তিনি অরণ্য বাসে বিদর্শনধুর[১] পরিপূরণার্থ (অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে অন্তর্দৃষ্টি লাভের আশায়) উপাধ্যায়ের নিকট কর্ম্মস্থান গ্রহণপূর্ব্বক কোন প্রত্যন্ত গ্রামে গমন করিলেন এবং সেখানে অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। এই অরণ্যে তিনি বিদর্শন উৎপাদনের জন্য বার বৎসর যথাসাধ্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করিলেন, কিন্তু উহা লাভ করিতে পারিলেন না।

এদিকে তাঁহার মাতাপিতা কালক্রমে দুরবস্থাপন্ন হইলেন। যাঁহারা তাঁহাদের ক্ষেত্রে বা বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল, তাহারা দেখিল ঐ বংশে কোন পুত্র বা ভ্রাতা নাই যে, প্রাপ্য অর্থ আদায় করিতে পারে; কাজেই তাহারা স্ব স্ব হস্তগত ধন লইয়া যাহারা যেখানে ইচ্ছা পলায়ন করিল, গৃহের দাসভৃত্যগণও স্বর্ণরৌপ্যাদি লইয়া পলাইয়া গেল; শেষে শ্রেষ্ঠিদম্পতি এমন নিঃস্ব হইলেন যে, তাঁহাদের হাত ধুইবার পাত্রটি পর্য্যন্ত রহিল না; তাঁহারা বাড়ী ঘর বিক্রয়

---

[১]। ধুর =ভার। ইহা দ্বিবিধ-গ্রন্থধুর ও বিদর্শনধুর অর্থাৎ শিক্ষা এবং অন্তর্দৃষ্টি বা ধ্যান।

করিলেন; তাঁহাদের মাথা রাখিবার স্থান পর্য্যন্ত গেল; তাঁহারা নিতান্ত দীনদশাপন্ন হইয়া ছিন্নবস্ত্র পরিয়া খর্পরহস্তে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে একজন ভিক্ষু জেতবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শ্রেষ্ঠিপুত্রের সেই অরণ্যবাসে উপস্থিত হইলেন। শ্রেষ্ঠিপুত্র তাঁহার আতিথ্যকৃত্য করিলেন এবং তিনি সুখাসীন হইলে জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "জেতবন হইতে।" তখন শ্রেষ্ঠিপুত্র শাস্তা ও মহাশ্রাবকাদি সুস্থ আছেন কি না জিজ্ঞাসা করিয়া নিজের মাতাপিতার কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন, "ভদন্ত, শ্রাবস্তীর অমুক শ্রেষ্ঠিকুলের সুসংবাদ ত?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "ভাই, সেই শ্রেষ্ঠি কুলের কথা জিজ্ঞাসা করিও না।" "কেন, ভদন্ত?" "ভাই, সেই শ্রেষ্ঠিকুলে না কি একটী মাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল; সে বৌদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে; তাহার প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময় হইতে এই পরিবারের অবস্থা হীন হইতে আরম্ভ হয়। কর্ত্তা ও কর্ত্রী দুইজনে জনসাধারণের কৃপাপাত্র হইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন।" ভিক্ষুর কথা শুনিয়া শ্রেষ্ঠিপুত্র আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না; তিনি অশ্রুপূর্ণনেত্রে রোদন করিতে লাগিলেন। ভিক্ষু জিজ্ঞাসিলেন, "ভাই, কান্দিতেছ কেন?" "ভদন্ত, সেই দুই ব্যক্তি আমার মাতাপিতা; আমি তাঁহাদের পুত্র।" "ভাই, তোমার দোষেই তোমার মাতাপিতার সর্ব্বনাশ হইয়াছে; যাও, এখন গিয়া তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ কর।" ইহা শুনিয়া শ্রেষ্ঠিপুত্র ভাবিলেন, 'আমি এই বার বৎসর অবিরত চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াও, কি মার্গ, কি মার্গফল, কিছুই লাভ করিতে পারি নাই। আমি, বোধ হয় ইহাতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। প্রব্রজ্যার আমার কি ফল? আমি গৃহী হইয়া মাতাপিতার পোষণ করিব, দান দিব এবং এই উপায়েই স্বর্গপরায়ণ হইব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি অরণ্যস্থ কুটীর খানি স্থবিরকে দান করিয়া পরদিন গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং চলিতে চলিতে শ্রাবস্তীর অবিদূরে জেতবনের পৃষ্ঠদেশস্থ বিহারে উপনীত হইলেন। সেখান হইতে একটী পথ শ্রাবস্তীর দিকে এবং একটী পথ জেতবনের দিকে গিয়াছিল। শ্রেষ্ঠিপুত্র সেখানে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'প্রথমে মাতাপিতাকে দর্শন করি, কি দশবলকে দর্শন করি? মাতাপিতাকে পূর্ব্বে বহুদিন দেখিয়াছি; কিন্তু এখন হইতে বুদ্ধদর্শন আমার পক্ষে দুর্লভ হইবে। অতএব আজ সম্যক্সম্বুদ্ধকে দেখিয়া এবং ধর্ম্মকথা শুনিয়া কাল প্রাতঃকালেই মাতাপিতাকে দর্শন করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি শ্রাবস্তীর পথ ছাড়িয়া সায়াহ্ন সময়ে জেতবনে প্রবেশ করিলেন।

ঐ দিন প্রত্যূষকালে শাস্তা সকল ভুবন অবলোকন করিতে করিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, সেই কুলপুত্রের অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির সময় আসিয়াছে। তাঁহার আগমনকালে শাস্তা মাতৃপোষক সূত্র দ্বারা মাতাপিতার গুণ কীর্ত্তন করিতে

লাগিলেন। শ্রেষ্ঠিপুত্র ভিক্ষুসভার একপ্রান্তে অবস্থিত হইয়া ধর্ম্মকথা শুনিতে শুনিতে ভাবিলেন, "আমি গৃহী হইলে মাতাপিতার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিব বটে, কিন্তু শাস্তা বলিতেছেন যে, প্রব্রাজিত পুত্রও মাতাপিতার উপকার করিতে সমর্থ। আমি পূর্ব্বে শাস্তাকে দর্শন না করিয়াই (অরণ্যে) গিয়াছিলাম; কাজেই এরূপ প্রব্রজ্যার অঙ্গহানি হইয়াছিল; এখন আমি গৃহী না হইয়াও প্রব্রজ্যায় থাকিয়াই মাতাপিতার ভরণপোষণ করিব।" এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি শলাকা লইয়া শলাকা ভক্ত এবং শলাকা-যবাগূ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তাহার বোধ হইতে লাগিল যে, দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে বাস করিয়া তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘ হইতে নিষ্কাসনার্হ হইয়াছেন। তিনি পরদিন প্রাতঃকালেই শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি প্রথমে যবাগূই গ্রহণ করিব, না মাতাপিতাকে দর্শন করিব?' তিনি দেখিলেন, যাঁহারা দীনহীন, তাঁহাদের নিকট রিক্তহস্তে যাওয়া উচিৎ নহে। এজন্য তিনি যবাগূ গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার পুরাতন গৃহদ্বারে গমন করিলেন। তাঁহার মাতাপিতা তখন, জবাগূ ভিক্ষা করিয়া সম্মুখবর্ত্তী প্রাচীরের নিকটে বসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে এই অবস্থায় দেখিয়া শ্রেষ্ঠীপুত্র সাতিশয় দুঃখিত হইলেন; তিনি সাশ্রুনয়নে তাঁহাদের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রেষ্ঠী দম্পতি তাঁহাকে দেখিয়াও চিনিতে পারিলেন না। তাঁহার মাতা ভাবিলেন, লোকটা বুঝি ভিক্ষার আশায় দাঁড়াইয়া আছে। তিনি বলিলেন, 'ভদন্ত, আপনাকে দিবার উপযুক্ত আমাদের কিছুই নাই; আপনি অন্যত্র ভিক্ষা করুন গিয়া।' মাতার কথায় শ্রেষ্ঠীপুত্রের হৃদয় শোকে পরিপূর্ণ হইল; কিন্তু তাহা সংবরণপূর্ব্বক তিনি সাশ্রুনয়নে সেখানেই দাঁড়াইয়া থাকিলেন; বৃদ্ধা তাঁহাকে দুই তিনবার অন্যত্র যাইতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তিনি দাঁড়াইয়াই রহিলেন। তখন তাঁহার পিতা বলিলেন, "ভদ্রে, গিয়া দেখত এই ব্যক্তি তোমার পুত্র কিনা।" বৃদ্ধা পুত্রের কাছে গিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহার পাদমূলে পড়িয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতাও ঐরূপ করিলেন; সেখানে শোকের মহোচ্ছ্বাস হইল। পুত্র ও মাতাপিতার দুর্দ্দশা দেখিয়া আর আত্মাসংবরণ করিতে পারিলেন না; তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অতঃপর শোকবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া তিনি বলিলেন, "আপনাদের কোন চিন্তা নাই; আমি আপনাদিগের ভরণপোষণ করিব।" মাতাপিতাকে এই আশ্বাস দিয়া তিনি তাঁহাদিগকে যবাগূ পান করাইলেন, কিয়ৎক্ষণ তাঁহাদের পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন, পূনর্ব্বার ভিক্ষা আহরণ করিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করাইলেন; অনন্তর নিজের জন্য আবার ভিক্ষা করিলেন, তাঁহাদের নিকটে গিয়া, আর খাইবেন কিনা, জিজ্ঞাসা করিলেন এবং নিজের আহার সম্পাদন করিয়া তাঁহাদেরই অবিদূরে বাস করিতে লাগিলেন। ঐদিন হইতে তিনি উক্ত প্রকারে

মাতাপিতাকে পোষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যে ভিক্ষা পাইতেন, এমন কি, প্রতিপক্ষে যে খাদ্যাদি পাইতেন,[১] সমস্তই সমস্তই তাঁহাদিগকে দিতেন এবং আবার ভিক্ষা করিয়া কিছু পাইতেন ত তাহাই নিজে খাইতেন। লোকে তাঁহাকে বর্ষাবাসের জন্য যে খাদ্য দিত, বা তিনি অন্য যাহা কিছু পাইতেন, তাহাও মাতাপিতাকে দিতেন। তাঁহার পরিধানের পর যে সকল জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিতেন তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া সেগুলিতে রং দিয়া নিজে পরিধান করিতেন। তিনি অল্পদিনই ভিক্ষা পাইতেন, কতদিন পাইতেন না। তাঁহার অন্তরর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস অতি রূক্ষ হইল; মাতাপিতার পোষণ করিতে করিতে তাঁহার শরীর ক্রমে নিতান্ত কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হইল। তাঁহার এই দশা দেখিয়া বন্ধুবয়স্যেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, পূর্ব্বে তোমার দেহ সোনার মত উজ্জ্বল ছিল; এখন পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছ; তোমার কোন পীড়া হইয়াছে কি?" তিনি উত্তর দিলেন, "না ভাই, আমার কোন পীড়া হয় নাই; কিন্তু একটা বিঘ্ন ঘটিয়াছে।" তিনি বন্ধুদিগকে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। বন্ধুরা বলিলেন, "উপাসকেরা শ্রদ্ধাবশে যাহা দান করে, শাস্তা তাহা নষ্ট করিতে নিষেধ করিয়াছেন; তুমি সে শ্রদ্ধাদত্ত দ্রব্য গৃহীদিগকে দান করিয়া ন্যায়বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছ।" ইহা শুনিয়া শ্রেষ্ঠীপুত্র লজ্জায় অধঃবদন হইলেন। বন্ধুরা কিন্তু ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না; তাঁহারা শাস্তা নিকটে গিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, অমুক ভিক্ষু গৃহীদিগকে পোষণ করিয়া শ্রদ্ধাদত্ত দ্রব্যের অপচয় করিতেছেন।" শাস্তা সেই কুলপুত্রকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যই কি তুমি শ্রদ্ধাদত্ত দ্রব্য দ্বারা গৃহীদিগের পোষণ করিতেছ?" শ্রেষ্ঠীপুত্র উত্তর দিলেন, "হাঁ, ভদন্ত; একথা সত্য।" তাঁহার সৎক্রিয়ার মাহাত্ম্য বর্ণন করিবার এবং নিজের পূর্ব্বজন্মাচরিত কার্য্য প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে শাস্তা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে গৃহীদিগের পোষণ করিতেছ, তাঁহারা কে?" শ্রেষ্ঠীপুত্র বলিলেন, "ভদন্ত, তাঁহারা আমার মাতা ও পিতা।" ইহা শুনিয়া তাঁহার উৎসাহবর্দ্ধনার্থ শাস্তা "সাধু" "সাধু" "সাধু" বলিয়া তিনবার সাধুকার দিলেন, এবং বলিলেন, "পূর্ব্বে আমি যে পথে চলিয়াছিলাম, তুমিও সেই পথ ধরিয়াছ। আমিও পূর্ব্বে ভিক্ষাচর্য্যাদ্বারা মাতাপিতার পোষণ করিয়াছিলাম।" শাস্তার এই কথায় শ্রেষ্ঠীপুত্রের মনে উৎসাহ সঞ্চারিত হইল। অনন্তর ভিক্ষুদিগের প্রার্থনায় নিজের পূর্ব্বচরিত বর্ণনার্থ শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

---

[১]। 'পক্‌খিকভত্তাদি' প্রতিপক্ষে ভিক্ষুদিগকে বিহার হইতে বিশিষ্ট ভক্তাদি দিবার প্রথা ছিল। পাঁচ প্রকার ভক্তের উল্লেখ দেখা যায়—নিত্য ভক্ত, শলাকা ভক্ত, পাক্ষিক ভক্ত, পোষদিক ভক্ত ও প্রাতিপদিক ভক্ত।

পুরাকালে বারাণসীর নিকটে নদীর এপারে একখানি এবং ওপারে একখানি নিষাদ-গ্রাম ছিল। প্রত্যেক গ্রামে পঞ্চশত নিষাদপরিবার বাস করিত এবং প্রত্যেক গ্রামে একজন নিষাদজ্যেষ্ঠক ছিল। এই উভয় নিষাদজ্যেষ্ঠকের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিয়া ছিল। তাঁহারা যৌবনে অঙ্গীকার করিয়াছিল যে, তাঁহাদের একজনের কন্যা ও একজনের পুত্র জন্মিলে ঐ পুত্র ও কন্যাকে পরস্পর বিবাহসূত্রে বদ্ধ করিবে।

নদীর এপরে যে নিষাদজ্যেষ্ঠ বাস করিত, কালক্রমে তাঁহার একটী পুত্র জন্মিল। এই শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তখন তাঁহাকে একখণ্ড সূক্ষ্মবস্ত্রের উপর ধরা হইয়াছিল, এইজন্য তাঁহার নাম রাখা হইল দুকূলক। অপর নিষাদজ্যেষ্ঠকের একটী কন্যা জন্মিল; সেই নদীর অপর পারে জন্মিয়াছিল বলিয়া তাহার নাম রাখা হইল পারিকা। এই শিশুদ্বয় উভয়েই পরম সুন্দর ও হেমকান্তি হইল, নিষাদকূলে জন্মিয়াও তাহারা প্রাণীহত্যা করিত না। ক্রমে যখন তাহাদের বয়স ষোল বৎসর হইল, তখন দুকূলকুমারের মাতাপিতা বলিল, "বৎস, তোমার জন্য একটী পাত্রী আনয়ন করিব। দুকূলকুমার ব্রহ্মলোক ত্যাগ করিয়া মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল; তাহার মনে পাপের লেশমাত্র ছিল না; সেই উভয় কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া বলিল, "আমার গৃহবাসে রুচি নাই; আপনারা এমন আজ্ঞা করিবেন না।" তাহার মাতাপিতা পুনঃ পুনঃ বলিলেও সে গার্হস্থ্যধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিল না।

পারিকাকুমারির মাতাপিতা যখন তাহাকে বলিল, "বৎসে, আমাদের বন্ধুর এক পুত্র আছে; সে পরম সুন্দর; তাহার বর্ণ স্বর্ণের মত উজ্জ্বল, আমরা তোমাকে তাহারই হস্তে সম্প্রদান করিব।" তখন সেও কানে আঙ্গুল দিয়া ঐরূপ উত্তর দিল, কারণ সেও ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়াছিল।

দুকূলক গোপনে পারিকাকে বলিয়া পাঠাইল, "যদি তোমার মৈথুনে অভিরুচি থাকে, তবে অন্য কাহারো গৃহে গমন কর, কারণ আমার মৈথুনে প্রবৃত্তি নাই।" পারিকাও দুকূলককে এরূপ কথাই বলিয়া পাঠাইল। কিন্তু তাহাদের ইচ্ছা না থাকিলেও নিষাদজ্যেষ্ঠকদ্বয় তাহাদিগকে পরস্পরের সহিত বিবাহসূত্রে বদ্ধ করিল। তাহারা দুই জনেই কামসমুদ্রে অবতরণ না করিয়া একই গৃহে মহাব্রহ্মের ন্যায় বাস করিতে লাগিল।

দুকূলক মৎস্য মৃগ প্রভৃতি মারিত না, এমন কি অন্যে মাংস আনিয়া দিলেও সে তাহা বিক্রয় করিত না। তাহার মাতাপিতা বলিল, "বাছা তুমি নিষাদকূলে জন্মিয়াছ; কিন্তু না চাও গৃহস্থালী করিতে, না চাও পশুপক্ষী মারিতে; তুমি কি করিবে, বল ত?" দুকূলক বলিল, "আপনারা আজ্ঞাদিলে আমি আজই প্রব্রজ্যা লইব।" "বেশ, তোমরা দুই জনেই যাও," বলিয়া তাহারা দুকূলক ও পারিকাকে

বিদায় দিল। তাহারা মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া গঙ্গার তীর অবলম্বন করিয়া যাত্রা করিল এবং হিমালয়ে প্রবেশ করিল। যেখানে মৃগ সম্মতানাম্নী নদী হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়া গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে, তাহারা সেখানে উপস্থিত হইয়া গঙ্গাত্যাগ করিল এবং মৃগসম্মতার অভিমুখে শৈলারোহণ করিতে লাগিল।

এই সময়ে শক্রভবন উত্তপ্ত হইল। শক্র ইহার কারণ জানিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস, দুই জন মহাপ্রাণী নিষ্ক্রমণ করিয়া হিমালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা যাহাতে উপযুক্ত বাসস্থান পান, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তুমি মৃগসম্মতা নদীর অর্ধক্রোশান্তরে[১] ইহাদের জন্য পর্ণশালা এবং প্রব্রাজক-ব্যবহার্য্য উপকরণাদি প্রস্তুত করিয়া রাখ।" বিশ্বকর্ম্মা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন, মূকপঙ্গুজাতকে যেরূপ বলা হইয়াছে ঠিক সেইরূপ সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া সেখান হইতে কর্কশরাবী পশুদিগকে তাড়াইয়া দিলেন এবং পদব্রজে যাতায়াত করিবার উপযোগী একপদিক পথ প্রস্তুত করিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। দুকূলক ও পারিকা সেই পথ দেখিতে পাইয়া তাহা অনুসরণ করিয়া আশ্রমপদে উপনীত হইলেন। পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া দুকূলক প্রব্রাজকব্যবহার্য্য উপকরণসমূহ দেখিতে পাইয়া বুঝিলেন, শক্রই সেই সমস্ত দান করিয়াছেন। তিনি পরিহিত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া রক্তবল্কলের অন্তর্ব্বাস ও বহির্বাস পরিধান করিলেন, স্কন্ধে অজিন ধারণ করিলেন এবং মস্তকে জটা প্রস্তুত করিলেন। এইরূপে ঋষিবেশ ধারণ করিয়া তিনি পারিকাকেও প্রব্রজ্যা দিলেন। অনন্তর তাঁহারা উভয়ে সেখানে বাস করিয়া কামাবচরলোকলভ্যা[২] মৈত্রীচিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মৈত্রীভাবনা প্রভাবে তত্রত্য পশু-পক্ষীরাও পরস্পরের প্রতি মৈত্রী ভাবাপন্ন হইল; একে অন্যকে আক্রমণ বা প্রহার করিতে বিরত হইল। পারিকা খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করিতেন; আশ্রমপদ সর্ম্মাজন করিতেন এবং অন্য সমস্ত কৃত্য সম্পাদন করিতেন; উভয়েই বন্যফল আহরণ করিয়া ভোজন করিতেন এবং ভোজনান্তে স্ব স্ব পর্ণশালায়গিয়া শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিতেন। শক্র স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের সৎকার করিতেন।

---

[১]। 'অড্ঢ কোসন্তরে'। নূতন পালি অভিধানে 'কোস' শব্দ এই প্রসঙ্গে 'কোষ' বা 'গৃহ' অর্থে ধরা হইয়াছে। কিন্তু দূরত্ব নির্দ্দেশার্থ এই অর্থ গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। কোস = ক্রোশ, এই অর্থ গ্রহণ করাই সমীচীন। পালিতেও 'অড্ঢ যোচন্তরে' এই পাঠান্তর আছে।

[২]। কামাবচরলোক বা কামস্বর্গ। ইহা ছয়টি (১ম খণ্ডের ৮ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। কামলোকের অধিবাসীরা দেবত্বলাভ করিয়াও কামের বশীভূত; ব্রহ্মলোকবাসীরা কামের অতীত।

একদিন শক্র চিন্তা করিয়া দেখিলেন, দুকূলক ও পারিকার একটা মহাবিঘ্ন ঘটিবে; তাঁহারা অন্ধ হইবেন। তিনি দুকূলকের সঙ্গে দেখা করিয়া প্রণাম করিলেন এবং একান্তে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "ভদন্ত, বুঝা যাইতেছে যে আপনাদের একটা বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণার্থ একটী পুত্র লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক। অতএব আপনারা লোকধর্ম্মের অনুসরণ করুন।" দুকূলক বলিলেন, "শক্র, আপনি একি কথা বলিতেছেন? আমরা যখন গৃহে ছিলাম তখন লোকধর্ম্মকে কৃমিসঙ্কুল মলরাশিবৎ মনে করিয়া পরিহার করিয়াছি; এখন বনে আসিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া কিরূপে সেই লোকধর্ম্মের সেবা করিব?" "ভদন্ত, যদি একান্ত তাহা না করেন, তবে পারিকা ঋতুমতী হইলে আপনি হস্তদ্বারা তাহার নাভি স্পর্শ করিবেন।" দুকূলক বলিলেন, "ইহা করা যাইতে পারে।" শক্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

মহাসত্ত্ব পারিকাকে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন এবং তিনি যখন রজস্বলা হইলেন, তখন তাহার নাভিতে হাত বুলাইলেন। ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব দেবলোকে দেহত্যাগপূর্ব্বক পারিকার গর্ভে জন্মান্তর লাভ করিলেন। দশমাস অতীত হইলে পারিকা এক হেমকান্তি পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্রের কনকোজ্জ্বল বর্ণ দেখিয়া মাতাপিতা তাহার নাম রাখিলেন সুবর্ণশ্যাম। পর্ব্বতান্তরবাসিনী কিন্নরীগণ পারিকার পুত্রের ধাত্রীকর্ম্ম করিয়াছিল। দুকূলক ও পারিকা পুত্রকে স্নান করাইয়া পর্ণশালাই শোওয়াইয়া রাখিয়া বন্যফলমূল আহরণের জন্য যাইতেন; ঐ সময়ে কিন্নরীরা শিশুটীকে লইয়া গিরিকন্দরাদিতে স্নান করাইত, পর্ব্বত শিখরে উঠিয়া তাহাকে নানা পুষ্পাভরণে সাজাইত এবং তাহাকে হরিতাল-মনঃ-শিলাদির তিলক পরাইয়া পর্ণশালায় আনিয়া শোওয়াইয়া রাখিত। পারিকা ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে স্তন পান করাইতেন।

সুবর্ণশ্যাম এইরূপে প্রতিপালিত হইয়া ক্রমে ষোড়শবর্ষে উপনীত হইল। তখনও মাতাপিতা তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পুত্রকে পর্ণশালায় বসাইয়া রাখিয়া নিজেরা বন্যফলমূল আহরণের জন্য যাইতেন। কখন কি বিপদ ঘটে, এই আশঙ্কায় মহাসত্ত্ব তাঁহাদের গমন পথটী লক্ষ্য করিতেন। অনন্তর একদিন তাপসদম্পতী বন্যফলমূল সংগ্রহপূর্ব্বক সায়াহ্নকালে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে আশ্রমপদের অদূরে আকাশে মহামেঘ দেখা দিল; তাঁহারা একটা বৃক্ষেরমূলে গিয়া বল্মীকোপরি আশ্রয় লইলেন। ঐ বল্মীকের মধ্যে একটা বিষধর সর্প বাস করিত। তাঁহাদের শরীর হইতে স্বেদগন্ধযুক্ত জল নামিয়া সর্পটার নাসাপুটে প্রবেশ করিল; ইহাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া সবেগে নাসাবাদ ত্যাগ করিল; উহার সংস্পর্শে তাঁহারা দুইজনেই অন্ধ হইলেন, একে অপরকে দেখিতে পাইলেন না। দুকূলক পণ্ডিত পারিকাকে সম্বোধন করিয়া

বলিলেন, "পারিকে, আমার দুইটী চক্ষুই নষ্ট হইয়াছে, আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছিনা।" পারিকাও ঠিক এরূপ বলিয়া নিজের দুর্দ্দশা জানাইলেন। তাঁহারা পথ দেখিতে না পাইয়া, "হায়, আজ আমরা প্রাণ হারাইলাম," এরূপ পরিদেবন করিতে করিতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বকৃত কোন কর্ম্মের ফলে তাঁহাদের এই দুর্দ্দশা ঘটিল? তাঁহারা নাকি কোন বৈদ্যকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন মহাধনশালী ব্যক্তির চক্ষুরোগ হইলে বৈদ্য তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন; কিন্তু রোগী তাঁহাকে কোন পারিশ্রমিক দেন নাই। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বৈদ্য নিজের ভার্য্যাকে এই কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বল ত, এখন কি করি?" ভার্য্যাও ক্রুদ্ধা হইয়া বলিয়াছিলেন, "সে পাপিষ্ঠের কাছে ধন লইবার কোন প্রয়োজন নাই; তুমি একটা দ্রব্যকে ঔষধ বলিয়া উহা একবার তাহার চক্ষুতে প্রয়োগ কর এবং এই উপায়ে তাহার দুইটা চক্ষুই নষ্ট করিয়া ফেল।" পত্নীর এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া বৈদ্য উক্ত লোকতার চক্ষুদ্বয় নষ্ট করিয়াছিলেন। এই কর্ম্মফলে এখন তাঁহাদের দুইজনেরই চক্ষু নষ্ট হইল।

এদিকে মহাসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার মাতাপিতা অন্যান্য দিন এই সময়ে ফিরিয়া আসেন; কিন্তু আজ তাঁহারা কোথায় আছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা। তাঁহারা যে পথে যান, আমি সেই পথ ধরিয়া গিয়া দেখি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ঐপথে গিয়া শব্দ করিতে লাগিলেন। দুকূলক ও পারিকা ঐ শব্দ শুনিয়া বুঝিলেন, তাঁহাদের পুত্রই শব্দ করিতেছেন। তাঁহারা সাড়া দিলেন এবং পুত্রস্নেহবশতঃ বলিলেন, "বৎস থাম, এ পথে বিপদ আছে। তুমি অগ্রসর হইও না।" মহাসত্ত্ব তাঁহাদের হস্তে একখানি দীর্ঘ যষ্টি দিয়া বলিলেন, "তবে আপনারা এই যষ্টি ধরিয়া আসুন।" তাঁহারা যষ্টির একপ্রান্ত ধরিয়া পুত্রের নিকটে গেলেন। মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন, "আপনাদের চক্ষু নষ্ট হইল কিরূপে?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "বাবা, বৃষ্টি হইতেছিল বলিয়া আমরা বৃক্ষমূলে একটা বল্মীকের উপর বসিয়াছিলাম; ইহা ছাড়া অন্য কোন কারণ ত দেখিতে পাই না।" ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বুঝিলেন যে ঐ বল্মীকে বিষধর সর্প আছে; সে ক্রুদ্ধ হইয়া নাসাবাদ ত্যাগ করিয়া থাকিবে। অনন্তর তিনি মাতাপিতার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং একবার কান্দিলেন ও এক বার হাসিলেন। ইহাতে তাঁহারা জিজ্ঞাসিলেন, "বাবা, কান্দিলে বা কেন, হাসিলেই বা কেন?" তিনি বলিলেন, "যৌবনেই আপনারা চক্ষু হারাইলেন, এজন্য কান্দিলাম; কিন্তু এখন আপনাদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিব, এজন্য হাসিলাম। আপনারা চিন্তা করিবেন না; আমি আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিব।" এরূপ আশ্বাস দিয়া মহাসত্ত্ব মাতাপিতাকে আশ্রমে লইয়া গেলেন; তাঁহারা রাত্রিকালে যেখানে থাকিতেন,

দিবাভাগে যেখানে থাকিতেন তাঁহাদের চঙ্ক্রমণে; পর্ণশালায়, মলকুটীরে ও প্রস্রাব স্থানে-সর্ব্বত্র এমন করিয়া রজ্জু বান্ধিলেন যে, তাহা ধরিয়া তাঁহারা যখন যেখানে প্রয়োজন, যাইতে পারেন; এবং পরদিন হইতে তাঁহাদিগকে আশ্রমে রাখিয়া নিজেই বন্যফলমূল আহরণ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রাতঃকালেই তাঁহাদের বাসস্থান সর্ম্মাজ্জন করিতেন, মৃগসম্মতা নদীতে গিয়া জল আনিতেন, তাঁহাদের ভোজনের দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন, দন্তকাষ্ঠ ও মুখোদক সাজাইয়া রাখিতেন, ভোজনের জন্য নানাবিধ মধূরফল দিতেন, এবং তাঁহারা ভোজনান্তে মুখ প্রক্ষালন করিলে নিজে ভোজন করিতেন। ইহার পর মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া তিনি মৃগগণ-পরিবৃত হইয়া ফলাহরনার্থ বনে প্রবেশ করিতেন, পর্ব্বতান্তরে কিন্নরগণপরিবৃত হইয়া ফল সংগ্রহ করিতেন, সায়াহ্নকালে আশ্রমে ফিরিতেন, কলসী পূর্ণ করিয়া জল আনিতেন, উহা গরম করিতেন; গরম জল দিয়া মাতাপিতার ইচ্ছামত হয় তাঁহাদিগকে স্নান করাইতেন, নয় তাঁহাদের গা ধোওয়াইতেন, খাপড়ায় জলন্ত অঙ্গার আনিয়া তাঁহাদের গায়ে সেক দিতেন, তাঁহাদিগকে বসাইয়া নানাবিধ ফল খাওয়াইতেন, শেষে নিজে খাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহা পরদিনের জন্য রাখিতেন। এইরূপে মহাসত্ত্ব মাতাপিতার সেবা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে বারাণসীতে পিলিযক্ষ-নামক এক রাজা ছিলেন। তিনি মৃগমাংসলোভে মাতার উপর রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া পঞ্চায়ুধে সুসজ্জিত হইয়া হিমালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং মৃগ বধ করিয়া তাহাদের মাংস খাইতেছিলেন। এইরূপে বিচরণ করিতে করিতে একদা তিনি মৃগসম্মতা নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন এবং যে ঘাঁ হইতে শ্যাম জল লইয়া যাইতেন, সেখানে মৃগপদচিহ্ন দেখিয়া মণিবর্ণ শাখা দ্বারা একটা কোষ্ঠ নির্ম্মাণপূর্ব্বক শরাসনে বিষদিগ্ধ শর সংযোজন করিয়া তাহার মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। মহাসত্ত্ব সন্ধ্যাকালে নানাবিধ ফল আহরণ করিয়া সে সমস্ত আশ্রমে রাখিয়া মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমি স্নান করিয়া জল লইয়া আসিতেছি।" অমনি মৃগেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তিনি দুইটী মৃগ একত্র করিয়া তাহাদের পৃষ্ঠে জলের কলসটা রাখিলেন এবং সেই দুইটীকে হাত দিয়া ধরিয়া নদীতীরে গমন করিলেন। কোষ্ঠস্থিত রাজা তাঁহাকে ঐভাবে আসিতে দেখিয়া ভাবিলেন, 'আমি এতদিন এই অঞ্চলে বিচরণ করিতেছি; কিন্তু মানুষের মুখ দেখি নাই । এ দেবতা, কি নাগ? আমি ইহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে এ যদি দেবতা হয় তবে আকাশে উত্থিত হইবে; যদি নাগ হয় তবে ভূগর্ভে প্রবেশ করিবে। আমি ত চিরকাল এই হিমালয়ে থাকিব না; বারাণসীতে ফিরিতে হইবে। সেখানে অমাত্যেরা জিজ্ঞাসা করিবেন, 'মহারাজ, আপনি হিমালয়ে বাস করিবার কালে

আশ্চর্য্য কিছু দেখিয়াছেন কি?' আমি উত্তর দিব, এইরূপ একটী প্রাণী দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহারা যখন আবার প্রশ্ন করিবেন, 'সে প্রাণী কে!' তখন আমাকে বলিতে হইবে যে, আমি জানি না। এই উত্তর শুনিয়া তাঁহারা আমাকে নিন্দা করিবেন। অতএব এই প্রাণীকে শরবিদ্ধ করিয়া দুর্ব্বল করা যাউক; শেষে ইহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিব' রাজা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন; এদিকে বোধিসত্ত্বের অনুগামী মৃগেরা প্রথমে নদীতে অবতরণপূর্ব্বক জলপান করিয়া উপরে উঠিল; তাহার পর বোধিসত্ত্ব ব্রতাচারসম্পন্ন মহাস্থবিরের ন্যায় ধীরে ধীরে জলে নামিলেন, প্রশান্তমনে উপরে ফিরিয়া আসিলেন, বল্কলটি পরিধান করিলেন, এক স্কন্ধে অজিন ধারণ করিলেন, কলস তুলিয়া তাহার বাহিরে সংলগ্ন জল মুছিয়া ফেলিলেন এবং উহা বামাংসকূটে স্থাপন করিলেন। রাজা ভাবিলেন, ইহাই শরবিদ্ধ করিবার উত্তম সময়। তিনি বিষদিগ্ধ শর নিক্ষেপ করিয়া মহাসত্ত্বকে দক্ষিণপার্শ্বে বিদ্ধ করিলেন; শর এত বেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে উহা মহাসত্ত্বের দেহ ভেদ করিয়া বামপার্শ্ব দিয়া বাহির হইয়া গেল। তিনি বিদ্ধ হইয়াছেন বুঝিয়া মৃগগণ ভয়ে পলায়ন করিল। সুবর্ণশ্যাম পণ্ডিত কিন্তু শরবিদ্ধ হইয়াও যে সে প্রকারে জলের কলসী রক্ষা করিলেন। কিন্তু তিনি কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া উহা ধীরে ধীরে নামাইলেন, বালি সরাইয়া সেই গর্ত্তে উহা রাখিয়া দিলেন এবং দিক্ নিরূপণ করিয়া যে দিকে তাঁহার মাতাপিতার আশ্রম, সেইদিকে নিজের মস্তক স্থাপন করিয়া রজতপট্টনিভ সিকতার উপর স্বর্ণ প্রতিমার ন্যায় শুইয়া পড়িলেন। তিনি পুনর্ব্বার চৈতন্য লাভ করিয়া বলিলেন, "এই হিমালয়ে ত আমার কোন শত্রু নাই; আমি ত কাহারও সহিত শত্রুতা করি নাই!" এই সময়ে তাঁহার মুখ হইতে মরণসূচক রক্তপ্রবাহ নিঃসৃত হইল। তিনি রাজাকে দেখিতে না পাইয়াই বলিলেন :

১. জল তুলিবার কালে না ছিলাম সাবধান;
হেন কালে দেহে মোর কে তুমি হানিলা বাণ?
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য-কোন্ কুলে জন্ম তব?
বিন্ধি মোরে লুকাইলে! বীরের কি এ গৌরব?

তাহার দেহের মাংস যে অভক্ষ্য ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি আবার বলিলেন :

২. মাংস মোর খাদ্য নয়; চর্ম্মে নাই প্রয়োজন;
বৈধার্হ ভাবিলে তবে তুমি মোরে কি কারণ?

অতঃপর শরনিক্ষেপকের নামাদি জানিবার জন্য তিনি তৃতীয় গাথা বলিলেন:

৩. শুধাই তোমায় সৌম্য; দাও পরিচয়,
কি নাম তোমার? তুমি কাহার তনয়?

কি হেতু বিন্ধিলা মোরে? লুকায়ে এখন
রহিয়াছ, বল, শুনি, তুমি কি কারণ?

ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তিকে আমি বিষদিগ্ধ শরে আহত করিয়া ফেলিয়াছি; অথচ এ আমাকে গালি দিতেছে না, বা আমার নিন্দা করিতেছে না; এ প্রিয় বাক্য দ্বারা আমার হৃদয়ে যেন শান্ত্বনা দিতেছে! যাই, ইহার নিকটে গিয়া দেখি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি শ্যামের নিকটে গিয়া বলিলেন :

৪. কাশীরাজ আমি পিলিযক্ষ নাম ধরি,
মাংস লোভে রাজ্য ছাড়ি বিচরণ করি।
মৃগ অন্বেষণে সদা ফিরি বনে বনে;
৫. বড়ই নিপুণ আমি শরনিক্ষেপণে।
দৃঢ়ধন্বা বলি মোরে জানে সর্ব্বজন;
পড়ে যদি শরপথে আবার কখন,
মানুষ ত তুচ্ছজীব, নিজে নাগেশ্বর,
মরণ হইতে তার নাহিক নিস্তার।

এইরূপে নিজের বল বর্ণনা করিয়া রাজা শ্যামের নাম গোত্র জিজ্ঞাসা করিলেন :

৬. কি নাম তোমার? দাও নিজ পরিচয়;
কোন গোত্রে জন্ম? তুমি কাহার তনয়?

শ্যাম ভাবিলেন, 'আমি যদি দেব, নাগ, কিন্নর বা ক্ষত্রিয়াদি বলিয়া আত্ম পরিচয় দেই, তবে ইনি তাহাই বিশ্বাস করিবেন। দূর হোক, সত্য কথাই বলা উচিত।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন :

৭. নিষাদের পুত্র আমি; জীবিত ছিলাম যবে
'শ্যাম' নামে ডাকিতেন মোরে জ্ঞাতিবন্ধু সবে।
অন্তিম শয্যায়, হায়, শুইয়াছি আমি আজ,
হউক ঘর্ব্বতোভদ্র, তোমার, হে মহারাজ।
৮. মৃগবৎ বিদ্ধ আমি বিষদিগ্ধ স্থূল শরে;
পতিত, দেখ না, নিজ-রক্তপ্লুত কলেবরে।
৯. বিন্ধিয়া দক্ষিণ পার্শ্ব নিদারুণ বাণ তব
বাম পার্শ্ব দিয়া, দেখ, গেছে চলি, নরর্ষভ।
রক্ত উঠে মুখে; আর মৃত্যুর বিলম্ব নাই;
বিন্ধি মোরে লুকাইয়া ছিলা কেন, বল তাই।

১০. সুন্দর চর্ম্মের তরে লোকে দ্বীপী বধ করে;
দণ্ডযুগলের তরে বধে লোকে করি বরে;
সাধিতে কি প্রয়োজন, ভাবিলে আমায়, বল,
বেধার্হ,—জানিতে ইহা জন্মিয়াছে কুতূহল।

শ্যামের কথা শুনিয়া, যাহা প্রকৃত ঘটিয়াছিল তাহা গোপন করিয়া, রাজা মিথ্যা উত্তর দিলেন :

১১. শরপাতনের পথে মৃগ এক এসেছিল;
তোমায় দেখিয়া সেটা ভয় পেয়ে পলাইল।
ক্রুদ্ধ আমি তব প্রতি হইলাম সে কারণ;
বিন্ধিতে তোমাকে শর করিলাম নিক্ষেপণ।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন, মহারাজ? এই হিমালয়ে আমাকে দেখিয়া পলায়ণ করে, এমন কোন পশু নাই।"

১২. জীবন-বৃত্তান্ত পূর্ব্ব যতদূর পারি আমি করিতে স্মরণ,
যখন হইতে মোর হইয়াছে, নরনাথ, জ্ঞান-উন্মেষণ,
কি বা মৃগ, কি শ্বাপদ, এই অরণ্যে আছে যারা, দর্শনে আমার
হয়নি চকিত কভূ; আমি যে বিশ্বাস পাত্র তাহা সবাকার!

১৩. যখন হইতে এই বল্কলচীবর আমি করেছি ধারণ,
যখন হইতে আমি বাল্য অতিক্রম করি পেয়েছি যৌবন,
কি বা মৃগ কি শ্বাপদ, এ অরণ্যে আছে যারা, দর্শনে আমার
হয়নি চকিত কভূ; আমি যে বিশ্বাস পাত্র তাহা সবাকার!

১৪. থাকুক পশুর কথা, এই গন্ধমাদনে আছে কিম্পুরুষগণ,
স্বভাবতঃ ভীরু যারা—কিন্তু আমি তাহাদের বিশ্বাসভাজন।
মিলিয়া তাদের সনে পর্ব্বতে, কাননে আমিআনন্দে বিচরি।
তবে সে হরিণ কেন দেখি মোরে পেল ভয়, বুঝিতে না পারি।

ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'একে ত আমি এই নিরপরাধ ব্যক্তিকে শরবিদ্ধ করিলাম; তাহার পর আবার মিথ্যা বলিলাম! এখন সত্য কথাই বলা যাউক।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি বলিলেন :

১৫. দেখি নাই মৃগ কোন; হে শ্যাম, তোমায়
বলিনু অলীক কথা; ক্ষমহ আমায়।
ক্রোধও লোভের দাস আমি নরাধম;[১]

---

[১]। মূলে 'তে' আছে। ইহার কোন অর্থ হয় না। পাঠান্তর 'তে ন'। ইহা এক পদরূপে (অর্থাৎ 'তেন' এইভাবে) গ্রহণ করিলে সুসঙ্গতি রক্ষা হয়। তেন= সে কারণ।

করিনু তোমার দেহে শর নিক্ষেপণ।

ইহা বলিয়া রাজা আবার ভাবিলেন, 'এই সুবর্ণশ্যাম এ বনে একাকী বাস করে না; নিশ্চয় এখানে ইহার জ্ঞাতিবন্ধুগণ আছে; জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' তিনি বলিলেন :

১৬. কোথা হ'তে আসিয়াছ বল ত আমায়;
প্রেরণ তোমারে কেবা করেছে হেথায়
মৃগসম্মতার জল লইয়া যাইতে?
ক'র আজ্ঞা পেয়ে তুমি আসিলে নদীতে?

শরাঘাতে শ্যাম মহাযাতনা ভোগ করিতেছিলেন; তিনি কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া মুখ হইতে রক্তবমনপূর্ব্বক বলিলেন :

১৭. মাতা পিতা অন্ধ মোর; এ ভীষণ বনে
তাঁহাদের সেবা আমি করি সযতনে।
করিতে তাঁদেরি তরে জল আহরণ
মৃগসম্মতায় আমি এসেছি রাজন।

অনন্তর তিনি মাতাপিতাকে উদ্দেশ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন :

১৮. জীর্ণশীর্ণ তাঁরা, জীবন্মৃতের সমান;
দেহের উত্তাপে শুধু হয় অনুমান
বাঁচিয়া আছেন, হায় কুটীরে কেবল
ছয়টী দিনের খাদ্য রয়েছে সম্বল।
জল বিনা এত দিনে, বুঝিনু নিশ্চয়
মরিবেন সুষ্ককণ্ঠে সেই অন্ধদ্বয়।

১৯. মরিব, তাহাতে কিন্তু দুঃখ নাই তত
সকল প্রাণীই হয় মৃত্যুমুখগত।
জননীর পাদপদ্ম না দেখিব আর,
এই চিন্তায় দুর্বিষহ কিন্তু দুঃখভার।

২০. মরিব, তাহাতে কিন্তু দুঃখ নাই তত
সকল প্রাণীই হয় মৃত্যুমুখগত।
জনকের পাদপদ্ম না দেখিব আর,
এই চিন্তায় দুর্বিষহ কিন্তু দুঃখভার।

২১. জননী আমার দীনা, না দেখি আমায়
শোকে ক্লিষ্ট চিরদিন হইবেন, হায়।
নিশীথে, পশ্চিম যামে বসি একাকিনী
হইবেন অনিদ্রায় শীর্ণ অভাগিনী—

ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী যথা, নিদাঘে যখন
তপন প্রখর তাপ করে বরষণ।

২২. জনক আমার দীন, না দেখি আমায়
শোকে ক্লিষ্ট চিরদিন হইবেন, হায়।
নিশীথে, পশ্চিম যামে একাকী বসিয়া
যাইবেন অনিদ্রায় ক্রমে শুকাইয়া—
ক্ষুদ্র নদীস্রোত যথা, নিদাঘে যখন
তপন প্রখর তাপ করে বরষণ।

২৩. শয্যা ছাড়ি প্রতিদিন দুই তিনবার
করিয়াছি সেবা-সংবাহন দু'জনার।
না পেয়ে তা' ভ্রমিবেন এ বিশাল বনে
'কোথা, বৎস শ্যাম' বলি তাঁরা দুই জনে।

২৪. অন্ধ মাতাপিতা মোর নারিনু দেখিতে
মরণসময়ে; এই দুঃখ বড়চিতে।
ইহাই দ্বিতীয় শল্য, জ্বালায় যাহার
হৃদয় হতেছে মোর পুড়ি ছারখার।

শ্যামের বিলাপ শুনিয়া রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এই ব্যক্তি পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া মাতাপিতার পোষণ করেন, এখন এই ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যেও ইনি কেবল তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বিলাপ করিতেছেন। ঈদৃশ গুণবান ব্যক্তিকে শরবিদ্ধ করিয়া আমি মহা অপরাধী হইয়াছি। কি উপায়ে এখন ইহাকে আশ্বাস দেওয়া যায়? আমি যখন নরকে প্রবেশ করিব, রাজ্য তখন আমার কি উপকারে আসিবে? ইনি মাতাপিতাকে যে ভাবে পোষণ করিতেন, আমিও ঠিক সেই ভাবে তাঁহাদের ভরণপোষণে প্রবৃত্ত হইব। তাহাতে ইহার মরণও অমরণবৎ হইবে।' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া বলিলেন :

২৫. ক'রো না বিলাপ বেশী, হে প্রিয়দর্শন!
আমিই হইয়া দাস ভরণ-পোষণ
করিব এ মহারণ্যে যতনে সতত
মাতার পিতার তব; হও হে, আশ্বস্ত।

২৬. বড়ই নিপুণ আমি শরনিক্ষেপণে;
দৃঢ়-ধন্বা বলি মোরে জানে সর্ব্বজনে।
আমিই হইয়া দাস এই মহাবনে
পুষিব নিশ্চয়, জেন, সেই দুই জনে।

২৭. পশুরা বনে যে খাদ্য যাইবে ফেলিয়া,
যতনে সে সব আমি লব কুড়াইয়া।
বনজাত ফলমূল সংগ্রহ করিব
দাসরূপে অন্ধদ্বয়ে যতনে সেবিব।

২৮. জনকজননী তব, বল দেখি, ভাই
এ অরণ্যে বসতি করেন কোন ঠাঁই?
যাইব সেখানে আমি, করিব পোষণ তাঁদের,
করেছ, শ্যাম, তুমিও যেমন।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "সাধু, মহারাজ, সাধু! তবে আপনিই আমার মাতাপিতার ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করুন।" তিনি একটী গাথায় আশ্রমের পথ নির্দ্দেশ করিলেন :

২৯. শিয়রের দিকে অই একপদী পথ;
অই পথে অর্দ্ধক্রোশ করিলে গমন
দেখিতে পাইবে এক আশ্রম, রাজন।
মাতাপিতা মোর সেথা করেন বসতি।
যাও চলি; আজ হতে লও তাঁহাদের
রক্ষণাবেক্ষণ ভার—সত্যসন্ধ তুমি।

এইরূপে রাজাকে পথ বুঝাইয়া দিয়া মাতাপিতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিবশতঃ তাদৃশী যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও শ্যাম কৃতাঞ্জলীপুটে রাজার নিকট পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিলেন :

৩০. কাশীরাজ্যধিপ তুমি, কাশীনরেশ্বর,
চরণে তোমার নমস্কার বার বার।
মাতাপিতা অন্ধ মোর; পালিবে দু'জনে
এই মহারণ্যে তুমি পরম যতনে।

৩১. নমস্কার, কাশীরাজ। যুড়ি দুই কর
এই ভিক্ষা মাগিতেছি, ওহে নরেশ্বর,—
মাতার চরণে, আর পিতার আমার,
জানাবে আমার কোটি কোটি নমস্কার।

"নিশ্চয় জানাইব" বলিয়া রাজা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। মহাসত্ত্ব রাজার মুখে পিতামাতাকে নমস্কার জানাইয়া বিসংজ্ঞ হইলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্ট করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৩২. বলি ইহা, বিষবেগে সে প্রিয়দর্শন
যুবক মূর্চ্ছিত হ'ল—সংজ্ঞাহীন এবে।

শ্যাম এতক্ষণ কথা বলিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাস যেন রুদ্ধ; হইয়া আসিতেছিল। ক্রমে বিষবেগে তাঁহার ভবাঙ্গ, চিত্তসন্ততি,[১] হৃৎপিণ্ড ও দেহ এমন অভিভূত হইল যে, তাঁহার আর কথা বলিবার সামর্থ্য রহিল না; তাঁহার মুখ বন্ধ হইল, চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত হইল, হস্তপদ স্তম্ভিত হইল; সর্ব্বশরীর শোণিতসিক্ত হইল। রাজা ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি এখনই আমার সঙ্গে কথা বলিলেন; এখন কেন ইনি এমন হইলেন? তিনি শ্যামের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পরীক্ষা করিলেন; দেখিলেন যে, নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়াছে, শরীরও স্তব্ধ হইয়াছে। তখন 'শ্যাম ত তবে মরিয়াছেন!' ইহা স্থির করিয়া তিনি শোকবেগ সংবরণে অসমর্থ হইলেন। তিনি উভয় হস্তে মস্তক রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৩৩. দেখি ইহা নরাপাল বহু পরিতাপ
করেন করুণস্বরে;—'হায়, এতকাল
অজর অমর আমি, ভাবিতাম মনে!
মৃত্যু যে অবশ্যম্ভাবী, বুঝিলাম আজ।
পূর্ব্বে কিন্তু এই জ্ঞান ছিল না আমার।

৩৪. বিষদিগ্ধ শরাহত, বিসে অভিভূত—
তথাপি করিল শ্যাম উপদেশ দান।
এও যদি মৃত্যুমুখে হইল পতিত,
মৃত্যু না গ্রাসিবে বল অন্য কোন্ জনে?

৩৫. মরিয়াছে শ্যাম; মুখে নাই কথা তার;
নরকে নিশ্চয় হবে গমন আমার।

৩৬. শ্যামকে বিন্ধিয়া শরে যে ভীষণ পাপ
করিয়াছি, চিরদিন ঘোর পরিণাম
ভুঞ্জিতে তাহার হবে; গ্রামবালকেরা
ধিক্কার পাপীরে দিবে শত শত বার।
জনহীন কিন্তু এই অরণ্য মাঝারে
এমন কেহই নাই, চিনে যে আমারে।

৩৭. গ্রামবালকেরা মিলি করাবে স্মরণ,
করিলাম আমি আজ যে পাপ ভীষণ।

---

[১]। ভবাঙ্গ- জীবনীশক্তি (যাহা দ্বারা ভব অর্থাৎ অস্তিত্ব রক্ষিত হয়)। চিত্ত-সন্ততি- চিত্তবৃত্তি-সমূহের সুশৃঙ্খলা।

জনহীন কিন্তু এই অরণ্য মাঝারে
এমন কেহই নাই, চিনে যে আমারে।

এই সময়ে বহু সুন্দরী নাম্নী এক দেবকন্যা গন্ধমাদনে বাস করিতেন। তিনি অতীত সপ্তম জন্মে মহাসত্ত্বের জননী ছিলেন। পুত্রস্নেহবশতঃ তিনি মহাসত্ত্বের কথা ভাবিতেন। ঐ দিন কিন্তু তিনি নিজেই দিব্য সম্পত্তি অনুভব করিতে করিতে বোধিসত্ত্বের কথা ভাবেন নাই। কেহ কেহ বলেন, তিনি ঐ দিন দেব সভায় গিয়াছিলেন। শ্যাম যখন মূর্চ্ছিত হইলেন, তখন হঠাৎ দেবীর মনে হইল, তাঁহার পুত্রের যেন কি হইয়াছে। তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন, রাজা পিলিযক্ষ তাঁহার পুত্রকে বিষদিগ্ধ শরে বিদ্ধ করিয়া মৃগসম্মতা নদীর সৈকতভূমিতে পাতিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছেন; তিনি নিজে যদি সেখানে না যান, তবে তাঁহার পুত্র সুবর্ণশ্যাম মারা যাইবেন, রাজার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে, শ্যামের মাতাপিতাও অনাহারে, পানীয় জলটুকু পর্য্যন্ত না পাইয়া শুকাইয়া শুকাইয়া মরিবেন; কিন্তু তিনি যদি সেখানে উপস্থিত হন, তবে রাজা জলের কলসী লইয়া শ্যামের মাতাপিতার নিকট যাইবেন ও পুত্রের মৃত্যু সংবাদ দিয়া তাঁহাদিগকে নদীতীরে আনয়ন করিবেন; তখন শ্যামের মাতাপিতা এবং দেবী নিজে সত্যক্রিয়া করিবেন। এই সত্যক্রিয়া দ্বারা শ্যামের দেহপ্রবিষ্ট বিষ নষ্ট হইবে, শ্যাম প্রাণলাভ করিবেন, তাঁহার অন্ধ মাতাপিতা পুনর্ব্বার চক্ষু পাইবেন, রাজাও শ্যামের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া রাজধানীতে প্রতিগমনপূর্ব্বক মহাদানে প্রবৃত্ত হইয়া পরিণামে স্বর্গলাভ করিবেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া বহু সুন্দরী মৃগসম্মতার তীরে গমন করাই যুক্তি যুক্ত বলিয়া স্থির করিলেন এবং সেখানে গিয়া আকাশে অদৃশ্যভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া রাজার সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৩৮. গন্ধমাদন পর্ব্বতে অদৃশ্য থাকিয়া,
হইয়া রাজার প্রতি অনুকম্পাবশ,
বলিলা বহুসুন্দরী এই গাথাদ্বয় :

৩৯. "করিয়াছ, মহারাজ, মহা অপরাধ;
মহাপাপ তুমি, ভূপ, করিয়া আজ।
মাতা, পিতা, পুত্র তিন নির্দোষ প্রাণীকে
সংহার করিলে তুমি এক শরাঘাতে।

৪০. এস, দেই উপদেশ, পালনে যাহার
সুগতি করিবে লাভ সম্ভবতঃ তুমি।
যথাধর্ম্ম অন্ধদ্বয়ে করিলে পোষণ
সুগতি হইবে তব, মনে এই লয়।"

দেবীর কথা শুনিয়া রাজার বিশ্বাস হইল যে, শ্যামের মাতাপিতার ভরণপোষণ করিলে তিনি পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারিবেন। তিনি স্থির করিলেন, "রাজ্যে আমার কি প্রয়োজন? আমি অন্ধ দুইজনকেই পোষণ করিব।" এই দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া এবং বহু পরিদেবন দ্বারা শোকভার লঘু করিয়া তিনি ভাবিলেন, 'সুবর্ণশ্যাম মারাই গিয়াছেন'। তিনি নানাবিধ পুষ্পদ্বারা তাঁহার শরীর পূজা করিলেন; তাহাতে জল সেচন করিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন, তাহার চর্তুদিকে প্রণাম করিয়া, সুবর্ণশ্যাম যাহা জল পূর্ণ করিয়াছিলেন[১] সেই কলসী লইয়া নিতান্ত বিষণ্নমনে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৪১. করিয়া করুণস্বরে বিলাপ অনেক,
লইয়া উদকঘট কাশী নরপতি
চলিলা দক্ষিণমুখে আশ্রম-উদ্দেশে।

স্বভাবতঃ মহাবল হইলেও রাজা জলের কলসী লইয়া অতি কষ্টে সমস্ত পথ মাড়াইতে মাড়াইতে আশ্রমপদে প্রবেশ পূর্ব্বক দুকূলপণ্ডিতের পর্ণশালাদ্বারে উপনীত হইলেন। পণ্ডিত ভিতরে বসিয়া তাঁহার পদশব্দ শুনিয়া ভাবিলেন, "এত শ্যামের পদ শব্দ নয়, কে আসিতেছে?" তিনি জিজ্ঞাসিলেন,

৪২. শুনিতেছি পাদশব্দ মানুষের বটে;
শ্যামের পায়ের শব্দ কিন্তু ইহা নয়।
কে তুমি, মারিষ, এলে আশ্রমে মোদের?

৪৩. শান্তভাবে হাঁটে শ্যাম; পাদক্ষেপ তার
শান্ত স্বভাবের অনুরূপ অনুক্ষণ।
শ্যামের পায়ের শব্দ এত না নিশ্চয়।
কে তুমি, মারিষ, এলে আশ্রমে মোদের?

ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'আমি নিজের রাজপদ না জানাইয়া যদি বলি যে, তোমাদের পুত্রকে বধ করিয়াছি, তবে ইহারা ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে দুর্ব্বাক্য বলিবে; তাহা শুনিয়া ইহাদের প্রতিও আমার ক্রোধ জন্মিবে, হয় ত সে জন্য আমি ইহাদিগকে প্রহার করিব। আমাকে যেন এমন পাপ না করিতে হয়। আমি রাজা, ইহা বলিলে ভয় না পাইবে এমন লোক নাই; অতএব আমি যে রাজা, ইহা বলি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি জল রাখিবার পীঠে জলের কলসী রাখিয়া পর্ণশালাদ্বারে দাঁড়াইয়া বলিলেন :

---

[১]। মূলে 'তেন পুজিতং উদকঘটং' আছে। আমার মনে হয় 'পুজিতং' পদের পরিবর্ত্তে 'পুরিতং' পদ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

৪৪. কাশীরাজ আমি, পিলিযক্ষ নাম ধরি;
মাংসলোভে রাজ্য ছাড়ি বিচরণ করি।
মৃগ অন্বেষণে সদা ফিরি বনে বনে,
বড়ই নিপুণ আমি শরনিক্ষেপণে।
দৃঢ়ধন্বাবলি মোরে জানে সর্ব্বজন;
পড়ে যদি শরপথে আমার কখন,
মানুষ ত তুচ্ছজীব, নিজে নাগেশ্বর,
মরণ হইতে তার নাহিক নিস্তার।

ইহা শুনিয়া দুকূলপণ্ডিত রাজাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন :

৪৫. স্বাগত, হে মহারাজ, তব আগমনে
পবিত্র হইল এই আশ্রম মোদের।
তুমি নরেশ্বর, বল কোন্ প্রয়োজনে
দেখা দিলা দয়া করে দীনের আশ্রমে?

৪৬. তিন্দুক, পিয়াল, কাসুমারী[১] ও মধুক–
আছে হেতা নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল।
দীন মোরা; দয়া করি তাই, নরবর,
ভক্ষণ করিয়া কর কৃতার্থ আমার।

৪৭. এই সুশীতল জল হয়েছে আনীত
গিরিগুহাজাতা মৃগসম্মতা হইতে!
হয় যদি ইচ্ছা, ভূপ, কর ইহা পান।

এইরূপে সম্ভাষিত হইয়া রাজা ভাবিলেন, 'আমি তোমাদের পুত্রকে বধ করিয়াছি প্রথমেই এ কথা বলা ভাল হইবে না; আমি যেন কিছুই জানি না, এইভাবে ইহাদের সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন :

৪৮. অন্ধ আপনারা,; বনে না পান দেখিতে;
কে করিল এই সব ফল আহরণ?
নিশ্চয় সে অন্ধ নয়, হেন মনে লয়,
করেছে বিশুদ্ধ হেন খাদ্য যে সঞ্চয়।

দুকূলপণ্ডিত বলিলেন, "মহারাজ, আমরা ফলমূল আহরণ করি না; আমাদের পুত্র এই সমস্ত আহরণ করে।

৪৯. পরম সুন্দর, যুবা নাতিদীর্ঘকায়,—
কুঞ্চিতাগ্র দীর্ঘ, কৃষ্ণ কেশ তার শিরে,—

---

[১]। কাসুমারী কি ফল, ইহা নির্ণয় করিতে পারি নাই।

৫০. শ্যাম নামে আমাদের সুপুত্র এসব
ফল আহরণ করি গিয়াছে নদীতে
ঘট লয়ে হেথা হতে আনিতে পানীয়।
অদূরেই আছে নদী, ফিরিবে এখনি।

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন :

৫১. পরম সুন্দর যুবা যে শ্যামের কথা
বলিলে, তাপস, তুমি, পরিচর্য্যা তব
করিতে যে অনুক্ষণ অপ্রমত্তভাবে,
বধিয়াছি তারে আমি হানি তীক্ষ্ণশর।

৫২. কুঞ্চিতাগ্র, দীর্ঘ বটে তার কৃষ্ণ কেশ;
রুধিরে হয়েছে লিপ্ত তাহা এবে, হায়!
বধিয়াছি শ্যামে আমি; ক্ষম, মহাশয়।

দুকূলপণ্ডিতের অদূরে পারিকার পর্ণশালা ছিল। তিনি কুটীরে বসিয়া রাজার কথা শুনিতে পাইয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিবার জন্য বাহিরে গেলেন এবং রজ্জুর সঙ্কেতে দুকূলপণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন :

৫৩. হয়েছে নিহত শ্যাম, কে বলিল, হায়!
দুকূল কাহার সঙ্গে বলিতেছ কথা?
নিহত হয়েছে শ্যাম শুনি এ বারতা,
হৃদয় বিদীর্ণ মোর হইতেছে শোকে।

৫৪. তরুণ অশ্বত্থাঙ্কুর, হায় আচম্বিতে
হল কি হে ভগ্ন আজ প্রভঞ্জনাঘাতে?
নিহত হয়েছে শ্যাম, শুনি এ বারতা
হৃদয় বিদীর্ণ মোর হইতেছে শোকে।

পারিকাকে উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে দুকূল বলিলেন :

৫৫. ইনি কাশী নরেশ্বর শুনলো, পারিকে
মৃগসম্মতার তীরে ক্রোধবশে ইনি
শ্যামকে করিয়াছেন বিদ্ধ তীক্ষ্ণশরে
অভিশাপ এঁরে যেন না দেই আমরা।

পারিকা বলিলেন :

৫৬. বহু কষ্টে প্রিয়পুত্র করেছিনু লাভ;
ছিল সে অন্ধের যষ্টি এ ভীষণ বনে।
সেই এক পুত্রে মোর বধিল যে জন,
কেন না হইবে রুষ্ট তার প্রতি মন?

দুকূল বলিলেন :

৫৭. বহু কষ্টে প্রিয়াপুত্র করেছিনু লাভ;
ছিল সে অন্ধের যষ্টি এ ভীষণ বনে।
হেন পুত্রে কিন্তু বধ করে যে জন,
দিওনা ক শাপ তারে, বলে সাধুগণ।

অনন্তর পতিপত্নী উভয়েই বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে করিতে শ্যামের গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক বহু বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন :

৫৮. বধিয়াছি শ্যামে আমি করিনু স্বীকার,
ক'রো না তোমরা আর ক্রন্দন বিলাপ।
আমিই হইয়া ভৃত্য এই মহাবনে
হব রত তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণে।

৫৯. বড়ই নিপুণ আমি শরনিক্ষেপণে,
দৃঢ়ধন্বা বলি মোরে জানে সর্ব্বজনে।
আমিই হইয়া দাস এই মহাবনে
পুষিব নিশ্চয়, জেন, তোমা দুইজনে।

৬০. পশুরা যে খাদ্য বনে যাইবে ফেলিয়া,
যতনে সেসব আমি লব কুড়াইয়া।
বন হতে ফলমূল করিব সঞ্চয়;
তোমরা অভাবগ্রস্ত হবে না নিশ্চয়।
আমিই হইয়া দাস এই মহাবনে
রব রত তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণে।

নিষাদদম্পতি বলিলেন :

৬১. তুমি হবে দাস, ভূপ,—ধর্ম্ম ইহা নয়;
আমাদেরও পক্ষে ইহা শোভা নাহি পায়।
রাজা তুমি আমাদের; চরণে তোমার;
শ্রদ্ধাভরে দুইজনে করি নমস্কার।

ইহা শুনিয়া রাজা অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'অহো কি আশ্চর্য্য! আমি ইহাদের এমন সর্ব্বনাশ করিলাম, তথাপি ইহাদের মুখে একটী পরুষ কথাও শুনিলাম না! ইহারা আমাকে সাদরেই সম্ভাষণ করিতেছেন!' তিনি বলিলেন :

৬২. ধর্ম্ম কি বুঝাও মোরে, হে নিষাদবর।
রাজা বলি আমার যে রাখিলে সম্মান,

তোমার(ই) মাহাত্ম্য এতে হইল প্রকাশ।
তুমি মোর পিতা হ'লে এখন হইতে,
তুমিও পারিকে, মোর জননী স্থানীয়া।

তাঁহারা কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "মহারাজ, আপনি যে আমাদের দাস হইয়া থাকিবেন, ইহা হইতেই পারে না। আপনি যষ্টির অগ্রভাগ ধরিয়া আমাদিগকে শ্যামের কাছে লইয়া চলুন, আমরা এই ভিক্ষা চাহিতেছি।

৬৩. প্রণাম চরণে তব কাশীনরেশ্বর;
এই ভিক্ষা মাগি মোরা যুড়ি দুই কর,
যেখানে রয়েছে শ্যাম মৃত্যুর শয্যায়,
সেখানে লইয়া চল আমা দু'জনায়।

৬৪. লুটায়ে চরণে তার পরিব দু'জনে;
চুম্বিব মুখারবিন্দ প্রিয় দর্শনের,
যতদিন দেহে শেষে রহিবে জীবন
মৃত্যুর প্রতীক্ষা করি কাঁাইব কাল।"

তিন জনে এরূপ বলাবলি করিতেছেন, এমন সময় সূর্য্য অস্তমিত হইল। তখন রাজা ভাবিলেন, 'আমি ইহাদিগকে এখনই সেখানে লইয়া গেলে শ্যামকে দেখিবামাত্র ইহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইবে, এইরূপে তিন মহাপ্রাণীর মৃত্যু ঘটিলে আমার নরকে পতন অবশ্যম্ভাবী। এজন্য ইহাদিগকে এখন সেখানে যাইতে দিব না।' এরূপ চিন্তা করিয়া তিনি চারিটী গাথা বলিলেন :

৬৫. ভীষণ শ্বাপদাকীর্ণ, আকাশপ্রমাণ[১]
অরণ্য যেখানে শ্যাম প্রিয়দরশন
পড়িয়া রয়েছে, হায়, প্রাণহীন দেহে;
ভূতলে আকাশচ্যুত চন্দ্রমার মত।

৬৬. ভীষণ শ্বাপদাকীর্ণ, আকাশপ্রমাণ
অরণ্য যেখানে শ্যাম প্রিয়দরশন
পড়িয়া রয়েছে, হায়, প্রাণহীন দেহে;
ভূতলে আকাশচ্যুত ভাস্করের মত।

৬৭. ভীষণ শ্বাপদাকীর্ণ, আকাশপ্রমাণ
অরণ্য যেখানে শ্যাম প্রিয়দরশন

---

[১]। 'আকাসন্তং পদিস্সতি'–তং বনং আকাস্সস অন্তো বিয হুত্বা পদিস্সতি; অথবা, আকাসসমানং পকাসমানং। বোধহয় যেখানে ভূতলের সহিত আকাশ মিশিয়াছে অর্থাৎ দিগ্বলয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এই অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

পড়িয়া রয়েছে, হায়, প্রাণহীন দেহে;
ধূলি ধূসরিত তার সোণার শরীর।

৬৮. ভীষণ শ্বাপদাকীর্ণ, আকাশপ্রমাণ
অরণ্য যেখানে শ্যাম প্রিয়দরশন
পড়িয়া রয়েছে, হায়, প্রাণহীন দেহে;
আশ্রমেই আপনারা থাকুন এখন।

তাঁহারা যে শ্বাপদাদিকে ভয় করেন না, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য নিষাদদম্পতী বলিলেন :

৬৯. থাকুক সে বনে শত সহস্র নিযুত[১]
ভীষণ শ্বাপদ, মোরা নাহি পাই ভয়।
করিবে না তারা কোন ক্ষতি আমাদের।

কোনরূপে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া রাজা তাঁহাদিগকে হাত ধরিয়া মৃগসম্মতার তীরে লইয়া গেলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৭০. হাত ধরি অন্ধদ্বয়ে কাশী-নরপতি
তখন লইয়া গেলা শরাহত শ্যাম
ছিলেন পড়িয়া যেথা বনের ভিতর।

রাজা তাঁহাদিগকে লইয়া শ্যামের পাশে বসাইলেন এবং বলিলেন, ‘এই আপনাদের পুত্র।’ তখন পিতা শ্যামের মস্তক এবং মাতা পাদদ্বয় বক্ষঃস্তলে রাখিয়া উপবেশনপূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন :

৭১. মহাবনে পুত্র শ্যাম শরাহত[২] হয়ে
ধূলি ধূসারত দেহে রয়েছে পড়িয়া
ভূতলে আকাশচ্যুত চন্দ্রমার মত,

৭২. মহাবনে পুত্র শ্যাম শরাহত হ’য়ে
ধূলিধূসরিত দেহে রয়েছে পড়িয়া
ভূতলে আকাশচ্যুত ভাস্করের মত,

৭৩. মহাবনে পুত্র শ্যাম শরাহত হ’য়ে
ধূলিধূসরিত দেহে রয়েছে পড়িয়া

---

[১]। মূলে ‘নহুত’ আছে। নহুত একটী বৃহৎ সংখ্যা—একের পিঠে আঠাশটী শূন্য বসাইলে যত হয়।

[২]। মূলে ‘অপবিদ্ধ’ এই বিশেষণ পদ আছে। অপবিদ্ধ= নিরর্থক পরিত্যক্ত, যেমন অপবিদ্ধ শিশু= A Foundling। কিন্তু এখানে বোধ হয় ‘শরাহত’ অর্থেই পদটীর হইয়াছে।

দেখি, দোঁহে বাহু তুলি করেন বিলাপ :

৭৪. মহাবনে পুত্র শ্যাম শরাহত হ'য়ে
ধূলিধূসরিত দেহে রয়েছে পড়িয়া
দেখি, দোঁহে সকরুণ করেন বিলাপ :
"ধর্ম্ম, গিয়াছেন ছাড়ি, হায় ধরাধাম।

৭৫. রয়েছ কি, বৎস, গাঢ় নিদ্রায় মগন?
এতক্ষণ বসি মোরা আছি তব পাশে,
তবু না বলিছ কথা, হে প্রিয়দর্শন।

৭৬. কিংবা মত্ত হইয়াছ করি সুরাপান?
এতক্ষণ বসি মোরা আছি তব পাশে,
তবু না বলিছ কথা, হে প্রিয়দর্শন।

৭৭. অথবা আলস্যবশে এ দশা তোমার?
এতক্ষণ বসি মোরা আছি তব পাশে,
তবু না বলিছ কথা, হে প্রিয়দর্শন।

৭৮. হয়েছ কি ক্রুদ্ধ তুমি আমাদের প্রতি?
এতক্ষণ বসি মোরা আছি তব পাশে,
তবু না বলিছ কথা, হে প্রিয়দর্শন।

৭৯. কিংবা ইহা ছল তব? আছ দর্প করি?
এতক্ষণ বসি মোরা আছি তব পাশে,
তবু না বলিছ কথা, হে প্রিয়দর্শন।

৮০. বিমনা কি হইয়াছ, বাছা, কোন হেতু?
এতক্ষণ বসি মোরা আছি তব পাশে,
তবু না বলিছ কথা, হে প্রিয়দর্শন।

৮১. হবে যবে আমাদের জটার মণ্ডল
মলপিণ্ড, কে তখন ধৌত করি তাহা
রাখিবে, হায়রে, পুনঃ সুবিন্যস্ত করি?
শ্যাম যে অন্ধের যষ্টি ছিল আমাদের।
মরিল সে, এবে রক্ষা কে করিবে আর?

৮২. সম্মার্জ্জনী হাতে লয়ে কে আর করিবে
সমস্ত আশ্রমপদ নিত্য পরিস্কার?
শ্যাম যে অন্ধের যষ্টি ছিল আমাদের।
মরিল সে, এবে রক্ষা কে করিবে আর?

৮৩. শীতল, উত্তপ্ত জল, ঋতুভেদে আনি
কে করাবে স্নান আর অন্ধ দুইজনে?
শ্যাম যে অন্ধের যষ্টি ছিল আমাদের।
মরিল সে; এবে রক্ষা কে করিবে আর?

৮৪. বন হতে ফলমুল আহরণ করি
করাবে ভোজন কেবা অন্ধ দুইজনে?
শ্যাম যে অন্ধের যষ্টি ছিল আমাদের!
মরিল সে, এবে রক্ষা কে করিবে আর?

শ্যামের মাতা বহু বিলাপ করিয়া নিজের বুকে হাত দিয়া প্রকৃতই শোকের কারণ আছে কি না, বুঝিতে লাগিলেন; তিনি বিবেচনা করিলেন, 'পুত্রের জন্য ত বিলাপ করিলাম; কিন্তু হয় ত বাছা বিষবেগে মূর্চ্ছিত হইয়াছে। আমি বিষের বীর্য্য নষ্ট করিবার নিমিত্ত সত্যক্রিয়া করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি সত্যক্রিয়া করিলেন।

[এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৮৫. ধূলায় ধূসর শ্যাম পড়িল ভূতলে,
দেখি শোকাতুরা মাতা এই সত্য বলে :

৮৬. "চিরদিন ধর্ম্মপথে চরিয়াছে শ্যাম;—
সত্য যদি হয় ইহা, সত্য বাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্য ক্ষয়।

৮৭. ব্রহ্মচর্য্যব্রত শ্যাম ভাঙ্গে নাই কভু;—
সত্য যদি হয় ইহা, সত্য বাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্য ক্ষয়।

৮৮. সত্য ভিন্ন মিথ্যা কভূ বলে নাই শ্যাম;—
সত্য যদি হয় ইহা, সত্য বাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

৮৯. মাতাপিতৃসেবা সদা রহিয়াছে শ্যাম;—
সত্য যদি হয় ইহা, সত্য বাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

৯০. কূল জ্যেষ্ঠদের শ্যাম করেছে সম্মান;—
সত্য যদি হয় ইহা সত্য বাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

৯১. প্রাণ হ'তে প্রিয়তর শ্যাম যে আমার;—
সত্য যদি হয় ইহা, সত্য বাক্যে এই

হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্য ক্ষয়।

৯২. আমি ও শ্যামের পিতা করেছি অর্জন
যে পূণ্য এতেক কাল, প্রভাবে তাহার
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

মাতা সাতটী গাথায় এইরূপে সত্যক্রিয়া করিলে শ্যাম পাশ ফিরিয়া শুইলেন। তখন পিতা বলিলেন, 'আমার পুত্র ত জীবিত আছে। আমিও সত্যক্রিয়া করিতেছি। ইহা বলিয়া তিনিও সত্যক্রিয়া করিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৯৩. ধূলায় ধূসর শ্যাম পড়িয়া ভূতলে,
দেখি শোকাতুর পিতা এই সত্য বলে :

৯৪. 'চিরদিন ধর্ম্মপথে চরিয়াছে শ্যাম;—
সত্য যদি হয় ইহা, সত্যবাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

৯৫. ব্রহ্মচর্য্যব্রত শ্যাম ভাঙ্গে নাই কভূ;—
সত্য যদি হয় ইহা, সত্যবাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

৯৬. সত্য ভিন্ন মিথ্যা কভূ বলে নাই শ্যাম;
সত্য যদি হয় ইহা, সত্যবাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

৯৭. মাতৃপিতৃসেবা সদা করিয়াছে শ্যাম;—
সত্য যদি হয় ইহা, সত্যবাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

৯৮. কুলজ্যেষ্ঠদের শ্যাম করেছে সম্মান;—
সত্য যদি হয় ইহা, সত্য বাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

৯৯. প্রাণ হতে প্রিয়তর শ্যাম যে আমার;—
সত্য যদি হয় ইহা, সত্য বাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।"

১০০. আমি ও শ্যামের মাতা করেছি অর্জ্জন
যে পুণ্য এতেককাল, প্রভাবে তাহার
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

দুকূলের সত্যক্রিয়ার পর মহাসত্ত্ব আবার পাশ ফিরিয়া অপর পার্শ্বে ভর দিয়া শুইলেন। অন্তঃপর সেই দেবতা সত্যক্রিয়া করিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১০১. অদৃশ্য থাকিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে,
হইয়া শ্যামের প্রতি দয়াপরবশ,
বলিয়া সে দেবী তবে এই সত্য বাণী :

১০২. "বহুদিন আছি আমি এ গন্ধমাদনে;
শ্যাম হ'তে প্রিয়তর নাই কেহ মোর :
সত্য যদি হয় ইহা, সত্যবাক্যে এই
হউক শ্যামের দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

১০৩. গন্ধমাদনেতে আছে কানন যতেক,
সমস্তই পুষ্পগন্ধে সদা সুবাসিত :
সত্য যদি হয় ইহা, সত্যে বাক্যে এই
হউক শ্যামের দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

১০৪. এইরূপে তিন জনে করুণ বিলাপ
করিতেছিলেন যবে, দাঁড়াইলা উঠি
বিলম্ব না করি শ্যাম প্রিয়দরশন—
যৌবনসম্পন্ন—ঠিক পূর্ব্বের মতন।

মহাসত্ত্বের আরোগ্যলাভ, তাঁহার মাতাপিতার পুনর্ব্বার চর্ক্ষুলাভ অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেবানুভাববলে তাঁহাদের চারিজনেরই আশ্রমে উপস্থিতি,—এই সমস্ত এক সময়েই ঘটিল। শ্যামের মাতা পিতা দৃষ্টি লাভ করিয়া এবং তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। অতঃপর শ্যাম পণ্ডিত এই গাথাগুলি বলিলেন :

১০৫. শ্যাম আমি; সুখী হও তোমরা সকলে;
সুস্থদেহে উঠিয়াছি মৃত্যুশয্যা হ'তে।
ক'রোনা বিলাপ আর; স্নেহ সম্ভাষণে
প্রিয় তনয়ের কর আনন্দ বিধান।

১০৬. স্বাগত, হে মহারাজ; তব আগমনে
পবিত্র হইল এই আশ্রম মোদের।
তুমি নরেশ্বর; বল কোন্ প্রয়োজনে
দেখা দিলা দয়া করি দীনের আশ্রমে?

১০৭. তিন্দুক, পিয়াল, কাসুমারী ও মধুক—
আছে হেতা নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল।
দীন মোরা; দয়া করি তাই, নরবর,
ভক্ষণ করিয়া কর কৃতার্থ আমার।

১০৮. এই সুশীতল জল হয়েছে আনীত
গিরিগুহাজাতা মৃগসম্মতা হইতে।
হয় যদি ইচ্ছা, ভূপ, কর ইহা পান।[১]

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া রাজা বলিলেন :

১০৯. বিস্ময়ে বিমূঢ় আমি; দিক্ ও বিদিক্
কিছুই বিস্ময়ে নারি নির্ণিতে এখন।
দেখিলাম এইমাত্র মরিয়াছে শ্যাম,
পাইল জীবন শ্যাম কেমনে এখন?

শ্যাম ভাবিলেন, 'রাজা আমাকে মৃত মনে করিয়াছিলেন; আমি যে জীবিত ছিলাম তাহা ইহাকে বুঝাইতেছি।' তিনি বলিলেন :

১১০. রয়েছে জীবন দেহে; গাঢ় বেদনায়
চিত্তবৃত্তিরোধ কিন্তু ক্ষণতরে হয়।
যদিও জীবিত আছে, দেখিলে তাহায়
মৃত মনে করা কিছু অসম্ভব নয়।

১১১. রয়েছে জীবন দেহে; গাঢ় বেদনায়
নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসরোধ কভূ কভূ হয়।
যদিও জীবিত আছে, দেখিলে তাহায়
মৃত মনে করা কিছু অসম্ভব নয়।

"এই কারণে লোকে সময়ে সময়ে জীবিত লোককেও মৃত মনে করে।" অতঃপর শ্যাম পণ্ডিত রাজাকে এই ব্যাপারে প্রকৃত অর্থ বুঝাইবার জন্য দুইটী গাথায় ধর্ম্মদেশন করিলেন :

১১২. যথাধর্ম্ম করে যেই মাতাপিতৃসেবা,
করেন চিকিৎসা তার দেবতারা নিজে।

১১৩. যথাধর্ম্ম করে যেই মাতাপিতৃসেবা
সর্ব্বত্র প্রশংসা লভি ইহলোকে সেই
পরলোকে স্বর্গে গিয়া ভুঞ্জে বহুসুখ।

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "অহো! ইহা বড়ই আশ্চর্য্য! যে মাতাপিতার পোষণ করে, তাহার ব্যাধির নাকি দেবতারাও চিকিৎসা করেন! এই শ্যাম বড়ই গৌরবের পাত্র।" তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন :

১১৪. পাইতেছে বৃদ্ধি মোর ক্রমেই বিস্ময়;
দিঙ্‌মূঢ় হয়েছি আমি; শরণ তোমার

---

[১]। ১০৭ম হইতে ১০৯ম গাথা যথাক্রমে ৪৬শ-৪৮শ গাথার পুনরুক্তি।

লইলাম, শ্যাম, আমি, এখন হইতে
শরণ লইলে তুমি এই পাতকীর।

শ্যাম বলিলেন, "মহারাজ, আপনি যদি দেবলোকে যাইতে এবং প্রভূত দেবসম্পত্তি ভোগ করিতে চান, তবে দশবিধ ধর্ম্মচর্য্যা করুন।" অনন্তর তিনি রাজাকে দশধর্ম্ম-চর্য্যা গাথাগুলি[১] শুনাইলেন :

১১৫. মাতার পিতার সেবা যথাধর্ম্ম কর তুমি, ক্ষত্রিয় রাজন;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

১১৬. দারাসুতগণে তব যথাধর্ম্ম পাল সবে, ক্ষত্রিয় রাজন;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

১১৭. মিত্রামাত্যগণে তব যথাধর্ম্ম পাল সবে, ক্ষত্রিয় রাজন;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

১১৮. যুদ্ধ যাত্রা আদি তব হয় যেন যথাধর্ম্ম, ক্ষত্রিয় রাজন;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

১১৯. কি নগরে, কিবা গ্রামে যথাধর্ম্ম রক্ষ প্রজা, ক্ষত্রিয় রাজন।
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

১২০. পৌরজান পদগণে যথাধর্ম্ম পাল তুমি ক্ষত্রিয় রাজন্;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

১২১. শ্রামণব্রাহ্মণগণে যথাধর্ম্ম কর শ্রদ্ধা, ক্ষত্রিয় রাজন্;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

১২২. ইতর জীবের প্রতি যথাধর্ম্ম কর দয়া ক্ষত্রিয় রাজন্;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

১২৩. ধর্ম্মচর্য্যা কর দেব; সুচরিত ধর্ম্ম হয় সুখের নিদান;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

১২৫. ধর্ম্মচর্য্যা কর দেব; প্রমাদ ইহাতে যেন হয় না কখন;
ধর্ম্মবলে স্বর্গলাভ করিলেন ইন্দ্র আদি দেবব্রহ্মগণ।

মহাসত্ত্ব এইরূপ পিলিযক্ষকে দশরাজধর্ম্ম শুনাইয়া আরও অনেক উপদেশ দিলেন এবং পঞ্চশীলে স্থাপিত করিলেন। রাজা অবনতমস্তকে এই সকল উপদেশ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বারাণসীতে ফিরিলেন এবং দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক পারিষদগণসহ স্বর্গপরায়ণ হইলেন। বোধিসত্ত্বও মাতাপিতার সঙ্গে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিলেন।

---

[১]। এই দশটী গাথা রোহন্তমৃগ-জাতকে (৫০১) এবং ত্রিশকুন-জাতকে ও (৫২১) পাওয়া গিয়াছে।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, ভিক্ষুগণ, মাতা ও পিতার পোষণ পণ্ডিতজনের চিরাগতধর্ম্ম।] অতঃপর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই দেবকন্যা; অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র, কাশ্যপ ছিলেন সেই পিতা; ভদ্রকাপিলানী ছিলেন সেই মাতা এবং আমি ছিলাম সবর্ণশ্যাম পণ্ডিত।]

☞শ্যাম-জাতক পাঠ করিলে রামায়ণ বর্ণিত দশরথ কর্ত্তৃক অন্ধক মুনির পুত্রবধের কথা মনে পড়ে। অন্ধক বৈশ্য; দুকূলক চণ্ডাল। দশরথ অজ্ঞানকৃত বধের জন্য ও অন্ধককর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পিলিযক্ষ জ্ঞানকৃত বধের জন্যও চণ্ডালতাপস কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন নাই। ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের অহিংসা-নীতির অনুমোদিত।

----

৫৪১. নেমি-জাতক

[মিথিলার নিকটবর্ত্তী মখাদেবাম্রবণে অবস্থিতিকালে শাস্তা একদা ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষ্যে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা ঐদিন সন্ধ্যাকালে বহুভিক্ষুসহ উক্ত আম্রবণে বিচরণ করিতে করিতে এক রমণীয় ভূভাগ দেখিতে পাইয়া নিজের কোন অতীত জন্মবৃত্তান্ত বলিবার অভিপ্রায়ে ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন। আয়ুষ্মান্ স্থবির আনন্দ এই হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসিলে ভগবান বলিয়াছিলেন, "আনন্দ, পুরাকালে, আমি যখন মখাদেব নাম গ্রহণপূর্ব্বক রাজত্ব করিয়াছিলাম, তখন এই ভূভাগে অবস্থিতি করিয়া ধ্যানসুখ ভোগ করিয়াছিলাম।" অতঃপর আনন্দের প্রার্থনায় সুরচিত আসনে উপবেশন করিয়া তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন :]

* * *

পুরাকালে বিদেহ রাজ্যে মিথিলা নগরে মখাদেব নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি চতুরশীতি সহস্র বৎসর কৌমার ক্রীড়ায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, চতুরশীতি সহস্র বৎসর ঔপরাজ্য করিয়াছিলেন এবং আরও চতুরশীতি সহস্র বৎসর রাজত্ব করিবার পর একদা নাপিতকে বলিয়াছিলেন, "ভদ্র, আমার মস্তকে পক্ককেশ দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাইবে।"

ইহার কিছুকাল পরে নাপিত মখাদেবের মস্তকে পক্বকেশ দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে জানাইল। তিনি সন্না দিয়া তোলাইয়া উহা নিজের হাতে রাখাইলেন এবং ললাটে যেন মৃত্যুর আজ্ঞা পাঠ করিতেছেন, এই ভাবে অবলোকন করিতে

লাগিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি নাপিতকে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রাম দান করিলেন এবং জ্যেষ্ঠপুত্রকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি রাজ্য গ্রহণ কর; আমি, প্রব্রজ্যা লইব" পুত্র জিজ্ঞাসিলেন, "এ আজ্ঞা করিতেছেন কেন, পিতঃ?" মখাদেব বলিলেন :

দেবদূতরূপে[১] দেখা দিয়াছে মস্তকে মোর শুক্লকেশরাজি
বয়স গিয়াছে চলি; প্রব্রজ্যা লইব, তাই আমি বৎস, আজি।

মখাদেব জ্যেষ্ঠপুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, তাঁহাকে কর্ত্তব্যসম্বন্ধে উপদেশ দিলেন, নগর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক ভিক্ষু প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং চতুরশীতি সহস্র বর্ষ ব্রহ্মবিহার চতুষ্টয় ধ্যান করিয়া ব্রহ্মলোকে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার পুত্রও এই উপায়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণান্তর ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন; তদনন্তর ঐ পুত্রের পুত্রও উক্ত গতি লাভ করিলেন। এইরূপে একে একে মখাদেবের বংশের দ্ব্যূন চতুরশীতিসহস্র পুরুষ স্ব স্ব মস্তকে পক্বকেশ দেখিয়া উক্ত আম্রবনেই প্রব্রজ্যা লইয়া ব্রহ্মবিহারচতুষ্টয় ধ্যানপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের আদিপুরুষ মখাদেব ব্রহ্মলোকে অবস্থিত হইয়া নিজের বংশ চরিত চিন্তা করিয়া দেখিতে পাইলেন দ্ব্যূন চতুরশীতিসহস্র বংশধর শেষ বয়সে প্রব্রাজক বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি আবার ভাবিলেন, 'অতঃপর এই প্রথা অনুষ্ঠিত হইবে, কি অনুষ্ঠিত হইবে না?' তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা আর চলিবে না। তখন তিনি সংকল্প করিলেন, 'আমার কুলপ্রথা আমাকেই অক্ষুণ্ন রাখিতে হইবে।' তিনি ব্রহ্মলীলা সংবরণপূর্ব্বক মিথিলা নগরে রাজার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নামকরণ দিবসে দৈবজ্ঞেরা অঙ্গলক্ষণসমূহ দেখিয়া বলিলেন, "মহারাজ, এই কুমার আপনার কুলপ্রথা রক্ষা করিবার জন্য উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনার বংশ প্রব্রাজক বংশ; ঐ কুমারের পরে কিন্তু এবংশে আর প্রব্রজ্যাগ্রহণ প্রথা প্রচলিত থাকিবে না।" ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "এই কুমার রথশক্রনেমির ন্যায় আমার বংশ পদবী অনুসরণ করিবার জন্য জন্মিয়াছে বলিয়া আমি ইহার 'নেমিকুমার' এই নাম রাখিলাম।"[২]

কুমার শৈশব হইতে দাতা, শীল সম্পন্ন ও পোষধ কর্ম্মে অবিরত হইলেন। তাঁহার পিতা পূর্ব্বপুরুষপরম্পরাগত প্রথানুসারে নিজের মস্তকে পক্বকেশ দেখিবামাত্র, নাপিত একখানি উৎকৃষ্ট গ্রাম দান করিয়া এবং পুত্রকে রাজ্যপদে অভিষিক্ত করিয়া এই আম্রবনে প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

---

[১]। পালি সাহিত্যে 'দেব' শব্দটীতে যমকেও বুঝায়; কাজে দেবদূত=যমদূত।
[২]। বুঝিতে হইবে যে 'নেমি' শব্দটী উচ্চারণদোষে 'নিমি' তে পরিণত হইয়াছে।

মহারাজ নেমি মহাদানশীল ছিলেন বলিয়া নগরের দ্বারচতুষ্টয়ে ও মধ্যভাগে পাঁচটী দানশালা নির্ম্মাণ করাইয়া প্রভূতদানে প্রবৃত্ত হইলেন। এক এক দান শালায় প্রতিদিন এক লক্ষ কার্ষাপণ বিতরিত হইত। এইরূপ তিনি প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ কার্ষাপণ দান করিতেন। তিনি প্রত্যেহ পঞ্চশীল রক্ষা করিতেন, পক্ষদিবসে[১] পোষধ পালন করিতেন। তিনি প্রজাবৃন্দকে দানাদি পুন্যানুষ্ঠানে উৎসাহিত করিতেন এবং স্বর্গলাভের পথ প্রদর্শন করিয়া ও নরকের ভয় দেখাইয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। তাঁহার উপদেশ মত চলিয়া এবং দানাদি পুণ্য কর্ম করিয়া লোকে মৃত্যুর পরেই দেবলোকে জন্মান্তর লাভ করিতে লাগিল। এইরূপে দেবলোক পূর্ণ এবং নরক প্রায় শূন্য হইল। দেবগণ ত্রয়ত্রিংশদভবনে সুধর্ম্মানাম্নী দেব সভায় সমবেত হইয়া মহাসত্ত্বের গুণকীর্ত্তন করিতেন। তাঁহারা বলিতেন, "অহো! আমাদের আচার্য্য মহারাজ নেমির কি মাহাত্ম্য! তাঁহারই কৃপায়, তাঁহারই বৃদ্ধসুলভ জ্ঞানের প্রভাবে আমরা এই অপার দিব্য সম্পত্তি ভোগ করিতেছি। নরলোকেও নেমির গুণকথা মহাসাগর পৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত তৈলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল।"

এই বৃত্তান্ত প্রকট করিবার জন্য শাস্তা ভিক্ষসজ্ঘকে বলিলেন :

১. আত্মপরকুশলার্থী সুপণ্ডিত নেমি যবে করিতেন পৃথিবী শাসন,
বহুলোক সাধুশীল হইল, দেখিয়া ইহা চমৎকৃত হল ত্রিভুবন।

২. অরিন্দম বিদেহেশ করিতেন মহাদান নিত্য দীনে, শ্রমণে, ব্রাহ্মণে;
দান করিবার কালে একদা হইল তাঁর এই বিতর্ক উপজাত মনে—
দান আর ব্রহ্মচর্য্য, এই দু'য়ের কোন ধর্ম্ম মহত্তর ফল দিতে পারে?
কোন্‌টী এদের শ্রেষ্ঠ? সর্ব্ব অগ্রে অনুষ্ঠেয়? সদুত্তর কে দিবে আমারে?

এই সময়ে শক্রভবন উত্তপ্ত হইল; শক্র ইহার কারণ চিন্তা করিয়া মিথিলাপতির মনে যে বিতর্ক জন্মিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার সন্দেহ নিরাকরণের অভিপ্রায়ে অবিলম্বে সমস্ত রাজভবন উদ্ভাসিত করিয়া রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক দেহ হইতে প্রভা বিকিরণ করিতে করিতে আকাশে অবস্থিত হইলেন এবং রাজার প্রশ্নের বিশদ উত্তর দিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৩. নেমির সংশয় বুঝি দেবকুলেশ্বর—
মঘবা, সহস্রনেত্র-হন আবির্ভূত,
অপনীত করি তমঃ দেহের আভায়।

৪. বাসবের দিব্যমূর্ত্তি করি নিরীক্ষণ

---

[১]। অর্থাৎ চতুর্দ্দশী পঞ্চদশী ও অষ্টমী তিথিতে।

শিহরিল মনুজেন্দ্র নেমির শরীর;
জিজ্ঞাসেন "কে হে তুমি? দেব, কি গন্ধর্ব্ব,
কিংবা দেবরাজ শক্র স্বয়মুপস্থিত।"

৫. পেয়েছেন ভয় নেমি, বুঝিয়া বাসব
বলিলা, "দেবেন্দ্র আমি; নির্ভয়ে, রাজন্,
জিজ্ঞাস যে কোন প্রশ্ন ইচ্ছা তব হয়।
আসিয়াছি হেথা আমি দিতে সদুত্তর।

৬. জিজ্ঞাসার অবসর পেয়ে এইরূপে
বলেন বাসবে নেমি, 'সর্ব্বভূতেশ্বর
মহাবাহু শক্র তুমি, জিজ্ঞাসি তোমায়,
দান আর ব্রহ্মচর্য্য এ দুই ধর্ম্মের
কোন্‌টী সমর্থ দিতে মহত্তর ফল?"

৭. শুনি নরদেবের এ প্রশ্ন পুরন্দর
দিলা সদুত্তর; ভাল জানা ছিল তাঁর
ব্রহ্মচর্য্য পরিণামে কি সুফল দেয়।
জানা নাহি ছিল তাহা নেমি নৃপতির।

৮. "উত্তম, মধ্যম, হীন, এ তিন প্রকার
ব্রহ্মচর্য্য আছে, ভূপ; হীনের প্রভাবে
জনম ক্ষত্রিয়কুলে লবে জীবগণ;
ম্যধম দেবত্ব দেয়; উত্তম আচরি
অর্হন্ নির্ব্বাণ পান ভবসিন্ধুপারে।

৯. অনাগার তপস্বীরা ব্রহ্মচর্য্য বলে
যে উত্তমগতি লাভ করেন ভূপাল,
দানে-যজ্ঞে সুলভ তা' নহে কদাচন।"[১]

শক্র উক্ত গাথাগুলি দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যের মহাফলত্ব প্রকটিত করিলেন এবং পুরাকালে যে সকল রাজা মহাদান করিয়াও কামলোক[২] অতিক্রম করিতে পারেন

---

[১]। 'যে কাযে তপস্‌সিনো উপপজ্জন্তি, এতে কাযা যাচযোগেন ন সুলভা–এখানে 'কায়' শব্দ ব্রহ্মঘট (ব্রহ্মসমূহ বা ব্রহ্মালোক-প্রাপ্তি) বুঝাইতেছে। যাচযোগ=যাচনযুত্তকযাচযোগ বাযাঞ্‌ঞযুত্তকঝতি উভযমপি দাযকস্‌সেবেতং নাম।

[২]। ব্রহ্মালোকে অধস্তন একাদশ লোক কামলোক নামে অভিহিত–ছয়টী দেবলোক, মনুষ্যলোক, অসুরলোক, প্রেতলোক, তির্য্যগযোনি ও নিরয়। এই সমস্ত লোকের অধিবাসীরা কামগুণের বশবর্ত্তী। ছয় দেবলোক যথা : পরনির্ম্মিতবশবর্ত্তী, নির্ম্মাণরতি,

নাই, তাঁহাদিগের উদাহরণ প্রদর্শনার্থ বলিলেন :

১০. দিলীপ, সগর, শৈল, পৃথু, মুচলিন্দ
অষ্টক, অশ্বক, উশীনর, ভগীরথ,—

১১. এই সব সুবিখ্যাত নৃপতি-পুঙ্গব,
আর (ও) অন্য কত শত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ
করিয়া অনেক যজ্ঞ, দিয়া বহুদান
নারিলেন অতিক্রমি যেতে প্রেতলোক।[১]

দানফল হইতে ব্রহ্মচর্য্যফল যে মহত্তর, এইরূপে তাহা প্রদর্শনপূর্ব্বক যে সকল তপস্বী ব্রহ্মচর্য্যবলে প্রেতলোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মালোকে জন্মান্তর লাভ করিয়াছিলেন, শক্র এখন তাঁহাদের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন :

১২-১৩. যামহনু, সোমযাগ, মাঘ, মনোজব,
সমুদ্র, ভরত, কালিকর, তপোধন—
এই সপ্ত ঋষি, আর কশ্যপ, অঙ্গিরা,
অকীর্ত্তি ও কৃশবৎস, এই চারিজন—
অতিক্রমি প্রেতলোক ব্রহ্মচর্য্য বলে
করিলেন ব্রহ্মালোকে অন্তিমে প্রয়াণ।

ব্রহ্মচর্য্য মহাফলপ্রদ, এসম্বন্ধে শক্র যাহা অন্যের মুখে শুনিয়াছিলেন, এতক্ষণ তাহাই বর্ণন করিলেন। অতঃপর তিনি নিজে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাহা বুঝাইবার জন্য বলিলেন :

তুষিত, যাম, ত্রয়ত্রিংশৎ ও চতুর্মহারাজিক। অধস্তন কামলোক চারটী অপায়। কামলোকের ঊর্দ্ধে ব্রহ্মালোক—ষোলটি রূপব্রহ্মলোক এবং চারিটী অরূপব্রহ্মলোক সমুদায়ে একত্রিশটী সত্ত্বলোক।

[১]। সাধারণতঃ জাতকবর্ণিত রাজাদিগের এবং হিন্দুদিগের পৌরাণিক রাজাদিগের নাম প্রায় একই। কিন্তু দশম গাথার 'শৈল' রাজার নাম কোন সংস্কৃত পুরাণে পাওয়া যায় না। মূলে 'পুথুজ্জনো' রাজার নাম আছে। আমি ইহাকে 'পৃথু' বলিয়া গ্রহণ করিলাম। 'পুথুজ্জন' (পৃথগ্‌জন) বলিলে সামান্য ব্যক্তি বা বৌদ্ধতর ব্যক্তিকে, বুঝায়। ইহা কোন রাজা নাম হইতে পারে না। অষ্টক রাজার নাম পঞ্চম খণ্ডের শরভঙ্গ-জাতকেও (৫২২) পাওয়া গিয়াছে।

একাদশ গাথায় দেবতাদিগকে প্রেতের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে, কেননা 'কামাবচরদেবতা হি রূপাদিনো কিলেসখুস্‌স কারণাপরং পচ্চাসিনসনতো রূপণতায পেতা কি বুচ্চন্তি।' এই উক্তির সমর্থনে টীকাকার একটী গাথা উদ্ধৃত করিয়াছেন : যাহারা অন্যের সাহচর্য্য বিনা, একাকী থাকিয়া সুখলাভ করিতে না পারে, যাহারা বিবেকজা প্রীতির আস্বাদ পায়না, তাহারা ইন্দ্রের মত সৌভাগ্যশালী হইলেও পরাধীনসুখ (সুখের জন্য পরমুখাপেক্ষী) এবং কৃপার পাত্র।

১৪. রয়েছে উত্তর দেশে নদী সুগভীরা
সীদা-নামধেয়া[১] নাহি পারে কেহ যাহা
অতিক্রমি যেতে, এত লঘু তার জল।
বিরাজে উভয় পার্শ্বে নলাগ্নিসন্নিভ
কাঞ্চণ পর্ব্বতরাজি সেই তটিনীর

১৫. নদীকচ্ছ আমোদিত গন্ধে তগরের;
গিরিকচ্ছ আচ্ছাদিত রমনীয় বনে।
প্রকৃতির অতিপ্রিয় এরম্য ভূভাগে
থাকিতেন পুরাকালে তপস্বী অযুত।

১৬. ছিলাম তখন আমি মহাদানশীল।
ঋষিরা বিবিক্তচারী, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়।
নিরোধি চিত্তের বৃত্তি পালিতেন তাঁরা
ব্রহ্মচর্য্যব্রত সবে; তুষিতাম আমি
তাঁ' সবারে প্রতিদিন দিয়া বহুদান।

১৭. কুটিলতা-বিবর্জ্জিত চরিত্র যাঁহার,
স্বভাব সর্ব্বথা যাঁর সারল্যমণ্ডিত,
তাঁহার(ই) সতত আমি করিতাম সেবা।
জাত্যংশে কিরূপ তিনি-উচ্চ কিংবা নীচ,
কভু নাহি করিতাম এ বিচার আমি।
একমাত্র কর্ম্মই শরণ মর্ত্ত্যদের;
জাতিবলে কর্ম্মফল এড়াতে কে পারে?

১৮. উচ্চ, নীচ সর্ব্ববর্ণ পড়িবে নরকে,
করে যদি পাপপথে বিচরণ তারা।
উচ্চ, নীচ সর্ব্ববর্ণ সদ্ধর্ম্ম আচরি
শুদ্ধিমার্গে কামলোক করে অতিক্রম।[২]

---

[১]। টীকাকার বলেন যে, এই নদীর জল এত লঘু যে, তাহাতে ময়ূরের পালক পড়িলেও তৎক্ষণাৎ ডুবিয়া যায়; এই কারণেই ইহার নাম 'সীদা' হইয়াছে।

[২]। ব্রহ্মচর্য্য যে দান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, শক্র নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইতেছেন। তিনি দানশীল ছিলেন, ঋষিরা তপস্যা করিতেন। দান করিয়াও তিনি কামলোক অতিক্রম করিতে পারেন নাই; কিন্তু যে সকল ঋষি তাঁহার দান গ্রহণ করিতেন, ব্রহ্মচর্য্যবলে তাঁহারা ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিলেন। এই গাথা পাঁচটীর ব্যাখ্যায় টীকাকার একটা অতি দীর্ঘ আখ্যায়িকা যোজন করিয়াছেন। তাঁহার স্থূলমর্ম্ম এই–সিদা নদীতীরবাসী দশসহস্র ঋষির একজন একবার ভিক্ষার্থে আকাশ পথে বারাণসীতে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তত্রত্য

শক্র আবার বলিলেন, "মহারাজ, দান অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্য অধিকতর মহাফলপ্রদ বটে; কিন্তু মহাপুরুষদিগের চরিত্রে এই দুইগুণেরই সমাবেশ আছে। অতএব আপনিও অপ্রমত্তভাবে দানে রত থাকিবেন এবং শীল রক্ষা করিবেন।" নেমিকে এই উপদেশ দিয়া শক্র স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদ করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১৯. বিদেহেশে করি এই উপদেশ দান
দেবরাজ শক্র স্বর্গে করিলা প্রস্থান।

দেবতারা শক্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনাকে ত কয়েকদিন দেখিতে পায় নাই; আপনি কোথায় গিয়াছিলেন?" শক্র বলিলেন, "মারিষগণ, মিথিলা রাজ নেমির মনে একটা সন্দেহের উদয় হইয়াছিল। তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া সেই সন্দেহ নিরাকরণ করিবার জন্য গিয়াছিলাম।" অতঃপর তিনি তিনটী গাথায় এই বৃত্তান্ত আবার বিশদ করিয়া বলিলেন :

২০. বলিতেছি যাহা, সমবেত দেবগণ,
অবহিতচিত্তে তাহা করুন শ্রবণ :
ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য ভূমণ্ডলে যাঁরা
উচ্চ, নীচ-বর্ণ ভেদে বহুবিধ তাঁরা।

২১. অরিন্দম, পরমার্থকামী, সুপণ্ডিত
বিদেহের পতি নেমি সর্ব্বত্র বিদিত।

২২. মহাদানশীল তিনি, দানের সময়
হইল তাঁহার মনে সন্দেহ উদয়;—
দান, আর ব্রহ্মচর্য্য-কোনটী প্রধান?
কোনটী এদের করে মহাফলদান।

এইরূপে কিছুই অনুক্ত না রাখিয়া শক্র রাজার গুণ বর্ণনা করিলেন। তাহা শুনিয়া নেমিকে দেখিবার জন্য দেবতাদিগের ইচ্ছা হইল। তাঁহারা বলিলেন, "মহারাজ নেমি আমাদের আচার্য্য। তাঁহার উপদেশ মত চলিয়া এবং তাঁহারই

রাজপুরোহিতের প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা হয় এবং তিনি রাজার অনুমতি লইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। কালক্রমে তপঃ সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি বারাণসীরাজকে দর্শন দেন। তাঁহার মুখে ঋষিদের গুণকীর্ত্তন শুনিয়া রাজা ঋষিদিগকে ভোজন করাইবার জন্য ব্যগ্র-হন এবং পাশে তাঁহারা বারাণসীতে আসিতে সম্মত না হন, এই আশঙ্কায় নিজেই বহু অনুচর ও নানাদ্রব্য লইয়া সিদাতীরে গমন করেন। এখানে তিনি দশসহস্র বৎসর সেই দশসহস্র ঋষিকে নিত্য ভোজন করাইতেন। এত লোকের নিয়তবসতি হেতু সিদাতীরে একটী নগরের উৎপত্তি হইয়াছিল। কালক্রমে ঋষিরা তপঃপ্রভাবে ব্রহ্মচর্য্যলোক প্রাপ্ত হন, রাজা কিন্তু এত দানশীল হইয়াও শক্রত্ব ভিন্ন আর কিছু লাভ করিতে পারেন নাই।

কৃপায় আমরা এই দিব্য সম্পত্তি লাভ করিয়াছি। তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমাদের বড় ইচ্ছা হইয়াছে। আপনি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আমাদিগকে দেখান।" শক্র এই প্রস্তাব সুসংগত মনে করিয়া সম্মত হইলেন এবং মাতলিকে ডাকাইয়া বলিলেন, "সৌম্য মাতলে, তুমি বৈজয়ন্তরথ যোজন করিয়া মিথিলায় যাও এবং মহারাজ নেমিকে সেই দিব্যযানে তুলিয়া এখানে আনয়ন কর।" মাতলি, 'যে আজ্ঞা' বলিয়া রথ যোজনা করিয়া যাত্রা করিলেন। শক্রের সহিত দেবতাদিগের কথোপকথন, মাতলির প্রতি আজ্ঞাদান, এবং মাতলির রথযোজনা—এই সকল কার্য্যে মনুষ্য গণনায় একমাস অতিক্রান্ত হইয়াছিল। নেমি পূর্ণিমার পোষধ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বদিকের বাতায়ন উদ্ঘাতনপূর্ব্বক প্রাসাদের উচ্চতলে অমাত্যগণ-পরিবৃত হইয়া শীলের মাহাত্ম্য চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে পূর্ব্বদিকের ক্ষিতিজ রেখার উর্দ্ধে উদীয়মান চন্দ্রমণ্ডলের সহিত মাতলির রথও দেখা গেল। লোকে তখন সায়মাশ সমাপনপূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহদ্বারে বসিয়া পরমসুখে কথাবার্তা বলিতেছিল; তাহারা ঐদৃশ্য দেখিয়া বলিল, "আজ যে দুইটা চন্দ্র উদিত হইল।' তাহাদের কথাবার্ত্তা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দিব্যরথখানি স্পষ্টরূপে দেখা যাইতে লাগিল। তখন বহুলোকে বলিয়াছিল, 'দ্বিতীয়টি চন্দ্র নহে, উহা রথ।" কিয়ৎক্ষণ পরে মাতলি চালিত সহস্রসৈন্ধবযুক্ত বৈজয়ন্ত রথখানি সুস্পষ্টরূপে দেখা যাইতে লাগিল। লোকে ভাবিল, 'কাহার জন্য এই দিব্যরথ আসিতেছে?' তাহারা একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "আর কাহার জন্য আসিবে? আমাদের রাজা ধার্ম্মিক; শক্র তাঁহারই জন্য বৈজয়ন্তরথ পাঠাইয়াছেন। এ সম্মান আমাদের রাজার উপযুক্তই হইয়াছে।" অনন্তর লোকে পরিতুষ্ট হইয়া এই গাথা বলিল :

২৩. অহো! কি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল এখন।
ভাবিলে বিস্ময়ে দেহে হয় রোমাঞ্চন।
দিব্যরথ অবতীর্ণ সুরলোক হ'তে
বিদেহকে স্বশরীরে স্বর্গে লয়ে যেতে।[১]

লোকে এইরূপ বলাবলি করিতেছিল; এদিকে মাতলি বাতবেগে অগ্রসর হইয়া রথ ঘূরাইলেন, প্রসাদ-বাতায়নের ঝন্‌কাঠের নিকটে থামাইলেন এবং উহা সজ্জিত করিয়া রাজাকে আরোহণের জন্য অনুরোধ করিলেন।

---

[১]। এই গাথাটী ৪র্থ খণ্ডের স্বাধীন-জাতকেও (৪৯৫) আছে। ফলতঃ স্বাধীন-জাতক এবং পঞ্চম খণ্ডের সংকৃত্য-জাতক (৫৩০), এই দুইটী আখ্যায়িকা লইয়া নেমি জাতকের অধিকাংশ রচিত। সংকৃত্য-জাতকের নরকবর্ণনা এবং এই জাতকের নরকবর্ণনা প্রায় একই।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

২৪. দেবপুত্র, ঋদ্ধিমান শক্রের সারথি
মাতলি বলিলা তবে মিথিলাপতিকে,
(গুণে যাঁর মুগ্ধ সর্ব্ব-রাজ্যবাসিগণ) :

২৫. 'এস হে, দিক্‌পালকল্প নরেন্দ্রপুঙ্গব
আরোহি এ রথে চল ত্রিদশ-আলয়ে,
সেন্দ্র দেবগণ বসি সুধর্ম্মা সভায়
করেন স্মরণ সেথা গুণগ্রাম তব।

রাজা ভাবিলেন, 'দেবলোক কখনও দেখি নাই, এখন দেখিতে পাইব; মাতলির অনুরোধও রক্ষা করা হইবে; অতএব যাওয়াই কর্ত্তব্য।' এই চিন্তা করিয়া তিনি অন্তঃপুরচারিণী এবং প্রজাদিগকের আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'আমি শীঘ্রই ফিরিব; তোমরা অপ্রমত্তভাবে দানাদি পুণ্যকার্য্যে নিরত থাক।' অনন্তর তিনি রথে আরোহণ করিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

২৬. সত্বর মিথিলাপতি আসন ত্যজিয়া,
পশ্চাতে রাখিয়া যত সমবেত জন,
করিলেন আরোহণ সেই দিব্যরথে।

২৭. মাতলি স্যন্দনারূঢ় রাজাকে তখন
বলিলা, "আদেশ তুমি কর, নরবর,
কোন্ পথে লয়ে যাব ত্রিদিবে তোমায়।
পাপীর যন্ত্রণাগার আছে এক পথে;
অন্য পথে পুণ্যাত্মার সুখময় ধাম।"

রাজা ভাবিলেন, 'আমি পূর্ব্বে ইহার কোন স্থান দেখি নাই; আমাকে দুই স্থানই দেখিতে হইবে।' তিনি বলিলেন :

২৮. লয়ে চল মোরে তুমি, হে দেবসারথে
উভয়তঃ, যেন আমি পাই নিরখিতে
কি যন্ত্রণা পায় লোকে পাপের কারণ,
কি বা সুখ করে ভোগ পুণ্যাত্মা যে জন।

মাতলি ভাবিলেন, 'দুই পথই ত একসঙ্গে দেখাইতে পারা যায় না। জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, ইনি প্রথমে কোন্ পথে যাইতে চান।' তিনি বলিলেন :

২৯. কোন্ পথে, রাজ শ্রেষ্ঠ, যাইবে প্রথমে?
পাপীর যন্ত্রণাগার স্বর্গাবাস পুণ্যাত্মার,
কোনটী দেখিতে আগে ইচ্ছা হয় মনে?

রাজা ভাবিলেন, 'আমি ত দেবলোকে নিশ্চয় যাইব। প্রথমে তবে নরকই দেখা যাউক।' তিনি বলিলেন :

৩০. দেখিব নরক আগে পাপীরা যেখানে থাকে
ক্রুরকর্ম্মাদের স্থান করিব দর্শন;
দেখিব কি গতি লভে দুঃশীল যে জন।

ইহা শুনিয়া মাতলি রাজাকে বৈতরণী দর্শন করাইলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৩১. দেখাইলা নরবরে মাতলি তখন
মহাঘোরা ক্ষারোদকা বৈতরণী নদী,
ফুটিতেছে জল রাশি অবিরত যার
হুতাশনশিখাসম প্রচণ্ড উত্তাপে।[১]

৩২. ঘোরা বৈতরণীগর্ভে পড়িতেছে পাপী
দেখি, ইহা মাতলিকে বলিলেন নেমি,
"পাপীর যন্ত্রণা ঘোর করি দরশন
বড় ভয় পায় মনে, হে দেবসারথে।
বল, শুনি, এরা সব কি পাপেরফলে
পেতেছে যন্ত্রণা পড়ি বৈতরণী-জলে।"

৩৩. কি পাপে কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়;
রাজার ছিল না জানা; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ-পরিণাম :

৩৪. "সবল হইয়া যদি জীবলোকে কেহ
দুর্ব্বলের করে হিংসা, অথবা পীড়ন,

---

[১]। টীকাকার এই প্রসঙ্গে বৈতরণীর রোমহর্ষক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহার জল বেত্রলতাচ্ছন্ন; সেই বেত্রের কণ্টকগুলি ক্ষুরধার ও অগ্নিময়। নদীতীরে নরকপালেরা প্রজ্জ্বলিত অসি-শক্তি-তোমর-ভিন্দিপাল-মুদ্গরাদি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অবস্থিত। তাহাদের প্রহারের তাড়নায় পাপীরা খণ্ডবিখণ্ড দেহে ঐ বেত্রাবরণের উপর পতিত হয়। এখানে তাহারা কণ্টকে বিদ্ধ হয়; অধোভাগ হইতে তালপ্রমাণ প্রজ্জ্বলিত অয়ঃশুলসমূহ উত্থিত হইয়াও তাহাদের দেহ বিদ্ধ করে। তন্নিম্নে জলের উপর লৌহময় ও ক্ষুরধার পদ্মপত্র। এ সকল পত্রের নিম্নে ক্ষারময় তপ্তজল; নদীর তলদেশও তীক্ষ্নক্ষুরাচ্ছন্ন। পাপীরা যন্ত্রণায় ডুব দিয়া সেখানেও গিয়া শান্তি পায় না।, তাহারা ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে কখনও স্রোতের অনুকূলে কখনও বা বিপরীত দিকে ছুটাছুটি করে ইহার পর যখন তাহারা তীরে উঠে, তখন নরকপালেরা আবার পূর্ব্ববৎ প্রহার আরম্ভ করে।

সে নিষ্ঠুর পাপকর্ম্মা জীবনাবসানে
শাস্তি পায় পড়ি এই বৈতরণী-জলে।”

৩৫. “রক্তবর্ণ কুক্কুর, শবল গৃধ্রগণ,
ভীষণ কাকোলসজ্ঞ দংষ্ট্র তুণ্ডাঘাতে
ছিঁড়ি মাংস পাপীদের করযে ভক্ষণ।
পাপীদের এ যন্ত্রণা করি দরশন,
বড় ভয় পায় মনে, হে দেব সারথে!
বল, শুনি, এরা সব কি পাপের ফলে
কাকোলের ভক্ষ্য হয়ে রয়েছে এখানে?”

৩৬. কি ভাবে কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়;
রাজার ছিল না জানা; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ-পরিণাম :

৩৭. “কৃপণ যাহারা ছিল, কিংবা অপরের
দানে বাধা দিত যারা, বলিত দুর্ব্বাক্য
শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণে, হিংসা পরায়ণ
কোপনস্বভাব হেন মহা পাপীগণ
হয়েছে কাকোল-ভক্ষ্য নরকে এখন।’

৩৮. জ্বলিতেছে নিরয়ীর শরীর অনলে
ছুটিছে সে প্রজ্জ্বলিত অয়োভূমি পরি
ধাইছে নরকপাল পশ্চাতে তাহার
চূর্ণ করি দেহ তপ্তলৌদণ্ডাঘাতে
দেখি ইহা বড় ভয় পাইতেছি মনে।
বল হে মাতলে, এরা কি পাপেরফলে
ভূতলে পাতিত হয় ভীমদণ্ডাঘাতে?”

৩৯. কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়;
রাজার ছিল না জানা; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ-পরিণাম :

৪০. “জীবলোকে যে সকল মহাপাপী করে
হিংসা দ্বেষ সাধুশীল নর বা নারীকে
ক্রুরকর্ম্মা তারা এবে সে পাপের ফলে
ভূতলে পাতিত হয় ভীমদণ্ডাঘাতে।”

৪১. "জ্বলন্তঅঙ্গারপূর্ণ কুণ্ডের ভিতরে
পড়িতেছে কেহ কেহ নরকপালেরা
শির'পরি তাহাদের করে বরষণ
জলন্তঅঙ্গার রাশি দগ্ধদেহে, হাই
কাঁপে তর তর পাপী করয় ক্রন্দন।
দেখি ইহা বড় ভয় পাইতেছি মনে
বল হে মাতলে এরা কি পাপের ফলে
পেতেছে যন্ত্রণা কেন অগ্নি কুণ্ড মাঝে?"

৪২. কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়;
রাজার ছিল না জানা; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ-পরিণাম :

৪৩. "করিব 'শ্রেণীর' হিত এই ব্যপদেশে[১]
যাহারা সংগ্রহি অর্থ, গণজ্যেষ্ঠগণে
উৎকোচ করিয়া দান, মিথ্যা সাক্ষ্যবলে
করে উহা আত্মসাৎ, জানি, শুনি আর
লুঠাই সে ধন যারা সেই পাপাত্মারা
জলন্ত অঙ্গারকুণ্ডে পড়িয়া এখন
করিতেছে ছট্‌ফট্‌ আত্মকর্ম্ম-দোষে।"

৪৪. 'প্রজ্বলিত, অগ্নিময় পর্ব্বত প্রমাণ
দ্রবীভূত লৌহ পূর্ণ কুম্ভ অই হোথা
ভীষণ জ্বালায় যার ঝলসে নয়ন
পাপীদের এ যন্ত্রনার করি দরশন
বড় ভয় পায় মনে, হে দেবসারথে।
কি পাপের ফলে পড়ে ভিতরে উহার
অধঃশিরে পাপীগণ, বল ত আমায়?'

---

[১]। মূলে "পূগায়তনস্‌স হেতু" ইত্যাদি আছে। পূগ = শ্রেণী, guild পূগায়তন = পূগসন্তক ধন অর্থাৎ শ্রেণী প্রাপ্য ধন, যেমন বর্ত্তমান সময়ের স্বরাজভাণ্ডার ইত্যাদি। টীকাকার বলেন, "ওকাসে সতি দানং বা দস্‌সায পুজং বা পবত্তেস্‌সাম, বিহারং বা করিস্‌সাম সংকড্‌ঢিত্বা ঠাপিতস্‌স পূগসন্তকস্‌স ধনস্‌স হেতু তং ধনং যথারুচিং খাদিত্বা গণজেট্‌ঠকানং লঞ্চং দত্বা অসকট্‌ঠানে দত্তকং বযকরণং গতং অসুকট্‌ঠানে অক্ষেহে এত্তকং দিন্নং তি কুটসক্‌খিং দত্বা তং ইণং বিনাসেন্তি।"

৪৫. কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়;
রাজার ছিল না জানা; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ-পরিণাম :

৪৬. "সাধুশীল শ্রমণব্রাহ্মণগণে যারা
হিংসে কিংবা পীড়াদেয়, সেই মহাপাপে
পড়ে তারা অধঃশিরে লৌহ কুম্ভে এবে।"

৪৭. "গলায় লোহার ফাঁস পরায়ে পাপীর
দেখ না দিতেছে পাক নরকপালেরা।
ছিঁড়ি মুণ্ডতপ্তজলে দিতেছে ফেলিয়া।
একের বিচ্ছিন্ন মুণ্ড যুড়িতেছে গিয়া
অপরের গলদেশে পুনঃপুনঃ হায়
এইরূপ দুর্ব্বিষহ পাইতে যন্ত্রণা।
দেখিয়া বড়ই ভয় পাইতেছি মনে
বল, হে মতলে কোন পাপে এইরূপে
পাপীর মস্তক ছিন্ন হয় বার বার?"

৪৮. কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়;
রাজার ছিল না জানা; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ-পরিণাম :

৪৯. "জীবলোকে যে পাপীরা পাখী ধরি তার
পক্ষ দুটী ছিঁড়ি অথবা মস্তক,
সেই শাকুনিক সব নরকে রাজন,
শুইয়া দারুণ দুঃখ পায় এই মত।'

৫০. "প্রচুর সলিলে পূর্ণা সমতটা অই
বহিতেছে নদী, যার আছে দুই ধারে
সুগঠিত ঘাঁ সব; পিপাসার্ত্ত লোকে
যায় হোথা সুশীতল বারি পান তবে
কিন্তু কি আশ্চর্য্য। দেয় মুখে যবে জল,
অমনি তা' শুষ্ক বুসে[১] হয় পরিণত।[২]

---

[১]। পালি 'ভুসং; বাঙ্গালা 'ভূসি'।

[২]। গ্রীক পুরাণের Tantalus আকণ্ঠ জলে মগ্ন থাকিতেন, তাঁহার মস্তকোপরি একগুচ্ছ সুপক্ক

৫১. দেখি ইহা বড় ভয় পাই আমি মনে।
বল, হে মাতলে, কোন পাপে ইহাদেয়
পীয়মান জল হয় বুসে পরিণত?"

৫২. কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদয়,
রাজার ছিল না জানা, সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ পরিণাম :

৫৩. "ভাল শস্যে মিশাইয়া বুস যে বণিক
ক্রেতাকে বঞ্চনা করে, সেই মহারাজ,
নরক জ্বালায় যবে পিপাসার্ত্ত হ'য়ে
নদীতে ছুটিয়া যায়, কর্ম্মদোষে তার
নদীর সলিল হয় বুসে পরিণত।"

৫৪. "আনিছে উভয়পার্শ্বে নিরয়িগণের
শরশক্তিতোমরাদি নরকপালেরা।
দেখি ইহা বড় ভয় পাইতেছি মনে।
কোন পাপে, হে মাতলে, এই সব লোকে,
হইতেছে ভূপাতিত শক্তিশরাঘাতে"

৫৫. কি পাপে কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়,
রাজার ছিল না জানা, সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ-পরিণাম :

৫৬. "যে সকল পাপাশয় থাকি জীবলোকে,
অপহরি ধন, ধান্য, সুবর্ণ, রজত,
অজ-মেষ-মহিষাদি পশু অপরের
করিত, হে ভূমিপাল, জীবিকা নির্ব্বাহ,
তাহারাই সেই পাপে নরকভূতলে
হতেছে পাতিত এবে শক্তিশরাঘাতে।"

৫৭. "গ্রীবায় আবদ্ধ অই লৌহময়পাশে
রয়েছে পাতকী সব; অন্য এক দল
খণ্ডবিখণ্ডিত হয় শস্ত্রের আঘাতে,

দ্রাক্ষালন থাকিত, কিন্তু তিনি জলপান করিবার ইচ্ছা করিলে জল অদৃশ্য হইত, ক্ষুধায় কাতর হইয়া দ্রাক্ষাগ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারিত করিলে তাহাও অন্তর্হিত হইত।

দেখি ইহা ভয় বড় পাইতেছি মনে।
কি পাপের হেতু, বল হে দেব সারথে
খণ্ডবিখণ্ডিত দেহ হতেছে এদের?”

৫৮. কি পাপে কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়;
রাজার ছিল না জানা, সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ পরিণাম :

৫৯. “গো মহিষ-ছাগ মেষ শূকর-মীনাদি
প্রাণীবধ যাহাদের বৃত্তি জীবলোকে,
বধি মাংস তাহাদের বিক্রয়ের তরে
সূনায় সাজায়ে যারা রাখে স্তুপাকারে,
সেই ক্রুরকর্ম্মা সব জীবনাবসানে
খণ্ডবিখণ্ডিত হয় নরকে এখন।”

৬০. “মলমূত্রে পূর্ণ অই হ্রদ দেখা যায়,
ওষ্ঠাগত প্রায় প্রাণ পূতিগন্ধে যায়।
ক্ষুধার্ত্ত পাপীরা, দেখ, ধায় ওর পাপে,
ওখানেই গিয়া অই মলমূত্র খায়।
দেখি ইহা বড় ভয় পাই আমি মনে।
কি পাপের ফলে এরা, হে দেবসারথে,
করিতেছে ক্ষুন্নিবৃত্তি মলমূত্র খেয়ে

৬১. কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদয়;
রাজার ছিল না জানা; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপপরিণাম :

৬২. “মিত্রদ্রোহী, অপরের পীড়ক যাহারা,
সতত নিরত যারা পরের হিংসায়,
সেই সব পাপী, ভূপ জীবনাবসানে
নরকে পড়িয়া করে বিণ্মূত্র ভোজন।”[১]

---

[১]। মূলে “কারণিকা বিরোসকা পরেসং হিংসায় সদা নিবিট্‌ঠা” আছে। টীকাকার বলেন ‘কারণিকা তে কারণকারকা বিরোসকা মিত্তসুহজ্জানং পি বিহেঠকা”। সুহজ্জ = সুহৃদ। ‘কারণিক’ শব্দের অর্থ এখানে যে কি হইবে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। যাহারা শর নির্ম্মাণ করে তাহাদিগকে ‘কারণিক’ বলা হয়। কিন্তু এ অর্থ এখানে অপ্রযোজ্য। বোধ হয় ইহা,

৬৩. “রক্তপূয়ে পূর্ণ অই হ্রদ অন্যতর,
ওষ্ঠাগতপ্রায় প্রাণ পূতিগন্ধে যার,
তৃষ্ণাত্ত মানবগণ করিতেছে পান
ন্যক্কারজনক অই রক্ত আর পূয়!
দেখি ইহা বড় আমি পাইতেছি ভয়।
কোন্ পাপে বল মোরে, হে দেবসারথে,
করে পান লোকে হেথা রক্ত আর পূয়?

৬৪. কি পাপে কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়;
রাজার ছিল না জানা, সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপপরিণাম :

৬৫. “সমাজের পরিত্যাজ্য পাপাত্মা যে সব
মাতা, পিতা, পূজনীয় অন্যান্য ব্যক্তির
করিয়াছে প্রাণবধ থাকি জীবলোকে,
ক্রুরকর্ম্মফলে তারা পড়িয়া নরকে
রক্তপূয় পানে করে পিপাসা দমন।”

৬৬. “হয়েছে বড়িশে বিদ্ধ রসনা পাপীর,
শত শঙ্কু দ্বারা বিদ্ধ চর্ম্ম যে প্রকার,
স্থলেতে নিক্ষিপ্ত, হায়, মীনের মতন
করে এরা ধড় ফড় কান্দে অবিরত,
মুখ হ’তে হয় সদা ফেন উদ্গিরণ।

৬৭. দেখি ইহা বড় ভয় পাই আমি মনে।
কোন্ পাপে, বল মোরে, হে দেব সারথে,
হয়েছে বড়িশে বিদ্ধ রসনা এ দর?

৬৮. কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়;
রাজার ছিল না জানা, সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপপরিণাম :

৬৯. “ক্রয়বিক্রয়ের স্থানে অর্ঘকারকের
পদে প্রতিষ্ঠিত যারা উৎকোচগ্রহণে
দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য দেয় কমাইয়া,

এখানে ‘অকৃতজ্ঞ’ বা ‘কর্ত্তব্যে উদাসীন’ এইরূপ কিছু বুঝাইতেছে।

ধনলোভে কূট তুলা করি ব্যবহার
ওজনের ব্যতিক্রম ঘটায় যাহারা,
অথচ বলিয়া মুখে মধুর বচন
নিজের ধর্ত্ততা রাখে করিয়া গোপন
মৎস ধরিবার তরে লোকে যে প্রকার
বড়িশ আমিষে ঢাকি ফেলে জলাশয়ে—

৭০. হেন কূটকারিগণ পরিত্রাণ কভু
লভিতে না পারে; তারা নিজ কর্ম্মফলে
পায় না ক পুরস্কার পরলোকে গিয়া।
ধ্রুব কর্ম্মফলে সেই পাপীরা এখানে
পেতেছে যন্ত্রণা বদ্ধ হইয়া বড়িশে।”

৭১. “ক্ষতবিক্ষতাঙ্গে, অই দেখ, নারীগণ
বাহু তুলি করিতেছে সতত ক্রন্দন।
ছিন্নগ্রীবা গবী যথা থাকে আঘাতনে,[১]
রয়েছে শোণিত পূয়ে লিপ্তদেহা এরা।
ভূমিতে নিখাত আছে আকটি শরীর;
পর্ব্বত প্রমাণ অপরার্দ্ধ প্রজ্বলিত!
চৌদিক্ হইতে ছুটি জ্বলন্ত পর্ব্বত
পিষিতেছে পুনঃপুনঃ ভীষণ আঘাতে
উর্দ্ধকায় ইহাদের; কিন্তু নবীভূত
পিষ্ট অংশ হয় পুনঃ উচ্চতায় যাহা
অতিক্রমে সেই সব জলন্ত পর্ব্বত।[২]

---

[১]। আঘাতন-কষাইখানা (Slaughterhouse)।

[২]। এই গাথার শেষ চরণ- “খন্ধাতিবত্তন্তি সজোতিভূতা” দুর্ব্বোধ্য। ‘অতিবত্তন্তি’ পদের অর্থ অতিক্রম করে। কিন্তু কাহাকে অতিক্রম করে? ‘খন্ধ’ ই বা কি? টীকাকার বলেন, “নারিয়ো এতে পব্বতখন্ধা অতিক্কমন্তি, তাসং কির এবং কটিপ্পমাণং পবিসিত্বা ঠাপিতকালে পুরত্থিমায় দিসায় জলিতো অপ্পয়ব্বতো সমুট্ঠাহিত্বা অসনি বিয় বিরবন্তো আগন্ত্বা সরীরং সণ্হকরণিয়ং বিয় পিংসন্তো গচ্ছতি। তস্মিন্ অতিবত্তিত্বা পচ্ছিমপস্সে ঠিতে পুন তাসং সরীরং পাতুভবতি, তা দুক্খং অধিবাসেতুং অসক্কোন্তিয়ো বাহা পগ্গহ্য কন্দন্তি, সেস দিসাসু উট্ঠিতপব্বতেসু পি এসেব নয়ো; দ্বে পব্বতা সমুট্ঠায় উচ্ছুঘট্টিকং বিয় পীড়েন্তি তেনাহ খন্ধাতিবত্তন্তীতি।” ইহা হইতে কি অনুমান করা যায় যে, ‘খন্ধ’ শব্দ দ্বারা ঐ সকল অয়ঃপর্ব্বত বুঝিতে হইবে? নারীদের দেহের ঊর্ধ্বভাগ পর্ব্বত প্রমাণ উচ্চ, নচেৎ পেষণের সুবিধা হয় না; একবার পিষ্ট হইয়া উহা আবার নবীভূত হয় এবং জ্বালায় ও

৭২. দেখি ইহা বড় আমি পাইতেছি ভয়;
বল, হে মাতলে, এরা কি পাপের ফলে
আকটি নিখাত আছে ভূমিতে সতত?
কেনই বা পিষ্ট উর্দ্ধকায় ইহাদের
নবীভূত হয়ে পুনঃ করে অতিক্রম
উচ্চতায় অই সব জ্বলন্ত পর্ব্বত?"

৭৩. কি পাপে কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়;
রাজার ছিল না জানা; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ-পরিণাম :

৭৪. "সৎকুলে লভিয়া জন্ম এরা জীবলোকে
করিল অশ্রদ্ধ কর্ম্ম; ছিল দুশ্চারিণী;
করিয়া রূপের গর্ব্বে পতি পরিত্যাগ
ভজিল পুরুষান্তরে কামের তাড়নে।
জীবলোকে কামসুখ চরিতার্থ করি
পেতেছে এখন এই যন্ত্রণা ভীষণ।"

৭৫. "পদদ্বয় ধরি, দেখ, অধঃশিরে অই
পাপীকে নরকপাল ফেলিছে নরকে!
বল, হে মাতলে, আমি শুধাই তোমায়,
কোন্ পাপে মানুষের এ দুর্দ্দশা হয়?"

৭৬. কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়;
রাজার ছিল না জানা; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ-পরিণাম :

৭৭. "প্রিয়া পত্নী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন মানুষের।
হেন ধন হরণ যে করে নরাধম,
পরদারসেবী সেই পাপাত্মার হয়
উর্দ্ধপাদে অধঃশিরে নরকে পতন।

৭৮. বহুবর্ষ এইরূপে নরকে থাকিয়া
এতাদৃশ পাপাত্মারা ভুঞ্জে দুঃখ সদা।
ক্রূরকর্ম্মা দুর্ম্মতিরা কভু, মহারাজ,

উচ্চতায় ঐসকল পর্ব্বতকেও অতিক্রম করে।

নাহি পায় পরিত্রাণ জীবনাবসানে।
আত্মকৃত কর্ম্ম আসি অগ্রে ইহাদের
ব্যবস্থা করিয়া রাখে উচিত দণ্ডের।
তাই, এরা অধঃশিরে পড়িছে নরকে।”

ইহা বলিয়া দেবসারথি মাতলি ঐ নরক ও অন্তর্ধাপিত করিলেন এবং আরও অগ্রসর হইয়া যে নরকে মিথ্যাদৃষ্টিক[১] লোকে দণ্ড ভোগ করে, রাজাকে তাহা দেখাইলেন। অনন্তর রাজা প্রশ্ন করিলে মাতলি তাঁহাকে সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন।

৭৯. “লঘুগুরু নানারূপ কুকার্য্যের আমি
দেখিনু নরকে আসি ঘোর পরিণাম।
দেখি সব বড় ভয় পাইলাম মনে।
বল ত, মাতলে, ঐ লোকগুলা কেন
পাইতেছে হেন তীব্র ভীষণ যাতনা?”

৮০. কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়;
রাজার ছিল না জানা; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ-পরিণাম :

৮১. “মিথ্যাদৃষ্টি যাহাদের ছিল জীবলোকে,
মোহবশে ভ্রান্তমার্গে চলিত নিজেরা
অন্যকেও সেই পথে লইত টানিয়া,
সে সব পাষণ্ড আসি নরকে এখন
পাইতেছে হেন তীব্র যন্ত্রণা ভীষণ।”

এদিকে দেবলোকে দেবতারা সুধর্ম্মা সভায় সমবেত হইয়া রাজার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মাতলি ফিরিতে বিলম্ব করিতেছেন কেন, ইহা ভাবিয়া শত্রু বিলম্বের কারণ বুঝিলেন। তিনি জানিলেন যে, “মাতলি নিজের দৌত্যকুশলতা প্রদর্শন করিবার জন্য নেমিকে লইয়া নরকে নরকে ঘুরিতেছেন এবং পাপীরা অমুক পাপে অমুক নরকে অমুক দণ্ড ভোগ করে ইহা বলিতেছেন। এরূপ করিলে নেমির সমস্ত জীবন কাটিয়া যাইবে, অথচ তিনি নরকের শেষ দেখিতে পাইবেন না।” এজন্য শক্র একজন মহাবেগবান দেবপুত্রকে বলিলেন, “তুমি মাতলিকে বল গিয়া যে, রাজাকে লইয়া শীঘ্র এখানে আগমন করুন।” দেবপুত্র সত্ত্বর মাতলির নিকট গিয়া শক্রের আদেশ জানাইলেন। তাহা শুনিয়া মাতলি দেখিলেন যে, আর বিলম্ব করা চলে না। তখন তিনি রাজাকে চতুর্দ্দিকের

---

[১]। যাহারা ধর্ম্মসম্বন্ধে ভ্রান্ত মত পোষণ করে ও সদ্ধর্ম্মে বিশ্বাস করে না।

বহুনরক যুগপৎ দেখাইয়া বলিলেন :

৮২. দেখিলেন পাপীদের যন্ত্রণা-আগার;
ক্রূরকর্ম্মাদের স্থান, দুঃশীলের গতি
স্বচক্ষে, রাজর্ষে, সব পেলেন দেখিতে।
চলুন এখন যাই শক্রের নিকটে।

ইহা বলিয়া মাতলি দেবলোকাভিমুখে রথ চালাইলেন। দেবলোকে যাইবার কালে রাজা দেখিতে পাইলেন, আকাশে দ্বাদশযোজনবিস্তীর্ণ, মণিময়-পঞ্চকূটাগারশোভিত, সর্ব্বালঙ্কারবিভূষিত, উদ্যান-পুষ্করিণী-সমন্বিত, কল্পবৃক্ষপরিবৃত এক বিমান শোভা পাইতেছে। ঐ বিমান দেবদুহিতা বীরণীরা তখন একটী কূটাগারে শয্যাপৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া মণিময় বাতায়নে উদ্ঘাঁনপূর্ব্বক বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন; এক সহস্র অপ্সরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ছিল। রাজা মাতলিকে এই বিমানের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং মাতলি তাঁহাকে তাহা বুঝাইয়া দিলেন :

৮৩. "কি সুন্দর, সুগঠিত ঐ যে বিমান,
শোভিছে উপরে যার পঞ্চকূটাগার!
দিব্যমাল্যধরা, সর্ব্বাভরণমণ্ডিতা,
মহা-অনুভাবা এক নারী ও বিমানে
রয়েছে শয়ান, দেবসুলভ বিভূতি
চৌদিকে বিকাশ করি নানান প্রকার।

৮৪. দর্শন করিয়া ইহা, হে দেবসারথে,
হইতেছি পুলকিত আনন্দে অপার।
সম্পাদিয়া কোন্ সাধুকর্ম্ম নরলোকে
এ রমণী স্বর্গসুখ ভুঞ্জেন বিমানে?"

৮৫. কি পুর্ণ্যে, কি সুখ ভুঞ্জে লোকে পরকালে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়।
রাজার ছিল না জানা; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পুণ্যের সুফল।

৮৬. "হয় নি কি জীবলোকে শ্রবণগোচর
বীরণীর নাম কভূ? ছিল পুরাকালে
কোন এক ব্রাহ্মণের গর্ভদাসী[১] সেই।

---

[১]। দাসস্বামীর গৃহে দাসের ঔরসে ও দাসীর গর্ভে জাত সন্তান গর্ভদাস বা গর্ভদাসী বলিয়া অভিহিত হইত। পালি সাহিত্যে এইরূপ সন্তানকে 'আমায় দাস' 'জাতদাস', 'আমায়দাসী'

যথাকালে সমাগত অতিথিগণের
করিত সে সেবা যত্নে, সেবে যথা মাতা
আত্মগর্ভজাত পুত্রে সানন্দ অন্তরে!
শীলবতী, ত্যাগবতী সে পুণ্যের বলে
লভি এ বিমান এবে ভুঞ্জে স্বর্গসুখ।

ইহা বলিয়া মাতলি রথ লইয়া অগ্রসর হইলেন এবং রাজাকে শোণদত্ত দেবপুত্রের কনকময় সপ্ত বিমান প্রদর্শন করিলেন। রাজা বিমানগুলি এবং তাহাদের শ্রীসম্পত্তি দেখিয়া, শোণদত্ত পূর্ব্বে কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহা জিজ্ঞাসিলেন, মাতলিও তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলেন :

৮৭. "ঐ যে জাজ্বল্যমান, মাতলে বিমান
শোভিতেছে পুরোভাগে, বিচরণ যেথা
করেন মহর্দ্ধি, সর্ব্বভূষণে মণ্ডিত
দেবপুত্র এক, নারীগণপরিবৃত

৮৮. দর্শন করিয়া ইহা, হে দেবসারথে
হইতেছি পুলকিত আনন্দের অপার।
সম্পাদিয়া কোন শুভকার্য্য নরলোকে
ভুঞ্জেন এ স্বর্গসুখ ইনিও বিমানে?"

৮৯. কি পুণ্যে, কি সুখ ভুঞ্জে লোকে পরকালে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়।
রাজার ছিল না জানা, সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পুণ্যের সুফল।

জাতদাসী' বলা যায়(২য় খণ্ডের উপক্রমণিকার ৩।০ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)।

বীরণীর সম্বন্ধে এই কিংবদন্তী আছে :—সে দশবল কাশ্যপের সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার ব্রাহ্মণ প্রভু ভিক্ষুসঙ্ঘকে অষ্ট শলাকাভক্ত দিবার সঙ্কল্প করেন। তিনি গৃহে গিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "আগামী কল্য হইতে প্রত্যেহ এক শত ভিক্ষুর জন্য এক এক কার্ষাপণ মূল্যের খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া আটটা শলাকাভক্ত প্রস্তুত করিতে হইবে।" ব্রাহ্মণী উত্তর দিলেন, "ভিক্ষুরা ধূর্ত্ত; আমি এ কাজ করিব না।" ব্রাহ্মণের কন্যারাও কেহই তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে চাহিল না। তখন তিনি বীরণীকে এই ভার লইতে বলিলেন; বীরণী প্রফুল্লচিত্তে ভার গ্রহণ করিল, যত্নসহকারে যাগুভক্তাদি রন্ধন করিতে লাগিল, যে সকল ভিক্ষু শলাকা পাইয়া যথাকালে ব্রাহ্মণের গৃহে দেখা দিতেন, তাঁহাদিগকে আদর করিয়া গোময়লিপ্ত পরিস্কৃত স্থানে আসন পাতিয়া বসাইত এবং মাতা যেরূপ প্রবাসাগত পুত্রের সেবা করেন, সেইরূপ তাঁহাদিগকে ভোজন করাইত। ব্রাহ্মণদত্ত অর্থ ভিন্ন সে নিজের অর্থও ভিক্ষুদিগের সেবায় নিয়োজিত করিত।

৯০. “নরলোকে শোণদত্ত নামে সুবিদিত
ছিলেন, রাজন, ইনি আঢ্য গৃহপতি,
মুক্তহস্ত সদা দানে, প্রব্রাজকদের
উদ্দেশ্যে বিহার সপ্ত নিজব্যয়ে ইনি
নিরমি উৎসর্গ করিলেন পুরাকালে।[১]

৯১. সর্ব্বপাপবিনিমুক্ত সরলস্বভাব
ভিক্ষু যাঁরা থাকিতেন এ সপ্ত বিহারে,
সেবিতেন শোণদত্ত সসম্মানে সবে
সতত প্রসন্নমনে, অন্নবস্ত্র দিয়া
শয্যাদীপ-আদি আর আবশ্যক যাহা।

৯২. চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী, অষ্টমীতিথিতে,
প্রাতিহার্য্যপক্ষে আর পালিতেন ইনি
সযত্নে অষ্টাঙ্গ শীল[২] পোষধী হইয়া।

৯৩. সর্ব্বদা সংযমবলে রক্ষিতেন শীল।
সে সংযম, সেই দানমাহাত্ম্যে, রাজন,
ভুঞ্জেন বিমানে ইনি এবে স্বর্গসুখ।’

এইরূপে শোণদত্তের পুণ্যের কথা বলিয়া মাতলি সম্মুখের দিকে আরও অগ্রসর হইয়া রাজাকে একটী স্ফটিক বিমান দেখাইলেন। উহা পঞ্চবিংশতি যোজন উচ্চ, বহুশত সপ্তরত্নময় স্তম্ভযুক্ত, বহুশত কূটাগারপ্রতিমণ্ডিত। উহার চর্তুদ্দিক কিঙ্কিণিযুক্ত জালে, বেষ্টিত; চূড়ায় সুবর্ণরজতময় পতাকা; চতুষ্পার্শ্বে নানাপুর্ষ্প-মণ্ডিত তরুলতার বিচিত্র উদ্যান ও উপবন; তাহাদের মধ্যে মধ্যে রমণীয় পুষ্করিণী। ভিতরে গীতবাদ্যাদি-নিপুণা সহস্র অপ্সরা। এই বিমান দেখিয়া রাজা অপ্সরাদিগের পূর্ব্বকৃতকর্ম্মসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন এবং মাতলি সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন :

৯৪. “স্ফটিকনির্ম্মিত অই শোভিছে বিমান,
কূটারাজি যার অতি মনোহর।

---

[১]। শোণদত্ত (শোণদিন্ন) কাশ্যপবুদ্ধের সময়ে কাশীরাজ্যের কোন নিগমগ্রামে বাস করিতেন।

[২]। এই গাথাটী চতুর্থ খণ্ডের সুরুচি জাতকের (৪৮৯) ১৪শ গাথা। ‘প্রাতিহার্য্য-পক্ষ’ সম্বন্ধে তত্রত্যপাদটীকা দ্রষ্টব্য। টীকাকার বলেন যে, এই অতিরিক্ত পোষধদিন অষ্টমীর পূর্ব্বে বা পরে অর্থাৎ সপ্তমী বা নবমীতে, এবং চতুর্দ্দশী ও পঞ্চদশীর পূর্ব্বে বা পরে অর্থাৎ ত্রয়োদশী বা প্রতিপদে পালিত হইত। ফলতঃ ইহা একটী অতিরিক্ত পোষধদিন; এখন কিন্তু ইহা কেহ পালন করে না।

দিব্যাঙ্গনা শত শত রয়েছে ওখানে;
অন্নপানে পরিপূর্ণ; দিব্যনৃত্যাগানে
মুখরিত হইতেছে প্রকোষ্ঠ উহার।

৯৫. দর্শন করিয়া ইহা, হে দেবসারথে,
পুলকিত হইতেছে আনন্দে অপার
কোন্ শুভকর্ম্মফলে এই রমণীরা
স্বর্গসুখ ও বিমানে ভুঞ্জেন এখন?"

৯৬. কি পুণ্যে, কি সুখ ভুঞ্জে লোকে পরকালে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়।
রাজার ছিল না জানা; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পুণ্যের সুফল।

৯৭. "যে সকল উপাসিকা থাকি নরলোকে
সত্য আর শীলরক্ষা করিল যতনে,
অপ্রমত্তভাবে যারা পালিল পোষধ,
সতত প্রসন্নচিত্তা, হেন নারীগণ
সে সংযম, সেই দান-মাহাত্ম্যের বলে
ভুঞ্জিছে স্বর্গীয় সুখ বিমান এখন।"

মাতলি আরও পুরোভাগে রথ চালাইয়া রাজাকে একটী মণিবিমান দেখাইলেন। ইহা সমতল ভূভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত; উহা উত্তুঙ্গ মণিময়পর্ব্বতের ন্যায় প্রভা বিকিরণ করিতেছিল। উহার অভ্যন্তরে দিব্য নৃত্যগীত হইতেছিল এবং বহুদেবপুত্র অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া রাজা দেবপুত্রদিগকের কৃতকর্ম্ম কি, জিজ্ঞাসিলেন; মাতলিও তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলেন :

৯৮. "সুন্দর ভূভাগে অই শোভিছে বিমান,
বৈদূর্য্যেনির্ম্মিত যাহা, সুন্দরগঠন;

৯৯. বাজিছে মৃদঙ্গ হোথা, আড়ম্বর-আদি
নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র; দেবপুত্রগণ
করিছেন নৃত্য গীত ভিতরে উহার!
সুমধুর দিব্য শব্দ পশিছে শ্রবণে।

১০০. শুনি নাই পূর্ব্বে কভু শ্রুতিসুখকর
হেন দিব্য বাদ্য আমি; এ দৃশ্যসুন্দর
হয় নাই কভু মোর নয়ন-গোচর

১০১. দেখিয়া এসব আমি, হে দেবসারথে
হইতেছি পুলকিত আনন্দে অপার।

কোন শুভকর্ম্মফলে এই মহাত্মারা
স্বর্গসুখ ও বিমানে ভুঞ্জেন এখন?”

১০২. কি পুণ্যে, কি সুখ ভুঞ্জে লোকে পরকালে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়।
রাজার ছিল না জানা; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পুণ্যের সুফল।

১০৩. “যে সকল উপাসক থাকি নরলোকে
রক্ষিতেন শীল সব; করিতেন যাঁরা
উদ্যান উৎসর্গ, জলসত্র, সেতু, কূপ[১]
নির্ম্মিতেন অকাতরে লোকহিততরে,

১০৪-১০৬. সসম্মানে করিতেন সেবা অনুক্ষণ
সরলস্বভাব শান্তচেতা ঋষিদের।
প্রদানি প্রসন্নমনে ভিক্ষুব্যবহার্য্য
চীবরান্নশয্যা-আদি দ্রব্য আছে যত
চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী, অষ্টমী তিথিতে,
প্রাতিহার্য্য পক্ষে আর পালিতেন যাঁরা
সযত্নে অষ্টাঙ্গশীল; পোষধী হইয়া
সর্ব্বদা সংযমবলে রক্ষিতেন শীল,
সে সংযম সেই দানমাহাত্ম্যে, রাজন,
ভুঞ্জেন বিমানে তাঁরা এবে দিব্যসুখ।”

পুণ্যবান উপাসকদিগের পুণ্যকীর্ত্তন করিয়া মাতলি আবার রথ চালাইলেন এবং রাজাকে অপর একটী স্ফটিক-বিমান দেখাইলেন। উহা বহুকূটাগারযুক্ত, নানাকুসুম প্রতিমণ্ডিত উৎকৃষ্ট তরুরাজি সমন্বিত, এবং একটী প্রসন্নসলিলা নদীদ্বারা বেষ্টিত। নদীতীরে নানজাতীয় বিহঙ্গের কলনাদে শ্রবণে অমৃতবর্ষণ হইতেছিল। বিমানের অভ্যন্তরে এক পুণ্যবান পুরুষ অপ্সরাগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা মাতলিকে তাঁহার কৃতকর্ম্মের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন, মাতলিও সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন :

১০৭. “স্ফটিকনির্ম্মিত অই শোভিছে বিমান,
কূটাগারাজি যার অতি মনোহর।
দিব্যাঙ্গনা শত শত রয়েছে ওখানে,

---

[১]। মূলে ‘পপাসঙ্কমনানি’ আছে। পপা (প্রপা)= জলসত্র। এ সম্বন্ধে ৫ম খণ্ডের ২৮৩ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। সঙ্কমন= সঙ্ক্রম, সাঁকো বা পুল।

অন্নপানে পরিপূর্ণ; দিব্যনৃত্যগানে
মুখরিত হইতেছে প্রকোষ্ঠ উহার।

১০৮. বেষ্টিয়া রয়েছে ওরে স্রোতস্বিনী এক,
নানাপুষ্পদ্রুমে তট সুশোভিত যার;

১০৯. দেখিয়া এসব আমি, হে দেবসারথে,
হইতেছি পুলকিত আনন্দে অপার।
কি শুভকর্ম্মের ফলে, বল ত আমায়,
ভুঞ্জে নর হেন দিব্য সুখ ও বিমানে?”

১১০. কি পুণ্যে, কি সুখ ভুঞ্জে লোকে পরকালে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়।
রাজার ছিল না জানা, সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পুণ্যের সুফল।

১১১. “কিম্বিলা নগরে ভূপ, নরজন্মে ইনি
ছিলেন বিখ্যাত গৃহপতি, দানবীর,
করিলেন ইনি বহু উৎসর্গ উদ্যান,
নির্ম্মিলেন কূপ, সেতু, জলসত্র বহু;

১১২-১১৪. সসম্মানে করিলেন সেবা অনুক্ষণ
সরলস্বভাব শান্তচেতা ঋষিদের,
প্রদানি প্রসন্নচিতে ভিক্ষুব্যবহার্য্য
চীবরান্নশয্যা আদি দ্রব্য আছে যত;
চতুর্দ্দশী পঞ্চদশী অষ্টমী তিথিতে,
প্রাতিহার্য্য পক্ষে আর পালিতেন ইনি
সযত্নে অষ্টাঙ্গ শীল, পোষধী হইয়া
সর্ব্বদা সংযমবলে রক্ষিতেন শীল,
সে সংযম সেই দানমাহত্ম্যে, রাজন্,
ভুঞ্জেন বিমানে ইনি এবে দিব্যসুখ।”

কিম্বিলিক গৃহপতির পুণ্যের কথা বলিয়া মাতলি আবার রথ চালাইলেন এবং রাজাকে আরও একটী স্ফটিক-বিমান দেখাইলেন। পূর্ব্বে যে বিমানের কথা বলা হইল, এই বিমানের চতুষ্পার্শ্বে তাহা অপেক্ষাও অধিকতর পুষ্পফলযুক্ত বৃক্ষবাটিকা বিরাজ করিতেছিল। এই বিমানের অধিবাসী কি পুণ্যের বলে ঈদৃশ সুখ ভোগ করিতেছেন, ইহা জানিবার জন্য রাজা মাতলিকে প্রশ্ন করিলেন; মাতলিও সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন :

১১৫. “অই যে স্ফটিকময় শোভিছে বিমান,
সুগঠিত, চারুকূটাগার বিমণ্ডিত,
দিব্যাঙ্গনা শত শত রয়েছে ভিতরে

১১৬. অন্নপানে পরিপূর্ণ; দিব্যনৃত্যগীতে
মুখরিত হইতেছে প্রকোষ্ঠ যাহার
চৌদিকে বেষ্টিয়া বহে নদী মনোরমা,
সুপুষ্পিত তরুরাজি শোভে তটে যার,

১১৭. কপিত্থ-রাজায়তন জম্বু-আম্র-শাল
তিন্দুক পিয়াল আদি নিত্যফলপ্রদ

১১৮. দেখিয়া এ সব আমি, হে দেবসাথে
হইতেছি পুলকিত আনন্দে অপার
কি শুভকর্ম্মের ফলে, বল ত আমায়,
ভুঞ্জে নর হেন দিব্য সুখ ও বিমানে?”

১২০. “মিথিলাপুরীতে, ভূপ, নরজন্মে ইনি
ছিলেন বিখ্যাত গৃহপতি, দানবার।
করিলেন ইনি বহু উৎসর্গ উদ্যান,
নির্ম্মিলেন কূপ, সেতু, জলসত্র বহু।

১২১-১২৩. স্বসম্মানে করিলেন সেবা অনুক্ষণ
সরলস্বভাব শান্তচেতা ঋষিদের
প্রদানি প্রসন্নমনে ভিক্ষু ব্যবহার্য্য
চীবরান্নশয্যা-আদি দ্রব্য আছে যত;
চর্তুদ্দশী, পঞ্চদ্দশী, অষ্টমী তিথিতে
প্রতিহার্য্য পক্ষে আর পালিতেন ইনি
সযত্নে অষ্টাঙ্গশীল; পোষধী হইয়া
সর্ব্বদা সংযমবলে রক্ষিতেন শীল।
সে সংযম, সেই দানমাহাত্ম্যে, রাজন,
ভুঞ্জেন বিমানে ইনি এবে দিব্যসুখ।’

উক্ত গৃহপতির পুণ্য বর্ণনা করিয়া মাতলি আবার রথ চালাইলেন এবং রাজাকে পূর্ব্ববর্ণিত বিমানের মতই সুন্দর আর একটী বিমান দেখাইলেন। ঐ বিমানে যে দেবপুত্র স্বর্গীয় সুখভোগ করিতেছিলেন, রাজা তাঁহার কৃতকর্ম্ম-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন; মাতলি সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন :

১২৪. “সুন্দর ভূভাগে অই শোভিছে বিমান—
বৈদুর্য্যে নির্ম্মিত যাহা, সুন্দরগঠন।

১২৫. বাজিছে মৃদঙ্গ হোথা, আড়ম্বর-আদি
নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র; দেবপুত্রগণ
করিছেন নৃত্য গীত ভিতরে উহার!
সুমধুর দিব্য শব্দ পশিষে শ্রবণে।

১২৬. শুনি নাই পূর্ব্বে কভু শ্রুতিসুখকর
হেন দিব্য বাদ্য আমি; এ দৃশ্যসুন্দর
হই নাই কভু মোর নয়ন-গোচর

১২৭. দেখিয়া এসব আমি, হে দেবসারথে
হইতেছি পুলকিত আনন্দে অপার।
কোন্ শুভকর্ম্মফলে দেবপুত্র এই
ভুঞ্জেন বিমানে থাকি দিব্যসুখ এবে?”

১২৮. কি পুণ্যে কি সুখ ভুঞ্জে লোকে পরকালে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়।
রাজার ছিল না জানা; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পুণ্যের সুফল।

১২৯. “বারাণসীধামে, ভূপ, নরজন্মে ইনি
ছিলেন বিখ্যাত গৃহপতি, দানবীর,
করিলেন ইনি বহু উৎসর্গ উদ্যান
নির্ম্মিলেন কূপ, সেতু, জলসত্র বহু;

১৩০-১৩২. স্বসম্মানে করিলেন সেবা অনুক্ষণ
সরলস্বভাব শান্তচেতা ঋষিদের
প্রদানি প্রসন্নমনে ভিক্ষু ব্যবহার্য্য
চীবরান্নশয্যা-আদি দ্রব্য আছে যত;
চর্তুদ্দশী, পঞ্চদ্দশী, অষ্টমী হেতুতে
প্রতিহার্য্য পক্ষে আর পালিতেন ইনি
সযত্নে অষ্টাঙ্গশীল; পোষধী হইয়া
সর্ব্বদা সংযমবলে রক্ষিতেন শীল।
সে সংযম, সেই দানমাহাত্ম্যে, রাজন,
ভুঞ্জেন বিমানে ইনি এবে দিব্যসুখ।”

অনন্তর আরও অগ্রসর হইয়া মাতলি রাজাকে বালসূর্য্যসঙ্কাশ একটী কনক বিমান দেখাইলেন এবং তত্রত্য দেবপুত্রের সম্পত্তি-সম্বন্ধে রাজার প্রশ্নের উত্তর দিলেন :

১৩৩. "কনকনির্ম্মিত অই লোহিতবরণ
সুন্দর বিমান সবে বালসূর্য্য সম।
১৩৪. দেখি ও বিমান আমি, হে দেবসারথে,
হইতেছি পুলকিত আনন্দে অপার
কোন্ শুভ কর্ম্মফলে দেবপুত্র অই
ভুঞ্জেন বিমানে থাকি দিব্যসুখ এবে?"
১৩৫. কি পুণ্যে, কি সুখ ভুঞ্জে লোকে পরকালে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়।
রাজার ছিল না জানা; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পুণ্যের সুফল।
১৩৬. "শ্রাবস্তীনগরে, ভূপ, নরজন্মে উনি
ছিলেন বিখ্যাত গৃহপতি, দানবীর,
করিলেন উনি বহু উৎসর্গ উদ্যান
নির্ম্মিলেন কূপ, সেতু, জলসত্র বহু;
১৩৭-১৩৯. স্বসম্মানে করিলেন সেবা অনুক্ষণ
সরলস্বভাব শান্তচেতা ঋষিদের
প্রদানি প্রসন্নমনে ভিক্ষু ব্যবহার্য্য
চীবরান্নশয্যা-আদি দ্রব্য আছে যত;
চর্তুদ্দশী, পঞ্চদ্দশী, অষ্টমী হেতুতে
প্রতিহার্য্য পক্ষে আর পালিতেন ইনি
সযত্নে অষ্টাঙ্গশীল; পোষধী হইয়া
সর্ব্বদা সংযমবলে রক্ষিতেন শীল।
সে সংযম, সেই দানমাহাত্ম্যে, রাজন,
ভুঞ্জেন বিমানে ইনি এবে দিব্যসুখ।"

মাতলি এইরূপে উক্ত আঁটটী বিমানের পরিচয় দিতেছিলেন; এইদিকে দেবরাজ শক্র তাঁহার অতি বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া অপর একজন দ্রুতগামী দেবপুত্রকে প্রেরণ করিলেন। এই দেবপুত্রের মুখে শক্রের আজ্ঞা শুনিয়া মাতলি দেখিলেন, আর বিলম্ব করা চলে না। তিনি তখন রাজাকে যুগপৎ বহু বিমান দেখাইলেন, এবং এই সকল বিমানবাসিরা কি পুণ্যে স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছেন, রাজা তাহা জিজ্ঞাসা করিলে যথাযথ উত্তর দিলেন :

১৪০. "অন্তরীক্ষে এই সব বিরাজে বিমান
ভাস্বর, সুবর্ণময়, সহস্র, সহস্র,
নিবিড় মেঘের কোলে সৌদামিনী যথা।

১৪১. দেখিয়া এসব, আমি, হে দেবসারথে,
হইতেছি পুলকিত আনন্দে অপার।
কোন্ শুভকর্ম্মফলে দেবপুত্রগণ
ভুঞ্জেন বিমানে থাকি দিব্যসুখ এবে?

১৪২. কি পুণ্যে, কি সুখ ভুঞ্জে লোকে পরকালে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়।
রাজার ছিল না জানা; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পুণ্যের সুফল।

১৪৩. "পাইয়া প্রকৃষ্ট শিক্ষা যাঁরা নরলোকে
সদ্ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'লেন, নৃমণি,
সম্যকসম্বুদ্ধ শাস্তা যে যে উপদেশ
দিলেন, পালন সদা করিলেন যাঁরা
অপ্রমত্তভাবে, সেই স্রোতাপন্নগণ
এসব বিমানে বাস করেন এখন।"[১]

রাজাকে এইরূপে আকাশস্থ বিমানসমূহ প্রদর্শন করিয়া মাতলি অতঃপর তাঁহাকে শক্রসকাশে গমন করিবার জন্য উৎসাহিত করিলেন :

১৪৪. পাপকর্ম্মাদের যন্ত্রণা-আগার করিলেন নিরীক্ষণ;
পুণ্যবান যাঁরা, তাঁদের(ও) রাজর্ষে, দেখিলেন নিকেতন।
চলুন সত্বর, করি গিয়া এবে দেবরাজে দরশন।

ইহা বলিয়া মাতলি পুরোভাগে রথ চালাইলেন; এবং সুমেরুকে পরিবেষ্টন করিয়া কটিবন্ধাকারে যে সাতটী পর্ব্বত বিরাজমান আছে, রাজাকে সেগুলি দেখাইলেন। তদ্দর্শনে রাজা মাতলিকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১৪৫. সহস্রতুরগযুক্ত স্যন্দনে আরূঢ় রাজা স্বর্গধামে যাইবার কালে
সীদা[২] তোয়নিধি মাঝে দেখিলেন সবিস্ময়ে মনোহর সপ্তকুলাচলে।

---

[১]। ইহারা দশবল কাশ্যপের উপদেশ শুনিয়া স্রোতাপত্তিফল পাইয়াছিলেন, কিন্তু অর্হত্ত্বে উপনীত হইতে পারেন নাই।

[২]। ইতঃপূর্ব্বে এই জাতকের ১৪শ গাথায় 'সীদা'নদীর নাম পাওয়া গিয়াছে। এখানে 'সীদাসমুদ্রের' ব্যাখ্যাতেও টীকাকার বলেন যে, ইহার জল এত লঘু যে তাহাতে ময়ূরের পালক পর্যন্ত ডুবিয়া যায় এবং এইজন্যই ইহার নাম 'সীদা মহাসমুদ্র। [সদ (সীদতি)=মগ্ন হওয়া]।

হেরি সে অপূর্ব্ব দৃশ্য, কৌতূহল নিবারিতে মাতলিকে শুধান নৃমণি,
"এই সব পর্ব্বতের কোন্‌টী কি নাম ধরে, দয়া করি বল, সুত, শুনি।"

রাজা এই প্রশ্ন করিলে দেবপুত্র মাতলিকে বলিলেন :

১৪৬. সুদর্শন, করবীক, ঈষাধর, যুগন্ধর,
নেমিন্ধর, বিনতক, অশ্বকর্ণ গিরিবর—[১]

১৪৭. উচ্চ হ'তে উচ্চতর এই সব পর পর
বিরাজে সোপানবৎ সীদাবক্ষে কি সুন্দর!
চতুর্মহারাজ নামে বিদিত ভুবনে যাঁরা,
এ সব পর্ব্বতে, ভূপ, বসতি করেন তাঁরা।[২]

রাজাকে চতুর্মহারাজিক দেবলোকে দেখাইয়া মাতলি আবার রথ লইয়া অগ্রসর হইলেন এবং ত্রয়ত্রিংশদ্‌ভবনের ইন্দ্রের মূর্ত্তিপরিবৃত চিত্রকূট নামক দ্বার-কোষ্ঠক দেখাইলেন। তাহা দেখিয়াও রাজা প্রশ্ন করিলেন এবং মাতলি সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন :

১৪৮. "খচিত বিবিধরত্নে বিবিধবরণ
অই যে তোরণ শোভে পুরোভাগে মোর,—
ইন্দ্রের প্রতিমা বহু রয়েছে চৌদিকে
রক্ষিতে এ স্থান যেন, রক্ষে বনভূমি
অন্য সব পশু হ'তে শার্দ্দূল যেমন;

১৪৯. দর্শন করিয়া ইহা হে দেবসারথে,
হইলাম পুলকিত আনন্দে অপার।
কি নাম এ তোরণের, বল ত আমায়।"

---

[১]। কুলাচলগুলির সম্বন্ধে টীকাকার বলেনঃ-সকলের বাহিরে সুদর্শন পর্ব্বত; তাহার পর করবীক পর্ব্বত; ইহা সুদর্শন অপেক্ষা উচ্চতর। উভয় পর্ব্বতের মধ্যে একটী সীদান্তর সমুদ্র। অতঃপর যথাক্রমে ঈষাধর, যুগন্ধর, নেমিন্ধর, বিনতক ও অশ্বকর্ণ পর্ব্বত পর পর উচ্চতর হইয়া সোপানাকারে অবস্থিত। পরস্পর নিকটবর্ত্তী প্রতি দুই পর্ব্বতের অর্ন্তব্বর্ত্তী অংশ এক একটী সীদান্তর সমুদ্র। এই পর্ব্বত বলয়গুলির কেন্দ্রভাগে সুমেরু পর্ব্বত; তাহার শিখরদেশে ত্রয়স্ত্রিংশদ্‌ভবন বা দেবনগর। দেবনগর ও সুমেরুপর্ব্বত ও সুদর্শন নামে বিদিত।

[২]। চতুর্মহারাজেরা লোকপাল বা দিক্‌পালের স্থানীয়। ধৃতরাষ্ট্র উত্তরদিকের, বিরূঢ়ক দক্ষিণদিকের, বিরূপাক্ষ পশ্চিমদিকের এবং বৈশ্রবণ দক্ষিণদিকের অধিপতি। ইহাঁদের আবাসভূমি সর্ব্বাপেক্ষা অধস্তন দেবলোক। পুরাণে ইহাঁরা গণদেবতা-পর্য্যায়ভুক্ত।

১৫০. কি পুণ্যে, কি সুখ ভুঞ্জে লোকে পরকালে
সুবিদিত মাতালির অছে সমুদায়।
রাজার ছিল না জানা; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পুণ্যের সুফল।

১৫১-১৫২. "চিত্রকূট এই দ্বার; দেবেন্দ্রের ইহা
অগম-নির্গমপথ; সুমেরু পর্ব্বতে
প্রবেশিতে হয়, ভূপ, এই দ্বার দিয়া।
হ'য়েছে খচিত ইহা বিবিধ রতনে,
ইন্দ্রের প্রতিমা দ্বারা সর্ব্বত্র রক্ষিত,
রক্ষিত অরণ্য যথা শার্দ্দূল সমূহে।
নীরজঃ স্বরগধামে, এই দ্বার দিয়া,
চলুন, প্রবেশ মোরা করিব এখন।"

ইহা বলিয়া মাতলি রাজাকে দেবনগরের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন; কথিত আছে :

১৫৩. সহস্র তুরগযুক্ত স্যন্দন আরূঢ় রাজা হইতে হইতে অগ্রসর,
দেখিলেন অবশেষে রয়েছে সম্মুখে সভা ত্রিদশগণের মনোহর।

দিব্যযানস্থ রাজা যাইতে যাইতে সুধর্ম্মা-নামক দেবসভা দেখিয়া মাতলিকে তাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন; মাতলিও সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন :

১৫৪. "সুনীল শরদাকাশসম মনোহর
বৈদূর্যনির্ম্মিত অই বিমান সুন্দর;

১৫৫. অপরূপ শোভা এর করি নিরীক্ষণ
হইল আমার আজ সার্থক নয়ন।
কি নামে বিদিত হয় এ চারু বিমান?
কি উদ্দেশ্যে হইয়াছে ইহার নির্ম্মাণ?"

১৫৬. কি পুণ্যে, কি সুখ ভুঞ্জে লোকে পরকালে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়।
রাজার ছিল না সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পুণ্যের সুফল।

১৫৭-১৫৯. "এ সেই সুধর্ম্মাসভা ত্রিদশগণের,
বৈদূর্য্যনির্ম্মিত চারু। আছে প্রতিষ্ঠিত
শত শত সুগঠিত, বৈদূর্য্যনির্ম্মিত

অষ্টকোণ[১] স্তম্ভোপরি এ চারু বিমান।
ত্রয়স্ত্রিংশদ্‌বাসী যত দেবগণ হেথা
ইন্দ্রকে অগ্রণী করি হ'য়ে সমাসীন
চিন্তেন দেবতা আর মানবের হিত।
এই পথে, হে রাজর্ষে, করুন প্রবেশ
দেবগণপ্রিয় এই বিচিত্র সভায়।

দেবতারা রাজার আগমনপ্রতীক্ষায় সভাসীন হইয়াছিলেন। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহারা দিব্য গন্ধবস্ত্রপুষ্পহস্তে চিত্রকূটদ্বারকোষ্ঠক পর্য্যন্ত প্রত্যুদ্‌গমন করিলেন, এবং মহাসত্ত্বকে গন্ধাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া সুধর্ম্মাসভায় লইয়া গেলেন। রাজা রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক দেবসভার প্রবেশ করিলেন; দেবতারা সেখানে তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন; শক্রও তাঁহাকে আসন এবং দিব্য কাম্যবস্তুসমূহ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে শাস্তা বলিলেন :

১৬০. উপস্থিত দেখি তাঁরে — দেবতারা সবে হৃষ্টমনে
করিলা অভিনন্দন — সুমধুর স্বাগতবচনে :
এস, হে রাজর্ষে, মোরা — বড় সুখ পাইলাম আজ,
আসন গ্রহণ কর — দেবেন্দ্রের পাশে মহারাজ।

১৬১. শক্র নিজে অভ্যর্থনা — করিলেন মিথিলানাথের,
দিলেন আসন তাঁরে, — আর যত সামগ্রী ভোগের।

১৬২. বলেন দেবেন্দ্র তাঁরে, — "দেবলোকে[২] তব আগমন
হ'য়েছে, রাজর্ষে, আজ — সাতিশয় সুখের কারণ।
যত কাম্য বস্তু আছে — সমস্তই তোমার আয়ত্ত
ত্রয়স্ত্রিংশদলোকে থাকি — কর ভোগ দিব্য সুখ নিত্য।"

শক্র রাজাকে দিব্য কাম ভোগ করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু রাজা উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি বলিলেন :

১৬৩. যাচঞালব্ধ যান, আর যাচঞালব্ধ ধন-
অপরের দত্ত সুখ তাহারই মতন।

১৬৪. পরদত্ত সুখ আমি ভুঞ্জিতে না চাই,
নিজকৃত পুণ্যফলে সুখ যেন পাই।

---

[১]। 'অট্‌ঠংসা'-আটপলে।

[২]। মূলে 'আবাসং বসবত্তিনং' আছে। বশবর্ত্তী= অপারবিভূতিসম্পন্ন বা আত্মসংযমী। ইহা দেববাচক।

তাহাই প্রকৃত সুখ, নিজস্ব আমার,
পর অনুগ্রহ বিনা প্রাপ্তি ঘটে যার।
১৬৫. তাই আমি নরলোকে ফিরিয়া এখন
করিব কুশলকর্ম্ম বহু সম্পাদন।
হইব সংযমী, দান্ত, দানশীল আর।
সেই সুধী, হয় যেই হেন সদাচার।
করে না এমন কর্ম্ম সে জন কখন,
অনুতাপানলে দগ্ধ হয় যাতে মন[১]

মহাসত্ত্ব এইরূপে মধুরস্বরে দেবতাদিগের নিকট ধর্ম্ম দেশন করিলেন; মনুষ্যগণনায় এক সপ্তাহকাল তিনি দেবগণের প্রীতি সম্পাদনপূর্ব্বক দেবসভায় মাতলির গুণকীর্ত্তন করিবার কালে বলিলেন :

১৬৬. মাতলি সারথিবর করিলেন দয়াবশে উপকার প্রভূত আমার
দেখালেন ইনি মোরে পুণ্যাত্মাদিগের ধাম, পাপীদের যন্ত্রণা-আগার।

অতঃপর রাজা শক্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি এখন নরলোকে ফিরিতে ইচ্ছা করি।" শক্র বলিলেন, "সৌম্য মাতলে, তুমি তবে নেমিরাজকে মিথিলায় লইয়া যাও।" মাতলি "যে আজ্ঞা" বলিয়া রথ সজ্জিত করিলেন; রাজা প্রীতিপ্রমূখবচনে দেবগণের নিকট বিদায় লইলেন এবং নিবর্ত্তনপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিলেন। মাতলি পূর্ব্বাভিমুখে রথ চালাইয়া মিথিলায় উপনীত হইলেন, নগরবাসীরা সকলে দিব্য রথ দেখিয়া, রাজা ফিরিয়া আসিলেন; জানিয়া আহ্লাদিত হইল; মাতলি মিথিলা প্রদক্ষিণ করিয়া, যে বাতায়ন হইতে সপ্তাহ পূর্ব্বে মহাসত্ত্বকে তুলিয়া লইয়াছিলেন সেই বাতায়নেই তাঁহাকে নামাইয়া দিলেন, এবং "আমি তবে এখন যাই" বলিয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। অতঃপর বহুলোকে রাজাকে পরিবেষ্টন করিয়া, দেবলোক কীদৃশ, ইহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। রাজা দেবগণের, বিশেষতঃ দেবরাজ শক্রের দিব্যসম্পত্তি বর্ণনপূর্ব্বক বলিলেন, "তোমরাও দান কর, পুণ্যব্রত হও; এই সকল সৎকর্ম্ম করিলে তোমরাও দেবলোকে জন্মান্তর লাভ করিবে।"

কালক্রমে এক দিন নাপিত নেমিকে জানাইল যে, তাঁহার মস্তকে পক্বকেশ দেখা দিয়াছে। তিনি নাপিতের দ্বারা উহা তোলাইয়া পৃথক স্থানে রাখাইলেন এবং তাহাকে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রাম পুরস্কার দিয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণাভিলাষে পুত্রকে

---

[১]। এই গাথা তিনটী যথাক্রমে চতুর্থ খণ্ডের স্বাধীন-জাতকের(৪৯৪) ১১শ, ১২শ ও ১৩শ গাথা।

রাজ্য সম্প্রদান করিলেন। তাঁহার পুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব, আপনি কি হেতু প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেছেন?" ইহার উত্তরে নেমি "দেবদূতরূপে দেখা দিয়াছে মস্তকে মোর" ইত্যাদি গাথা বলিলেন, পূর্ব্বপুরুষদিগের মত প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন এবং সেই আম্রবণেই অবস্থিতি করিয়া ব্রহ্মবিহারচতুষ্টয় ভাবিতে ভাবিতে ব্রহ্মালোকপরায়ণ হইলেন।

নেমির প্রব্রজ্যাগ্রহণবৃত্তান্ত বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা শেষের গাথাঁটী বলিলেন :

১৬৭. মিথিলার নরশ্রেষ্ঠ, বিদেহ-ঈশ্বর পুত্রের প্রশ্নের এই দিয়া সদুত্তর,
করিলেন যজ্ঞ বহু, মুক্তহস্তে দান; হলেন সংযমী আর মহাশীলবান।

নেমির পুত্র কড়ার জনক কিন্তু কুল প্রথা ধ্বংস করিলেন; তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন না।[১]

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বে ও তথাগত মহানিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন।" অতঃপর তিনি জাতকের সমবধান করিলেন :

তখন অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র, আনন্দ ছিলেন মাতলি, বুদ্ধের অনুচরগণ ছিলেন সেই চতুরশীতি সহস্র রাজা, এবং আমি ছিলাম নেমি।

☞মিথিলারাজের নাম পালিতে 'নিমি' লেখা আছে। নামের ব্যাখ্যা দেখিয়া আমি ইহা 'নেমি' লিখিয়াছি। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে 'নিমি'-নামক অনেক

---

[১]। মূলে 'তং বংসং উপচ্ছিন্দিত্বা অপব্বজি' আছে। প্রথমে বলা হইয়াছে, মখাদেববংশীয় নেমির পিতার পূর্ব্ববর্ত্তী দ্ব্যন চতুরশীতি সহস্র রাজা বার্দ্ধক্যাগমে প্রব্রাজক হইয়াছিলেন। বংশের এই প্রথা রক্ষিত হইবে কি না, ভাবিয়া ব্রহ্মালোকবাসী মখাদেব বুঝিয়াছিলেন যে, উহা রহিত হইবার বিলম্ব নাই। বংশপ্রথারক্ষার জন্যই তখন তিনি নেমিরূপে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। নেমির জন্ম হইলে দৈবজ্ঞেরা বলিলেন, 'ইনি বংশপ্রথা রক্ষা করিবেন বটে, কিন্তু "ইমিস্‌স পরতো তুম্হাকংবংসং ন গমিস্‌সতি।" অতএব নেমির পুত্র যে প্রব্রাজক হন নাই, ইহা বলাই আখ্যায়িকা-কারের উদ্দেশ্য। কিন্তু 'অপব্বজি' কি ন পব্বজি বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে? ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন, 'প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন' অর্থাৎ তাঁহার মতে নেমির পরেও এক পুরুষ পর্য্যন্ত প্রব্রজ্যাগ্রহণের প্রথা চলিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে পৌর্ব্বাপর্য্যসঙ্গতি রক্ষা হয় না। নেমির পুত্র যে প্রব্রাজক হন নাই, তাহার আরও একটী যুক্তি এই :—নেমির জন্মের পূর্ব্বে মখাদেববংশের প্রব্রাজকগণের সংখ্যা মাত্র দুই কম চুরাশি হাজার ছিল। নেমির পিতা এবং নেমি, ইঁহারা প্রব্রাজক হইলে মামুলী চুরাশী হাজার পূর্ণ হইল, কুলক্রমাগত প্রথাও উঠিয়া গেল।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে বসিষ্ঠ-করালজনক সংবাদ নামে কয়েকটী অধ্যায় আছে। পুরাকালে মিথিলায় জনকবংশীয় রাজাদিগের আধিপত্য ছিল; তাঁহারা সকলেই 'জনক' আখ্যা গ্রহণ করিতেন।

রাজারও উল্লেখ দেখা যায়। অতএব এই জাতককে ‘নিমি-জাতক’ এবং রাজাকে ‘নিমি’ও বলা যাইতে পারে।

----

৫৪২. খণ্ডহাল-জাতক[১]

[শাস্তা গৃধ্রকূটে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া ছিলেন। এই বৃত্তান্ত সঙ্ঘভেদকস্কন্ধকে[২] বিবৃত আছে। দেবদত্তের প্রব্রজ্যাগ্রহণের সময় হইতে রাজা বিম্বিসারের মরণ পর্য্যন্ত ঘটনাবলী উক্ত স্কন্ধকের বর্ণনানুসারে বুঝিতে হইবে[৩] বিম্বিসারের প্রাণবধ করাইয়া দেবদত্ত অজাতশত্রুর নিকটে গিয়া বলিল, “মহারাজ, আপনার মনোরথ ত সিদ্ধ হইয়াছে; আমার মনোরথ কিন্তু এখনো পূর্ণ হয় নাই।” অজাতশত্রু জিজ্ঞাসিলেন, “আপনার কি মনোরথ, ভদন্ত?” “আমি দশবলকে বধ করাইয়া স্বয়ং বুদ্ধ হইব।” “ইহার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে?” “আপনি কতগুলি তীরন্দাজ সমবেত করুন।” “বেশ, তাহাই করিতেছি” বলিয়া অজাতশত্রু পঞ্চশত অক্ষণবেধী[৪] ধানুষ্ক সমবেত করাইলেন, তাহাদের মধ্য হইতে একত্রিশজন বাছিয়া লইলেন এবং ‘যাও, স্থবির যে আদেশ দিবেন তাহা পালন কর গিয়া,’ ইহা বলিয়া তাহাদিগকে দেবদত্তের নিকটে পাঠাইলেন। দেবদত্ত এই একত্রিশ জনের নেতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “শুন, বাপু; শ্রমণ গৌতম গৃধ্রকূটে থাকেন; তিনি প্রতিদিন অমূক সময়ে দিবাবিহার-স্থানে চঙ্ক্রমণ করেন; তুমি সেখানে বিষদিগ্ধ শরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রাণান্ত করিবে এবং অমূক পথে ফিরিয়া আসিবে।” ইহা বলিয়া সে ঐ লোকটাকে পাঠাইয়া দিল এবং যে পথে তাহার ফিরিবার কথা, সেই পথে

---

[১]। এই আখ্যয়িকার নামান্তর ‘চন্দ্রকুমার-জাতক’।

[২]। বিনয়পিটকের মহাবগ্গ ও চুল্লবগ্গ স্কন্ধক নামে অভিহিত। ইহারা আবার অনেকগুলি অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রত্যক অধ্যায় এক একটী স্বতন্ত্র স্কন্ধক। দেবদত্ত এবং অজাতশত্রুর সম্বন্ধে সবিস্তর বিবরণ প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে।

[৩]। বিম্বিসারের মৃত্যুসম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

[৪]। অক্ষণ = বিদ্যুৎ। অক্ষণবেধী = যে বিদ্যুদবেগে অর্থাৎ নিমিষের মধ্যে বেধ করিতে পারে। কিন্তু অন্য কোথাও ‘অক্ষণ’ শব্দের এই অর্থে প্রয়োগ দেখা যায় না। ‘অক্ষণবেধী’ বলিলে সচরাচর কিন্তু যাহারা দূর হইতে অব্যর্থসন্ধানে বেধ করিতে পারে, তাহাদিগকে বুঝাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, ‘অক্ষিবেধী’ শব্দই লিখিকারের দোষে ‘অক্ষণবেধী’ ইহায়াছে। অক্ষি = চক্ষু, চাঁদমারী (Bull`s eye) শর নিক্ষেপ–কৌশলসম্বন্ধে পঞ্চম খণ্ডের শরভঙ্গজাতক (৫২২) দ্রষ্টব্য।

দুইজন তীরন্দাজ স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে বলিয়া দিল, "তোমরা যে পথে থাকিবে, সেই পথে এক জন লোক আসিতে দেখিবে। তাহাকে বধ করিয়া তোমরা অমূক পথে ফিরিবে।" শেষোক্ত পথে সেই চারিজন তীরন্দাজ রাখিল এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিল, "তোমরা যে পথে থাকিবে সেই পথে দুই জন লোক ফিরিয়া আসিতেছে দেখিবে। তোমরা তাহাদিগকে বধ করিয়া অমুক পথে ফিরিবে।" ইহাদের যে পথে ফিরিবার কথা, সেই পথে সে আটজন তীরন্দাজ পাঠাইল এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিল, "তোমরা যে পথে থাকিবে, সেই পথে দেখিতে পাইবে, চারি জন লোক ফিরিয়া আসিতেছে। তোমরা তাহাদিগকে বধ করিয়া অমুক পথে ফিরিবে।" পরিশেষে সে শেষোক্ত পথে ষোলজন তীরন্দাজ স্থাপন করিল এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিল, "তোমরা যে পথে থাকিবে সেখানে দেখিতে পাইবে, আটজন লোক ফিরিয়া আসিতেছে। তোমরা তাহাদিগকে বধ করিয়া অমুক পথে ফিরিবে।" (জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, দেবদত্ত এরূপ ব্যবস্থা করিল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, ইহা কেবল তাহার আত্ম দুষ্কৃতি গোপন করিবার জন্য)।

তীরন্দাজদিগের নেতা বাম পার্শ্বে খড়ুগ এবং পৃষ্ঠে তূণীর বন্ধন করিল এবং মেষশৃঙ্গ নির্ম্মিত বৃহৎ কার্মূক লইয়া তথাগতের নিকটে গমন করিল। তাঁহাকে বিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে সে কার্মুক শজ্য করিয়া তাহাতে শর সন্ধান করিল; কিন্তু জ্যা আকর্ষণ করিয়াও শর নিক্ষেপ করিতে পারিল না; তাহার সর্ব্বাঙ্গ স্তম্ভিত হইল—যেন তাহার দেহখানি যন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়াছে, এইরূপ বোধ করিতে লাগিল। সে নিজেই মরণভয়ে ভীত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে দেখিয়া শাস্তা মধুরস্বরে বলিলেন, "ভয় নাই; এখানে এস।" লোকটা তখনই অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিয়া শাস্তার পাদমূলে পড়িল এবং বলিতে লাগিল "ভগবান, আমি পাপবশে বালকের ন্যায়, মূঢ়ের ন্যায়, দুষ্কর্মার ন্যায় অভিভূত হইয়াছি।[১] আমি আপনার মহিমা জানিতাম না; অজ্ঞানান্ধ দুর্মতি দেবদত্তের কথা শুনিয়া আপনার প্রাণান্ত করিবার জন্য আসিয়াছিলাম। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।" শাস্তা তাহাকে ক্ষমা করিলে একান্তে উপবেশন করিল। তখন শাস্তা তাহাকে সত্যসমূহ বুঝাইয়া দিলেন সে স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল। শাস্তা তাহাকে বলিলেন, "ভদ্র, দেবদত্ত তোমাকে যে পথে ফিরিতে বলিয়াছে, তুমি তাহা পরিহার করিয়া অন্য পথে ফিরিয়া যাও।"

তাহাকে বিদায় দিয়া শাস্তা চঙ্ক্রমণ হইতে অবতরণপূর্ব্বক একটা বৃক্ষের মূলে

---

[১]। "অচ্চযো মং অচ্চগমা"— আমি একটা দোষে বা পাপে অভিভূত হইয়াছে অর্থাৎ আমি একটা দোষ করিয়াছি। আত্মদোষ জ্ঞাপনের কালে লোকে এই বাক্য ব্যবহার করিত।

উপবিষ্ট হইলেন। এদিকে ঐ ধনুর্গ্রহ ফিরিতেছে না দেখিয়া তাহাকে বধ করিবার জন্য যে দুইজন প্রথমে আদিষ্ট হইয়াছিল, 'তাহারা ভাবিল, 'লোকটা আসিতে এত বিলম্ব করিতেছে কেন?' তাহারা ঐ পথে আরও অগ্রসর হইয়া শাস্তাকে দেখিতে পাইল এবং তাঁহার নিকটে গিয়া নমস্কারপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিল। শাস্তা তাহাদিগকেও সত্যসমূহ বুঝাইয়া দিয়া স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন এবং বিদায় দিবার কালে বলিয়া দিলেন, "দেবদত্ত তোমাদিগকে যে পথে ফিরিতে বলিয়াছে, তোমরা তাহা পরিহার করিয়া অন্য পথে যাও।" অন্য যাহারা শাস্তার নিকটে উপস্থিত হইল তাহারাও এইরূপে সত্য ব্যাখ্যা করিয়া স্রোতাপত্তিফল লাভ করিল এবং মার্গান্তরে প্রতিগমন করিতে আদিষ্ট হইল।

প্রথমে যে ধনুর্গ্রহ গিয়াছিল সে দেবদত্তের নিকটে ফিরিয়া বলিল, "ভদন্ত দেবদত্ত, আমি সম্যক সম্বুদ্ধের জীবনান্ত করিতে অসমর্থ হইয়াছি। সেই ভগবান মহানুভাবও মহদ্ধিসম্পন্ন।" অন্য সকলেও দেখিল, সম্যক সম্বুদ্ধের কৃপাতেই তাহাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছে। এই নিমিত্ত সেই একত্রিশ জন ধনুর্গ্রহই শাস্তার নিকটে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইল।

ক্রমে ভিক্ষুগণ এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, "শুনিলে ভাই; দেবদত্ত এক তথাগতের প্রতি শত্রুতাবশতঃ বহু লোকের প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু শাস্তার কৃপায় সেই সকল লোকের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত কেবল আমার প্রতি শত্রুতা বশতঃ বহুলোকের প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীর নাম ছিল পুষ্পবতী। সেখানে বশবর্ত্তীর পুত্র একরাজ রাজত্ব করিতেন। একরাজের পুত্র চন্দ্রকুমার ছিলেন উপরাজ। রাজার পুরোহিতের নাম ছিল খণ্ডহাল। তিনি রাজার ধর্ম্মার্থের অনুশাসন করিতেন। তিনি সুপণ্ডিত, ইহা মনে করিয়া রাজা তাঁহাকে বিনিশ্চয়াগারে বিচারকের পদেও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু খণ্ডকাল উৎকোচলোভী হইয়াছিলেন এবং উৎকোচ পাইয়া স্বত্ববানকে নিঃস্বত্ব, নিঃস্বত্বকে স্বত্ববান করিতেন। একদিন এক ব্যক্তি মকদ্দমা হারিয়া বিচারকের নিন্দা করিতে করিতে বিনিশ্চয়শালা হইতে বাহির হইয়াছিল। ঐ সময়ে চন্দ্রকুমার রাজ দর্শনে যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া

পরাজিত ব্যক্তি তাঁহার পায়ে পড়িল। চন্দ্রকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হইয়াছে বল ত?” সে বলিল, “প্রভো, খণ্ডহাল বিচারার্থীদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া নিজে ভোগ করিতেছেন। তিনি উৎকোচ গ্রহণ করিয়া আমাকে হারাইয়া দিয়াছেন।” চন্দ্রকুমার বলিলেন, “তুমি ভয় পাইও না।” এই আশ্বাস দিয়া তিনি তাহাকে বিচারালয়ে লইয়া গেলেন এবং সেখানে গিয়া তাহাকেই স্বত্ববান করিলেন। ইহাতে বহুলোকে ধন্য ধন্য বলিয়া তাঁহাকে উচ্চৈস্বরে সাধুকার দিতে লাগিল। রাজা এই কোলাহল শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কিসের কোলাহল?” পরিষদেরা উত্তর দিলেন, “খণ্ডহাল কূট বিচার করিয়াছিলেন; চন্দ্রকুমার এখন সেই বিবাদের সুবিচার করিয়াছেন বলিয়া লোকে সাধুকার দিতেছে।” রাজা ইহা শুনিলেন এবং কুমার যখন উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস, তুমি নাকি একটা বিবাদের বিচার করিয়াছ?” চন্দ্রকুমার উত্তর দিলেন, “হাঁ পিতঃ।” “বেশ, এখন হইতে তুমি বিচার কার্য্য সমাধান করিও। ইহা বলিয়া তিনি চন্দ্রকুমারের উপরেই সমস্ত বিবাদের বিচারভার ন্যস্ত করিলেন। ইহাতে খণ্ডহালের আয় কমিয়া গেল; কুমার তখন হইতে তাহার বিদ্বেষভাজন হইলেন; সে তাঁহার ক্রটি খুঁজিতে লাগিল।

একরাজ ভূপতি জড়মতি ছিলেন। তিনি একদিন প্রত্যুষকালে নিন্দ্রাবসান হইবার কিঞ্চিন্মাত্র পূর্ব্বে অলঙ্কৃত দ্বারকোষ্ঠকযুক্ত, সপ্তরত্নময়-প্রাকারপরিবেষ্টিত, যষ্টিযোজন-বিস্তৃত, সুবর্ণবীথি-পরিশোভিত, সহস্রযোজন উচ্চ বৈজয়ন্তাদি-প্রাসাদ-প্রতিমণ্ডিত, নন্দনাদি উপবনশোভিত, নন্দাদিপুষ্করিণীযুক্ত এবং দেবগণনাকীর্ণ ত্রয়ত্রিংশদ্ভবন দর্শন করিয়া সেখানে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তিনি ভাবিলেন, ‘আজ আচার্য্য খণ্ডহাল আগমন করিলে তাঁহাকে দেবলোক গমনের পথ জিজ্ঞাসা করিব; তিনি যে পথ প্রদর্শন করিবেন, আমি তাহাই অবলম্বন করিয়া দেবলোকে যাইব।’

খণ্ডহাল প্রাতঃকালেই রাজভবনে উপস্থিত হইলেন রাজার সুনিন্দ্রা হইয়াছিল কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা তাঁহাকে আসন দেওয়াইয়া নিজেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১. পুষ্পবতী নগরীতে ক্রুরকর্ম্মা একরাজ পুরাকালে করেন রাজত্ব;
খণ্ডহাল নামধারী দুষ্টমতি বিপ্র এক করিতেন তাঁর পৌরোহিত্য।

২. বলেন ভূপদিত তাঁরে, “সদ্ধর্ম্ম-বিনয় আদি আছে তব জানা সমুদায়;
কি পুণ্যের বলে, বল, মানুষ সুগতি পায়? স্বর্গপথ দেখাও আমায়।”

এরূপ প্রশ্ন কোন সর্ব্বজ্ঞবুদ্ধ কিংবা তাঁহার শ্রাবক, তদভাবে কোন বোধিসত্ত্বকেও জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। সপ্তাহকাল পথ হারাইয়া, যে ব্যক্তি

অর্দ্ধমাস পথ হারাইয়াছে, তাহার নিকট পথ জিজ্ঞাসা করা যেমন নির্ব্বোধের কার্য্য, খণ্ডহালকে স্বর্গলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করাও সেইরূপ। খণ্ডহাল ভাবিল, 'আমার শত্রুকে দমন করিবার অতি উত্তম সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আমি এখন চন্দ্রকুমারের প্রাণনাশ করাইয়া নিজের মনস্কাম পূর্ণ করিব।' সে রাজাকে সম্বোধন করিয়া তৃতীয় গাথা বলিল :

৩. করিয়া প্রভূত দান, অবধ্যে বধিয়া প্রাণে সেই পুণ্য বলে লভে নর
দেহান্তে সুগতি, ভূপ; ত্রিদশ-আলয়ে গিয়া দিব্য সুখ ভুঞ্জে নিরন্তর।

খণ্ডহাল প্রশ্নের যে উত্তর দিল, রাজা আর একটী গাথায় তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন :

৪. মহাদান কারে বলে? অবধ্য অবনীধামে কোন জন? বল, মহাশয়।
বুঝাইয়া দাও মোরে; যজ্ঞ আর মহাদানে ব্রতী আমি হইব নিশ্চয়।

খণ্ডহাল ব্যাখ্যা করিল :

৫. পুত্র, রাজ্ঞী, শ্রেষ্ঠী, বৃশ, উৎকৃষ্ট তুরগ,
গজাদি অন্য যে জীব আছে, ভূপ, তব,
প্রত্যেকের চারি চারি করিয়া নিধন
রক্তে তাহাদের কর যজ্ঞ সম্পাদন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন স্বর্গপ্রাপ্তির পথ; খণ্ডহাল তাঁহাকে দেখাইল নিরয়গমনের পথ! সে ভাবিল, 'কেবল চন্দ্র কুমারকে বলি দিবার কথা বলিলে লোকে মনে করিবে যে, আমি শত্রুতাবশতঃ এই ব্যবস্থা করিতেছি।' কাজেই সে বলিদানের জন্য বহু পাত্রের নাম করিয়া তাঁহাকেও উহার মধ্যেটানিয়া আনিল।

রাজা ও খণ্ডহালের কথাবার্ত্তা শুনিয়া অন্তঃপুর বাসীদিগের মহা ভয় হইল; তাহারা সকলে এক সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদ করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৬. কুমার মহিষীগণে যজ্ঞহেতু করহ নিধন—
শুনি এ দারুণ আজ্ঞা কান্দে অন্তঃপুরবাসিগণ।
এক সঙ্গে সকলের মিশে আর্ত্তনাদ ভয়ঙ্কর;
নিনাদিত করে পুরী; কাঁপে সবে ভয়ে থর থর।

ফলতঃ তখন সমস্ত রাজভবন যুগান্তবাতাহত শালবনের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হইল। খণ্ডহাল রাজাকে বলিল, "কি মহারাজ? আপনি এই যজ্ঞ সম্পাদন করিতে পারিবেন, কি পারিবেন না?" রাজা উত্তর দিলেন, "বলেন কি আচার্য্য? আমি এই যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া দেবলোক যাইব।" "মহারাজ, যাহারা ভীরু এবং দুর্ব্বল প্রকৃতিবিশিষ্ট, তাহারা এ যজ্ঞসম্পাদনে অক্ষম। আপনি এক কাজ করুন। আপনি সকলকে এখানে সমবেত করিবার ব্যবস্থা করুন। আমি

যজ্ঞকুণ্ডে গিয়া তত্রত্য কর্ম্ম সম্পাদন করিব।" ইহা বলিয়া সে যজ্ঞসম্পাদনার্থ পর্য্যাপ্তসংখ্যক লোকজন সঙ্গে লইয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, সমতল যজ্ঞকুণ্ড প্রস্তুত করাইল এবং উহা বৃতিদ্বারা পরিবেষ্টিত করাইল। বৃতিদ্বারা ঘিরিবার কারণ এই : পাছে কোন শ্রামণ বা ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া যজ্ঞে বাধা দেয়, এই আশঙ্কায় পুরাকালের ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞকুণ্ড বৃতিদ্বারা পরিবেষ্টিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এদিকে রাজা পরিচারকদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাপু সকল, আমি নিজের পুত্রকন্যা এবং মহিষীদিগকে বধ করিয়া স্বর্গে যাইব; যাও, তোমরা গিয়া উহাদের সকলকে এখানে আনয়ন কর।" তিনি প্রথমে পুত্রদিগকে আনয়ন করিবার জন্য বলিলেন :

৭. চন্দ্র, সূর্য্য, ভদ্রসেন, শূব বামগোত্র,[১]
এ চারি পুত্রকে মোর বল শীঘ্র করি,
আসুক সকলে হেথা এক সঙ্গে মিলি।

পরিচারকেরা প্রথমতঃ চন্দ্রকুমারের নিকটে গিয়া বলিল, "কুমার, আপনার প্রাণবধকরিয়া আপনার পিতা স্বর্গে যাইবার অভিলাষী; আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য তিনি আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন।" চন্দ্রকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার পরামর্শে আমাকে লইয়া যাইবার আদেশ দিয়াছেন?" "খণ্ডহালের পরামর্শে, কুমার।" "খণ্ডহাল কেবল আমাকেই, না অন্য কাহাকেও ধরাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন?" "অন্য অনেককেও ধরাইবার আদেশ হইয়াছে। তিনি নাকি চতুষ্কনামক যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন।" ইহা শুনিয়া চন্দ্রকুমার ভাবিলেন, 'খণ্ডহালের সঙ্গে ত অন্য কাহারও শক্রতা নাই; বিচারাগারে উৎকোচ পাইতেছে না বলিয়া সে শুদ্ধ আমার প্রতি সঞ্জাতবৈর হইয়া বহু লোকের প্রাণবধ করাইতেছে! একবার পিতার দেখা হইলে কিরূপে সকলের মুক্তি লাভ করা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা আমার কর্ত্তব্য।' মনে মনে এরূপ আন্দোলন করিয়া তিনি বলিলেন, "বেশ, তোমরা পিতার আদেশ পালন কর।" তাহারা চন্দ্রকুমারকে লইয়া রাজাঙ্গনের এক প্রান্তে রাখিয়া দিল, অপর তিন জন কুমারকেও আনিয়া তাঁহার পার্শ্বে রাখিল এবং রাজাকে গিয়া সংবাদ দিল, "মহারাজ, আপনার

---

[১১]। টীকাকার বলেন যে চন্দ্র ও সূর্য্য অগ্রমহিষী গৌতমীদেবীর গর্ভজাত এবং ভদ্রসেন ও শূর বামগোত্র তাঁহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ৭ম গাথায় ৫জন রাজপুত্রের নাম করা হইয়াছে। সমধানে কিন্তু দেখা যাইবে যে শূর বামগোত্র একজনের নাম । অথচ গাথায় 'সূরং চ বাম গোত্তং চ' থাকায় শূর ও বামগোত্র ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নাম বসিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। যজ্ঞের ব্যবস্থাতেও চারিজন থাকিবার কথা।

পুত্রদিগকে আনয়ন করিয়াছি।" ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "বাপু সকল; এখন গিয়া আমার কন্যাদিগকে আনিয়া তাহাদের পাশে রাখ।

৮. উপশ্রেণী, কোকিলা, মুদিতা, নন্দা আর—
কুমারী দুহিতা মোর এই চারিজন;
বল গিয়া তা' সবারে বিলম্ব না করি
যজ্ঞার্থে সকলে হেথা হোক সমবেত।'

ভৃত্যেরা "যে আজ্ঞা" বলিয়া কুমারিদিগের নিকটে গেল; এবং সে রোরুদ্যমানা ও পরিদেবতী বালিকাদিগকে লইয়া তাঁহাদের ভ্রাতাদিগের পাশে রাখিয়া দিল। অনন্তর রাজা নিজের প্রিয়া ভার্যাদিগকের আনয়ন করিবার জন্য বলিলেন,

৯. বিজয়া মহিষী মোর, সর্ব্বসুলক্ষণতী একপতী,[১] কেশিনী, সুনন্দা,
এই চারি পত্নী মোর যজ্ঞ সম্পাদনহেতু, সমবেত হোক শীঘ্র হেথা।

এই আজ্ঞা শুনিয়া রাজ্ঞীরা পরিদেবন করিতে লাগিলেন; রাজভৃত্যেরা তাঁহাদিগকের আনিয়া কুমারদিগের পার্শ্বে রাখিয়া দিল। অতঃপর রাজা চারিজন শ্রেষ্ঠীকে আনয়ন করিবার জন্য বলিলেন :

১০. গৃহপতি পূর্ণমুখ, ভদ্রিক শৃঙ্গার,
বর্দ্ধন,—এ চারিজন বিলম্ব না করি
যজ্ঞার্থে আসিয়া হেথা হোক সমবেত।

রাজপুরুষেরা গিয়া সেই চারিজন গৃহপতিকেও আনয়ন করিল। যখন রাজার পুত্র কন্যা প্রভৃতিকে ধরিয়া আনা হইয়াছিল, তখন নগর বাসীরা কোন উচ্চবাচ্য করে নাই; কিন্তু শ্রেষ্ঠীদিগের বহু জ্ঞাতিকুটুম্ব ছিল; কাজেই তাঁহাদিগকে ধরিয়া আনিবার কালে সমস্ত রাজ্য সংক্ষুব্ধ হইল; নগরবাসীরা বলিল, "রাজা যে শ্রেষ্ঠীদিগকে মারিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন, ইহা কিছুতেই হইতে দিব না।" তাহারা শ্রেষ্ঠীদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাজ ভবনে উপস্থিত হইল। অনন্তর সেই শ্রেষ্ঠীচতুষ্টয় জ্ঞাতিগণ–পরিবৃত হইয়া রাজার নিকট জীবন ভিক্ষা করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১১. দারাসুত-পরিবৃত গৃহপতিগণ সবে
সমবেত হ'য়ে বলে, যুড়ি দুই কর,
"কেবল একটী শিখা রাখিয়া মুড়াও মাথা,
বধিও না প্রাণে, এই মাগি, নরেশ্বর।"[১]

---

[১]। ইংরাজী অনুবাদক কেবল তিনটী রাজ্ঞীর নাম দিয়াছেন। সঙ্গতি রক্ষার জন্য আমি 'একপতী' ও একজন রাজ্ঞীর নাম বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

হইলাম দাস তব, এ কথা বিশ্বাস যদি
করিতে না চাও তুমি, কর আনয়ন
সকল শ্রেণীর লোক সভায় শুনুক তারা,
হইলাম দাস তব মোরা চারিজন।

এইরূপ কাতর প্রার্থনা করিয়াও তাঁহারা জীবন-সম্বন্ধে অভয় পাইলেন না। রাজপুরুষেরা অপর লোকদিগকে হঠাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া কুমারদিগের নিকটে বসাইয়া রাখিল। অতঃপর রাজা হস্তি-প্রভৃতি আনয়ন করিবার আজ্ঞা দিলেন :

১২. আনহ অভয়ঙ্কর, অচ্যুত বারণবর,
আনহ বরুণদন্ত, আন রাজগিরি;
সেই চারি গজ বধি সম্পাদিব যজ্ঞ আমি;
আন সবে এইখানে বিলম্ব না করি।

১৩. পূর্ণক, বিন্দক, কেশী, সুরম্মুখ, এই চারি
অশ্বতর আছে মোর বড়ই সুন্দর,
যজ্ঞার্থে বধিব আমি সেই চারি অশ্বতর,
সেই চারিটা লয়ে হেথা এস হে সত্বর।

১৪. বাছি বাছি যুথশ্রেষ্ঠ আন বৃষ চতুষ্টয়,
চারি চারি অন্য প্রাণী কর আনয়ন;
বধি সবে সম্পাদিত যজ্ঞ আমি স্বর্গ হেতু,
বহু দান পেয়ে তুষ্ট হবে বিপ্রগণ।

১৫. কল্য সূর্য্যোদয়কালে হবে যজ্ঞ সম্পাদিত
ভাবি ইহা যথোচিত কর আয়োজন;
বলহ কুমারগণে, আহারে বিহারে তারা
এই রাত্রি যথারুচি করুক যাপন।

১৬. কর আয়োজন সব কল্য সূর্য্যোদ্বয়কালে
সম্পাদিব যজ্ঞ, এই সঙ্কল্প আমার।
বলহ কুমারগণে, "অদ্যকার এই রাত্রি
জীবনের শেষরাত্রি তোমা সবাকার।"

রাজার মাতাপিতা তখনও জীবিত ছিলেন। লোকে তাঁহার মাতার নিকটে গিয়া বলিল, "আর্য্যে, আপনার পুত্র নিজের পুত্রকলত্রের প্রাণবধ করিয়া যজ্ঞসম্পাদনের ইচ্ছা করিয়াছেন।" রাণী জিজ্ঞাসিলেন, "কি বলিলে বাবা?"

---

[১]। অর্থাৎ "আমাদিগকে দাসত্বে নিয়োজিত কর।"

তিনি হৃদয়ের বেগসংবরণার্থ দুই হাতে নিজের বুক চাপিয়া ধরিলেন, এবং ক্রন্দন করিতে করিতে রাজার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নাকি এরূপ নিষ্ঠুর যজ্ঞসম্পাদনের সঙ্কল্প করিয়াছ! একথা সত্য কি?"

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১৭. কান্দিতে কান্দিতে মাতা প্রাসাদ ছাড়িয়া
গেলেন যেখানে রাজা ছিলেন বসিয়া।
শুধান, "বধিয়া চারি তনয় তোমার
ইচ্ছা না কি হইয়াছে যজ্ঞ করিবার?"

রাজা বলিলেন :

১৮. চন্দ্র মোর পুত্ররত্ন, কুলের ভূষণ,
তথাপি তাহার মায়া ক'রেছি বর্জ্জন।
বধি তারে, বধি অন্য পুত্র আছে যত
সম্পাদিয়া যজ্ঞ আমি হব স্বর্গগত।

রাজার মাতা বলিলেন :

১৯. পুত্রমেধয়জ্ঞদ্বারা হয় স্বর্গবাস,
একথা কভু না বৎস, করিও বিশ্বাস।
যায় না স্বর্গে সে কভু, এ পতে যে চলে;
অনন্ত যন্ত্রণা পায় নরক-অনলে।

২০. দানে যেন সদা তব হয় অভিরতি;
ভূত, বর্ত্তমান, ভাবী, সর্ব্বজীব প্রতি
করহ অহিংসাব্রত পালন সতত।
এই পথে চলি লোকে হয় স্বর্গগত।
পুত্রমেধযজ্ঞফলে হয় স্বর্গবাস—
মূঢ় বিনা এ কথা কে করিবে বিশ্বাস?

রাজা বলিলেন :

২১. আচার্য্যের আজ্ঞা পেয়ে সঙ্কল্প আমার এই;
চন্দ্রসূর্য্যে দিয়া বলি যজ্ঞ সম্পাদিব।
সুদুস্ত্যাজ্য পুত্র বধি, সেই মহাত্যাগ বলে,
দেহান্তে অনন্ত সুখ স্বরগে ভুঞ্জিব।

রাজামাতা পুত্রকে নিজের উপদেশ মত কাজ করাইতে অসমর্থ হইয়া চলিয়া গেলেন। অতঃপর রাজার পিতা এই ভীষণ বার্ত্তা শুনিয়া পুত্রকে বৃর্ত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন।

এই ঘটনা বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

২২. শুধালেন বশবর্ত্তী ঔরস তনয়ে আপনার,
'এ কি কথা শুনি পুত্র? ইচ্ছা না কি হ'য়েছে তোমার
করিতে চতুষ্ক যজ্ঞ, বধি নিজ পুত্রচতুষ্টয়!
নিষ্ঠুর সঙ্কল্প তব শুনি উপজিলমহা ভয়।

রাজা বলিলেন :

২৩. চন্দ্র মোর পুত্ররত্ন, কুলের ভূষণ;
তথাপি তাহার মায়া ক'রেছি বর্জ্জন।
বধি তারে, বধি অন্য পুত্র আছে যত,
সম্পাদিয়া যজ্ঞ আমি হর স্বর্গগত।

রাজার পিতা বলিলেন :

২৪. পুত্রমেধযজ্ঞদ্বারা হয় স্বর্গবাস,
এ কথা কভু না, বৎস, করিও বিশ্বাস।
যায় না স্বর্গে সে কভু, এ পথে যে চলে;
অনন্ত যন্ত্রণা পায় নরক-অনলে।

২৫. দানে যেন সদা তব হয় অভিরতি;
ভূত, বর্ত্তমান, ভাবী, সর্ব্বজীব প্রতি
করহ অহিংসাব্রত পালন সতত;
এই পথে চলি লোকে হয় স্বর্গগত।
পুত্রমেধযজ্ঞফলে হয় স্বর্গবাস—
মুঢ় বিনা এ কথা কে করিবে বিশ্বাস?

রাজা বলিলেন :

২৬. আচার্য্যের আজ্ঞা পেয়ে সঙ্কল্প আমার এই;
চন্দ্রসূর্য্যেদিয়া বলি যজ্ঞ সম্পাদিব;
সুদুস্ত্যাজ্য পুত্র বধি সেই মহাত্যাগ বলে
দেহান্তে অনন্ত সুখ স্বরগে ভুঞ্জিব।

রাজার পিতা পুনর্ব্বার বলিলেন :

২৭. দানে যেন সদা তব হয় অভিরতি;
ভূত বর্ত্তমান, ভাবী, সর্ব্বজীব প্রতি
হও পীতিমান; হ'য়ে পুত্রপরিবৃত
পৌরজানপদগণে পালহ সতত।

কিন্তু তিনিও রাজাকে নিজের কথামত কাজ করাইতে পারিলেন না। তখন চন্দ্রকুমার ভাবিলেন, 'আমার একার জন্যই এতগুলি প্রাণীর মহাদুঃখ ঘটিয়াছে; অতএব আমি পিতার নিকট এই সকল প্রাণীর দুঃখমোচন প্রার্থনা করিয়া

দেখি।' তিনি পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

২৮. বধিও না প্রাণে দেব; দাসত্বে নিযুক্ত তুমি কর খণ্ডহালের সবায়;
হইয়া নিগড়াবদ্ধ নিয়ত থাকিব তার অশ্বগজগবাদি-সেবায়।

২৯. বদিও না প্রাণে, দেব; করহ খণ্ডহালের দাসত্বে সবার নিয়োজন;
হইয়া নিগড়াবদ্ধ করিব আমরা মল গজশালা হ'তে সম্মার্জ্জন।

৩০. বধিও না প্রাণে, দেব; করহ খণ্ডহালের দাসত্বে সবার নিয়োজন;
হইয়া নিগড়াবদ্ধ করিব আমরা মল অশ্বশালা হ'তে সম্মার্জ্জন।

৩১. বধিও না প্রাণে, দেব, যার ইচ্ছা,
তার(ই) দাস কর আমা সবে, নরমণি;
অথবা এ রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসন-আজ্ঞাদান কর আমাসবার এখনি।
ভিক্ষাপাত্র লয়ে হাতে দূর দেশ দেশান্তরে ভ্রমিব আমরা সর্ব্বজন;
বধিও না প্রাণে, দেব, বিনাদোষে এত প্রাণী করি আমি এই নিবেদন।

চন্দ্রকুমারের এবংবিধ বহু বিলাপ শ্রবণ করিয়া রাজার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইল; তিনি অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিলেন, "কেহই আমার পুত্রদিগকে বধ করিতে পারিবে না; আমার দেবলোক প্রাপ্তির প্রয়োজন নাই।' তিনি সকলকে বন্ধনমুক্ত করিবার জন্য বলিলেন :

৩২. জীবন রক্ষার তরে করুণ বিলাপে এরা দুঃখার্ত্ত করিল মোর মন।
এখনি বন্ধনমুক্ত করহ কুমারগণে। পুত্রমেধে নাই প্রয়োজন।

রাজার আজ্ঞা পাইয়া ভৃত্যেরা কুমারগণ হইতে পক্ষিপর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীকে বন্দনমুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিল। খণ্ডহাল যজ্ঞকুণ্ডে সমস্ত আয়োজন করিতেছিল। এক ব্যক্তি তাহাকে গিয়া বলিল, "অরে ধূর্ত্ত খণ্ডহাল! রাজা ত কুমারদিগকে মুক্তি দিয়াছেন। তুই এখন নিজের পুত্রদিগকে মারিয়া তাহাদের গলরক্তে যজ্ঞ সম্পাদন কর।" "রাজা কি করিতেছেন?" ইহা বলিয়া খণ্ডহাল রাজার নিকট ছুটিয়া গেল এবং বলিল :

৩৩. পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, দুষ্কর চতুষ্ক যজ্ঞ বহু কষ্টে হয় সম্পাদিত।
আরম্ভ করিয়া ইহা এখন বিরত হওয়া হয় না ক তোমার উচিত।

৩৪. যে করে এ মহাযজ্ঞ যে জন যাজক এতে অনুমোদন যে করে এর—
সবাই সুগতি লভে দেহান্তে ত্রিদশালয়ে ভোগী হয় অনন্ত সুখের।

রাজার কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল। তিনি ক্রুদ্ধ খণ্ডহালের কথা শুনিয়া ধর্ম্মভয়ে ভীত হইলেন এবং পুত্রগণকে পুনর্ব্বার ধরাইয়া আনিলেন। তখন চন্দ্রকুমার পিতাকে বুঝাইতে লাগিলেন :

৩৫. লভিলাম জন্ম যবে, এই খণ্ডহালে, দেব,
করেছিল আশীর্ব্বাদ কতই তখন!

এখন যজ্ঞের হেতু তাহারই অলীক বাক্যে
অকারণ আমাদের করিবে নিধন!

৩৬. শৈশবে যখন মোরা কিছু নাহি জানিতাম,
বধ না করালে, নিজে করিলে না বধ,
এখন যুবক সবে; তথাপি বধিতে চাও,
যদিও করিনি কেহ কোন অপরাধ!

৩৭. শৌর্য্যশালী সবে মোরা; বর্ম্ম পরি, শস্ত্র ধরি
গজপৃষ্ঠে অশ্বপৃষ্ঠে করি আরোহণ,
মাতিব সংগ্রামে সবে, মথিব অরাতিগণে,
দেখিয়া তোমার হবে সার্থক নয়ন।
আমার মত পুত্রকুলদুরন্ধর
যজ্ঞার্থে করিবে বধ! ছি, ছি, নরবর!

৩৮. প্রত্যন্তে বিদ্রোহী প্রজা, অটবীতে দস্যুগণ,—
তা'দেরই দমন তরে হয় নিয়োজিত
রাজপুত্রগণ বলবীর্য্যসমন্বিত।
হেন পুত্রগণে, পিতঃ ছি, ছি, অকারণ
বিনাদোষে চাও তুমি করিতে নিধন!

৩৯. তৃণপত্র দিয়া পাখী কুলায় নির্ম্মাণ করি
স্নেহভরে করে নিজ শাবক পালন;
তুমি কিন্তু নরনাথ বঞ্চকের কথা শুনি
নিজ পুত্রগণে চাও করিতে নিধন!

৪০. করো না বিশ্বাস পিতঃ, সে ধূর্ত্তের বাণী তুমি;
শুধু সে আমারে বধি নিবৃত না হবে;
তোমার, অন্যের প্রাণ হরিবে সে নরাধম,
বাধা দিতে আমি আর রহিব না যবে।

৪১. উৎকৃষ্ট নিগম, গ্রাম, ধন, রত্ন, অন্ন,পান
করি দান ভূপতিরা তোষেণ ব্রাহ্মণে;
গৃহের উৎকৃষ্ট খাদ্য ব্রাহ্মণেরই অগ্রে ভোগ্য;
গৃহীরা ব্রাহ্মণসেবা করে সযতনে।

৪২. এত অকৃতজ্ঞ, কিন্তু, হে পিতঃ ব্রাহ্মণ জাতি,
যার কাছে উপকার পায় হেন মত,
তাহার(ই) অনিষ্টতরে সদা এরা চেষ্টা করে;
উপকারে অপকার ইহাদের ব্রত।

৪৩. বধিও না প্রাণে, দেব; দাসত্বে নিযুক্ত তুমি কর খণ্ডহালের সবায়;
হইয়া নিগড়াবদ্ধ নিরত থাকিব তার অশ্বগজগবাদি-সেবায়।
৪৪. বধিও না প্রাণে, দেব; করহ খণ্ডহালের দাসত্বে সবার নিয়োজন;
হইয়া নিগড়াবদ্ধ করিব আমরা মল গজশালা হতে সম্মার্জ্জন।
৪৫. বধিও না প্রাণে, দেব; করহ খণ্ডহালের দাসত্বে সবার নিয়োজন;
হইয়া নিগড়াবদ্ধ করিব আমরা মল অশ্বশালা হতে সম্মার্জ্জন।
৪৬. বধিও না প্রাণে, দেব; যার ইচ্ছা
তার (ই) দাস কর আমা সবে নরমণি;
অথবা এ রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসন-আজ্ঞাদান কর আমা সবার এখনি;
ভিক্ষাপাত্র লয়ে হাতে দূর দেশ দেশান্তরে ভ্রমিব আমরা সর্ব্বজন;
বধিও না প্রাণে, দেব, বিনাদোষে এত প্রাণী; করি আমি এই নিবেদন।

কুমারের বিলাপ শুনিয়া রাজা বলিলেন :

৪৭. জীবন রক্ষার তরে করুণ বিলাপে এরা দুঃখার্ত্ত করিল মোর মন,
এখনি বন্ধনমুক্ত করহ কুমারগণে, পুত্রমেধে নাই প্রয়োজন।

তিনি পুনর্ব্বার কুমারদিগের বন্ধন মোচন করাইলেন। এই সংবাদ পাইয়া খণ্ডহাল আবার আসিয়া বলিল :

৪৮. পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, দুষ্কর চতুষ্ক যজ্ঞ বহুকষ্টে হয় সম্পাদিত,
আরম্ভ করিয়া ইহা এখন বিরত হওয়া হয় না ক তোমার উচিত।
৪৯. যে করে এ মহাযজ্ঞ, যে জন যাজক এতে, অনুমোদন যে করে এর-
সবাই সুগতি লভে; দেহান্তে ত্রিদশালয়ে ভোগী হয় অনন্ত সুখের।

ইহা বলিয়া সে কুমারদিগকে পুনর্ব্বার আবদ্ধ করাইল। চন্দ্রকুমার রাজাকে পুনর্ব্বার অনুনয় করিতে লাগিলেন :

৫০. পুত্রে বধি যজ্ঞ করি দেবলোকে যজমান করে যদি দেহান্তে গমন
খণ্ডহাল কেন তবে প্রথমে হেন যজ্ঞ নাহি করে নিজে সম্পাদন?
দৃষ্টান্ত দেখা'ক সেই; বধুক তনয়ে তার যজ্ঞহেতু সকলেই আগে;
সে দৃষ্টান্ত অনুসর রাজাও তাহার পর ব্রতী হইবেন এই আগে।
৫১. পুত্রে বধি যজ্ঞ করি দেবলোক যজমান করে যদি দেহান্তে গমন,
নিজপুত্রগণে বধি খণ্ডহাল কেন তবে করুক না যজ্ঞ সম্পাদন।
৫২. চতুষ্ক যজ্ঞের ফলে হয় স্বর্গবাস খণ্ডহাল করে যদি ইহাই বিশ্বাস—
তবে কেন নিজ পুত্রগণে, জ্ঞাতিজনে বধে না যজ্ঞ হেতু, ভাবি দেখ মনে
আত্ম বলি দিক্ সেই; যা'ক স্বর্গে চ'লে,
ত্যাজি মর্ত্ত্যধাম সেই মহাপুণ্যবলে।

৫৩. যে করে এ যজ্ঞ, এর যাজক যে হয়,
এ যজ্ঞের প্রশংসা করে যে পাপাশয়,
সকলেই দেহ ত্যাজি পচিবে নরকে।
করে কি এমন যজ্ঞ কোন বিজ্ঞ লোকে?

কুমার এত বলিয়াও পিতার মন ফিরাইতে পারিলেন না। অনন্তর, রাজাকে বেষ্টন করিয়া যে সকল লোক উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

৫৪. অপত্যবৎসল গৃহপতিগণ, পুত্রস্নেহবতী গৃহিণীরা আর,–
করেন যাঁহারা এ নগরে বাস,— কেন না নিন্দেন এ কাজ রাজার?
কেন না তাঁহারা করেন বারণ ঔরস পুত্রের করিতে নিধন?

৫৫. অপত্যবৎসল গৃহপতিগণ, পুত্রস্নেহবতী গৃহিণীরা আর
করেন যাঁহারা এ নগরে বাস,— কেন না নিন্দেন এ কাজ রাজার?
কেননা তাঁহারা করেন বারণ আত্মজ পুত্রের করিতে নিধন?

৫৬. আমরা সতত হিতৈষী রাজার; কল্যাণসাধক সকল প্রজার;
অনিষ্ট কাহার(ও) করি নি কখন, হইনি কাহার(ও) বিরাগভাজন।
তবু আমাদের হেন দুর্দ্দশায় প্রতিবাদ কেহ করে না ক, হায়!

কুমার এইরূপ বলিলেও সভাস্থ কেহই বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। তখন তিনি নিজের ভার্য্যাদিগকে রাজার নিকট প্রাণভিক্ষার্থ যাইতে উৎসাহ দিবার জন্য বলিলেন :

৫৭. যাও গো, গৃহিণীগণ, বল গিয়া খণ্ডহালে
রাজাকেও বল সবে যুড়ি দুই কর,
"কেশরিবিক্রম তব পুত্রদের জীবনান্ত
করিও না বিনা দোষে, ওহে নরবর।"

৫৮. যাও গো গৃহিণীগণ, বল গিয়া খণ্ডহালে,
রাজাকেও বল সবে যুড়ি দুই কর
"সব্বজন প্রিয় তব পুত্রদের জীবনান্ত
করিও না বিনাদোষে, ওহে নরবর।"

রমণীরা গিয়া রাজার নিকট আপনাদের প্রার্থনা জানাইলেন; কিন্তু রাজা তাঁহাদিগের প্রতি দৃক্‌পাতও করিলেন না। তখন কুমার নিতান্ত অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন :

৫৯. পুক্কুশ, অথবা বৈণ, কিংবা রথকারগৃহে লভিতাম যদি এ জনম,
তা'হলে ত আজ, হায় ঘটিত না এইরূপে যজ্ঞহেতু আমার নিধন।

অতঃপর উক্ত রমণীদিগকে আবার উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত তিনি

বলিলেন :

৬০. যাও, সীমন্তিনীগণ, পায়ে পড়ি বল খণ্ডহালে,
"অপরাধ কোনরূপ করি নি ত মোরা কোন কালে।"

৬১. যাও, সীমন্তিনীগণ পায়ে পড়ি বল খণ্ডহালে,
"কোন্ দোষে দোষী বল হইয়াছি মোরা কোন্ কালে?"

অতঃপর চন্দ্রকুমারের কনিষ্ঠা ভগিনী শৈলকুমারী শোকসংবরণে অসমর্থন হইয়া রাজার পায়ে পড়িয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৬২. বধ হেতু বদ্ধ হেরি ভ্রাতৃগণে, সকরুণ বিলাপ শৈলজা করে কত :
হায়রে এমন যজ্ঞ সম্পাদি জনক মোর হইবেন না কি স্বর্গগত!'

রাজা তাঁহার কথাতেও কর্ণপাত করিলেন না। তখন চন্দ্র কুমারের বাসুল-নামক পুত্র পিতাকে দুঃখাভিভূত দেখিয়া ভাবিল, 'আমি দাদামহাশয়ের নিকট কান্দাকাটি করিয়া পিতার প্রাণরক্ষা করিব।' সে রাজার পাদমূলে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৬৩. গড়াগড়ি দিয়া রাজার সম্মুখে বাসুল কান্দিয়া কয়,
"শিশু আমি, আর্য্য, অপ্রাপ্তযৌবন; হইও না নিরদয়।
মুখ পানে মোর চাও একবার; পিতারে মেরো না প্রাণে;
শৈশবেই যদি হই পিতৃহীন, দাঁড়াইব কোন স্থানে?"

শিশুর পরিদেবন শুনিয়া রাজার বুক যেন ফাটিয়া গেল। তিনি সাশ্রুনয়নে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, দাদু; তোর পিতাকে ছাড়িয়া দিতেছি।

৬৪. বাসুল আমার। অই তোর পিতা, যারে ওর কাছে ছুটি;
অন্তঃপুর হতে বিলাপ রে তোর শুনি বুক গেল ফাটি।
কুমারগণের বন্ধনমোচন এখনি করহ সবে;
পুত্রমেধ মোর নাই প্রয়োজন; স্বর্গে কি বা সুখ হবে?"

ঠিক এই সময়ে খণ্ডহাল আসিয়া আবার দেখা দিল। সে বলিল :

৬৫. পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, দুষ্কর চতুষ্ক যজ্ঞ বহু কষ্টে হয় সম্পাদিত;
আরম্ভ করিয়া ইহা এখন বিরত হওয়া হয় না ক তোমার উচিত।

৬৬. যে করে এ মহাযজ্ঞ, যে জন যাজক এতে,
অনুমোদন যে করে এর,—
সবাই সুগতি লভে; দেহান্তে ত্রিদশালয়ে ভোগী হয় অনন্ত সুখের।

কাণ্ডাকাণ্ডহীন মূর্খরাজা খণ্ডহালের কথায় আবার পুত্রদিগকে ধরাইয়া

আনিলেন। খণ্ডহাল ভাবিল, 'এ রাজা দুর্ব্বল-চিত্ত, এ কুমারদিগকে এক এক বার ধরাইতেছে, এক এক বার ছাড়িয়া দিতেছে; আবার হয় ত ছোঁ ছেলেদের কান্নায় ভুলিয়া কুমারদিগকে মুক্তি দিতে পারে। অতএব সকলেই এখন যজ্ঞকুণ্ডের নিকট লইয়া যাওয়া ভাল।' সে যজ্ঞকুণ্ডের নিকট যাইবার উদ্দেশ্যে বলিল :

৬৭. হইয়াছে, একরাজ, যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন;
যাহাতে করিবে তুমি সর্ব্বরত্ন-আহুতি অর্পণ।
প্রাসাদ হইতে এবে যাত্রা করি চল যজ্ঞস্থানে,
সম্পাদিত হ'লে যজ্ঞ সদ্যঃ তুমি যাবে স্বর্গধামে।

ইহার পর রাজপুরুষেরা যখন বোধিসত্ত্বকে লইয়া যজ্ঞভূমির অভিমুখে যাত্রা করিল তখন তাঁহার অন্তঃপুর চারিণীগণ এক সঙ্গে রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৬৮. চন্দ্রের যুবতী ভার্য্যা সপ্তশত পতির বিপদে পাগলের মত
আলুলিত কেশে কান্দিতে কান্দিতে পশ্চাতে তাঁহার লাগিল ছুটিতে।

৬৯. আর(ও) কত নারী নন্দনবাসিনী দেবকন্যাসমা রূপের ছটায়,
শোকবেক তারা সংবরিতে নারি পশ্চাতে পশ্চাতে তাঁহাদের ধায়।
কৃষ্ট কেশদাম শিরে আলুলিত; ইন্দুনিত মুখ অশ্রুপরিপ্লুত

অতঃপর এই সকল নারীর বিলাপ :

৭০. পরিধান কাশীজাত কৌষিক বসন,
উজ্জ্বল কুণ্ডল শোভে শ্রবণযুগলে
অগুরুচন্দনে লিপ্ত বপু মনোরম—
হেন চন্দ্রসূর্য্যে দেখ, যেতেছে লইয়া
বধার্থ রাজার যজ্ঞে রাজভৃত্যগণ।

৭১. পরিধান কাশীজাত কৌষিক বসন,
উজ্জ্বল কুণ্ডল শোভে শ্রবণযুগলে
অগুরুচন্দনে লিপ্ত বপু মনোরম—
হেন চন্দ্রসূর্য্য দেখ, যেতেছে লইয়া
হানি মহাশোকশল্য জননীর বুকে।

৭২. পরিধান কাশীজাত কৌষিক বসন,
উজ্জ্বল কুণ্ডল শোভে শ্রবণযুগলে
অগুরুচন্দনে লিপ্ত বপু মনোরম,—
হেন চন্দ্রসূর্য্যে দেখ, যেতেছে লইয়া

ডুবাইয়া প্রজাগণে বিষাদ-সাগরে।

৭৩. সুপক্ক মাংসের রসে রচনা এঁদের
প্রতিদিন হত তৃপ্তস্নাপকেরা কত
যতনে করত স্নান এ কুমারদ্বয়ে,
শ্রবণে এঁদের শোভে উজ্জ্বল কুণ্ডল,
অগুরুচন্দনে লিপ্ত বপু মনোরম।
হেন চন্দ্রসূর্য্যে, দেখ যেতেছে লইয়া
বধার্থ রাজার যজ্ঞে রাজভৃত্যগণ।

৭৪. গজবর স্কন্ধে এঁরা যাইতেন যবে,
যেত সঙ্গে ইঁহাদের পত্তি শত শত,
সেই চন্দ্রসূর্য্যে, দেখ, যান পদব্রজে
যজ্ঞকুণ্ডে হবে যেথা প্রাণান্ত এঁদের।

৭৫. অশ্ববরপৃষ্ঠে এঁরা যাইতেন যবে,
যেত সঙ্গে ইঁহাদেও পত্তি, শত শত,
সেই চন্দ্রসূর্য্য, দেখ, যান পদব্রজে
যজ্ঞকুণ্ডে, হবে যেথা প্রাণান্ত এঁদের।

৭৬. আরোহি সুন্দর রথে যেতেন যখন,
যেত সঙ্গে ইঁহাদের পত্তি শত শত;
সেই চন্দ্রসূর্য্য, দেখ, যান পদব্রজে
যজ্ঞকুণ্ডে, হবে যেথা প্রাণান্ত এঁদের।

৭৭. বিচিত্র সোণার সাজ-সজ্জায় শোভিত
তুরগে আরোহি যাঁরা চলিতেন পথে,
সেই চন্দ্রসূর্য্য, দেখ, যান পদব্রজে
যজ্ঞকুণ্ডে, হবে যেথা প্রাণান্ত এঁদের।

রমণীরা যখন এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, তখন রাজভৃত্যেরা বোধিসত্ত্বকে নগরের বাহিরে লইয়া গেল। নগরের সমস্ত অধিবাসী সংক্ষুব্ধ হইয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল। এত লোক বাহির হইবার জন্য ছুটিল যে, নগরদ্বারসমূহে তাহাদের নিষ্ক্রমণের স্থান রহিল না। খণ্ডহাল এই বিশাল জনস্রোত দেখিয়া ভাবিল, 'কে জানে ইহারা কি অনর্থ ঘটাইবে?' সে তৎক্ষণাৎ নগরদ্বারসমূহ রুদ্ধ করাইল। জনস্রোত নির্গমনের পথ পাইল না। নগরের মধ্যভাগের দ্বারসন্নিধানে একটা উদ্যান ছিল; তাহারা সেখানে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। সেই মহাশব্দে পক্ষীরা ভয় পাইয়া আকাশে উড়িতে আরম্ভ করিল। লোকে শকুনিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল :

৭৮. মাংস খেতে সাধ যদি, শকুনি, তোমার,
পুষ্পবতী-পুর্ব্বদ্বারে[১] যাও শীঘ্র করি,
মূঢ় একরাজ সেথা চারি পুত্র বধি
সম্পাদিবে যজ্ঞ আজ স্বর্গলাভহেতু।

৭৯. মাংস খেতে সাধ যদি, শকুনি, তোমার,
পুষ্পবতী-পূর্ব্বদ্বারে যাও শীঘ্র উড়ি।
মূঢ় একরাজ সেথা চারি কন্যা বধি
সম্পাদিবে যজ্ঞ আজ স্বর্গলাভহেতু।

৮০. মাংস খেতে সাধ যদি, শকুনি, তোমার,
পুষ্পবতী-পূর্ব্বদ্বারে যাও শীঘ্র উড়ি।
মূঢ় একরাজ সেথা চারি রাজ্ঞী বধি
সম্পাদিবে যজ্ঞ আজ স্বর্গলাভহেতু।

৮১. মাংস খেতে সাধ যদি, শকুনি, তোমার,
পুষ্পবতী-পূর্ব্বদ্বারে যাও শীঘ্র উড়ি;
মূঢ় রাজা সেথা চারি গৃহপতি বধি
সম্পাদিবে যজ্ঞ আজ স্বর্গলাভহেতু।

৮২. মাংস খেতে সাধ যদি, শকুনি, তোমার,
পুষ্পবতী-পূর্ব্বদ্বারে যাও শীঘ্র উড়ি;
মূঢ় একরাজ সেথা হস্তী চারি বধি
সম্পাদিবে যজ্ঞ আজ স্বর্গলাভহেতু।

৮৩. মাংস খেতে সাধ যদি, শকুনি, তোমার,
পুষ্পবতী-পূর্ব্বদ্বারে যাও শীঘ্র উড়ি;
মূঢ় একরাজ সেথা চারি অশ্ব বধি
সম্পাদিবে যজ্ঞ আজ স্বর্গলাভহেতু।

৮৪. মাংস খেতে সাধ যদি, শকুনি, তোমার,
পুষ্পবতী-পূর্ব্বদ্বারে যাও শীঘ্র উড়ি
মূঢ় একরাজ সেথা বৃষ চারি বধি
সম্পাদিবে যজ্ঞ আজ স্বর্গলাভহেতু।

৮৫. মাংস খেতে সাধ যদি, শকুনি, তোমার,
পুষ্পবতী-পূর্ব্বদ্বারে যাও শীঘ্র উড়ি;
মূঢ় একরাজ সেথা স্বর্গলাভহেতু

---

[১]। কথারম্ভেই বলা হইয়াছে যে 'পুষ্পবতী' বারাণসীর নামান্তর।

করিবে চতুষ্ক যজ্ঞ বহু প্রাণী বধি।

মহাজনসঙ্ঘ সেখানে উক্তরূপ বিলাপ করিয়া বোধিসত্ত্বের বাসস্থানে গমন করিল এবং প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিতে করিতে অন্তঃপুর, কূটাগার, উদ্যানাদি দেখিয়া এই সকল গাথায় পরিদেবন করিল :

৮৬. প্রাসাদ তাঁদেরও এই রহিয়াছে দেখ;
রমনীয় অন্তঃপুর-কিন্তু শূন্য এবে!
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
বধার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়!

৮৭. এ তাঁদের কূটাগার সুবর্ণে খচিত,
পুষ্পমাল্যসুশোভিত,—কিন্তু শুন্য এবে।
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
বধার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়।

৮৮. উদ্যান তাঁদের এই হের রমণীয়;
সর্ব্বঋতু-জাত পুষ্পে সদা সুশোভিত
না আছেন তাঁরা কিন্তু এখানে এখন।
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
বধার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়!

৮৯. এই সেই অশোকবন অতি রমণীয়,
সর্ব্বঋতু-জাত পুষ্পে সদা সুশোভিত
না আছেন কিন্তু তাঁরা এখানে এখন।
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
বধার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়!

৯০. এই কর্ণিকারবন অতি রমণীয়
সর্ব্বঋতু-জাত পুষ্পে সদা সুশোভিত
না আছেন তাঁরা কিন্তু এখানে এখন!
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
বধার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়!

৯১. এ সেই পাঁলিব অতি রমণীয়,
সর্ব্বঋতু-জাত পুষ্পে সদা সুশোভিত
না আছেন তাঁরা কিন্তু এখানে এখন!
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
বধার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়!

৯২. এই সেই আম্রবন অতি রমণীয়,
সর্ব্বঋতু-জাত পুষ্পে সদা সুশোভিত
না আছেন কিন্তু তাঁরা এখানে এখন!
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
বধার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়!

৯৩. এই সেই পুষ্করিণী, বক্ষে শোভে যার
পদ্মপুণ্ডরীক আদি জলজ কুসুম।
পুষ্পদামবিভূষিত, সুবর্ণে খচিত
সুন্দর বিচিত্র নৌকা রয়েছে এখানে
জলকেলিহেতু রাজকুমারগণের।
কিন্তু তাঁরা আর নাহি আসিবেন হেথা।
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
বধার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়!

এইরূপে নানাস্থানে বিলাপ করিয়া তাহারা হস্তীশালাদির নিকটে গেল এবং আবার বলিতে লাগিল :

৯৪. এই সেই দঢ়দন্ত ঐরাবত নামে
গজরত্ন তাঁর, হায়! কোথা এবে তিনি?
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
বধার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়!

৯৫. এ সেই অভগ্নখূর অশ্বরত্ন তাঁর।
কে আর করিবে এর পৃষ্ঠে আরোহণ!
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
বধার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়!

৯৬. তুরগবাহিত, নানা রতনে খচিত
এই তাঁর রম্যরথ নির্ঘোষ যাহার
শারিকার স্বরবৎ শুনিতে মধুর।
কে আর করিবে বল এতে আরোহণ?
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
বধার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়!

৯৭. চন্দনে চর্চ্চিত সুকুমার[১] কলেবর;
বিশুদ্ধ কাঞ্চননিভ বর্ণ সমুজ্জ্বল;

---

[১]। আমি 'মরকত' পদের পরিবর্তে 'মুদুক' এই পাঠান্তর গ্রহণ করিলাম।

কোন্ প্রাণে বধি হেন পুত্র চারিজনে
মূঢ়রাজা চায় যজ্ঞ সম্পাদিতে, হায়?

৯৮. চন্দনে চর্চ্চিত সুকুমার কলেবর;
বিশুদ্ধ কাঞ্চননিভ বর্ণ সমুজ্জল;
কোন্ প্রাণে বধি হেন কন্যা চারিজনে
মূঢ়রাজা চায় যজ্ঞ সম্পাদিতে, হায়?

৯৯. চন্দনে চর্চ্চিত সুকুমার কলেবর;
বিশুদ্ধ কাঞ্চননিভ বর্ণ সমুজ্জল;
কোন্ প্রাণে বধি হেন রাজ্ঞী চারিজনে
মূঢ়রাজা চায় যজ্ঞ সম্পাদিতে, হায়?

১০০. চন্দনে চর্চ্চিত সুকুমার কলেবর;
বিশুদ্ধ কাঞ্চননিভ বর্ণ সমুজ্জল;
কোন্ প্রাণে বধি হেন গৃহপতিগণে
মূঢ়রাজা চায় যজ্ঞ সম্পাদিতে, হায়?

১০১. যেমন নিগমগ্রাম জনশূন্য হলে
ভীষণ অরণ্যে শেষে হয় পরিণত,
তেমনি দুর্দ্দশাপন্ন হইবে অচিরে
এই পুষ্পবতী পুরী যজ্ঞহেতু যদি
বধে রাজ দারাপত্যগৃহপতিগণে।

জনসমূহ বাহিরে না যাইতে পারিয়া নগর মধ্যে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিল। এদিকে রাজভৃত্যেরা বোধিসত্ত্বকে যজ্ঞকুণ্ডের নিকটে লইয়া গেল। তখন তাঁহারা মাতা গৌতমী দেবী রাজার পায়ে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে দিতে পুত্রের জীবন ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন :

১০২. চন্দ্রে যদি কর বধ, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে
ঘটিবে এখনি, দেব, প্রাণান্ত আমার
অথবা হারায়ে বুদ্ধি পাগলিনী প্রায়
ধুলিসমাকীর্ণ দেহে করিব ভ্রমন।

১০৩. সূর্য্যে যদি কর বধ, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে
ঘটিবে এখনি, দেব, প্রাণান্ত আমার
অথবা হারায়ে বুদ্ধি পাগলিনী প্রায়
ধুলিসমাকীর্ণ দেহে করিব ভ্রমন।

কিন্তু এইরূপ পরিদেবন করিয়াও তিনি রাজার মুখে হাঁ, না, কোন কথাই শুনিতে পাইলেন না। অতঃপর তিনি কুমারদিগের ভার্য্যা চারিজনকে আলিঙ্গন

করিয়া বলিলেন, "আমার ছেলে, বোধ হয়, তোদের উপর রাগ করিয়াছে। তোরা কেন তাকে ফিরাইয়া আনিতেছিস না?

১০৪. পুষ্পরাক্ষী, ওপরাক্ষী, ঘট্টিকা, গায়িকা,—[১]
তুষিস ত পরস্পরে তোরা অনুক্ষণ
সুমধুর বাক্যালাপে। কেন এবে তবে
তুষিস না চন্দ্রসুর্য্যে চৌদিকে তাদের
নৃত্য করি, এত কাল করিলি যেমন?
এই জম্বুদীপমাঝে কে আছে রে বল;
রূপেগুণে, নৃত্যগীতে তোদের সমান?

পুত্রবধুদিগের সহিত এইরূপ বিলাপ করিয়া গৌতমী যখন আর কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি এই সকল গাথায় খণ্ডহালকে অভিশাপ দিলেন :

১০৫. চন্দ্রকে আনীত দেখি বধ হেতু হেথা
যে শোকে আমার বুক ফাটিতেছে, তোর
মা যেন, রে খণ্ডহাল, সেই শোক পায়।[২]

১০৬. সুর্য্যকে আনীত দেখি বধ হেতু হেথা
যে শোকে আমার বুক ফাটিতেছে, তোর
মা যেন, রে খণ্ডহাল, সেই শোক পায়।

১০৭. চন্দ্রকে আনীত দেখি বধ হেতু হেথা
যে শোকে আমার বুক ফাটিতেছে, তোর
জায়া যেন, খণ্ডহাল, সেই শোক পায়।

১০৮. সূর্য্যকে আনীত দেখি বধ হেতু হেথা
যে শোকে আমার বুক ফাটিতেছে, তোর
জায়া যেন, খণ্ডহাল, সেই শোক পায়।

১০৯. বধিলি, পামর, তুই কেশরিবিক্রম
তনয় যুগলে মোর বিনা অপরাধে;
এই পাপে, খণ্ডহাল, মা যেন রে তোর
পতিপুত্র মুখ আর দেখিতে না পায়।

১১০. বধিলি, পামর, তুই সর্ব্বজনপ্রিয়
তনয় যুগলে মোর বিনা অপরাধে;

---

[১]। এই চারিটী গৌতমী পুত্রবধুরদিগের নাম।
[২]। তু-চতুর্থখণ্ড, চন্দ্রকিন্নর-জাতকের (৪৮৫) ৮ম গাথা।

এই পাপে, খণ্ডহাল, মা যেন রে তোর
পতিপুত্র মুখ আর দেখিতে না পায়।

১১১. বধিলি, পামর, তুই কেশরিবিক্রম
তনয় যুগলে মোর বিনা অপরাধে;
এই পাপে, খণ্ডহাল, জায়া যেন তোর
পতিপুত্র মুখ আর দেখিতে না পায়।

১১২. বধিলি, পামর, তুই সর্ব্বজনপ্রিয়
তনয় যুগলে মোর বিনা অপরাধে;
এই পাপে, খণ্ডহাল, জায়া যেন তোর
পতিপুত্র মুখ আর দেখিতে না পায়।

যজ্ঞকুণ্ডে গিয়া বোধিসত্ত্ব পুনর্ব্বার পিতার নিকট জীবন ভিক্ষা করিলেন :

১১৩. বধিও না প্রাণে, দেব; দাসত্বে নিযুক্ত তুমি কর খণ্ডহালের সবায়।
হইয়া নিগড়াবদ্ধ নিরত থাকিব তার অশ্বগজগবাদি-সেবায়।

১১৪. বধিও না প্রাণে, দেব; করহ-খণ্ডহালের দাসত্বে সবার নিয়োজন;
হইয়া নিগড়াবদ্ধ করিব আমরা মল গজশালা হ'তে সম্মার্জ্জন।

১১৫. বধিও না প্রাণে, দেব; করহ খণ্ডহালের দাসত্বে সবার নিয়োজন;
হইয়া নিগড়াবদ্ধ করিব আমরা মল অশ্বশালা হ'তে সম্মার্জ্জন।

১১৬. বধিও না প্রাণে, দেব; যার ইচ্ছা,
তাঁর(ই) দাস কর আমা সবে, নরমণি।
অথবা এ রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসন-আজ্ঞাদান কর আমা সবার এখনি।
ভিক্ষাপাত্র লয়ে হাতে দূর দেশ দেশান্তরে ভ্রমিব আমরা সর্ব্বজন :
বধিও না, প্রাণে, দেব, বিনাদোষে এতপ্রাণী;
করি আমি এই নিবেদন।

১১৭. অপুত্রা, দরিদ্রা নারী পুত্রলাভ তরে করে দেবতার নিকটে প্রার্থনা;
দোহদ-অভাবে কিন্তু অনেকেই তাহাদের পুত্রমুখ দেখিতে পায় না।

১১৮. কত আশা করে তারা!
পাবে পুত্র, পৌত্র আর; বংশবৃদ্ধি হবে ক্রমে ক্রমে;
তুমি কিন্তু, নরনাথ, যজ্ঞার্থে করিবে বধ বিনাদোষে আত্মসুতগণে।

১১৯. দৈবকৃপাবলে নর লভে পুত্র, নরেশ্বর; রাখ যত্নে হেন পুত্রধন;
কষ্টলব্ধ পুত্রগণে মোহবশে বধি প্রাণে করো না এ যজ্ঞ সম্পাদন।

১২০. দেবের দয়ায় লোকে করে লাভ পুত্রধন; রাখ যত্নে হেন পুত্রগণে;
পেতে আমাসবে, দেব, জননী কতই কষ্ট পেয়েছেন, ভেবে দেখ মনে।

আমাদের বধে তাঁর অসহ্য শোকের ভারে হৃদয় হইবে চুরমার;
করো না এমন কর্ম্ম; কভু যেন নাহি হয় তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ তোমার।

কিন্তু এইরূপ বলিয়াও চন্দ্রকুমার পিতার মুখে হাঁ, না, কোন উত্তরই পাইলেন না। তখন তিনি মাতার পাদমূলে পতিত হইয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন :

১২১. কত কষ্টে চন্দ্রে, মা গো, করিলে পালন;
হারাইলে আজ সেই অঞ্চলের ধন।
এস মা, চরণে তব করিব প্রণাম;
পিতা মোর স্বর্গধামে করুণ প্রয়াণ।

১২২. স্নেহভরে আলিঙ্গন কর, মা, আমায়;
জনমের মত দাও প্রণমিতে পায়।
করিবেন যজ্ঞ রাজা, তাহার কারণ;
মহাযাত্রা করিব গো আমি, মা, এখন।

১২৩. স্নেহভরে আলিঙ্গন কর, মা, আমায়;
জনমের মত দাও প্রণমিতে পায়।
মহাযাত্রা করিব গো আমি এইবার;
হানি মহাশোকশল্য হৃদয়ে তোমায়।

১২৪. স্নেহভরে আলিঙ্গন কর, মা, এখন;
জনমের মত দাও প্রণমিতে পায়।
মহাযাত্রা করিব গো আমি, মা, এখন;
বিষাদসাগরে মগ্ন হবে প্রজাগণ।

তাঁহার মাতাও চারিটী গাথায় এইরূপ বিলাপ করিলেন :

১২৫. গৌতমীর প্রাণধন, বাঁধ রে মাথায়
সুন্দর পদ্মের মৌলী, ভিতরে যাহার
থাকিবে চম্পকদল; এই ত রে তোর
উপযুক্ত মৌলী বাছা, ছিল এত দিন!

১২৬. যেতিস সভায়, বাছা, বিলেপি শরীরে
যে চন্দনরস তুই, এ জন্মের মত
লেপ্ সে চন্দনে তোর শরীর এখন।

১২৭. যেতিস সভায়, বাছা, পরি কাশীজাত
যে কৌষের বস্ত্র তুই, এ জন্মের মত
পর্ তাহা দেখি চক্ষু জুড়াক্ আমার।

১২৮. কাঞ্চননির্ম্মিত, মুক্তামাণিক্যখচিত
যে হস্তাভরণ পরি যেতিস্ সভায়,

পর রে সে আভরণ এ জন্মের মত।

চন্দ্রের অগ্রমহিষীটীর নাম ছিল চন্দ্রা। তিনি পতির পাদমূলে পড়িয়া এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন :

১২৯. রাষ্ট্রপাল ইনি; প্রভু সকল প্রজার;
রাজ্যের সর্ব্বত্র এঁর পূর্ণ অধিকার।
পৌরজানপদদের আছে যত বিত্ত,
সমস্তই শাস্ত্রমত ইঁহার আয়ত্ত।
কিন্তু, হায়, ইহা বড় দুঃখের বিষয়,
পুত্রস্নেহমন্য হেন রাজার হৃদয়।
ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন।

১৩০. পুত্রস্নুষা, ভার্য্যা মোর সকলেই প্রীতির ভাজন;
আমিও আমার প্রিয় করিব তা' কেমনে গোপন।
ভুঞ্জিব স্বর্গের সুখ, এই বড় সাধ মনে মনে;
সেই হেতু সমুদ্যত হইয়াছি পুত্রের নিধনে।

চন্দ্রা বলিলেন :

১৩১. বধহ প্রথমে মোরে; চন্দ্রের নিধন
যদিহয় অগ্রে, দেব, সম্পাদন,
সে শোকে হৃদয় মোর নিশ্চিত বিদীর্ণ হবে;
তিলেক না রহিবে জীবন।
পুত্র তব সুকুমার মনোহর-
কলেবর শুধু এঁবে বধ যদি কর,
সাঙ্গ না হইবে যজ্ঞ;উদ্দেশ্য তোমার
ব্যর্থ নিশ্চিত হইবে, নরেশ্বর।

১৩২. বধ আমা দুই জনে; চন্দ্রের সহিত আমি পরলোকে করিব গমন,
মহাপুণ্য হবে তব; দুজনেই একসঙ্গে বিচরিব সেথা অনুক্ষণ।

রাজা বলিলেন :

১৩৩. মরণ কামনা, চন্দ্রে, কেন তুমি কর?
তোমার রয়েছে ঘরে অনেক দেবর[১]।
মরিলে গৌতমী-পুত্র তাহারাই সবে,
বিশালাক্ষি, তব মনস্তুষ্টিরত হবে।

[অতঃপর শাস্তা অর্দ্ধগাথা বলিলেন।

১। ইহাতে বিধবাদিগের মধ্যে দেবরকে পতিরূপে গ্রহণ করার প্রথা সূচিত হইয়াছে।

১৩৪. (ক) শুনিয়া রাজার কথা চন্দ্রা নিজ বক্ষে কর হানে।

চন্দ্রা আবার বিলাপ করিতে লাগিলেন :

১৩৪. (খ) জীবনে কি ফল মোর? এ প্রাণ ত্যাজিব বিষপাত্রে।

১৩৫. যাই এ রাজার কি গো মিত্র কি অমাত্য হেন জন,
যে বলে ইঁহারে,"তুমি করিও না আত্মজ নিধন?"

১৩৬. নাই এ রাজার কি গো জ্ঞাতি কিংবা মিত্র হেন জন ,
যে বলে ইঁহারে, "তুমি করিও না আত্মজ নিধন?"

১৩৭. আছে ত কেয়ূরধর গুণী আরে পুত্র কত তব,
যজ্ঞার্থে কেন না বধ কর তুমি সেই পুত্র সব?
গৌতমীর পুত্র চন্দ্র তোমার বংশের ধুরন্ধর;
বধিও না তাঁরে তুমি, এই ভিক্ষা মাগি, নরবর।

১৩৮. শতধা কাটিয়া মোরে কর তুমি, মহারাজ, সম্পাদন যজ্ঞ সপ্তস্থানে;
কেশরি বিক্রম এই জ্যেষ্ঠপুত্রে বিনা দোষে বধিও না, বধিও না প্রাণে।

১৩৯. শতধা কাটিয়া মোরে কর তুমি, মহারাজ সম্পাদন যজ্ঞ সপ্তস্থানে,
সর্ব্বজনপ্রিয় সেই জ্যেষ্ঠপুত্রে বিনা দোষে বধিও না, বধিও না প্রাণে।

চন্দ্রা রাজার সমীপে এইরূপ বিলাপ করিলেন, কিন্তু কোন আশ্বাস পাইলেন না। তখন তিনি বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "চন্দ্রে, যতদিন জীবিত ছিলাম, যখনই কোন সৎপ্রসঙ্গ বা সদালাপ হইয়াছে,[১] তখনই তোমাকে অল্প হইক, অধিক হউক, মুক্তাদি বহু আভরণ দান করিয়াছি। আজ তোমাকে এই শেষ দান দিতেছি। তুমি আমার এই গাত্রাভরণ গ্রহণ কর।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১৪০. যখনি হয়েছে প্রিয়ে, সৎপ্রসঙ্গ সদালাপ এ রাজভবনে
তুষেছি তোমায় আমি ছোঁ বড় বহুবিধ আভরণদানে।
এই মোর শেষ দান, হীরক-বৈদূর্য্যময় অঙ্গ-আভরণ
দিলাম তোমায় এবে; প্রণয়ের শেষ চিহ্ন কর গো গ্রহণ।

ইহা শুনিয়া চন্দ্রাদেবী নয়টী গাথায় পরিদেবন করিলেন :

১৪১. শোভিত যাঁহার স্কন্ধে ফুল্ল কুসুমের দাম, হইবে পতিত
এখনি তাঁহার স্কন্ধে ঘাতকের বিষদিগ্ধ নিস্ত্রিংশ[২] শাণিত

---

[১]। "সুভণিতেসু কথিতেসু"—আমি ইহার যেরূপ অর্থগ্রহণ করিয়াছি, অনুবাদ তাহাই দিলাম।

[২]। নিস্ত্রিংশ = তরবারি।

১৪২. রাজপুত্রদের স্কন্ধে এখনি সুতীক্ষ্ণ খড়্গ হবে রে পতিত,
তবু না আমার বুক বিদরে! নিশ্চিত ইহা পাষাণে গঠিত।

১৪৩. পরিধান কাশীজাত কৌষিক বসন
উজ্জ্বল কুণ্ডল শোভে শ্রবণযুগলে
অগুরু-চন্দনলিপ্ত বপু মনোহর,—
হেন চন্দ্র-সূর্য্যে লয়ে যাও গো তোমরা
সম্পাদিতে যজ্ঞ একরাজ ভূপতির।

১৪৪. পরিধান কাশীজাত কৌষিক বসন
উজ্জ্বল কুণ্ডল শোভে শ্রবণযুগলে;
অগুরুচন্দনলিপ্ত বপু মনোহর—
হেন চন্দ্র সূর্য্যে লয়ে যাও গো তোমরা
হানি মহাশোকশল্য জননীর বুকে।

১৪৫. পরিধান কাশীজাত কৌষিক বসন;
উজ্জ্বল কুণ্ডল শোভে শ্রবণযুগলে;
অগুরুচন্দনলিপ্ত বপু মনোহর—
হেন চন্দ্র সূর্য্যে লয়ে যাও গো তোমরা
ডুবাইল প্রজাগণে বিষাদ-সাগরে।

১৪৬. সুপক্ক মাংসের রসে রসনা এঁদের
প্রতিদিন হ'তে তৃপ্ত স্থাপকেরা কত
যতনে করা'ত স্নান এ কুমারদ্বয়ে,
শ্রবণে এঁদের শোভে উজ্জ্বল কুণ্ডল,
অগুরুচন্দনে লিপ্ত বপু মনোহর;—
হেন চন্দ্র সূর্য্যে লয়ে যাও গো তোমরা
সম্পাদিতে যজ্ঞ একরাজ ভূপতির।

১৪৭. সুপক্ক মাংসের রসে রসনা এঁদের
প্রতিদিন হ'ত তৃপ্ত; স্থাপকেরা কত
যতনে ক'রাত স্নান এ কুমারদ্বয়ে
শ্রবণে এদের শোভে উজ্জ্বর কুণ্ডল;
অগুরুচন্দনে লিপ্ত বপু মনোহর;—
হেন চন্দ্র সূর্য্যে লয়ে যাও গো তোমরা
হানি মহাশোকশল্য জননীর বুকে।

১৪৮. সুপক্ক মাংসের রসে রসনা এঁদের
প্রতিদিন হ'ত তৃপ্ত; স্থাপকেরা কত
যতনে ক'রাত স্নান এ কুমারদ্বয়ে।
শ্রবণে এঁদের শোভে উজ্জ্বল কুণ্ডল;
অগুরুচন্দনে লিপ্ত বপু মনোহর—
হেন চন্দ্র সূর্য্যে লয়ে যাও গো তোমরা
ডুবাইয়া প্রজাগণে বিষাদ-সাগরে।

চন্দ্রা এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন; এ দিকে যজ্ঞকুণ্ডে সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হইল। রাজভৃত্যেরা চন্দকে সেখানে লইয়া গেল এবং তাঁহার গ্রীবা অবনত করিয়া বসাইয়া রাখিল। খণ্ডহাল একটী সুবর্ণ পাত্র নিকটে রাখিয়া তাঁহার গ্রীবা ছেদন করিবার জন্য খড়ুগহস্তে অবস্থিত হইল। চন্দ্রা দেখিলেন, তাঁহার অন্য কোন শরণ নাই; তিনি নিজের সত্যপ্রভাবে স্বামীর কল্যাণ সাধনের সঙ্কল্প করিলেন। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে সভামধ্যে বিচরণ পুর্ব্বক সত্যক্রিয়া করিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তাবলিলেন :

১৪৯. হল সব আয়োজন; বসাইল চন্দ্রে তারা যজ্ঞহেতু করিতে নিধন;
পঞ্চালরাজের কন্যা প্রাঞ্জলি হইয়া ভ্রমি বলে তবে এতেক বচন;

১৫০. "দু'মতি খণ্ডহাল করিয়াছে পাপকর্ম্ম, এই কথা সত্য হয় যদি,
এ সত্যবাক্যের বলে স্বামীর সহিত মোর বাস যেন ঘটে নিরবধি।

১৫১. লোকাতীত শক্তিধর দেব, যক্ষ, ভূতভব্য[১] উপস্থিত যাঁহারা এখন,
করুন এ দয়া মোরে, স্বামীর বিচ্ছেদ যেন হয় না ক আমার ঘটন।

১৫২. ভূতভব্য দেবতারা, এসেছেন হেথা যাঁরা শরণ লইনু সবাকার,
বিপদে উদ্ধারি আজ করুন তাঁহারা এই প্রার্থনা পূরণ অনাথার।
এই দুরাশয়দের চক্রান্তে পড়িয়া যেন হারাই না পতিরে আমার।"

দেবরাজ শক্রচন্দ্রার পরিদেবন শব্দ শুনিয়া সমস্ত কাণ্ড বুঝিতে পারিলেন, অগ্নিময় প্রকাণ্ড লৌহখণ্ড হস্তে লইয়া যজ্ঞভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন এবং রাজাকে ভয় দেখাইয়া যজ্ঞার্থে আনীত সমস্ত প্রাণীকে মুক্তি দেওয়াইলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১৫৩. শুনি ইহা দেবরাজ প্রকাণ্ড লৌহের পিণ্ড
ঘুরাইতে ঘুরাইতে দিলা দরশন।

---

[১]। 'ভূততব্য' সম্বন্ধে ৫ম খণ্ডের শোণনন্দ-জাতকের (৫৩২) ২০১ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

দেখি তাহা মহাভয়ে হল সবে কম্পমান;
রাজাকে বলেন শক্র এতেক বচন :

১৫৪. "অরে লক্ষীছাড়া রাজা, জেনে রাখ, মাথা তোর
ভাঙ্গিব এখনি এই লৌহপিণ্ডাঘাতে
কেশরিবিক্রম তোর কুলশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠপুত্রে
করিস রে বধ যদি বিনা অপরাধে।

১৫৫. বল্‌ত রে, হতভাগা, দেখছে কি কেহ পূর্ব্বে
বিনা দোষে বধে লোকে স্বর্গলাভ তবে
দারা, সুত, সুতা আর শ্রেষ্ঠ গৃহপতিগণ?
এমন নিষ্ঠুর কর্ম্ম কেহ কি রে করে?"

১৫৬. শুনি দেবেন্দ্রর বাণী, হেরি এ অদ্ভুত দৃশ্য,
রাজা, খণ্ডহাল ভয়ে কাঁপে থর থর,
করিল সকল জীবে তখনি বন্ধনমুক্ত
নির্দ্দোষকে ছাড়ে যথা বিচারের পর।

১৫৭. মুক্ত দেখি সকলকে সেখানে আছিল যারা
প্রত্যেকে লইল এক লোষ্ট্র তুলি হাতে;
দুরাচার খণ্ডহাল পায় নিজ কর্ম্মফল,
নিহত হইল সেই সব লোষ্ট্রাঘাতে।

খণ্ডহালের প্রাণান্ত করিয়া সেই জনসঙ্ঘ রাজাকেও বধ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু বোধিসত্ত্ব পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া রাখিলেন; কাহাকেও তাঁহার গায়ে হাত দিতে দিলেন না। লোকে বলিল, "বেশ, এই পাপিষ্ঠ রাজার প্রাণ বধ করিলাম না বটে; কিন্তু ইহাকে রাজচ্ছত্র ভোগ করিতে কিংবা নগরে বাস করিতে দিব না। ইহাকে চণ্ডাল করিয়া নগরের বাহিরে বাস করাইব।" তাহারা একরাজের রাজবেশ কাড়িয়া লইল। তাঁহাকে কাষায় বস্ত্র পরাইল, তাহার মস্তকে পীতবর্ণ ছিন্নবস্ত্র জড়াইল এবং তাঁহাকে চণ্ডালজাতিভূক্ত করিয়া চণ্ডালপল্লীতে পাঠাইয়া দিল। যাহারা এই পশুঘাতক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, যাহারা ইহার সম্পাদনে ব্রতী হইয়াছিল এবং যাহারা ইহা অনুমোদন করিয়াছিল, সকলেই নরকপরায়ণ হইয়াছিল।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১৫৮. পড়িল নরকে সবে এই মহাপাপকর্ম্মফলে।
স্বর্গে যায় করি পাপ এ কথা কি প্রাজ্ঞ কভূ বলে?

উক্ত কালকর্ণীদ্বয়কে (রাজা ও খণ্ডহালকে) অপসারিত করিয়া জনসঙ্ঘ সেই যজ্ঞ ক্ষেত্রেই অভিষেকের সমস্ত দ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক চন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত

করিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১৫৯. যজ্ঞার্থ আনীত প্রাণীসমূহ যখন
হইল বন্ধনমুক্ত; সমবেতগণ—
রাজভৃত্যদর্শকাদি, সবে একমনে
অভিষিক্ত করে চন্দ্রে রাজসিংহাসনে।

১৬০. যজ্ঞার্থে আনীত প্রাণীসমূহ যখন
হইল বন্ধনমুক্ত; সমবেতগণ—
রাজকন্যা-দর্শকাদি, সবে একমনে
অভিষিক্ত করে চন্দ্রে রাজসিংহাসনে।

১৬১. যজ্ঞার্থে আনীত প্রাণীসমূহ যখন
হইল বন্ধনমুক্ত; সমবেতগণ—
দেব, দেব-অনুচর, সবে একমনে
অভিষিক্ত করে চন্দ্রে রাজসিংহাসনে।

১৬২. যজ্ঞার্থে আনীত প্রাণীসমূহ যখন
হইল বন্ধনমুক্ত; সমবেতগণ—
দেবকন্যা-দর্শকাদি,সবে একমনে
অভিষিক্ত করে চন্দ্রে রাজসিংহাসনে।

১৬৩. যজ্ঞার্থে আনীত প্রাণীসমূহ যখন
হইল বন্ধনমুক্ত; সমবেতগণ—
রাজভৃত্য, দর্শক প্রভৃতি সর্ব্বজন
আনন্দে পতাকা-আদি করে সঞ্চালন।

১৬৪. যজ্ঞার্থে আনীত প্রাণীসমূহ যখন
হইল বন্ধনমুক্ত; সমবেতগণ—
রাজকন্যা, দর্শক প্রভৃতি সর্ব্বজন
আনন্দে পতাকা-আদি করে সঞ্চালন।

১৬৫. যজ্ঞার্থে আনীত প্রাণীসমূহ যখন
হইল বন্ধনমুক্ত; সমবেতগণ—
দেব, দেব-অনুচর-আদি সর্ব্বজন
আনন্দে পতাকা, বস্ত্র করে সঞ্চালন।

১৬৬. যজ্ঞার্থে আনীত প্রাণীসমূহ যখন
হইল বন্ধনমুক্ত, সমবেতগণ—
দেবকন্যা-দর্শক প্রভৃতি সর্ব্বজন

আনন্দে পতাকা-আদি করে সঞ্চালন।
১৬৭. চন্দ্রাদি সকলে মুক্তি লভিল যখন,
অপার আনন্দ লভে পুরবাসিগণ।
শুভক্ষণে মহোৎসবে প্রবেশে নগরে;
রাজাদেশে ঘোষণা করিল ঘরে ঘরে—
যত জীব বন্দিভাবে আছে এই দেশে,
লভুক সকলে মুক্তির চন্দ্রের[১] আদেশে।

পিতার যখন যে অভাব হইত, বোধিসত্ত্ব তাহা পূরণ করিতেন; কিন্তু সেই বৃদ্ধ আর নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। বোধিসত্ত্ব যদি উদ্যানকেলি প্রভৃতির জন্য নগরের বাহিরে যাইতেন, আর ঐ সময়ে যদি বৃদ্ধের অর্থ ফুরাইয়া যাইত, তবে তিনি বোধিসত্ত্বের সম্মুখে যাইতেন। কিন্তু 'আমিই প্রকৃত রাজা', মনে মনে এই অভিমান ছিল বলিয়া তিনি বোধিসত্ত্বকে বন্দনা করিতেন না, অঞ্জলি পাতিয়া, "প্রভু আপনি চিরজীবী হউন" এই কথা বলিতেন। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিতেন, "কি চাই?" বৃদ্ধ যাহা আবশ্যক, তাহা জানাইতেন; বোধিসত্ত্ব তাহা দেওয়াইতেন। বোধিসত্ত্ব যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিয়া দেহান্তে দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশনা করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত যে কেবল এখনি একা আমাকে বধ করিবার জন্য বহুজনের প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছে তাহা নহে; পূর্ব্বেও সে এরূপ করিয়াছিল।

সমবধান : তখন দেবদত্ত ছিল খণ্ডহাল; মহামায়া ছিলেন গৌতমী দেবী; রাহুলমাতা ছিলেন চন্দ্রা, রাহুল ছিল বাসুল; উৎপলবর্ণা ছিলেন শৈলজা, কাশ্যপ ছিলেন শূর বামগোত্র, মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন মৌদ্গল্যায়ন, সারীপুত্র ছিলেন সূর্য্যকুমার।

---

৫৪৩. ভূরিদত্ত-জাতক

[শাস্তা শ্রাবস্তীনগরে অবস্থিতিকালে কতিপয় পোষধী উপাসককে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ঐ উপাসকেরা কোন পোষধদিনে প্রাতঃকালেই পোষধ গ্রহণপূর্ব্বক দান করিয়াছিলেন এবং আহারান্তে গন্ধমালাদি লইয়া জেতবনে গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মশ্রবণ-বেলায় একান্তে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। অতঃপর

---

[১]। আখ্যায়িকায় চন্দ্রসেন-নামক কোন ব্যক্তির উল্লেখ নাই। 'চন্দ্রসেনের' পরিবর্ত্তে 'ভদ্রসেন' পড়িলে সমবধান সম্পূর্ণ হয়।

শাস্তা ধর্ম্মসভায় উপস্থিত হইয়া অলঙ্কৃত বুদ্ধাসনে আসীন হইলেন এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ভিক্ষুপ্রভৃতির মধ্যে যাঁহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মকথা আরম্ভ হয়, তথাগতগণ তাঁহাদের সঙ্গেই প্রথমে আলাপ করেন। সেইজন্য, আজ উক্ত উপাসকদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বাচার্যগণসংক্রান্ত ধর্ম্মকথা উত্থাপিত হইবে, ইহা জানিয়া শাস্তা উঁহাদের সঙ্গেই আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপাসকগণ, তোমরা পোষধ গ্রহণ করিয়াছ কি?" তাঁহারা বলিলেন, "হাঁ ভদন্ত!" "সাধু, সাধু! তোমরা অতি কল্যাণকর কার্য্য করিয়াছ। কিন্তু মাদৃশ বুদ্ধকে উপদেষ্টারূপে পাইয়া তোমরা যে পোষধ গ্রহণ করিয়াছ, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পুরাণ পণ্ডিতেরা আচার্য্যহীন হইয়াও মহৈশ্বর্য্য পরিহারপূর্ব্বক পোষধী হইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

(১)

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন; তিনি পুত্রকে ঔপরাজ্য দান করিয়াছিলেন; কিন্তু একদিন পুত্রের মহৈশ্বর্য্য দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন, "কি জানি, এই পাছে আমার রাজত্ব কাড়িয়া লয়।" এই আশঙ্কায় তিনি পুত্রকে বলিলেন, "বৎস, তুমি এ রাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যেখানে ইচ্ছা হয় বাস কর; আমার যখন মৃত্যু হইবে, তখন আসিয়া কুলক্রমাগত রাজ্য গ্রহণ করিবে।' কুমার "যে আজ্ঞা" বলিয়া পিতাকে প্রণাম করিলেন এবং রাজধানী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যমূনাতীরে গিয়া ও সমুদ্রের অন্তর্ব্বর্ত্তী[১] কোন স্থানে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেখানে ফলমূলাহারে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে সাগরগর্ভস্থ নাগভবনে এক বিধবা নাগকন্যা ছিল। সে সধবা নাগকন্যাদিগের সৌভাগ্য দেখিয়া কামবশে নাগভবন হইতে বাহির হইল এবং সাগরতীরে বিচরণ করিতে করিতে রাজপুত্রের পদচিহ্ন দেখিয়া তদনুসরণে সেই পর্ণশালায় উপস্থিত হইল। রাজপুত্র তখন বন্যফলাদি আহরণ করিবার জন্য বাহিরে গিয়াছিলেন। নাগকন্যা পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া তাঁহার কাষ্ঠময় শয্যা ও অন্যান্য গৃহসজ্জা দেখিতে পাইল এবং স্থির করিল যে, উহা কোন প্রব্রাজকের বাসস্থান। তিনি শ্রদ্ধাবশে প্রব্রজ্যা লইয়াছেন, বা অন্য কোন কারণে গৃহত্যাগ করিয়াছেন, নাগকন্যা তাহা পরীক্ষা করিবার সঙ্কল্প

---

[১]। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, লেখক যমুনা কোথায়, তাহা জানিতেন না, জানিলে তিনি পর্ণশালার স্থান অন্যত্র নির্দ্দেশ করিতেন।

করিল। সে ভাবিল, 'ইনি যদি শ্রদ্ধাবশে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে, আমি ইঁহার শয্যা সুন্দররূপে সাজাইয়া রাখিলেও নিজে তপস্যানিরত বলিয়া ভোগ করিবেন না। কিন্তু ইনি যদি কামাভিরত হন এবং শ্রদ্ধাবশতঃ প্রব্রজ্যা অবলম্বন না করিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয় আমার রচিত শয্যায় শয়ন করিবেন। এরূপ ঘটিলে আমি ইঁহাকে নিজের স্বামিরূপে বরণ করিয়া ইঁহার সঙ্গে এখানেই বাস করিব।' মনে মনে এরূপ স্থির করিয়া সেই নাগভবনে গেল এবং সেখান হইতে দিব্যপুষ্প ও দিব্যগন্ধ আনয়নপূর্ব্বক পর্ণশালার মধ্যে পুষ্পশয্যা রচনা করিল, পুষ্পোপহার রাখিয়া দিল, ভূমিতে গন্ধচুর্ণ বিকিরণ করিল এবং পর্ণশালাটীকে সুন্দররূপে সাজাইয়া নাগভবনে ফিরিয়া গেল।

রাজপুত্র সন্ধ্যাকালে ফিরিলেন এবং পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া নাগকন্যার এ সকল কাণ্ড দেখিতে পাইলেন। কে তাঁহার শয্যা সাজাইয়াছে, ইহা ভাবিতে ভাবিতে তিনি বন্যফলাদি ভক্ষণ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "অহো, পুষ্পগুলির কি সুগন্ধ! আমার শয্যাও অতি মনোহররূপে রচিত হইয়াছে।" তিনি শ্রদ্ধাবশতঃ প্রব্রাজক হন নাই; এ কারণ পুষ্পশয্যা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং উহাতেই শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন। পরদিন সূর্য্যোদয়কালে বিনিদ্র হইয়া তিনি পর্ণশালা সম্মার্জ্জন না করিয়াই বন্যফলাদি আহরণের জন্য বাহির হইলেন। নাগকন্যাও ঠিক সেই সময়ে ফিরিয়া আসিয়া ম্লান পুষ্পগুলি দেখিয়া বুঝিতে পারিল, 'এ ব্যক্তি নিশ্চয় কামপরায়ণ; এ শ্রদ্ধাবশে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে নাই; ইহাকে আত্মবশে আনিতে পারিব।' সে ম্লান পুষ্পগুলি বাহির করিল, অন্যান্য পুষ্পগন্ধাদি আনয়ন করিয়া নবশয্যা রচনা করিল, পর্ণশালাটীকে সুন্দররূপে সাজাইল, এবং চঙ্ক্রমণস্থানে পুষ্প বিকিরণ করিয়া নাগভবনে ফিরিয়া গেল। রাজপুত্র সে দিনও পুস্পশয্যায় শয়ন করিলেন এবং পরদিন ভাবিতে লাগিলেন, 'কে আমার এই পর্ণশালাটীকে সাজাইয়া রাখিতেছে?' সে দিন তিনি আর বন্যফলাদি আহরণের জন্য গেলেন না; পর্ণশালার অনতিদূরে লুকাইয়া রহিলেন। এদিকে নাগকন্যা বহুবিধ গন্ধ ও পুষ্প লইয়া আশ্রমে উপস্থিত হইল। রাজপুত্র সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নাগকন্যাকে দেখিবামাত্র তাহার প্রতি আসক্ত হইলেন; কিন্তু তাহাকে দেখা দিলেন না। অনন্তর সে যখন পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়াই শয্যা রচনা করিতে লাগিল, তখন তিনি কুটীরের ভিতরে গিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে তুমি কে!" সে উত্তর দিল, "স্বামিন, আমি নাগকন্যা।" "তুমি সধবা, না স্বামিহীনা?" "স্বামিন, আমি স্বামিহীনা—বিধবা।" অতঃপর নাগকন্যা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নিবাস কোথায়?" রাজপুত্র বলিলেন, "আমার নাম ব্রহ্মদত্তকুমার; আমি বারাণসীরাজের পুত্র। তুমি নাগভবন ত্যাগ করিয়া বিচরণ করিতেছ কেন?" "স্বামিন,

নাগভবনের সধবা নাগকন্যাদিগের সৌভাগ্য দেখিয়া আমার মনে ভোগবাসনা জন্মিয়াছে; সেই উৎকণ্ঠাবশতঃ আমি নাগভবন ত্যাগ করিয়া মনোমত স্বামি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে বিচরণ করিতেছি।” “ভদ্রে, আমিও শ্রদ্ধাবশে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি নাই; পিতাই আমাকে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন এবং সেই জন্য এখানে আসিয়া বাস করিতেছি। তুমি নিশ্চন্ত হও; আমিই তোমার স্বামী হইব এবং আমরা দুইজনে সম্প্রীতভাবে এখানেই কাল যাপন করিব।” নাগকন্যা ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া তাঁহার প্রস্তাবের সম্মত হইল এবং ঐ দিন হইতে তাঁহারা দুইজনে সম্প্রীতভাবে সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। নাগকন্যা নিজের অনুভাব বলে এক বৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইল এবং একখানি মহার্হ পল্যঙ্ক আনাইয়া তাহাতে শয্যা রচনা করিল। তাঁহারা বন্যফলমূলের পরিবর্ত্তে দিব্য অন্নপান ভোগ করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে নাগকন্যা গর্ভবতী হইল এবং যথাকালে একপুত্র প্রসব করিল। এই পুত্রের নাম হইল সাগর ব্রহ্মদত্ত। সাগর ব্রহ্মদত্ত যখন পায়ে হাঁটিয়া চলিতে শিখিল, তখন নাগকন্যা এক কন্যা সন্তান প্রসব করিল। সমুদ্রতীরে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল বলিয়া এই কন্যার নাম সমুদ্রজা। অতঃপর বারাণসীবাসী এক বনেচর ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। রাজপুত্র তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, সেও রাজপুত্রকে চিনিতে পারিল এবং সেখানে কয়েকদিন বাস করিয়া প্রস্থানকালে বলিয়া গেল, “রাজপুত্র, আপনি যে এখানে বাস করিতেছেন, আমি গিয়া রাজকুলে ঐ সংবাদ দিব।” এদিকে বারাণসীরাজের মৃত্যু হইয়াছিল। অমার্ত্যেরা তাঁহার উর্দ্ধদেহিক কৃত্য সমাপনপূর্ব্বক সপ্তমদিবসে সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন “অরাজক রাজ্য অচিরেই বিনষ্ট হয়; রাজপুত্র কোথায় আছেন, তিনি এখন জীবিত কি মৃত, তাহা আমরা জানি না। অতএব পুষ্পরথ পাঠাইয়া রাজা নির্ব্বাচন করা হউক।” ঠিক এই সময়ে উক্ত বনেচর নগরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের এই কথোপকথন শুনিতে পাইল এবং তাঁহাদিগের নিকটে গিয়া বলিল, “আমি রাজপুত্রের সহিত তিন চারিদিন একত্র বাস করিয়া ফিরিয়া আসিতেছি।” এই সংবাদ শুনিয়া অমার্ত্যেরা তাহাকে পুরস্কার দিলেন, সে যে পথ দেখাইয়া চলিল, সেই পথে গিয়া রাজপুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অভ্যর্থিত হইয়া রাজার মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপনপূর্ব্বক বলিলেন, “দেব, আপনি এখন রাজ্য গ্রহণ করুন।” রাজপুত্র নাগকন্যার মনোভাব পরীক্ষার জন্য তাহার নিকটে গিয়া বলিলেন, “ভদ্রে, আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে; অমাত্যগণ আমার মস্তকোপরি রাজচ্ছত্র উত্তোলন করিবার অভিপ্রায়ে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। চল যাই, উভয়েই দ্বাদশ যোজনবিস্তীর্ণ বারাণসীপুরীতে গিয়া রাজত্ব করি। সেখানে তুমি ষোড়শসহস্র রমণীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চপদে অধিষ্ঠিতা হইবে।” নাগকন্যা বলিল,

"স্বামীন, আমি যাইতে পারিব না।" "না পারিবার কারণ কি?" আমরা ঘোরবিষা; হঠাৎ ক্রুদ্ধ হই; সামান্য কারণেই আমাদের ক্রোধ জন্মে। ভার্য্যারা সপত্নীদিগের প্রতি স্বভাবতঃ রোষপরায়ণা। আমি যদি কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া রোষবশে কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করি সে তৎক্ষণাৎ বুসামুষ্টির[১] ন্যায় চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইবে। এই কারণেই আমি যাইতে অসমর্থা।" রাজপুত্র পরদিনও নাগকন্যাকে তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, নাগকন্যা বলিল, "আমি কিছুতেই যাইব না; আমার পুত্র ও কন্যা কিন্তু নাগের সন্তান নয়; আপনার ঔরসজাত বলিয়া ইহারা মনুষ্যজাতিভুক্ত; আপনি যদি আমাকে স্নেহ করেন, তবে যেন সাবধানে ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ইহারা কিন্তু জলীয় ধাতুবিশিষ্ট এবং সুকুমারকায়। পথ চলিবার কালে বাতাতপে ক্লিষ্ট হইয়া ইহারা মারা যাইতে পারে। অতএব আপনি কাঠ খোদাই করাইয়া একটা ডোঙ্গা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করুন। উহা জলপূর্ণ করিয়া সন্তান দুইটীকে পথ চলিবার কালে তাহাতে কেলি করিতে দিবেন। রাজধানীতে গিয়াও পুরীর মধ্যে ইহাদের জন্য একটী পুষ্করিণী খনন করাইবেন। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে ইহারা কখনও ক্লান্ত হইবে না।" ইহা বলিয়া নাগকন্যা রাজপুত্রকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিল, সন্তান দুইটীকে আলিঙ্গন করিয়া স্তনান্তরে চাপিয়া ধরিল ও তাহাদের মস্তক চুম্বন করিল এবং তাহাদিগকে রাজপুত্রের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে সেখানেই অন্তর্হিত হইয়া নাগভবনে চলিয়া গেল।

নাগকন্যার অর্ন্তদ্ধানে রাজপুত্র বিষণ্ন হইলেন; তিনি সাশ্রুনয়নে বাসভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং চক্ষু প্রোঞ্ছনপূর্ব্বক অমাত্যদিগের নিকটে গমন করিলেন। অমাত্যেরা সেখানেই তাঁহার অভিষেক সম্পাদন করিয়া বলিলেন, "দেব, চলুন, এখন আমাদের নগরে যাই।" রাজা বলিলেন, "তাহাই করা যাউক; তোমরা একখানা ডোঙ্গা খোদাই করাইয়া গাড়ীতে তোল, উহা জলে পূর্ণ কর এবং ঐ জলে নানাবর্ণের সুগন্ধি ফুল ছড়াইয়া দাও; কারণ আমার সন্তান দুইটী জলীয়ধাতুবিশিষ্ট; তাহারা ঐ জলে কেলি করিয়া সুখী হইবে।" অমাত্যেরা রাজার আদেশমত সমস্ত করিলেন।

অতঃপর রাজা বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং সুসজ্জিত নগরে প্রবেশপূর্ব্বক ষোড়শসহস্র নর্ত্তকী রমণী ও অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া প্রাসাদের বলভীতে উপবেশন করিলেন। সেখানে তিনি এক সপ্তাহ কাল প্রচুর সুরাপানে অতিবাহিত করিলেন; অতঃপর সন্তানদ্বয়ের জন্য তিনি একটী পুষ্করিণী খনন করাইলেন। শিশু দুইটী প্রতিদিন সেখানে কেলি করিতে লাগিল।

---

[১]। তুসা—ভুষা, ভুষি।

একদিন লোকে যখন ঐ পুষ্করিণীতে জল প্রবেশ করাইতেছিল, সেই সময়ে জলের সহিত একটা কচ্ছপ উহার মধ্যে গিয়াছিল। সে বাহির হইবার পথ না পাইয়া পুষ্করিণীর তলদেশে লুকাইয়া রহিল। ইহার পর শিশুদুইটী যখন কেলি করিতে লাগিল, তখন সে উঠিয়া জলের উপর মাথা তুলিল এবং তাহাদিগকে দেখিবামাত্র আবার ডুব দিয়া অদৃশ্য হইল। শিশুরা তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইল। তাহারা পিতার নিকটে গিয়া বলিল, "বাবা, পুষ্করিণীর মধ্যে একটা যক্ষ আছে; সে আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছে।" রাজা ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন, "যাও, যক্ষটাকে ধর গিয়া।" তাহারা জাল ফেলিয়া কচ্ছপটাকে ধরিল এবং রাজাকে দেখাইল। শিশুদুইটী চীৎকার করিয়া বলিল, "বাবা, এটা পিশাচ।" পুত্রস্নেহশীল রাজা কচ্ছপের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি আজ্ঞা দিলেন, "ইহাকে অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড দাও।" ভৃত্যদের কেহ কেহ বলিল, "এটা রাজার শত্রু। ইহাকে উদূখলে ফেলিয়া মুষলের আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করা কর্ত্তব্য।" কেহ কেহ বলিল, "এটাকে তিন প্রকার পাকে রান্ধিয়া খাওয়া যাউক।"[১] কেহ কেহ বলিল, "এটাকে জলন্ত অঙ্গারে দগ্ধ করা উচিত," কেহ কেহ বলিল "এটাকে একটা কটাহে ফেলিয়া পাক করা যাউক।" একজন অমাত্য জল ভয় করিতেন; তিনি বলিলেন, "এটাকে যমুনার আবর্ত্তে ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য; সেখানে এ নিশ্চয় মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইবে। কোন দণ্ডই ইহা অপেক্ষা কঠোরতর হইতে পারে না।" তাঁহার কথা শুনিয়া কচ্ছপ মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক বলিল, "ওগো মহাশয়গণ, আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, আপনারা আমার জন্য এইরূপ দণ্ড ব্যবস্থা করিতেছেন? আমি অন্য দণ্ড সহ্য করিতে পারি; কিন্তু আপনারা শেষে যে দণ্ডের কথা বলিলেন, তাহা যে বড়ই কঠোর। দোহাই আপনাদের; আপনারা এরূপ দণ্ডের নামটী পর্য্যন্ত করিবেন না।" ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "তবে ইহাকে এই দণ্ড দেওয়াই আবশ্যক।" তখন তাঁহার আদেশে লোকে কচ্ছপটাকে যমুনার আবর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করিল। একটা জলপ্রবাহ নাগভবনের দিকে ছুটিতেছিল; কচ্ছপ তাহা পাইয়া নাগালয়ে উপনীত হইল। ধৃতরাষ্ট্র নাগরাজের পুত্রকন্যাগণ ঐ জলপ্রবাহে কেলি করিতেছিল; তাহারা কচ্চপকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "ধর ত ঐ দাসটাকে।" কচ্ছপ ভাবিল, 'অহো, আমি বারাণসীরাজের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া এখন কি না এই সকল নিষ্টুরস্বভাব নাগদিগের হাতে

---

[১]। "তীহি পাকেহি পচিত্বা"—ইংরাজী অনুবাদে ইহার অর্থ করা হইয়াছে "cooking it three times over" অর্থাৎ তিনবার রান্ধিবার প্রয়োজন কি? আমার বোধ হয়, কতক পোড়াইয়া, কতক ভাজিয়া, কতক দিয়া সুপব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া, এইরূপ অর্থ সুসঙ্গত হয়।

পড়িলাম! কি উপায়ে এখন উদ্ধার পাইব?' কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সে ভাবিল, 'বেশ একটা উপায় আছে।' সে মিথ্যা করিয়া বলিল, "তোমরা নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের পার্শ্বচর হইয়া কেন এমন দুর্ব্বাক্য বলিতেছ? আমার নাম চিত্রচূড় কচ্ছপ। আমি বারাণসী রাজের দূত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে আসিয়াছি। আমাদের রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁহার কন্যা দান করিবার অভিপ্রায়ে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। তোমরা আমাকে লইয়া ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎকার করাও।" কচ্ছপের কথায় নাগদিগের মন নরম হইল; তাহারা উহাকে ধৃতরাষ্ট্রের প্রাসাদে লইয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল। ধৃতরাষ্ট্র আদেশ দিলেন, "তাহাকে এখানে আনয়ন কর।" কচ্ছপকে দেখিয়া কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র বিরক্ত হইলেন; তিনি বলিলেন, "যাহার ঈদৃশ কদাকার ও ক্ষুদ্রকায়, তাহারা কি কখনও দৌত্য সম্পাদন করিতে পারে?" কচ্ছপ বলিল, "রাজারা কি তবে তালপ্রমাণ দেহ খুঁজিয়া দূত নিযুক্ত করিবেন? ক্ষুদ্রকায়ই হউক, আর মহাকায়ই হউক, তাহাতে কিছু আছে যায় না; কর্ম্মসম্পাদন করিবার সামর্থ্যই হইতেছে মূল কথা। মহারাজ, আমাদের রাজার বহু দূত আছে;-মনুষ্যদূতেরা স্থলে, পক্ষিদূতেরা আকাশে এবং আমি জলে তাঁহার কার্য্যসম্পাদনে নিরত? আমি বিশিষ্ট পদে নিযুক্ত এবং রাজার প্রিয়পাত্র। আমার নাম চিত্রচূড়। অতএব, মহারাজ, উপহাস করিবেন না। কচ্ছপ এইরূপ আত্মগুণ বর্ণনা করিলে ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাজা তোমাকে কি অভিপ্রায়ে পাঠাইয়াছেন?' 'মহারাজ, রাজা বলিয়াছেন, আমি জম্বুদ্বীপের সকল রাজার সহিত মিত্রতা-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছি। এখন নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত মিত্রতা করিবার উদ্দেশ্যে আমার কন্যা সমুদ্রজাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিব।" এই প্রস্তাব উত্থাপন করিবার জন্য তিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন। আপনি কালক্ষেপ না করিয়া আমার সঙ্গেই আপনার বিশ্বস্ত নাগদিগকে প্রেরণ করুণ এবং বিবাহের দিন স্থির করিয়া রাজকন্যার পতি হউন।

কচ্ছপের কথায় ধৃতরাষ্ট্র সন্তুষ্ট হইলেন; তিনি উহার আদর অভ্যর্থনা করিলেন এবং উহার সঙ্গে যাইবার জন্য চারিজন নাগযুবক পাঠাইলেন। তিনি বলিয়া দিলেন, "তোমরা গিয়া রাজার আদেশ শুনিয়া বিবাহের দিন স্থির করিয়া আইস।" তাহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া কচ্ছপকে লইয়া নাগভবন হইতে প্রস্থান করিল। যমুনা ও বারাণসীর অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশে একটা পদ্মসরোবর ছিল। তাহা দেখিয়া কচ্ছপ কোন একটা উপায়ে পলায়ন করিবার ইচ্ছায় বলিল, "ওহে নাগমাণবগণ, আমাদের রাজা, রাজপুত্র ও রাজমহিষীগণ আমাকে জল হইতে উঠিয়া রাজভবনে যাইতে দেখিয়া বলিয়া থাকেন, "আমাদিগকে পদ্ম দাও, বিসমূল দাও।" অতএব আমি তাঁহাদের জন্য সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইব। তোমরা আমাকে এখানে ছাড়িয়া দাও; আমার সঙ্গে পথে আর দেখা না

হইলেও তোমরা অগ্রে গিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎকার কর; আমাকে সেখানেই দেখিতে পাইবে।" নাগযুবকগণ কচ্ছপের কথা বিশ্বাস করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল; সে তৎক্ষণাৎ জলে ডুব দিয়া রহিল।

নাগবালকেরা কচ্ছপকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিল, 'বোধ হয়, সে রাজার নিকটেই গিয়াছে।' তাহারা মানববালকের বেশে রাজার সকাশে উপস্থিত হইল। রাজা তাহাদিগের অভ্যর্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ?" তাহারা বলিল, 'আমারা নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট হইত আসিতেছি।' "কি উদ্দেশ্যে?" "মহারাজ, আমরা তাঁহার ধূত; তিনি আপনার অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আপনি যাহা চান, তিনি আপনাকে তাহাই দিবেন; আপনি আপনার কন্যা সমুদ্রজাকে আমাদের রাজার পাদচারিকা করুন।

১. ধৃতরাষ্ট্র নাগরাজ, —"প্রাসাদের তাঁহার আছে যতক রতন
সমস্তই পাবে তুমি; নিজ দুহিতায় কর তাঁহারে অর্পণ।"

ইহা শুনিয়া রাজা দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

২. নাগকুলে কন্যাদান করে নি কস্মিনকালে এ কুলের কোন নরপতি;
অসঙ্গত এ বিবাহ; কি প্রকারে বল, শুনি, দিব আমি ইহাতে সম্মতি?

রাজার উত্তর শুনিয়া নাগবালকেরা বলিল, "যদি ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন আপনি অশ্লাঘাকর মনে করেন, তবে আপনার পরিচারক চিত্রচূড় নামক কচ্ছপের মুখে বলিয়া পাঠাইলেন কেন যে, তাঁহাকে আপনার সমুদ্রজানাম্নী কন্যাদান করিবেন? এইরূপে দূত পাঠাইয়া এখন আমাদের রাজার অবমাননা করিলে আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহা আমরা দেখিয়া লইব।' ইহা বলিয়া তাহারা দুইটী গাথায় রাজকে তর্জ্জন করিল :

৩. হারাইবে প্রাণ, নৃপ; এ বিশাল রাজ্য তবনিশ্চয় হবে ছারখার;
ক্রুদ্ধ হ'লে নাগগণ অচিরে বিনষ্ট হয় নর যাহা সদৃশ তোমার।

৪. ঋদ্ধিহীন নর তুমি; কি সাহসে কর তবু যামুন নাগের অপমান?[১]
বরুণের পুত্র তিনি, নাগকুল-অধিপতি, ত্রিলোক বিখ্যাত, ঋদ্ধিমান।

ইহার উত্তরে রাজা দুইটী গাথা বলিলেন :

৫. ধৃতরাষ্ট্র যশোবান; নাগকুল-অধীশ্বর জানি আমি তাহা বিলক্ষণ;
বুঝেছ তোমরা ভুল; অপমান আমি তাঁর করিতে কি পারি হে কখন?

৬. অসীম তাঁহার ঋদ্ধি; তথাপি উরগ তিনি;সমুদ্রজা উচ্চকুল-জাতা;
বিদেহ ক্ষত্রিয় কুলে[১] জন্ম যার, তার পক্ষে সর্প পতি অযোগ্য সর্ব্বথা।

---

[১]। ধৃতরাষ্ট্র নাগযমুনার জাত বলিয়া যামুন (যামুনেয়) নামে বর্ণিত। ললিত বিস্তরে বরুণকে 'নাগরাজ' বলা হইয়াছে।

রাজার কথায় নাগবালকদিগের ইচ্ছা হইল যে, তাঁহাকে সেইখানেই নাসাবাদ দ্বারা নিহত করে; কিন্তু তাহারা ভাবিল, 'আমরা বিবাহের দিন স্থির করিতে আসিয়াছি। আমাদের পক্ষে এই রাজার প্রাণসংহার করিয়া ফিরিয়া যাওয়া অসঙ্গত। গিয়া আমাদের রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি; তাহার পর যাহা করিতে হয়, বুঝা যাইবে।' তাহারা মনে মনে এই কথা স্থির করিয়া সেইখানেই অন্তর্হিত হইল এবং ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গেল। ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসগণ, তোমরা রাজকন্যাকে লাভ করিতে পারিলে কি?" তাহারা ক্রোধবশে উত্তর দিল, "মহারাজ, আপনি আমাদিগকে অকারণ কেন যেখানে সেখানে প্রেরণ করেন? যদি আমাদিগকে প্রাণে মারিতে চান, তবে এখনই মারুন না কেন? সে রাজা আপনাকে গালি দিল, নিন্দা করিল, জাত্যভিমানবশতঃ সে নিজের কন্যাকে স্বর্গে তুলিতে চাই।" ফলতঃ বারাণসীরাজ যাহা বলিয়াছিলেন এবং যাহা না বলিয়াছিলেন তাহারা এমন ভাবে সাজাইয়া গুজাইয়া নাগরাজকে নানা কথা শুনাইল যে, তিনি নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি নিজের অনুচরদিগের সমবেত করিবার আজ্ঞা দিলেন :

৭. কম্বলাশ্বতর-আদি[২] যেখানে যে আছে নাগ, অবিলম্বে করুক উত্থান;
যা'ক ত্বরা কাশীধামে; কিন্তু সেথা কভু যেন করে না ক বধ কার(ও) প্রাণ।

ইহা শুনিয়া নাগেরা জিজ্ঞাসা করিল, "যদি মানুষ বধ না করিতে পারি, তবে সেখানে গিয়া কি করিব?" 'তোমরা গিয়া এই কর, আমি গিয়া এই করিব,' ইহা বুঝাইবার জন্য নাগরাজ দুইটী গাথা বলিলেন :

৮. লোকের আলয়ে, পথে জলাশয়ে, বৃক্ষাগ্রে, তোরণ হ'য়ে প্রলম্বিত,
বিস্তারি বিশাল নিজ নিজ দেহ করুক সকলে ফণ উত্তোলিত।

৯. আমি গিয়া নিজে এই সর্ব্বশ্বেত শরীরের ভোগে সপ্তধাবেষ্টন
করি সুবিশাল বারাণসীপুরী; দেখি মহাভয় পাবে সর্ব্বজন।

নাগগণ তাহাই করিল।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১০. শুনি এ আদেশ নাগ নানাবিধ বারাণসীধামে করিল প্রয়াণ,
নাগেশের আজ্ঞা স্মরি কিন্তু তারা দন্তাঘাতে কার(ও) না বাধিল প্রাণ।

১১. লোকের আলয়ে, পথে জলাশয়ে, বৃক্ষাগ্রে, তোরণে হ'য়ে প্রলম্বিত,
বিস্তারি বিশাল নিজ নিজ দেহ করিল সবায় ভয়ে কম্পান্বিত।

---

[১]। বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মদত্ত বারণসীর রাজা হইলেও বিদেহ-কুলজাত বলিয়া গর্ব্ব করিতেন।

[২]। বুঝিতে হইবে যে, কম্বল, অশ্বতর, প্রভৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন নাগজাতির নাম।

১২. ফণ তুলি সাপ করে ফোঁস ফোঁস, দেখি মহাভয় পায় নারীগণ,
কান্দে উচ্চৈঃস্বরে বার বার তারা, বলে, "এই বার গেল রে জীবন।"
১৩. বারাণসীবাসী পেয়ে মহাভয় কাতর বচনে বাহু তুলি কয়,
এখনি দুহিতা করি সম্প্রদান নাগেশ প্রসন্ন কর, মহাশয়।

রাজা শুইয়া নগরবাসীদিগের এবং নিজের ভার্য্যাদিগের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন; এদিকে সেই নাগমাণবক চতুষ্টয়ও তাঁহাকে তর্জ্জন করিতে লাগিল। কাজেই তিনি মরণভয়ে তিনবার প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আমার কন্যা সমুদ্রজাকে ধৃতরাষ্ট্রের হস্তে সমর্পণ করিব।" ইহা শুনিয়া সমস্ত নাগ গব্যূতিপ্রমাণ স্থান হঠিয়া গেল এবং সেখানে দেবপুরীর ন্যায় একটী পুরী নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাহারা এই পুরী হইতে রাজার নিকট উপহার প্রেরণ করিল এবং যাহারা তাঁহাকে কন্যা পাঠাইতে বলিল। রাজা নাগরাজের উপহার গ্রহণ করিলেন, এবং উহা আনয়ন করিয়াছিল, তাহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা যাও; আমি অমাত্যদিগকে সঙ্গে দিয়া কন্যা পাঠাইতেছি।" অনন্তর তিনি কন্যাকে ডাকাইয়া তাহাকে লইয়া প্রাসাদের উপর উঠিলেন এবং জানালা খুলিয়া বলিলেন, "মা, ঐ যে সুন্দর নগর দেখিতেছ, তুমি নাকি উহার একজন রাজার অগ্রমহিষী হইবে। ঐ নগর বেশী দূরে নয়; চিত্তের উৎকণ্ঠা জন্মিলে অক্লেশেই তুমি এখানে আসিতে পারিবে। এখন ঐ নগরে গমন কর।" কন্যাকে এইরূপে বুঝাইয়া তিনি তাঁহার মস্তক ধৌত করাইলেন, এবং তাঁহাকে সর্ব্ববিধ অলঙ্কার পরাইলেন। নাগবরগণ প্রত্যুদ্‌গমনপূর্ব্বক মহাসমারোহে রাজকন্যার অভ্যর্থনা করিলেন। অমাত্যেরা নগরে প্রবেশ করিয়া নাগরাজকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন এবং প্রচুর ধন পাইয়া বারণসীতে ফিরিয়া গেলেন। নাগেরা রাজকন্যাকে প্রাসাদে তুলিয়া অলঙ্কৃত দিব্যশয্যায় শয়ন করাইল; নাগকন্যাগণ সেই সময়েই কুব্জাদির রূপ ধারণপূর্ব্বক মনুষ্য পরিচারিকার ন্যায় তাঁহার সেবায় নিরত হইল। রাজকন্যা দিব্যশয্যায় শয়ন করিয়া দিব্যস্পর্শের প্রভাবে অবিলম্বে নিদ্রিত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে লইয়া নাগপরিজনসহ সেখানেই অন্তর্হিত হইয়া নাগলোকে চলিয়া গেলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর রাজকন্যা অলঙ্কৃত দিব্যশয্যা, সুবর্ণ মণিময় রমণীয় উদ্যান ও পুষ্করিণী, এবং দেবপুরীর ন্যায় মনোহর নাগভবন দেখিয়া কুব্জাদি পরিচারিকাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই নগর অতীব অলঙ্কৃত; ইহা আমাদের নগরের ন্যায় নহে; এ নগর কাহার?" তাহারা বলিল, "দেবি, এই নগর আপনার স্বামীর সম্পত্তি; যাহারা অল্পপুণ্য, তাহারা এরূপ সম্পত্তি লাভ করিতে পারেনা। মহাপুণ্যের ফলেই ইহা ভোগ করা যায়।" এ দিকে ধৃতরাষ্ট্র পঞ্চশতযোজন ব্যাপী নাগলোকে সর্ব্বত্র ভেরীবাদন দ্বারা ঘোষণা করিলেন, "যদি কেহ সমুদ্রজার সম্মুখে সর্পরূপে দেখা দেয়, তবে তাহার কঠোর

দণ্ড হইবে।” এই আদেশবশতঃ নাগদিগের কাহারও সমুদ্রজাকে সর্পরূপে দেখা দিতে সমর্থ্য রহিল না। সমুদ্রজা ভাবিলেন, ‘আমি মনুষ্যলোকেই আছি’; এবং এই বিশ্বাসে পতির সহিত পরম সম্প্রীতভাবে বাস করিতে লাগিলেন।

নগরখণ্ড সমাপ্ত।

(২)

কালসহকারে ধৃতরাষ্ট্রের নবীনা মহিষী গর্ভবতী হইলেন এবং একটী পুত্র প্রসব করিলেন। শিশুটীর সুন্দর রূপ দেখিয়া তাহার নাম রাখা হইল সুদর্শন। ইহার পর তাঁহার আর এক পুত্র জন্মিল; তাহার নাম হইল দত্ত[১]। পুনর্ব্বার আর একটী পুত্র জন্মিল; তাহার নাম হইল সুভগ। শেষে আরও একটী পুত্র জন্মিল; তাহার নাম হইল অরিষ্ট। পর পর চারিটি পুত্র প্রসব করিয়াও সমুদ্রজা জানিতে পারিলেন না যে, তিনি নাগভবনে আছেন। অনন্তর কেহ কেহ অরিষ্টকে বলিল যে, তাহার মাতা নাগী নহেন। ইহা সত্য কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য অরিষ্ট’ এক দিন স্তন্যপানকালে সর্পশরীর গ্রহণ করিয়া লাঙ্গুলদ্বারা মাতার পাদপৃষ্ঠে আঘাত করিল। সমুদ্রজা তাহার সর্পদেহ দেখিয়া মহাভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং অরিষ্টকে ভূতলে ফেলিয়া নখদ্বারা তাহার একটা চক্ষুতে খোঁচা দিলেন। চক্ষুর ক্ষতস্থান হইতে রক্ত বাহির হইল। এদিকে, সমুদ্রজার চীৎকার শুনিয়া নাগরাজ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং অরিষ্টের কৃতকার্য্যের কথা শুনিয়া “ধর্‌ ত দাসটাকে; এখনই উহাকে যমালয়ের পাঠাইয়া দি” এইরূপ তর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিয়া গেলেন। নাগরাজ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন দেখিয়া সমুদ্রজা পুত্রস্নেহবশতঃ বলিলেন, “স্বামীন! বাছার একটা চক্ষু বিদ্ধ হইয়াছে; উহাকে ক্ষমা করুন।” তিনি এই কথা বলিলে নাগরাজ ভাবিলেন, ‘তবে আমি আর কি করিতে পারি?’ তিনি অরিষ্টের অপরাধ ক্ষমা করিলেন। সমুদ্রজা ঐ দিন বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি নাগভবনে আছেন। এই সময় হইতে অরিষ্টের নাম হইল কাণারিষ্ট।

কালক্রমে নাগরাজের পুত্র চারিটী প্রাপ্তবয়স্ক এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্ণয়ক্ষম হইলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে শতযোজনব্যাপী এক একটী রাজ্যাংশ দান করিলেন। কুমারেরা ঐশ্বর্য্যভোগ করিতে লাগিলেন; ষোড়শসহস্র নাগকন্যা তাঁহাদের প্রত্যেকের পরিচর্য্যায় রত হইল। তাঁহাদের পিতার রাজ্যের পরিমাণ এখন মাত্র এক শত যোজন হইল। কুমারদিগের মধ্যে তিন জন প্রতিমাসে এক বার মাতাপিতাকে দেখিতে যাইতেন। বোধিসত্ত্ব কিন্তু প্রতিপক্ষে এক বার

---

[১]। ‘দত্ত’ নামক নাগরাজপুত্রই বোধিসত্ত্ব।

যাইতেন, নাগলোকে কোন কঠিন প্রশ্ন উঠিলে তাহার সমাধান করিতেন, পিতার সঙ্গে বিরূপাক্ষ[১] মহারাজকে অভিবাদন করিতে যাইতেন; তাঁহার সমক্ষে কোন প্রশ্ন উঠিলেও তাহার মীমাংসা করিতেন। এক দিন বিরূপাক্ষ নাগপরিষৎ সঙ্গে লইয়া ত্রিদশালয়ে গমনপূর্ব্বক শক্রকে বন্দনা করিয়া সভাসীন হইয়াছেন, এমন সময়ে দেবতাদিগের মধ্যে একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। উৎকৃষ্ট পল্যঙ্কাধিষ্ঠিত বোধিসত্ত্ব ব্যতীত আর কেহই তাহার উত্তর দিতে পারিলেন না। ইহাতে প্রীত হইয়া দেবরাজ দিব্যগন্ধপুষ্পাদিদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন এবং বলিলেন, "দত্ত, তোমার প্রজ্ঞা পৃথিবীর ন্যায় বিপুলা; অতএব এখন হইতে তোমার নাম হউক ভূরিদত্ত।" এইরূপে, দেবরাজের নির্দ্দেশমত, দত্ত 'ভূরিদত্ত' আখ্যা লাভ করিলেন।

অতঃপর ভূরিদত্ত শক্রের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য দেবলোকে যাইতে লাগিলেন। সেখানে অলঙ্কৃত বৈজয়ন্ত প্রাসাদ, দেবতা ও অপ্সরোগণপরিকীর্ণ শক্রপুরী এবং শক্রের প্রভূত ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তিনি দেবলোকলাভের স্পৃহা করিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'মণ্ডূকভক্ষ্যনাগজীবনে কি ফল? আমি নাগলোকে গিয়া পোষধব্রত পালন করিব এবং যাহাতে এই দেবলোকে জন্মান্তর লাভ করিতে পারি, তাহার জন্য যত্নবান হইব।' মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া ভূরিদত্ত নাগলোকে ফিরিয়া মাতাপিতাকে বলিলেন, "আমি পোষধব্রত পালন করিতে চাই।" তাঁহারা বলিলেন, "বৎস, ইহা অতি সাধুসঙ্কল্প; কিন্তু বাহিরে না গিয়া এই নাগালয়েরই কোন নিভৃত বিমান ব্রতপরায়ণ হও। বাহিরে গেরে নাগদিগের মহাবিপদ আশঙ্কা।" ভূরিদত্ত 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহাদের আদেশ পালন করিবার অঙ্গীকার করিলেন। তিনি নাগলোকেরই একটী অধিবাসিহীন বিমানে পোষধব্রতপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সেখানে নাগকন্যাগণ নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র হস্তে লইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত। এই জন্য বুঝিতে পারিলেন যে, নাগলোকে বাস করিলে তাঁহার ব্রত সফল হইবে না। কাজেই তিনি মনুষ্যলোকে গিয়া পোষধী হইতে সঙ্কল্প করিলেন; কিন্তু পাছে তাঁহার মাতাপিতা বারণ করেন, এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহাদিগকে কিছু জানাইলেন না; কেবল নিজের ভার্য্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, আমি মনুষ্যলোকে যাইতেছি। সেখানে যমুনাতীরে একটা বিশাল ন্যগ্রোধ তরু আছে। তাহার অদূরে একটা বল্মীকের উপরি দেহ কুণ্ডলিত করিয়া আমি চতুরঙ্গসমন্বিত পোষধ[২]

---

[১]। বিরূপাক্ষ- ইনি চতুর্মহারাজের অন্যতম। প্রথমখণ্ডে ৭০ম পৃষ্ঠে পাদটীকরা দ্রষ্টব্য।

[২]। চতুরঙ্গসমন্বিত পোষধ কি? চতুর্থখণ্ডে সুরুচি জাতকে (৪৮৯) অষ্টাঙ্গ পোষধের উল্লেখ আছে—তাহার অর্থ এই যে, পোষধী অষ্টশীল পালন করেন। দ্বিতীয় খণ্ডে ধর্ম্মধ্বজ-জাতকে

অবলম্বনপূর্ব্বক শুইয়া শুইয়া ব্রত পালন করিব। সমস্ত রাত্রি এইরূপে পোষধ পালন করিতে করিতে যখন সূর্য্যোদয় হইবে, তখন প্রতিবারে তোমার দশ দশ জন পরিচারকা যেন বাদ্যযন্ত্র হস্তে লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হয়; আমাকে গন্ধ ও পুষ্পদ্বারা পূজা করে; এবং গান করিয়া ও নৃত্য করিয়া আমাকে লইয়া নাগভবনে ফিরিয়া আসে।” ভার্য্যাকে ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব সেই বল্মীকাগ্রে কুণ্ডলিত দেহে চতুরঙ্গসমন্বিত পোষধব্রত গ্রহণ করিলেন। তাঁহার দেহটী লাঙ্গলশীর্ষপ্রমাণ[১] হইল। তিনি বলিলেন, “যে আমার চর্ম্ম, স্নায়ু, বা অস্থি, বা রুধির চায়, সে তাহা গ্রহণ করুক।”

বোধিসত্ত্ব বল্মীকাগ্রে শয়ন করিয়া রাত্রিকালে পোষধ পালন করিতেন, এবং পর দিন অরুণোদয়কালে নাগকন্যারা গিয়া পূর্ব্বনির্দ্দেশমত কার্য্যসম্পন্ন করিয়া তাঁহাকে নাগলোকে লইয়া যাইত। তিনি বহুকাল এই নিয়মে পোষধ পালন করিলেন।

পোষধখণ্ড সমাপ্ত।

(৩)

তৎকালে বারাণসী নগরের দ্বারসন্নিহিত কোন গ্রামবাসী এক ব্রাহ্মণ সোমদত্ত-নামকপুত্রকে সঙ্গে লইয়া বনে যাইত, শূল, যন্ত্র, পাশ, বাগুরা ইত্যাদি খাঁাইয়া মৃগ বধ করিত, বাঁকে তুলিয়া ঐ সকল মৃগের মাংস নগরে লইয়া যাইত এবং তাহা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সে এক দিন একটা গোধার শাবক পর্য্যন্ত মারিতে না পারিয়া পুত্রকে বলিল, “বৎস সোমদত্ত, যদি খালি হাতে ফিরিয়া যাই, তোর মা ত তবে চটিয়া লাল হইবে। দেখা যাউক; যা কিছু পাই, লইয়া যাইতে হইবে।” ইহা বলিয়া সে বোধিসত্ত্বের পোষধস্থান সেই বল্মীকের নিকট উপস্থিত হইল, এবং যে সকল মৃগ জলপানের জন্য যমুনায় অবতরণ করিত, তাহাদের পদচিহ্ন দেখিয়া বলিল, “বৎস, মৃগদিগের চলিবার পথ দেখা যাইতেছে; তুই ফিরিয়া দাঁড়া; কোন মৃগ জল পান করিতে আসিলে আমি তাহাকে বিদ্ধ করিব।” ইহা বলিয়া সে ধনু লইয়া এক বৃক্ষমূলে বসিয়া মৃগ

---

(২২০) চতুর্ব্বিধ উৎকৃষ্টগুণের বর্ণনা আছে—অসূয়াত্যাগ, মদ্যত্যাগ, আসক্তিত্যাগ ও ক্রোধত্যাগ। বিদুরপণ্ডিত-জাতকের (৫৪৫) প্রথমে ইন্দ্রাদি চারি জনের যে পোষধের কথা আছে; তাহাতেও চতুরঙ্গ পোষধের পরিচয় পাওয়া যায়। চতুর্থখণ্ডে চতুম্পোষধিক নামক (৪৪১) একটী জাতক আছে; কিন্তু উহাতে কোন আখ্যায়িকা নাই; “পূর্ণক” নামক একটী জাতকের উপর বরাত দেওয়া আছে। জাতকার্থবর্ণনায় কিন্তু পূর্ণকনামক কোন জাতক পাওয়া যায় না।

[১]। ‘নাঙ্গলসীসমত্তং’। ‘লাঙ্গুলসীসমত্তং’ এই পাঠ গ্রহণ করিলে অর্থ হয়, তাঁহার দেহটী এত ছোট করিলেন যে, উহাতে যেন কেবল মাথাটা ও লেজটা থাকিল।

আসে কি না, দেখিতে লাগিল। অনন্তর, সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটা মৃগ জল পান করিতে আসিল; ব্রাহ্মণ তাহাকে শরবিদ্ধ করিল; মৃগটা কিন্তু সেখানেই পড়িয়া গেল না; শরাঘাতে ব্যথা পাইয়া পলাইতে লাগিল; তাহার ক্ষতস্থান হইতে রক্ত ছুটিল; পিতাপুত্র উভয়েই তাহার অনুধাবন করিল; শেষে মৃগটা যখন অবসন্ন হইয়া ভূতলে পরিল, তখন তাহারা উহার মাংস লইয়া বনের বাহির হইল। তাহারা যখন সেই ন্যগ্রোধবৃক্ষের নিকটে পৌঁছিল, তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছিল। তাহারা বলিল, "এ অসময়ে ত আর অগ্রসর হওয়া যায় না; রাত্রিটা এখানেই থাকা যাউক।" তাহারা মাংসগুলি একস্থানে রাখিয়া বৃক্ষে আরোহণ করিল এবং উহার বিটপান্তরে শুইয়া রহিল।

প্রভাতে ব্রাহ্মণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে মৃগের শব্দ শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইল; এমন সময় নাগকন্যারা আসিয়া বোধিসত্ত্বের জন্য পুষ্পাসন সজ্জিত করিল; বোধিসত্ত্ব সর্পদেহ পরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বাভরণবিভূষিত দিব্যদেহ ধারণ করিলেন, এবং ঐ আসনে শক্রলীলায় উপবিষ্ট হইলেন। তখন নাগকন্যারা গন্ধমাল্য দিয়া তাঁহার পূজা করিল এবং দিব্য তূর্য্যধ্বনিসহকারে নৃত্যগীত করিতে লাগিল। ঐ শব্দ শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিল, "এ লোকটা কে রে? ইহার পরিচয় জানিতে হইতেছে।" সে পুত্রকে বলিল, "ওঠ্, বাবা।" কিন্তু ইহা বলিয়াও সে তাহাকে জাগাইতে পারিল না; বলিল "থাকুক শুয়ে; বোধ হয় বড় ক্লান্ত হইয়াছে; আমিই গিয়া পরিচয় লই।" সে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিল, এবং বোধিসত্ত্বের নিকটে গেল। তাহাকে দেখিয়া নাগকন্যারা বাদ্যযন্ত্রাদিসহ ভূগর্ভে প্রবেশপূর্ব্বক নাগভবনে চলিয়া গেল। বোধিসত্ত্ব সেখানে একাকী রহিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুইটী গাথায় প্রশ্ন করিল :

১৪. ব্যঢ়োরস্ক, বৃষস্কন্ধ কে হে তুমি আছ বসি
কুসুমোপহার-বিভূষিত এই বনে?
লোহিত বরণ তব নয়নযুগল হেরি
বড়ই বিস্ময় মোর উপজিছে মনে।
সুন্দর বসন পরা, সুবর্ণ কেয়ূর ধরা
দশটী রমণী তব নিরতা সেবায়;
কে তুমি? কি নাম ধর? কোথায় বসতি কর?
সত্য করি দাও মোরে আত্মপরিচয়।

১৫. কে হে তুমি, মহাবাহু, রয়েছ এ বনে বসি
উজলিয়া দশ দিক, উজলে যেমন
ঘৃতের আহুতি পেয়ে দীপ্ত হুতাশন।

মহেশাখ্য[১] দেব তুমি কিংবা অন্য কোন দেব?
কিংবা কোন নাগরাজ মহাঋদ্ধিমান?
বল সত্য; কর আত্মপরিচয় দান।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি শক্রাদি দেবতাদিগের মধ্যে এক জন, এইরূপ আত্মপরিচয় দিলেও ব্রাহ্মণ তাহা বিশ্বাস করিবে; কিন্তু আজ আমাকে সত্যই বলিতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া, তিনি যে নাগ, এই পরিচয় দিবার জন্য বলিলেন :

১৬. নাগ আমি ঋদ্ধিমান, তেজস্বী দুরতিক্রম,
ক্রুদ্ধ হয়ে দংশি যদি, বিষে তৎক্ষণাৎ
সুসমৃদ্ধ জনপদ হয় ভস্মসাৎ!

১৭. সমুদ্রজা মাতা মোর; ধৃতরাষ্ট্র জন্মদাতা;
অগ্রজ আমার নাগবর সুদর্শন;
ভূরিদত্ত নাম মোর জানে সর্ব্বজন।

ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব আবার ভাবিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ কোপন ও পরুষ; হয়ত এ কোন অহিতুণ্ডিককে সংবাদ দিয়া আমার পোষধকর্ম্মের ব্যাঘাত ঘটাইবে। অতএব নাগভবনে লইয়া গিয়া মহাসমারোহে ইহার আদর অভ্যর্থনা করা যাউক এবং ইহাকে প্রচুর ঐশ্বর্য্য দেওয়া যাউক; এই উপায়ে আমার পোষধব্রত অব্যাহত থাকিবে।' মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "নাগভবন রমণীয় স্থান; চল, সেখানে যাই; সেখানে তুমি মহাসমারোহে অভ্যর্থিত হইবে এবং প্রচুর ধনরত্ন উপহার পাইবে।" ব্রাহ্মণ বলিল, "প্রভো; আমার একটী পুত্র আছে; সেও যদি সঙ্গে যায়, তবে যাইতে পারি।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন; "যাও, তোমার পুত্রকে লইয়া আইস।" অনন্তর তিনি দুইটী গাথায় নাগভবন বর্ণন করিলেন :

১৮. ঐ যে যমুনাগর্ভে অতি ভয়ানক
দেখিতেছ সদাবর্ত্তহ্রদ নীলোদক,
দিব্য মম বাসস্থান উহার(ই) ভিতরে;
বহু বহু নাগ তথা সুখে বাস করে।

১৯. অরণ্যের মাঝে হের, কি শোভা সুন্দর
নীলাম্বুবাহিনী এই নদী যমুনার;
ময়ুর ক্রৌঞ্চের নাদে তট নিনাদিত;
পশ এ নদীর গর্ভে না হইয়া ভীত।

---

[১]। মহেসাক্‌খ-মহা+ঈস+আখ্যা; মহাবিভূতিসম্পন্ন।

ধার্ম্মিক যাঁহারা, সাধুব্রত-পরায়ণ,
না হন তাঁহারা কভু অশিবভাজন।

ব্রাহ্মণ গিয়া পুত্রকে এই সকল কথা বলিল এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া মহাসত্ত্বের নিকট ফিরিল। মহাসত্ত্ব তাহাদের দুই জনকেই লইয়া যমুনাতীরে গমন করিলেন এবং সেখানে দাঁড়াইয়া বলিলেন :

২০. সঙ্গে লয়ে পুত্র আর অনুচরগণ
নাগালয়ে যবে তুমি করিবে গমন,
সর্ব্ব কাম্যবস্তু দিয়া পূজিব তোমায়;
থাকিবে পরমসুখে ব্রাহ্মণ সেথায়!

ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব পিতাপুত্র উভয়কেই নিজ অনুভাববলে নাগলোকে লইয়া গেলেন। তাহারা সেখানে দিব্যভাব প্রাপ্ত হইল; মহাসত্ত্ব তাহাদিগকে দিব্য সম্পত্তি প্রদান করিলেন, তাহাদের প্রত্যেকের পরিচর্য্যার জন্য চারিসহস্র নাগকন্যা নিয়োজিত করিয়া দিলেন; তাহারা সেখানে মহাসম্পত্তি লাভ করিল। বোধিসত্ত্ব অপ্রমত্তভাবে পোষধকর্ম্ম সম্পাদন করিতে লাগিলেন; তিনি প্রতিপক্ষে মাতাপিতার চরণ দর্শন করিতে যাইতেন; সেখানে ধর্ম্মকথা বলিয়া ব্রাহ্মণের নিকট ফিরিতেন, তাহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিতেন 'তোমার যাহা আবশ্যক হয়, তাহাই আদেশ করিবে। তুমি অনুৎকণ্ঠিত মনে সুখ ভোগ কর।' অতঃপর সোমদত্তকেও অভিবাদনপূর্ব্বক নিজালয়ে ফিরিতেন।

ব্রাহ্মণ নাগালয়ে এইরূপে এক বৎসর অতিবাহিত করিল। অতঃপর পুণ্যক্ষয়বশতঃ তাহার মনে উৎকণ্ঠা জন্মিল; সে নরলোকে ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হইল; তাহার নিকট নাগভবন নরকবৎ, অলঙ্কৃত প্রাসাদ কারাগারবৎ, অলঙ্কৃতা নাগকন্যাগণ যক্ষীবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সে ভাবিল, 'আমি ত বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি; একবার সোমদত্তের মন পরীক্ষা করিয়া দেখি।' সে সোমদত্তের নিকট গিয়া বলিল, "বৎস, তোমার মনে উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে কি?" সোমদত্ত বলিল, 'উৎকণ্ঠিত হইব কেন? আপনি বুঝি উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন?' "হাঁ বৎস; আমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।" "ইহার কারণ কি?" "তোমার মাতার ও সহোদরসহোদরার অদর্শনবশতঃ। চল, বৎস সোমদত্ত; আমরা নরলোকে ফিরিয়া যাই।" "না বাবা, আমি যাইব না।" কিন্তু ব্রাহ্মণ পুনঃ পুনঃ বলিলে সোমদত্ত শেষে "যে আজ্ঞা" বলিয়া যাইতে সম্মত হইল। তখন ব্রাহ্মণ ভাবিল, "পুত্রের ত মন পাইলাম; কিন্তু ভূরিদত্তকে যদি বলি যে, আমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, তবে সে আমার আদর যত্ন আরও বেশী করিবে; তখন ত আমার যাওয়া ঘটিবে না।" তবে একটা উপায় আছে। আমি নাগলোকের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিব, 'তুমি এরূপ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া মনুষ্যলোকে গিয়া

পোষধ পালন কর, ইহার কারণ কি?’ সে উত্তর দিবে, স্বর্গলাভের জন্য।’ আমি বলিব, ‘তুমি যখন ঈদৃশ সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া স্বর্গলাভের জন্য পোষধ পালন কর, তখন আমাদের পক্ষে ত এইব্রত আরও যত্নের সহিত পালন করা কর্ত্তব্য, কেন না আমরা এত কাল প্রাণীহত্যা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি। অতএব আমিও মনুষ্যলোকে গিয়া জ্ঞাতিগণের সঙ্গে দেখা করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক শ্রামণ্যধর্ম্মপালনে রত হইব।’ “ভূরিদত্তকে এই অভিপ্রায় জানাইলে সে আমার নরলোকে প্রতিগমন অনুমোদন করিবে।” ব্রাহ্মণ এই সঙ্কল্প করিয়া রাখিল। অতঃপর একদিন ভূরিদত্ত তাহার নিকটে গিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, “ব্রাহ্মণ, তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ কি,” তখন সে উত্তর দিল, “আমাদের যাহা কিছু আবশ্যক, আপনার অনুগ্রহে তাহার কিছুরই অভাব নাই।” অনন্তর নরলোকে ফিরিবার ইচ্ছা গোপন করিয়া সে প্রথমে নাগলোকের শোভা বর্ণন করিতে লাগিল :

২১. সর্ব্বস্থানে সমতল ভূতল এখানে
নয়নের অভিরাম হরিৎ শাদ্বলে
আচ্ছাদিত; কোথাও বা উজ্জ্বল লোহিত
ইন্দ্রগোপে[১] শোভা এর হয়েছ বর্দ্ধিত।
তগরের পুষ্পরাজি রাজে মনোহর।

২২. কুঞ্জে কুঞ্জে রম্য চৈত্য, সরোবর সব,
পঙ্কজ পুষ্পের বৃন্তচ্যুত পত্রগুলি
ঢাকিয়া রেখেছে স্বচ্ছ সলিল যাদের;
মধুর কুজনে সেথা কল হংসগণ
করিতেছে কর্ণে সদা সুধা বরষণ।

২৩. সুগঠিত অষ্টকোণ বৈদূর্য্যনির্ম্মিত
শোভিতেছে স্তম্ভরাজি কিংবা মনোহর।
ঈদৃশ সহস্র স্তম্ভে প্রত্যেক প্রাসাদ
হয়েছে গঠিত হেথা;এ নাগভবন
উজলিছে দিব্যাঙ্গনালাবণ্য—প্রভায়।

২৪. দিব্য পুণ্য বলে তুমি করিয়াছ লাভ
এ রম্য বিমান, হেথা অবচ্ছিন্নভাবে
কল্যাণভাজন তুমি, করিতেছ ভোগ
সতত অপার সুখ পরিজনসহ।

---

[১]। “ইন্দ্রগোপ” সম্বন্ধে চতুর্থ খণ্ডের ১৭৭ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২৫. তাই ভাবি, লভি তুমি ঈদৃশ বিমান
না চাও লভিতে পুরী ত্রিদশরাজের,
সঙ্গে যার তুলনায় হয় না ক হীন
বিপুল ঐশ্বর্য্য তব, প্রাসাদ উজ্জ্বল।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, তুমি এমন কথা মুখে আনিও না। শক্রের মহিমার তুলনায় আমাদের মহিমা সুমেরুর পার্শ্বে সর্ষপকণার ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। আমরা শক্রের পরিচারক হইবারও উপযুক্ত নই।

২৬. কি বল, ব্রাহ্মণ, তুমি? সর্ব্বশক্তিমান
দেবতা উজ্জ্বলকান্তি, অনুচর যাঁরা
বাসবের, কত অনুভাব যে তাঁদের,
মনেও ধারণা মোরা করিতে না পারি।"

ব্রাহ্মণ যখন আবার বলিল, "আপনার এ বিমানও সহস্রনেত্রের বিমানসদৃশ,' তখন মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'কখনই না; আমি সেই বিমানেই স্মরণ করিয়া তাহা পাইবার আশায় পোষধ পালন করিতেছি।" তিনি ব্রাহ্মণকে নিজের কামনা জানাইবার জন্য বলিলেন :

২৭. লভিতে পরম সুখী অমরগণের
উজ্জ্বল বিমান আমি এ জন্মের পরে,
কঠোর পোষধ ব্রত করি হে পালন
শুইয়া বল্মীকশীর্ষে পোষধের দিনে।

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ দেখিল, তাহার নিজের ইচ্ছা জানাইবার অবসর পাইয়াছে। সে হৃষ্টমনে নরলোকে প্রতিগমনার্থ অনুমতি পাইবার জন্য দুইটী গাথা বলিল :

২৮. আমিও অন্বেষি মৃগ পুত্রসহ পশিলাম বনে;
মরেছে কি বেঁচে আছে, জানিনা ক, জ্ঞাতিবন্ধুজনে।
২৯. তাই বলি, ভূরিদত্ত কাশীরাজদুহিতৃনন্দন,
দাও অনুমতি, যাই জ্ঞাতিগণে করিতে দর্শন।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন :

৩০. একান্ত আমার ইচ্ছা, থাক হেথা তোমরা দুজন,
এমন সুলভ কাম্য নরলোকে পাবে না কখন।
৩১. কিন্তু যদি চাও যেতে কাম্যবস্তু দিব, যাহা ল'য়ে,
দিনু আমি অনুমতি, ও সুখী গিয়া নিজালয়ে।

ইহা বলিবার পর বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এ ব্যক্তি যদি আমার অনুগ্রহে সুখে জীবন-যাপন করিতে পারে, তবে কখনও কাহারও নিকট আমি কোথায় পোষধ

পালন করি, এ কথা প্রকাশ করিবে না। অতএব ইহাকে সর্ব্বকামপ্রদ মণি দান করা যাউক।' অনন্তর ব্রাহ্মণকে মণি দিতে উদ্যত হইয়া তিনি বলিলেন :

৩২. পশুপুত্রলাভ হইবে নিশ্চয় এই দিব্য মণি করিলে ধারণ;
না থাকিবে রোগ, হবে চিরসুখী;যাও ইহা ল'য়ে তুমি, হে ব্রাহ্মণ।

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিল :

৩৩. আমার কুশলতরে বলিলে যা' ভূরিদত্ত,
পরম সন্তোষে তাহা করিনু শ্রবণ;
কিন্তু আমি জীর্ণ এবে; ভোগের বাসনা নাই;
প্রব্রজ্যাই এবে মোর হইবে শরণ।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন :

৩৪. ব্রহ্মচর্য্যব্রত তব হয় যদি ভঙ্গ কভু,
ভোগের বাসনা যদি জন্মে পুনঃ মনে,
না করিয়া দ্বিধা চিতে, ফিরিবে নিঃশঙ্কে হেথা,
তুষিব তোমায় আমি বহুধন-দানে।

ব্রাহ্মণ বলিল :

৩৫. আমার কুশলতরে বলিলে যা', ভূরিদত্ত,
পরম সন্তোষে তাহা করিনু শ্রবণ;
আসিব হে পুনর্ব্বার এ দিব্য ধামে তোমার
আসিতে কখন(ও) যদি হয় প্রয়োজন।

ব্রাহ্মণের আর নাগলোকে বাস করিতে ইচ্ছা নাই দেখিয়া মহাসত্ত্ব চারিজন তরুণনাগকে আহ্বান করিয়া তাহাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ (ও তাহার পুত্র) কে মনুষ্যলোকে পাঠাইয়া দিলেন।

[এই বৃত্তান্ত স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৩৬. অতঃপর ভূরিদত্ত চারিজনে নাগে ডাকি তখনই দিলেন আদেশ,
"নরলোকে উঠি শীঘ্র এই দুই ব্রাহ্মণকে পৌঁছাইয়া দাও নিজদেশ।'

৩৭. শুনি নাগেশের আজ্ঞা উঠিল যমুনা হতে অবিলম্বে নাগ চারিজন;
নরলোকে পৌঁছাইয়া দিয়া দুই ব্রাহ্মণকে রাজাদেশ করিল পালন।

ব্রাহ্মণ নরলোকে আসিয়া, "বৎস সোমদত্ত, এই স্থানে আমরা মৃগ বিদ্ধ করিয়াছিলাম; এই স্থানে শুকর বিদ্ধ করিয়াছিলাম," পুত্রকে এইরূপে বলিতে বলিতে অগ্রসর হইল এবং পথিমধ্যে একটী পুষ্করিণী দেখিতে পাইয়া বলিল, "এস, বাবা, আমরা এই জলে স্নান করি।" সোমদত্ত "যে আজ্ঞা" বলিয়া সম্মত হইলে উভয়েই দিব্যাভরণ ও দিব্যবস্ত্রাদি মোচন করিয়া একটা পুটুলি বান্ধিয়া পুষ্করিণীর তীরে রাখিয়া দিল এবং জলে অবতরণ করিল। কিন্তু সেই সময়েই ঐ

সকল বস্ত্রাভরণ অন্তর্হিত হইয়া নাগলোকে ফিরিয়া গেল; তাহারা প্রথমে যে কাষায়বর্ণের জীর্ণ বস্ত্র পরিয়া আসিয়াছিল, তাহাতেই আবার তাহাদের দেহ আচ্ছাদিত হইল; তাহাদের ধনুঃ, শর ও শক্তি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, ঠিক সেইরূপ হইল। ইহা দেখিয়া সোমদত্ত পরিদেবন করিতে লাগিল। সে বলিল, "বাবা, তুমি আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটাইলে।" ব্রাহ্মণ তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিল, "কোন চিন্তা নাই; বনে যতদিন মৃগ থাকিবে, ততদিন তাহাদিগকে বধ করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিব।" পতি ও পুত্র ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়া সোমদত্তের মাতা প্রত্যুদ্‌গমনপূর্ব্বক তাহাদিগকে গৃহে লইয়া গেল এবং অন্নপান দ্বারা তাহাদের ক্ষুৎপিপাসা অপনয়ন করিল। আহারান্তে ব্রাহ্মণ নিদ্রিত হইলে সে সোমদত্তকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাছা, তোরা এতকাল কোথা গিয়াছিলি?" সোমদত্ত বলিল, "মা, ভূরিদত্ত-নামক নাগরাজ আমাদিগকে নাগদিগের মহাপুরীতে লইয়া গিয়াছিলেন। উৎকণ্ঠাবশতঃ এখন সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি।" "কিছু রত্ন আনিয়াছিস কি?" "না, মা, কিছুই আনি নাই" "সে কি? তিনি কি তোদিগকে কিছুই দেন নাই?" "মা, ভূরিদত্ত সর্ব্বকামদ মণি দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু বাবা তাহা গ্রহণ করেন নাই।" "কেন গ্রহণ করেন নাই?" "বাবা নাকি প্রব্রজ্যা লইবেন।" "বটে, এতকাল আমার ঘাড়ে ছেলেপিলে পুষিবার ভার চাপাইয়া নাগলোকে ছিল; এখন কি নাগ সন্ন্যাসী হইবে!" ইহা ভাবিয়া ব্রাহ্মণী ক্রুদ্ধা হইল; সেই খই ভাজিবার হাতা দিয়া ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠে প্রহার করিতে বলিল, "পোড়ারমুখ বামুণ; সন্ন্যাসী হইবি বলিয়া মণি ল'স নাই; তবে কেন সন্ন্যাস না লইয়া এখানে এলি? দূর হ এখনই আমার ঘর থেকে।" ব্রাহ্মণ মিনতি করিয়া বলিল, "ভদ্রে, রাগ ক'রোনা; বনে যতদিন মৃগ থাকিবে, ততদিন আমি তোমারও ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণ করিব।" ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণ পরদিন পুত্রকে লইয়া বনে গেল এবং পূর্ব্ববৎ জীবিকানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইল।

বন প্রবেশখণ্ড সমাপ্ত।

(৪)

ঐ সময়ে হিমালয় পর্ব্বতে দক্ষিণ সাগরের দিকে এক গরুড়পক্ষী একটা শাল্মলি বৃক্ষে বাস করিত। সে একদিন পক্ষবাতদ্বারা সাগরের জল দ্বিধা বিভক্ত করিয়া নাগভবনে অবতরণপূর্ব্বক তুণ্ডদ্বারা একটা বৃহৎ নাগের মস্তক ধরিয়াছিল। নাগদিগকে কিরূপে ধরিতে হয়, গরুড়েরা তখন তাহা জানিত না; কখন জানিয়াছিল, তাহা পাণ্ডরজাতকের (৫১৮) বলা হইয়াছে। গরুড় নাগটার মস্তক ধরিয়া, দুই পাশের জলরাশি মিলিয়া এক হইবার পূর্ব্বেই, তাহাকে তুলিয়া

হিমালয়ের দিকে ছুটিল; নাগটা তাহার মুখ হইতে ঝুলিতে ঝুলিতে চলিল।

তখন কাশীরাজ্যের এক ব্রাহ্মণ ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক হিমালয়ে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহা চঙ্ক্রমণের এক প্রান্তে একটা বিশাল ন্যগ্রোধ বৃক্ষ ছিল। ঋষি ঐ বৃক্ষমূলে দিবাবিহার করিতেন। গরুড়—এই ন্যগ্রোধ বৃক্ষের উপরি দিয়া নাগটাকে লইয়া যাইতেছিল; নাগটা ঝুলিতে ঝুলিতে মুক্তিলাভের আশায় লাঙ্গুলদ্বারা উক্ত বৃক্ষের একটা শাখা জড়াইয়া ধরিল। গরুড় ইহা জানিতে পারে নাই; সেই নিজের অসীম বলদ্বারা আকাশে উড্ডয়ন করিল; ন্যগ্রোধ বৃক্ষটা সমূলে উৎপাটিত হইল। সুপর্ণ নাগকে লইয়া শাল্মলিবনে গেল এবং সেখানে তুণ্ডাঘাতে তাহার কুক্ষি বিদীর্ণ করিয়া নাগমেদ ভক্ষণপূর্ব্বক পঞ্জরটা সমুদ্রগর্ভে ফেলিয়া দিল। ঐ সঙ্গে ন্যগ্রোধ বৃক্ষটাও পতিত হইল এবং সেজন্য মহাশব্দ শুনা গেল। গরুড় ভাবিল, 'এই কিসের শব্দ?' সে অধোদিকে অবলোকন করিয়া ন্যগ্রোধ বৃক্ষটাকে দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, 'এ বৃক্ষটা আমি কোথা হইতে উৎপাঁন করিলাম।' অতঃপর সে বুঝিল যে, ঋষির চঙ্ক্রমণ–কোটিতে যে ন্যগ্রোধ বৃক্ষ ছিল, সে নিশ্চয় তাহাই উৎপাঁন করিয়াছে। তখন সে ভাবিল, 'এই গাছটা ঋষির বহু উপকার করিত; ইহাকে নষ্ট করিয়া আমি পাপভাগ হইলাম না কি? ঋষিকেই জিজ্ঞাসা করিয়া শুনি, তিনি কি বলেন।' ইহা স্থির করিয়া গরুড় মাণবকের বেশে ঋষির নিকট গমন করিল। ঋষি তখন বৃক্ষমূলের গর্ত্তটা সমান করিতেছিলেন। গরুড় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইল এবং যেন কিছুই জানে না, এইভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ভদন্ত, এইজায়গায় কি ছিল?" "একটা গরুড় আহারার্থ একটা নাগ ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল; নাগটা মুক্তি পাইবার আশায় লাঙ্গুলদ্বারা ন্যগ্রোধবৃক্ষের শাখা জড়াইয়া ধরিয়াছিল; মহাবল গরুড় আকাশে উড্ডয়ন করিয়া যাইবার কালে গাছটাকে উৎপাঁন করিয়াছিল। গাছটা এই স্থান হইতেই উৎপাটিত হইয়াছিল।" "ভদন্ত, ইহাতে সেই গরুড়ের কি পাপ হইয়াছিল?" "সে যদি না জানিয়া করিয়া থাকে, তবে পাপ হয় নাই; কারণ অজ্ঞানবশতঃ কোন কাজ করিলে তাহাতে পাপ স্পর্শে না।" "সেই নাগের বেলায় কি বলিবেন, ভদন্ত?" "সে ত গাছটাকে নষ্ট করিবার জন্য ধরে নাই; কাজেই তাহারও পাপ হয় নাই।" ঋষির উত্তরে পরিতুষ্ট হইয়া গরুড় বলিল, "ভদন্ত, আমিই সেই সুপর্ণরাজ; আপনি আমার প্রশ্নের যে সদুত্তর দিলেন, তাহাতে প্রীত হইলাম। আপনি বনে বাস করেন। আমি আলম্বায়ন নামক একটী মন্ত্র জানি। এই মন্ত্র অমূল্যধন। আমি আপনাকে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ এই মন্ত্র দান করিব। আপনি ইহা গ্রহণ করুন।" ঋষি বলিলেন, 'আমার মন্ত্রে প্রয়োজন নাই আপনি এখন প্রস্থান করুন।' কিন্তু গরুড় তাঁহাকে মন্ত্র গ্রহণ করিবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল।

কাজেই তিনি অগত্যা সম্মত হইলেন। গরুড় তাঁহাকে মন্ত্র শিখাইয়া এবং নানারূপ ঔষধ চিনাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

ঐ সময়ে বারাণসীর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বহু ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। উত্তমর্ণগণ আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে সে ভাবিল, 'এখানে থাকিয়া লাভ কি? ইহা অপেক্ষা বনে গিয়া মরা ভাল।' সে বারাণসী হইতে বাহির হইয়া কালক্রমে ঐ ঋষির আশ্রমে প্রবেশ করিল এবং এক মনে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। ঋষি ভাবিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ আমার বড় উপকারক; সুপর্ণরাজ আমাকে যে দিব্যমন্ত্র দিয়াছেন, আমি তাহা ইহাকে দিব।' তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "দেখ, আমি আলম্বায়ন মন্ত্র জানি। তোমাকে এই মন্ত্র দিতেছি; তুমি ইহা গ্রহণ কর।" ব্রাহ্মণ বলিল, "না, ভদন্ত, আমার মন্ত্রে কোন প্রয়োজন নাই।" কিন্তু ঋষি সনির্ব্বন্ধভাবে পুনঃপুনঃ বলিলেন বলিয়া সে সম্মত হইল। ঋষি তাহাকে মন্ত্র দান করিলেন এবং মন্ত্রের উপযুক্ত ঔষধগুলি ও মন্ত্রোপচারসমূহ বুঝাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ ভাবিল, 'এতদিনে আমার জীবিকানির্ব্বাহের একটা পথ হইল।' সে ঋষির আশ্রমে আরও কয়েকদিন বাস করিয়া একদিন বলিল, "ভদন্ত, আমি বাতব্যথায় বড় কষ্ট পাইতেছি।" সেই এই ছলে ঋষির নিকট বিদায় লইল, তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বন হইতে যাত্রা করিল এবং কালক্রমে যমুনাতীরে উপনীত হইয়া সে মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে রাজপথ দিয়া অগ্রসর হইল। ঐ দিন ভূরিদত্তের সহস্র পরিচারিকা সেই সর্ব্বকামদ মণিসহ নাগভবন হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক উহা যমুনাতীরস্থ বালুকারাশির উপর স্থাপন করিয়া উহারই আভায় সর্ব্বরাত্রি জলকেলি করিয়াছিল এবং অরুণোদ্বয়কালে স্ব স্ব দেহ সর্ব্বাভরণে বিভূষিত করিয়া মণিটীর চতুর্দ্দিকে উপবেশনপূর্ব্বক উহার শ্রীতে নিজ নিজ দেহ উদ্ভাসিত করিতেছিল। ব্রাহ্মণ মন্ত্র জপ করিতে করিতে সেখানে উপস্থিত হইল; নাগকন্যারা মন্ত্রের শব্দ শুনিয়া ভাবিল, লোকটা বোধ হয় ছদ্মবেশী সুপর্ণ। এই জন্য তাহারা অতি মাত্র ভীত হইয়া সেই মণিটা না তুলিয়া লইয়াই ভূগর্ভে অদৃশ্য হইয়া নাগভবনে চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ মণি দেখিয়া ভাবিল, 'আমার মন্ত্র সফল হইয়াছে।' সে হৃষ্টচিত্তে মণিটা তুলিয়া লইয়া আবার পথ চলিতে লাগিল। ঐ সময়ে সেই নিষাদবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ সোমদত্তকে সঙ্গে লইয়া মৃগবধের জন্য বনে প্রবেশ করিতেছিল। সে ব্রাহ্মণের হস্তে মণি দেখিয়া তাহার পুত্রকে বলিল, "ভূরিদত্ত আমাদিগকে যে মণি দিতে চাহিয়াছিলেন, এটা নিশ্চয় সেই মণি।" সোমদত্ত বলিল, "হাঁ বাবা, সে এই মণিই বটে।" "তবে এখন মণিটার দোষ দেখাইয়া এই ব্রাহ্মণকে বঞ্চনা করিয়া ইহা গ্রহণ করা যাউক।" 'সে কি বাবা? পূর্ব্বে ভূরিদত্ত ইহা দিতে চাহিয়া ছিলেম; তখন আপনি ইহা গ্রহণ করেন নাই; এখন কিন্তু এই ব্রাহ্মণই আপনাকে

বঞ্চনা করিবে। আপনি চুপ করুন।” “দেখ না কেন, বৎস, আমাদের দুইজনের মধ্যে কে কাহাকে বঞ্চনা করিতে পারে।” ইহা বলিয়া সে আলম্বায়নের[১] সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইল :

৩৮. বিচিত্র মঙ্গলপ্রদ অতি মনোরম এই স্ফটিক রতন;
লক্ষণ দেখিয়া চিনি,কোথা পেলে এই মণি, বলত ব্রাহ্মণ?

আলম্বায়ন বলিল :

৩৯. লোহিতাক্ষী নাগকন্যাসহস্র চৌদিকে
ছিল বসি বেষ্টি এরে আজ প্রাতঃকালে।
চলিতে চলিতে পথ আমি সেইখানে
উপস্থিত হয়ে লাভ করিনু এ মণি।

ব্রাহ্মণ-নিষাদ আলম্বায়নকে বঞ্চনা করিয়া নিজে ঐ মণি লইবার উদ্দেশ্যে উহার অগুণ বর্ণনা করিয়া তিনটী গাথা বলিল :

৪০. আদরে যতনে, রাখিলে এ মণি,অর্চ্চনা করিরে এর,
হানি যদি এর, না ঘটে, ব্রাহ্মণ, অসামান্য গৌরবের,
ধারণের কালে, কিংবা যবে খুলিতুলিয়া রাখিতে হয়,
সাবধানে এর রাখিলে মর্য্যাদা সর্ব্বার্থ এ মণি দেয়।

৪১. কিন্তু কোন ত্রুটি ঘটে যদি কভু এ মণির ব্যবহারে,
ধারণের কালে, কিংবা যবে তুমি রাখিবে খুলিয়া এরে,
রক্ষণে ইহার হলে বিশৃঙ্খলা অমনি তখন, হায়,
অভাগা মণীশ পড়িয়া সঙ্কটে ধনে প্রাণে মারা যায়।

৪২. হেন দিব্য কিন্তু অকল্যাণ[২] মণি নও তুমি যোগ্য করিতে ধারণ।
লও শত নিষ্ক; বিনিময়ে তার দাও মোরে এই অশুভ রতন।

তখন আলম্বায়ন বলিল :

৪৩. গো, বা রত্ন বহু দিলেও আমায় নারিবে কিনিতে এ মহারতন;
সুলক্ষণবান এ রত্ন আমার; বেচিব ইহার, বল কি কারণ?

ব্রাহ্মণ বলিল :

৪৪. গো, বা রত্ন বহু পেলেও যদ্যপি বেচিতে বাসনা নাই,
কি পেলে বেচিবে? বল সত্য করি; শুধাই তোমায় তাই।

---

[১]। ‘আলম্বায়ন’ মন্ত্র লাভ করিয়াছিল বলিয়া এই ব্রাহ্মণের নামও ‘আলম্বায়ন’ বলিয়া লিখিত আছে।

[২]। ব্রাহ্মণের নিকট এক নিষ্কও ছিল না; কিন্তু সে ভাবিয়াছিল যে, মণি হাতে পাইলেই তাহার প্রভাবে সে শত নিষ্ক আহরণ করিতে পারিবে।

আলম্বায়ন বলিল :

৪৫. উগ্র তেজোবলে দুর-অতিক্রম, সেই মহানাগ রয়েছে কোথায়,
বলিবে যে মোরে, এ উজ্জল মণি দিয়া বিনামূল্যে তুষিব তাহায়।

ব্রাহ্মণ বলিল :

৪৬. তুমি কি হে খগরাজ? ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণের করিতেছ এ বনে ভ্রমণ,
খাদ্য অন্বেষণে তরে? খুজিতেছি নাগ তাই; পেলে তারে করিবে ভক্ষণ।

আলম্বায়ন বলিল :

৪৭. নই আমি খগরাজ; খগরাজে দেখি নি কখন;
সুনিপুন বিষবৈদ্য আমি, ইহা জানে সর্ব্বজন।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল,

৪৮. কি শক্তি তোমার? জানে কোন্ বিদ্যা? কিসের ভরসা করি
আশীবিষে তুমি কর তুচ্ছ জ্ঞান, বুঝিতে আমি না পারি।

তখন আলম্বায়ন আত্মশক্তি-দ্যোতনার্থ কয়েকটি গাথা বলিল :

৪৯. পুণ্যাত্মা কৌশিক ঋষি দীর্ঘকাল বনমাঝে করিলেন তপস্যা সদাই;
সুপর্ণ আসিয়া তাঁরে শিখাইল বিষবিদ্যা, যার তুল্য অন্য বিদ্যা নাই।

৫০. গিরিরাজি মাঝে সেই নিয়ত সংযতচেতা তপোধন করিতেন বাস;
অতন্দ্রিয় ভাবে তাঁরে সেবিলাম দিবারাত্র হ'য়ে তাঁর চরণের দাস।

৫১. ব্রত ব্রহ্মচর্য্যবান সেচ্ছায় সে ভগবান, পরিতুষ্ট হইয়া সেবায়,
জীবিকানির্ব্বাহ তবে সে দিব্য মহামন্ত্র দয়া করি দিলেন আমায়।

৫২. মন্ত্র বলে বলিয়ান; করি না ক আশীবিষে কিছুমাত্র ভয় হে এখন,
বিষবৈদ্যরাজ আমি; আলম্বায়ন নামে জানে এবে মোরে সর্ব্বজন।

ইহা শুনিয়া নিষাদবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ, ভাবিল, 'যে নাগরাজকে দেখাইয়া দিবে, আলম্বায়ন তাহাকে মণিটা দিবে। আমি ভূরিদত্তকে দেখাইয়া দিয়া মণি গ্রহণ করিব।' অনন্তর পুত্রের সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য সে বলিল :

৫৩. এস, বৎস সোমদত্ত, মণি মোরা করিব গ্রহণ;
মূর্খেই হাতের লক্ষ্মী দণ্ডাঘাতে করে বিতাড়ন।[১]

সোমদত্ত বলিল :

৫৪. লয়ে নিজ গৃহে তিনি সেবিলেন আমা দুইজনে,
সর্ব্ববিধ কাম্যবস্তু— অন্নপানধনরত্ন—দানে।
এইরূপ কল্যাণকারী সুহৃদের অনিষ্টকামনা

---

[১]। হিতোপদেশ-বর্ণিত ব্রাহ্মণ ও শক্ত শরাবের কথা বোধ হয় জাতকরচনাকালে প্রচলিত ছিল।

মোহবশে, পিতঃ, তুমি স্থান কভু মনেও দিও না।

৫৫. ধন পেতে ইচ্ছা যদি, চাও গিয়া ভূরিদত্ত—পাশ;
যত চাও, তত দিয়া মিটাবেন তিনি তব আশ।

ব্রাহ্মণ বলিল :

৫৬. হাতে যাহা পাইয়াছ, কিংবা পাত্রে তব,
অথবা রেখেছে বাড়ি সম্মুখে তোমার
যে খাদ্য, ভোজন তুমি কর সেই সব;
মূর্খ যে, সে দৃষ্টফল করে পরিহার।

সোমদত্ত বলিল :

৫৭. মিত্রদ্রোহী আত্মহিত বিনাশে নিশ্চয়;
লভে সে মৃত্যুর পরে ভীষণ নিরয়;
বাঁচিয়াও পুড়ি সেই অনুতাপানলে
প্রেতবৎ বিচরণ করে মহীতলে।
অথবা বিদীর্ণ হয়ে এ মহীমণ্ডল
গ্রাসে তারে; পায় পাপী নিজ কর্ম্মফল।

৫৮. চাও যদি ধন, যাও ভূরিদত্ত-পাশ;
যত চাও দিয়া তিনি পুরাবেন আশ।
কিন্তু যদি কর পাপ, সে পাপ তোমায়
দিবে উপযুক্ত ফল অচিরে নিশ্চয়।

ব্রাহ্মণ বলিল :

৫৯. শুদ্ধি লভে, বৎস সোমদত্ত, বিপ্রগণ
যথাশাস্ত্র মহাযজ্ঞ করি সম্পাদন।
আমিও সম্পাদিত মহাযজ্ঞ অতঃপর
এ পাপ হইতে মুক্ত হইব সত্বর।

সোমদত্ত বলিল :

৬০. হা ধিক্! এখনি আমি প্রস্থান করিব,
সঙ্গে তব আজ হতে আর না থাকিব।
ঈদৃশ জঘন্য কার্য্যে হয় যেবা রত,
এক পাও তার সঙ্গে চলা অসঙ্গত।

সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণকুমার এইরূপ বলিয়াও যখন পিতাকে স্বীয় অভিপ্রায় মত কাজ করাইতে পারিল না, তখন সে বজ্রগম্ভীরস্বরে বনস্থলীর দেবগণকে চমকিত করিয়া বলিল, “আমি এমন পাপকর্ম্মার সংস্পর্শে থাকিব না।” সে ব্রাহ্মণের সম্মুখেই পলায়ন করিল এবং হিমবন্তে প্রবেশপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া

অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিল। অনন্তর যে ধ্যানবল অক্ষুন্ন রাখিয়া দেহান্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইল।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৬১. অশনি নির্ঘোষ স্বরে পিতাকে বলিয়া ইহা সোমদত্ত ভূরি প্রজ্ঞাবান;
চমকিল ভূতগণ; সত্বর গমনে সুধী সেথা হতে করিলা প্রস্থান।

নিষাদবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ কিন্তু ভাবিল, 'সোমদত্ত নিজের বাড়ী ছাড়া আর কোথা যাইবে?' অনন্তর আলম্বায়নকে একটু বিরক্ত দেখিয়া সে বলিল, "ভেব না, আলম্বায়ন; আমি ভূরিদত্তকে দেখাইতেছি।" অনন্তর সে আলম্বায়নকে সঙ্গে লইয়া, নাগরাজ যেখানে পোষধ পালন করিতেন, সেইখানে গেল। নাগরাজ দেহ কুণ্ডলিত করিয়া শয়ান ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অনতিদূরে অবস্থানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হস্ত প্রসারণ করিয়া দুইটি গাথা বলিল :

৬২. ধর অই মহানাগে, লোহিত মস্তক যার ইন্দ্রগোপনিভ শোভা পায়;
পাল তব অঙ্গীকার; বিলম্ব না করি আর মহামণি দাও হে আমায়।

৬৩. শরীর উহার দেখ কার্পাসতূলের রাশি—সম শোভে শুভ্র সুবিমল;
বল্মীকাগ্রে আছে শুয়ে; ধর অবিলম্বে ওরে; হোক তব উদ্দেশ্য সফল।

মহাসত্ত্ব চক্ষু উন্মিলন করিয়া নিষাদকে দেখিতে পাইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, এ বুঝি আমার পোষধপালনের অন্তরায় হয়। আমি ইহাকে নাগভবনে লইয়া গিয়া মহাসম্পত্তির অধিকারী করিয়াছিলাম; আমি মণি দান করিতে চাহিলেও এ তাহা গ্রহণ করে নাই; এখন কি না একটা সাপুড়েকে লইয়া এখানে আসিতেছে? আমি এই মিত্রদ্রোহীর উপর ক্রুদ্ধ হইলে আমার শীলভঙ্গ হইবে। আমি প্রথম হইতেই চতুরঙ্গবিশিষ্ট পোষধব্রত গ্রহণ করিয়াছি; সেই ব্রত অব্যাহত রাখিতে হইবে। আলম্বায়ন আমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটুক, আমার মাংস পাক করুক বা আমাকে শূলে বিদ্ধ করুক; আমি কিছুতেই তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইব না। আমি যদি ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহাতেও আমার পোষধ ভঙ্গ হইবে। মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া মহাসত্ত্ব চক্ষু নিমীলনপূর্ব্বক অধিষ্ঠান-পারমিতাকে[১] সর্ব্বাগ্রে পালনীয় বলিয়া স্থির করিলেন এবং কুণ্ডলের মধ্যে মস্তক লুকায়িত করিয়া নিশ্চলভাবে শুইয়া রহিলেন।

শীলখণ্ড সমাপ্ত।

(৫)

নিষাদবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ বলিল, "ভো আলম্বায়ন, এই সাপটাকে ধর এবং আমাকে মণিটা দাও।" আলম্বায়ন নাগরাজকে দেখিয়া তুষ্ট হইল এবং মণিটাকে

---

[১]। অধিষ্ঠান—দৃঢ় সঙ্কল্প—ইহা দশপারমিতার অন্যতম।

অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া "এই লও" বলিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে নিক্ষেপ করিল। মণিটা ব্রাহ্মণের হস্তস্খলিত হইয়া যেমন মাটিতে পড়িল, অমনি ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া নাগভবনে চলিয়া গেল। এইরূপে ব্রাহ্মণের সব দিক নষ্ট হইল; সে মণি হারাইল, ভূরিদত্তের সহিত মিত্রতা হারাইল এবং পুত্রকে হারাইল। "হায়, আমি পুত্রের কথা না শুনিয়া সর্ব্বস্ব হারাইলাম," এইরূপ পরিদেবন করিতে করিতে সে গৃহে ফিরিয়া গেল।

এদিকে আলম্বায়ন নিজের শরীরে দিব্যৌষধি মাখিল, একটু ঔষধি খাইয়া দেহের অভ্যন্তর ভাগটা সবল করিয়া লইল, এবং দিব্যমন্ত্র জপ করিতে করিতে বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া লাঙ্গুল ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া আনিল। অনন্তর দৃঢ়রূপে ধরিয়া সে তাঁহাকে হাঁ করাইল এবং ঔষধি চিবাইয়া তাঁহার মুখের মধ্যে থুৎকার নিক্ষেপ করিল। বিশুদ্ধবংশজ নাগরাজ শীলভঙ্গভয়ে ক্রোধ সংবরণ করিয়া রহিলেন এবং চক্ষু দুইটি উন্মীলন করিয়াও উন্মীলন করিলেন না। তাঁহাকে ঔষধি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধবীর্য্য করিয়া আলম্বায়ন তাঁহার লাঙ্গুল ধরিয়া মাথাঁা অধোদিকে রাখিল এবং এইভাবে পুনঃ পুনঃ সঞ্চালন করিয়া, তিনি যে, খাদ্য উদরস্থ করিয়াছিলেন, সমস্ত বমন করাইল। অনন্তর সে তাঁহাকে সটান মাটির উপর রাখিয়া দিল এবং লোকে যেমন বালিশ[১] মর্দ্দন করে, সেও সেইরূপ দুই হাতে তাঁহার দেহ মর্দ্দন করিল; ইহাতে তাঁহার অস্থিগুলি চূর্ণপ্রায় হইল। সে আবার তাঁহাকে ধরিয়া তুলিল এবং ধোপারা যেমন কাপড় পিটে, সেইরূপে তাহার দেহটা পিটিতে লাগিল। কিন্তু এত দুঃখ পাইয়াও মহাসত্ত্ব ক্রুদ্ধ হইলেন না।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৬৪. দিব্য ঔষধির বলে, মন্ত্রজপ দ্বারা আর হয়ে সুরক্ষিত
নাগেশে ধরিতে শক্তি লভিয়া ব্রাহ্মণ তাঁরে করে বশীভূত।

মহাসত্ত্বকে এইরূপে দুর্ব্বল করিয়া আলম্বায়ন লতাদ্বারা একটা পেটিকা প্রস্তুত করিল, এবং তাঁহাকে উহার মধ্যে নিক্ষেপ করিল। মহাসত্ত্বের বিপুল দেহের সমস্তটা উহার মধ্যে প্রবেশ করিল না; তখন আলম্বায়ন দুই হাত দিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিল এবং কোন রূপে তাঁহাকে পেটিকার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া, উহা লইয়া একটা গ্রামে উপস্থিত হইল। সে গ্রামমধ্যে পেটিকা নামাইয়া বলিল, 'যাহারা সাপের নাচ দেখিতে চায়, তাহারা আসুক।' ইহা শুনিয়া গ্রামবাসী সকলে সেখানে সমবেত হইল। তখন আলম্বায়ন বলিল,

---

[১]। মসূরক= একপ্রকার মঞ্চ বা গদিওয়ালা আসন। কিন্তু সর্পদেহসম্বন্ধে 'বালিশ' শব্দটাই সুপ্রযোজ্য।

"মহানাগ, তুমি বাহিরে এস।" মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আজ নৃত্য করিয়া এই সকল লোকের সন্তোষবিধান করাই কর্ত্তব্য। ইহাতে আলম্বায়ন ধনলাভ করিবে এবং ধনলাভে তুষ্ট হইয়া হয় ত আমাকে ছাড়িয়া দিবে। অতএব এ আমাকে যাহা করিতে বলিবে, তাহাই করিব।' অনন্তর আলম্বায়ন তাঁহাকে পেটিকা হইতে বাহির করিয়া বলিল, "দেহটা বড় কর।" মহাসত্ত্ব বিশাল দেহ ধারণ করিলেন। আলম্বায়ন তাঁহাকে ক্ষুদ্র হইতে, কুণ্ডলিত হইতে, চেপ্টা[১] হইতে, একফণ, দ্বিফণ, ত্রিফণ, চতুষ্ফণ, পঞ্চ-ষষ্ঠ-সপ্ত-অষ্ট-নব-দশ-বিংশতি-ত্রিংশৎ-চত্বারিংশৎ-পঞ্চাশৎফণ বা শতফণ হইতে, উচ্চ বা নীচ হইতে, দৃশ্যমানকায় বা অদৃশ্যমানকায় হইতে, নীল, পীত, লোহিত, শ্বেত বা মঞ্জিষ্ঠাবর্ণ হইতে, মুখ দিয়া আগুন বাহির করিতে, বা জল বা ধূম বাহির করিতে—ইত্যাদি যখন যাহা বলিল, তখনি তিনি নিজের শরীর তদ্‌রূপ করিয়া নৃত্য দেখাইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া কেহই আনন্দাশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না; লোকে বহু স্বর্ণ, বস্ত্র প্রভৃতি দান করিল; আলম্বায়ন এইরূপে তাহাদের গ্রামে এক লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হইল। আলম্বায়ন মহসত্ত্বকে ধরিয়া ভাবিয়াছিল, 'ইহাকে দেখাইয়া সহস্র মূদ্রা পাইলেই ইহাকে ছাড়িয়া দিব'; এখন এত ধন পাইয়া ভাবিল, 'গ্রামেই যখন এত ধন পাইলাম, তখন নগরে গেলে আরও বেশী ধন পাইব।' কাজেই ধনলোভবশতঃ সে মহাসত্ত্বকে মুক্তি দিল না; সে ঐ গ্রামেই নিজের পরিজন রাখিয়া দিল; একটা রত্নময়ী পেটিকা নির্ম্মাণ করিল, মহাসত্ত্বকে তাহার মধ্যে নিক্ষেপ করিল, সুখযানে আরোহণপূর্ব্বক বহু অনুচরসহ নগরাভিমূখে যাত্রা করিল এবং পথে নানা গ্রামে ও নিগমে ক্রীড়া দেখাইয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইল। সে নাগরাজকে মণ্ডূক মারিয়া তাহা এবং মধুমিশ্রিত লাজ খাইতে দিত; কিন্তু পাছে আলম্বায়ন কখনও তাঁহাকে না ছাড়ে, এই ভয়ে তিনি আহার করিতেন না। তিনি অনাহারী ছিলেন; তথাপি আলম্বায়ন নগরের দ্বারগ্রামচতুষ্টয়ে ও অন্যান্য স্থানে এক মাসকাল তাঁহার ক্রীড়া দেখাইল। অনন্তর পক্ষান্তপোষধের দিনে সে রাজাকে জানাইল যে, সেই দিন তাঁহাকে ক্রীড়া দেখাইবে। রাজা ভেরীবাদন দ্বারা নগরবাসীদিগকে আহ্বান করিলেন; তাহাদের উপবেশনের জন্য রাজাঙ্গণে মঞ্চ ও অতিমঞ্চ নির্ম্মিত হইল।

ক্রীড়াখণ্ড সমাপ্ত।

(৬)

আলম্বায়ন যে দিন ভূরিদত্তকে ধরিয়াছিল, সেই দিনই ভূরিদত্তের মাতা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, এক কৃষ্ণকায় রক্তচক্ষু ব্যক্তি যেন খড়ুগদ্বারা তাঁহার বাহু ছেদন

---

[১]। মূলে 'বিপ্পিত' আছে। শুদ্ধ পাঠ 'চিপিত'।

করিল; ছিন্ন বাহু হইতে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল; লোকটা উহা লইয়া চলিয়া গেল। ইহাতে ভয় পাইয়া তিনি শয্যা হইতে উঠিলেন এবং দক্ষিণ বাহুতে হাত বুলাইয়া বুঝিলেন যে, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। অনন্তর তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি অতি ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখিলাম, ইহাতে হয় আমার পুত্র চারিটির, নয় ধৃতরাষ্ট্র-মহারাজের, নয় আমার নিজের কোন বিঘ্ন ঘটিবে।' মহাসত্ত্বের বিপদাশঙ্কাই তাঁহাকে অধিক কাতর করিল, কারণ অন্য সকল নাগ স্ব স্ব আলয়ে বাস করে; কিন্তু তিনি শীল রক্ষার জন্য মনুষ্যলোকে গিয়া পোষধ পালন করেন; কাজেই সেখানে কোন অহিতুণ্ডিক বা সুপর্ণ তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারে। ইহা ভাবিয়া তিনি ভূরিদত্তের জন্যই অধিক চিন্তান্বিতা হইলেন। যখন এক পক্ষ অতীত হইল, তখন তিনি ভাবিলেন, 'এক পক্ষ অতীত হইলে ত বাছা আমায় না দেখিয়া তিষ্ঠিতে পারে না। নিশ্চয় তাঁহার সম্বন্ধে কোন ভয়ের কারণ ঘটিয়াছে।' এই দুশ্চিন্তায় তিনি বিষণ্ন হইলেন। অতঃপর যখন এক মাস অতিক্রান্ত হইল, তখন তাঁহার শোকাশ্রু সংবরণের সময় রহিল না; তাঁহার বুক শুকাইয়া গেল, তিনি চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।[১] 'বাছা এখন আসিবে' মনে করিয়া তিনি ভূরিদত্তের আগমনপথের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিলেন। অনন্তর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সুদর্শন মাসান্তে মাতাপিতাকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে বহু অনুচরসহ আগমন করিলেন এবং অনুচরদিগকে বাহিরে রাখিয়া প্রাসাদে আরোহণপূর্ব্বক মাতাকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। মাতার হৃদয় তখন ভূরিদত্তের শোকে অভিভূত; তিনি সুদর্শনের সহিত কোন আলাপ করিলেন। সুদর্শন ভাবিলেন, 'ব্যাপা কি? পূর্ব্বে যখন আসিতাম, মা কত তুষ্ট হইতেন, আমাকে কত মিষ্ট কথা বলিতেন; আজ কিন্তু তিনি নিতান্ত বিষণ্ন।' অনন্তর তিনি মাতাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন :

৬৫. সর্ব্বথা হ'য়েছে মম পূর্ণ মনস্কাম,
এসেছি চরণে তব করিতে প্রণাম।
তথাপি হর্ষের চিহ্ন নাই তব মুখে।
মলিন তোমার মুখ, বল, কোন দুখে?

৬৬. বৃন্ত হ'তে ছিঁড়ি, বরে করিলে মর্দ্দন
পরিম্লান হয়, মা গো, কমল যেমন,
তেমনি তোমার মুখ, পুত্র ভাগ্যবান
এসেছে চরণে তব করিতে প্রণাম,
তথাপি বিষণ্ন তুমি, বল, কি কারণ?

---

[১]। 'উপচ্চিংসু' না হইয়া বোধ হয় 'অপচিযিংসু' হইবে।

কে হ’য়েছে, মা গো, তব অপ্রীতিভাজন?

সুদর্শন এইরূপে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেও তাঁহার মাতা কোন উত্তর দিলেন না। তখন সুদর্শন ভাবিলেন, ‘হয় ত কেহ ইহাকে দুর্ব্বাক্য বলিয়াছে, অথবা ইহার কোন গ্লানি রটাইয়াছে।’ এইজন্য তিনি আবার বলিলেন :

৬৭. বলেছে কি কটু কেহ? কি তব বেদনা?
জানিতে বড়ই ব্যগ্র হ’য়েছি, বল না?
এসেছি ফিরিয়া আমি, তবু কি কারণ
হেরিতেছি, মা গো, তব বিষণ্ণ বদন?
তাঁহার মাতা বিষাদের কারণ বলিলেন :

৬৮. এক মাস হ’ল গত, দেখিনু স্বপন,
আমার দক্ষিণ বাহু করিয়া ছেদন,
কে যেন সে শোণিতাক্ত ছিন্ন বাহুখান
লইয়া এ স্থান হ’তে করিল প্রস্থান।
কান্দিলাম কত আমি ত্রাহি ত্রাহি বলি,
তথাপি সে বাহু কাটি লয়ে গেল চলি।

৬৯. যে দিন দেখিনু এই স্বপ্ন ভয়ঙ্কর,
কাঁপিছে সে দিন হ’তে হিয়া থর থর।
দিবা রাত্র সুখ নাই তিলেকের তরে,
সদা অমঙ্গল-শঙ্কা আমার অন্তরে।

ইহার পর তিনি পরিদেবন করিতে করিতে আবার ভাবিলেন, “বৎস, তোমার কনিষ্ঠ আমার অতি প্রিয়পুত্র; সম্ভবতঃ তাহার কোন ভয়ের কারণ ঘটিয়াছে।

৭০. চর্ব্বঙ্গী উরগকন্যা শত শত—
হেমজালে কেশদাম আচ্ছাদিত—
প্রেমভরে যার সেবিত চরণ,
সেই ভূরিদত্ত কোথায় এখন?

৭১. কর্ণিকারবৎ উজ্জ্বল কৃপাণ
হাতে লয়ে যারে করিত রক্ষণ
দিবারাত্র শতসহস্র প্রহরী,
সেই ভূরিদত্ত কোথায় এখন?

৭২. যাইব এখনি ভূরিদত্ত যেথা—
ভ্রাতা তব সেই ধর্ম্মপরায়ণ;
দশ শীল পালে সদা সাবধানে,

দেখিয়া তাহাকে জুড়াব নয়ন।”

এইরূপ বিলাপ করিয়া তিনি নিজের ও সুদর্শনের অনুচরগণসহ যাত্রা করিলেন। ভূরিদত্তের ভার্য্যাগণ তাঁহাকে সেই বল্মীকাগ্রে না দেখিতে পাইয়াও এতদিন কোন আশঙ্কা করে নাই; কারণ তাহারা ভাবিয়াছিল যে, তিনি মাতার গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কিন্তু যখন শুনিল যে, তাঁহাদের শ্বাশুড়ী পুত্রের অদর্শনে ব্যস্ত হইয়া আসিতেছেন, তখন তাহারা প্রত্যুদ্‌গমনপূর্ব্বক পরিদেবন করিতে করিতে তাঁহার পাদমূলে পতিত হইল। তাহারা বলিল, “আমরা এই এক মাস আপনার পুত্রের মুখ দেখিতে পাই নাই।”

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৭৩. আসিছেন দেখি ভূড়িদত্তের জননী
বাহু তুলি কান্দে সব তাঁহার রমণী :

৭৪. এই দীর্ঘ একমাস পুত্রের তোমার
অদর্শনে পাইতেছি যাতনা অপার।
সে যশস্বী নাগরাজ, ধর্ম্মপরায়ণ
জীবিত অথবা মৃত জানি না এখন।

ভূরিদত্তের জননী পুত্রবধুদিগের সহিত পথিমধ্যে বহু পরিদেবন করিলেন এবং তাহাদিগকে লইয়া ভূরিদত্তের প্রাসাদে আরোহণপূর্ব্বক পুত্রের শূন্য শর্য্যা অবলোকন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন :

৭৫. শাবক বধেছে ব্যাধে; শূন্য নীড় হেরি
শোকানলে পুড়ে যথা অভাগী শকুনী,
না দেখিয়া প্রিয়পুত্র ভূরিদত্ত মোর
তেমনি পুড়িব শোকে আমি চিরদিন।

৭৬. শাবক বধেছে ব্যাধে; শূন্য নীড় হেরি
শাবকের অন্বেষণে, হায় রে যেমন
ইতস্তত; যায় ছুটি শোকার্ত্তা শকুনী,
তেমনি ভ্রমিব আমি পুত্র-অন্বেষণে।

৭৭. শাবক বধেছে ব্যাধে; শূন্য নীড় হেরি
শোকানলে পুড়ে যথা অভাগী কুররী,
না দেখিয়া প্রিয় পুত্র ভূরিদত্তে মোর
তেমনি পুড়িব শোকে আমি চিরদিন।

৭৮. না দেখিয়া ভূরিদত্তে চিরকাল, হায়,
দহিবে হৃদয় মোর, দহে যে প্রকার
চক্রাকী নিরুদক পল্বল মাঝারে।

৭৯. কামারের হাপর বাহিরে ঠাণ্ডা বটে;
ভিতরে প্রখর অগ্নি কিন্তু জ্বলে তার;
ভূরিদত্তে না দেখিয়া আমার (ও) তেমন
শোকানলে হৃদয় হইবে ছারখার।

ভূরিদত্তের মাতা যখন এইরূপ পরিদেবন করিতে লাগিলেন, তখন ভূরিদত্তের বাসভবন অর্ণব কুক্ষির মত এককোলাহলময় হইল। কেহই প্রকৃতস্থ থাকিতে পারিল না; সমস্ত নাগলোক প্রলয়বাতাবহ শালবনের ন্যায় প্রতীয়মান হইল।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :]

৮০. মহাশোকবেগে ভূরিদত্তের ভবনে
হইল স্ত্রীপুত্র তাঁর ভূতলে লুণ্ঠিত,—
হায় রে, যেমন হয় শালতরুগণ
প্রভঞ্জন বিমর্দ্দিত অরণ্য মাঝারে।

অরিষ্ট ও সুভগ মাতাপিতাকে প্রণাম করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও এই কোলাহল শুনিয়া ভূরিদত্তের গৃহে গমনপূর্ব্বক মাতাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে শাস্তা বলিলেন :]

৮১. শুনি ভূরিদত্তগৃহে ক্রন্দনের রোল,
অরিষ্ট সুভগ—এই দুই সহোদর
ছুটি গিয়া উপস্থিত হইল সেথায়।

৮২. "আশ্বস্তা হও, গো মাতঃ, করিও না শোক;
প্রাণীদের ধর্ম্ম এই নিখিল জগতে;—
ছাড়ি দেহ দেহান্তর করয় গ্রহণ;
জীবের নিয়তি এই না হয় খণ্ডন।

সমুদ্রজা বলিলেন :

৮৩. জানি বাছা, প্রাণীদের ইহাই ধরম।
ভূরিদত্ত না দেখিয়া কিন্তু রে আমার
হৃদয় দারুণ শোকে হ'ল অভিভূত।

৮৪. শোন, বাছা সুদর্শন, বলি যাহা তোরে—
অদ্য, অদ্যকার রাত্রি না হতে প্রভাতা
বোধ হয় প্রাণ মোর না রবে এ দেহে,
যদি না দেখিতে পাই ভূরিদত্তে আমি।

সুদর্শন বলিলেন :

৮৫. আশ্বস্তা হও, গো মাতঃ, ভ্রাতাকে এখানে
নিশ্চয় আনিব মোরা, অন্বেষণে তার
ভ্রমিতে সকল দিকে চলিনু এখনি।

৮৬. পর্ব্বতে ও গিরিদুর্গে, গ্রামে ও নিগমে
সর্ব্বত্র খুঁজিব তারে তন্ন তন্ন করি,
অদ্য হ'তে দশ রাত্রি না হ'তে অতীত,
নিশ্চয় আনিব তারে; ত্যজ শঙ্কা তুমি।

অনন্তর সুদর্শন ভাবিতে লাগিলেন, আমরা তিন সহোদরই এক দিকে গেলে বিলম্ব ঘটিবে; এজন্য তিন জনের তিন দিকে যাওয়া কর্ত্তব্য—এক জন দেবলোকে, একজন হিমবন্তে, একজন মনুষ্যলোকে। কিন্তু কাণারিষ্ট মনুষ্যলোকে গেলে, সেখানে ভূরিদত্তকে দেখিবে, সেখান কার সমস্ত গ্রাম ও নিগম দগ্ধ করিয়া আসিবে, কারণ সে অতি নিষ্ঠুর ও পরুষ, অতএব তাহাকে যেখানে পাঠাইতে পারি না।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ভাবিলেন, "ভাই অরিষ্ট," তুমি দেবলোকে যাও, দেবতারা যদি ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিবার অভিপ্রায়ে ভূরিদত্তকে সেখানে লইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ফিরিবে।' ইহা বলিয়া তিনি অরিষ্টকে দেবলোকে প্রেরণ করিলেন, এবং সুভগকে বলিলেন, "তুমি ভাই, হিমবন্তে গিয়া পঞ্চ মহানদীতে ভূরিদত্তকে খুঁজিয়া এস।" ইহা বলিয়া তিনি সুভগকে হিমবন্তে পাঠাইলেন এবং নিজে মনুষ্যলোকে যাইবার ইচ্ছা করিয়া ভাবিলেন, 'আমি যদি মনুষ্যলোকে মাণবকের বেশে যাই, তবে লোকে আমাকে গালি দিবে[১]; আমার তাপসবেশে যাওয়াই কর্ত্তব্য; কারণ প্রব্রাজকেরা লোকের প্রিয়পাত্র।' ইহা স্থির করিয়া সুদর্শন তাপস সাজিলেন এবং মাতাকে প্রণাম করিয়া যাত্রা করিলেন।

বোধিসত্ত্বে অর্চ্চির্মুখী-নাম্নী বৈমাত্রেয়ী ভগিনী ছিলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে বড় ভালবাসিতেন। সুদর্শনকে যাইতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'ভাই, আমিও বড় উদ্‌বিগ্না হইয়াছি। আমি তোমার সঙ্গে যাব।' সুদর্শন বলিলেন, "তুমি যেতে পার না, বোন; দেখিতেছ না যে, আমি প্রব্রাজকের বেশে যাইতেছি!" "আমি ক্ষুদ্র মণ্ডুকীর বেশ ধরিয়া তোমার জটার ভিতর গিয়া যাইব।" "তবে এস।" অর্চ্চির্মুখী মণ্ডুকশাবিকার রূপ ধরিয়া সুদর্শনের জটার ভিতর গিয়া রহিলেন। সুদর্শন স্থির করিলেন, 'মূল হইতে আরম্ভ করিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে যাইব।' তিনি

---

[১]। মূলে 'ওসপ্পিস্‌সন্তি' আছে, ইহা সুপ-ধাতুজ- 'লোকে আমাকে দেখিয়া হঠিয়া যাইবে। এই অর্থ অপ্রযোজ্য। ইংরাজী অনুবাদক ওসপিস্‌সন্তি (অব+শপ ধাতুজ) এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই বোধ হয় সমীচীন।

বোধিসত্ত্বের ভার্য্যাদিগের নিকট তাঁহার পোষধপালন-স্থান জানিয়া লইলেন এবং প্রথমেই সেই স্থানে গিয়া যেখানে আলম্বায়ন বোধিসত্ত্বকে ধরিয়াছিল সেখানে রক্তের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন; যেখানে সে লতা দিয়া পেটিকা প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহাও দেখিলেন। তখন আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না যে, বোধিসত্ত্বকে কোন সাপুড়ে ধরিয়াছে। তিনি শোকাশ্রুপূর্ণ নয়নে আলম্বায়নের গমনমার্গ অনুসরণ করিতে করিতে যে গ্রামে প্রথমে খেলা দেখাইয়াছিল, সেই গ্রামে প্রবেশপূর্ব্বক ভূরিদত্তের আকার বর্ণন করিয়া লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইরূপ একটা সাপ লইয়া কোন সাপুড়ে এখানে খেলা দেখাইয়াছিল কি?" তাহারা বলিল, "হাঁ মহাশয়; আজ এক মাস হইল আলম্বায়ন নামে এক সাপুড়ে সাপখেলা দেখাইয়াছিল।" "সে পেয়েছিল কি?" "এই এক গ্রামেই সে এক লক্ষ মুদ্রা পাইয়াছিল।" "এখন সে কোথায় গিয়াছে?" 'বোধ হয় অমুক গ্রামে।' সুদর্শন এই সূত্র পাইয়া সেখান হইতে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে কালক্রমে রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ঐ আলম্বায়নও গন্ধোদকাদি দ্বারা স্নান করিয়া, চন্দনাদি দ্বারা বিলেপন করিয়া, পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া, রত্নপেটিকা হস্তে লইয়া, সেখানে দেখা দিল। সেখানে বহু লোক সমবেত হইয়াছিল; রাজার জন্য আসন সজ্জিত হইয়াছিল; তিনি অন্তঃপুর হইতে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি আসিতেছি; নাগরিকদিগকে ক্রীড়া দেখাউক।" আলম্বায়ন বিচিত্র আস্তরণের উপর রত্নপেটিকা রাখিয়া উহা খুলিল এবং "এস, মহানাগরাজ" বলিয়া সঙ্কেত জানাইল। ঐ সময়ে সুদর্শনও জনসঙ্ঘের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। মহাসত্ত্ব মস্তক বাহির করিয়া সমস্ত জনসঙ্ঘ অবলোকন করিতে লাগিলেন। সর্পেরা দুই কারণে জনসঙ্ঘ অবলোকন করিয়া থাকে : উহাদের মধ্যে তাহাদের পরিপন্থী কোন সুপর্ণ কিংবা কোন নট আছে কি না ইহা দেখিবার জন্য। সুপর্ণ দেখিলে তাহারা ভয়বশতঃ নৃত্য করে না; নট দেখিলেও লজ্জায় নৃত্য করে না। মহাসত্ত্ব অবলোকন করিতে করিতে জনসঙ্ঘের মধ্যে তাঁহার ভ্রাতাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল; তিনি উহা সংবরণপূর্ব্বক পেটিকা হইতে বাহির হইয়া ভ্রাতার অভিমুখে চলিলেন। লোকে তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া ভয় পাইয়া হঠিয়া গেল; একা সুদর্শনই সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সুদর্শনও কান্দিলেন; মহাসত্ত্ব ক্রন্দন করিয়া ফিরিয়া পুনর্ব্বার সেই পেটিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আলম্বায়ন ভাবিল, সর্প বোধ হয়, তাপসকে দংশন করিয়াছে; সে তাঁহার নিকটে গিয়া আশ্বাস দিবার জন্য বলিল :

৮৭. হাত হ'তে পড়ি মোর এই সর্পরাজ
সবলে ধরিল পাদ তোমার, তাপস;
দংশিল কি? করিও না কিছুমাত্র ভয়;

করিতেছি তোমায় এখনি অনাময়।

আলম্বায়নের সঙ্গে আলাপ করিবার উদ্দেশ্যে সুদর্শন বলিলেন :

৮৮. নাই এ নাগের শক্তি দুঃখ দিতে মোরে;
সাপুড়ে যতেক আছে এই পৃথিবীতে
কার(ও) সাধ্য নাই অতিক্রমিতে আমারে।

সুদর্শন যে কে, আলম্বায়ন তাহা জানিত না; সে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল :

৮৯. কে রে এই স্থূলবুদ্ধি? ব্রাহ্মণের বেশে
এসেছে সভার এই? কি সাহস করে
যুঝিতে আহ্বান মোরে? শুন সভ্যগণ,
দিও না আমায় দোষ কেহ অতঃপর।

সুদর্শন উত্তর দিলেন,

৯০. বুঝ তুমি সর্প লয়ে, মণ্ডূক-শাবিকা
লইয়া যুঝিব আমি এ যুদ্ধের বাজি
রহিল সহস্র পঞ্চ প্রাপ্য বিজেতার।

আলম্বায়ন বলিল :

৯১. আছে মোর ধনরত্ন প্রচুরপ্রমাণ,
তুই ত দরিদ্র অতি, ব্রাহ্মণকুমার,
কে তোর প্রতিভূ বল? কোথা হতে তুই
হারিলে পাপের অর্থ দিবি রে, বটুক?

৯২. আছে মোর অর্থ বহু, যাহা হ'তে আমি
এখনি সহস্র পঞ্চ দিব রে হারিলে,
প্রতিভূ যদ্যপি চাস্ অভাব তাহার
হবে না রে, রাখিলাম দ্বিধা নাহি করি
এ যুদ্ধে সহস্র পঞ্চ পণ আমি তাই।

ইহা শুনিয়া সুদর্শন বলিলেন, "বেশ, আমাদের মধ্যে পঞ্চ সহস্র মুদ্রাই বাজি থাকুক।" অনন্তর তিনি নির্ভয়ে রাজভবনে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার মাতুল বারাণসীরাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন :

৯৩. মাগি ভূপ, হও তুমি কল্যাণভাজন;
প্রতিভূ আমার তুমি হও, কীর্ত্তিমান,
পণের সহস্র পঞ্চ কার্ষাপণ তরে।

রাজা ভাবিলেন, 'এই তপস্বী আমার নিকট অতি বহু ধন যাচ্ঞা করিতেছে; ইহার কারণ কি?' তিনি বলিলেন :

৯৪. পিতা মোর, কিংবা আমি নিজে কোন দিন
লয়েছি কি তব ঠাঁই কোনরূপ ঋণ,
যার জন্য হেথা তুমি করি আগমন
বলছি তোমায় এবে দিতে এত ধন?

ইহার উত্তরে সুদর্শন দুইটী গাথা বলিলেন :

৯৫. সর্প লয়ে আলম্বায়ন যুদ্ধে মোরে পরাজিতে চায়
মণ্ডুক-শাবিকা লয়ে আমি ভূপ দংশাব তাহায়।

৯৬. এস হে, রাষ্ট্র বদ্ধন অনুচরগণ সঙ্গে লয়ে
দেখ এ অদ্ভুত যুদ্ধ যাহা মোরা করিব উভয়ে।

রাজা বলিলেন "আচ্ছা যাইতেছি চল।" তিনি তপস্বীর সঙ্গেই প্রাসাদ হইতে বাহির হইলেন। ইহা দেখিয়া আলম্বায়ন ভাবিল, 'এই তাপস গিয়াই রাজাকে লইয়া আসিল! রাজকুলের সহিত বোধ হয় ইহার বিশিষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে।' সে ভয় পাইয়া সুদর্শনের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল এবং বলিল :

৯৭. বিদ্যা বড় আছে মোর, বলি ইহা আস্ফালন করিতে না চাই;
তোমাকেও হতমান করিতে সভার মধ্যে ইচ্ছা মোর নাই।
বিদ্যামদে মত্ত তুমি; ভাব, আর নাই কেহ তোমার সমান;
তাই ঘোর বিষধর নাগকুলরাজে এই কর তুচ্ছজ্ঞান।

সুদর্শন বলিলেন :

৯৮. বিদ্যার বড়াই করি তোমাকেও হতমান করিতে আমার ইচ্ছা নাই;
বিষহীন সর্প লয়ে ভুলাইছ সর্ব্বজনে; দেখি ইহা বড় লাজ পাই।

৯৯. জানিত লোকে হে যদি তোমার
বিদ্যার দৌড়, জানিতেছি আমি যে প্রকার,
ধন ত দূরের কথা, একমুষ্টি শক্তুমাত্র
ভাগ্যে নাহি জুটিত তোমার।

এই উত্তরে আলম্বায়ন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল :

১০০. কর্কশ অজিনবাস, মস্তকে জটার ভাব,
দেহের দুর্গন্ধে তোর তিষ্ঠা হেথা দায়;
হস্তিমূর্খ তুই, তাই, নির্ব্বিষ বলিয়া নিন্দা
করিস্ এ সর্প-রাজে আসিয়া সভায়।

১০১. আয় না নিকটে এব; পরীক্ষা করিয়া দ্যাখ্
কত উগ্রতেজে পূর্ণ এই নাগবর;
বারেক দংশিলে তোরে বিষের জ্বালায় তোর
নিমিষে হইবে ভস্মীভূত কলেবর।

সুদর্শন আলম্বায়নকে পরিহাস করিয়া বলিলেন :

১০২. ঘরে থাকে হেলে সাপ,[১] ঢোঁড়া[২] থাকে জলে;
নলডগা[৩] নামে সাপ বেড়ায় জঙ্গলে;
ইহাদের দাঁতে বিষ যদিই বা হয়
কোন কালে, তবু, জানিও নিশ্চয়,
এ রক্তমস্তক সর্প রবে চিরদিন
তেজোবীর্য্যহীন, আর বিষদন্তহীন।

আলম্বায়ন বলিল :

১০৩. তপস্বী সংযতেন্দ্রিয় অর্হন্‌দিগের মুখে করিয়াছি আমি রে শ্রবণ,
এ জীবনে করি দান হয় দাতা তার ফলে দেহ-অন্তে স্বর্গপরায়ণ।
তাই, বলি কর দান যা' কিছু আছে রে তোর, যতক্ষণ রহিবে জীবন।

১০৪. ঋদ্ধিমান, মহাতেজা সর্ব্বথা দুরতিক্রম এই মহাবিষধর ফণী;
ইহার সাহায্যে তোর করিবে রে দর্পচূর্ণ ভষ্মীভূত হইবি এখনি।

সুদর্শন বলিলেন :

১০৫. আমিও শুনেছি, সৌম্য জিতেন্দ্রিয় মুনিদের এই উপদেশ মূল্যবান,
এ লোকে করিলে দান করে দাতা তার ফলে দেহ-অন্তে স্বরগে প্রয়াণ।
তাই বলি, দাও এবে দাতব্য যা' আছে তব, থাকিতে তোমার দেহে প্রাণ।

১০৬. উগ্রতেজে পরিপূর্ণা ভেকের শাবিকা এই; অর্চ্চির্মুখী নাম এই ধরে;
ইহার সাহায্যে তব করিব হে দর্পচূর্ণ; ভষ্ম এই করিবে তোমারে।

১০৭. ধৃতরাষ্ট্র পিতা এর; আমি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা; দিলাম ইহার পরিচয়;
উগ্রতেজে পরিপূর্ণা মণ্ডুকরূপধারিণী অর্চ্চিমুখী দংশিবে তোমায়,

অনন্তর সুদর্শন সেই বিশাল জনসঙ্ঘের মধ্যে হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক বলিলেন, "ভগিনি অর্চ্চির্মুখি, তুমি জটার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আমার হাতে বোসো ত।" তাঁহার আহ্বান শুনিয়া অর্চ্চির্মুখী তিনবার মণ্ডকস্বরে শব্দ করিলেন; জটা হইতে বাহির হইয়া প্রথমে তাহার অংসকূটে বসিলেন এবং সেখান হইতে লম্ফ দিয়া পড়িয়া তাঁহার হস্ততলে তিন বিন্দু বিষ নিক্ষেপপূর্ব্বক পুনর্ব্বার জটার মধ্যেই প্রবেশ করিলেন। সুদর্শন বিষ গ্রহণ করিয়া তিনবার উচ্চৈস্বরে বলিলেন, "এই জনপদ ধ্বংস হইবে, এই জনপদ বিনষ্ট হইবে।" তাঁহার এই মহানিনাদ দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ বারাণসীপুরীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা

১। পালি 'সিলুত্ত'= ঘরসপ্প। বাঙ্গালা 'হেলে' বা 'ঘরমোনাই।'

২। পালি 'দেড্ডুভ'।

৩। পালি 'সিলাভূ'= নীলপন্নবণ্ণসপ্প।

করিলেন, "জনপদ বিনষ্ট হইবে কেন?" সুদর্শন বলিলেন, "আমি যে এই বিষ নিষেচনের স্থান দেখিতে পাইতেছি না!" "বাপু, এই পৃথিবী বিপুলা; তুমি ইহা পৃথিবীতে নিক্ষেপ কর।" সুদর্শন বলিলেন, "না মহারাজ, তাহা করিতে পারি না।" তিনি রাজার আদেশ পালন করিতে না চাহিয়া বলিলেন :

১০৮. নিক্ষেপিলে এই বিষ পৃথিবী উপরি
তৃণলতা ওষধি প্রভৃতি সমুদায়
নিমিষে শুকায়ে, ভূপ, হবে ছারখার।
এত বীর্য্য এ বিষের জানিও নিশ্চয়।

রাজা বলিলেন, "তবে ইহা ঊর্ধ্বদিকে আকাশে নিক্ষেপ কর।" সুদর্শন বলিলেন, "আকাশেও ইহা নিক্ষেপ করিতে পারি না।

১০৯. ঊর্ধ্বদিকে ফেলি যদি, সপ্তবর্ষ কাল
বর্ষণ পর্জ্জন্যদেব না করিবে বারি;
হিমপাত হবে না ক এ রাজ্যে তোমার।
এত বীর্য্য এ বিষের জানিও নিশ্চয় ।"

রাজা বলিলেন, "তবে ইহা জলে নিক্ষেপ কর।" সুদর্শন বলিলেন, 'ইহা জলেও নিক্ষেপ কার যায় না।

১১০. জলে যদি ফেলি ইহা জলচরগণ—
মৎস্যকূর্ম্মশম্বৃকাদি—মারা যাবে সবে।
এত বীর্য্য এ বিষের জানিও নিশ্চয়।'

তখন রাজা বলিলেন, "আমি ত বাপু, কিছুই বুঝি না। যাহা করিলে আমার রাজ্য বিনষ্ট না হয়, তাহা তুমিই জান।" সুদর্শন বলিল, "তবে মহারাজ, তিনটি গর্ত্ত খনন করাউন।" রাজা তিনটি গর্ত্ত খনন করাইলেন। সুদর্শন মাঝের গর্ত্তটি নানাবিধ ভৈষজ্যদ্বারা, দ্বিতীয়টি গোময়দ্বারা এবং তৃতীয়টী দিব্যৌষধিদ্বারা পূর্ণ করাইলেন। অনন্তর তিনি মধ্যম গর্ত্তে বিষবিন্দুগুলি নিক্ষেপ করিলেন। অমনি তাহা হইতে প্রথমে ধূম, পরে অগ্নিশিখা উত্থিত হইল; ঐ অগ্নিশিখা গোময়পূর্ণ গর্ত্তটিকে স্পর্শ করিল; তাহা হইতে আবার অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া দিব্যৌষধিপূর্ণ গর্ত্তটি ধরিল এবং ঔষধগুলি দগ্ধ করিয়া নিবিয়া গেল। আলম্ববায়ন, এই গর্ত্তের অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল; বিষের জ্বালা তাহার শরীরে লাগিল এবং সর্ব্বাঙ্গের ত্বক্ উৎপাঁন করিয়া গেল। অমনি সে শ্বেতকুষ্ঠগ্রস্ত হইল; সে মহা ভয় পাইয়া তিন বার বলিল, "আমি নাগরাজকে মুক্তি দিতেছি।" ইহা শনিয়া বোধিসত্ত্ব রত্নপেটিকা হইতে বাহির হইলেন, এবং সর্ব্বলঙ্কারবিভূষিত আত্মরূপ প্রকটিত করিয়া দেবরাজ শক্রের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। সুদর্শন এবং অর্চ্চির্মুখীও সেইভাবে অবস্থিত হইলেন।

অনন্তর সুদর্শন রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, চিনিতে পারেন, কি, ইহারা কাহার পুত্র?" রাজা বলিলেন, "আমি ত চিনিতে পারিতেছি না।" "আমাদিগকে চিনিতে না পারেন; কিন্তু কাশীরাজকন্যা সমুদ্রজা যে ধৃতরাষ্ট্রের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন, ইহা ত জানেন?" "হাঁ, তাহা জানি; সমুদ্রজা আমার কনিষ্ঠা ভগিনী।" "আমরা তাঁহার পুত্র; আপনি আমাদের মাতুল।" ইহা শুনিয়া রাজা তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন, তাঁহাদের মস্তক চুম্বন করিলেন, আনন্দশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রাসাদে লইয়া গেলেন, এবং মহা আদর যত্ন করিলেন। অনন্তর ভূরিদত্তকে অভিনন্দনপূর্ব্বক রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তোমার বিষ এত উগ্র; অথচ আলম্বায়ন তোমাকে গ্রহণ করিতে পারিল, ইহার কারণ কি?" ভূরিদত্ত রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন এবং রাজাদিগকে কি কি নিয়মে রাজ্য শাসন করিতে হয়, তাহা বুঝাইয়া মাতুলকে ধর্ম্মকথা শুনাইলেন। অতঃপর সুদর্শন বলিলেন, "মামা, ভূরিদত্তকে না দেখিয়া মা বড় কষ্ট পাইতেছেন; আমরা বাহিরে থাকিয়া আর কালক্ষেপ করিতে পারি না।" রাজা বলিলেন, "বেশ বৎসগণ, তোমরা এখন যাইতে পার; আমারও একবার ভগিনীকে দেখিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছে। কিরূপে তাঁহার দেখা পাইব বল ত!" 'মামা, আমাদের মাতামহ কাশীরাজ এখন কোথায়?" 'আমার ভগিনীকে দান করিবার পর তাঁহার বিপ্রয়োগবশতঃ তিনি আর রাজধানীতে তিষ্ঠিতে পারিলেন না; প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক এখন অমুক বনে বাস করিতেছেন।" "মামা, আপনাকে এবং দাদামহাশয়কে দেখিবার জন্য মায়েরও বড় ইচ্ছা। আপনি অমুক দিন দাদা মহাশয়ের নিকট যাইবেন; আমরাও মাকে লইয়া দাদামহাশয়ের আশ্রমে উপস্থিত হইব; এইরূপে সেখানেই সকলের সাক্ষাৎকার হইবে।" ইহা বলিয়া তাঁহারা দিন স্থির করিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন। রাজা ভাগিনেয়দিগকে বিদায় দিয়া সাশ্রুলোচনে প্রত্যাগমন করিলেন; তাঁহারা তিনজনও ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া নাগভবনে গমন করিলেন।

নগর প্রবেশখণ্ড সমাপ্ত।

(৭)

মহাসত্ত্ব প্রতিগমন করিলে সমস্ত নাগভবন পরিদেবন-শব্দে নিনাদিত হইল। একমাস পেটিকার মধ্যে অনাহারে থাকিয়া তিনি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন; এখন তিনি রোগশয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য যে কত নাগ আসিতে লাগিল, তাহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিবার সময় তাঁহার বড় ক্লান্তি হইত। কাণারিষ্ট দেবলোকে গিয়াছিলেন; সেখানে তিনি মহাসত্ত্বকে না পাইয়া সর্ব্বপ্রথমেই নাগভবনে ফিরিয়াছিলেন। তিনি চণ্ড ও পরুষ; মহাসত্ত্বের দর্শনার্থী নাগদিগকে বারণ করিতে তিনি সমর্থ,

এই বিবেচনায় সুদর্শনাদি তাঁহাকেই মহাসত্ত্বের শয়নগৃহে দৌবারিক নিযুক্ত করিলেন।

এদিকে, সুভগ প্রথমে সমস্ত হিমালয় পর্ব্বত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছিলেন; তাহার পর মহাসমুদ্র ও অন্যান্য নদীতে অনুসন্ধান করিয়া যমুনা নদী পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার তীরে উপস্থিত হইলেন। আলম্বায়ন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়াছে দেখিয়া নিষাদবৃত্তিধারী সেই ব্রাহ্মণ ভাবিয়াছিল, "ভূরিদত্তকে দুঃখ দিয়া ইহার ত কুষ্ঠ হইল; ভূরিদত্ত আমার মহা উপকার করিয়াছিলেন; আমি কিন্তু মণির লোভে তাঁহাকে আলম্বায়নকে দেখাইয়াছিলাম; এ পাপেরফল ত আমাকেও ভুগিতে হইবে। কিন্তু সেই ফল দেখা দিবার পূর্ব্বেই আমি যমুনায় গিয়া পাপবাহতীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক পাপপ্রক্ষালন করিব।' এই-উদ্দেশ্যে সে যমুনায় গিয়া 'আমি ভূরিদত্তের সম্বন্ধে মিত্রদ্রোহী হইয়া পাপ করিয়াছি; এখন সেই পাপ প্রক্ষালন করিব,' এই সঙ্কল্পপূর্ব্বক জলে অবতরণ করিল। সুভগও ঠিক সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার সেই সঙ্কল্প শুনিয়া ভাবিলেন, "এই পাপিষ্ঠই মণিরত্নের লোভে, আমার যে সহোদর ইহাকে এত ধনরত্নাদি দিয়াছিলেন, তাঁহাকে আলম্বায়নের হাতে ধরাইয়া দিয়াছিল; ইহাকে আর প্রাণ লইয়া ফিরিতে দিব না।" ইহা স্থির করিয়া তিনি লাঙ্গুলদ্বারা তাহার পদদ্বয় বেষ্টন করিয়া তাহাকে জলের ভিতর টানিয়া লইয়া গেলেন এবং জলে ডুবাইয়া ধরিয়া রাখিলেন। পরে যখন তাহার শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল, তখন তিনি বন্ধন একটু শিথিল করিয়া তাহাকে মাথা তুলিয়া শ্বাস গ্রহণ করিতে দিলেন। তাহার পর তিনি আবার তাহাকে টানিয়া জলে ডুবাইলেন। বহুবার এইরূপ চুবানি খাইয়া নিষাদ-ব্রাহ্মণ অবসন্ন হইয়া পড়িল; শেষে অতিকষ্টে জলের উপর মাথা তুলিয়া বলিল :

১১১. প্রয়াগে করিলে স্নান লোকে বলে হয় পাপক্ষয়;
সেই পুণ্যতীর্থে স্নান করিতেছি, এমন সময়
গ্রাসিতে আমারে চাস কে রে তুই যক্ষ পাপাশয়?

সুভগ বলিলেন :

১১২. নাগলোক-অধিপতি যে যশস্বী ধৃতরাষ্ট্র
নিজের বিশাল দেহে করিয়া বেষ্টন
সর্ব্ব-বারাণসীপুরী, সেই নাগোত্তমসুত
'সুভগ' নামেতে আমি বিদিত, ব্রাহ্মণ।

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ভাবিল, 'এ ভূরিদত্তের ভ্রাতা; এ ত কিছুতেই আমার প্রাণ রাখিবে না। ইহার এবং ইহার মাতাপিতা গুণকীর্ত্তন করিয়া যদি ইহার মন নরম করিতে পারি, তবে তখন নিজের জীবন ভিক্ষা করিব।' সে বলিল :

১১৩. ভূবনবিদিত কংসরাজবংশে[১] জননী তোমার লভিলা জনম;
অমরসদৃশ উরগগণের অধিপতি তব পিতা নাগোত্তম;
মর্ত্ত্যলোকে যার অতুল্যা জননী, মহা-অনুভাব জনক যাহার,
এ ব্রাহ্মণাধমে জলের ভিতর ডুবাইয়া মারা সাজে না ক তার।

সুভগ বলিলেন, "অরে দুষ্ট ব্রাহ্মণ, তুই আমাকে বঞ্চনা করিয়া মুক্তি পাইবি মনে করিয়াছিস! আমি কিছুতেই তোর প্রাণ রাখিব না।" অনন্তর তিনি কয়েকটি গাথায় ব্রাহ্মণের দুষ্কৃতি বর্ণন করিলেন :

১১৪. জলপান তরে আসিল হরিণ; বৃক্ষ-অন্তরালে থাকি
শর-নিক্ষেপণে বিধিলি তাহারে, মনে তোর পড়ে না কি?
বিদ্ধ হয়ে পরে ভয়ে, যন্ত্রণায়, মৃগ করে পলায়ন;
শরবেগে ছুটি যায় বহুদূরে; করিলি অনুগমন।

১১৫. শেষে মহাবনে পড়িল ভূতলে মৃগ অবসন্নকায়;
মাংস সব তুই লইলি কাটিয়া, খণ্ড খণ্ড করি তায়।
বাঁকে তুলি তাহা করিলি রে যাত্রা গৃহে ফিরিবার আছে;
সন্ধ্যা হল পথে; হলি উপস্থিত ন্যগ্রোধ তরুর পাশে।

১১৬. বিভূষিত তরু শাখায় পল্লবে; বসি তাহে করে গান
মঞ্জুভাষী পাখী- শুক, শারী, পিক- তুলিয়া মধুর তান।
রম্য সে ভূভাগ, পিঙ্গলবরণ মৃত্তিকাময় সে স্থান,
চিরশ্যাম তার শাদ্বলাস্তরণ দেখিলে জুরাই প্রাণ।

১১৭. হন প্রাদুর্ভূত সম্মুখে রে তুর সেখানে সোদর মম,—
মহা-অনুভাব ঋদ্ধিতেজোদীপ্ত দ্বিতীয় ভাস্করসম।
নাগকন্যাগণ বেষ্টি ছিল তাঁরে পরিচর্য্যাহেতু সেথা;
কর ত, ব্রাহ্মণ, স্মরণ; এখন পড়ে কি মনে সে কথা?

১১৮. করিলেন যত্ন কতই রে তোর; তুষিলেন করি দান
ভোগ তরে তোর উরগভবনে কাম্যবস্তু অপ্রমাণ।
হেন হিতকারী নাগেশ রে তোর। তুই কিন্তু নীচাশয়
করিলি অনিষ্ট; সে পাপের ফল পাবি এবে নিশংসয়।

১১৯. কর শীঘ্র তোর গ্রীবা প্রসারণ; শির তোর ছেদ করি।
সোদরে আমার দিলি রে যে দুখ, মারিব তোরে তা স্মরি।

ব্রাহ্মণ ভাবিল, 'এ ত, দেখিতেছি, আমার প্রাণ রাখিবে না; তবে যা' তা' কিছু বলিয়া আরও একবার মুক্তিলাভের চেষ্টা করা যাউক।' সে বলিল :

---

[১]। টীকাকার বলেন, কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের নামান্তর 'কংস।'

১২০. বেদ-অধ্যয়ন, যাজন,[১] হবন,—
এ তিন কারণে অবধ্য ব্রাহ্মণ।

ইহা শুনিয়া সুভগের চিত্ত সংশয়ে দোলায়মান হইল। তিনি স্থির করিলেন, 'ইহাকে নাগলোকে লইয়া সহোদরদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারা যেরূপ বলেন, সেইরূপ ব্যবস্থা করিব।' সে বলিল :

১২১. যমুনা নদীর গর্ভে হিমালয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত
ধৃতরাষ্ট্র-নাগপুরী হেমময়ী আছে বিরাজিত।

১২২. সেখানে পুরুষব্যাঘ্র সোদরেরা আছেন আমার;
তাঁদের বিচারে হবে দণ্ড কিংবা নিষ্কৃতি তোমার।

ইহা বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণের গ্রীবা ধরিলেন, এবং তাহাকে ঝাকুনি দিতে দিতে, গালি দিতে দিতে ও তর্জ্জন করিতে করিতে মহাসত্ত্বের প্রাসাদদ্বারে লইয়া গেলেন।

মহাসত্ত্বের পর্য্যেষণ খণ্ড সমাপ্ত।

কাণারিষ্ট দ্বারপাল হইয়াছিলেন, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তিনি দ্বারদেশে বসিয়াছিলেন; সুভগ ব্রাহ্মণকে অবসন্ন করিয়া টানিয়া আনিতেছেন দেখিয়া তিনি তাঁহার সম্মুখে গিয়া বলিলেন, "ভাই, উহাকে ব্যথা দিওনা; ব্রাহ্মণেরা মহাব্রহ্মার পুত্র; তাঁহার পুত্রকে দুঃখ দিতেছি, ইহা জানিতে পারিলে মহাব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের সমস্ত নাগপুরী ধ্বংস করিবেন। ইহলোকে ব্রাহ্মণেরাই শ্রেষ্ঠ ও মহানুভাব; তুমি ব্রাহ্মণের মহিমা জান না; কিন্তু আমি জানি।" কাণারিষ্ট না কি উহার পূর্ব্বজন্মে যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণ ছিলেন; সেই জন্যই তিনি এমন দৃঢ়ভাবে বলিলেন। তিনি পূর্ব্বজন্মজ সংস্কারবশতঃ যজ্ঞশীল ছিলেন; এখন সুভগও অন্য নাগদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "এস, আমি যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণদিগের গুণ বর্ণন করিতেছি; তাহা শুন।" অনন্তর তিনি প্রথমেই যজ্ঞের মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন :

১২৩. বেদ-অধ্যায়ন আর যজনের মত
নাই ক সুফলপ্রদ অন্য ধর্ম্ম কোন;
হোক না ব্রাহ্মণ কেন পাপাশয় যত,
এ দুই ধর্ম্মের বলে সে শ্রদ্ধাভাজন।

---

[১]। মূলে 'যাচযোগ' আছে। যাচযোগ=(১)দানে মুক্তহস্ত-যং যং পরে যাচন্তি তস্স তস্স দানতো যাচনযোগ; (২) যঞঞ যুক্ত বা যাজক। শেষোক্ত অর্থই এখানে প্রযোজ্য।

নিন্দার অযোগ্য সেই; নিন্দিলে তাহার
বিত্ত ও সদ্ধর্ম্ম লোকে উভয়(ই) হারায়।

অতঃপর কাণারিষ্ট জিজ্ঞাসা করিল, "সুভগ, জান কি তুমি, কে এই জগত সৃষ্টি করিয়াছেন?" সুভগ বলিলেন, "আমি তাহা জানি না।" 'ব্রাহ্মণদিগের পিতামহ এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

১২৪. মহাব্রহ্মা সৃজিলেন জগৎ যখন,
দিলেন ব্রাহ্মণে আজ্ঞা, "কর অধ্যায়ন।"
ক্ষত্রিয়কে বলিলেন ধরণী শাসিতে;
বৈশ্যগণে কৃষিদ্বারা শস্য উৎপাদিতে।
শূদ্রেরা পাইল আজ্ঞা, "হও সবে রত
এ তিন বর্ণের পরিচর্য্যায় সতত।"
এরূপে নির্দ্দিষ্ট হ'ল যে ধর্ম্ম যাহার,
এখনও সে করে না ক অতিক্রম তার।

ব্রাহ্মণেরা ঈদৃশ মহাগুণসম্পন্ন! যে ইঁহাদিগকে প্রসন্নচিত্তে দান করে, সে অন্য কোথাও জন্মান্তর গ্রহণ করেনা, একেবারে দেবলোকে চলিয়া যায়।

১২৫. সূর্য্য, সোম, যম, কুবের, বরুণ, ধাতা ও বিধাতা-দেবতা সবে,
করি যজ্ঞ বহু, বহু ধনদান তুষিয়া ব্রাহ্মণে দেবত্ব লভে।

১২৬. ভীমকায় সেই কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন আছিল সহস্র বাহু যাহার,
ধরি যুগপৎ চাপ পঞ্চশত গুণে তাহাদের দিত টঙ্কার,
তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলনা যাহার এ মহীমণ্ডলে কেহ তখন
সেও ত আহুতি দিত হুতাশনে তুষি বিপ্রগণে দিয়া বহুধন।

অরিষ্ট আবারও ব্রাহ্মণদিগেরই মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিলেন :

১২৭. পুরাকালে এক বারাণসীরাজ করাত ভোজন ব্রাহ্মণগণে
বহু সংবৎসর যথাসাধ্য তার অন্নপান দিয়া সুপ্রসন্ন মনে।
ইহাতেই তার উপজিল মনে শুন, হে সুভগ, পরমা প্রীতি;
সে পুণ্যের বলে দেবত্ব লভিয়া করে গিয়া এবে স্বর্গে অবস্থিতি।

"ব্রাহ্মণেরা এমনই অগ্রদক্ষিণার্হ!" ব্রাহ্মণদিগের ঈদৃশ প্রাধান্যের কারণ বুঝাইবার জন্য তিনি বলিলেন :

১২৮. সমুজ্জ্বলবর্ণ, দেবের প্রধান দেব সর্ব্বভুকে ঘৃতাহুতিদানে,
তুষিলেন যিনি, সেই মুচলিন্দ গেলা স্বর্গে চলি দেহ-অবসানে।[১]
ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেবা বল, এ যজ্ঞ তাঁহারে বলিল করিতে?

---

[১]। মুচলিন্দ প্রভৃতি রাজার নাম ইতঃপূর্ব্বে নিমি-জাতকেও (৫৪০) পাওয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মণসাহায্য ব্যতীত কি ছিল সাধ্য তাঁর এই যজ্ঞ সম্পাদিতে?

মনের ভাব আরও বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য অরিষ্ট বলিলেন :

১২৯. সহস্র বৎসর ছিল আয়ুঃ যাঁর, রথ, সেনাবল ছিল অগণন,
সে দিলীপ ভূপ পুণ্য উপার্জ্জিতে সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণে করিলা অর্পণ।
গেলা বনে চলি ত্যজি রাজপুরী; প্রব্রজ্যা রাজর্ষি করিলা গ্রহণ;
অন্তিমে নশ্বর ছাড়ি নরদেহ করিলেন তিনি স্বরগে গমন।

অতঃপর অরিষ্ট আরও কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন :

১৩০. সগর নৃমণি আসমুদ্র ধরা নিজ বাহুবলে করিলা জয়;
যজ্ঞান্তে তাঁহার বিশাল সুন্দর হিরণ্ময় যূপ সমুচ্ছ্রিত হয়।
তুষি বৈশ্বানরে যত্ন সহকারে বহু পুণ্য তিনি করিলা অর্জ্জন;
লভেন দেবত্ব তার ফলে শেষে; যজ্ঞের মাহাত্ম্য, সুভগ, এমন।

১৩১. লোমপাদ, অঙ্গদেশের ভুপাল, ব্রাহ্মণভোজন হেতু আয়োজন
করিলেন এত দুগ্ধের, সুভগ, শুনি তা বিস্মিত হয় সর্ব্বজন।
ভোজনাবশিষ্ট ছিল দুগ্ধ যাহা, তাহাতে গঙ্গার হল উৎপাদন,
সেই ক্ষীর, পুনঃ দধিরূপে গিয়া সাগরের গর্ভ করিল পূরণ।[১]
অগ্নির হবন, ব্রাহ্মণভোজন- এই সুকৃতির বলে তিনি আজ,
নরদেহ ত্যজি দেবত্ব লভিয়া সহস্রাক্ষপুরে করেন বিরাজ।

অরিষ্ট অতীতকালের আর একটী উদাহরণ দিলেন :

১৩২. মহা ঋদ্ধিমান যে দেবপুঙ্গব দেবলোকে এবে শত্রুসেনাপতি,
সোমযজ্ঞে করি পাপ নিষ্ক্ষালন লভেছেন তিনি এমন সুগতি।

কথনীয় বিষয় আরও বিশদ করিবার জন্য অরিষ্ট বলিলেন :

১৩৩. এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি, গঙ্গা, হিমালয়[২] সৃষ্টি যাঁহার,
অগ্নিকে পূজিয়া সে দেবাতিদেব লভিলেন এত ঋদ্ধি তাঁহার।[১]

---

[১]। গঙ্গার উৎপত্তিসম্বন্ধে এই কিংবদন্তী বিচিত্র বটে। টীকার বলেন, 'অতীতস্মিন্ হি অঙ্গো নাম লোমপাদো বারাণসীরাজা ব্রাহ্মণ সগ্গমগগং পুচ্ছিত্বা তেহি হিমবন্তং পবিসিত্বা ব্রাহ্মণানং সক্কারং কত্বা অগ্গিং পরিচরা'তি বুত্তো অপরিমাণা গাবিযো চ আদায হিমবন্তং পবিসিত্বা তথা অকাসি; ব্রাহ্মণেহি ভুত্তাতিরিত্তং খীরদধিং কিং কাত্তব্বং তি চ বুত্তে ছড্ডেথাতি হি আহ; তত খোকস্স খীরস্স ছড্ডিতট্ঠানে কুন্নদীযো অহেসুং; বহুকস্স ছড্ডিতট্ঠানে গঙ্গা পবত্তথ; তং পন খীরং যথ দধি হুত্বা সন্নিসিন্নং ঠিতং তং যেব সমুদ্দং নাম জাতং।" "লোমপাদ"কে বিশেষণস্থানীয় করিয়া বারাণসীর রাজা বলিয়া বর্ণনা করা মহাভারতাদি পুরাণেতিহাসে অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক।

[২]। এখানে গৃধ্রকূটেরও নাম আছে। ইহা রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত; কিন্তু বৌদ্ধদিগের নিকট বড় পর্ব্বত, কারণ এখানে বুদ্ধদেব কিয়ৎকাল বাস করিয়াছিলেন।

১৩৪. করিলেন যজ্ঞ বারাণসীরাজ; চৈত্যরূপে তাঁর হইল উদ্‌গত
গৃধ্রমালাগিরি হিমালয় আদি আছে পৃথিবীতে পর্ব্বত যত।[২]

এই সকল উদাহরণ দেখাইয়া অরিষ্ট সুভগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, জান কি, সমুদ্রের জল লবণময় ও অপেয় হইয়াছে কেন?' সুভগ বলিলেন, 'না অরিষ্ট; আমি তাহা জানি না।' 'তাহা জানিবে কেন? তুমি কেবল ব্রাহ্মণকে পীড়ন করিতে জান। বলিতেছি শুন :

১৩৫. বেদ-অধ্যয়নে রত বেদমন্ত্রে সুনিপুণ
যাজক তপস্বী এক সাগরের তীরে
করিতেছিলেন জল সেচন শরীরে;
হেনকালে অকস্মাৎ উথলিয়া উঠে জল;
করিল সাগর গ্রাস সেই তপোধনে;
অপেয় হইল তার জল এ কারণে।[৩]

১৩৬. ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য যত বর্ণন করিব কত?
দেবেন্দ্রের প্রিয়পাত্র সকল ব্রাহ্মণ;
দানের সৎক্ষেত্র, অগ্র-দক্ষিণাভাজন।
উত্তরে, দক্ষিণে পূর্ব্বে, পশ্চিমে—যে দিকে যাও
ব্রাহ্মণপ্রাধান্য অব্যাহত সর্ব্বস্থানে;
ব্রাহ্মণ(ই) বেদের স্রষ্টা, জানে সর্ব্বজনে।

এইরূপ চৌদ্দটি গাথায় অরিষ্ট ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ ও বেদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। বহু নাগ পীড়িত মহাসত্ত্বকে দেখিতে আসিত; তাহার অরিষ্টের কথা শুনিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, "অরিষ্ট পুরাণ কথা বলিতেছেন।" তাহারা

---

[১]। সৃষ্টিকর্ত্তা বৃহ্মত্বলাভের পূর্ব্বে মানব ছিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগের সাহায্যে যজ্ঞ করিয়া ব্রহ্মত্ব পাইয়াছিলেন।

[২]। এই গাথায় সুদর্শন, নিসভ ও কাকনেরু, এই তিনটি পর্ব্বতেরও নাম আছে। টীকাকার বলেন, পুরাকালে বারাণসীর এক রাজা ব্রাহ্মণদিগের নিকট স্বর্গলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা বলিয়াছিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণদিগের পূজা করুন।" এই উপদেশ শুনিয়া রাজা ব্রাহ্মণদিগকে মহাদান করিয়াছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমার দানে কোন দ্রব্যের অভাব হইয়ছে কি?" ব্রাহ্মণেরা বলিয়াছিলেন, "অন্য কিছুরই অভাব নাই; কেবল আসনের অভাব দেখিতেছি।" তখন রাজা ইষ্টক দ্বারা তাঁহাদের জন্য আসন নির্ম্মাণ করাইলেন; এই সকল আসন ব্রাহ্মণদিগের অনুভাববলে মালাগিরি প্রভৃতি পর্ব্বতে পরিণত হইল।

[৩]। ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া সাগরকে অভিশাপ দিলেন, "তুই আমার পুত্রকে বধ করিলি, এই পাপে তোর জল লবণময় ও অপেয় হইবে।"

এইরূপে মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণোম্মুখ হইল। মহাসত্ত্ব রোগশর্য্যায় থাকিয়াই এই সকল কথা শুনিতে পাইলেন। নাগেরাও তাঁহাকে এই সকল বৃত্তান্ত জানাইল। তখন তিনি ভাবিলেন, 'অরিষ্ট' মিথ্যামার্গের প্রশংসা করিতেছে। তাহার এই মিথ্যাবাদ খণ্ডন করিয়া নাগদিগকে সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন করিতে হইতেছে।' হইা স্থির করিয়া তিনি শর্য্যা হইতে উঠিলেন, স্নানান্তে সর্ব্বাভরণে বিভূষিত হইয়া ধর্ম্মাসনে উপবেশন করিলেন, এবং সমস্ত নাগ সমবেত করাইয়া ও অরিষ্টকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'দেখ অরিষ্ট, তুমি অলীক কথা বলিয়া বেদ, যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছ। ব্রাহ্মণেরা বেদাবিধানুসারে যজ্ঞযাজন করেন, তাহা অনিষ্টের আকর; তাহাতে স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটে না, তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা নিতান্তই অসার।' অনন্তর তিনি কতকগুলি গাথায় নানাবিধ যজ্ঞের স্বরূপ বর্ণনা করিলেন :

১৩৭. প্রাজ্ঞ যিনি, তাঁর কাছে বেদ অধ্যয়ন
অকল্যাণকর অতি মূঢ়েরা কেবল
ভাবে, এতে হবে তারা কল্যাণভাজন।
বেদত্রয়, মায়াবিনী মরীচিসদৃশ,
কুপথে লইয়া যায় ভ্রান্ত অজ্ঞজনে
প্রাজ্ঞকে সঞ্চিতে সাধ্য নাহি ইহাদের।[১]

১৩৮. প্রাণিহন্তা[২] মিত্রদ্রোহী পাপকর্ম্মাদের
পারে কি করিতে ত্রাণ বেদ কোনকালে?
পাপাশয় আর্য্যবিগর্হিত কার্য্যে রত
যে জন করুক না সে ঘৃতাহুতিদানে
অগ্নিপরিচর্য্যা সদা, অগ্নি কভূ তারে
নারিবে করিতে ত্রাণ নরক হইতে।

১৩৯. পৃথিবীর কাষ্ঠ সব তৃণের সহিত
মিশাইয়া অগ্নি যদি জ্বালে কোন জন,
নিজের সমস্ত ধন, ভোগ্যবস্তু আর
আহুতি তাহাতে দেয় তবু সেই নাগ,[৩]

---

[১]। "কলী হি ধীরাণ কট মগানং"—দ্যূতক্রীড়ায় পাশার যে দান দ্বারা পরাজয় হয় তাহা "কলী" যাহা দ্বারা জয় হয় তাহা 'কট'।

[২]। 'ভূনহুনো'। 'ভূনহা' শব্দটীর অর্থ টীকাকারের মতে বড়ঢিঘাতক, অর্থাৎ যে ঋষি প্রভৃতি পূজ্য ব্যক্তিদের অবমাননা করিয়া নিজের পারত্রিক উন্নতি নষ্ট করে। অভিধানমতে ইহা 'প্রাণিহন্তা' এই অর্থেও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

[৩]। মূলে 'দিরসঞ্ঞু' এই পদ আছে। ১৪৫, ১৭৪এবং ১৮৪সংখ্যক গাথাতেও এই পদের

নারিবে অমিততেজা অগ্নিকে তর্পিতে।

১৪০. দুগ্ধনয় নিত্য—ইহা পরিবর্ত্তশীল;
দুগ্ধের বিকারে হয় দধি, নবনীত।
সদাপরিবর্ত্তশীল অগ্নিও তেমন;—
এই নাই, এই এর হয় উৎপাদন
করিলে অরণি দ্বারা অরণি ঘর্ষণ।
শুষ্ক তৃণ, শুষ্ক কাষ্ঠ পেলে তার পর
ক্রমশঃ অগ্নির তেজ হয় বিবর্দ্ধিত।
লোকে যারে করে সৃষ্টি এ সব উপায়ে,
অচেতন এমন পদার্থে করে পূজা,
নিতান্ত অপ্রাজ্ঞ বিনা, আর কোন জন?

১৪১. শুষ্ক বল, আদ্র বল, কোন কাষ্ঠে কভু
আপনা হইতে অগ্নি দেখা নাহি দেয়।
মানুষের চেষ্টাবলে, অরণি ঘর্ষণে
অগ্নির উৎপত্তি হয়। পরচেষ্টা বিনা
হয় কি হে জাতবেদ আবির্ভূত নিজে?

১৪২. আদ্রানার্দ্র কাষ্ঠ অভ্যন্তরে অগ্নি যদি
থাকিত নিহিত স্বয়ং, যেত শুকাইয়া
অরণ্যের তরুলতা, শুষ্ক কাষ্ঠ যত
জ্বলিত আপনা হ'তে-অন্য চেষ্ঠা বিনা।

১৪৩. ধূমধ্বজ সুপ্রতাপ অগ্নিকে ভোজন
দারুতৃণ দিয়া নিত্য করাইলে যদি
হয় পুণ্যবান কেহ, অঙ্গারিক[১] যারা,
জল জ্বাল দিয়া সংগ্রহে লবণ,
সূপকার, আর যারা করে শবদাহ,—
এরা ত সদাই তবে করে পুণ্যার্জ্জন!

১৪৪. এরা যদি পুণ্যার্জ্জন না পারে করিতে,

প্রয়োগ দেখা যায়। টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন 'দ্বিজিহ্ব' অর্থাৎ সর্প-দ্বীহি জিহ বাহি রসজাননসমত থ। এই অর্থই সঙ্গত। নূতন পালিঅভিধানে এই শব্দের যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা ভ্রমাত্মিকা। 'দির্‌সঞ্‌ঞ' পদটী সম্বোধনবাচক। তুং—সর্ব্বঞ্‌ঞু, কতঞ্‌ঞু।

[১]। যাহার কাঠ পোড়াইয়া অঙ্গার প্রস্তুত করে।

পারে কি তাহারা, যারা মন্ত্র উচ্চারিয়া
ধুমধ্বজ সুপ্রতাপ, অগ্নিকে অর্চ্চন
করে নিত্য সযতনে ঘৃতাহুতি দিয়া?

১৪৫. লোকে যারে পূজে, তার বল কি কারণ,
গলিত পদার্থদাহে তৃপ্তি এত ভাই?
এমনি বিকট গন্ধ, দূর হ’তে যারে
এড়াইয়া অন্যদিকে যায় চলি লোকে!
এমন জগন্য অগ্নি পূজিবে কি নাগে?

১৪৬. অগ্নিকে দেবতা বলি মানে বহু লোকে;
জলকে দেবতা ভাবি অর্চ্চে ম্লেচ্ছগণ।
সকলের(ই) মহাভ্রম! সলিল, অনল
সামান্য পদার্থমাত্র; নয় এরা দেব।

১৪৭. নিরিন্দ্রিয়, সংজ্ঞাহীন, সকলের দাস
হেন বৈশ্বানরে পূজি পাপকর্ম্মাগণ
লভিবে সুগতি—ইহা বিশ্বাস কি হয়?

১৪৮. জীবিকা-নির্ব্বাহতরে বলে ধূর্ত্তগণ,
“সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মা পূজেন অগ্নিকে।”
অতি অসম্ভব ইহা; অযোনি যে জন,
সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বভূতের ঈশ্বর,
কি উদ্দেশ্যে সে পদার্থ পূজিবেন তিনি
করিলেন আত্মেচ্ছায় সৃজন যাহার?

১৪৯. ধন-উপার্জ্জন হেতু ব্রাহ্মণ ঈদৃশ
হাস্যাস্পদ, প্রাজ্ঞ-বিগর্হিত মিথ্যাবাদ
প্রচার করিয়াছিল প্রাচীন সময়ে।
হল না যখন লাভ তাহাতে প্রচুর,
প্রাণিগণে যজ্ঞক্ষেত্রে রাখিল বান্ধিয়া
শান্তি-স্বস্ত্যয়নসহ; করিল প্রচার,
হবে না ক শান্তিকর্ম্ম, প্রাণিবধ বিনা।

১৫০. ‘বেদ-অধ্যয়ন হবে ব্রাহ্মণের কাজ;
ক্ষত্রিয়ের কাজ হবে পৃথিবী পালন;
বৈশ্য হবে কৃষিজীবী; এ তিন বর্ণের
পরিচর্য্যা করা হবে কর্ত্তব্য শূদ্রের—
লোকস্থিতি হেতু এই ব্যবস্থা সুন্দর

করিলেন মহাব্রহ্মা,—বলে ব্রাহ্মণেরা!
এরূপে নির্দ্দিষ্ট হল যে ধর্ম্ম যাহার
অদাপি তাহাই না কি করে সে পালন
১৫১. ব্রাহ্মণের এই উক্তি সত্য যদি হ'ত,
ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্য কেহ কি কখন
পারিত লভিতে রাজ্য? ব্রাহ্মণ ব্যতীত
বেদমন্ত্রে বিশারদ হইত কি কেহ?
বৈশ্য বিনা কৃষিজীবী হ'ত না অপরে;
পরের দাসত্ব হ'তে মুক্তিলাভ, ভাই,
হইতে শূদ্রের ভাগ্যে চির অসম্ভব।
১৫২. এতই অলীক কথা মানবসমাজে
প্রচারে ব্রাহ্মণগণ! এত মিথ্যা বলে
উদরসর্ব্বস্ব এরা! অল্পবুদ্ধি লোকে
এ সব বিশ্বাস করে ধ্রুব সত্যজ্ঞানে!
কেবল প্রকৃত তথ্য জানে প্রাজ্ঞগণ।
১৫৩. কি ক্ষত্রিয়, কিবা বৈশ্য, অনেকে ত ভাই,
পূজেনা দেবতাগণে নানা উপচারে;
ব্রাহ্মণের(ও) অসিবৃত্তি দেখি অনুক্ষণ।
বর্ণ-ধর্ম্ম সনাতন হ'ত যদি কভু,
মর্য্যাদালঙ্ঘন তার বল কি কারণ,
না করেন মহাব্রহ্মা দমন এখন?
১৫৪. প্রজাপতি মহাব্রহ্মা প্রকৃতিই যদি
হন সর্ব্বভূতেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান
তবে কেন জীবলোকে অমঙ্গল এত?
কেন না করেন তিনি সুখী সর্ব্বজীবে?
১৫৫. প্রজাপতি মহাব্রহ্মা প্রকৃতই যদি
হন সর্ব্বভূতেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান
কেন মায়ামিথ্যা-আদি অধর্ম্মের জালে
বেষ্টি তিনি সৃজিলেন এই জীবলোক?
১৫৬. প্রজাপতি মহাব্রহ্মা প্রকৃতই যদি
হন সর্ব্বভূতেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান
নিজেও ত অধার্ম্মিক তিনি, হে অরি'।
করেন থাকিতে ধর্ম্ম অধর্ম্ম সৃজন।

১৫৭. উরগপতঙ্গকীটভেকমক্ষিকৃমি—
বধি হেন প্রাণিগণে শুদ্ধি লভে নর,
ইহাই প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম—অনার্য্য একথা
কাম্বোজবাসীর[১] মুখে শুধু শোভা পায়।

১৫৮. (যজ্ঞার্থে) যে বধে প্রানী, যে হয় নিহত,
উভয়েই স্বর্গে যায়, সত্য যদি ইহা,
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণগণে[২] কেন পরস্পর
করেনা ক বধ ভাই? যজমান যারা
বিশ্বাস স্থাপন করে, এ সব কথায়
করে না কি হেতু তারা পুরোহিতে বধ
অবিলম্বে স্বর্গে তারে দিতে পাঠাইয়া?

১৫৯. গো-মৃগ প্রভৃতি পশু করে কি প্রার্থনা
আত্মবধ কভু ভাই? কাঁপে না কি তারা
ভয়ে, যবে যজ্ঞক্ষেত্রে হয় সমানীত
জীবিকানির্ব্বাহহেতু ব্রাহ্মণগণের?

১৬০. যূপে যবে বান্ধে পশু, অনর্গল মুখে
কত না বিচিত্র কথা বলে ধূর্ত্তগণ।
'পরলোকে এই যূপ কামধেনুরূপে
মঙ্গলসাধক তব হবে চিরদিন।

১৬১. শুষ্ক কিংবা আর্দ্র কাষ্ঠে গঠিত যে যূপ,
সত্য যদি হয় তাহা মণিমুক্তাময়—
পরিপূর্ণ ধনধান্যে, সুবর্ণে রজতে
সর্ব্বকাম দাম যদি প্রকৃতই তাহা
করে যজমানে, যবে স্বর্গে যায় সেই,
বেদত্রয়ে ব্যুৎপন্ন ব্রাহ্মণ কি কারণ
নিজেই করেন বহু যজ্ঞ সম্পাদন?

---

[১]। কাম্বোজেরা পতিত ক্ষত্রিয়। মনু : —১০/৪৩, ৪৪ :—
শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমা : ক্ষত্রিয়জাতয় : বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ—পৌণ্ড্রকাশ্চৌদ্রাবিড়া : কাম্বোজাজবনা : শকা : পারদাপহ্লবাশ্চীনাঃকিরাতাদরদা : খশা :।

[২]। 'ভোবাদি ভোবাদিনা মারয়েয়্যং'। ব্রাহ্মণেরা জাত্যভিমানবশতঃ অন্যবর্ণের লোককে 'ভো' এই শব্দ দ্বারা সম্বোধন করিত—সেই লোক যতই 'জ্ঞানী ও সম্ভ্রান্ত হউক না কেন। এই নিমিত্ত বৌদ্ধ সাহিত্যে 'ভোবাদী' শব্দ ব্রাহ্মণ বুঝায়।

১৬২. শুষ্ক কিংবা আর্দ্র কাষ্ঠে গঠিত যে যূপ
মণিমুক্তাময় তাহা হইবে কেমনে?
ধনধান্যস্বর্ণরৌপ্য আছে তার মাঝে,
স্বর্গে তাহা সর্ব্বকাম্য করিবে প্রদান,
একথা উন্মত্ত ভিন্ন কে করে বিশ্বাস?

১৬৩. প্রবঞ্চক ভয়ানক, শঠচূড়ামণি
ব্রাহ্মণেরা অজ্ঞ জনে বেড়ায় বঞ্চিয়া;
যজ্ঞের প্রশংসা কত বিচিত্র ভাষায়
শুনায় অবোধ জনে অনর্গল মুখে!
বলে, "পূজ অগ্নিদেবে; দাও বিত্ত মোরে;
ইহাতেই হবে সুখী লভি সর্ব্বকাম।"[১]

১৬৪. বলে অনর্গল মুখে বিচিত্র ভাষায়
যজমানেব্রাহ্মণেরা, "করহ প্রবেশ
অগ্নি শালা মাঝে তুমি; কেশশ্মশ্রু, নখ
কাটি অগ্নিহোত্র কর সম্পাদন।"
বেদের দোহাই দিয়া এইরূপে তারা
যজমান-বিত্তধ্বংস করে চিরকাল।

১৬৫. নিভৃতে পেচকে পেলে কাকেরা যেমন
পালক তাহার সব করে উৎপাঁন,
সেইরূপ মনোমত পেলে যমজান
যজ্ঞের মহাত্ম্য বিপ্র কতই শুনায়;
করিয়া মুণ্ডিত তারে লয়ে যায় শেষে
যজ্ঞরূপ মহাপথে সুগতি লভিতে!

১৬৬. যজমান একা; বহু প্রবঞ্চক তার
সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লয়, হরে দৃষ্টধন
অদৃষ্ট ধনের লোভ দেখায়ে মুর্খকে!

---

[১]। এই গাথা এবং এতাদৃশ অন্যান্য গাথা পাঠ করিলে চার্ব্বকদর্শনের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি মনে পড়ে :

নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলাদায়িকাঃ।
অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠণম্
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্ম্মিতা।
পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি,
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্যান্ন হিংস্যতে?

১৬৭. ‘অকাশিক’ আখ্যাধারী[১] করগ্রাহকেরা
রাজার আদেশে কর গ্রহণের কালে
প্রজার সর্ব্বস্ব লুঠে; এরাও সেরূপ
অসাধু তস্কর সব; সর্ব্বস্বান্ত করে
যজমানে; বধদণ্ড বিহিত এদের;
তথাপি না কোন দণ্ড করে এরা ভোগ।

১৬৮. “ছেদিয়া পলাশযষ্টি যজ্ঞে এরা বলে,
ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহু এই দেখ সবে।”
সত্য যদি এই কথা, ছিন্ন বাহু হ’য়ে
কিরূপে অসুরগণে দমেন বাসব?

১৬৯. নয় কি এসব কথা নিতান্ত অলীক?
মহর্দ্ধি, অবধ্য শক্র, হন্তা অসুরের।
দেবরাজ ছিন্ন-বাহু হন কি কখন?
ব্রাহ্মণের মন্ত্র সব নিতান্ত নিষ্ফল
বঞ্চনা প্রত্যেক্ষভাবে করে মূঢ় জনে।

১৭০. ‘মাল্যবান, হিমালয়, গৃধ, সুদর্শন,
আর (ও) যত মহীধর আছে ধরাতলে,
এ সকল চৈত্য মাত্র—যজমানগণ
করেছিল যজ্ঞ—অন্তে এসব নির্ম্মাণ
ইষ্টকে প্রাচীনকালে—ব্রাহ্মণেরা এই
মিথ্যা বলি, হে অরি’, লোকেরে ভুলায়।

১৭১. যেরূপ ইষ্টক দ্বারা চৈত্য যে প্রকার
গড়ে যজ্ঞকর্ত্তৃগণ নয় ত সেরূপ
পর্ব্বত কোথাও, ভাই! অচল এ সব
কঠিন প্রস্তর দ্বারা আমুল গঠিত।

১৭২. থাকিলেও বহুকাল ইষ্টক কি কভু
হতে পারে পরিণত সুদৃঢ় পাষাণে?
কভু কি লৌহাদি ধাতু ইষ্টকের স্তূপে
সম্ভবে? মাহাত্ম্য তবু বর্ণিতে যজ্ঞের
ব্রাহ্মণেরা বলে, ‘চৈত্য হইয়াছে গিরি।

---

[১]। ত্রয়োবেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ড-ধূর্ত্তনিশাচরাঃ;
জর্ভরী-তুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্।

১৭৩. ‘বেদ অধ্যয়নরত মন্ত্রজ্ঞ তাপস
করিতে ছিলেন বসি সাগরের তীরে
সলিল সেচন দেহে, এমন সময়
গ্রাসিল সাগর তাঁরে—এ পাপের ফলে
হইল লবণময় সাগরের জল।’—
শুনি এই মিথ্যা উক্তি ব্রাহ্মণের মুখে।

১৭৪. বেদজ্ঞ মন্ত্রজ্ঞ শত সহস্র ব্রাহ্মণ
নদীর আবর্ত্তে পড়ি হারায় জীবন।
হেন গুরু অপরাধে, শুনেছ কি কেহ,
কখন (ও) নদীর জল হয়েছে বিস্বাদ?
অগাধসাগরজল কি বিচারে তবে
হইল অপেয় মারি একটী ব্রাহ্মণ?

১৭৫. মনুষ্যনিখাত আছে কূপ শত শত
ক্ষারজলে পূর্ণ, বল এ দশা তাদের
হয়েছে কি বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণে গ্রাসিয়া?

১৭৬. কে কাহার ছিল ভার্য্যা বল আদি কালে?
স্ত্রীপুরুষ লিঙ্গভেদ কি না তখন;—
মনোজাত মনোময় দেহধারী নর
বিচরিত ধরাতলে, এ শ্রেষ্ঠ, ও হীন,
এ প্রভেদ অবিদিত ছিল সে কারণ।
কিন্তু কালক্রমে হ’ল আত্মকর্ম্মফলে
ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত মানব,
সম্মানের(ও) তাহাদের পার্থক্য ঘটিল।

১৭৭. সুবুদ্ধি চণ্ডালপুত্র বেদশিক্ষা করি
উচ্চারণ করে যদি বেদমন্ত্র সব,
হয় কি সপ্তধা ছিন্ন মস্তক তাহার?
রচি মিথ্যা বেদমন্ত্র ব্রাহ্মণেরা শুধু
নিজেদের অধঃপাত করেছে সাধন।

১৭৮. মিথ্যা বাক্যে পরিপূর্ণ বেদমন্ত্র তব;
অর্থলোভে ব্রাহ্মণেরা রচি এ সকল
নানা সুললিত ছন্দে চালায় সমাজে।
মিথ্যা ধর্ম্মে বদ্ধচিত্ত অজ্ঞান মানব
সত্য বলি মানে বেদ; পারে না এড়াতে

এ অন্ধ বিশ্বাস তারা, পারে না যেমন
উদ্‌গিরিতে মীন কভু গিলিত বড়িশ।

১৭৯. নয় ত পৌরুষবলে তুল্য ব্রাহ্মণেরা
সিংহ-দ্বীপি-ব্যাঘ্র আদি শ্বাপদগণের।
গো-জাতির সঙ্গে আছে সমতা এদের;
আকারে মনুষ্য এরা; অথচ প্রজ্ঞায়
প্রভেদ গোগণ হ'তে দেখা নাহি যায়।

১৮০. ক্ষত্রিয়ে সৃজিলা ব্রহ্মা পৃথিবী শাসিতে,
সত্য যদি হ'ত ইহা, থাকিতেন রাজা
বিশ্বাসী অমাত্যপারিষদে পরিবৃত;
না করি সংগ্রহ সেনা অনায়াসে তিনি
একাকীই দমিতেন অরাতি সকলে;
থাকিত প্রজারা তাঁর সুখে অনুক্ষণ।

১৮১. উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে যদি কর হে বিচার,
রাজনীতি, বেদত্রয়—এ দুয়ের মাঝে
প্রভেদ কিছুই, ভাই, নারিবে দেখিতে।
যাহার যেমন রুচি, বিধান তেমনি
করিল স্বার্থান্ধগণ! জনসাধারণে
তথ্য না বিচার করে; উদ্দেশ্য প্রকৃত
বুঝিতে না পারে তাই ; বুঝে না যেমন
পথিক গন্তব্য পথ জলমগ্ন স্থানে।

১৮২. উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে যদি কর হে বিচার,
রাজনীতি, বেদত্রয় এ দুয়ের মাঝে
প্রভেদ কিছুই, ভাই, নারিবে দেখিতে।
বর্ণনির্ব্বিশেষে এই ধর্ম্ম সবাকার-
চায় লাভ, চায় যশ অলাভে, অখ্যাতি
সকলের(ই) হয় সদা দুঃখের কারণ।

১৮৩. গৃহপতিগণ যথা ধনধান্য হেতু
পৃথিবীতে বহু কর্ম্ম করে সম্পাদন,
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ঠিক সেই মত
ধনার্জ্জন হেতু হয় নানা কর্ম্মে রত।
অন্যান্য জাতির মত জীবিকা যাহার,
কি হেতু পূজিব তারে শ্রেষ্ঠ ভাবি মনে?

১৮৪. গৃহস্থেরা হ'য়ে, ভাই, বাসনার দাস,
কৃষিবাণিজ্যাদি কর্ম্ম করে বহুবিধ;
বিশ্রাম তাদের নাই ক্ষণেকের তরে।
ব্রাহ্মণেরা(ও) এই দশা; নাই কোন ভেদ
গৃহস্থে, ব্রাহ্মণের আর; ব্রাহ্মণ এখন
হারাইয়া প্রজ্ঞাধন, স্বার্থ অন্বেষণে
সদ্ধর্ম্ম হইতে দূরে পড়িয়াছি সরি।

মহাসত্ত্ব এইরূপে অরিষ্ট প্রভৃতির বাদ খণ্ডনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্বমতে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মকথা শুনিয়া নাগসভাসদগণ আনন্দিত হইল। মহাসত্ত্ব সেই নিষাদবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণকে নাগলোক হইতে তাড়াইয়া দিলেন; কিন্তু তাহাকে একটীও দুর্ব্বাক্য বলিলেন না। সাগর ব্রহ্মদত্ত নির্দ্দিষ্ট দিন অতিক্রম না করিয়া চতুরঙ্গিনী সেনাসহ যথাসময়ে তাঁহার পিতার আশ্রমে গমন করিলেন। মহাসত্ত্বও ভেরীবাদন দ্বারা ঘোষণা করিলেন যে, তিনি মাতুল ও মাতামহকে দেখিতে যাইতেছেন। তিনি মহা আড়ম্বরের সহিত যমুনা হইতে উত্থিত হইলেন এবং প্রথমেই সেই আশ্রমে গমন করিলেন। তাঁহার মাতাপিতা এবং ভ্রাতারা অতঃপর সেখানে উপস্থিত হইলেন। মহাসত্ত্ব যে এত অনুচর সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন, সাগর ব্রহ্মদত্ত প্রথমে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১৮৫. বাজিছে মৃদঙ্গ, ভেরী, পণব, ডিণ্ডিম
কা'র পুরোভাগে অই? কোন্ রথিবরে
তুষিতে বাদ্যের হেন হইয়াছে ঘটা?

১৮৬. কে অই যুবক, শিরে উষ্ণীষ যাহার
হেমসূত্রবিনির্ম্মিত, বিদ্যুদ্‌বরণ,
তূণীর সংলগ্ন পৃষ্ঠে? কে আসিছে, বল,
রূপে, বেশে চতুর্দ্দিক করিয়া উজ্জ্বল?

১৮৭. অহো কিবা আভাময় সুচারু বদন।
স্বর্ণকার-মূষিকায় প্রতপ্ত কাঞ্চন,
অথবা খদিরাঙ্গার জ্বলন্ত যেমন।
ঝলসে নয়ন হেরি; কে আসিছে, বল,
রূপে, বেশে চতুর্দ্দিক করিয়া উজ্জ্বল?

১৮৮. সুর্বণশলাকাযুক্ত ছত্র মনোহর
আতপ নিবারে কার? কে আসিছে, বল,
রূপে, বেশে চতুর্দ্দিক করিয়া উজ্জ্বল?

১৮৯. কে অই পরমপ্রাজ্ঞ, সুচারু চামর
পরশিয়া সর্ব্ব অঙ্গ দুলিতেছে যার
মস্তক-উপরি, অই, অহো কি সুন্দর?[১]

১৯০. রয়েছে উভয় পার্শ্বে পরিচারকেরা
বিচিত্র কোমল শিখিপুচ্ছগুচ্ছ লয়ে,
দণ্ড যার হেমময়, মাণিক্যে খচিত।

১৯১. দুই পাশে শোভে, হের, মুখমণ্ডলের
উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয়, আভায় যাহার
জ্বলন্ত খদিরাঙ্গার, স্বর্ণকার-মূষি
দ্রবীভূত স্বর্ণে পূর্ণ, মানে পরাজয়।

১৯২. সুকোমল, সুমার্জ্জিত কৃষ্ণকেশগুচ্ছ
খেলিছে ললাটে বায়ুবেগে, বল, কার?
খেলে জলধর-অঙ্কে চপলা যেমন?[২]

১৯৩-১৯৪. কে হে অই বিশালাক্ষ, নয়নযুগল
পদ্মপলাশের মত আয়ত যাহার?
কাঞ্চণদর্পণনিভ মুখমণ্ডলের[৩]
কি সৌন্দর্য্য মনোহর, বলিহারি যাই।

১৯৩-১৯৪. শঙ্খসম শুভ্র, কুন্দকোরকসদৃশ[৪]
সুবিল দন্তরাজি শোভে অই কায়
শ্রীমুখবিবরে? দেখি লাগে চমৎকার।

১৯৫. হস্ত-পাদ সুগঠিত সৌভাগ্য-সূচক,
অলক্ত-রঞ্জিত বলি ভ্রম হয় মনে।
কিবা চারু বিম্বাধর! কে আসিছে অই
দ্বিতীয় উজ্জ্বল-কান্তি ভাস্করের মত?

১। এই চারিটি গাথা পায় অবিকৃতভাবে পঞ্চম খণ্ডের শোণনন্দ-জাতকেও (৫৩২) পাওয়া গিয়াছে।

২। কৃষ্ণকেশগুচ্ছকে বিদ্যুতের সঙ্গে তুলনা করা কিছু অস্বাভাবিক। এখানে সাদৃশ কেবল চাকচিক্য ও চাঞ্চল্যে।

৩। 'উণ্ণজং মুখং'- কঞ্চনাদাসো'বিয পরিপুণ্ণং। উণ্ণা শব্দে ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তী রোমগুচ্ছকেও বুঝায়। ইহা দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষলক্ষণের অন্যতম।

৪। 'কুপ্পিলসদিসা'—কুপ্পিল=মন্তালক মকুল। টীকাকার যে কোন্ দ্রব্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সুগঠিত দন্তের সহিত কুন্দকোরকের সাদৃশ্য কবি সম্মত।

১৯৬. পরিধান শুক্লাম্বর, হিমাত্যয়ে যেন
হিমাদ্রিসানুতে শোভে পুষ্পিত বিশাল
শালতরু; অসুরবিজয়ী শক্রসম
আসিতেছে এই দিকে, বল, কোন্ জন?

১৯৭. জনসমূহের অগ্রে কে আসিছে অই
স্বর্ণাপিণ্ডাকীর্ণ অসি করি নিষ্কোষিত,
সরু যার বিবিধ-বিচিত্র মণিময়?

১৯৮. বিচিত্র-বিবিধ সূত্রে স্যূত, সুনির্ম্মিত
সুবর্ণখচিত অই পাদুকাযুগল
খুলি কে ঋষির পদে করে প্রণিপাত?

সাগর ব্রহ্মদত্ত এই সকল প্রশ্ন করিলে সেই ঋদ্ধিমান ও অভিজ্ঞা-সম্পন্ন রাজর্ষি বলিলেন, "বৎস, ইহারা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র এবং তোমার ভাগিনেয়; ইহারা নাগকুলজাত।

১৯৯. মহর্দ্ধি, যশর্স্বী এই উরগ সকল
ধৃতরাষ্ট্রাত্মজ; বৎস, সোদরা তোমার
সমুদ্রজা হন গভধারিণী এদের।

পিতাপুত্রে এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময় আসিয়া তপস্বীর চরণ বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। সমুদ্রজাও পিতাকে প্রণাম করিলেন, এবং বিদায়কালে ক্রন্দন করিতে করিতে নাগগণের সহিত নাগভবনে প্রতিগমন করিলেন। সাগর ব্রহ্মদত্ত আরও কয়েকদিন সেই আশ্রমে থাকিয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন। কালসহকারে নাগভবনেই সমুদ্রজার মৃত্যু হইল; বোধিসত্ত্ব যাবজ্জীবন শীল রক্ষা করিয়া এবং পোষধ পালন করিয়া আয়ুঃক্ষয়ান্তে নাগগণের সহিত স্বর্গলোক পূর্ণ করিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশনা করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'উপাসকগণ, যখন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, তখনও প্রাচীন পণ্ডিতেরা এতাদৃশী নাগসম্পত্তি পরিহার-পূর্ব্বক পোষধব্রত পালন করিয়াছিলেন।']

সমবধান : তখন মহারাজকুলের মাতাপিতা ছিলেন সেই মাতাপিতা; দেবদত্ত ছিল সেই নিষাদবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ, আনন্দ ছিলেন সোমদত্ত, উৎপলবর্ণা ছিলেন অর্চ্চির্মুখী, সারিপুত্র ছিলেন সুদর্শন, মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন সুভগ, সুনক্ষত্র[১] ছিলেন কাণারিষ্ট এবং আমি ছিলাম ভূরিদত্ত।]

---

[১]। সুনক্ষত্র-সম্বন্ধে প্রথমখণ্ডের রোমহর্ষ-জাতকের (৯৪) প্রত্যুৎপন্ন বস্তু দ্রষ্টব্য।

৫৪৪. মহানারদকাশ্যপ-জাতক

[বুদ্ধত্ব লাভের কিছুদিন পরে শাস্তা উরবিল্বা কাশ্যপকে দমন করিয়া সদ্ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন।[১] লটুঠিবনে অবস্থিতিকালে তিনি এই উপলক্ষ্যে মহানারদকাশ্যপ-জাতক বলিয়াছিলেন।

শাস্তা ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনপূর্ব্বক উরুবিল্বা-কাশ্যপ প্রভৃত্তি জটিলদিগকে দমন করিলেন, এবং বিম্বিসারের নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এখন তাহা পালন করিবার অভিপ্রায়ে, পূর্ব্বে জটিল ছিলেন, এখন তাঁহার শিষ্য হইয়াছেন, এইরূপ সহস্র শিষ্যপরিবৃত হইয়া লট্ঠিবনে (যষ্টিবনে) গমন করিলেন।[২] মগধরাজ বিম্বিসার তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য দ্বাদশ নহুত অনুচরসহ যষ্টিবনে গমন করিলেন এবং দশবলকে প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ঐ সকল অনুচরের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মণ ও গৃহপতি, তাঁহাদের মনে এক বিতর্ক উপস্থিত হইল। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, 'উরুবিল্বা কাশ্যপই মহাশ্রমণের নিকট ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিয়াছেন, কিংবা মহাশ্রমণই উরুবিল্ব কাশ্যপের শিষ্য হইয়াছেন?' তখন কাশ্যপই যে তাঁহার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা জানাইবার জন্য ভগবান কাশ্যপকে বলিলেন :

তপস্বী বলিয়া খ্যাতি আছিল তোমার;
কি দেখি করিলে অগ্নিপূজা পরিহার?
কি কারণে অগ্নিহোত্র, উরুবিল্বাবাসী,
করিয়াছে পরিত্যাগ, তোমায় জিজ্ঞাসি।

স্থবির কাশ্যপ ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিলেন :

বেদে বলে, যজ্ঞকরি হয় যজমান সুখীপেয়ে সব ভোগের বিষয়;—
দারাসুত মনোমত, রূপরসশব্দাত্মক আর কাম্য বস্তু সমুদায়।
আমি কিন্তু বুঝিয়াছি, তৃষ্ণাজাত, মলবৎ ঘৃণার্হ ঈদৃশ ফল যত;
যজ্ঞে আর হোমে, প্রভো, হয় না ক সে কারণ মন মোর এবে অভিরত।

এই গাথা বলিয়া উরুবিল্বা কাশ্যপ নিজের শ্রাবকত্ব প্রকাশের জন্য তথাগতের পাদপৃষ্ঠে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভগবন্, আপনি আমার

---

[১]। প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

[২]। সিদ্ধার্থ যখন গৃহ ত্যাগ করিয়া রাজগৃহে গমন করেন, তখন বিম্বিসার তাঁহাকে অর্দ্ধরাজ্য দান করিয়া নিজের নিকট রাখিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ সম্বোধিকামী বলিয়া তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। তাঁহাকে বিদায় দিবার কালে বিম্বিসার বলিয়াছিলেন, "আপনি সম্বোধি লাভ করিয়া যেন প্রথমেই আমার রাজ্যে পদার্পন করেন।" বুদ্ধ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন।

শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক।” অনন্তর তিনি একতালপ্রমাণ, দ্বিতালপ্রমাণ, ইত্যাদিক্রমে সপ্তমবারে সপ্তমতালপ্রমাণ ঊর্দ্ধ্বে আকাশে উত্থিত হইয়া অবতরণপূর্ব্বক শাস্তাকে আবার প্রণাম করিলেন এবং একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। এই অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া সেই বিশাল জনসঙ্ঘ একবাক্যে শাস্তার গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, “অহো! বুদ্ধ কি মহানুভাব!” যে উরুবিল্বা কাশ্যপের নিজের ধর্ম্মমতে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং যিনি নিজেকে অর্হন্ বলিয়া মনে করিতেন, “তথাগত ভ্রমাপনোদনপূর্ব্বক তাঁহাকেই আত্মবশ করিয়াছেন।” তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, “আমি এখন সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছি; এখন যে ইঁহাকে বশে আনিয়াছি ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; যখন আমি নারদ-নামক ব্রহ্মা ছিলাম এবং রিপুর হাত এড়াইতে পারি নাই, তখনও ইঁহার মিথ্যাদৃষ্টিজাল ছিন্ন করিয়া ইঁহাকে বশীভূত করিয়াছিলাম।” অনন্তর জনসঙ্ঘের প্রার্থনানুসারে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

(১)

পুরাকালে বিদেহরাজ্যে মিথিলা নগরে অঙ্গতি নামক এক পরম ধার্ম্মিক রাজা যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতেন। তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে রুজা-নাম্নী এক সুন্দরী ও মনোরমা কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ললনা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে শতসহস্র কল্পকাল কল্যাণকরী প্রার্থনা করিয়া বহুপুণ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

রাজার অন্য ষোড়শ সহস্র পত্নী, সকলেই বন্ধ্যা ছিলেন। কাজেই এই কন্যারত্ন তাঁহার বড়ই প্রীতির পাত্রী ইহয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন তাঁহার নিকট নানা পুষ্পপূর্ণ পঞ্চবিংশতি পুষ্পকরণ্ডক এবং নানাবিধ সুকোমল বস্ত্র পাঠাইয়া বলিতেন, “বাছা, যেন এই সকল দ্বারা নিজের অঙ্গ বিভূষিত করে।” তিনি কন্যাকে সহস্র মুদ্রা দিয়া বলিয়া পাঠাইতেন, “আমার পুরীতে খাদ্যভোজ্যের অভাব নাই; বাছা যেন প্রতিপক্ষে ইচ্ছামত এই সকল মুদ্রা দান করে।” রাজার বিজয়, সুনামা ও অলাত নামক তিনজন অমাত্য ছিলেন।

প্রতি বৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমার[১] পর্ব্বোলক্ষ্যে রাজধানী দেবপুরীর ন্যায় সুসজ্জিত এবং রাজার অন্তঃপুর পতাকা পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা বিভূষিত হইত।

---

[১]। ‘কুমুদিয়া চাতুমাসিনিয়া ছন।’ কৌমুদী বলিলে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা বুঝায়। বৎসরকে তিন ভাগ (গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত) করিয়া এক এক ভাগে এক একটী চাতুর্মাস্য ব্রত করিবার প্রথা ছিল। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বৈশ্যদেব, আষাঢ়ী পূর্ণিমায় বরুণ প্রঘাস এবং কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় শাকমেধ ব্রত আবদ্ধ হইত। ইহাদের নাম ছিল চাতুর্মাস্য ব্রত। বৌদ্ধভিক্ষুরা বর্ষার চারিমাস বিজনে অবস্থিতি করিয়া বর্ষাবাস করিতেন।

একবার এই দিনে রাজা সুস্নাত ও চন্দনাদিদ্বারা সুসজ্জিত হইয়া অমাত্যগণসহ প্রাসাদের উপরিতলে উন্মুক্ত বাতায়নের নিকট উপবেশনপূর্ব্বক নির্ম্মল নভোণ্ডলারোহি চন্দ্রমণ্ডল দেখিতেছিলেন। প্রকৃতির মনোমোহিনী শোভা অবলোকন করিয়া তিনি অমাত্যদিগকে বলিলেন, "অহো, এই জোৎস্নাময়ী রাত্রি কি রমণীয়া! বলুন ত কি উপায়ে এই রাত্রি আমরা আমোদপ্রমোদে রাত্রি অতিবাহিত করিতে পারি?"

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১. ছিলা পুরাকালে বিদেহমণ্ডলে ক্ষুদ্রকুলজাত অঙ্গতি ভূপাল;
আছিল যাঁহার ঐশ্বর্য্য অপার যানবাহনাদি অতীব বিশাল।
২. কার্ত্তিকী পূর্ণিমা হলে সমাগত একবার তিনি প্রদোষ কালে[১]
অমাত্য সকলে আনিলেন ডাকি রাজভবনের উপরিতলে—
৩. বিজয়, সুনামা, অলাত-নামক সেনাপতি, এই পণ্ডিতত্রয়,
শাস্ত্রজ্ঞ সকলে, অতি বিচক্ষণ, সস্মিত বদনে সদা কথা কয়।
৪. বিদেহ নৃমণি বলিলেন সবে "স্ব স্ব রুচিমত বলুন আমায়,
কি উপায়ে আজ সুন্দর রাত্রি আমোদে আনন্দে কাঁান যায়।
করেছে পৃথিবী চাতুর্মাস্য এই পূর্ণচন্দ্রমার জ্যোৎস্নায় স্নান;
হাসে দশদিক উর্জ্জ্বল আলোকে; নাই তিমিরের কুত্রাপি স্থান।'

রাজার প্রশ্ন শুনিয়া অমাত্যরা স্ব স্ব রুচির অনুরূপ উত্তর দিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৫. শুনিয়া রাজার কথা সেনানী অলাত
বলিলা, "সমস্ত-সৈন্য, সযানবাহন
করা যা'ক সুসজ্জিত;
৬. অসংখ্য সৈনিক
যুদ্ধার্থ লইয়া সঙ্গে করিব প্রয়াণ।
দমিব সে সব রিপু, হয় নি যাহারা
পদানত এ পর্য্যন্ত তব, মহারাজ।
ইহাই আমার মত; অর্জিত যে দেশ
লভিব প্রভূত যশ করি তাহা জয়।'
৭. অলাতের বাক্য শুনি বলেন সুনামা ;
"কোথা তব শত্রু, ভূপ? শত্রু যারা ছিল,
আসিয়াছে বশে তারা সকলে এখন।

---

[১]। 'পূরিমে যামে অনাগতে'-প্রথম যাম আসিবার পুব্বেই অথার্ৎ সন্ধাকালে।

৮. ছাড়িয়াছে অস্ত্র সবে; প্রত্যন্ত[১] এখন
শান্ত ভাবে আজ্ঞা তব করিছে পালন।
উৎসবের দিনে আজ যুদ্ধ আয়োজন
অতি অসঙ্গত বলি হয় মনে মোর।

৯. করুক ভৃত্যেরা শীঘ্র হেথা আনয়ন
সমধুর অন্ন-পান খাদ্য নানাবিধ;
করুন সে সব ভোগ, নৃত্যবাদ্য গীতে
যাপুন এ সুখময়ী পূর্ণিমা রজনী।'

১০. শুনি সুনামার কথা বিজয় তখন
বলিলা, আছে ত নিত্য ভোগ তরে তব
সর্ব্ববিধ কাম্য বস্তু ; ভোগের সামগ্রী

১১. নয়ত দুলভ ভূপ, কিছু আপনার।
যখন যা' ইচ্ছা হয় সদাই তা' পান।
ভাল নাহি লাগে মোর এ প্রস্তাব তাই।

১২. ধর্ম্মশাস্ত্রে—অর্থে তার আছে অভিজ্ঞতা,
এমন পণ্ডিত কোন শ্রমণে, ব্রাহ্মণে,
চলুন করি গে মোরা দরশন আজ।
যার যে সংশয় আছে, নিরাকৃত তাহা
করিবেন সেই সাধু; জানিতে যা' চাব,
বলিবেন বুঝাইয়া দয়া করি সব।"

১৩. শুনি বিজয়ের কথা বলেন অঙ্গতি :
"বিজয়ের প্রস্তাব আমিও ভাল বলি।

১৪. ধর্ম্মশাস্ত্রে অর্থে তার আছে অভিজ্ঞতা,
এমন পণ্ডিত কোন শ্রমণে, ব্রাহ্মণে,
চলুন করি গে মোরা দরশন আজ।
যার যে সংশয় আছে খণ্ডিবেন তিনি;
প্রশ্নের উত্তরদানে তুষিবেন সবে।

১৫. একমত এ প্রস্তাবে হউন সকলে।
যাইব কাহার ঠাঁই এ নিশিতে মোরা?
করিবেন কে খণ্ডন সংশয় মোদের?
বলিবেন যাহা মোরা চাহিব জানিতে।

---

[১]। মুল্যে 'পচচতা' আছে। আমি "পচচন্তা' এই পাঠ গ্রহণ করিলাম।

১৬. শুনিয়া রাজার কথা বলেন অলাত,
মৃগদাবে রয়েছেন অচেলক[১] এক
ধীর বলি সকলে সম্মান করে তাঁরে।

১৭. কাশ্যপগোত্রজ তিনি, 'গুণ'-নামধারী
শাস্ত্রবিৎ,গণশাস্তা,[২] বাগ্মী, সুবিখ্যাত।
চরণে প্রণাম তাঁর করুন, ভূপাল।
তিনিই সংশয় দূর করিবেন সব।'

১৮. শুনি অলাতের কথা আজ্ঞা দিলা ভূপ
সারথিকে, "মৃগদাবে করিব গমন
সাজাইয়া রথ শীঘ্র কর আনায়ন।"

১৯. গজদন্ত-বিনির্ম্মিত রজতপ্রক্ষর[৩]
শুক্লোজ্জ্বল রথ তবে করিয়া সজ্জিত
আনিলা সারথি শীঘ্র; যেমন সুন্দর
পৌর্ণমাসী রাত্রি সেই, তেমনি সুন্দর
পূর্ণচন্দ্রসম রথ করে ঝলমল।

২০. যোজিত সে রথে ছিল চারিটী সৈন্ধব
তুরগ কুমুদশুভ্র, বায়ুর সমান
দ্রুতগামী, সুশিক্ষিত; প্রত্যেক অশ্বের
গলে দুলে সুবর্ণের হার মনোহর।

২১. শ্বেত রথে শ্বেত অশ্ব হয়েছে যোজিত;
শ্বেতাম্বর ভৃত্য শ্বেত চামর দুলায়;
সর্ব্বশ্বেত হেন রথে করি আরোহণ
অঙ্গতি বিদেহরাজ চলিলা সামাত্য,
চন্দ্রমার মত শোভা করিয়া ধারণ।

২২. শত শত বলবান ধীর অনুচর
সুশাণিত খড়্গহস্তে[৪] অশ্ব-আরোহণে
চলিল পশ্চাতে সেই রাজাধিরাজের।

---

[১]। অচেলক বা অচেলক=(বৌদ্ধবিরোধী) নগ্ন সন্ন্যাসী। ইঁহাকে শেষে 'আজীবক' বলা হইয়াছে।

[২]। যিনি বহু শিষ্যের গুরু।

[৩]। 'রূপিয়পক্খরং'। পক্খর (সংস্কৃত'প্রক্ষর')=আচ্ছাদনাদির ধার বা ঝালর।

[৪]। ইট্‌ঠিখগ্‌গধরা=ইদ্ধ খগ্‌গধরা। ইদ্ধ=পরিষ্কৃত, বিমল (শাণিত)।

২৩. চলিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে ক্ষত্রিয় প্রবর
পৌঁছিলেন মৃগদাবে; সামাত্য তখন
অবতরি রথ হ'তে গেলা পদব্রজে
গণশাস্তা গুণ যেথা ছিলেন বসিয়া।

২৪. ছিল সেথা বসি বহু গৃহস্থ, ব্রাহ্মণ,
এসেছিল পূর্ব্বে যারা গুণকে দেখিতে।
না পারিল দিতে তারা উপযুক্ত স্থান
বিদেহ-পতিকে উপবেশনের তরে;
তবু না করিলা দূর এ সকলে তিনি।

সমবেত নানা সম্প্রদায়ের লোকদ্বারা পরিবৃত হইয়া রাজা একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং গুণকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

২৫. হইল রাজার তরে আসন সজ্জিত
একপার্শ্বে; কোমল, বিচিত্র মন্দুরায়
উপরি আস্তৃত হ'ল কোমলাস্তরণ;
রাখিল কোমল উপধান তদুপরি।
বসিলেন নরমণি সেই সুখাসনে।

২৬. আসীন হইয়া প্রীতিপ্রমুখবচনে
আরম্ভিলা সুখালাপ;—"নাই ত অভাব
দেহধারণোপযোগী কোন পদার্থের?
কূপিত নয় ত তব অন্তর্বায়ু সব?[১]

২৭. জীবনযাপনে কষ্ট হয় না ত কভু?
পান ত প্রত্যহ ভিক্ষা পর্য্যাপ্ত প্রমাণ?
অবাধে ত গতিবিধি হয় সম্পাদন?
দৃষ্টিশক্তি নয়নের হয়নি ত ক্ষীণ?

২৮. বিনয়ী বিদেহরাজে তুষিলেন গুণ
সদুত্তর দিয়া আর প্রতিপ্রশ্ন করি :
'দেহ ধারণোপযোগী কোন পদার্থের
নাই ক অভাব মোর; শান্ত বায়ু সব;

---

[১]। প্রাণ, অপান ইত্যাদি। মূলে 'বাতানং অব্যগ্গতা' আছে। অব্যসগ্গতা=অব্যগ্গতা অনাকুলতা।

শেষের যে দু'টী প্রশ্ন, রাজন, তোমার,
তাদের (ও) উত্তর শুনি তুষ্ট হবে তুমি।[১]

২৯. শুধাই তোমায় এবে, প্রত্যন্তবাসীরা
করেনা ত উপদ্রপ বলদৃপ্ত হয়ে?
রথের ত দোষ কোন নাহিক তোমার?
করে ত সুন্দররূপে বহন সতত
তুরঙ্গমাতঙ্গ আদি বাহন, নৃমণি?
ব্যাধি ত শরীর তব না করে পীড়ন?

৩০. প্রত্যভিনন্দিত হয়ে এরূপে তখন
ধর্ম্মকাম রথিশ্রেষ্ঠ বিদেহ-ঈশ্বর
শাস্ত্র-শাস্ত্রবচনার্থনীতির সম্বন্ধে
আরম্ভিলা জিজ্ঞাসিতে অচেলক গুণে :

৩১. মাতা, পিতা, পুত্র, দারা আদি যে সকল
লোকের সহিত বাস করি পৃথিবীতে,
কার সঙ্গে আচরিব কি রূপ ধরম,
দয়া করি, হে কাশ্যপ বুঝাও আমায়।

৩২. বয়োবৃদ্ধ, শ্রামণ, ব্রাহ্মণ, সৈন্যগণ,
পৌরজানপদ প্রজা—সম্বন্ধে এদের
পাত্রভেদে করিব কেমন ব্যবহার?

৩৩. কি ধর্ম্ম আচরি লোকে দেহ অবসানে
লভে স্বর্গ, আর কোন অধর্ম্ম আচরি
ভীষণ নরকে পড়ে হয়ে অধোগামী?

এই সকল সারগর্ভ প্রশ্নের উত্তর কেবল সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ, প্রত্যকবুদ্ধ, বুদ্ধশ্রাবক এবং মহাবোধিসত্ত্বদিগকে করা যাইতে পারে। উক্ত মহাপুরুষদিগের মধ্যে যেখানে ঊর্দ্ধতনস্তরস্থ ব্যক্তির অভাব, সেখানে তাঁহার অধস্তনরস্থ ব্যক্তিই এ সকল প্রশ্নের উত্তরদানে সমর্থ। রাজা কিন্তু একজন নিতান্ত অজ্ঞ, নগ্নতামাত্রসর্ব্বস্ব, হতশ্রী, মূর্খ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানহীন আজীবককে এই সকল প্রশ্ন করিলেন! রাজা জিজ্ঞাসা করিলে গুণ প্রশ্নসমূহের যথাপর্য্যায় ব্যাখ্যা না করিয়া, কেহ কেহ যেমন চলন্ত গরুকে নিরর্থক প্রহার করে অথবা ভোজনপাত্রে আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করে। সেইরূপ নিতান্ত অসংলগ্নভাবে, "শুনুন মহারাজ"

---

[১]। অর্থাৎ আমার গতিবিধি অব্যাহত এবং দৃষ্টিশক্তি অপরিক্ষীণ আছে। রাজা কিন্তু গুণকে ছয়টী প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

বলিয়া বলিবার অবকাশ গ্রহণ পূর্ব্বক নিজের মিথ্যাবাদ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :]

৩৪. শুনি অঙ্গতির বাণী বলিলেন আজীবক, ‘শুন, মহারাজ;
যাহা কিছু ধ্রুবসত্য, সমস্ত তোমায় আমি বুঝাইব আজ।
৩৫. ধর্ম্মাধর্ম্মপথেচরি কেহই না করে ভোগ পুণ্যপাপফল,
নাই পরলোক, ভূপ; সেথা হতে ফিরি হেথা কে এসেছে বল?
৩৬. নয় কেহ মাতা, পিতা; মাতা পিতা কেহ কার(ও) না পারে হইতে;
কেই বা আচার্য্য হবে? অদম্য যে, কেহ তারে পারে কি দমিতে?
৩৭. সমতুল্য সর্ব্বজীব; পূজ্য বা পূজক কেহ হইবে কেমনে?
নাই বল, নাই বীর্য্য; না আছে পুরুষকার জীবের জীবনে।
নিয়তির দাস জীব; নৌকার পশ্চাদ্‌ভাগে বদ্ধ রজ্জু যথা
নৌকার(ই) পশ্চাতে চলে, নিয়তিকে অনুসরি চলে জীব তথা।
৩৮. লভ্য ফল লভে নর; দানের প্রভাব তার নাই বিদ্যমান;
দানে কোন ফল নাই; বীর্য্যহীন জড় যারা, তারা করে দান।
৩৯. নিতান্ত নির্ব্বোধ যারা; তাহারাই বলে, ’সবে হও দানরত’;
পাণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খ তাই করে ধীরজনে দান অবিরত।

আজীবক গুণ এইরূপ দানের নিষ্ফলতা বর্ণন করিলেন, এবং পাপও যে নিষ্ফল (অর্থাৎ পাপ করিলে যে পারত্রিক কোন দণ্ড নাই) অতঃপর তাহা বলিতে লাগিলেন :

৪০. ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু; সুখ, দুঃখ, আত্মা—এই সপ্ত পদার্থের
ধ্বংস বা বিকার নাই; নিত্য ও অচ্ছেদ্য এরা, অতীত নাশের।
৪১. নাই হন্তা ইহাদের; নাই ছেত্তা; কোন জন বিনাশিতে নারে;
শস্ত্রাঘাতে ধ্বংস কেহ এই সপ্তপদার্থের করিতে না পারে।
৪২. ধরিয়া কাহার(ও) মাথা কাটি যদি লয় কেহ তীক্ষ্ণ ছুরিকায়;
এই সপ্ত পদার্থের কিছুই ত এ ছেদনে বিনাশ না পায়।
সপ্তে সপ্ত যায় মিশি; কিছুতেই ইহাদের ধ্বংস অসম্ভব;
তবে বধে পাপ কোথা? কেন বা করিবে ভোগ পাপফল তব?
৪৩. করুক না যাহা ইচ্ছা, চুরাশিটী মহাকল্প নানা যোনি ভ্রমি
শুদ্ধ হয় সব জীব; তার পূর্ব্বে শুদ্ধিলাভ ঘটেনা কখন(ই)।
৪৪. বহু পুণ্যবান যারা, না আসিলে এ সময় শুদ্ধ নাহি হয়;
বহু পাপকর্ম্মা যারা, চুরাশি কল্পান্তে তারা অশুদ্ধ না রয়।

৪৫. অনুপূর্ব্ব এইরূপে চুরাশি কল্পান্তে শুদ্ধি লভে জীবগণ;
নিয়তি লঙ্ঘিতে নারে, সাগর লঙ্ঘিতে বেলা না পারে যেমন।

উচ্ছেদবাদী আজীবক এইরূপে, কেবল বাক্যের আড়ম্বরে একে নিজের মত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন।

৪৬. শুনিয়া তাঁহার কথা অলাত তখন
বলেন, "ভদন্ত যাহা কহিলেন আজ,
তাহাই আমার মতে যুক্তি-সুসঙ্গত।

৪৭. পূর্ব্বজন্মে কি ছিলাম, এ কথা আমার
স্মৃতিপথে জাগরূক এখন(ও) রয়েছে।
হয়েছিল জন্ম মোর গোঘ্ন ব্যাধকুলে;
পিঙ্গল আমার নাম ছিল সে জনমে।

৪৮. এ সমৃদ্ধ কাশীরাজ্যে কতই না পাপ
করিনু তখন আমি। করিলাম বধ
শুকরমহিষ আদি প্রাণী অগণন।

৪৯. ত্যজি দেহ তার পর না গিয়া নরকে
জন্মিলাম হেথা আর্য্য সেনাপতিকুলে!
পাপের যে ফল ভোগ করে জীবগণ;
এ কথা বিশ্বাস তবে করিব কেমনে?[১]

অতঃপর শাস্তা বলিতে লাগিলেন :

৫০. বীজক নামেতে দাস ছিল মিথিলায়
নিতান্ত দরিদ্র সেই; পালিয়া পোষধ
গিয়াছিল গুণ পাশে ধর্ম্মার্থ শুনিতে।

৫১. শুনি সে গুণের, আর অলাতের কথা
ছাড়ি ঘন উষ্ণ শ্বাস লাগিল কান্দিতে।

৫২. জিজ্ঞাসেন রাজা তারে, "সৌম্য, কি কারণ,
কি শুনি, কি দেখি তুমি করিছ রোদন?

---

[১]। টীকাকার বলেন, এই ব্যক্তি সম্পূর্ণ জাতিস্মর ছিলেন না, কেবল অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী একমাত্র জন্মের কথা স্মরণ করিতে পারিতেন। সম্পুর্ণ জাতিস্মর হইলে তিনি দেখিতে পাইতেন যে, অতীত এক জন্মে তিনি দশবল কাশ্যপের চৈত্য পুষ্পমালা দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। ঐ পুণ্য ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় বহুকাল অপ্রকট ছিল, শেষে তাঁহার ব্যাধজন্মের অবসানে প্রকটিত ও ফলপ্রদ হইয়াছিল এবং তাহারই প্রভাবে তিনি সেনাপতিকুলে জন্মলাভ করিয়াছিলেন।

শারীরিক, মানসিক—কোন্ ব্যথা, বল,
করিছে প্রকাশ তব নয়নের জল?

৫৩. শুনি অঙ্গতির প্রশ্ন বলিল বীজক :
দুঃখ বা বেদনা কিছু নাই মোর, ভূপ।

৫৪. পূর্ব্বজন্মকথা মোর সদা পড়ে মনে :
ভুঞ্জিলাম কত সুখ সে জন্মে, নৃমণি,
সাকেত নগরে, "ভাবশ্রেষ্ঠী" নাম ধরি;
ছিলাম সদ্ধর্ম্মে রত সেথা অনুক্ষণ।

৫৫. কি ব্রাহ্মণ, কি গৃহস্থ, সবাকার(ই) প্রিয়,
ছিলাম; সতত শুচিব্রত, দানরত।
করেছি যে পাপ কোন, না হয় স্মরণ।

৫৬. কিন্তু ত্যজি সেই দেহ জন্মিলাম এক
দুঃখিনী নারীর গর্ভে এই মিথিলায়।
দাসীবৃত্তি করিতেন জননী আমায়;
বেচিতেন কুম্ভে জল আনয়ন করি।
আজন্ম হয়েছে দৈন্য সে জন্য আমার।

৫৭. যদিও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েছি এমন,
রেখেছি চিত্তের শান্তি সদা অব্যাহত।
চায় যদি কেহ, আমি অম্লানবদনে
শাকান্নের অর্দ্ধভাগ করি তারে দান।

৫৮. চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী-উভয় পোষধ
পালিতেছি চিরদিন; ভূত-নির্ব্বিশেষে
পালন অহিংসাব্রত করি সাবধানে।
ভ্রমেও পরের ধনে দৃকপাত না করি।

৫৯. নিতান্ত নিষ্ফল কিন্তু সৎকার্য্য এ সব
হয়েছে আমার পক্ষে। বৃথা শীলব্রত।
অলাত যা' বলিলেন, সত্য বুঝি তাই।

৬০. অনভিজ্ঞ কেহ যদি কলি লয়ে খেলে,
নিশ্চয় তাহার দ্যূতে ঘটে পরাজয়।
আমিও তেমতি ধর্ম্মে স্থাপিয়া বিশ্বাস
পূর্ব্বজন্মলব্ধ ধন হারায়েছি হায়।
অলাত সুবুদ্ধি—ধূর্ত্ত দ্যূতকার তিনি;

কট লয়ে খেলি তাই হয়েছেন জয়ী।[১]

৬১. কোন দ্বারে প্রবেশিলে লভিব সুগতি,
দেখিতে না পাই আমি। করি হে রোদন
কাশ্যপের কথা শুনি আমি সে কারণ।[২]

৬২. শুনি বীজকের বাণী বলেন অঙ্গতি,
"সুগতিলাভের তরে নাই কোন দ্বার;
নিয়তি প্রতীক্ষা করি যাপহ জীবন।

৬৩. সুখ, দুঃখ সমস্তই নিয়তির হাতে;
পুনঃ পুনঃ লভি জন্ম শুদ্ধ হয় জীব;
অনাগত যথাকালে হবে সমাগত;
তাড়াতাড়ি পেতে চেষ্টা করিলে কি ফল?

৬৪. আমিও কল্যাণধর্ম্মে ছিনু এতদিন
রত, সদা করিতাম সেবা প্রাণপণে
ব্রাহ্মণগৃহস্থগণে; ধর্ম্মাধিকরণে
যথাশাস্ত্র সুবিচার করিতাম সদা।
বিষয়ভোগের সুখ এত দিন, তাই
ঘটে নাই ভাগ্যে মোর, শুন, হে বীজক।"

অতঃপর রাজা কাশ্যপকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, আমরা এতদিন বিষম ভ্রমে ছিলাম; এখন উপযুক্ত আচার্য্য লাভ করিয়াছি। এখন হইতে আপনার উপদেশানুসারে ভোগসুখই আস্বাদন করিব; অতঃপর ধর্ম্মদেশনও ইহার ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিবে না। আপনি এখানে অবস্থিতি করুন; আমরা এখন প্রস্থান করি।" যাইবার সময় তিনি বলিলেন :

৬৫. (ক) "হলেও হইতে পারে দেখা পুনর্ব্বার।"

৬৫. (খ) বলি ইহা গেলা চলি রাজা নিজাগার।

রাজা যখন গুণের সঙ্গে প্রথমে দেখা করিতে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্রস্থান করিবার কালে কিন্তু তিনি গুণকে প্রণাম করিলেন না; গুণ নিজের নির্গুণতার জন্য প্রণামটী পর্য্যন্ত পাইলেন

---

[১]। 'কলি' ও 'কট' সম্বন্ধে ভুরিদত্ত জাতকের (৫৪৩) ১৩৭ম গাথার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

[২]। টীকাকার বলেন যে, এই ব্যক্তিও কেবল অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী একটী জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারিতেন। অতীত এক জন্মে কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে তিনি যে একজন শ্রমণকে দুর্ব্বাক্য বলিয়াছিলেন এবং সেই পাপ এতদিন প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাঁহাকে দুর্গত করিয়াছিল, ইহা তিনি জানিতেন না।

না; ভোজ্যভক্ষ্যাদি ত দূরের কথা।

সেই রাত্রি অতিবাহিত হইলে রাজা অমাত্যদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, ইন্দ্রিয়সুখভোগের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, আমার জন্য সমস্ত আয়োজন করুন। আমি এখন হইতে কেবল কামসুখ উপভোগ করিব। আমার নিকট যেন অন্য কোন বিষয়সম্বন্ধে কেহ কিছু না বলে। অমুক অমুক ব্যক্তি বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। ফলতঃ তিনি এখন হইতে নিতান্ত কামরত হইলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৬৬. প্রভাতে আমত্যগণে ডাকি সভাস্থলে
অঙ্গতি অদ্ভুত আজ্ঞা দিলেন সকলে—

৬৭. "ভোগের যতেক বস্তু আছে এ ভুবনে
সতত আনিয়া রাখ চন্দ্রক বিমানে।[১]
গুহ্য বা অগুহ্য কোন রাজকার্য্য তরে
কেহ যেন সঙ্গে মোর দেখা নাহি করে।

৬৮. বিজয়, সুনামা আর অলাত, ইঁহারা—
সমস্ত বিচার শাস্ত্রে নিপুণ যাঁহারা,
বসিবেন আজ হ'তে বিচার—আগারে ;
যাঁহার যা' প্রাপ্য, তাহা দিবে তাহারে।"

৬৯. আজ্ঞা দিয়া এইরূপ বিদেহ-ঈশ্বর
হইলেন কামভোগে রত নিরন্তর।
কি ব্রাহ্মণ, কি গৃহস্থ, কার(ও) হিততরে
আগ্রহ না র'ল আর তাঁহার অন্তরে।

৭০. এরূপে অতীত হ'ল দুইটী সপ্তাহ;
ভোগে ও বিলাসে মগ্ন রাজা অহরহ।
অতঃপর রাজকন্যা রুজা মনোরমা,
ধাত্রীকে আহ্বান করি বলেন,"ধাই মা,

৭১. সাজাও আমায় শীঘ্র, আর সখীগণে;
যাইব এখন(ই) আমি পিতার সদনে।
কল্য অমাবস্য; সেই পবিত্র তিথিতে
চাই আমি যথারীতি পোষধ পালিতে।"

৭২. রুজাকে সাজায় তারা নানা আভরণে—
মনোহর মাল্য আর মহার্ঘ চন্দনে।

---

[১]। রাজার প্রাসাদের নাম 'চন্দ্রক'।

মণিশঙ্খমুক্তাময় নানা অলঙ্কার
পরাইল, বিচিত্রবরণ বস্ত্র আর।

৭৩. হেমপীঠে বসিলেন রুজা মনোরমা;
বেষ্টিয়া তাঁহারে বহু পরিচারিকা ললনা
সাজাল মনের সাধে; বিরাজিলা রুজা
মর্ত্ত্যধামে যেন কোন দেবের আত্মজা।

৭৪. সখীগণ সহ, পরি মনোহর বেশ
চন্দ্রকপ্রাসাদে রুজা করেন প্রবেশ,
প্রবেশে যেমন মেঘে চপলাসুন্দরী
উজ্জ্বল প্রভায় সব উদ্ভাসিত করি।

৭৫. গিয়া ভূপতির পাশে বিনম্রবদনে
প্রণাম করিলা রুজা তাঁহার চরণে।
একান্তে খচিত হেমে পীঠ সুশোভন
আছিল; বসিলা তায় সহ সখীগণ।

৭৬. দেখি তনয়াকে, পরিবৃতা সখীগণে
ভাবিলেন সবিস্ময়ে রাজা মনে মনে,
'এলো কি অপ্সরোগণ নামিয়া ধরায়?'
মধুর বচনে পরে শুধালেন তাঁয় :

৭৭. "প্রাসাদে ত আছ সুখে,; অন্তঃপুর মাঝে
পুষ্করিণী তব ভোগতরে যে বিরাজে
করত মনের সুখে জলকেলি তায়?'
রসনা ত নানারস খাদ্যে তৃপ্তি পায়?

৭৮. নানাবিধ পুষ্পমাল্য করি আহরণ
রচে ত প্রত্যহ, শুভে, তব সখীগণ
পুষ্পগৃহ, পুষ্পশয্যা? হয়ে ক্রীড়ারত
কপট কলহ তারা করে ত সতত,
যে যাহা গড়েছে, তার সৌন্দর্য্য বাখানি,
কার(ও) ঠাঁই পরাজয় কেহই না মানি?

৭৯. মার্জ্জিত সর্ষপকল্কে তোমার বদন,[১]
নেহারি আমার, বৎসে, জুড়াল নয়ন।

---

[১]। পূর্ব্বে সরিষার ও তিলের খোল, এঁটেল মাটি প্রভৃতি দিয়া গাত্রমল ধুইবার প্রথা ছিল! এখন সাবানের কৃপায় সে প্রথা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

আছে কি অভাব তব? যদি সুদুর্লভ
চন্দ্রবৎ হয়, যাহা পেতে ইচ্ছাতব,
তাহাও আনিয়া শীঘ্র দিবে ভৃত্যগণ,
করিতে তোমার, বৎসে, তৃপ্তি সম্পাদন।"

৮০. বলিলেন, শুনি রুজা রাজার বচন,
'হইতেছে সদরা মোর ইচ্ছার পূরণ
তোমার কৃপায় পিতঃ। রাজা পিতা যার,
ঘটে কি কখন(ও) কোন অভাব তাহার?

৮১. কল্য অমাবস্যা; সেই পবিত্র তিথিতে
করিয়াছি ইচ্ছা দুঃখী জনে দান দিতে
দিয়াছি যেমন পূর্ব্বে; দিন আজ্ঞা, তাই,
এখন(ই) সহস্রমুদ্রা আমি যেন পাই।"

৮২. বলেন অঙ্গতি শুনি রুজার প্রার্থনা,
"কত যে নাশিলে বিত্ত তাহা ত জান না,
নিরর্থক দান। কোন ফল নাই এতে।
দান করি বহু অর্থ উড়ালে দু'হাতে।

৮৩. পোষধ পালহ তুমি ত্যাজি অন্নপান!
নিয়তির(ই), বৎসে, এই অদ্ভুত বিধান!
অনশনে পুণ্য হয় বলে মূঢ় জনে;
কেন বৃথা পাও কষ্ট থাকি অনশনে?

৮৪. শুনি কাশ্যপের কথা বীজক কান্দিল;
বার বার উষ্ণ শ্বাস কত সে ছাড়িল।
বীজকের কাহিনীতে এই বুঝা যায়,
পুণ্যকর্ম্ম করি কেহ সুফল না পায়।[১]

৮৫. যতদিন রবে, রুজে, তোমার জীবন,
ভোজনে বিরত তুমি হয়ো না কখন।
নাই পরলোক, ভদ্রে, জানিও নিশ্চয়;
ব্রত উপ-বাসে তবে কিবা ফলোদয়?"

৮৬. শুনিয়া পিতার কথা রুজা মনোরমা—
অতীতানাগত ধর্ম্ম ছিল যাঁর জানা,

[১]। বুঝিতে হইবে যে, রাজা কন্যাকে বীজকের কথা সবিস্তার শুনাইলেন।

৮৭. বলিলা, ‘শুনেছি পূর্ব্বে, দেখিলাম এবে,
মন্দমতি হয় নেই মূর্খে যেবা সেবে।

৮৮. মূর্খের সংসর্গে মূর্খ হয় মূর্খতর।
বীজক, অলাত–এরা, ওহে নরবর,
উভয়েই জড়মতি; মূর্খ কাশ্যপের
কথায় ঘটিতে পারে মোহ ইহাদের।

৮৯. তুমি, দেব, প্রজ্ঞাবান, ধীর, ধর্ম্মবিৎ;
কি হেতু মূর্খের মত নিজ হিতাহিত,
না বিচারি মূর্খসহ মিশি অনুক্ষণ
হইয়াছে এবে মিথ্য ধর্ম্মপরায়ণ?

৯০. বহুজন্মজন্মান্তরে পরে জীবগণ
প্রকৃতই শুদ্ধ যদি হয়, হে রাজন,
গুণের প্রব্রজ্যর তবে নিষ্ফল কি নয়?
কেন সেই মহামূর্খ মুক্তির আশায়
নগ্ন থাকি তপস্যায় হইয়াছে রত
বহ্নিমুখগামী মূঢ় পতঙ্গের মত?

৯১. পুনঃ পুনঃ লভি জন্ম শুদ্ধ হয় নর,
অনেকের এ বিশ্বাস মহানিষ্টকর।
অজ্ঞানবশতঃ তারা করে নানা পাপ;
ফলে তারা ভুঞ্জে শেষে বহু পরিতাপ।
দুষ্কর্ম্মের ফল তারা এড়াতে না পারে;
গিলিত বড়শি মীন উগারিতে নারে।

৯২. একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি, রাজন,
দৃষ্টান্ত দেখিয়া বুঝে কোন কোন জন।

৯৩. তুলিতে বাণিজ্যপোতে অপ্রমাণ ভার
হয় যথা মহার্ণবে নিমজ্জন তার,

৯৪. অল্প অল্প পাপভার করিয়া সঞ্চয়
ক্রমে লোকে মহাপাপভারাক্রান্ত হয়;
না পারি বহিতে শেষে সেই গুরুভার
তেমতি নরকে হয় নিমজ্জন তার।

৯৫. অলাতের পাপভার অদ্যাপি, রাজন,
হয় নি ক পরিপূর্ণ; তিনি সে কারণ
এ জীবনে সুখী; কিন্তু এ জন্মের পাপ

নিশ্চয় তাঁহাকে দিবে নরকের সন্তাপ।

৯৬. পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য ছিল অলাতের,
তাই তিনি অধিকারী হেন ঐশ্বর্য্যের।

৯৭. সে পুণ্যের ফল কিন্তু এবে প্রতিদিন
সুখভোগে, মহারাজ, হইতেছে ক্ষীণ।
অধিকন্তু এবে তিনি পাপপরায়ণ,
করেন সন্মার্গ ছাড়ি কুমার্গে গমন।

৯৮. ভাণ্ডমুখ হ'তে তুলি তুলা লয়ে হাতে
করে যদি কেহ দ্রব্য ওজন তাহাতে,
মণ্ডলে দ্রব্যের ভার বৃদ্ধি যত পাবে
তুলাদণ্ডশীর্ষ তত উর্দ্ধগামী হবে।
মণ্ডলে সংলগ্ন তাহা না রহিবে আর;
তত উন্নমিত হবে, যত পাবে ভার।[১]

৯৯. সেইরূপ, স্বর্গে যেতে উৎসুক যে জন,
অল্পে অল্পে করে সেই পুণ্যের অর্জ্জন,
করিছে বীজক দাস যথা এবে, পিতঃ,
থাকিয়া কুশল কর্ম্মে রত অবিরত।

রুজা নিজের অভিপ্রায় আরও স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য আবার বলিলেন :

১০০. বীজক যে এত দুঃখ পেতেছে এখন,
পূর্ব্বজন্মকৃতপাপ তাহার কারণ।

১০১. সে পাপের ফল ক্রমে পাইতেছে ক্ষয়,
আর(ও) সে করিছে এবে পুণ্যের সঞ্চয়।
তাই বলি, পিতঃ, তুমি করো না কখন
কাশ্যপের কথাগুলি উন্মার্গে গমন।

অতঃপর রুজা ছয়টী গাথায় পাপমিত্রসংসর্গের দোষ এবং কল্যাণমিত্রসংসর্গের গুণ বর্ণনা করিলেন :[২]

---

[১]। গাথাকার প্রান্তাবলম্ব তুলাকে (Danish balance) লক্ষ্য করিয়া এই দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়াছেন। এপ্রকার তুলা এখন সচরাচর দেখা যায় না। তুলমণ্ডল শব্দটী আমার বিবেচনায় পাল্লা বুঝাইতেছে। মিষ্টান্ন প্রভৃতির বিক্রেতারা এইরূপ তুলার পাল্লা দিয়া ভাণ্ডের মুখ ঢাকিয়া রাখে; তখন দাঁড়িটা পাল্লার সঙ্গে সংলগ্ন থাকে। কোন দ্রব্য ওজন করিবার কালে পাল্লার দ্রব্যেও ভার যত বেশী হইতে থাকে, দাঁড়ির মুক্ত প্রান্তটা ততই উপরে উঠে।

[২]। এই ছয়টী গাথা চতুর্থ খণ্ডে শক্তিগুল্ম-জাতকেও (৫০৩)পাওয়া গিয়াছে (২২শ হইতে

১০২. যে যাহারে ভজে, ভূপ,— সুশীলে, দুঃশীলে, সদসতে,—
নিয়তসংসর্গহেতু চরিত্র সে লভে সেই মতে।
১০৩. যাহার যেমন মিত্র, যে যাহার করে আরাধন,
সে হয় তাহার মত; সংসর্গের প্রভাব এমন!
১০৪. প্রভু ভৃত্য, গুরুশিষ্য পরস্পরসংস্পর্শকারণ
একে করে অপরের আত্মতুল্য চরিত্র গঠন।
তুণীরের মধ্যে কেহ রাখে যদি বিষদিগ্ধ শর,
তুণীর(ও) ক্রমশঃ শেষে বিষে লিপ্ত হয় ভয়ঙ্কর।
১০৫. সংক্রমণ-ভয়ে সুধী পাপসখ না হয় কখন।
কৃশ দিয়া পূতি-মৎস্য যদি কেহ করে আচ্ছাদন,
পূতিগন্ধ পায় কুশ। নিষ্পাপ যে, সেও সেই মত
পাপীরে ভজিলে শেষে নিজে হয় পাপপথগত।
১০৬. রাখিবে তগর যদি পত্রপুটে করি আচ্ছাদিত,
তগরের গন্ধ লভি পত্রও হইবে আমোদিত।
তুমিও সাধুতা পেয়ে হবে ধন্য, প্রশংসাভাজন।
১০৭. পত্রের সুগন্ধ হেরি' নিজ পরিণাম ভাবি মনে
অসৎ বর্জিয়া সুধী সাধুসেবা করে সযতনে।
নরকে পতন ধ্রুব অসৎসঙ্গের পরিণাম;
সাধুসঙ্গে দেহঅন্তে প্রাপ্ত হয় জীব দিব্যধাম।

রাজকন্যা পিতাকে এইরূপ ধর্ম্মকথা শুনাইয়া, নিজে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে দুঃখভোগ করিয়াছিলেন, অতঃপর তাহা বলিতে লাগিলেন :

১০৮. সপ্তপূর্ব্বজন্মকথা রয়েছে পর্য্যায়ক্রমে স্মৃতিপথে জাগরূক মম;
অতঃপর সপ্তজন্মে ঘটিবে কি ভাগ্যে মোর, তাও আমি জানি বিলক্ষণ।[১]
১০৯. মগধের অন্তঃপাতী রাজগৃহ নামে যেই সুবিখ্যাত রয়েছে নগর,
অতীত সপ্তমজন্মে কর্ম্মকারপুত্র আমি হয়েছিনু সেথা, নরবর।
১১০. ছিল পাপী মিত্র এক; হইলাম তার সঙ্গে মহাঘোর পাপাচারে রত;
হয়ে পরদারগামী করিনু উভয়ে মোরা পরস্ত্রী হরণ শত শত।
অমর হইয়া যেন জন্মিয়াছি, এ বিশ্বাসে পরিণাম চিন্তা নাহি ছিল;
গাচালি পাপের স্রোতে করিনু ইন্দ্রিয় সেবা, এই ভাবে জীবন কাটিল।

২৭শ গাথা)
[১]। পরবর্ত্তী গাথা শুনিতে কিন্তু রুজার তেরটী অতীত জন্মের কথা আছে।

১১১. এ পাপের ফল কিন্তু থাকিল প্রচ্ছন্ন হয়ে, ভস্মাচ্ছন্ন অনল যেমন;
কর্ম্মান্তর বশে আমি ত্যাজি দেহ তারপর বংশরাজ্যে লভিনু জনম।
১১২. বংশরাজ্য-রাজধানী কৌশাম্বী সুন্দরী পুরী, শ্রেষ্ঠী এক ছিলেন সেথায়
প্রচুর ঐশ্বর্য্যবান; শত শত দাস দাসী ছিল তাঁর নিযুক্ত সেবায়
একমাত্র পুত্র তাঁর হইলাম, পিতঃ আমি; কতই যে আদর যতন
পাইতাম গৃহে তাঁর নিত্য আমি সে জনমে, পারিনা ক করিতে বর্ণন।
১১৩. পাইলাম সেই কালে ভাগ্যক্রমে মিত্র এক পুণ্যত্মা, শাস্ত্রজ্ঞ, সুপণ্ডিত;
উপদেশ দিয়া তিনি করিলেন মোরে, পিতঃ, সাধুদের ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত।
১১৪. পবিত্র পোষধ তিথি—চতুর্দ্দশী, পঞ্চদর্শী; এ দুই তিথিতে বহুদিন
রক্ষি শীল সাবধানে যাপিনু জীবন আমি থাকি সদা পাপচিন্তাহীন।
এ পুণ্যর ফল কিন্তু রহিল প্রচ্ছন্ন হয়ে যথাকালে দিতে দরশন;
থাকে কোন মহারত্ন নিবিড়ান্ধকারময় জলমধ্যে প্রচ্ছন্ন যেমন।
১১৫. এ দিকে মগধরাজ্যে করেছিনু যত পাপ, ফল তার দুষ্টবিষময়
পক্ব হয়ে দিল দেখা এত কাল পরে, হায়। অভিভূত করিল আমায়।
১১৬. কৌশম্বীতে ত্যাজি দেহ সহস্র সহস্র বর্ষ ভুঞ্জিলাম স্বকর্ম্মের ফল
রৌরব নরকে পচি। এখনও সে দুঃখ স্মরি আঁখি মোর করে ছল ছল।
১১৭. দীর্ঘকাল দুঃখ ভোগ রৌরবে করিয়া পরেছাগরূপে লভিনু জনম
ভেণ্নাকটপুরে আমি। শৈশবে খাসি করি প্রভু মোরে করিল পালন।

রুজা এই গাথায় ছাগজন্মের দুঃখ বর্ণনা করিলেন :

১১৮. অমাত্যগণের পুত্র বহিতাম সেথা আমি; রথ টানি কিংবা পৃষ্ঠোপরি।
পরদারগমনের অহো কি ভীষণ দণ্ড! ভাবিলে তা এখন(ও) শিহরি।

ছাগদেহ ত্যাগ করিয়া তিনি অরণ্যে কপিযোনিতে প্রতিসন্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সেখানে যেদিন তাঁহার জন্ম হয়, সেইদিনই কপির যুথপতিকে দেখাইবার জন্য তাঁহাকে লইয়া যায়। "আমার পুত্রকে আন" বলিয়া যুথপতি তাঁহাকে দৃঢ়রূপে ধরিল এবং দন্তাঘাতে তাঁহার বীজ দুইটী উৎপাঁান করিল। তিনি যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে লাগিলেন। এই ঘটনা বুঝাইবার জন্য রুজা বলিলেন :

১১৯. ত্যাজি ছাগদেহ, ভূপ, বিশাল অরণ্যে মাঝে কপিরূপে লভিনু জনম;
নিষ্ঠুর যুথের পতি নির্মুষ্ক করিল মোরে তীক্ষ্ণ দন্তে করিয়া দংশন।
কপিজন্মে এই রূপে পরদারগমনের দণ্ড পুনঃ পেলেম ভীষণ।

অনন্তর রুজা অন্য কয়টী জন্মের বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :

১২০. কপিদেহ করি ত্যাগ লভিনু জনম
গোরূপে দশার্ণ দেশে; করিল আমায়

নির্মুষ্ক সেখানে প্রভু; সুশ্রী, দ্রুতগামী
দেখি মোরে নিয়োজিল শকটবহনে।
করিলাম এ দুর্দ্দশা ভোগ বহুদিন;
পরদারগমনের ভুঞ্জিলাম ফল!

১২১. দুর্ল্লভ মানবজন্ম লভিলাম পরে
বৃজি[১] জনপদে আমি; কিন্তু হায়, হায়,
হইলাম নপুংসক—না স্ত্রী, না পুরুষ।
পরদারগমনের ভুঞ্জিলাম ফল।

১২২. তারপর জন্মিলাম ত্রয়স্ত্রিংশ—ধামে
নন্দনে অপ্সরারূপে উজ্জ্বল—বরণী।

১২৩. বিচিত্র বসন আমি পরিতাম সেথা;
কর্ণে ছিল মণিময় কুণ্ডল উজ্জ্বল;
নৃত্যগীতে হয়ে পটু সেবিনু বাসবে।

১২৪. সেখানেই স্মৃতিপথে হল জাগরূক
এ সব জন্মের কথা; জানিলাম আর
অনাগতে সপ্তজন্মে কি হবে আমার :

১২৫. "করেছিনু কৌশাম্বীতে যে পুণ্য অর্জ্জন,
তার(ই) ফল এত দিনে দিল দরশন।
হবে যবে অবসান এ দেহের মোর
জন্মিব মনুষ্য হয়ে, কিংবা দেবলোকে।
তির্য্যগযোনিতে আমি ভ্রমিব না আর।

১২৬. পর পর সপ্তজন্মে আদর যতন
লভিব সতত আমি; কিন্তু যত দিন
না হইবে অবসান ষষ্ঠ জনমের
স্ত্রীত্ব পরিহার আমি নারিব করিতে।"

১২৭. সপ্তম জনম মোর সমাগতপ্রায়;[২]
দিব্য দেহ সমুজ্জ্বল করিয়া ধারণ
মহর্দ্ধি পুংদেব হয়ে জন্মিব ত্রিদিবে।

---

[১]। বৈশালীর লিচ্ছবিগণ বৃজি নামে অভিহিত হইতেন।

[২]। টীকাকার বলেন যে, রুজা পর পর পাঁচ বার অপ্সরা হইয়া জন্মিয়াছিলেন। ষষ্ঠ জন্মে তিনি বিদেহের রাজকন্যা হইয়াছেন। যখনকার কথা হইয়াছে, তখন তাঁহার বয়স ষোল বৎসর।

১২৮. আজ(ও) গাঁথিয়াছেন মালা সন্তান পুষ্পের
দেবপুত্র জব, যিনি এ জন্মের পূর্ব্বে
ছিলেন আমার স্বামী জানেন না তিনি,
দেবদেহ ত্যজি আমি জন্মেছি যে হেথা।
তাই মোর তরে মালা করেন সংগ্রহ।[১]

১২৯. এই যে ষোড়শবর্ষ বয়স আমার।
এ কাল মুহুর্ত্তমাত্র দেবগণনায়।
মানুষের শতবর্ষ অমরগণের
এক রাত্রি একদিন ভিন্ন কিছু নয়।

১৩০. এরূপে অসংখ্য জন্মে কর্ম্ম মানবের,
হোক্ ভাল, হোক্ মন্দ, অনুসরে তারে।
কর্ম্মের কখন(ও), পিতঃ, হয় না বিনাশ।

অতঃপর রুজা রাজাকে উৎকৃষ্টতম ধর্ম্ম বুঝাইতে লাগিলেন :

১৩১. জন্মজন্মান্তরে, পর পর যদি উন্নতি লভিতে চায় তব মন,
পরদারসেবা কর পরিত্যাগ, ধৌতপাদ ত্যজে কর্দ্দম যেমন।

১৩২. জন্ম-জন্মান্তরে, পর পর যদি উন্নতি লভিতে চায় তব মন,
স্বামীসেবা[২] সদা কর কায়মনে, সেবে ইন্দ্র যথা অপ্সরোগণ।

১৩৩. দিব্য ভোগ, আয়ুঃ, দিব্যসুখযশ লভিতে তোমার বাসনা যদি
ছাড়ি পাপাচার, ত্রিবিধধর্ম্মের[৩] অনুষ্ঠানে রত হও নিরবধি।

১৩৪. কি স্ত্রী কি পুরুষ, যে কেহ না হোক, তাহাকেই আমি বলি বিচক্ষণ,
কায়ে, মনে, বাক্যে অপ্রমত্তভাবে পরমার্থলাভে যাহার যতন।

১৩৫. এই জীবলোকে যশস্বী যাহারা, সর্ব্ববিধ ভোগ্য ভুঞ্জে অনুক্ষণ,
নিশ্চিত তাহারা পূর্ব্ব কোন জন্মে করেছিল পিতঃ, বহু পুণ্যার্জ্জন।
স্ব স্ব কর্ম্মফল পায় জীবগণ;[৪] কিছুই ইহাতে নাই সংশয়;

---

[১]। জব ভাবিতেছেন যে, রুজা তখনই দেবলোকেই জীবিত আছেন, কেন না রুজা যে ষোল বৎসর দেবলোক ত্যাগ করিয়াছেন, দেবতাদিগের গণনায় তাহা মুহুর্ত্ত মাত্র।

[২]। 'সামিক' যে প্রভু কি পতি বুঝাইতেছে, তাহা বিচার্য্য। যদি প্রথম চরণে 'পোধিন' শব্দে কেবল পুরুষকে বুঝায় না, তবে প্রথম অর্থই সমীচীন। আর যদি 'পোরিস' শব্দ পুংলিঙ্গ হইয়াও স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতীয় ব্যক্তিগণ বুঝায়, তবে দ্বিতীয় অর্থ গ্রাহ্য হইতে পারে। ইহা অপ্সরাগণের শক্রসেবায় সঙ্গে সঙ্গত।

[৩]। কায়িক, বাচনিক ও মানসিকভেদে সুচরিত ধর্ম্ম ত্রিবিধ।

[৪]। মূলে "কম্মস্সকা সব্ব সত্তা" আছে। 'কম্মস্সক' শব্দের অর্থ কি? অস্‌স=অংসপুট অর্থাৎ কান্ধে লইবার পুটুলি বা থলি। ইহাতে বুঝা যাইতে পারে যে, সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মভার

এক অপরের পাপ বা পুণ্যের কোন অংশে কভূ ফলভাগী নয়।
১৩৬. ভাব কি কখন, ওহে নরনাথ, কি কারণে এত অপ্সরঃসদৃশী
বিচিত্রাভরণা হেমজালাবৃতা রমণী তোমার সেবে দিবানিশি?[১]

রুজা পিতাকে এইরূপে উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১৩৭. এরূপে সুব্রতা রূপে মধুর বচনে,
শুনালেন ধর্ম্মকথা অঙ্গতি ভূপালে।—
মূঢ়কে সন্মার্গ তিনি দিলেন বলিয়া।

রুজা পূর্ব্বাহ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত রাত্রি পিতাকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন; তিনি বলিতে লাগিলেন, 'পিতঃ! আপনি সেই নগ্ন, মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ আজীবকের কথা বিশ্বাস করিবেন না; ইহলোক আছে, পরলোক আছে; সুকৃতির দুষ্কৃতির ফলও আছে। আমি আপনার কল্যাণ কামনা করি; আমাদের কথা বিশ্বাস করুন। আপনি অঘাটে লম্ফ দিয়া পড়িবেন না।' কিন্তু এত বলিয়াও তিনি পিতার ভ্রম অপনোদন করিতে পারিলেন না। রাজা তাঁহার মধুর বচন শুনিয়া তুষ্ট হইলেন মাত্র; কারণ মাতা পিতা প্রিয় পুত্রকন্যার কথা শুনিতে ভালবাসেন; কিন্তু তাঁহারা স্ব স্ব বিশ্বাস পরিহার করেন না। নগরবাসীরা বলাবলি করিতে লাগিল, "রাজকন্যা রুজা না কি ধর্ম্মদেশন দ্বারা পিতাকে মিথ্যাদৃষ্টি হইতে উদ্ধার করিবেন।" সকলেই একবাক্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "পণ্ডিতা রাজকন্যা তাঁহার পিতার মিথ্যা বিশ্বাস অপনোদনপূর্ব্বক আমাদিগকে স্বস্তিভাজন করিবেন।" এই আশ্বাসে নগরবাসীরা সন্তোষ লাভ করিল।

পিতাকে প্রবুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়াও রুজা নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে কোন উপায়েই হউক, পিতাকে স্বস্তিভাজন করিবেন। তিনি মস্তকে অঞ্জলি তুলিয়া দশদিকে নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, "এ জগতে এমন অনেক ধার্ম্মিক শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ এবং লোকপালগণ ও মহাব্রহ্মগণ আছেন, যাঁহাদের অনুভাববলে লোকস্থিতি ও লোকরক্ষা সম্পাদিত হইতেছে। তাঁহারা আসিয়া স্বীয় অনুভাবের প্রভাবে আমার পিতার ভ্রম অপনোদন করুন। আমার পিতার কোন গুণ না থাকিলেও তাঁহারা আমার গুণের, আমার বলের, আমার সত্যের প্রভাবে ইহার মিথ্যাদৃষ্টি অপনোদনপূর্ব্বক সর্ব্বলোকের কল্যাণসাধন

স্কন্ধে লইয়া বিচরণ করে। 'অস্‌সক' শব্দের আর একটী অর্থ অশ্ব-সম্পন্ন অর্থাৎ (যাহার) অশ্ব আছে। কর্ম্ম যেন অশ্বরূপে কর্ত্তাকে তাহার কর্ম্মানুরূপ গন্তব্যস্থানে বহন করে। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা কষ্টকল্পনা নয় কি?

[১]। অর্থাৎ মহারাজের এ সৌভাগ্য পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যের ফল।

করুন।” রুজা প্রণাম করিতে করিতে বার বার এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব একজন মহাব্রহ্মা[১] হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল নারদ। বোধিসত্ত্বগণ মৈত্রীভাবযুক্ত, কারুণ্যপূর্ণ ও মহর্দ্ধি-সম্পন্ন। এই কারণে, কাহারা সুকৃতিবান কাহারা দুষ্ক্রিয়াশীল, ইহা দেখিবার জন্য তাঁহারা সময়ে সময়ে জীবলোক অবলোকন করিয়া থাকেন। উক্ত দিন নারদ বোধিসত্ত্ব ভূলোক অবলোকন করিবার সময়ে দেখিতে পাইলেন, রাজকন্যা পিতার মিথ্যাদৃষ্টি অপনোদন করিবার নিমিত্ত লোকপালক দেবতাদিগকে প্রণাম করিতেছেন। তিনি ভাবিলেন, ‘আমি ভিন্ন আর কেহই এই রাজার ভ্রম নিবাকরণ করিতে পারিবে না। অতএব আমি আজ রাজকন্যাকে সাহায্য করিব এবং সানুচর রাজাকে স্বস্তিভাজন করিয়া ফিরিয়া আসিব।’ অনন্তর তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ‘কি বেশে নরলোকে যাওয়া ভাল?’ তিনি দেখিলেন যে, প্রব্রাজকেরা মানুষের প্রিয়পাত্র; লোকে প্রব্রাজকদিগকে ভক্তি করে, তাহাদের কথাও শুনে; এই কারণে প্রব্রাজকের বেশে গমন করিলেই ভাল হয়। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি মনোহর হেমবর্ণ মানবদেহ ধারণ করিলেন, মস্তকোপরি সুন্দর জটামণ্ডল বন্ধন করিলেন, জটাভ্যন্তরে একটী সুবর্ণসূচী রাখিলেন, পৃষ্ঠ ও পশ্চাৎ উভয়তঃই রক্তবর্ণ চীবর পরিধান করিলেন, এক স্কন্ধে সুবর্ণতারকাখচিত রজতজালবেষ্টিত অজিন রাখিলেন, মুক্তাগ্রথিত শিক্যায় সুবর্ণময় ভিক্ষাভাজন স্থাপন করিলেন, তিনস্থানে বক্র সুবর্ণকাচ[২] স্কন্ধে লইলেন, মুক্তাগ্রথিত শিক্যায় প্রবালনির্ম্মিত কমণ্ডলু রাখিলেন এবং এইরূপ ঋষিবেশ ধারণ করিয়া চন্দ্রমার ন্যায় গগনতলে বিরাজ করিতে করিতে আকাশপথেই অলঙ্কৃত চন্দ্রকপ্রাসাদের উচ্চতমতলে প্রবেশপূর্ব্বক রাজার পুরোভাগে আকাশে অবস্থিত হইলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১৩৮. জম্বুদ্বীপে নিরীক্ষণ করিতে করিতে
অঙ্গতি রাজাকে সবে পেলেন দেখিতে,
তখন(ই) নারদ ব্রহ্মলোক পরিহরি
আসিলেন নরলোকে শীঘ্র অবতরি।

১৩৯. রাজার প্রাসাদে আসি পুরোভাগে তাঁর
আকাশে আসীন হন লাগে চমৎকার!

---

[১]। বৌদ্ধেরা ব্রহ্মলোকের অধিপতিকে মহাব্রহ্মা বা ব্রহ্মাসহম্পতি বলেন। প্রত্যেক চক্রবালে এক জন মহাব্রহ্মা। চক্রবাল অসংখ্য; কাজেই মহাব্রহ্মাও অসংখ্য। শাক্যমুনি না কি বোধিসত্ত্বরূপে চারি জন্মে মহাব্রহ্মা হইয়াছিলেন।

[২]। কাচ=বাঁক।

ঋষিতে আগত দেখি সানন্দ অন্তরে
যুড়ি দুই কর রুজা নমস্কার করে।

রাজাও নারদকে দেখিয়া ব্রহ্মতেজে অভিভূত হইলেন এবং আসনে উপবি' থাকিতে অসমর্থ হইয়া অবতরণপূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডায়মান হইয়া আগন্তুক কে, কোন্ গোত্রজ এবং কোথা হইতে আসিলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১৪০. সভয়ে আসন হ'তে নামিয়া তখন
বলেন নারদে রাজা এতেক বচন :

১৪১. হে দেবসঙ্কাশ, তুমি উজলি শর্ব্বরী
চন্দ্রবৎ কোথা হ'তে এলে অবতরি?
কি নাম, কি গোত্র তব? জিজ্ঞাসি তোমায়;
কি ভাবে মানুষে জানে তব পরিচয়?

নারদ ভাবিলেন, 'এই রাজা পরলোক মানেন না; অতএব ইহাকে পরলোকের কথাই বলিব।' তিনি উত্তর দিলেন :

১৪২. আসিয়াছি দেবলোক হ'তে অবতরি,
চন্দ্রবৎ উদ্ভাসিত করিয়া শর্ব্বরী।
নাম, গোত্র জিজ্ঞাসিলে? করহ শ্রবণ,
কাশ্যপ গোত্রজ আমি নারদ ব্রাহ্মণ।

রাজা ভাবিলেন, 'ইহাকে পরলোকের কথা শেষে জিজ্ঞাসা করিব; কি কারণে যে ইনি এত ঋদ্ধি লাভ করিয়াছেন, অগ্রে তাহাই জিজ্ঞাসা করা যাউক।' তিনি বলিলেন :

১৪৩. আকাশে গমন তব, আকাশে আসন;
দেখিয়া বিস্ময়ে মোর অভিভূত মন।
বুঝিতে না পারি আমি এ যে কি ব্যাপার!
কি হেতু এমন ঋদ্ধি হইল তোমার?

নারদ বলিলেন :

১৪৪. সত্য, ধর্ম্ম, ত্যাগ আর ইন্দ্রিয় দমন—
পূর্ব্বজন্মে এ সকল ব্রতসম্পাদন
করিয়াছি সাবধানে; তাহারই প্রভাবে
মনোজব, কামগতি[১] হইয়াছি এবে।

---

[১]। মনোজব—মনের ন্যায় দ্রুতগমনশীল। কামগতি—ইচ্ছাধীন-গতি, যেখানে ইচ্ছা গমন করিতে সমর্থ।

রাজা মিথ্যাধর্ম্মপরবশ হইয়াছিলেন; কাজেই, নারদ এরূপ উত্তর দিলেও পরলোক যে আছে, ইহা তিনি বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বলিলেন, "পুণ্যের কি তবে কোন পুরস্কার আছে?

১৪৫. এ বড় অদ্ভুত কথা বলিলে আমায়;
পুণ্যবলে কেহ কি হে হেন ঋদ্ধি পায়?
সত্যই কি ইহা? আমি জিজ্ঞাসি তোমায়;
দয়া করি সদুত্তর দাও, মহাশয়।"

নারদ বলিলেন :

১৪৬. সচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা কর; আছে প্রয়োজন
তোমার ঈদৃশ প্রশ্ন করিতে, রাজন্।
বল অকপটে তুমি, কি তব সংশয়;
সদুত্তরে আমি তাহা ঘুচাব নিশ্চয়
তর্কবলে, জ্ঞানবলে, হেতুপ্রদর্শনে[১];
না রাখিব কিছুই সংশয় তব মনে।

রাজা বলিলেন :

১৪৭. জিজ্ঞাসি, নারদ, আমি একটী বিষয়;
মিথ্যা বলি ভুলা'য়োনা যেন হে আমায়।
দেবলোক, পরলোক, পিতৃলোক আছে,
এ কথা শুনিতে পাই অনেকের কাছে।
সত্য, কি অলীক এই লোকের বিশ্বাস?
সদুত্তর দিয়া কর সংশয় নিরাস।

নারদ বলিলেন :

১৪৮. দেব-পিতা-পরলোক প্রকৃতই আছে;
মিথ্যা নয়, শুন যাহা অনেকের কাছে।
কামসক্ত মূঢ়গণ মোহের কারণ
কি যে পরলোক, তাহা বুঝে না কখন।

ইহা শুনিয়া রাজা পরিহাস করিয়া বলিলেন :

১৪৯. সত্যই, নারদ, যদি করহ বিশ্বাস,
মৃত্যু-অন্তে করে নর পরলোকে বাস,

---

[১]। "নয়েহি, ঞায়েহি চ হেতুভি চাতি।" নয়=কারণবচন (টীকাকার); সিদ্ধান্ত। ঞায়=ন্যায় অর্থ কি তর্কশাস্ত্র অথবা জ্ঞান(টীকাকার)।

দাও পঞ্চশত মুদ্রা এ জন্মে আমাকে;
সহস্র তোমায় দিব গিয়া পরলোকে।

তখন মহাসত্ত্ব সভামধ্যে রাজাকে ভৎসনা করিয়া বলিলেন :

১৫০. দাতা, শীলবান বলি তোমায়, বিদেহপতি, যদি জানিতাম,
পঞ্চশত মুদ্রা আমি দ্বিধা নাহি করি মনে এখনি দিতাম।
নিষ্ঠুর, পামর তুমি; হইবে নিরয়গামী দেহ-অবসানে;
সহস্র মুদ্রার তরে তাগাদা করিবে কে হে গিয়া সেই স্থানে?

১৫১. অলস, কুকর্ম্মরত, দয়াহীন, পাপব্রত যদি কেহ হয়,
ইহলোকে পণ্ডিতেরা হেন অধমর্ণে কি হে কভু ঋণ দেয়?
দিলে ঋণ পরিশোধ করিবে না, মহারাজ, কভু সেই জন;
বৃদ্ধি ত দূরের কথা; ফিরি না আসিবে তার গৃহে মূলধন।

১৫২. দাতা, উপার্জ্জনক্ষম, অনলস, শীলবান যদি কেহ হয়,
সাদরে আহ্বান করি সকলে প্রসন্নচিত্তে ঋণ তারে দেয়।
ঋণের সাহায্য সেই উৎপাদি প্রচুর ধন, বিনা তাগাদায়
করে ঋণ পরিশোধ। হেন জনে অবিশ্বাস করা কি হে যায়?

নারদ কর্ত্তৃক এইরূপে ভৎসিত হইয়া রাজা তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। সমবেত লোকেরা কিন্তু অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল, "এই দেবর্ষি মহর্দ্ধি। ইনি নিশ্চয় রাজার মিথ্যাদৃষ্টি অপনোদন করিবেন।" সমস্ত নগরে সকলের মুখেই এই কথা শুনা যাইতে লাগিল। মহাসত্ত্বের অনুভাববলে সপ্তযোজনব্যাপী মিথিলানগরে এমন কেহই রহিল না, যে তাঁহার ধর্ম্মদেশন শুনিতে পাইল না। তিনি ভাবিলেন, 'এই রাজা মিথ্যাদৃষ্টিতে অতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। নরকের ভয় দেখাইয়া ইঁহার ভয়োৎপাদনপূর্ব্বক এই মহাভ্রম অপনোদন করিতে হইবে; পরে দেবলোকের কথা বলিয়া ইঁহাকে আশ্বস্ত করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আপনি যদি এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাস পরিত্যাগ না করেন, তবে নরকে গিয়া যে অনন্ত দুঃখ ভোগ করিবেন তাহা শ্রবণ করুন।" অনন্তর তিনি নরকের কথা বলিতে লাগিলেন :

১৫৩. গিয়া পরলোকে তুমি পাইবে দেখিতে,
ভীষণ কাকোলগণ ধরিয়া তোমায়
করিতেছে টানাঁটানি। নরকে যখন
হইবে পতন তব, কাক, গৃধ্র, শ্যেন
ছিঁড়িয়া তোমার মাংস করিবে ভক্ষণ।
ছিন্ন দেহ হ'তে তব ছুটিবে রুধির।
কে, বল, সেখানে গিয়া তাগাদা করিবে,

বলিবে ‘সহস্র মুদ্রা কর পরিশোধ’?

কাকোল-নরক বর্ণনা করিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, “আপনার যদি এই নরকে জন্ম না হয়, তবে আপনি লোকান্তর-নরকে[১] জন্মিবেন।” অনন্তর তিনি সেই নরক বর্ণনা করিলেন :

১৫৪. নিবিড়ান্ধকারাচ্ছন্ন সে ঘোর নরক;
নাই চন্দ্রসূর্য্য সেথা; নাই রাত্রিদিন;
সতত তুমুল সেই ভয়ঙ্কর স্থানে
কে যাবে সে ঋণ বল, আদায় করিতে?

রাজাকে সবিস্তারভাবে লোকান্তর-নরকের অবস্থা শুনাইয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, “আপনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার না করিলে, কেবল ইহাই নয়, আরও দুঃখ ভোগ করিবেন। বলিতেছি শুনুন :

১৫৫. আছে সেথা আয়োদন্ত, বলী, মহাকায়
শ্যাম ও শবল নামে দুইটা কুক্কুর।
হেথা হতে বিতারিত পাপী পরলোকে
গেলে তা’রা মাংস তার করয় ভক্ষণ।

[পশ্চাল্লিখিত নরকসমূহের বর্ণনাও এই নিয়মে করিতে হইবে। তাহাদের সকলের নাম এবং নরকপালদিগের কার্য্য উক্তরূপে সবিস্তারভাবে, তত্তদ গাথার অব্যাখ্যাত পদগুলির ব্যাখ্যা করিয়া বলা আবশ্যক।]

১৫৬. হিংস্র শ্বাপদেরা মাংস খাইবে যাহার,
ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হতে ছুটিবে যাহার
রক্তস্রোতে অবিরত, কে বলিবে, বল,
নিরয়বাসীরে হেন, ‘দাও হে সহস্র,
যার জন্য ঋণী তুমি আছ মোর ঠাঁই।

১৫৭. সে ঘোর নরকে আছে ভীম রক্ষিগণ,
বিদিত কালুপকাল নামেতে যাহারা।
জর্জরিত করে তারা দেহ পাপীদের
সুশাণিত ইষুশক্তি প্রহারে নিয়ত।

১৫৮. নরকে দুর্দ্দশাপন্ন ঈদৃশ যে জন
আঘাতে বিদীর্ণ যার কুক্ষি, পার্শ্বদ্বয়,
ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হ’তে ছুটিছে যাহার

---

[১]। দুইটী চক্রবালের মধ্যবর্ত্তী নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন ব্যোমকে লোকান্তর বলে। এখানে বহু নরক আছে।

রক্তস্রোত অবিরত, কে বলিবে তায়
'ঋণমুক্ত হও দিয়া সহস্র আমায়?'

১৬৯. বরষে পর্জ্জন্য সেথা পাপীর মস্তকে
শরশক্তিভিন্দি পালতোমর প্রভৃতি
বিবিধ শাণিত অস্ত্র জলন্ত অঙ্গার,
শিলাময় বজ্র আর অবিরামভাবে।

১৬০. প্রতপ্ত দুঃসহ বায়ু বহিয়া নিয়ত
অশেষ যাতনা দেয় নিরয়বাসীকে,
ক্ষণেকের তরে সেথা সুখ নাই হায়!
দুঃখার্ত্ত, আশ্রয়হীন পাপীরা সেখানে
ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে যন্ত্রণায়।
এমন দুর্দ্দশাপন্নে কে বলিবে, বল,
'ঋণমুক্ত হও দিয়া সহস্র আমায়?'

১৬১. নরকপালেরা রথে যুতি পাপীগণে
প্রতোদযষ্টির দ্বারা করে বিতাড়ন;
ছুটে তারা প্রজ্জ্বলিত ভূমির উপর
বহন করিয়া রথ; এমন সময়
বলিবে তোমাকে কেবা, 'দাও হে সহস্র?'

১৬২. ক্ষুরাকীর্ণ, প্রজ্জ্বলিত, অতি ভয়ঙ্কর
গিরিগাত্রে পাপী যবে করে আরোহণ
ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হ'তে নিঃসরে তাহার
রক্তস্রোত। কে পারিবে বলিতে তখন,
'হও ঋণমুক্ত দিয়া সহস্র আমায়?'

১৬৩. জ্বলন্ত অঙ্গাররাশি পর্ব্বত প্রমাণ
কোথাও নরকে আছে অতি ভয়ানক।
হতভাগ্য পাপী তাহে আরোহণ-কালে
দগ্ধগাত্রে উচ্চৈঃস্বরে করে হাহাকার।
তখন সহস্র কে হে চাবে তার ঠাঁই?

১৬৪. নরকে কোথাও আছে বৃক্ষ অগণন
মেঘকূট সম উচ্চ; কাণ্ডে তাহাদের
রয়েছে কণ্টকস্তূপ তীক্ষ্ণ, লৌহময়;
মানুষের রক্ত পান করে সে কণ্টক।

১৬৫. নরনারী, যারা ছিল ব্যাভিচাররত—
যমের কিঙ্করগণ শক্তি লয়ে হাতে
বাধ্য করে তা' সবারে আরোহিতে সেই
সুতীক্ষ্ণ কণ্টকাচ্ছন্ন পাদপ সকলে।

১৬৬. নরকের সেই সব শাল্মলি তরুতে
আরোহিতে বাধ্য পাপী হয় যে সময়,
রুদিরে প্লাবিত হয় সর্ব্বাঙ্গ তাহার।
ভীষণ বেদনা হয় নিশ্চর্ম্ম শরীরে।

১৬৭. পূর্ব্বকৃত অপরাধবশতঃ এরূপ
যাতনা নরকে পাপী পায় ভয়ঙ্কর;
মুহুর্মুহু পরিত্যাগ করে উষ্ণশ্বাস।
বলিবে সহস্র দিতে কে তখন তা'রে?

১৬৮. নরকে কোথাও আছে পর্ব্বতপ্রমাণ।
নিবিড় বৃক্ষের বন; পত্র তাহাদের
লৌহময়, তীক্ষ্ণধার অসির সমান।
সে সকল পত্র করে নররক্ত পান।

১৬৯. অসিপত্র বৃক্ষে পাপী করে আরোহণ;
তীক্ষ্ণধারে হয় ক্ষত সর্ব্বাঙ্গ তাহার।
রক্তস্রোতে পরিপ্লুত হেন দুঃখীজনে
কে বলিবে, 'কর তুমি ঋণ পরিশোধ?'

১৭০. ঈদৃশ যন্ত্রণাপ্রদ অসিপত্রবন
ত্যাজি পাপী পড়ে যবে বৈতরণীজলে,
কে তা'কে বলিবে, 'কর ঋণপরিশোধ?'

১৭১. কর্কশ লবণময় বৈতরণীজল;
দুস্তরা দুর্গম সেই ভীমা প্রবাহিনী;
লৌহময় পদ্ম আর তীক্ষ্ণ পত্র দ্বারা
রহিয়াছে আচ্ছাদিত জলরাশি তার।

১৭২. নিরালম্ব বৈতরণী—গর্ভে পড়ি পাপী
হইবে স্রোতের বেগে প্রবাহিত যবে,
কে বলিবে, "দাও মোর সহস্র এখন।"

[নিরয়খণ্ড সমাপ্ত][১]

---

[১]। শরভঙ্গ-জাতকে (৫২২) সংকৃত্য জাতকে (৫৩০) এবং নিমি-জাতকেও (৫৪০) নরক

মহাসত্ত্বের মুখে নরকের বর্ণনা শুনিয়া রাজার হৃদয়ে মহাসংবেগ জন্মিল; তিনি মহাসত্ত্বের সাহায্যেই পরিত্রাণ পাইবার আশায় বলিলেন :

১৭৩. বলিলে যে গাথাগুলি, শুনি সে সকল
মহাভয়ে মন মোর হইল বিকল।
কাঁপিতেছি তাই আমি, কাঁপে হে যেমন
তরু, সবে করে কেহ তাহারে ছেদন।
হয়েছে বিলুপ্ত সংজ্ঞা, দিগ্‌ভ্রম আমার;
সাধ্য নাই ভালমন্দ করিতে বিচার।

১৭৪. উত্তাপ ক্লিষ্টের পক্ষে সলিল যেমন,
অথবা অর্ণববক্ষে ভগ্নপোত নাবিকের
পক্ষে যথা হয় দ্বীপ রক্ষিতে জীবন,
কিংবা ঘোর অন্ধকার নিরাকরণের তরে
প্রদীপ(ই) যেমন হয় প্রকৃত সাধন,
সেইরূপ হও তুমি আমার শরণ॥

১৭৫. কি অর্থ, কি ধর্ম্ম তুমি বুঝাও আমায়
অতীতে করেছি আমি বহুপাপ, হায়।
দেখাও শুদ্ধির মার্গ, যাহা অনুসরি
ত্যজি দেহ আমি যেন নরকে না পড়ি।

তখন, রাজাকে শুদ্ধিমার্গ বুঝাইবার অভিপ্রায়ে মহাসত্ত্ব, যে সকল রাজা পুরাকালে সম্যগ্‌রূপে জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের উদাহরণ দেখাইলেন :

১৭৬, ১৭৭. ধৃতরাষ্ট্র, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, উশীনর,
শিবি ও অষ্টক এই রাজা ছয়জন,[১]
আরও বহু ভুমিপাল শ্রমণব্রাহ্মণে সেবি
দেহান্তে দেবেন্দ্রধামে করিলা গমন।
তুমিও, বিদেহনাথ, ছাড় অধর্ম্মের পথ,
ধর্ম্মপথে সাবধানে কর বিচরণ,

বর্ণনা আছে।

[১]। নিমি-জাতকেও ইঁহাদের কয়েকজনের নাম পাওয়া গিয়াছে। সংস্কৃত পুরাণে জমদগ্নি ঋষি, রাজা নহেন।

মর্ত্ত্যধাম পরিহরি যাবে অবলীলাক্রমে
যেখানে আসেন শক্র সহ দেবগণ।

১৭৮. কি প্রাসাদে, কি নগরে অন্নাদির পাত্রহস্তে
করুক ঘোষণা, ভূপ, তব ভৃত্যগণ,
'কে ক্ষুধার্ত্ত? কে তৃষ্ণার্ত্ত? কে নগ্ন? বিচিত্র বস্ত্র
পরিবে কে? চায় কে বা মালা বিলেপন?

১৭৯. কোন্ পান্থ চায় ছত্র উৎকৃষ্ট পাদুকা কিংবা
পারিলে যা' পায়ে ব্যথা কভু নাহি হয়?'—
প্রভাতে, সন্ধ্যায় এই ঘোষণা করিয়া তারা
প্রত্যহ করুক দান যে জন যা' চায়।

১৮০. ভৃত্য-অশ্ব-গো প্রভৃতি হবে যবে জরাজীর্ণ,
খাঁ'য়ো না সে সকলে পূর্ব্বের মতন,
কর তুমি সুব্যবস্থা তাদের পোষণ তরে :
খেটেছে তাহারা, বল ছিল যতক্ষণ।

এইরূপে দানকথা ও শীলকথা শুনাইয়া মহাসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন যে, রাজার দেহকে একখানি রথের সঙ্গে উপমিত করিয়া বর্ণনা করিলে তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইবে। এই জন্য সর্ব্বকামপ্রদ রথের উপমা প্রয়োগপূর্ব্বক তিনি আবার ধর্ম্মদেশনা করিলেন :

১৮১. "দেহ তব রথোপম, শুন, নরবর,
আলস্য-জড়তা-হীন[১] তাই লঘুগতি।
সারথি ইহার মন; অবিহিংসাদ্বারা
হইয়াছে সুগঠিত অক্ষ এ রথের।
দানরূপ আবরণে থাকে ইহা ঢাকা।

১৮২. সুসংযত পাদক্ষেপ চক্রনেমি এর।
সুসংযত হস্তক্ষেপ ঝালর সুন্দর,
উদরসংযম নাভি; বাক্যের সংযম
নিবারে ঘর্ঘর শব্দ চক্র যুগলের।

১৮৩. সত্যবাক্যে সুগঠিত সর্ব্বাঙ্গ রথের;
সন্ধিগুলি সুসম্বন্ধ অপৈশুন্যবলে;
করেছে মধুর বাক্য সর্ব্বাঙ্গ মসৃণ;
মিতভাষে যোড়গুলি মিলিয়াছে বেশ।

---

[১]। 'বিগতথীনমিদ্ধতায় সল্লম্বক'। থীন= স্ত্যান। মিদ্ধ ও স্ত্যান প্রায় একার্থবাচক।

১৮৪. শ্রদ্ধা ও অলোভে রথ হয় অলঙ্কৃত
সবিনয় নমস্কার কৃতাঞ্জলিপুটে
পূজ্যজনে—ইহাই রথের হয় বম,
অপৌরুষ্যে রাখে যারে সতত আনত।
শীল ও সংযম এর রজ্জু দুই পাশে।

১৮৫. থাকে ইহা অনুদ্ঘাত অক্রোধের বলে,
ধর্ম্মরূপ শ্বেতচ্ছত্র বিরাজে উপরে।
বহুসতাশাস্ত্রজ্ঞান পৃষ্ঠালম্ব[১] এর
নিয়ত চিত্তের স্থৈর্য্য গদি সুকোমল।

১৮৬. রথের দারুর সার কালাকালজ্ঞান;
দৃঢ়াত্মপ্রত্যয়[২] হয় ত্রিদণ্ড ইহার,
সাবধানে উপদেশ প্রাজ্ঞের পালন—
ইহাই রথের যোত; লঘুযুগরূপে
অনভিমানতা আছে সতত অন্তরে।

১৮৭. অনাসক্ত চিত্ত আছে আস্তরণরূপে
গদির উপরে এর, প্রাজ্ঞজনসেবা
রজোহীন সমমার্গ। ধীর জন ইহা
চালান সাহায্যে স্মৃতিরূপ প্রতোদেয়,
দৃতিরূপ রশ্মি দিয়া বদ্ধ করি আগে।

১৮৮. সদাচাররূপ অশ্বগণে যুতি মন
চালায় এ রথ সদা দমরূপ পথে।
কুমার্গ তৃষ্ণাও লোভ; সন্মার্গ সংযম।

১৮৯. রূপ-রস-স্পর্শ-শব্দাত্মক কাম্য যত,
তাহাদের অভিমুখে যেতে চায় রথ,
প্রতোদের[৩] যষ্টি হোক প্রজ্ঞা তব ভূপ;

---

[১]। আরোহীর পশ্চাদভাগে ঠেস দিবার জন্য যে কাঠ থাকে।

[২]। বশারদ্য। বুদ্ধদেবের চতুর্ব্বিদ বৈশারদ্য ছিল—অর্থাৎ তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন, তৃষ্ণামুক্ত হইয়াছেন, মুক্তিমার্গের বিঘ্নসমূহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং মুক্তিলাভের প্রকৃত উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন—এই চারিটী দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। আত্মপ্রত্যয়সম্বন্ধে মনুর এই শ্লোকটী চিরস্মরণীয় : আত্মানং নাবমন্যেত পূর্ব্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ। আমৃত্যো শ্রেয়মন্বিচ্ছেন্নৈনাং মন্যেত দুর্লভাঃ॥ 'ত্রিদণ্ড' কি? রথপঞ্জরের নিম্নভাগ কি তিনখানা কাষ্ঠে গঠিত?

[৩]। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে স্মৃতিই প্রতোদ, অর্থাৎ প্রদোতযষ্টি ও তৎসংলগ্ন রজ্জু বা চর্ম্ম। প্রজ্ঞা

তাহার তাড়নে একে চালাও সুপথে।
বিবেক(ই) সারথি হোক এ দেহ রথে।

১৯০. করিলে প্রশান্ত চিত্তে দৃঢ়ধৃতি সহ
এ রথে গমন, ভূপ, নরকে পতন
কভু নাহি হয়; ইহা সর্ব্বকামপ্রদ।

মহারাজ, আপনি আমাকে শুদ্ধিমার্গ দেখাইতে বলিয়াছিলেন, "যাহা অনুসরণ করিলে আপনার যেন নরক প্রাপ্তি না ঘটে। আমি নানা পর্য্যায়ে তাহা দেখাইলাম।" এইরূপে রাজার নিকটে ধর্ম্মদেশন করিয়া নারদ তাঁহার মিথ্যাদৃষ্টি দূর করিলেন এবং তাঁহাকে শীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া বলিলেন, "এখন হইতে আপনি পাপ মিত্র পরিহার করিয়া কল্যাণমিত্রের সংসর্গে থাকুন এবং নিত্য অপ্রমত্তভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করুন।" রাজাকে, রাজপুরুষদিগকে এবং রাজান্তঃপুরচারিণীগণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া এবং রাজদুহিতার গুণের প্রসংসা করিয়া নারদ তাঁহাদের সম্মুখেই মহানুভাববলে ব্রহ্মলোকে প্রতিগমন করিলেন।

এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নয়, পূর্ব্বেও আমি ভ্রান্তিজাল ভেদ করিয়া উরুবিল্বা কাশ্যপকে দমন করিয়াছিলেন। অনন্তর জাতকের সমবধানার্থ তিনি অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন :

১৯১. দেবদত্ত অলাত[১] ছিলেন সে জনমে,
ভদ্রজিৎ ছিলেন সুনামা রাজমন্ত্রী,
সারীপুত্র ছিলেন বিজয় বিচক্ষণ,
স্থবির মৌদ্গাল্যায়ন ছিলেন বীজক।

১৯২. লিচ্ছবির রাজপুত্র সুনক্ষত্র মূঢ়।
হইয়াছিলেন সেই আজীবক গুণ।
রাজার নন্দিনীরূপে আনন্দ তখন
করিলেন জনকে ভ্রমাপনোদন।

১৯৩. এই উরুবিল্বাবাসী কাশ্যপ সে কালে
ছিলেন বিদেহপতি, মিথ্যাদৃষ্টি যাঁর

প্রতোদের যষ্টিমাত্র।
এক সঙ্গে একই বস্তুর সম্বন্ধে বহু উপমা প্রয়োগ করিতে হইলে সময়ে সময়ে কষ্ট কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়, পুনরুক্তিও পরিহার করিতে পারা যায় না। কায়রথের বর্ণনাতেও এই দুই দোষ রহিয়াছ।

[১]। যে সময়ে শাস্তা মহানারদ কাশ্যপ জাতক বলিয়াছিলেন বলিয়া শুনা য়ায়, তখন কিন্তু দেবদত্ত বৌদ্ধ হন নাই; তাঁহার অগুণসমূহ লোকের গোচর হয় নাই।

ঘটে ছিল মিথ্যাকথা শুনিয়া গুণের।
আমি ছিনু মহাব্রহ্মা নারদ কাশ্যপ।
জাতকের পাত্রগণে চিন এইরূপে।

----

৫৪৫. বিদুরপণ্ডিত-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে প্রজ্ঞাপারমিতার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এক দিন ভিক্ষুরা ধর্ম্ম সভায় বলাবলি করিতেছিলেন, "দেখ, ভাই, শাস্তার কি অসামান্য প্রজ্ঞা। ইহা যেমন রসবতী, কেমনই প্রত্যুৎপন্না; ইহা সুতীক্ষ্ণা, বিচার-পটিয়সী[২] ও বিরুদ্ধবাদখণ্ডনকুশলা। তিনি প্রজ্ঞাবলে ক্ষত্রিয় পণ্ডিতদিগের সূক্ষ্ম প্রশ্নসমূহ বিশ্লেষণপূর্ব্বক তাহাদের অসারতা প্রতিপাদন করেন এবং ঐ সকল ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া শীলে ও ত্রিশরণে স্থাপনপূর্ব্বক অমৃতমার্গে লইয়া যান।" এইসময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রশ্নদ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পরমাভিসম্বোধিসম্পন্ন তথাগত সে পরবাদ খণ্ডন করিবেন এবং ক্ষত্রিয়প্রভৃতিকে দমন করিয়া সদ্ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পূর্ব্ব এক জন্মে যখন তিনি সম্বোধি অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন মাত্র, তখনও তিনি পরবাদ প্রমর্দ্দন করিয়াছিলেন। যখন আমি বিদুরকুমার নামক জীবন যাপন করিতাম, তখন ষষ্টিযোজন উচ্চ কালপর্ব্বতের শিখরোপরি পূর্ণক-নামক যক্ষসেনাপতিকে জ্ঞানবলে দমন করিয়া আত্মবশে আনিয়াছিলাম এবং তাহাকে আমার প্রাণবধ হইতে নিরস্ত করিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

*   *   *

(১)

পুরাকালে কুরুরাজ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে ধনঞ্জয় কৌরব-নামক একব্যক্তি রাজত্ব করিতেন। বিদুর পণ্ডিত-নামক এক অমাত্য তাঁহার অর্থধর্ম্মানুশাসক[৩] ছিলেন।

---

[১]।"নিব্বেধিকা"।

[২]। পালি 'বিধূর'। বিধুর=বিগতধুর বা বিগতধুন্ন, অর্থাৎ যাহার সমস্ত ভার অপগত হইয়াছে। 'বিদুর' শব্দটী 'বিদ্' ধাতুজাত।

[৩]। অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক কুশলসম্বন্ধে উপদেষ্টা।

তাঁহা স্বর এমন মিষ্ট ছিল এবং তিনি এমন মধুরভাবে ধর্ম্মদেশন করিতে পারিতেন যে, হস্তীরা যেমন বীণার স্বরে মুগ্ধ হয়, সমস্ত জম্বুদ্বীপের রাজারাও তাঁহার মধুর ধর্ম্মকথায় সেইরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন; তাঁহার স্ব স্ব রাজ্যে ফিরিয়া না গিয়া বিদুরের মুখে ধর্ম্মকথাশ্রবণের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থেই থাকিতেন; বিদুরও তাঁহাদের এবং অপর জনসমূহের নিকট বুদ্ধলীলায় ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক সকলের বহুসম্মানাস্পদ হইয়া সেখানে অবস্থিতি করিতেন।

তৎকালে বারাণসীতে চারিজন মহৈশ্বর্য্যশালী গৃহী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহারা পরস্পর সখ্যসূত্রে বদ্ধ ছিলেন। বিষয়ভোগই দুঃখের নিদান, ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা গৃহত্যাগপূর্ব্বক হিমালয়ে গিয়া ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া বন্য ফলমূলাহারে সেখানে অবস্থিতি করিতেন। এইরূপে বহুদিন অতীত হইলে তাঁহারা লবণ ও অম্লসেবনার্থ ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে একদা অঙ্গরাজ্যস্থ কালচম্পানগরে প্রবেশ করিলেন। তত্রত্য চারিজন ভূস্বামী (ইঁহারাও পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ ছিলেন) ঋষিদিগের সাধুজনোচিত চাল-চলন দেখিয়া মুগ্ধ হইলে, তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া ভিক্ষাপাত্রগুলি নিজ নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন, এক এক জনকে এক এক জনের গৃহে লইয়া গিয়া উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজন করাইলেন এবং ঋষিরা তাঁহাদের উদ্যানে অবস্থিতি করিবেন, এই অঙ্গীকার গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তাপসেরা ভূস্বামীদিগের গৃহে ভোজন করিয়া দিবাবিহারের জন্য এক জন ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে, এক জন নাগ ভবনে, এক জন সুপর্ণ ভবনে এবং এক জন কৌরবরাজের মৃগাচির-নামক উদ্যানে যাইতেন। যিনি দেবলোকে গিয়া দিবাবিহার করিতেন তিনি শক্রের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আসিয়া নিজের উপস্থাপকের নিকট তাহা বর্ণনা করিতেন; যিনি কুরুরাজের উদ্যানে দিবাবিহার করিতেন, তিনি নিজের উপস্থাপকের নিকট রাজা ধনঞ্জয়ের শ্রী ও সৌভাগ্য বর্ণনা করিতেন। এই সকল বর্ণনা শুনিয়া উক্ত উপস্থাপকদিগের মনে তাদৃশ দিব্যস্থান লাভ করিবার বাসনা জন্মিল এবং তাঁহারা দানাদি পুণ্যকার্য্য করিয়া আয়ুঃক্ষয়ান্তে একজন শক্ররূপে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন, এক জন সদারাপত্য নাগলোকে জন্মিলেন, এক জন শাল্মলিবনস্থ বিমানে জন্মলাভ করিয়া সুপর্ণদিগের রাজা হইলেন এবং একজন ধনঞ্জয় কৌরবের প্রধানা মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। উক্ত তাপস চারিজনও কালক্রমে ব্রহ্মলোকে জন্মিলেন।

ধনঞ্জয়ের পুত্র বড় হইয়া পিতার মৃত্যুর পর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি দ্যূত—বিশারদ ছিলেন; এবং বিদুরের উপদেশানুসারে দান করিতেন, শীল রক্ষা করিতেন, পোষধ পালন করিতেন। এক দিন পোষধ গ্রহণ করিয়া তিনি কিয়ৎকাল নির্জনে অবস্থিতি করিবার

উদ্দেশ্যে উদ্যানে গিয়া কোন রমণীর স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক শ্রামাণ্যধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। শক্রও সে দিন পোষধ গ্রহণ করিয়াছিলেন; দেবলোকে শান্তির অনেক বিঘ্ন আছে দেখিয়া তিনিও মনুষ্যলোকে সেই উদ্যানে অবতরণপূর্ব্বক কোন রম্যস্থান উপবিষ্ট হইয়া শ্রামণ্যধর্ম্ম করিতে লাগিলেন। নাগরাজ বরুণও পোষধী ছিলেন; তিনি নাগলোকে বহুবিঘ্ন আছে দেখিয়া ঐ উদ্যানের আর একটী রম্য অংশে আসীন হইয়া শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। সুপর্ণরাজও পোষধ অবলম্বণপূর্ব্বক সুপর্ণলোকে অনেক বিঘ্ন ঘটে বলিয়া ঐ উদ্যানেরই আর একটী রম্য অংশে আসীন হইয়া শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন।

এই চারিজন সন্ধ্যকালে স্ব স্ব আসন ত্যাগ করিয়া মঙ্গলপুষ্করিণীর তীরে সমাগত হইলেন। পরস্পরকে অবলোকন করিবারমাত্র তাঁহারা পূর্ব্বজন্মের স্নেহবশতঃ আনন্দিত হইলেন; তাঁহাদের মনে পূর্ব্বজন্মের সেই মৈত্রীভাব জাগরূক হইল; তাঁহারা পরস্পরকে প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক সেখানে উপবেশন করিলেন। শক্র মঙ্গলশিলাপট্টে বসিলেন; অন্য তিন জনও স্ব স্ব মর্য্যাদা বিবেচনা করিয়া যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর শক্র বলিলেন, "আমরা চারিজনেই রাজা। দেখা যাউক, আমাদের মধ্যে কাহার শীল মহত্তর।" ইহা শুনিয়া নাগরাজ বরুণ বলিলেন, "আপনাদের তিন জনের শীল হইতে আমার শীলই মহত্তর।" শক্র জিজ্ঞাসিলেন, "ইহার কারণ কি?" "এই সুপর্ণ জাতাজাত সমস্ত নাগের শত্রু; কিন্তু আমাদের প্রাণনাশক ঈদৃশ শত্রুকে দেখিয়াও আমি ক্রুদ্ধ হই নাই; এই জন্যই বলিতেছি, আমার শীল মহত্তম।

১. যে জন ক্রোধের পাত্রে ক্রোধ নাহি করে,
না উপজে ক্রোধ কভু যাহার অন্তরে,
হইলেও ক্রুদ্ধ তাহা না করে যে ব্যক্ত,
তাহাকেই বলে লোকে শ্রমণ প্রকৃত।

[ইহা দশ নিপাতের চতুষ্পোষধ-জাতকের প্রথম গাথা।][১]

আমার এই সকল গুণ আছে; এই কারণেই আমার শীল মহত্তম। ইহা শুনিয়া সুপর্ণরাজ বলিলেন, "এই নাগ আমার প্রধান ভক্ষ্য; ঈদৃশ প্রধান খাদ্য সম্মুখে রহিয়াছে দেখিয়াও আমি যখন ক্ষুধা সংবরণপূর্ব্বক আহারহেতুক পাপ করিতেছি না, তখন বলিতে হইবে যে, আমারই শীল মহত্তম।

---

[১]। চতুষ্পোষধ-জাতকে (৪৪১) কিন্তু এ গাথা নাই।

২. ক্ষুধা সহ্য করে যেই ক্ষুধার সময়,
আহারের তরে যে না পাপে রত হয়,
তপোনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, মিতপানাহার
প্রকৃত শ্রমণ বলি প্রশংসা তাহার।"

অনন্তর দেবরাজ শক্র বলিলেন, "আমি নানাবিধ সুখের আলয় ও দেবলোকের ঐশ্বর্য্য পরিহার করিয়া শীলরক্ষার্থে মনুষ্যলোকে আসিয়াছি; এই কারণে আমারই শীলমহত্তম।

৩. আমোদ প্রমোদ সব যে করে বর্জ্জন,
না বলে যে কভু কোন অলীক বচন,
বেশ, ভূষা, মৈথুনে যে নাহি হয় রত,
তাহাকেই বলে লোকে শ্রমণ প্রকৃত।"

শক্র এইরূপে নিজের শীল বর্ণনা করিলেন। তাহা শুনিয়া ধনঞ্জয়[১] বলিলেন, "আমি প্রচুর ঐশ্বর্য্য এবং ষোড়শসহস্র নর্ত্তকীপূর্ণ অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া আজ উদ্যানে আসিয়া শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিতেছি; এজন্য আমারই শীল মহত্তম।

৪. দোষগুণ সমুদায় মনেতে বিচারি,
কামা, লোভনীয় সর্ব্ব দ্রব্য পরিহরি,
থাকে যে সংযত; স্থির, ধীর, অনাসক্ত,
অমন যে, তা'কে বলে শ্রমণ প্রকৃত।"

তাঁহারা এইরূপে সকলেই স্ব স্ব শীল মহত্তম বলিয়া বর্ণনা করিলেন। তখন শক্র ধনঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনার সভায় এমন কোন পণ্ডিত আছেন কি, যিনি আমাদের এই সংশয় নিরাকরণ করিতে পারেন?" ধনঞ্জয় বলিলেন, "মহারাজগণ, বিদুর পণ্ডিত নামক এক ব্যক্তি আমার অর্থধর্ম্মানুশাসক; তিনি এই পদে যে ভার বহন করিতেছেন, অন্য কেহই তাহা বহন করিতে পারে না। তিনিই আমাদের সংশয় অপনোদন করিবেন। চলুন, আমরা তাঁহার নিকটে যাই।" "উত্তম প্রস্তাব" বলিয়া অপর তিনজন ইহাতে সমস্বত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ধর্ম্মসভায় গমন করিলেন, উহা সুসজ্জিত করিয়া বোধিসত্ত্বকে[২] পল্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন এবং প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক এক পার্শ্বে আসীন হইযা বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আমাদের মনে একটা সংশয় জন্মিয়াছে। আপনি তাহা অপনোদন করুন।

---

[১]। বুঝিতে হইবে যে পিতাপুত্র উভয়েরই নাম ধনঞ্জয়।

[২] বিদুরই বোধিসত্ত্ব ছিলেন।

৫. মহাপ্রজ্ঞা তুমি; ধর্ম্মার্থ-সম্বন্ধে উপদেশ তব করিয়া গ্রহণ
রাজা ধনঞ্জয় শাসনে এরাজ্য করেন নিজের কর্ত্তব্য পালন।
বলিলাম মোরা গাথা চারি জনে; কিন্তু তাহা ল'য়ে মতদ্বৈধ ঘটে;
সে সংশয় দূর করিবার তরে আসিলাম সবে তোমার নিকটে।
কর অপনীত সংশয় মোদের, নিজ প্রজ্ঞাবলে তুমি, বিজ্ঞবর;
সংশয়বিহীন কর সবাকারে; লইলাম মোরা শরণ তোমার।"

তাঁহাদের কথা শুনিয়া বিদুর বলিলেন, "মহারাজগণ, আপনারা স্ব স্ব শীলসম্বন্ধে যে সকল গাথা বলিয়াছেন এবং যাহার জন্য মতভেদ ঘটিয়াছে, সেই সকল গাথায় আপনারা যাহা সাধুজনগ্রাহ্য তাহা বলিয়াছিলেন, কিংবা যাহা সাধুজনগ্রাহ্য নয় তাহা বলিয়াছিলেন, ইহা আমি কিরূপে জানিব?

৬. বিবাদের মূল যদি পারেন জানিতে,
অর্থবিৎ পণ্ডিতেরা পারেন করিতে
সুমীমাংসা বটে তার; কিন্তু, ভূপগণ,
তোমাদের গাথাগুলি না করি শ্রবণ,
দোষগুণ তাহাদের করিতে নিশ্চয়,
অতি বড় পণ্ডিতের(ও) সাধ্য নাহি হয়।

৭. কি বলিয়া নাগরাজ, কি বা বৈনতেয়,
কি গাথা বলিয়া শক্র গন্ধর্ব্বঈশ্বর,
কি গাথা বলিয়া কুরুরাজ ধনঞ্জয়,
শুনি পরে যথাজ্ঞান করিব বিচার।"

তখন শক্র প্রভৃতি এই গাথা বলিলেন :

৮. নাগেশের মত ক্ষান্তি শীল মহত্তম;
গরুড়ের মতে শ্রেষ্ঠ হয় মিতাহার;
দেবেশের মতে শ্রেষ্ঠ রতি-পরিহার;
কুরুরাজ অকিঞ্চনে দেন শ্রেষ্ঠাসন।

তাঁহাদের কথা শুনিয়া মহাসত্ত্ব এই গাথা বলিলেন :

৯. সকলেই বলেছেন উত্তম বচন;
বলেন নি কেহ কিছু সাধুবির্গহিত;
এই চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মে যিনি প্রতিষ্ঠিত,
তাঁহাকেই বলা যায় প্রকৃত শ্রমণ।
চক্রনাভি মধ্যে সুসংলগ্ন অর যথা
সম্পাদে সর্ব্বতোভাবে চক্রের দৃঢ়তা,

তেমনি এ চারি গুণ অন্তরে নিহিত
হইলে চরিত্রভ্রংস ঘটেনা নিশ্চিত।

মহাসত্ত্ব এইরূপে চারিজনের শীলই একরূপে বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। তাঁহার মীমাংসা শুনিয়া উক্ত চারিজনেরই পরম প্রীত হইলেন এবং একটী গাথায় তাঁহার স্তুস্তি করিলেন :

১০. নরকুলে শ্রেষ্ঠ তুমি; তোমার মতন
ধর্ম্মগোপ্তা, ধর্ম্মবিৎ, বুদ্ধিমান জন
নাই এই ভুমণ্ডলে। মহাপ্রজ্ঞাবলে
প্রশ্নের তাৎপর্য্য তুমি নিমিষে বুঝিলে।
অবলীলাক্রমে তুমি সংশয় ছেদন
করিয়াছ আমাদের, ছেদে হে যেমন
গজদন্ত করপত্রদ্বারা দন্তকায়।
হইল সংশয় দূর আমা সবাকার।

উক্ত চারি ব্যক্তি এইরূপে তাঁহার নিকট প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। অনন্তর শক্র তাঁহাকে দিব্য দুকূল দিয়া, গরুড় সুবর্ণমালা দিয়া, বরুণ (নাগরাজ) মণি দিয়া এবং ধনঞ্জয় সহস্রগবাদি দিয়া পূজা করিলেন। ধনঞ্জয় বলিলেন :

১১. প্রশ্নের উত্তর তুমি দিয়াছ সুন্দর;
হইলাম তুষ্ট বড়, হে পণ্ডিতবর।
বৃষ এক, হস্তী এক, গবী দশশত,
আজানেয় অশ্বযুক্ত দশখানি রথ,
সুন্দর সমৃদ্ধ ষোলখানি গ্রাম আর,
এসব তোমায় আমি দিনু পুরস্কার।

শক্রাদি মহাসত্ত্বের পূজা করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন।

চতুস্পোষধখণ্ড সমাপ্ত।

(২)

নাগরাজের ভার্য্যার নাম ছিল বিমলা দেবী। নাগরাজ গলদেশে যে মণি পরিতেন, তাহা দেখিতে না পাইয়া বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো, আপনার মণি কোথায়?" নাগরাজ বলিলেন, "ভদ্রে, চন্দ্র-নামক ব্রাহ্মণের পুত্র বিদুরের মুখে-ধর্ম্মকথা শুনিয়া এত চিত্তপ্রসাদ লাভ কলিয়াছিলাম যে, আমি তাঁহাকে মণিটী দিয়া পূজা করিয়াছি। কেবল আমি নই, স্বয়ং শক্র তাঁহাকে দিব্য দুকুল দিয়া, সুপর্ণরাজ সুবর্ণমালা দিয়া এবং রাজা ধনঞ্জয় সহস্র গবাদি দিয়া পূজা

করিয়াছেন।” “তিনি তবে ধর্ম্মকথায় বেশ পটু?” “বল কি, ভদ্রে? বোধ হয় যেন এখন জম্বুদ্বীপে বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে। সমস্ত জম্বুদ্বীপের একশত এক জন রাজা তাহার মধুর ধর্ম্ম কথায় বীণাস্বরমুগ্ধ মত্তবারণসমূহের ন্যায় এমন মুগ্ধ হইয়াছেন যে, তাঁহারা এখন স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন করিতেছেন না। বিদুর এতই মধুর ভাবে ধর্ম্মদেশন করিয়া থাকেন!” বিদুর পণ্ডিতের প্রশংসা শুনিয়া বিমলারও ইচ্ছা হইল যে তিনি তাঁহার মুখে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করেন। তিনি ভাবিলেন, ‘আমি যদি বলি, স্বামিন! আমারও ইচ্ছা হইয়াছে যে, বিদুরের মুখে ধর্ম্মকথা শুনি; আপনি তাঁহাকে এখানে আনয়ন করুন, তবে সম্ভবতঃ ইনি সেই পণ্ডিতকে আনয়ন করিবেন না। অতএব পীড়ার ভাণ করিয়া বলা যাউক যে, সেই পণ্ডিতের হৃদয়-মাংস খাইবার জন্য আমার দোহদ জন্মিয়াছে।’ ইহা স্থির করিয়া বিমলা পরিচারিকাদিগকে ইঙ্গিত করিয়া শুইয়া রহিলেন। যে সময় নাগেরা নাগরাজকে দর্শন করিতে যাইত, সে দিন ঐ সময়ে বিমলাকে দেখিতে না পাইয়া তিনি পরিচারিকাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘বিমলা কোথায়?” তাহারা বলিল, “প্রভু, তাঁহার অসুখ করিয়াছে।” ইহা শুনিয়া নাগরাজ বিমলার নিকটে গেলেন এবং শর্য্যার পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক তাঁহার গা টিপিতে টিপিতে প্রথম গাথা বলিলেন :

১. শরীর হয়েছে পাণ্ডু, দুর্ব্বল তোমার;
দেহের বরণ নাই পূর্ব্ববৎ আর।
বল, প্রিয়ে, কিছুমাত্র না করি গোপন,
কিরূপে হয়েছে ব্যথা শরীরে এমন।

বিমলা বলিলেন :

২. হয়ে থাকে, নাগরাজ, স্ত্রী জাতির ইচ্ছা এক কখন কখন;
দুর্দ্দম্যা সে ইচ্ছা বড়; দোহদ বলিয়া তারে জানে সর্ব্বজন।
হয়েছে আমার, নাথ, বিদুরের হৃৎপিণ্ড খাইতে বাসনা,
এখানে আনিতে তাঁরে পার যদি সদুপায়ে না করি বঞ্চনা।

ইহা শুনিয়া নাগরাজ তৃতীয় গাথা বলিলেন :

৩. অদ্ভুত দোহদ তব কে বল পূরাবে?
খেতে চাও চন্দ্র, সূর্য্য কিংবা বায়ুদেবে।
বিদুরের দরশন নিতান্ত দুর্লভ
কে পারে আনিতে তাঁরে সন্নিধানে তব?

নাগরাজের কথা শুনিয়া বিমলা বলিলেন, “বিদুরের হৃণ্মাংস না পাইলে এখানেই আমার মরণ হইবে।” তিনি পাশ ফিরিয়া নাগরাজের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া এবং পরিহিত বস্ত্রের অঞ্চল দ্বারা মুখ ঢাকিয়া শুইয়া রহিলেন। নাগরাজও

নিজের শয়নকক্ষে গিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, ‘বুঝিতেছি যে, বিমলা বিদুরের হৃণ্মাংস আনাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। তাহা না পাইলে তিনি বাঁচিবেন না। কিন্তু আমি কি উপায়ে তাহা পাইব?’ নাগরাজের ইরন্দতী-নাম্নী এককন্যা ছিলেন। তিনি এই সময়ে সর্ব্বলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া নিজের সৌন্দর্য্যচ্ছটা বিকিরণ করিতে করিতে পিতৃদর্শনে উপস্থিত হইলেন এবং পিতাকে প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক বুঝিতে পারিলেন, দুশ্চিন্তাবশতঃ নাগরাজের চিত্তবৈকল্য ঘটিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “পিতঃ, আপনাকে যে নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান দেখিতেছি, ইহার কারণ কি?

৪. কি দুশ্চিন্তা আজ অন্তরে তোমার? হয়েছে শ্রীমুখ কেন পরিম্লান
করবিমর্দ্দিত কমলের মত? কি হেতু হয়েছে দুর্মনায়মান?
তুমি অরিন্দম; ঐশ্বর্য্য অপার রয়েছে তোমার ভোগে নিয়োজিত;
তবে কি কারণ করিতেছ শোক? বিষাদের ভার পরিহর, পিতঃ।”

কন্যার কথা শুনিয়া নাগরাজ বিষাদের কারণ বলিলেন :

৫. ‘মাতা তব, ইরন্দতি, চাহেন খাইতে
বিদুরের হৃৎপিণ্ড। কে পারে আনিতে
বিদুর পণ্ডিতে হেথা? দর্শন(ই) তাঁহার
দেবনাগগণভাগ্যে ঘটে উঠা ভার।

মা, বিদুরকে আমার নিকট আনিতে পারে, এখানে এমন কেহ নাই। যাহাতে তোমার মাতার প্রাণরক্ষা হয়, তুমিই তাহার ব্যবস্থা কর। বিদুরকে আনিতে পারে, তুমি এমন কোন ভর্ত্তা অনুসন্ধান কর। তিনি কন্যাকে উৎসাহ দিবার জন্য অর্দ্ধগাথা বলিলেন :

৬ (ক)। হেন কোন ভর্ত্তা তুমি যাও লো খুঁজিতে
পারিবেন যিনি হেথা বিদুরে আনিতে।

নাগরাজ কামমূঢ় হইয়া কন্যাকে যাহা বলা অনুচিত, তাহাই বলিলেন।

৬ (খ)। শুনি ইহা ইরন্দতী ভর্ত্তার সন্ধানে
নিশিতে করিল যাত্রা কামাসক্তমনে।

ইরন্দতী বিচরণ করিতে করিতে হিমালয় পর্ব্বতে বর্ণগন্ধরসসম্পন্ন পুষ্পসমূহ আহরণ করিলেন, সমস্ত পর্ব্বতটাকে একটা মহার্হ মণির ন্যায় সাজাইলেন, উহার উপরিভাগে পুষ্পশয্যা রচনা করিলেন এবং মনোহর নৃত্যে করিতে করিতে মধুর স্বরে সপ্তম গাথা গান করিলেন :

৭. গন্ধর্ব্ব-রাক্ষস-নাগ-কিম্পুরুষ-নর
সর্ব্বকামপ্রদ যিনি, পণ্ডিতপ্রবর,
আছেন কি হেন কেহ পুরি মনস্কাম

আজীবন যিনি মোর ভর্ত্তা হ’তে চান?

ঐ সময়ে মহারাজ বৈশ্রবণের ভাগিনেয় পূর্ণক-নামক যক্ষসেনাপতি ত্রিয়োজনপ্রমাণ মনোময়[১] সৈন্ধব অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক মনঃশিলাময়ী অধিত্যকায় উপস্থিত হইবার জন্য কালপর্ব্বতের উপর দিয়া গমন করিতেছিলেন। তিনি ইরন্দতীর গান শুনিতে পাইলেন; অমনি ভাবান্তারনুভূত স্ত্রীকণ্ঠনিঃসৃত সেই গীতশব্দ তাঁহার ত্বঙ্‌মাংসাদি ভেদ করিয়া তাঁহার অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট হইল। তিনি বিমুগ্ধচিত্তে প্রতিবর্ত্তন করিলেন এবং অশ্বপৃষ্ঠের আসনে থাকিয়াই ইরন্দতীকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন, “ভদ্রে, কোন চিন্তা নাই; আমি প্রজ্ঞাবলে, ধর্ম্মবলে ও শমবলে বিদুরের হৃৎপিণ্ড আনয়ন করিতে সমর্থ।[২]

৮. হব পতি তব; শঙ্ক করিও না মনে;
হব তব ভর্ত্তা আমি, অনিন্দ্যনয়নে!
আছে মোর বুদ্ধি, আমি প্রভাবে যাহার
পারিব করিতে পূর্ণ বাসনা তোমার।
দিলাম আশ্বাস; কর পরিহার ভয়;
হইবে আমার ভ্যার্যা তুমি লো নিশ্চয়।”

৯. ছিলা ইরন্দতী পূর্ব্বজন্মে পূর্ণকের
ভার্য্যা; তাই এবে তাঁর হইল চিত্তের
ভাব ঠিক সেই মত; বলিলা সুন্দরী,
“পিতার নিকটে মোর চল ত্বরা করি।
কি চাই আমরা কিসে হইবে কল্যাণ,
বলিবেন বুঝাইয়া সেই মতিমান।”

১০. অলঙ্কৃতা, সুবসন, চন্দনচর্চ্চিতা,
বিচিত্র-সুগন্ধি-পুষ্পমাল্যবিভূষিতা
ইরন্দতী করি হস্ত যক্ষের গ্রহণ
পিতার সদনে গিয়া দিলা দরশন।

যক্ষ পূর্ণক ইরন্দতীকে বাহিরে রাখিয়া[৩] নাগরাজের নিকটে গিয়া তাঁহার কন্যা প্রার্থনা করিলেন :

---

[১]। মনোময়=মনদ্বারা গঠিত, ঐন্দ্রজালিক।

[২]। বুঝিতে হইবে যে, ইরন্দতীর পূর্ণকে দেখিবামাত্র নিজের পণ জানাইলেন।

[৩]। মূলে ‘পটিহারেত্বা’ আছে। নূতন পালি অভিধানে ইহার যে অর্থ আছে, তাহাই গ্রহণ করিয়া অনুবাদ করা হইল। কিন্তু কষ্টকল্পনাদ্বারা ইহার আরও একটা অর্থ করা যাইতে পারে—‘প্রতিহারীর দ্বারা সংবাদ দিয়া’।

১১. কৃপা করি, নাগরাজ, করুণ শ্রবণ
প্রার্থনা করিতে যাহা হেথা আগমন।
আপনার কন্যা ইরন্দতীকে বিবাহ
করিতে আমার বড় হয়েছে আগ্রহ।
উপযুক্ত শুল্ক আমি দিব আপনারে;
করুন সমাঙ্গীভূত আমা দুজনারে।

১২. শত হস্তী, শত অশ্ব, অশ্বতরী শত,
নানা রত্নে পূর্ণ শত বৃহৎ শকট—
এ সকল উপহার দিব তব পায়।
করুন দুহিতা দিয়া কৃতার্থ আমায়।

নাগরাজ বলিলেন :

১৩. জ্ঞাতিবন্ধুমিত্রদের পরামর্শ বিনা
কন্যাসম্প্রদান আমি করিতে পারি না।
না করি মন্ত্রণা, কার্য্যে প্রবৃত্ত যে হয়,
অনুতাপভাগী শেষে হয় সে নিশ্চয়।

১৪,১৫. নাগেশ বরুণ প্রবেশিয়া অতঃপর
অন্তঃপুরে বিমলাকে ডাকিয়া সত্বর।
বলিলা তাঁহারে, "ভদ্রে, যক্ষকুলোত্তম
পূর্ণক প্রার্থনা করে দুহিতাকে মম।
দিবে সে বিপুল শুল্ক। বল ভাবি দেখি
স্নেহেরপুত্তলি তা'কে সমর্পিব না কি?"

বিমলা বলিলেন :

১৬. ধনবিত্তদানলভ্যা নয় ইরন্দতী।
সেই সুপণ্ডিত জন হবে তার পতি,
পণ্ডিতের হৃৎপিণ্ড ধর্ম্মবলে পেয়ে
আনিতে সমর্থ যেই হবে নাগালয়ে।
এই শুল্কে লভ্যা মোর তনয়া, রাজন;
অন্য শুক্লে- বিত্তে কিছু নাই প্রয়োজন।

১৭. শুনি বিমলার কথা বরুণ তখন
করিলেন অন্তঃপুর হতে নিষ্ক্রমণ।
পূর্ণককে সম্বোধন করি অতঃপর
বলিলা বক্তব্য নিজ নাগকুলেশ্বর :

১৮. ধনবিত্তদানলভ্যা নয় ইরন্দতী।
পার তুমি, ওহে যক্ষ, হতে তার পতি,
পণ্ডিতের হৃৎপিণ্ড ধর্ম্ম বলে পেয়ে
আনিতে সমর্থ যদি হও নাগালয়ে।
শুধু এই শুল্কে লভ্যা তনয়া আমার;
চাই না ক অন্য ধন বিনিময়ে তার।

পূর্ণক বলিলেন :

১৯. এক জনে বলে যারে পণ্ডিতপ্রধান;
অন্যে তারে মূর্খ বলি করে হেয়জ্ঞান,
এ সম্বন্ধে মতভেদ যখন এমনি,
কোন পণ্ডিতকে লক্ষ্য করেন আপনি?[১]

নাগরাজ বলিলেন :

২০. কুরুরাজ ধনঞ্জয় উপদেশ পালি যাঁর
সুপথে চলেন সদা, শুনেছ কি নাম তাঁর?
বিদুর তাঁহার নাম; সুপণ্ডিত বিচক্ষণ;
সদুপায়ে তাঁরে তুমি কর হেথা আনায়ন।
লভ মোর দুহিতারে দিয়া তুমি এই পন;
পত্নী হ'য়ে সেবা তব করিবে সে আজীবন।"

২১. শুনি বরুণের বাণী সানন্দে অন্তরে
উঠিলা আসন হতে যক্ষ সেনাপতি।
সেখানেই সই বেশে, অনুচরে ডাকি
দিলা আজ্ঞা, "আজানেয় সৈন্ধব তুরগ
সাজায়ে সত্বর হেথা কর আনয়ন।

২২. সেই অশ্ব আন, যার কর্ণ স্বর্ণময়;
রক্তমণিময় যার খুর চারিখানি;
গঠিত লোহিত স্বর্ণে[২] উরশ্চদ যার।"

পূর্ণকে ভৃত্য তৎক্ষনাৎ ঘোঁক আনয়ন করিল; তিনি তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আকাশমার্গে গমনপূর্ব্বক বৈশ্রবণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং

---

[১]। ইরন্দতী পূর্ব্বেই বিদুর পণ্ডিতের নাম করিয়াছিলেন। এখন পূর্ণক তাহার সবিশেষ পরিচয় জানিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ বলিতেছেন।

[২]। মূলে জম্বোনদস্‌স আছে। জম্বু নামক নদীতে যে বিশুদ্ধ রক্তাভ পীতোজ্জ্বল স্বর্ণ পাওয়া যাইত, তাহাকে জম্বুনদ বলিত।

নাগলোকের শোভা বর্ণন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। এই ঘটনা বুঝাইবার জন্য কয়েকটি গাথা বলা যাইতেছে :

২৩. দেবের বাহন সেই অশ্বোপরি
আরোহি পূর্ণক (কৢপ্ত কেশশ্মশ্রু যাঁর)
উঠিলা নিমেষমধ্যে অন্তরিক্ষলোকে।

২৪. কামানলদগ্ধ সেই পূর্ণকের মনে
জন্মিল দুর্দ্দম্যা ইচ্ছা ইরন্দতী তরে।
বিভূতিসম্পন্ন ভূতপতি কুবেরের
নিকটে বলেন তিনি এতেক বচন :

২৫. প্রথিতা হিরণ্যবতী নামে নাগপুরী;
'ভোগবতী' নামে তথা বিচিত্র প্রাসাদ;
সুবর্ণে গঠিত সেই নাগরাজধানী।

২৬. পদ্মরাগ-বৈদুর্য্যাদি[১] মণিতে খচিত
অট্টালক শোভে তার ওষ্ঠগ্রীবাকার;[২]
মণিশিলা বিনির্ম্মিত প্রাসাদ সকল
স্বর্ণে রত্নে আচ্ছাদিত ভিতরে বাহিরে।

২৭,২৮. আম্র, জম্বু, সপ্তপর্ণী, কেতকী, তিলক,
মুচকুন্দ, উদ্দালক, সিন্ধুবার সহ,
প্রিয়ক, নাগমালিকা, ভদ্রক, চম্পক,
কোল ও ভগিনীমালা- এ সকল তরু,
ফলপুষ্পে অবনত শাখা যাহাদের,
করে নাগভবনের শোভা বিবর্দ্ধিত।[৩]

১। "লোহিতঙ্কমসারগল্লিকো"। লোহিতঙ্ক = লোহিতক বা পদ্মারাগমণি (ruby); মসারগল্ল = কবরমণি বা বৈদূর্য্য (cat`s eye)।

২। "ওট্ঠগীবিয়ো"। অট্টালকগুলি গ্রীবাকার ও ওষ্ঠাকার, কিংবা তাহাদের গায়ে ওষ্ঠ ও গ্রীবার আকারের গড়ন ছিল।

৩ উদ্দালক = সোণালি (casia fistula)। সিন্ধুবার = নিবিন্দা। 'সহ' সম্বন্ধে টীকাকার বলেন যে, ইহা 'সহকার'। যে আম গাছের ফল অতি সুগন্ধযুক্ত (যেমন বৃন্দাবনী), তাহা সহকার। "সহকারোতি সৌরভঃ"। সংস্কৃত সাহিত্যে 'সহ' শব্দে অন্য জাতীয় কোন কোন উদ্ভিদও বুঝায় (যেমন রান্না)। উপরিভদ্র বা ভদ্রক = দেবদারু কিংবা কদম্ব। 'নাগমালিকা' অভিধানে নাই। দ্রাবিড় দেশে এক জাতীয় যুথিকাকে 'নাগমল্লি' বলে। 'ভগিনীমাল' কি তাহা জানি না। কুণাল-জাতকে (৫৩৬) 'ভগিনী'—নামক বৃক্ষের নাম পাওয়া গিয়াছে।

২৯. ইন্দ্রনীলমণিময় খর্জ্জুর পাদপ
হয়েছে সেখানে এক; নিত্য বিভূষিত
কনককুসুমে যাহা; হেন রম্যস্থানে
মহর্দ্ধি ঔপপাদিক[১] নাগেশ বরুণ
নিয়ত করেন বাস পরিজন সহ।
৩০. মহিষী বিমলা তাঁর সুচারুদর্শনা,
সুবর্ণপ্রতিমাসমা, তরুণী, সুন্দরী,
মধুর-বিলাসবতী, কালালতা যথা
দোলে যবে মৃদুমন্দ সমীর হিল্লোলে।
স্তনাগ্রে চুচূকদ্বয় নিম্বফলনিভ।
৩১. উজ্জ্বল দেহের বর্ণ, করপদতল
লাক্ষারসে সুরঞ্জিত; বিরাজেন তিনি
বিরাজে নিবাত স্থানে পুষ্পসমুজ্জ্বল
কর্ণিকার তরু যথা; কিংবা ইন্দ্রালয়ে
বিরাজে অপ্সরা যথা; অথবা যেমন
ঘনমেঘবিনিঃসৃতা শোভে সৌদামিনী।
৩২. জন্মেছে বিস্ময়কার দোহদ তাঁহার—
চান তিনি বিদুরের হৃৎপিণ্ড পাইতে।
আনি উহা দিব, প্রভো, নাগদম্পতীকে;
কন্যাদানে তুষিবেন তাঁহারা আমায়।

বৈশ্রবণের অনুমতি বিনা যাইতে সাহস ছিল না বলিয়া পূর্ণক তাঁহার অবগতির জন্য এই সকল গাথা বলিলেন। বৈশ্রবণ কিন্তু তাঁহার কথা শুনিতে পাইলেন না, কারণ তখন তিনি, দুইজন দেবপুত্রের মধ্যে একটা বিমানের অধিকার লইয়া যে বিবাদ হইয়াছিল, তাহার নিষ্পত্তি করিতেছিলেন। পূর্ণক বুঝিলেন যে, তাঁহার কথা বৈশ্রবণের কর্ণগোচর হয় নাই। দেবপুত্রদ্বয়ের মধ্যে যিনি বিচারে জয়ী হইলেন, পূর্ণক তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বৈশ্রবণ বিচারান্তে পরাজিত দেবপুত্রের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া অপর দেবপুত্রকে বলিলেন, "যাও, তোমার বিমানে গিয়া বাস কর।" কিন্তু তিনি "যাও" পদটী

---

[১]। পালি 'ওপপাতিক', সংস্কৃত 'ঔপপাদুক' বা 'ঔপপাদিক।' যে জন্মে শুক্রশোণিতের সংযোগ বিনা স্কন্ধগুলি প্রতিসন্ধি লাভ করে, তাহা ঔপপাদিক নামে অভিহিত। যিনি এ ভাবে জন্মান্তর প্রাপ্ত হন, তাঁহাকেও উপপাদিক বলা যায়। এরূপ জন্ম দেবতাদিগের লভ্য। সুধাভোজন-জাতকেও (৫৩৫) উপপাদিক জন্মের উল্লেখ আছে।

উচ্চারণ করিবামাত্র পূর্ণক কতিপয় দেবপুত্রকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন, "আপনারা শুনিলেন, মাতুল মহাশয় আমাকে যাইতে আজ্ঞা দিলেন।" অনন্তর পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, সেইভাবে সৈন্ধব ঘোঁক আনাইয়া তিনি তাহার পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৩৩. বিভূতিসম্পন্ন ভূতনাথ কুবেরকে
বলি ইহা লইলেন বিদায় পূর্ণক।
সেখানেই উপস্থিত অনুচরে ডাকি
বলিলেন, "আজানেয় সৈন্ধব তুরগ
সাজায়ে সত্বর হেথা কর আনয়ন।

৩৪. সেই অশ্ব আন, যার কর্ণ স্বর্ণময়,
রক্তমণিময় যার খুর চারিখানি;
গঠিত লোহিত স্বর্ণে উরশ্ছদ যার।"

৩৫. দেবের বাহন সেই দিব্য অশ্বোপরি
আরোহি পূর্ণক (কৡপ্ত কেশশ্মশ্রু যাঁর)
উঠিলা নিমেষমধ্যে অন্তরিক্ষলোকে।

আকাশপথে যাইবার কালে পূর্ণক ভাবিতে লাগিলেন, "বিদুর পণ্ডিতের বহু অনুচর আছে; তাঁহাকে যে বলপ্রয়োগ করিয়া ধরিতে পারিব, ইহা অসম্ভব। ধনঞ্জয় রাজা দ্যূতবিশারদ; তাঁহাকে দ্যূতে পরাজিত করিয়া বিদুরকে গ্রহণ করিতে হইবে। রাজার কোষে বহুরত্ন আছে; তিনি অল্পমূল্য কোন পণ[১] রাখিয়া দ্যূতক্রীড়া করিবেন না। অতএব কোন মহার্ঘ রত্ন লইয়া যাওয়া আবশ্যক, কারণ রাজা যে সে রত্ন গ্রহণ করিবেন না। রাজগৃহ নগরের নিকটে বিপুল গিরির অভ্যন্তরে রাজচক্রবর্ত্তীর পরিভোগ্য এক মহার্হ মণি আছে। ঐ মণির অদ্ভূত শক্তি। আমি উহা লইয়া রাজাকে লোভ দেখাইব এবং দ্যূতে জয়লাভ করিব।" অনন্তর পূর্ণক তাহাই করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৩৬. গেলেন পূর্ণক ত্বরা রাজগৃহ-ধামে।
ধনধান্যে, অন্নপানে পূর্ণ সে নগর,

---

[১]। মূলে 'লক্ষ' শব্দ আছে। বৈদিক সাহিত্যেও ইহা 'পণ' বা 'বাজি' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অঙ্গরাজ নিকেতন,[১] শত্রুদুরাসঙ্গ,
অমরাবতীর মত বিরাজে ভূতলে।

৩৭. ক্রৌঞ্চময়ূরের নাদে সদা মুখরিত,
কলকণ্ঠ বিহগের মধুর কূজনে
শ্রবণ জুড়ায় যেথা, সুন্দর অঙ্গন[২]
শোভিছে যে পর্ব্বতের গাত্রে শত শত,
কুসুমভূষণে হয়ে সুশোভিত যাহা
দ্বিতীয় হিমাদ্রিবৎ করিছে বিরাজ,

৩৮. বিপুল-নামক সেই শৈলে আরোহণ
করিলা পূর্ণক; মণি লাগিলা খুঁজিতে
পাইলা দর্শন তার গিরিকূট মাঝে।

৩৯. বৈদূর্য্য সেই মহামুণি দীপ্ত, দ্যূতিমান,
বিদ্যুল্লতাসমপ্রভ; যে ধন যে চায়,
মণির প্রভাবে সেই তখন(ই) তা' পায়।

৪০. দেখি সেই মহামূল্য, মহাশক্তিমান,
মনোহর মহামণি লইয়া তুলিয়া
পূর্ণক সুন্দরবপু; আজানেয়পৃষ্ঠে
আরোহণ করি পুনঃ অন্তরিক্ষপথে
ইন্দ্রপ্রস্থ-অভিমুখে হইলা ধাবিত।

৪১. হয়ে উপস্থিত সেথা নামি অশ্ব হ'তে,
প্রবেশিলা কুরুরাজসভায় পূর্ণক।
এক শত এক রাজা ছিলেন সেথায়;
অকম্পিতচিত্তে তবু করিলা আহ্বান
দ্যূতে সবে।

৪২. কে আছেন রাজগণ মাঝে,
চান যিনি দ্যূতে জিতি রত্নোত্তম?
পরাজিত করি কিংবা আমিই বা কারে
লভিব উত্তম ধন? পাব মহামণি

---

[১]। টীকাকার বলেন যে রাজগৃহ তখন অঙ্গরাজের অধীন ছিল। ইতিহাস কিন্তু এ সাক্ষ্য দেয় না।

[২]। অঙ্গনাকার সমতলভূমি, যেমন বৈভার পর্ব্বতস্থ জরাসন্ধের বৈঠক (?)।

জিতি দ্যূতে কার সঙ্গে? কিংবা কোন রাজা
জিতিয়া লবেন এই মহারত্ন মোর?

পূর্ণক এইরূপে চারিটী পাদে[১] কুরুরাজকে নিজের উদ্দেশ্য জানাইয়া পাঠাইলেন। রাজা ভাবিলেন, 'এত আস্পর্দ্ধার সহিত কথা বলিতে পারে, এমন লোক ত আমি কখনও দেখিতে পাই নাই! লোকটা কে?' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন :

৪৩. কোন রাজ্যে জন্ম তব? কুরুরাজ্যবাসী যারা,
এভাবে ত কথাবার্ত্তা কভু নাহি বলে তারা।
সুন্দর শরীর তব, শরীরের দীপ্তি আর
হেরি অভিভূত মন হইয়াছে সবাকার।
কি নাম তোমার, বল; কাহারা বান্ধব তব?
জিজ্ঞাসি তোমারে আমি; সত্য করি বল সব।

ইহা শুনিয়া পূর্ণক ভাবিলেন, "এই রাজা আমার নাম জিজ্ঞাসা করিতেছেন; আমি ত কুবেরের দাস। আমি যদি পূর্ণক নামে নিজের পরিচয় দি, তবে ইনি মনে করিবেন, এ লোকটা নিজে দাস হইয়া আমার সহিত এরূপ প্রগলভভাবে কথা বলিতেছে কেন? ফলতঃ ইনি আমাকে অবজ্ঞা করিবেন; অতএব ভূতপূর্ব্বজন্মে আমার যে নাম ছিল, তাহা বলিয়াই আত্মপরিচয় দিব।" ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন :

৪৪. মাণবক আমি, ভূপ; গোত্র মোর কাত্যায়ন,
অনুন[২] এ নাম মোর; জানে ইহা সর্ব্বজন।
জ্ঞাতি বন্ধুগণ মোর অঙ্গদেশে করে বাস;
অক্ষক্রীড়া হেতু আমি এসেছি তোমার পাশ।

রাজা জিজ্ঞাছিলেন, "মাণবক, দ্যূতে পরাজিত হইলে তুমি কি দিবে? তোমার কি আছে?

৪৫. মাণবক তুমি; তব আছে কি রতন,
জিতি যাহা লবে, বল, অক্ষাসক্ত জন?
রাশি রাশি আছে রত্ন রাজার ভাণ্ডারে;
দরিদ্র কি করে দ্যূতে আহ্বান তাঁহারে?"

পূর্ণক বলিলেন :

---

[১]। ৪২শ গাথাটী মূলে চারি চরণবিশিষ্ট।

[২]। 'অনুন' পদটী শ্লিষ্ট। ন+উন=(১) কোন অংশে খাট নয় অর্থাৎ গৌরবব্যঞ্জক; (২) কোন অংশে কম নয় অর্থাৎ পূর্ণ বা পূর্ণক!

৪৬. এই দ্যুতিমান মণি মোর, নরবর,
রত্নশ্রেষ্ঠ ইহা; এর নাম 'মনোহর'।
যে জন যে ধন চায় পারে ইহা দিতে।
দ্যুতে যে সমর্থ হবে মোরে পরাজিতে,
এই মহামণি, আর অরাতিদমন
এই আজানেয় সেই করিবে হরণ।

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন :

৪৭. এক মণি, এক অশ্ব, বল কি করিবে?
এ লোভে কি দ্যূতে কেহ প্রবৃত্ত হইবে?
রাশি রাশি মহামণি মহাদ্যুতিমান,
শত শত অশ্ব বায়ুসম বেগবান
আছে, তুমি জান না কি প্রত্যেক রাজার?
সর্ব্বস্ব তোমার তার তুলনায় ছার।

দোহদখণ্ড সমাপ্ত।

(৩)

রাজার কথা শুনিয়া পূর্ণক বলিলেন, "মহারাজ, আপনি এরূপ কথা বলিবেন না। একটী অশ্ব আছে; সহস্র অশ্ব কাছে, লক্ষ অশ্ব আছে। একটা মণি আছে, সহস্র মণিও আছে। কিন্তু সকল অশ্ব একযোগ করিলেও অনেক সময় একটার তুল্যমূল্য হয় না। আমার অশ্বের বেগ কিরূপ, একবার দেখুন।' ইহা বলিয়া পূর্ণক সেই আজানেয়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং প্রাকারের শীর্ষ দিয়া ধাবিত হইলেন। প্রথমে বোধ হইল যেন সপ্তযোজনব্যাপী নগরপ্রাচীর সর্ব্বত্রই অশ্বদ্বারা পরিবেষ্টিত হইতেছে এবং ঐ সকল অশ্বের গ্রীবাগুলি পরস্পর আঘাত করিতেছে। ক্রমে বেগ আরও বর্দ্ধিত হইল; তখন কি অশ্ব, কি যক্ষ, কাহাকেও আর দেখা গেল না; মনে হইল আরোহীর উদরবদ্ধ রক্তপট্টখানি দ্বারা যেন সমস্ত নগর বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। অনন্তর পূর্ণক অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ, আমার অশ্বের বেগ দেখিলেন ত?" রাজা বলিলেন, "হাঁ, দেখিয়াছি।" "তবে আরও দেখুন," ইহা বলিয়া তিনি নগরমধ্যস্থ উদ্যানের ভিতর একটা জলাশয়ের পৃষ্ঠোপরি অশ্ব চালাইলেন; "অশ্বটা লম্ফ দিতে দিতে ধাবিত হইল, কিন্তু তাহার খুরাগ্রও জলসিক্ত হইল না! অতঃপর তিনি অশ্বটাকে পদ্মপত্রের উপর দিয়া বিচরণ করাইলেন এবং করতালি দিয়া হস্ত প্রসারণ করিলেন; অশ্ব অমনি আসিয়া তাহার হস্ত-তলের উপর দাঁড়াইল।" ইহা দেখাইয়া পূর্ণক বলিলেন, "নরনাথ, ভাবিয়া দেখুন ত ইহাকে অশ্বরত্ন বলা যায় না কি?" রাজা বলিলেন, "মাণবক, ইহা অশ্বরত্নই বটে।" "আচ্ছা; এখন

অশ্বরত্নকে রাখিয়া দেওয়া যাউক; এক বার আমার মণিরত্নের ক্ষমতা দেখুন।” অনন্তর পূর্ণক কয়েকটী গাথায় তাঁহার মহামণির ক্ষমতা বর্ণনা করিলেন :

৪৮,৪৯. দেখুন, হে নরশ্রেষ্ঠ রয়েছে নির্ম্মিত
এ মণির অভ্যন্তরে মূর্ত্তি নানাবিধ—
স্ত্রীমূর্ত্তি, পুরুষমূর্ত্তি, মূর্ত্তি পশুদের,
শকুন-নাগের মূর্ত্তি, মূর্ত্তি সুপর্ণের।

৫০. গজসাদি-রথি-পত্তি-অশ্বারোহগণ—
চতুরঙ্গ বল-ধ্বজ বিচিত্রবরণ,
এ মণির অভ্যন্তরে রয়েছে নির্ম্মিত;
হেরি অরাতিরা হয় সভয়ে কম্পিত।

৫১. গজসাদী, রাজরক্ষী,[১] মহারথ কত,
পদাতিক,—ব্যূহবদ্ধ যোদ্ধা শত শত
রয়েছে নির্ম্মিত এ মণির ভিতরে।

৫২. নির্ম্মিত এ মণিমধ্যে, দেখুন চাহিয়া,
সুন্দর নগর এক, বেষ্টিয়া যাহায়
প্রাকার সুদৃঢ়ভিত্তি আছে দাঁড়াইয়া
অনেক তোরণ সহ; বহু শৃঙ্গাঁক।[২]

৫৩. সুন্দর পরিখা; স্তম্ভ, অর্গল, কীলক,
অট্টালক, দ্বার এর সব(ই) সুগঠিত।

৫৪, ৫৫. তোরণের পথে, হের, রয়েছে নির্ম্মিত
বিহঙ্গম নানাজাতি-ময়ূর, উৎক্রোশ,
পিক, চক্রবাক, চিত্র,[৩] জীবঞ্জীব আদি।

৫৬. অদ্ভুত, বিষ্ময়কর নগর সুন্দর
সুবর্ণ প্রাচীরে অই রয়েছে বেষ্টিত।
স্বর্ণরেণু দ্বারা ওর আকীর্ণ ভূতল।
বিচিত্র পতাকা উড়ে প্রাসাদশিখরে।

---

[১]। অনীকস্থ (পা। অনীকট্‌ঠ)। ৪র্থ খণ্ডের ৯৪-ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

[২]। শৃঙ্গাটক—তিনটী কিংবা চারিটী পথের মেলনস্থান।

[৩]। টীকাকার বলেন যে, চিত্র=চিত্রপত্র কোকিল (পাপিয়া কি?)। এই সকল পক্ষীর নাম সুধাভোজন-জাতকেও (৫ম খণ্ড) পাওয়া গিয়াছে।

৫৭. হের পণ্যশালা[১] সব কি সুন্দররূপে
হইয়াছে সুবিভক্ত প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে।
পরস্পর অসংলগ্ন হের গৃহরাজি—
প্রত্যেকের দুই পার্শ্বে রহিয়াছে পথ—
কোনটা প্রশস্ত, যাহে করে যাতায়ত
শকটাদি; অপ্রশস্ত পথগুলি দিয়া
করে লোকে ইতঃস্ততঃ গমনাগমন।[২]

৫৮. রয়েছে আপান ভূমি, মদ্যপ্যায়িগণ,
সূনা, ওদনিকগৃহ, বারাঙ্গণা কত,[৩]

৫৯. গ্রন্থ-অধ্যায়নরত মাণবকগণ,
রজক, বস্ত্রবিক্রেতা, শিল্পী শত শত—
মালাকার, স্বর্ণকার, মণিকার আদি—
হের এই মণিমধ্যে নির্ম্মিত, রাজন।

৬০. সূপকার-পাচক-নর্ত্তক-নটগণ,
গায়ক-গাইছে যারা করতালি দিয়া[৪]
বাদক বাজাইতেছে যন্ত্র-কুম্ভস্থূণ,

৬১,৬২. পণব, দিণ্ডিম, শঙ্খ, ভেরী ও মৃদঙ্গ,
কাংস্য-করতাল, বীণা। নৃত্যবাদ্যগীত
সুমধুর, লয়শুদ্ধ, শ্রুতিসুখকর;—
হের এ সকল এই মণিতে নির্ম্মিত।

১। "পস্‌স ত্বং পণ্ণশালায়ো"—পণ্ণ=পর্ণ, এই অর্থ ধরিলে পণ্ণশালা=পর্ণাচ্ছাদিত কুটীর। কিন্তু এখানে এই অর্থ অসঙ্গত। এই জন্য টীকাকারের মতে পণ্ণ=পণিয়(পণ্য); পণ্ণশালা=আপণ(দোকান)।

২। "নিবেসনে নিবেসে চ সন্ধিব্যূহে পথদ্ধিয়ো"। সন্ধিব্যূহে তি ঘরসন্ধিয়ো চ অনিব্বিদ্ধ রচ্ছা চ; পথদ্ধিয়ো তি নিব্বিদ্ধ বীথিয়ো। ঘরসন্ধি—ঘরগুলির মধ্যে ফাঁক। নিব্বিদ্ধ—অর্থাৎ যাহা দিয়া সর্ব্বদা যাতায়াত করা যায়; অনিব্বিদ্ধ রচ্ছা (রথ্যা) = যে পথদিয়া সচরাচর পদব্রজে চলা যায় না; কিন্তু রথ শকটাদি চলে। নিব্বিদ্ধ বীথি—যে গলি দিয়া লোকে পদব্রজে যাতায়াত করে।

৩। সূনা = যেখানে পশু বধ করিয়া তাহাদের মাংস বিক্রয় করা হয় (slaughter house)। ওদনিক গৃহ—যে গৃহে অন্নমণ্ড বিক্রীত হয়।

৪। অথবা "গাইছে পাণিস্বর বাজাইয়া"। পাণিস্বর একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র; কিন্তু টীকাকার অর্থ করিয়াছেন "পাণিপ্পহারেণ গায়ন্তে"। 'কুম্ভস্থূণ' একপ্রকার আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র (মৃৎকুম্ভের মুখ চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া প্রস্তুত), যেমন খোল, নাকাড়া ইত্যাদি।

৬৩. মল্ল, ঝল্ল, লঙ্ঘক, মায়াবী, বৈতালিক,
বিদূষক—মণিমধ্যে হের বিনির্ম্মিত।[১]

৬৪. রয়েছে ভিতরে এর চারু রঙ্গভূমি;
মঞ্চোপরি মঞ্চ কত হয়েছে গঠিত।
বসিয়া তাহাতে নরনারী শত শত
সমাজ-উৎসব তারা করে দরশন।

৬৫. দেখ অই মল্লগণ রঙ্গভূমি মাঝে
দ্বিগুণিত বাহু সব করিছে স্ফোঁন;
কেহ বা হয়েছে জয়ী, কেহ পরাজিত।

৬৬. বিচরে পর্ব্বতপাদে পশু নানাজাতি,—
সিংহ, ব্যাঘ্র, কোক, ঋক্ষ, তরক্ষু, বরাহ,[২]

৬৭, ৬৮. গণ্ডার, মহিষ, শশ, বিড়াল, হরিণ,—
এণ-ন্যঙ্ক-চিত্রমৃগ-কর্ণক প্রর্ভতি।[৩]
মণিমধ্যে হের এই সব বিনির্ম্মিত।

৬৯, ৭০. সুপ্রতিষ্ঠা নদী কত! স্বচ্ছ জলস্রোত
স্বর্ণরেণুময় গর্ভে হয় প্রবাহিত।
বিচরে তাহাতে মৎস্য-পাঠীন, পাগুস,
রোহিত সুন্দর; কূর্ম্ম, কুম্ভীর, মকর,
শিশুমার আদি আর(ও) নানা জলচর।[৪]

---

[১]। মূলে 'মুট্‌ঠিক' (মুষ্টিক)= মল্ল। সোভিয় (সৌভিক) = বিদূষক কিংবা যাহারা সং সাজে। 'জল্ল' শব্দের অর্থ টীকাকারের মতে "মস্‌সূনি করোন্তো নহাপিতো" অর্থাৎ যে নাপিত ক্ষৌরকার্য্য করে। আমি ইহার অভিধানিক 'ঝল্ল' অর্থ ই গ্রহণ করিলাম।

[২]। কোক=নেক্‌ড়ে (wolf); ঋক্ষ=ভল্লুক; তরক্ষু=hyena ।

[৩]। এই সকল প্রাণীর অনেকগুলির নাম ৫ম খণ্ডে সুধাভোজন-জাতকের (৫৩৫) ৭৫ম ও ৭৬ম গাথায় এবং কুণাল-জাতকের (৫৩৬) প্রারম্ভে (২৬২ম পৃষ্ঠে) পাওয়া গিয়াছে। পলসত = গণ্ডার; গণী = গোকর্ণ; নিঙ্ক = ন্যঙ্ক; শশকণ্নক বা শশকণ্নিক = শশ+কণ্নক (বা কণ্নিক)। সুধাভোজন–জাতকের টীকায় দেখা যায় কণ্নিক বা কণ্নক এক জাতীয় হরিণ। কুণাল-জাতকের অনুবাদকালে অনবধানতাবশত আমি এই অর্থ ধরিতে পারি নাই। 'গবয়' হইতে 'কর্ণক' পর্য্যন্ত পদগুলি ভিন্ন জাতীয় হরিণের নাম। ৬৬ম হইতে ৬৮ম গাথায় পুনরুক্তিদোষ বেশী মাত্রায় দেখা যায়, কারণ পশুদিগের নামে 'বরাহ' শব্দটী দুইবার এবং শূকর শব্দটী একবার প্রযুক্ত হইয়াছে।

[৪]। পাবুস বা পাগুস = বাগুস (সংস্কৃত), বাউস(বাঙ্গালা)।

৭১. মণিমধ্যে বিনির্ম্মিত দেখহ অরণ্য
নানাদ্রুমসমাকীর্ণ, বিচরে সেখানে
বিহঙ্গম নানাজাতি, বৈদূর্য্যফলকে
মণ্ডিত হইয়া শোভে এই বনস্থলী।[১]

৭২. চতুর্দ্দিকে সুবিন্যস্ত পুষ্করিণী সব
মৎস্য আর জলচর বিহঙ্গম নানা
খেলিছে যাহার জলে, দেখ মণি মাঝে।

৭৩. দেখ আর(ও) বসুন্ধরা সাগরকুণ্ডলা,
সর্ব্বতঃ বেষ্টিয়া আছে জলরাশি যায়;
তীরে শোভে বনরাজি নয়নমোহন।

৭৪. হের পুরোভাগে আছে বিদেহ, নরেশ;
পশ্চাতে তাহার গোযানিক-জনপদ;[২]
কুরুরাজ্য, জম্বুদ্বীপ, সকল(ই) নির্ম্মিত
হয়েছে এ মণিমধ্যে কি চারুকৌশলে।

৭৫. হের চন্দ্রসূর্য্য, অই, বেষ্টিয়া সুমেরু
ভ্রমিতেছে চতুর্দ্দিক করি উদ্ভাসিত।

৭৬. সুমেরু, হিমাদ্রি, মহাসাগর সকল,
চতুর্মহারাজ্য, হের, নির্ম্মিত ইহাতে।

৭৭. আরাম, অরণ্য, অধিত্যকা সমতল,
কিম্পুরুষাকীর্ণরম্য ভূধর নিচয়
রয়েছে নির্ম্মিত এই মণির মাঝারে।

৭৮. শক্রের ঔদ্যান চারি—নন্দন, মিশ্রক,
পারুষক, চিত্রারথ—বিরাজে ইহাতে।
অই দেখ বৈজয়ন্ত, শক্রের প্রাসাদ।

৭৯. নির্ম্মিত 'সুধর্ম্মা' সভা এ মণির মাঝে,
ত্রয়ন্ত্রিংশ-ধাম, পারিজাত কুসুমতি,
নাগরাজ ঐরাবত অই দেখা যায়।

---

[১]। মূল ও টীকা, উভয়েই দুর্ব্বোধ্য। মূল 'বেলুরিয়করো দায়ো'; টীকা—'বেলুরিয়পাসাণে পহরিত্বা সদ্দং করন্তিয়ো'।

[২]। গোযানিক = অপরগোযানদীপং (টীকাকার)। ইহাতে কোন্ দেশ বুঝাইতেছে তাহা জানা যায় না।

৮০. নন্দনে ক্রীড়ার রতা ত্রিদশ-অঙ্গনা
নভস্তলে বিস্ফুরিতা বিদ্যুতের সমা,
হের এই মণি মধ্যে রয়েছে নির্ম্মিতা।

৮১. দেবপুত্রমন হরে দেবকন্যাগণ;
দেবপুত্রগণ সুখে করে বিচরণ—
সকল(ই) এ মণিমধ্যে পাইবে দেখিতে।

৮২. রয়েছে সহস্রাধিক, বৈদূর্য্যমণ্ডিত
সমুজ্জ্বল দেবগৃহ মধ্যে এ মণির।

৮৩. ত্রয়স্ত্রিংশে, যামে, পরনির্ম্মিতে, তুষিতে
আছেন যে সব দেব, সকল(ই), নরেন্দ্র,
অদ্ভুত এ মণিমধ্যে হের, বিনির্ম্মিত।[১]

৮৪. প্রসন্নসলিলা, শুচি পুষ্করিণীচয়
হের, অই সমাকীর্ণ ত্রিদিবসম্ভূত
মন্দারকমলোৎপলকুসুমের দলে।

৮৫, ৮৬, ৮৭. বিবিধ বিচিত্র রেখা এ মণির মাঝে—
দশ স্বেত, দশ নীল অতি মনোহর
একুশ পিঙ্গলবর্ণ, চৌদ্দ পীতোজ্জ্বল,
বিশ, বিশ, স্বর্ণ আর রজত সন্নিত।
ইন্দ্রগোপনিভ রেখা ত্রিশ দেখা যায়
কৃষ্ণবর্ণ ষোল রেখা, মঞ্জিষ্ঠাবর্ণের
রয়েছে পঁচিশ রেখা, সঙ্গে তাহাদের
বন্ধুজীব নীলোৎপলগুচ্ছ মনোহর।

৯৮. সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দ্যুতিমান, মনোহর
এই মণি দ্যূতে পণ রহিল আমার।
সে মোরে করিবে জয় দ্যূতে, নরবর
এ মণি লভিয়া ধন্য হবে সেই জন।

মণিখণ্ড সমাপ্ত।

(৪)

এইরূপে মণির গুণ বর্ণনা করিয়া পূর্ণক বলিলেন, "মহারাজ, আমি দ্যূতে পরাজিত হইলে এই মণি দিব, আপনি পরাজিত হইলে কি দিবেন বলুন ত?"

---

[১]। দেবলোক ছয়টি—চাতুর্ম্মরাজিক, ত্রয়স্ত্রিংশ, যাম, তুষিত, নির্ম্মাণরতি, পরনির্ম্মিত বশবর্ত্তী।

রাজা বলিলেন, "আমার শরীর, (আমার মহিষী) এবং আমার শ্বেতচ্ছত্র ব্যতীত সর্ব্বস্বই পণ করিলাম।" "বেশ কথা, মহারাজ; তবে আর বিলম্ব করিবেন না; আমি বহুদূর হইতে আসিয়াছি। শীঘ্র দ্যূতমণ্ডল[১] সজ্জিত করিতে আদেশ দিন।" রাজা অমাত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন; তাঁহারা অচিরে দ্যূতশালা সাজাইয়া কুরুরাজের জন্য উৎকৃষ্ট ঘনান্তরণযুক্ত আসন, অপর রাজাদিগের জন্য আসন এবং পূর্ণকের জন্য উপযুক্ত আসন বিন্যাস করিলেন এবং রাজাকে জানাইলেন যে, দ্যূতক্রীড়ার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তখন পূর্ণক রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

৮৯. সুসজ্জিত দ্যূতশালা; লক্ষ অভিমুখে চল যাই;
এতাদৃশ মহামণি তোমার ত, নরবর, নাই।
প্রয়োগ না করি বল, অসাধু উপায় পরিহরি
ক্রীড়ায় হইব জয়ী, এস, এ প্রতিজ্ঞা মোরা করি।
হও যদি পরাজিত, অবিলম্বে করিবে অর্পণ
আমাকে সে ধন, ভূপ, দ্যুতে যাহা করিয়াছ পণ।

রাজা বলিলেন, "মানবক, আমি রাজা বলিয়া ভয় করিও না। আমাদের জয় পরাজয় বিনা বল প্রয়োগেই সম্পাদিত হইবে।" ইহা শুনিয়া পূর্ণক সভাস্থ রাজাদিগকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন, "আমাদের জয়পরাজয় ধর্ম্মানুমোদিত উপায়ে হইবে।

৯০. মৎস্য-মদ্র-শূরসেন- পঞ্চাল-কেকয়আদি যত
দেশের ভূপালগণ কীর্ত্তিমান হেথা সমাগত,
দেখুন সকলে, যেন যথাধর্ম্ম দ্যুতক্রীড়া হয়,
সভার কেহই যেন অন্যায়ের না দেন প্রশ্রয়।"

অনন্তর কুরুরাজ এক শত এক জন রাজপরিবৃত হইয়া এবং পূর্ণককে সঙ্গে লইয়া দ্যূতসভায় প্রবেশ করিলেন; সেখানে সকলে যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন, রজতফলকের উপর সুবর্ণ পাশক স্থাপিত হইল। পূর্ণক কালক্ষেপ না করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, জিতিবার জন্য মালিক, সাবট, বহুল, শান্তি, ভদ্র প্রভৃতি[২] চব্বিশ রকম দা'ন আছে। আপনি নিজের রুচিমত ইহাদের যে কোন

---

[১]। 'দ্যূতমণ্ডল' বলিলে দ্যূতফলক বা দ্যূতপীঠ (অর্থাৎ যাহার উপর গুটিকাগুলি চালিত হয়) বুঝায়। কিন্তু এখানে বোধ ইহা হয় 'দ্যুতশালা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

[২]। এই পারিভাষিক শব্দগুলি অর্থ বুঝা কঠিন। মহাভারত, মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি গ্রন্থে অক্ষদ্যূতের যে বর্ণনা আছে, তাহাতেও এ সকল শব্দ পাওয়া যায় না। দা'ন- ক্ষেপ (throw)।

দা'ন ফেলুন।" 'বেশ কথা' বলিয়া রাজা 'বহুল' গ্রহণ করিলেন, পূর্ণক 'সাবট' গ্রহণ করিলেন। অনন্তর রাজা বলিলেন, মানবক, তুমি পাশক নিক্ষেপ কর।' পূর্ণক বলিলেন, 'প্রথম দা'ন আমার প্রাপ্য নহে; আপনিই প্রথমে দা'ন ফেলুন।' রাজা বলিলেন, 'বেশ, তাহাই করা যাউক।' রাজা তৃতীয় পূর্ব্বজন্মের যিনি জননী ছিলেন, এ জন্মে তিনি তাঁহার রক্ষিকা দেবতা হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুভাবলে রাজা দ্যূত জয়লাভ করিতেন। তিনি অদূরে অবস্থান করিতেছিলেন; রাজা তাঁহাকে স্মরণ করিয়া এবং দ্যূতগীত গান করিয়া[১] অক্ষ গুলি মুষ্টি মধ্যে ঘুরাইয়া আকাশে নিক্ষেপ করিলেন।

অক্ষগুলি পূর্ণকের অনুভাববলে এমন ভাবে পড়িতে লাগিল যে, তাহা দেখিয়া মনে হইল, রাজার পরাজয় হইবে। রাজা দ্যূতবিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন;

---

[১]। ব্রহ্মদেশীয় কোন কোন পুস্তকে এই দ্যূতগীতগুলি পাওয়া যায় :

১) সব্বা নদী বঙ্কনদী, সব্বে কথা বনাময়া;
সব্বিত্থিয়ো করে পাপং লব্‌ভমানে নিবেদকে।

২) দেবতে ত্বজ্জু রক্‌খ-দেবী পস্‌স মা মং বিভাযেয্য;
অনুকম্পকা পতিঠা চ পস্‌স ভদ্রানি রক্‌খিতং।

৩) জম্বোনদময়ং পাসং চতুরং সমঠঙ্গুলি
বিভাতি পরিসমজ্‌ঝে সব্বকামদদো ভব।

৪) দেবতে মে জয়ং দেহি পস্‌স মং অপ্‌পভাগিনং
মাতানুকম্পিকো পোসো সদা ভদ্রানি পস্‌সতি।

৫) অঠকং মালিকং বুত্তং সাবট্টং চ ছকং মতং;
চতুক্কং বহুলং ঞেয্যং দ্বিবন্ধুসন্ধিকভদ্রকং।

৬) চতুবিশতি আয়া চ মুনিন্দেন পকাসিতা তি
মালিকো চ দুবে কাকা সাবট্টো মণ্ডকা রবি
বহুলো নেমি সজ্জট্টো সন্তি ভদ্রা চ তিত্থিরা তি।

এই গাথাগুলির পাঠ এত ভ্রমদূষিত সে সর্ব্বত্র অর্থগ্রহ করা অসম্ভব। মোটামুটি ভাব বোধ হয় এইরূপ :—

১) সকল নদীই আঁকা বাঁকা, সকল কথাই(?), প্রার্থয়িতা থাকিলে সকল স্ত্রীই পাপ করে। ২) হে দেবতে, তুমি আজ আমাকে রক্ষা কর; আমার সর্ব্বনাশ করিও না; তুমি সদয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও; আমার কুশল যেন রক্ষিত হয়। ৩) স্বর্ণনির্ম্মিত এবং চতুরঙ্গলিপ্রমাণ এই অক্ষ সভামধ্যে বিরাজ করিতেছে। হে দেবতে, তুমি আমার সর্ব্বকামনা পূর্ণ কর। ৪) তুমি আমাকে জয় দাও;(?) যে ব্যক্তি মাতার অনুকম্পা লাভ করে সে কল্যাণভাজন হয়। মালিককে অষ্টক, সাবট্টকে ষষ্ঠক, বহুলকে চতুষ্ক এবং ভাবককে দ্বিবন্ধসন্ধিক(?) বলে। মুনীন্দ্র জয়লাভের জন্য চতুর্ব্বিংশতি প্রকার ক্ষেপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মালিক দুইটী কাকের এবং সাবট্ট মণ্ডূকের ন্যায় শব্দকারী (?); বহুলের শব্দ রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দের ন্যায় এবং শান্তি ও ভদ্রার শব্দ তিত্তিরের রবের ন্যায়।

তিনি দেখিলেন পাশগুলি সেই ভাবে পড়িলে তাঁহার পরাজয় অনিবার্য্য; সেই কারণে তিনি আকাশেই ধরিয়া ফেলিলেন এবং পুনর্ব্বার নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বারেও অক্ষগুলি পূর্ব্ববৎ পড়িতেছে দেখিয়া তিনি নিজের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী মনে করিলেন এবং সেগুলিকে আকাশেই ধরিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া পূর্ণক ভাবিতে লাগিলেন, 'এই রাজা মাদৃশ যক্ষের সঙ্গে দ্যূতে প্রবৃত্ত হইয়া পতনশীল অক্ষগুলিকে এক সঙ্গে আকাশেই ধরিতেছেন, ভূতলে পড়িতে দিতেছেন না, ইহার কারণ কি? 'তিনি ইতঃস্তত দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বুঝিলেন যে, সেই রক্ষিকা দেবতার অনুভাবেই ইহা ঘটিতেছে। তিনি চক্ষুদ্বয় ক্রুদ্ধভাবে উন্মেলন করিলেন; ইহাতে রক্ষিকা দেবতা ভয় পাইয়া চক্রবালপর্ব্বতের মস্তকোপরি গিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। এদিকে রাজা তৃতীয় বার অক্ষ নিক্ষেপ করিলেন; এবং সেগুলি পড়িবার কালে বুঝিলেন, তাঁহার পরাজয় হইবে। তিনি অক্ষগুলি ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন; কিন্তু পূর্ণকের অনুভাববশতঃ ধরিতে পারিলেন না। কাজেই সেগুলি এমন ভাবে ভূতলে পতিত হইল যে, তাঁহার পরাজয় ঘটিল। ইহার পর পূর্ণক অক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। সেগুলি এমনভাবে পড়িল যে, তাঁহারই জয় হইল। রাজা পরাজিত হইলেন বুঝিয়া পূর্ণক করতালি দিয়া তিনবার উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আমি জিতিয়াছি, আমি জিতিয়াছি।" তাঁহার এই উচ্চ নিনাদ জম্বুদ্বীপের সর্ব্বত্র শ্রুতিগোচর হইল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন।

৯১. উভয়েই দ্যূতোন্মত্ত— কুরুরাজ, যক্ষ-সেনাপতি;
প্রবেশিলা দ্যূতাগারে উভয়েই অতিশীঘ্রগতি।
করিলা গ্রহণ কলি বাছি বাছি রাজা ধনঞ্জয়;
পূর্ণক লইলা কট— নিশ্চয় যাহাতে হয় জয়।[১]

৯২. উভয়েই অভিলম্বে হইলেন প্রবৃত্ত খেলিতে;
সমবেত রাজগণ সাক্ষীরূপে লাগিলা দেখিতে।

---

[১]। 'কলি' ও 'কট'সম্বন্ধে ১৪৭ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। কলি বলিলে পাশকের যে পিঠে একটা বিন্দু থাকে এবং কট (সংস্কৃত 'কৃত') বলিলে যে পিঠে চারিটা বিন্দু থাকে তাহা বুঝায়। 'কট' জয়দ্যোতক; 'কলি' পরাজয়-দ্যোতক। প্রথম খণ্ডের অন্ধভূতজাতকের (৬২) অক্ষদ্যূতের বর্ণনা দেখা যায়। উহার প্রথম গাথা এবং এই জাতকের প্রথম দ্যুতগাথা প্রায় একই। অন্ধভূতজাতকের উক্ত গাথা এই-সব্বা নদী বঙ্কা গতা সব্বে কট্ঠমযা বনা, সব্বিত্থিয়ো করে পাপং লভমানা নিরাতকে।

যক্ষের হইল জয়; কুরুনৃপবর পরাজিত;
হইল সে দ্যূতাগারে মহাকোলাহল সমুত্থিত।

পরাজয় বশতঃ রাজা বিষণ্ন হইলেন। পূর্ণক তাঁহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন :

৯৩. প্রতিযোগীদের মধ্যে সকলে না জয়ী হয়;
কেহ করে জয় লাভ, কা'র(ও) ঘটে পরাজয়।
হইয়াছ পরাজিত; জিতিয়াছি বহু ধন;
বিলম্ব না করি তাহা আমাকে কর অর্পণ।

রাজা একটী গাথায় পূর্ণককে জয়লব্ধ ধন গ্রহণ করিতে বলিলেন :

৯৪. গো-অশ্ব-কুঞ্জর-মণি, কুণ্ডলাদি আভরণ—
আছে যত রত্ন মোর লও তুমি, কাত্যায়ন।[১]
সর্ব্বস্ব আমার তুমি স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করি,
হয়ে পূর্ণমনস্কাম, যেথা ইচ্ছা যাও চলি।

পূর্ণক বলিলেন :

৯৫. গো-অশ্ব-কুঞ্জর-মণি, কুণ্ডলাদি আভরণ
বিবিধ রতন বটে আছে তব, হে রাজন,
অমাত্য বিদুর কিন্তু শ্রেষ্ঠ তব রত্নোত্তম;
লভেছি তাঁহার পণে; দাও মোরে সেই ধন।

রাজা বলিলেন :

৯৬. বিদুর আমার আত্মা[২]শরণ আমার
তুলনা ধনের সঙ্গে হয় না তাঁহার।
ভগ্নপোত নাবিকের যেমন আশ্রয়
সাগরের বক্ষে দ্বীপ কিংবা যথা হয়।
পতিকের পক্ষে গুহা, দেখা দেয় যবে
বৃষ্টিসহ প্রভঞ্জন ভয়ঙ্কররবে,
সেরূপ, ব্যসনে মোর একমাত্র গতি,
আশ্রয়ের স্থান একা বিদুর সুমতি।

---

[১]। পূর্ণককে রাজা কাত্যায়ন-নামে সম্বোধন করিতেছেন, কেন না তিনি তখনও পূর্ণকের যক্ষভাব জানিতে পারেন নাই।

[২]। রাজা পণ করিয়াছিলেন, দ্যূতে পরাজিত হইল নিজের শরীর, মহিষী এবং শেতচ্ছত্র ব্যতীত সর্ব্বত্র দিবেন। এখন বিদুর ও তিনি অভিন্ন—একাত্ম বলায় পণ ভঙ্গ হইতেছে। ইহা দেখাইতেছেন।

কেবল অমাত্য নন, দ্বিতীয় জীবিত
আমার সে মহামতি বিদুর পণ্ডিত।

পূর্ণক বলিলেন :

৯৭. বিদুরের তরে দেখি, তোমার আমার হবে বাদ-অনুবাদ বহুক্ষণ
চল বিদুরের ঠাঁই; তাঁহাকেই বলিব মোরা এ বিবাদ করিতে ভঞ্জন,
বিচার করিয়া তিনি দিবেন যে অনুমতি, মানিয়া লইব মোরা তাই;
তাহাই প্রমাণরূপে হইবে গৃহীত, ভূপ; বৃথা বাক্যব্যয়ে কাজ নাই।

রাজা বলিলেন :

৯৮. বলিয়াছ, মাণবক, নিশ্চিত এ সত্যকথা,
জোর কি জবরদস্তি এতে কিছু নাই।
চল বিদুরের পাশে; জিজ্ঞাসা করিগে তাঁরে,
তাঁহার বিচারে তুষ্ট হব দুজনাই।

ইহা বলিয়া রাজা সেই একশত একজন রাজকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া এবং পূর্ণককে সঙ্গে লইয়া হৃষ্টচিত্তে ও দ্রুতগতিতে ধর্ম্মসভায় গমন করিলেন। বিদুর আসন হইতে অবতরণপূর্ব্বক রাজকে প্রণিপাত করিয়া এক পার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। অনন্তর পূর্ণক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনি ধর্ম্মপরায়ণ; নিজের প্রাণরক্ষার জন্য আপনি মিথ্যা বলেন না, ত্রিভূবনে সর্ব্বত্র আপনার এই কীর্ত্তিকথা শুনিতে পাই। আপনি ধর্ম্মে কতদূর সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহা আমি আজ পরীক্ষা করিব।"

৯৯. দেবগণমুখে করি সতত শ্রবণ,
বিদুর অমাত্য অতি ধর্ম্ম পরায়ণ
সত্য কি না এই উক্তি, পরীক্ষা করিতে
বিদুরে একটী প্রশ্ন চাই জিজ্ঞাসিতে :
বিদুর বলিয়া খ্যাত ভূবনে যে জন,
সমাজে কীদৃশী তিনি মর্য্যাদাভাজন?
রাজার কি দাস তুমি? কিংবা জ্ঞাতি তাঁর?
প্রকৃত উত্তর দাও প্রশ্নের আমার।

মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'ইনি ত আমাকে এই প্রশ্ন করিলেন। আমি রাজার জ্ঞাতি, বা রাজা অপেক্ষা কুলগৌরবে উচ্চতর বা রাজার কেহই নই; এরূপ কোন উত্তর ত দিতে পারিব না। ইহজগতে সত্যের ন্যায় আশ্রয় ত আর কিছু নাই। অতএব সত্যই বলা আবশ্যক।' মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি বলিলেন, "মানবক, আমি রাজার জ্ঞাতি নই, কুলগৌরবে তাঁহা অপেক্ষা উচ্চতরও নই, সমাজে যে চতুর্ব্বিধ দাস আছে, আমি তাহাদেরই অন্যতম।"

১০০. মানবসমাজে আছে দাস চতুর্ব্বিধ :
গর্ভদাস, দাস যেই ধনদ্বারা ক্রীত;
স্বেচ্ছায় স্বীকার করে দাসত্ব যেজন
লভিতে প্রভুর ঠাঁই গ্রাস-আচ্ছাদন;
শক্রভয়ে প্রবলের লইয়া আশ্র[১]য়
অথবা যেজন তাঁর দাস হয়ে রয়।

১০১. মানুষের থাকে দান এ চারি প্রকার;
যোনিতঃ আমিও দাস নিশ্চয় রাজার[২]
হউক রাজার এতে হিত কি অহিত
কিছুতেই বলিব না কখন(ও) অনৃত।
থাকি যদি দূরদেশে, নিকটে অন্যের
তবু চিরদিন দাস রব আমি এঁর;
আছে অধিকার এঁর ধর্ম্ম অনুসারে
করিতে আমার দান যাকে ইচ্ছা তারে।

ইহা শুনিয়া পূর্ণক অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া করতালি দিয়া বলিলেন :

১০২. হল আজ ভাগ্যে মোর বিজয় দ্বিতীয় বার,
অমাত্য প্রশ্নের মোর দিয়াছেন সদুত্তর।
রাজকুলে শ্রেষ্ঠ তুমি; হবে কি অধর্ম্মকর?
কেন না মানিতে চাও বিদুরের সুবিচার?

বিদুরের উত্তর শুনিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি তোমার প্রতি এত সম্মান প্রদর্শন করি; অথচ আমার দিকে না তাকাইয়া তুমি, যে মাণবকের এই মাত্র প্রথম দেখা পাইলে, তাহারই প্রীতি সম্পাদন করিলে।" অনন্তর তিনি পূর্ণককে বলিলেন, "ইনি যদি 'দাস' হন, তবে ইঁহাকে লইয়া যেখানে ইচ্ছা গমন কর।

১০৩. 'দাস আমি, নই জ্ঞাতি কুরুনরেশের'
এ উত্তর দেন যদি মোদের প্রশ্নের,
লও, কাত্যায়ন, তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন
যেথা ইচ্ছা ল'য়ে এঁরে করহ গমন।"

কিন্তু ইহা বলিয়াই রাজা ভাবিলেন, "পণ্ডিতকে লইয়া মাণবক যেখানে ইচ্ছা

---

[১]। 'দাস'—সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমিকায় ৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

[২]। অর্থাৎ আমি রাজার গর্ভদাস। দাসের ঔরসে দাসীর গর্ভজাত দাসকে গর্ভদাস (bron slave) বলা যাইত। মহাভারতের বিদুরও দাসীপুত্র।

চলিয়া যাইবে। কিন্তু পণ্ডিত প্রস্থান করিলে ত মধুর ধর্ম্মকথা দুর্ল্লভ হইবে। অতএব পণ্ডিতকে এখানে রাখিয়া তাঁহাকে 'ঘরবাস' প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হউক।[১] এই সঙ্কল্প করিয়া রাজা বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনি এখান হইতে চলিয়া গেলে ত আমার পক্ষে মধুর ধর্ম্মকথাশ্রবণ দুর্লভ হইবে। অতএব আপনি অলঙ্কৃত ধর্ম্মাসনে উপবেশন করিয়া এবং আপনার পদোচিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমি যে ঘরবাস প্রশ্ন করিতেছি, তাহার উত্তর দিন।' বিদুর 'যে আজ্ঞা' বলিয়া রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং সুসজ্জিত ধর্ম্মাসনে আসীন হইয়া রাজা যে প্রশ্ন করিলেন, তাহার উত্তর দিলেন। রাজার প্রশ্ন এই :

১০৪. "নিজগৃহে গৃহস্থেরা যবে করেবাস,
কি করিলে হবে বল তা'রা কেমাষ্পদ,
সহানুভূতির পাত্র, সর্ব্বজনপ্রিয়[২]

১০৫. কি করিলে দুঃখ হতে পাবে অব্যাহতি?
কিরূপে যুবকগণ হবে সত্যবাদী?
কি করিলে হবে না ক দুঃখের ভাজন,
যাবে যবে পরলোকে ছাড়ি মর্ত্ত্যধাম?"

১০৬. সতত সন্মার্গগামী নিজ প্রজ্ঞাবলে,
ধৃতিমান, সুপণ্ডিত, পরমার্থবিৎ
বিদুর রাজারে এই দিলেন উত্তর :

১০৭. হয় না গৃহস্থ যেন পরদাররত[৩]
স্বাদু দ্রব্য একা যেন না করে ভোজন;
হয় না প্রবৃত্ত যেন বৃথা বিতণ্ডায়[৪]
জ্ঞানবিবর্দ্ধন যাহা করে না কখন।

১০৮. শীলবান, শুচিব্রত, অপ্রমত্ত সদা,
বিনয়ী, মাৎসর্য্যহীন, স্নেহপরায়ণ,
মিষ্টভাষী কায়মনোবাক্যে মৃদু সদা,

---

[১]। অর্থাৎ গৃহস্থদিগের কর্ত্তব্য কি, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাউক।

[২]। 'কথং' নু অস্‌স 'সংগহো' 'সংগ্রহ' বলিলে দয়া সহানুভূতি ইত্যাদি বুঝায়। বৌদ্ধ-সাহিত্যে চতুর্ব্বিধ সংগ্রহের উল্লেখ পাওয়া যায়–দান প্রিয়বাক্য, তথার্থচর্য্যা ও সমসুখদুঃখতা।

[৩]। 'ন সাধারণদার' অসস। সাধারণদার শব্দে একস্ত্রীর বহুপতি বুঝাইবে না, বহু উপপতি বুঝাইবে।

[৪]। 'ন সেবে লোকাযতিকং'। লোকযিতকং= অনত্থনিসসিতং সগ্গমগ্গানং অদাযকং।

১০৯. সদুপায়ে সাধুমিত্রসংগ্রহে নিপুণ,
দাতা, কালকালবিৎ[১] হইবে গৃহস্থ।
তুষিবে সে অন্নপানে শ্রমণব্রাহ্মণে।

১১০. সুচরিতধর্ম্মকামী, ধর্ম্মের রক্ষক,
ধর্ম্মকে জিজ্ঞাসু সদা বহুশাস্ত্রবিৎ,
শীলবান সাধুদের সেবায় নিরত—
এ সকল গুণান্বিত হয় যেন গৃহী।

১১১. নিজগৃহে গৃহস্থেরা করে যবে বাস,
এই সব গুণে তারা হবে ক্ষেমাস্পদ,
লভিবে সহানুভূতি, সর্ব্বজন প্রীতি।
ইহা ভিন্ন অন্য কোন নাই সদুপায়।

১১২. এড়াবে দুঃখের হাত ইহাতেই তারা,
ইহাতেই যুবকেরা হবে সত্যবাদী,
ইহাতেই হবে না ক দুঃখের ভাজন
যাবে যবে পরলোকে ছাড়ি মর্ত্ত্যধাম।

রাজা গৃহবাস সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এইরূপে তাহার উত্তর দিয়া বিদুর পল্যঙ্ক হইতে অবতরণপূর্ব্বক রাজাকে নমস্কার করিলেন। রাজাও তাঁহার মহাসম্মান করিয়া একশত একজন রাজার সঙ্গে স্বগৃহে চলিয়া গেলেন।

[ঘরবাসপ্রশ্ন সমাপ্ত]

(৫)

মহাসত্ত্ব ফিরিয়া আসিলে পূর্ণক বলিলেন :

১১৩. চল এবে যাই মোরা। পূর্ব্ব প্রভু তব
করিলা তোমায় দান; কর্ত্তব্য যা এবে
অপ্রমত্তভাবে তাহা কর সম্পাদন।
ইহাই ত, বিজ্ঞবর, ধর্ম্ম-সনাতন।

বিদুর বলিলেন :

১১৪. জানি, মাণবক আমি এবে তব দাস,
তব হস্তে প্রভু মোরে করিলা অর্পণ।
তিন দিন তব পাশে ভিক্ষা আমি চাই
থাকিতে নিজের গৃহে, দিতে উপদেশ
পুত্রগণে, কর্ত্তব্যসম্বন্ধে তাহাদের।

১। কখন কি (যথা কর্ষণবপনাদি) কর্ত্তব্য কখন বা অকর্ত্তব্য ইহা যাহার জানা আছে।

ইহা শুনিয়া পূর্ণক ভাবিলেন, 'পণ্ডিত সত্য কথা বলিয়াছেন, ইহাতে আমার বহু উপকার হইবে; ইনি এক সপ্তাহ কিংবা অর্দ্ধমাসও আমাকে এখানে রাখিতে চাহিলে আমি সম্মত হইতাম।' তিনি বলিলেন :

১১৫. তাই হোক; দিনত্রয় আমিও থাকিব
গৃহে তব; কর গৃহকৃত্য সম্পাদন,
পুত্র ও কলত্রগণে দাও উপদেশ,—
সাবধানে, যবে তুমি করিবে প্রস্থান,
পালি যাহা হবে তা'রা কল্যাণভাজন।

ইহা বলিয়া পূর্ণক মহাসত্ত্বের সঙ্গে তাঁহার আলয়ে প্রবেশ করিলেন।

[এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১১৬. মহাভাগ আর্য্যশ্রেষ্ঠ পূর্ণক তখন
বিদুরের প্রস্তাবে সম্মতি করি দান,
তাঁহাকে লইয়া সঙ্গে করিলা গমন
প্রবেশিলা অন্তঃপুরে, নানাস্থানে যার
হস্তী, আজানেয় অশ্ব ছিল নানাবিধ।

তিন ঋতুতে বাস করিবার জন্য মহাসত্ত্বের ক্রৌঞ্চ, ময়ূর ও প্রিয়কেত নামক তিনটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রাসাদ ছিল। এই তিনটীকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে,

১১৭. ক্রৌঞ্চ প্রিয়কেত আর ময়ূর, এ তিন
আসিল প্রাসাদ রম্য বিদুরের সেথা—
ভক্ষ্যভোজ্যে, অন্নপানে পরিপূর্ণ সদা,
ইন্দ্রভবনের তুলা গঠিত সুন্দর।
একে একে এই তিন বিচিত্র ভবন
দেখাইলা পূর্ণককে বিদুর পণ্ডিত।

গৃহে গিয়া বিদুর একটী অলঙ্কৃত প্রাসাদের ভূমিতে একটী শয়নগৃহ ও মহাতল[১] সজ্জিত করাইলেন, গৃহের মধ্যে উৎকৃষ্ট শয্যা রচনা করাইলেন, সর্ব্ববিধ অন্নপানাদি রাখাইলেন, দেবকন্যোপমা পঞ্চশত রমণী আনাইলেন, এবং "ইহারা আপনার পাদচারিকা হউক, আপনি অনুৎকণ্ঠচিত্তে এখানে অবস্থিতি করুন" পূর্ণককে এই কথা বলিয়া নিজের বাসভবনে প্রবেশ করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে ঐ রমণীরা নানা বাদ্যযন্ত্র গ্রহণ করিয়া পূর্ণকের পরিচর্য্যার্থ নৃত্যগীত আরম্ভ করিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

---

[১]। সর্ব্বোপরিস্থ ছাদ।

১১৮. নৃত্য করে গান করে, মধুরবচনে—
অভ্যাগতে সম্ভাষণ করে নারীগণ
বিবিধভূষণে সবে হইয়া মণ্ডিত—
ভূতলে ত্রিদিধচ্যুতা দেবকন্যাসমা।
নৃত্যের সৌন্দর্য্যে, আর মাধুর্য্যে গানের
একে করে অতিক্রম অন্যে পর পর।

১১৯. অন্নপানপ্রমদাদিদানে যক্ষে তুষি
ধর্ম্মজ্ঞ বিদুর চিন্তি কল্যাণ সবার,
প্রবেশিলা ভার্য্যার সকাশে অতঃপর।

১২০. সুবর্ণনিষ্কাভা, অনুলিপ্তা সর্ব্বদেহে
বিবিধ গন্ধের আর চন্দনের রসে,
ভার্য্যাকে সম্বোধি তিনি বলেন, 'তাম্রাক্ষি,
পুত্রগণে ডাকাইয়া আন এই স্থানে।"

১২১. বিদুরের শুশ্রূষা চেতা আয়তলোচনা,
হস্তপদনগ্ন যার লোহিত বরণ—
আহ্বান করিয়া তাঁরে বলেন অনুজ্ঞা[১]
"যাও ইন্দ্রীবর শ্যামে, আনহ ডাকিয়া
পুত্রগণে এই স্থানে, সুরক্ষিতা তুমি
আবরণরূপ বর্ম্ম করি পরিধান।[২]

চেতা "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রাসাদের সর্ব্বত্র বিচরণপূর্ব্বক বিদুরের পুত্রদিগকে বলিলেন, "আপনাদিগকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত পিতা আহ্বান করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে আপনাদের ইহাই শেষ দেখা।" ইহা বলিয়া তিনি বিদুরের সকল সুহৃজ্জন এবং পুত্রকন্যাদিগকে সেখানে সমবেত করাইলেন। এই কথা শুনিয়া বিদুরের পুত্র ধর্ম্মপাল কুমার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং ভ্রাতৃগণপরিবৃত হইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া বিদুর পণ্ডিত চিত্তের ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না; তিনি অশ্রুপূর্ণনেত্রে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন, তাঁহাদের মস্তক চুম্বন করিলেন, জ্যেষ্ঠপুত্রকে মুহূর্ত্তের জন্য নিজের বক্ষঃস্থলোপরি রাখিলেন, শেষে তাঁহাকে বক্ষঃ হইতে অবতারণ করিয়া শয়কক্ষ হইতে বাহির হইলেন এবং মহাতলে পল্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক পুত্রসমূহকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

---

[১]। বিদুরের স্ত্রীর নাম 'অনুজ্ঞা'।

[২]। বীরের পক্ষে যেমন ধর্ম্ম, এই রমণীর পক্ষে তেমনি তাঁহার আভরণ।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১২২. সমাগত পুত্রগনে দেখি ধর্ম্মপাল[১]
করিলেন অতিকষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন;
মস্তক তাদের করি সস্নেহে চুম্বন
বলিলেন, ‘বৎসগণ, মাণবক-হস্তে
করিলেন দান মোরে রাজা মহাশয়।
হইয়াছে এবে, তাই, দাস মাণবের।

১২৩. আত্মবশ আমি আজ, তিন দিন পরে
আজ্ঞাধীন হব কিন্তু সেই মাণবের।
যথা ইচ্ছা লয়ে তিনি যাবেন আমায়।
অরক্ষিত অবস্থায় ফেলি তোমা সবে
যাইতে অক্ষম আমি; আসিয়াছি তাই
দিতে কিছু উপদেশ কল্যাণকারক।

১২৪. কুরুরাজ জনসন্ধ[২] আগ্রহের সহ
জিজ্ঞাসেন যদি কভু ইতঃপূর্ব্বে বল
পুরাণ বৃত্তান্ত কি কি জেনেছ তোমরা?
কি বা উপদেশ দিয়া পিতা তোমাদের
গিয়াছেন কুরুদেশ পরিত্যাগকালে?

১২৫. শুনি তোমাদের মুখে উপদেশ মম
আদরে বলেন যদি কুরুনরপতি,
মোর সঙ্গে একাসনে হও সমাসীন—
তোমরা সকলে এবে, এই রাজকুলে
কে আছে সম্মানযোগ্য তোমাদের মত?—
বলিবে তোমরা তবে কৃতাঞ্জলীপুটে
‘দিবেন না, দেব, এই আজ্ঞা অনুচিত;
কুলধর্ম্ম আমাদের নয় ইহা, প্রভো!
হীনজাতি শৃগাল কি করিবে গ্রহণ
মহাবল ব্যাঘ্ররাজসহ একাসন?”

১। বিদুরকেই ‘ধর্ম্মপাল’ বলা হইয়াছে।

২। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে রাজার নাম ছিল ধনঞ্জয়। কাজেই ‘জনসন্ধ’ শব্দটীকে বিশেষণ-স্থানীয় অরিয়া টীকাকার বলিয়াছেন, “মিত্তবন্ধনেন মিত্তনস্স সন্ধানকারো।” ফলিতা জনসন্ধ ও জনপ্রিয় প্রায় এক।

লক্ষণখণ্ড সমাপ্ত।

(৬)

বিদুরের এই কথা শুনিয়া তাঁহার পুত্রকন্যা-জ্ঞাতিমিত্রগণ কেহই ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং মহাসত্ত্ব তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিলেন।

জ্ঞাতিগণ উপস্থিত হইয়া নীরব রহিলেন দেখিয়া বিদুর বলিলেন, "বৎসগণ, কোন দুশ্চিন্তা করিও না। যাহা জন্মিয়াছে (সংস্কার মাত্রই) অনিত্য; সম্পত্তি বিপত্তিতেই পর্য্যবসিত হয়। আমি তোমাদিগকে রাজপরিচর্য্যা সম্বন্ধে কয়েকটী উপদেশ দিতেছি; এ গুলি পালন করিলে লোকে সম্পত্তি লাভ করিতে পারে। তোমরা একাগ্রচিত্তে এই উপদেশগুলি শবণ কর।" অনন্তর তিনি বুদ্ধলীলায় রাজপরিচর্য্যা-সংক্রান্ত উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১২৬. মনে ও সঙ্কল্পে কভু কপটতা কিছু
ছিল না ক বিদুরের। আরম্ভিলা তিনি
মিত্রামিত্রজ্ঞাতিগণে দিতে উপদেশ :

১২৭. "এস বৎসগণ; হেথা উপবিস্থ হয়ে
রাজপরিচর্য্যাধর্ম্ম শুন মোর ঠাঁই;
রাজকূল সেবে যারা, কি নিয়মে চলি
সম্মার্নাহ হয় তারা, বলিতেছি আমি।

১২৮. অপ্রকৃট গুণ যার, শৌর্য্য যার নাই,
প্রমত্ত ও বুদ্ধিহীন—ঈদৃশ লোকের
সম্মান না ঘটে ভাগ্যে সেবি রাজকুল।

১২৯. সেবকের শীল, প্রজ্ঞা, শৌর্য্য যবে রাজা
পারেন জানিতে, তিনি বিশ্বাস স্থাপন
করিনে চরিত্রে তার; নিগূঢ় মন্ত্রণা
না রাখেন গুপ্ত আর নিকটে তাহার।

১৩০. যেমন সুধৃত হ'লে তুলাদণ্ড কভু
না হেলিয়া কোন দিকে থাকে সমভাবে,
তেমতি আজ্ঞপ্ত কর্ম্ম সম্পাদনে যেজন
অকম্পিত মনে, ভালমন্দ না বিচারি,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৩১. যেমন সুধৃত হ'লে তুলাদণ্ড কভু
না হেলিয়া কোন দিকে থাকে সমভাবে,

তেমতি যে করে সর্ব্বরাজকৃত্য সদা
অকম্পিত মনে, ভালমন্দ না বিচারি,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৩২. কিবা দিন, কিবা রাত্রি, যখনই কেন
রাজকার্য্যসম্পাদনে হইলে আদিষ্ট,
নির্ভয়ে সম্পাদে তাহা যে পণ্ডিত জন
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৩৩. কিবা দিন, কিবা রাত্রি, যখনই কেন
রাজকার্য্যসম্পাদনে হঞিল আদি',
সুসম্পন্ন করে তাহা যে পণ্ডিত জন,
সেই যেন হয় রাজকুলে সেবক।

১৩৪. রাজব্যবহারতরে সুনির্ম্মিত পথ,
রাজার নিমিত্ত যাহা হয়েছে সজ্জিত,—
সে পথে, চলিতে আজ্ঞা দেন যদি তিনি,
তথাপি তাহাতে নাহি চলে যেই জন,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৩৫. কাম্যবস্তু ভুঞ্জে না যে রাজার মতন,
রাজা হ'তে হীনতর ভাবে চলে সদা
সর্ব্ববিধ ভোগসুখে যে পণ্ডিত জন,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৩৬. বস্ত্রমাল্যবিলেপন রাজার মতন
ব্যবহার করা কভু নয় নিরাপদ
বেশভূষা, স্বরভঙ্গী, এ সকল(ও) যেন
হয় না রাজার মত ভৃত্যের কখন।
হবে অন্যবিধ তার বস্ত্র আভরণ।
এমন সতর্ক চলিতে যে পারে,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৩৭. ভার্য্যাগণে পরিবৃত ভূপতি যখন
অমাত্যদিগের সঙ্গে হন ক্রীড়ারত,
যে অমাত্য বুদ্ধিমান, কোন রূপে যেন
না করেন তিনি রাজ্ঞীদিগের সম্বন্ধে
প্রকাশ মনের ভাব বাক্য বা ইঙ্গিতে।

১৩৮. অনুদ্ধত, অচপল, বিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়,
স্থিরচেতা, প্রণিধানসম্পন্ন যেজন,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৩৯. না হবে ক্রীড়ায় রত রাজপত্নী সহ,
গোপনে তাঁদের সঙ্গে করিবে না কথা।
রাজকোষ হ'তে ধন লবে না কখন,—
এসব নিয়ম পালি চলে যেই জন,
সেই যেন হয় রাজকুলে সেবক।

১৪০. অতিনিদ্রাপরায়ণ যে জন না হয়,
মত্ততার হেতু সুরা না করে যে পান,
রাজার রক্ষিত বনে মৃগরা না করে
সেই যেন হয় রাজকুলে সেবক।

১৪১. আমি রাজপ্রিয় ভৃত্য এই গর্ব্ববশে
রাজার পল্যঙ্ক, পীঠ, কোচ্ছ[১] নাগ, রথ,
যে না করে ব্যবহার নিজে কদাচন,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৪২. অতিদূরে কিংবা অতি নিকটে রাজার
বুদ্ধিমান অবস্থান করে না কখন।
থাকে সে সম্মুখে তাঁর হেন কোন স্থানে
সেখানে সকল কথা শুনিতে সে পায়।

১৪৩. দুর্জ্জেয়চরিত রাজা, যে সে লোক নন,
তুল্য তাঁর অন্য কেহ না পারে হইতে,
যবশূক প্রবেশিলে চক্ষুতে যেমন,
তখন(ই) দারুণ ব্যথা করে উৎপাদন,
সামান্য কারণে তথা হয় অকস্মাৎ
রাজার ভৃত্যের প্রতি ক্রোধ প্রজ্বলিত।

১৪৪. নিয়ত সন্ধিগ্ধচিত্ত নরপতিগণ;
না করে পুরুষস্বরে উত্তর প্রদান
রাজাকে মেধাবী, প্রাজ্ঞ কভু সে কারণ,
ভাবি মনে, 'রাজা মোরে করেন সম্মান।'

---

[১]। 'কোচ্ছ' সম্বন্ধে ৫ম খণ্ডের ২৩৩ম পাদটীকা দ্রষ্টব্য। তুং- ইংরেজী Couch

১৪৫. সুযোগ পাইলে তাহা করিবে গ্রহণ;
রাজকুলে বিশ্বাস না করিবে কখন।
রাজকোপ অগ্নিসম, অপ্রমত্তভাবে
তাহা হ'তে আত্মরক্ষা করে যেই জন,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৪৬. নিজের পুত্রকে কিংবা ভ্রাতাকে যখন
তুষিতে চাহেন রাজা করি কিছু দান,—
গ্রাম বা নিগম কোন, অথবা প্রভুত্ব
পৌর জনপদ কোন শ্রেণীর উপর,
রহিবে নীরব প্রাজ্ঞ অমাত্য তখন;
না বলিবে তাঁহাদের দোষ কিংবা গুণ।

১৪৭. গজসাদী, অনীকস্থ[১], রথী, পদাতিক—
এদের কাহার(ও) শুনি বীরত্বের কথা,
বেতন করিতে বৃদ্ধি চান যদি রাজা,
যে বিজ্ঞ তাহাতে কোন বাধা নাহি দেয়,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৪৮. চাপবৎ কৃশোদর,[২] বংশের মতন
সহজে নমনশীল কার'(ও) প্রতিকূল
হয় না কখন যেই বুদ্ধিমান নর,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৪৯. চাপবৎ কৃশোদর, মৎস্যের মতন
জিহ্বাহীন, প্রাজ্ঞ, শূর, মিতাহার যেই,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৫০. অত্যধিক স্ত্রী সংসর্গে হয় তেজঃ ক্ষয়,
কাস, শ্বাস, দুর্ব্বলতা, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা,
বুদ্ধির বিলোপ আর। এসব কুফল
দেখি স্ত্রীসংসর্গে সদা হবে মিতাচার।

১৫১. ওজন না করি কোন কথা বলা দোষ,
নিতান্ত নীরব থাকা,—তা'ও ভাল নয়।

---

[১]। দেহরক্ষী body guard

[২]। বেশী নোওয়াইয়া রাখিলে ধনুকের জোর থাকে না। এজন্য, যখন ব্যবহার না করা হয় তখন লোকে ছিলা শিথিল করিয়া রাখে।

উপযুক্ত অবসর পাইবে যখন,
সংক্ষেপে ও মিতভাষে বক্তব্য তোমার
নিবেদিবে সবিনয়ে রাজার গোচর।

১৫২. ক্রোধহীন, সত্যবাদী, মধুরচরিত,
কলহবিমুখ,—পরনিন্দা নাই মুখে
কদাচ অসার কথা বলে না যেজন,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৫৩. সদাচার, সুশিক্ষিত, দান্ত, সুসংযত,
গূঢ়েন্দ্রিয়,[১] যশোলাভে সদা উদাসীন,
অপ্রমত্ত, অভিমান শূন্য, দক্ষ, শুচি—
একাধারে এতগুণ থাকিবে যাহার
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৫৪. বয়োবৃদ্ধদের কাছে সর্ব্বদা বিনিত,
আজ্ঞাবহ, শ্রদ্ধাবান, স্নেহপরায়ণ,
আচার্য্যশুশ্রূষু সদা প্রফুল্ল অন্তরে,—
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৫৫. পররাজ্য হতে তব রাজার সকাশে
আসে যদি চর কোন নিকটে তাহার
যেওনা কখন তুমি, প্রভু যিনি তব
নিজেই কল্যাণ তব করিবেন ভাবি,
যেওনা লইতে অন্য রাজার শরণ।

১৫৬. শীলবান, সুপণ্ডিত শ্রমণব্রাহ্মণে
ভক্তিভরে বার বার সেবে যেই নর,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৫৭. শীলবান, পণ্ডিত শ্রমণ ব্রাহ্মণের
ভক্তিভরে আজ্ঞা যেই করয় পালন
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৫৮. শীলবান, সুপণ্ডিত শ্রমণব্রাহ্মণে
অন্নপান দিয়া তুষ্ট করে যেই জন,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

---

[১]। আমি 'যতত্তো' এই পাঠ গ্রহণ করিলাম (যত অর্থাৎ সংযত আত্মা যাহার)

১৬৯. আত্মহিত তরে প্রাজ্ঞ, সাধু, শীলবান
শ্রমণব্রাহ্মণগণসংসর্গে সতত
থাকিয়া তাঁদের সেবা কর সযতনে।

১৬০. শ্রমণব্রাহ্মণে যাহা করিয়াছ দান,
কদাপি ক'রো না তুমি তার প্রত্যাহার।
দানকালে ভিক্ষার্থীকে দেখি উপস্থিত
ক'রো না কখন(ও) গৃহ হ'তে বিতাড়িত।

১৬১. পুণ্যাত্মা সুবুদ্ধি, নানাবিধবিধিবিৎ,
কালাকালজ্ঞানবান হয় যেই নর,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৬২. কর্ত্তব্যে উদ্যোগী, অপ্রমত্ত, বিচক্ষণ—
যাহার যে কার্য্য, তারে সুশৃঙ্খলরূপে
অর্পণ সে কর্ম্মভার করিতে যে পারে,
নিজের(ও) কর্ত্তব্যে যেই নিয়ত উদ্যোগী,
শ্রমশীল, আলস্যবিহীন যেই জন,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৬৩. খল, বাটী, গৃহ, পশু, ক্ষেত্র পুনঃ পুনঃ
নিজে গিয়া পরীক্ষা করিবে সুধীজন।
মাপিয়া রাখিবে শস্য ভাণ্ডারে তুলিয়া
মাপিয়া করিতে পাক দিবে প্রতিদিন।

১৬৪. পুত্র কিংবা ভ্রাতা যদি শীল ভ্রষ্ট হয়,
আধিপত্য গৃহে তারে দিবে না কখন।
এমন দুঃশীলসহ অঙ্গ-অঙ্গিভাব
নাই তব; ভাব যেন হয়েছে সে প্রেত।
আসে যদি নিকটে সে, করিবে ব্যবস্থা
গ্রাসআচ্ছাদন মাত্র করিতে প্রদান[১]

১৬৫. দাস কিংবা কর্ম্মকর[২]—সেও যদি হয়
উদ্যোগসম্পন্ন, দক্ষ, সচ্চরিত্র আর,
বরঞ্চ তাহার(ই) হাতে কর্ত্তৃত্ব সমর্পি

---

[১]। দুশ্চরিত্র লোকে গৃহে কর্ত্তৃত্ব করিলে সর্ব্বনাশ ঘটে; গৃহস্থের পক্ষে রাজসেবা অসাধ্য হয়।

[২]। কর্ম্মকর=বর্ত্তনভুক্ ভৃত্য, 'জন'। ইহারা স্বাধীন—কাহারও দাস নহে।

হবে নিজে নিরুদ্বেগ বিজ্ঞ গৃহপতি।

১৬৬. শীলবান, ক্রোধহীন, রাজ-অনুরক্ত—
রাজার সদনে সদা করি অবস্থিতি
রাজহিত পরায়ণ হয় যেই জন,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৬৭. জানিবে বিশিষ্টরূপে ইচ্ছা কি রাজার
যোগাইবে মন তাঁর সদা সাবধানে,
রাজার প্রতীপ গামী হবে না কখন,—
তবেই করিতে পারে রাজকুল সেবা।

১৬৮. করিবে রাজার অঙ্গ নিজে সংবাহন,
করাইবে স্নান তাঁরে আনত নয়নে[১]
যদি তিনি কোপবশে করেন প্রহার,
তথাপি না হবে ক্রুদ্ধ,—এই সব গুণে
হ'তে পারে লোকে রাজকুলের সেবক।

১৬৯. মঙ্গল কামনা করি কৃতাঞ্জলিপুটে
জলপূর্ণ কুম্ভে লোকে করে নমস্কার,
দেখিলে বায়স তারে করে প্রদক্ষিণ।
যিনি সর্ব্বকাম্যদাতা, ধীর, নরবর,
পূজার্হ সহস্রগুণে তিনি সবাকার।[২]

১৭০. শয্যা, বস্ত্র, বাসগৃহ, যানবাহনাদি
তিনি করেন দান; বর যেন তিনি
সকল ভোগের বস্তু ভৃত্যগণোপরি,
বরষে পর্জ্জন্য যথা বারি ধরাতলে।

১৭১. বলিলাম, বৎসগণ, কিরূপে করিবে
রাজপরিচর্য্যা লোকে। এসব নিয়ম
সাবধানে পালি যেই করে রাজসেবা,
হইবে প্রভুর সে সম্মানভাজন।"

অদ্বিতীয় ধৃতিমান বিদুর এইরূপে বুদ্ধলীলায় রাজপরিচর্য্যা সম্বন্ধে উপদেশ

---

[১]। কেন না রাজার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করা অবিধেয়।

[২]। অর্থাৎ লোকে যখন মঙ্গলকামনায় জলপূর্ণ ঘটকে প্রণাম করে এবং বায়সকে প্রদক্ষিণ করে, তখন রাজাকে ইহা অপেক্ষাও ভক্তিশ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য, কারণ রাজা ইচ্ছা করিলেই সেবকের মঙ্গল সাধন করিতে পারেন।

দিলেন।

রাজপরিচর্য্যাখণ্ড সমাপ্ত।

(৭)

স্ত্রীপুত্র-সুহৃদগণকে এইরূপে উপদেশ দিতে দিতে তিন দিন অতিবাহিত হইল। নির্দ্দিষ্টকাল পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া বিদুর চতুর্থ দিনে প্রাতঃকালে নানারূপ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত ভক্ষ্যভোজ্য আহার করিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎকারপূর্ব্বক মাণবকের সঙ্গে প্রস্থান করিবেন এই অভিপ্রায়ে, জ্ঞাতিগণের সহিত রাজভবনে গমন করিলেন এবং রাজাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একপার্শ্বে অবস্থিত হইয়া, নিজের যাহা বক্তব্য তাহা বলিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১৭২. এইরূপে উপদেশ দিয়া জ্ঞাতিগণে
সুবিজ্ঞ বিদুরগেলা রাজার ভবনে।
শত শত জ্ঞাতি-মিত্র সঙ্গে গেল তাঁর;
হৃদয়ে তাদের আজ মহাদুঃখভার।

১৭৩. প্রণমি রাজার পদে, করি প্রদক্ষিণ
কৃতাঞ্জলিপুটে বলে বিদুর প্রবীণ,

১৭৪. 'মানবক এবে মোর লইয়া যাইবে,
নিজের ইচ্ছানুরূপ কর্ম্মে নিয়োজিবে।
স্বজনহিতার্থ কিছু করি নিবেদন;
দয়া করি, অরন্দিম, করহ শ্রবণ;—

১৭৫. রহিল পুত্ররা ঘরে, আর বহুধন,
করো, ভূপ, সকলের রক্ষণাবেক্ষণ,
যেন শেষে, যবে আমি করিব প্রস্থান
আমার আত্মীয়গণ দুঃখ নাহি পান।

১৭৬. যে মাটিতে পড়ে লোক, উঠে ধরি তাই;
করিয়াছি দোষ বটে, কিন্তু এবে চাই
তোমার(ই) সাহায্য; স্মরি মম দোষ, ভূপ,
মম দারপত্যপ্রতি হ'য়ো না বিরূপ।[১]

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, 'পণ্ডিতবর, আপনি যে চলিয়া যাইবেন, ইহা

---

[১]। আমি আপনার মনের ভাবের দিকে দৃকপাত না করিয়া, "আমি দাস" এই কথা বলিয়া আপনার নিকট অপরাধী হইয়াছি বটে; কিন্তু এখন আমার স্ত্রীপুত্রদিগের হিতের জন্য আপনার সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি।

আমার ভাল লাগিতেছে না। আপনি যাবেন না। আমি কৌশলে মাণবককে এখানে ডাকাইয়া আনিব। তখন তাহাকে বধ করিয়া সমস্ত ব্যাপার চাপা দিয়া রাখিব। আমার নিকট ইহাই উত্তম উপায় বলিয়া বোধ হয়।

১৭৭. সঙ্কল্প আমার এই : "দিব না ক কোন মতে যাইতে তোমারে;
ডাকি আনি কাত্যায়নে করিব এখন (ই) তার প্রাণান্ত প্রহারে।
অদ্বিতীয় মহাপ্রাজ্ঞ তুমি, হে পণ্ডিতবর; এই আমি চাই,—
যাবে না অন্যত্র কভু; থাকিবে আমার সঙ্গে তুমি হে সদাই।"

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, "দেব, ভবাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে এরূপ সঙ্কল্প নিতান্ত অযোগ্য।

১৭৮. হয় না ক, ভূপ, যেন ঈদৃশ অধর্ম্মে তব কোন কালে মতি;
ধর্ম্মে, শাস্ত্রবচনার্থে; হে দেব, সুপ্রতিষ্ঠিত থাক নিরবধি।
অনার্য্য, অনর্থকর পাপকর্ম্মে শতধিক, অনুষ্ঠানে যার
দেহ-অবসানে জীব ভীষণ নরকে পড়ি করে হাহাকার।

১৭৯. এই নয় ধর্ম্মসঙ্গত; ঈদৃশ জঘন্য কর্ম্ম অকর্ত্তব্য অতি;
যদিও দণ্ডিতে দাসে প্রহারিতে বা বধিতে পারেন ভূপতি।
উপজে নি তিলমাত্র ক্রোধ, প্রভো, মনে মোর মাণবের প্রতি;
এবে আমি দাস তার; যাইব তাঁহার সঙ্গে; দাও অনুমতি।"

ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব রাজাকে প্রণাম করিলেন এবং রাজন্তঃপুরবাসিনী ও রাজ পুরুষদিগকে উপদেশ দিলেন। তাঁহারা কেহই প্রকৃতিগত ধৈর্য্য রক্ষা করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিলেন। বিদুর রাজভবন হইতে বাহির হইলেন; এদিকে, নগরবাসীরা সকলে শুনিয়াছিল যে তিনি মাণবকের সহিত প্রস্থান করিতেছেন। তাহারা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য রাজাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিল। বিদুর তাহাদিগকে বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই; সংস্কার মাত্রেই অনিত্য; তোমরা অপ্রমত্তভাবে দানাদি সদ্ধর্ম্ম প্রতিপালন কর।" ইহা বলিয়া বিদুর তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিলেন এবং নিজের গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। ঐ সময়ে ধর্ম্মপালকুমার[১] ভ্রাতৃগণসহ পিতার প্রত্যুদ্গমনার্থ বাটীর (বাড়ীর) বাহির হইতেছিলেন। প্রাসাদের দ্বারদেশেই তিনি পিতাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহাসত্ত্ব শোকসংবরণ করিতে অসমর্থ হইলেন; তিনি পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

---

[১]। বিদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র।

১৮০. প্রাণাধিক জ্যেষ্ঠপুত্রে করি আলিঙ্গন,
হৃদয়নিহিত ব্যথা করি সংবরণ,
অশ্রুপূর্ণনেত্রে সেই পণ্ডিত প্রবর
প্রবেশিলা নিজের প্রাসদে অতঃপর।]

বিদুরের গৃহে তাঁহার এক সহস্র পুত্র, এক সহস্র কন্যা, এক সহস্র ভ্যার্য্যা এবং সপ্তশত গণিকা ছিল। ইহারা এবং দাস-কর্ম্মকর ও জ্ঞাতিমিত্র প্রভৃতি সকলেই শোকবেগে ভূম্যবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল—সমস্ত প্রাসাদ প্রলয়বাতোন্মূলিত শালবৃক্ষাকীর্ণ অরণ্যের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হইল।

[এই ঘটনা বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১৮১. ভীমপ্রভঞ্জনবেগে প্রমথিত, প্রমর্দ্দিত, উৎপাটিত শালের মতন
ভূতলে লুণ্ঠিত হয় বিদুরের গৃহে তাঁর দারাপত্য-আত্মীয়স্বজন।

১৮২. সহস্র বনিতা তাঁর, সপ্তশত দাসী আর—ছিল যারা বিদুরের ঘরে,
"হায়, কি হইল।" বলি সকলেই
বাহু তুলি কান্দিতে লাগিল উচ্চৈঃস্বরে।

১৮৩. অন্তঃপুরচারিণীরা, কুমার, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ছিল যত বিদুরের ঘরে,
"হায়, কি হইল।" বলি সকলেই
বাহু তুলি কান্দিতে লাগিল উচ্চৈঃস্বরে।

১৮৪. গজারোহ, দেহরক্ষী, রথী আর পদাতিক ছিল যত বিদুরের ঘরে,
"হায়, কি হইল।" বলি সকলেই
বাহু তুলি কান্দিতে লাগিল উচ্চৈঃস্বরে।

১৮৫. পৌরজানপদগণ শুনি এই দুঃসংবাদ গিয়া সবে বিদুরের ঘরে,
"হায়, কি হইল।" বলি সকলেই
বাহু তুলি কান্দিতে লাগিল উচ্চৈঃস্বরে।

১৮৬. সহস্র বনিতা তাঁর, সপ্তদশ দাসী আর ছিল বিদুরের নিকেতনে;
বাহু তুলি কান্দি বলে, "আমা সবে
পরিত্যাগ করিতেছ, প্রভু, কি কারণে?"

১৮৭. অন্তঃপুরচারিণীরা, কুমার, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ছিল যত বিদুরের ঘরে,
বাহু তুলি কান্দি বলে,
"আমা সবে পরিত্যাগ করিতেছ, প্রভু, কি কারণে?"

১৮৮. গজারোহ, দেহরক্ষী, রথী পদাতিক যত ছিল বিদুরের নিকেতনে,
বাহু তুলি কান্দি বলে,
"আমা সবে পরিত্যাগ করিতেছ, প্রভু, কি কারণে?"

১৮৯. পৌরজানপদগণ শুনি এ অশুভবার্ত্তা গিয়া বিদুরের নিকেতনে,

বাহু তুলি কান্দি বলে,

"আমা সবে পরিত্যাগ করিতেছ, প্রভু, কি কারণে?"

মহাসত্ত্ব এই মহাজনসঙ্ঘের সকলকে আশ্বাস দিলেন, নিজের অবশিষ্ট কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিলেন, অন্তঃপুরস্থ সকলকে উপদেশ দিলেন, যাহা যাহা বলিবার উপযুক্ত সমস্ত বলিলেন এবং অবশেষে পূর্ণকের নিকটে গিয়া জানাইলেন, তাঁহার যে যে কার্য্য করিবার সঙ্কল্প ছিল, সমস্তই সম্পন্ন হইয়াছে।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১৯০-১৯১. গৃহকৃত্য সমুদায় করি সম্পাদন,
স্ত্রীপুত্রবান্ধবামাত্য আত্মীয়স্বজন—
সবাকেই যথাযোগ্য দিয়া উপদেশ,
অন্যান্য কর্ত্তব্য সব করিয়া নির্দ্দেশ,
আছে কি কি ধন গৃহে, কোথা গুপ্তধন
রয়েছে নিহিত, তাহা করি প্রদর্শন,
দেয় প্রাপ্য সমস্তই বুঝাইয়া দিয়া।
বলিলা বিদুর তবে পূর্ণকে ডাকিয়া,

১৯২. "রহিয়াছ মমাগারে তিন দিন, কাত্যায়ন;
করিয়াছি গৃহকৃত্য সমস্তই সম্পাদন;
উপদেশ বিধিমত দিয়াছি স্ত্রীপুত্রগণে;
এখন করিব আমি, যাহা ইচ্ছা তব মনে।

পূর্ণক বলিলেন :

১৯৩. দিয়া যদি থাক, হে অমাত্যবর, দারাপত্য আর অনুজীবিগণে
উপদেশ তুমি প্রয়োজন মত, বিলম্ব না আর করিও গমনে।
অতি দীর্ঘ পথ সম্মুখে মোদের হইবে যাইতে করি অতিক্রম;
যাত্রা এবে তাই, করহ সত্বর; কালক্ষেপ আর হয় কি কারণ?

১৯৪. এই অশ্বপুচ্ছ ধরি দুই হাতে নির্ভয়ে যাইতে হবে মোর সাথে।
তোমার, পণ্ডিত, জীবলোকে সনে এই শেষ দেখা, জেনে রাখ মনে।

মহাসত্ত্ব বলিলেন :

১৯৫. কায়মনোবাক্য আমি দুষ্কার্য্য কখন(ও) কিছু করি নি এমন,
যে জন্য দুর্গতি পাব; কি কারণ হবে তবে ভীত মোর মন?

মহাসত্ত্ব এইরূপ সিংহনাদ করিলেন, এবং অধিষ্ঠান-পারমিতা[১] আশ্রয় করিয়া দৃঢ়রূপে শাঁক পরিধানপূর্ব্বক নির্ভীক সিংহের ন্যায় বলিলেন, "এই শাঁক যেন

[১]। দশ পারমিতার অন্যতম। অধিষ্ঠান=দৃঢ়সঙ্কল্প।

আমি ইচ্ছা না করিলে খুলিয়া না যায়। অনন্তর তিনি অশ্বের পুচ্ছলোমগুলি দুই ভাগ করিয়া দুই হাতে ধরিলেন, পদদ্বয় দ্বারা অশ্বের উরুদ্বয়েচাপ দিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বলিলেন, "মাণবক, আমি অশ্বের পুচ্ছ ধরিয়াছি। তুমি ইচ্ছামত গমন করিতে পার।" পূর্ণক তখনই সেই মনোময় অশ্বকে সঙ্কেত করিলেন; সে পণ্ডিতকে লইয়া উল্লম্ফনপূর্ব্বক আকাশে উত্থিত হইল।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১৯৬. বিদুরের বহন করি সেই অশ্বরাজ
ছুটিল্‌া আকাশপথে; না লাগে আগাত
বিদুরের গায়ে কোন বৃক্ষ বা শৈলের।
'কালাগিরি' শৈলে গিয়া হল উপস্থিত।]

পূর্ণক মহাসত্ত্বকে লইয়া এইরূপে প্রস্থান করিলে, তাঁহার পুত্র প্রভৃতি সকলে, পূর্ণক যে গৃহে বাস করিয়াছিলেন সেখানে ছুটিয়া গেলেন, এবং সেখানে মহাসত্ত্বকে দেখিতে না পাইয়া ছিন্নপাদবৎ ভূতলে পড়িয়া ইতস্ততঃ অবলুণ্ঠিত হইতে হইতে উচ্চৈঃস্বরে পরিদেবন করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১৯৭. সহস্র বিদুরভার্য্যা, সপ্তশত দাসী
আর বাহু তুলি কান্দি বলে, "হায়
ব্রাহ্মণের বেশ ধরি, না জানি কি
কু উদ্দেশ্যে বিদুরকে যক্ষে লয়ে যায়!"

১৯৮. অন্তঃপুরবাসিনীরা, কুমার, ব্রাহ্মণ,
বৈশ্য, বাহু তুলি সবে কান্দে, "হায়
ব্রাহ্মণের বেশ ধরি, না জানি কি
কু উদ্দেশ্যে বিদুরকে যক্ষে লয়ে যায়!"

১৯৯. গজারোহ, অশ্বসাদী, রথী, পদাতিক,
সবে বাহু তুলি কান্দি বলে, "হায়,
ব্রাহ্মণের বেশ ধরি, না জানি কি
কু উদ্দেশ্যে বিদুরকে যক্ষে লয়ে যায়!"

২০০. পৌরজানপদগণ সমবেত হয়ে সবে
বাহু তুলি কান্দি বলে, "হায়
ব্রাহ্মণের বেশ ধরি, না জানি কি
কু উদ্দেশ্যে বিদুরকে যক্ষে লয়ে যায়।"

২০১. সহস্র বিদুরভার্য্যা, সপ্তশত দাসী তাঁর,
বাহু তুলি করয় ক্রন্দন;

বলে সবে, "হায়, হায়, বিদুর পণ্ডিতবর,
করিলেন কোথায় গমন?"

২০২. অন্তঃপুরবাসিনীরা, কুমার, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য,
বাহু তুলি করয় ক্রন্দন,
বলে সবে, "হায়, হায়, বিদুর পণ্ডিতবর,
করিলেন কোথায় গমন"

২০৩. গজারোহ, অশ্বসাদী, রথী, পদাতিক, সবে
বাহু তুলি কান্দি করয় ক্রন্দন;
বলে সবে "হায়, হায়, বিদুর পণ্ডিতবর,
করিলেন কোথায় গমন?"

২০৪. পৌরজানপদগণ সমবেত হয়ে সবে
বাহু তুলি কান্দি বরে, 'হায়'
বলে সবে "হায়, হায়, বিদুর পণ্ডিতবর,
করিলেন কোথায় গমন?'

লোকে মহাসত্ত্বকে আকাশপথে যাইতে দেখিয়া ও অনেকে লোকমুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া, উক্তরূপে ক্রন্দন করিল এবং সমস্ত নগরবাসীদিগের সহিত মিলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে রাজদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের মহাবিলাপ শুনিয়া রাজা বাতায়ন খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা পরিদেবন করিতেছ কেন?" সমবেত রোকেরা বলিল, "মহারাজ, সে লোকটা না কি ব্রাহ্মণ নয়; সে যক্ষ; ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়া পণ্ডিতকে লইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত না থাকিলে আমাদের জীবন বৃথা। যদি আজ হইতে সাতদিনের মধ্যে তিনি না ফিরেন, তবে আমরা শত শকট, সহস্র কাষ্ঠ আহরণ করিয়া সকলেই অগ্নিতে প্রবেশ করিব।

২০৫. সপ্তাহের মধ্যে না ফিরিলে তিনি অনলে প্রবেশি সবে
মরিব আমরা; এ জীবনভার বহিয়া কি লাভ হবে?"

তাহার কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "বিদুর মধুরভাষী; তিনি মাণবককে ধর্ম্মকথা শুনাইয়া এমন মুগ্ধ করিবেন যে, সে তাঁহার পাদমূলে পতিত হইবে; তিনিও অচিরে প্রত্যাগমন করিয়া তোমাদিগকে আহ্লাদিত করিবেন—তোমাদের অশ্রুপ্লাবিত মুখে আবার হাস্য দেখা দিবে। তোমরা শোক পরিহার কর।

২০৬. সুপণ্ডিত, সূক্ষ্মদর্শী, অর্থানর্থপ্রদর্শক, প্রত্যুৎপন্নমতি;
করিও না ভয় কোন; ফিরিলেন শীঘ্র তিনি লভিয়া মুকতি।'

এদিকে পূর্ণক মহাসত্ত্বকে কালাগিরিব শিখরোপরি স্থাপিত করিয়া ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি জীবিত থাকিলে আমার উন্নতির সম্ভাবনা নাই। অতএব ইহাকে বধ

করা যাউক। ইহার হৃৎপিণ্ড লইয়া নাগলোকে গিয়া তাহা বিমলাকে দিব এবং ইরন্দতীকে পাইয়া দেবলোকে যাইব।'

[এই বৃত্তন্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

২০৭. গিয়া সেথা পূর্ণক ভাবিলা মনে মনে
থাকে না চিত্তের ভাব এক সর্ব্বক্ষণে।
এই ভাল, এই মন্দ ভাব নানাবিধ
হইতেছে অবিকরত অন্তরে উত্থিত।
হইয়াছে ইচ্ছা মোর ইহাকে বধিতে,
কি হেতু বিলম্ব আর সে ইচ্ছা সাধিতে?
ইহার জীবনে মোর নাই প্রয়োজন,
বধিয়া হৃৎপিণ্ড এর করিব গ্রহণ।]

ইহার পর পূর্ণক চিন্তা করিলেন, 'ইহাকে স্বহস্তে না মারিয়া ভীষণ রূপ দেখাইয়া মারা যাউক।' এই উদ্দেশ্যে তিনি ভয়ঙ্কর রাক্ষসের বেশ ধরিয়া বিদুরের নিকটে গেলেন, তাঁহাকে ভূতলে পাতিত করিয়া এবং মুখে পূরিয়া এমন ভাব দেখাইলেন, যেন তাঁহাকে গ্রাস করিলেন। কিন্তু ইহাতে মহাসত্ত্বের রোমাঞ্চনও হইল না। অনন্তর পূর্ণক একবার সিংহরূপে, একবার মহামত্তহস্তীরূপে গিয়া দেখাইলেন, যেন মহাসত্ত্বকে তীক্ষ্ণ দন্তদংশনে বা দন্তাঘাতে বিদীর্ণ করিবেন; কিন্তু ইহাতেও মহাসত্ত্ব ভয় পাইলেন না। তখন পূর্ণক একটা দ্রোণাকার নৌকার মত বৃহৎ সর্পের রূপ ধারণ করিয়া ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে তাঁহার দেহবেষ্টনপূর্ব্বক নিপীড়ন করিতে লাগিলেন এবং তাহার মস্তকের উপর ফণা বিস্তার করিয়া রহিলেন। কিন্তু মহাসত্ত্ব ভয়ের কোন চিহ্ন দেখাইলেন না। এইরূপে অকৃতকার্য্য হইয়া পূর্ণক ভাবিলেন, 'ইহাকে পর্ব্বতমস্তকে রাখিয়া সেখান হইতে ফেলিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করা যাউক।' অমনি তিনি ভয়ঙ্কর বায়ূ-প্রবাহ উৎপাদন করিলেন; কিন্তু তাহাতেও মহাসত্ত্বের কেশাগ্রও কম্পিত হইল না। তখন পূর্ণক মহাসত্ত্বকে পর্ব্বতের শিখরোপরি রাখিয়া, হস্তী যেমন খর্জ্জুর বৃক্ষ সঞ্চালন করে, সেইরূপে পর্ব্বতটা সঞ্চালন করিতে লাগিলেন; কিন্তু ইহাতেও মহাসত্ত্ব যেখানে ছিলেন, সেখান হইতে কেশাগ্র প্রমাণ বিচলিত হইলেন না। ইহার পর পূর্ণক ভাবিলেন, 'মহাশব্দদ্বারা ভয় দেখাইলে ইহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইবে; এই উপায়েই ইহাকে বধ করিব।' এই উদ্দেশ্যে তিনি পর্ব্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া এমন ভয়ঙ্কর নিনাদ করিলেন যে, তাহাতে পৃথিবী ও আকাশ যুগপৎ নিনাদিত হইল; কিন্তু এই ভীষণ শব্দেও মহাসত্ত্বের অনুমাত্র ত্রাস জন্মিল না, কারণ তিনি জানিতেন, যে ব্যক্তি যক্ষ, সিংহ, হস্তী ও নাগরাজের বেশে আসিয়াছিল, মহাবাত ও মহাবৃষ্টি ঘটাইয়াছিল এবং

পৰ্ব্বতাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক ভীমনাদ করিতেছিল, সেই মাণবক ভিন্ন আর কেহ নয়। বার বার অকৃতকার্য্য হইয়া পূর্ণক বুঝিলেন যে, কোন বাহ্য উপায় প্রয়োগ করিয়া তিনি বিদুরকে বধ করিতে পারিবেন না; স্বহস্তেই তাঁহার নিধন সাধন করিতে হইবে। এই জন্য তিনি মহাসত্ত্বকে পৰ্ব্বতমস্তকে স্থাপন করিয়া নিজে পৰ্ব্বতপাদে গমন করিলেন, মণির ছিদ্র দিয়া যেমন পাণ্ডুসূত্র প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপে (অবলীলাক্রমে) পৰ্ব্বতের ভিতর দিয়া মহানিনাদ করিতে করিতে উত্থিত হইয়া মহাসত্ত্বকে দৃঢ়রূপে ধরিলেন, এবং তাঁহাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে অধঃশিরে নিরালম্ব আকাশে নিক্ষেপ করিলেন। উক্ত ঘটনা এইরূপে বিবৃত হইয়া থাকে :

২০৮. পূর্ণক প্রদুষ্টচিত্ত পৰ্ব্বতের পাদে গিয়া
পুনরপি উঠিলেন পৰ্ব্বতের মধ্য দিয়া।
আছিল প্রপাত এক সেথা অতি ভয়ঙ্কর;
ঊর্ধ্ব হতে তলদেশে না হ'ত দৃষ্টিগোচর;
সে প্রপাতে বিদুরকে ধরিলেন পুনর্ব্বার,
প্রহারে শিখরোপরি চুর্ণিতে মস্তক তাঁর[১]।

২০৯. দুর্গম, নরকবৎ সে প্রপাত ভয়ঙ্কর
দেখিলে শিহরি দেহ কাঁপে ভয়ে থর থর।
কুরুর অমাত্যবর[২] তথাপি নির্ভয়মনে

---

[১]। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে যক্ষ বিদুরকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই গাথায় দেখা যায়, তাঁহাকে নিক্ষেপার্থ প্রপাতের ধারে অধঃশিরে ধরিয়াছিলেন মাত্র। পরস্পরবিরোধী এই উক্তিদ্বয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য টীকাকার বলেন, যক্ষ বিদুরকে তিনবার নিক্ষেপ করিয়াছিলেন—প্রথম বারে বিদুর অধোদিকে পনর যোজন পড়িলে যক্ষ তাঁহাকে হস্তবিস্তারপূর্ব্বক ধরিয়া ফেলেন এবং এতদূর পড়িয়াও তাঁহার মৃত্যু হয় নাই দেখিয়া আরও দুইবার নিক্ষেপ করেন। দ্বিতীয় বারে বিদুর ত্রিশ যোজন এবং তৃতীয় বারে ষাট যোজন পড়িয়াছিলেন এবং প্রতি বারেই তাঁহাকে তুলিয়া যক্ষ দেখিতে পাইয়াছিলেন যে তিনি জীবিত আছেন। বৰ্ত্তমান গাথায় যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন যক্ষ বিদুরকে তৃতীয় বার ধরিয়া আকাশেই অধঃশিরে রাখিয়াছিলেন। বিদুর মনে করিয়াছিলেন, 'যক্ষ এবার আমাকে নিম্নে নিক্ষেপ না করিয়া ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপণ করিবে এবং পৰ্ব্বতমস্তকে আছড়াইয়া আমার মস্তক চুর্ণ করিবে।'

[২]। কত্তুসেট্‌ঠ (কত্তসেট্‌ঠ)। 'কত্তা' শব্দটী পূর্ব্বেও বহুবার পাওয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ 'রাজকৰ্ম্মচারী' সম্ভবতঃ ইহা সংস্কৃত 'ক্ষত্তা' (ক্ষত্তৃ) শব্দের রূপান্তর। 'ক্ষত্তা' দৌবারিক, সারথি প্রভৃতি নানা অর্থে ব্যবহৃত হইত। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রকন্যার গর্ভে এবং শূদ্রের ঔরসে ক্ষত্রিয়কন্যার বা বৈশ্যকন্যার গর্ভে জাত পুরুষকেও ক্ষত্তা বলা যাইত। মহাভারতে বিদুরেরও নামান্তর ক্ষত্তা।

নিজের মনের ভাব বলিলেন কাত্যায়ানে।

২১০. "আর্য্যবংশে ধরি তুমি অনার্য্য আচারে রত।
বাহিরে সংযত, কিন্তু ভিতরে ত অসংযত।
অত্য হিত ক্রূরকর্ম্মে হয়েছে প্রবৃত্ত তাই;
হৃদয়ে কি লেশমাত্র সৎপ্রবৃত্তি তব নাই?

২১১. প্রপাত হইতে মোরে করিতেছ নিক্ষেপণ।
বধিতে আমারে, বল, চাও তুমি কি কারণ?
নয় ত মনুষ্যোচিত তোমার এ ব্যবহার।
কে তুমি, বল ত শুনি, ওহে দেবকুলাঙ্গার?

পূর্ণক বলিলেন :

২১২. শুন নাই কভু কি হে পূর্ণকের নাম,
কুবেরের হন যিনি সচিবপ্রধান?
আমিই পূর্ণক সেই! পরম সুন্দর,
মহাকায়, শুচিব্রত, নাগকুলেশ্বর
মহাবীর্য্য বরুণের নাম(ও) সম্ভবতঃ
হয়েছে কখন(ও) তব শ্রুতিপথগত।

২১৩. কন্যা[১] তাঁর ইরন্দতী সদৃশী পিতার
রূপে আর গুণে; আমি পাণিপ্রার্থী তাঁর।
লভিতে সুমধ্যা, প্রিয়া সে নাগকন্যারে
করিতেছি চেষ্টা আমি বধিতে তোমারে।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'লোকে গূঢ় কারণ বুঝিতে না পারিয়া অনর্থের উৎপাদন করে। এ নাগকন্যার পাণিগ্রহণার্থী; সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আমার মরণের প্রয়োজন কি তাহা তত্ত্বতঃ জানা আবশ্যক।' তিনি বলিলেন,

২১৪. করিও না যক্ষ তুমি মূঢ়বৎ আচরণে।
বিপরীত অর্থ বুঝি নষ্ট হয় বহুজন।
সুমধ্যা প্রিয়ার তব কি ইষ্ট সাধিতে হবে,
বল দেখি বিচারিয়া, আমার বধিবে যবে?

পূর্ণক ইহার উত্তরে বলিলেন :

---

[১]। "তস্‌সানুজং ধীতরতং"।—ইংরাজী অনুবাদক অনুজ্ঞা শব্দের 'সোদরা' অর্থ ধরিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অনুজা = অনুজাতা, অর্থাৎ যে রূপে গুণে জনক (বা জনীনর) অনুরূপা, এই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, ইরন্দতী বরুণের কন্যা; এখানেও "বীতরং" পদ সেই সম্বন্ধই রক্ষা করিতেছে।

২১৫. মহা অনুভাব সেই মহা উরগের
কন্যাপাণিগ্রহণার্থী আমি, সে কারণ
স্বজনস্থানীয় তাঁর হয়েছি, বিদুর।
চাহিনু প্রিয়াকে যবে, পবিত্র প্রণয়
আমার করিয়া লক্ষ্য, বলিলা শ্বশুর :

২১৬. "সুতনু, সুনেত্রা, শুচিস্মিতা ইরন্দতী,
চন্দনানুলিপ্ত তার বপু মনোহর।
পারিব করিতে দান এ হেন রতন
তোমার, যদি, হে যক্ষ, পারহ্ আনিতে
বিদুরের হৃৎপিণ্ড লভি সদুপায়ে।
শুধু এই শুল্কে লভ্যা কুমারী আমার,
চাই না ক অন্য ধন বিনিময়ে তার।"

২১৭. তবেই দেখিলে তুমি, হে অমাত্যবর,
মূঢ় আমি নই; বুঝি নি ক বিপরীতে
এ ব্যাপারে কিছুমাত্র; লব্ধ সদুপায়ে
হৃৎপিণ্ডে তোমার দিলে নাগেশ আমায়
তুষিবেন ইরন্দতী সম্প্রদান করি।

২১৮. এই হেতু বধে তব প্রযত্ন আমার,
তোমার নিধনে এই হবে ইষ্টলাভ।
নরকসদৃশ এই প্রপাত হইতে
ফেলিয়া তোমারে বধ করিব এখনি;
বধি হৃৎপিণ্ড তব করিব গ্রহণ।

পূর্ণকের কথা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমার হৃৎপিণ্ডদ্বারা বিমলার[১] কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না। বরুণ ধর্ম্মকথা শুনিয়া মণি দান করিয়া আমাকে পূজা করিয়াছিলেন। তিনি নিজালয়ে গিয়া বোধ হয় আমার ধর্ম্মকথনবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া থাকিবেন এবং তাহা হইতেই আমার মুখে ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য বিমলার সাধ জন্মিয়া থাকিবে। বরুণ বিমলার কথার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই; তিনি পূর্ণককে সেই জন্যই এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা দিয়াছেন। পূর্ণকও সেই বিপরীত অর্থের প্রভাবে আমাকে বধ করিবার জন্য এই মহা অনর্থ ঘটাইয়াছেন। আমি পণ্ডিত; নিমেষের মধ্যেই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ববলে বলে উপায়নির্দ্ধারণে সমর্থ। আমাকে মারিলে ইহার কি লাভ হইবে? একবার বলিয়া দেখি, "মাণবক, আমি

---

[১]। পূর্ণক কিন্তু বিদুরের নিকট এতক্ষণ বিমলার নাম করেন নাই।

সাধুনরধর্ম্ম জানি; যতক্ষণ আমার মরণ না হয়, ততক্ষণ আমাকে পর্ব্বতমস্তকে বসাইয়া সাধুনরধর্ম্ম শ্রবণ কর। তাহার পর তোমর যাহা ইচ্ছা করিও।" ইহা বলিয়া আমি সাধুনরধর্ম্ম বর্ণন করিব। এই উপায়ে আমার জীবন রক্ষা করিতে হইবে।' তিনি অধঃশির অবস্থায় থাকিয়াই বলিলেন,

২১৯. সত্যই হৃৎপিণ্ডে মোর থাকে যদি তব প্রয়োজন।
সত্বর আমায় তুমি উত্তোলন কর, কাত্যায়ন।
সাধুজনপ্রতিপাল্য যে যে ধর্ম্ম জানে সুধীগণ,
তোমায় বুঝাব আজ, কর মোরে শীঘ্র উত্তোলন।

ইহা শুনিয়া পূর্ণক ভাবিলেন, 'সম্ভবতঃ এই পণ্ডিত এমন ধর্ম্মকথা বলিবেন, যাহা দেবতা ও মনুষ্যদিগের মধ্যে কেহই পূর্ব্বে বলেন নাই। অতএব শীঘ্র ইঁহাকে উত্তোলনপূর্ব্বক সাধুনরধর্ম্ম শ্রবণ করা যাউক।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি মহাসত্ত্বকে উত্তোলন করিয়া পর্ব্বতমস্তকে উপবেশন করাইলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

২২০. কুরুনৃপতির যিনি অমাত্য প্রধান,
সেই প্রাজ্ঞ বিদুরকে পূর্ণক তখন
তুলিয়া পর্ব্বতোপরি করিলা স্থাপন।
বসি যবে সুধীবর লাগিলা দেখিতে
অশ্বত্থ পাদপ এক, ছিল অবস্থিত
সম্মুখে তাঁহার যাহা বলিয়া পূর্ণক :

২২১. "প্রপাত হইতে তুলি এনেছি তোমায়;
হৃৎপিণ্ডে তোমার আজ প্রয়োজন মোর।
(যতক্ষণ আছে প্রাণ) বল, মহাশয়,
সাধুজন প্রতিপাল্য ধর্ম্মসমুদায়।"

মহাসত্ত্ব বলিলেন :

২২২. "তুলেছ আমায় তুমি প্রপাত হইতে;
হৃৎপিণ্ডে আমার তব আছে প্রয়োজন।
তথাপি তোমায় আমি শুনাইব আজ
সাধুজন প্রতিপাল্য ধর্ম্মসমুদায়।

আমার শরীর ধূলিকর্দ্দমাদিতে মলিন হইয়াছে; আমি স্নান করিব।" যক্ষ "যে আজ্ঞা" বলিয়া স্নানার্থ জল আনয়ন করিলেন, স্নানকালে মহাসত্ত্বকে দিব্যবস্ত্র ও দিব্যগন্ধমালাদি দিলেন এবং বেশভূষা সম্পাদিত হইলে দিব্য খাদ্য আহার করিতে দিলেন। ভোজনান্তে মহাসত্ত্ব কালাগিরির মস্তক সুসজ্জিত করাইলেন, আসন রচনা করাইলেন এবং সেই অলঙ্কৃত আসনে উপবিষ্ট হইয়া বুদ্ধলীলায়

সাধুনরধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন :

২২৩. গতানুগতিক হও; আর্দ্রহস্ত[১] ক'রো না দাহন;
হ'য়ো না ক মিত্রদ্রোহী; অসতীতে রত কদাচন।

সাধু নর ধর্ম্ম চারিটী অতি সংক্ষেপে কথিত হইল বলিয়া যক্ষ উহাদের অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সবিস্তার শুনিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন :

২২৪. "কি প্রকারে করে লোকে গতানুগমন?
কিরূপে বা হয় আর্দ্রহস্তের দাহন?
কে অসতী? মিত্রদ্রোহী কারে বলা যায়?
জিজ্ঞাসি, বিস্তারি তুমি বলহ আমায়।"

২২৫. "নয় পরিচিত সেই, দেখা যার সনে
হয় নি কখন(ও) পূর্ব্বে, যদি হেন জনে
অভ্যর্থনা করে কেহ, অন্নাদি না হো'ক,
বসিতে আসন মাত্র করিয়া প্রদান,[২]
আতিথেয় এতাদৃশ লোকের কল্যাণ-
সাধনে সতত রত হয় ধর্ম্মবিৎ।
গতানুগমন ইহা বলে সুধীজন।[৩]

২২৬. কেবল একটী রাত্রি আগারে যাহার
থাকিয়া করেছে সেথা লাভ অন্নপান,
মনেও কখন(ও) তার অনিষ্ট কামনা,
করে নাক ধর্ম্মবিৎ। মিত্রদ্রোহী সেই,
উপকারকের হস্ত করে যে দাহন।[৪]

---

[১]। এই গাথার দ্বিতীয় চরণে "অদ্দং চ পাণিং পরিবজ্জযস্‌সু" এই পাঠ বোধহয় ভ্রমদূষিত; এই জন্য ইহা দুর্ব্বোধ্য। টীকাকার ব্যাখ্যায় বলেন, অদ্দং চ।।।।তি অল্লং তিন্তং পাণিং মা দহি মা ঝাপরি।" কিন্তু মূলের সহিত এই ব্যাখ্যার ঐক্য কোথায়? পরবর্ত্তী ৩২৪ম ও ৩২৬ম গাথায় যথাক্রমে "অদ্দং চ পাণিং দহতে" ও "অদুব্‌ভপাণিং দহতে" দেখা যায়। অদুব্‌ভপাণি= যে হস্ত বধার্থ উদ্যত হয় নাই, যে হস্ত কোন অপরাধ করে নাই। ইহাতে বোধ হয় 'অদ্দং' পাঠের পরিবর্ত্তে "অদুব্‌ভং" পাঠ গ্রহণ করাই সঙ্গত। কিন্তু "পরিবজ্জস্‌সু" (ত্যাগ কর) পদের প্রয়োগ সমর্থন করা যায় কিরূপে? ত্যাগ কর- মাপ-কর- নষ্ট করিও না এইরূপ কল্পনা করিতে হইবে কি?

[২]। তৃণাদি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা, এতান্যপি সতং গৃহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন।

[৩]। অর্থাৎ তোমার সঙ্গে যে যেরূপ (সদ্) ব্যবহার করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধেও তোমার সেইরূপ (সদ্) ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

[৪]। ইংরাজী "biting the hend that feeds" তুলনীয়।

২২৭. শয়নোপবেশনের নিমিত্ত যাহার
ছায়ায় আশ্রয় তুমি লও একবার,
সেই তরুর শাখা ভাঙ্গা অবিধেয় অতি,
যে ভাঙ্গে, সে মিত্রদ্রোহী, ক্রূদ্ধ, পাপমতি।[১]

২২৮. ধনরত্নে পরিপূর্ণা বসুন্ধরা যদি
দেয় কেহ রমণীকে, ভাবি ইহা মনে,
আমিই ইহার প্রিয়, অন্য কেহ নয়,
অবকাশ পেলে কিন্তু সে নারী আবার
করিবে সে পুরুষকে তৃণবৎ জ্ঞান।
নারীর চরিত্রে হেন কলুষতা হেরি
অসতীর সঙ্গত্যাগ করে ধর্ম্মবিৎ।

২২৯. গতানুগতিক হয় এইরূপ লোকে
এইরূপে করে আর্দ্র হস্তের দাহন;
অসতী কে, মিত্রদ্রোহী কারে বলা যায়,
বলিনু বিস্তৃতভাবে সকল' তোমায়।"

মহাসত্ত্ব এইরূপে বুদ্ধলীলায় যক্ষকে চারিটী সাধুনরধর্ম্ম শুনাইলেন। তাহা শুনিয়া পূর্ণক বুঝিলেন, 'এই চারিটী ধর্ম্মের উল্লেখদ্বারা বিদুর নিজের জীবনই ভিক্ষা করিতেছেন। আমি ইঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলাম; তথাপি ইনি পূর্ব্বে আমার অভ্যর্থনা করিয়াছেন; আমি ইঁহার গৃহে তিন দিন অবস্থিতি করিয়া যথেষ্ট আদর যত্ন পাইয়াছি। আমি কিন্তু একটা রমণীর জন্য ইঁহার প্রতি এই নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেছি। কাজেই আমি সর্ব্বথা মিত্রদ্রোহী। এই পণ্ডিতের কোন অনিষ্ট করিলে আমি সাধুনরধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইব। নাগকন্যায় আমার কি প্রয়োজন? আমি ইঁহাকে সত্বর ইন্দ্রপ্রস্থে লইয়া গিয়া তত্রত্য ধর্ম্মসভায় অবতারণ করিয়া দিব; নগরবাসীদিগের অশ্রুপ্লাবিত মুখে আবার হাস্য দেখা দিবে।' মনে মনে ইহা করিয়া পূর্ণক বলিলেন :

২৩০. তিন দিন ছিনু আমি আগারে তোমার;
হইয়াছি তৃপ্ত পেয়ে পানীয়, আহার।
তাই তুমি মিত্র মোর, ওহে প্রাজ্ঞবর;
দিনু মুক্তি; ইচ্ছামত যাও নিজ ঘর।

---

[১]। পঞ্চম খণ্ডের মহাবোধি-জাতকের (৫২৮) ৩০শ এবং ষষ্ঠ খণ্ডের মূক-পঙ্গু-জাতকের ১০ম গাথা।

২৩১. নাগেরা কি চায়, কার্য্য আমায় কি তাতে?
ঈপ্সিতার্থ তাহাদের যা'ক অধঃপাতে,
নাগকন্যালাভে মোর ইচ্ছা নাই আর;
করিব না কোনরূপ অহিত তোমার।
শুনাইয়া নিজে ধর্ম্মকথা সুভাষিত
বধ হ'তে মুক্তি আজ লভিলে, পণ্ডিত।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মাণবক, তুমি এখন আমাকে আমার গৃহে পাঠাইও না; আমাকে নাগভবনে লইয়া চল।

২৩২. চল লয়ে, যক্ষ মোরে যেখানে শ্বশুর তব করেন বসতি;
আমার এ ইচ্ছা পূর্ণ কর অকুণ্ঠিতচিতে; চল শীঘ্রগতি।
নাগকুলেশ্বরে আর বিচিত্র বিমান তাঁর করিব দর্শন,
দেখি নাই পূর্ব্বে যাহা দেখি তাহা হবে এবে সার্থক নয়ন।"

পূর্ণক বলিলেন :

২৩৩. মানুষের পক্ষে যাহা হিতকর নয়,
প্রাজ্ঞ কি দেখিতে তাহা কোন কালে চায়?
অমিত্রসঙ্কুল সেই স্থানে কি কারণ
চাও, মহাপ্রাজ্ঞ, তুমি করিতে গমন?

মহাসত্ত্ব বলিলেন :

২৩৪. "আমিও জানি, হে যক্ষ, যাহা নয় হিতকর
দেখিতে না চায় তাহা কভু কোন প্রাজ্ঞ নর।
কিন্তু আমি কোন কালে পাপ কিছু করি নাই।
ঘটিবে মরণ ভাবি, সে হেতু, না শঙ্কা পাই।

দেখ, আমি তোমার ন্যায় নিষ্ঠুর যক্ষকেও ধর্ম্মকথা শুনাইয়া এমন মৃদুচিত্ত করিয়াছি যে, তুমি এখন বলিতেছ, 'নাগকন্যায় আমার প্রয়োজন নাই; আপনি নিজগৃহে প্রতিগমন করুন।' নাগরাজের মন নরম করিবার ভার আমার উপর থাকিল। তুমি আমাকে সেখানে লইয়া চল।" ইহা শুনিয়া পূর্ণক তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং বলিলেন :

২৩৫. "এস, হে অমাত্যবর, সঙ্গে মোর গিয়া
দেখিবে অতুলৈশ্বর্য্যপূর্ণ সেই স্থান,
নৃত্যগীতোৎসবে যেথা করেন বসতি
নাগকুল-অধিপতি, করেন যেমন

বসতি নলিনীধামে[১] যক্ষেশ কুবের।

২৩৬. অহোরাত্র নিত্য সেথা নাগকন্যাগণ
বেড়ায় করিয়া কেলি, আছে সুপ্রচুর
পুষ্পমাল্য পুষ্পাচ্ছন্ন সে নাগভবনে;
শোভে তাহা, অন্তরিক্ষে সৌদামিনী যথা।

২৩৭. অন্নপানে সদাপূর্ণ সে নাগভবন,
সতত আনন্দময় নৃত্যবাদ্যগীতে;
অলঙ্কৃতা নাগকন্যা, বস্ত্র, অলঙ্কার—
যত চাও, তত সেথা পাইবে দেখিতে।"

২৩৮. কুরুরাজমাত্যশ্রেষ্ঠ বিদুরে পূর্ণক
বসাইলা অশ্বপৃষ্ঠে নিজের পশ্চাতে।
লইয়া সে মহাপ্রাজ্ঞে যক্ষ এইরূপে
হইলেন উপনীত নাগেশভবনে।

২৩৯. অতুল-ঐশ্বর্য্যপূর্ণ সেই স্থানে গিয়া
রহিলেন দাঁড়াইয়া যক্ষের পশ্চাতে
বিদুর অমাত্যবর। হেরি নাগরাজ
যক্ষমানবের মধ্যে সৌহার্দ্দলক্ষণ,
শুধালেন জামাতাকে প্রথমে সম্ভাষি;—

নাগরাজ বলিলেন :

২৪০. পণ্ডিতের হৃৎপিণ্ড আহরণ তরে
মর্ত্ত্যলোকে হয়েছিল গমন তোমার।
হয়েছে কি ইষ্টসিদ্ধি? মহাপ্রাজ্ঞ সেই
অমাত্যে লইয়া তুমি এসেছ কি হেথা?

পূর্ণক বলিলেন :

২৪১. এই সেই ধর্ম্মগোপ্তা হেথা উপস্থিত,
লভিতে যাঁহারে তব ইচ্ছা বলবতী।
সদুপায়ে আমি এঁরে করিয়াছি লাভ।
দাঁড়ায়ে সম্মুখে তব, হের, নাগরাজ,
বলিবেন ধর্ম্মকথা এই মহামতি।
সাধুসঙ্গ হয় সদা সুখের কারণ।

মহাসত্ত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নাগরাজ বলিলেন :

---

[১]। সংস্কৃত সাহিত্যে কুবেরের রাজধানী "অলকা" নামে বর্ণিত।

২৪২. দেখিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব এ নাগভবন,
ভয় পেয়ে আমায় না করে সম্ভাষণ;
মর্ত্ত্যবাসী মৃত্যুভয়ে হয়েছে কম্পিত;
নয় ত এমন ভয় প্রাজ্ঞ জনোচিত।

মহাসত্ত্ব নাগরাজের সম্ভাষণ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এখন তাঁহার কথা শুনিয়া "তুমি আমার বন্দনীয় নও" ইহা না বলিয়া নিজের জ্ঞানলব্ধ উপায়কুশলতাবলে, "আমি বধ্যভাবাপন্ন; যে বধ্য সে কি কখনও বন্দনা করে?" এই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য দুইটী গাথা বলিলেন :

২৪৩. পাই নাই ভয়, নাগ; হই নি ক আমি
কাতর মৃত্যুর ভয়ে। বধ্য যেইজন,
সে কি করে বধার্থীকে প্রিয় সম্ভাষণ?
বধার্থী বা সম্ভাষণ করে কি কখন
বধ্যজনে? এই হেতু রয়েছি নীরব।

২৪৪. বধিতে যাহাকে ইচ্ছা, প্রীতি-সম্ভাষণ
করা তারে অসম্ভব; পেতে তার ঠাঁই
প্রীতি-সম্ভাষণ নিজে-কেবা আশা করে?
পারে না এমন ক্ষেত্রে হতে কোনরূপে
প্রীতিবচনের কোন আদান-প্রদান।

ইহা শুনিয়া নাগরাজ দুইটী গাথায় মহাসত্ত্বের স্তুতি করিলেন :

২৪৫. বলিলে যা', সত্য তাহা, ওহে বিজ্ঞবর;
বধ্য বধার্থীকে নাহি করে সম্ভাষণ;
বধার্থীও বধ্যকে না সম্ভাষে কখন।

২৪৬. বধিতে যাহাকে ইচ্ছা, প্রীতি-সম্ভাষণ
করা তারে অসম্ভব; পেতে তার ঠাঁই
প্রীতি-সম্ভাষণ নিজে কেবা আশা করে?
পারে না এমন ক্ষেত্রে হতে কোনরূপে
প্রীতিবচনের কোন আদান-প্রদান।

অতঃপর মহাসত্ত্ব নাগরাজকে প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক বলিলেন :

২৪৭. এই যে ঐশ্বর্য্য তব, মহিমা অপার,
এই ঋদ্ধি, বলবীর্য্য তব, নাগেশ্বর—
যদিও শাশ্বত বলি আশু মনে হয়,
কিছুই প্রকৃত পক্ষে শাশ্বত ত নয়।
জিজ্ঞাসা করিতে আমি চাই হে তোমারে,

এ মহাবিমান তুমি পেলে কি প্রকারে।

২৪৮. দৈবাৎ কি পাইয়াছ? কেহ কি নির্ম্মাণ
করেছে তোমার এ বিচিত্র ভবন?
নির্ম্মাণ করেছ নিজে? কিংবা দেবগণ
দিয়াছেন তোমাকে তরে এ মহাবিমান?
জিজ্ঞাসি, নাগেশ, এই উত্তম বিমান
কি উপায়ে পাইয়াছ তুমি ভাগ্যবান?[১]

নাগরাজ বলিলেন :

২৪৯. দৈবাৎ না পাইয়াছি? করে নি নির্ম্মাণ
কেহই আমার তরে এ মহাবিমান।
করি নি নির্ম্মাণ নিজে, কিংবা দেবগণ
দেন নাই আমাকে এ বিচিত্র ভবন।
নিষ্পাপ স্বকর্ম্মবলে, পুণ্য-অনুষ্ঠানে
করিতেছি বাস আমি এ মহাবিমানে?[২]

মহাসত্ত্ব বলিলেন :

২৫০. কি ব্রত, কি ব্রহ্মচর্য্য করেছ পালন?
কোন্ সুকৃতির ফল এ দিব্য ভবন?[৩]
এই ঋদ্ধি, এ মহিমা, এই বীর্য্যবল—
কি পুণ্যের বলে তুমি পেলে এ সকল?

নাগরাজ বলিলেন :

২৫১. আমি আর ভার্য্যা মোর ছিলাম যখন
নরলোকে[৪] নরদেহ করিয়া ধারণ,
হয়েছিনু শ্রদ্ধাশীল, ধর্ম্মপরায়ণ;
মুক্তহস্তে করিতাম দান অনুক্ষণ।
রাজপথ-সন্নিহিত দীর্ঘিকার মত
গৃহ মোর সর্ব্বভোগ্য থাকিত সতত।[৫]
শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ যাইতেন সেথা;

---

[১]। পঞ্চম খণ্ডের শঙ্খপাল-জাতকের (৫২৪) ২৮শ গাথা।

[২]। পঞ্চম খণ্ডের শঙ্খপাল-জাতকের (৫২৪) ২৯শ গাথা।

[৩]। পঞ্চম খণ্ডের শঙ্খপাল-জাতকের (৫২৪) ৩০শ গাথার প্রথমার্দ্ধ।

[৪]। টীকাকার বলেন, অঙ্গরাজ্যে কালচম্পা নগরে।

[৫]। পঞ্চম খণ্ডের শঙ্খপাল-জাতকের (৫২৪) ৩২শ গাথার শেষার্দ্ধ।

অন্নপানে লভিতেন সন্তোষ সর্ব্বথা।

২৫২. যখন যা আবশ্যক হইত যাহার,
মাল্য-গন্ধ-বিলেপন-খট্টা-বাসাগার,
দীপ-আচ্ছাদন-শয্যা-অন্ন আর পান।[১]
সাদরে যাচকে মোরা করিতাম দান।

২৫৩. এই মোর ব্রহ্মচর্য্য, এই হিতব্রত;
পেয়েছি এ সব সেই সুকৃর্তিবশতঃ।
এই ঋদ্ধি, এ মহিমা, এই বীর্য্যবল,
এ মহাবিমান—সব সে পুণ্যের ফল।

মহাসত্ত্ব বলিলেন :

২৫৪. এ উপায়ে লাভ যদি করিয়াছ এ বিমান,
নিশ্চয় পুণ্যের ফল জান তুমি, মতিমান।
পুণ্যবলে ভবান্তরে লভে জীব কি সুগতি,
তাহাও নিশ্চয় জানা আছে তব, নাগপতি।
অতএব সাবধানে কর ধর্ম্ম অনুষ্ঠান;
যেন জন্মান্তরে পুনঃ পাও হে হেন বিমান।

নাগরাজ বলিলেন :

২৫৫. নাই নাগলোকে শ্রমণব্রাহ্মণ,
করিব যাঁদের তৃপ্তি সম্পাদন
অন্নপানদানে, হে অমাত্যবর।
জিজ্ঞাসি তোমায়, দাও সদুত্তর,
কি করিলে প্রাপ্তি হইবে আমার
ভাগ্যে এতাদৃশ বিমান আবার?

মহাসত্ত্ব বলিলেন :

২৫৬. জন্মিয়াছে হেথা নাগ অগণন—
তব পুত্র দারা, অনুজীবীগণ।
ত্যজি দুষ্টভাব, কার্য্যে ও বচনে
করহ পালন সেই সব জনে।

২৫৭. হও অপ্রদুষ্ট কার্য্যে ও বচনে;
হও রত সদা আশ্রিতপালনে;

---

[১]। গাথায় 'সেয্যং' (শয্যা) এবং 'সয়নং' উভয় পদই আছে। আমি 'সেয্য' শব্দে খাটিয়া প্রভৃতি এবং 'সয়ন' শব্দে মাদুর তোষক ইত্যাদি বুঝিলাম।

পূর্ণ আয়ুষ্কাল যাপি এ বিমানে
যাবে শেষে ঊর্দ্ধ্বতর দিব্যধামে।

মহাসত্ত্বের ধর্ম্মকথা শুনিয়া নাগরাজ ভাবিলেন, 'পণ্ডিতকে আর অধিকক্ষণ ইঁহার গৃহ হইতে দূরে রাখিতে পারি না। ইঁহাকে লইয়া বিমলার নিকটে যাই এবং ধর্ম্মকথা শুনাইয়া তাঁহার দোহদ নিবৃত্তি করি। তাহার পর ইঁহাকে ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠাইয়া রাজা ধনঞ্জয়ের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করা কর্ত্তব্য।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন :

২৫৮. সচিব যাঁহার তুমি, নিশ্চয় সে নরবর
তোমার বিহনে, প্রাজ্ঞ, পেয়েছেন দুঃখ বড়।
দুঃখিত যদিও এবে, শোকার্ত্ত হৃদয় তাঁর,
দেখিলে তোমায় সুখী হইবেক পুনর্ব্বার।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব একটী গাথায় নাগরাজের প্রশংসা করিলেন :

২৫৯. বলিলে যা নাগরাজ, সাধুদের ধর্ম্ম তাহা;
তাহা হতে ভাল কিছু নাই।
বিজ্ঞজনোচিত বাক্য অতীব সুবিবেচিত
শুনি তব তৃপ্তি আমি পাই।
ঈদৃশী বিপৎ যবে উপস্থিত হয়, নাগ,
তখন(ই) জানিতে পারা যায়,
কি বিশিষ্ট প্রজ্ঞাবলে মাদৃশ পণ্ডিত জন
অভিভূত নাহি হয় তায়।

ইহা শুনিয়া নাগরাজ আরও সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন :

২৬০. বল ত, পূর্ণক কি হে বিনামুল্যে লভেছে তোমায়?
অথবা তোমায় কি সে দ্যূতে করিয়াছে পরাজয়?
বলে সেই, "আনিয়াছি না করি অসাধু ব্যবহার;"
বল, শুনি, কি প্রকারে হস্তগত হইলে তাহার?

মহাসত্ত্ব বলিলেন :

২৬১. 'যে রাজা আমার প্রভু ইন্দ্রপ্রস্থধামে,
হইলেন অক্ষদ্যূতে পরাজিত তিনি।
দ্যূতপণরূপে দত্ত আমি, নাগরাজ।
লভিলা পূর্ণক মোরে ধর্ম্ম-অনুসারে,
অসাধু উপায় কোন না করি প্রয়োগ।

২৬২. পণ্ডিতের সত্য কথা করিয়া শ্রবণ
মহাতেজা মহোরগ হন হৃষ্টমন।

হাত ধরি মহাপ্রাজ্ঞে লইয়া তখন
করিলেন বিমলার সকাশে গমন।

নাগরাজ বলিলেন :

২৬৩. 'যাঁর জন্য পাণ্ডুবর্ণ শরীর তোমার,
অন্নপানে নাই রুচি, কর না আহার,
শুনিলে শ্রীমুখে যাঁর ধর্ম্মের দেশন
অজ্ঞানতিমিরমুক্ত হয় জীবগণ,
অতুলা যাঁহার প্রজ্ঞা, সেই সুপণ্ডিত
বিদুর সম্মুখে তব এবে উপস্থিত।

২৬৪. হৃৎপিণ্ড পাইতে যাঁর ছিলে ব্যগ্রচিত্ত;
জ্ঞানপ্রভাকর সেই এবে সমুদিত।
শুন, প্রিয়ে, শ্রীমুখের মধুর বচন;
সুদুর্লভ পুনর্ব্বার ইঁহার দর্শন।'

২৬৫. মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরের পেয়ে দরশন,
বিমলা প্রণমে তারে যুড়ি দশাঙ্গুলি;
লভিয়া পরমা প্রীতি প্রহৃষ্ট অন্তরে
কুরুরাজামাত্যশ্রেষ্ঠে বলে অতঃপর—

[বিমলা ও বিদুরের বচন–প্রতিবচন]

২৬৬. "দেখিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব এ নাগভবন,
ভয় পেয়ে আমাকে না করে সম্ভাষণ।
মর্ত্ত্যবাসী মৃত্যুভয়ে হয়েছে কম্পিত;
নয়'ত এমন ভয় বিজ্ঞজনোচিত।"

২৬৭. "পাই নাই ভয়, নাগি, হই নি ক আমি
কাতর মৃত্যুর ভয়ে; বধ্য যেই জন,
সে কি করে বধার্থীকে কভু সম্ভাষণ?

২৬৮. বধিতে যাহাকে ইচ্ছা, প্রীতি সম্ভাষণ
করা তারে অসম্ভব, পেতে তার টাই
প্রীতি-সম্ভাষণ নিজে-কেবা আশা করে?
পারে না এমন ক্ষেত্রে হ'তে কোনরূপে
প্রীতিবচনের কিছু আদান-প্রদান।"

২৬৯. "বলিলে যা", সত্য তাহা, ওহে বিজ্ঞবর,
বধা বধার্থীকে নাহি করে সম্ভাষণ,
বধার্থীও বধ্যকে না সম্ভাষে কখন।

২৭০. বধিতে যাহাকে ইচ্ছা, প্রীতি-সম্ভাষণ
করা তারে অসম্ভব, পেতে তার ঠাঁই
প্রীতি-সম্ভাষণ নিজে কে বা আশা করে?
পারে না এমন ক্ষেত্রে হ'তে কোনরূপে"
প্রীতি-বচনের কিছু আদান-প্রদান।'

২৭১. "এই যে ঐশ্বর্য্য তব, মহিমা অপার,
এই ঋদ্ধিবলবীর্য্য প্রভৃতি তোমার,—
যদিও শাশ্বত বলি আশু মনে হয়,
কিছুই প্রকৃত পক্ষে শাশ্বত ত নয়।
জিজ্ঞাসা করিতে আমি চাই লো তোমারে
এ মহাবিমান তুমি পেলে কি প্রকারে?

২৭২. দৈবাৎ কি পাইয়াছ? কেহ কি নির্ম্মাণ
করেছে তোমার তরে এ মহাবিমান?
নির্ম্মাণ করেছ নিজে? কিংবা দেবগণ
দিয়াছেন তোমারে এ বিচিত্র ভবন?
বল শুনি, নাগকন্যে, কি উপায়ে তুমি
করিয়াছ লাভ হেন দিব্যবাসভূমি?"

২৭৩. "দৈবাৎ না পাইয়াছি, করে নি নির্ম্মাণ
কেহই আমার তরে এ মহাবিমান।
করি নি নির্ম্মাণ নিজে, কিংবা দেবগণ
দেন নাই আমারে ত বিচিত্র ভবন।
নিষ্পাপ স্বকর্ম্মবলে, পুণ্য-অনুষ্ঠানে
করিতেছি বাস আমি এ মহাবিমানে।"

২৭৪. "কি ব্রত, কি ব্রহ্মচর্য্য করেছ পালন?
কোন সুকৃতির ফল এ দিব্য ভবন?
এই ঋদ্ধি, এ মহিমা, এই বীর্য্যবল—
কি পুণ্যের বলে তুমি পেলে এ সকল।"

১৭৫. "আমি আর পতি মোরা ছিলাম যখন
নরলোকে নরদেহ করিয়া ধারণ,
হয়েছিনু শ্রদ্ধাশীল, ধর্ম্মপরায়ণ;
মুক্তহস্তে করিতাম দান অনুক্ষণ,
রাজপথ-সন্নিহিত দীর্ঘিকার মত
গৃহ মোর সর্ব্বভোগ্য থাকিত সতত।

শ্রমণব্রাহ্মণগণ যাইতেন সেথা;
অন্নপানে লভিতেন সন্তোষ সর্ব্বথা।

২৭৬. যখন যা’ আবশ্যক হইত যাহার
মাল্যগন্ধবিলেপন খট্টাবাসাগার
দীপ-আচ্ছাদন-শয্যা-অন্ন আর পান
সাদরে যাচকে মোরা করিতাম দান।

২৭৭. এই মোর ব্রহ্মচর্য্য, এই হিতব্রত;
পেয়েছি এসব সেই সুকৃতিবশতঃ।
এই ঋদ্ধি, এ মহিমা, এই বীর্য্যবল,
এ মহাবিমান—সব সে পুণ্যের ফল।”

২৭৮. “এ উপায়ে লাভ যদি করেছ এ বাসভূমি,
নিশ্চয় পুণ্যের ফল, নাগজায়ে, জান তুমি।
পুণ্যবলে ভবান্তরে লভে জীব যে সুগতি,
তাহাও নিশ্চয় জানা আছে তব, ভাগ্যবতি।
অতএব সাবধানে কর ধর্ম্ম অনুষ্ঠান,
যেন জন্মান্তরে পুনঃ পাও লো হেন বিমান।”

২৭৯. “নাই নাগলোকে শ্রমণব্রাহ্মণ,
করিব যাঁদের তৃপ্তি সম্পাদন
অন্নপানদানে, হে অমাত্যবর
জিজ্ঞাসি তোমায়, দাও সদুরত্তর,
কি করিলে প্রাপ্তি হইবে আমার
ভাগ্যে এতাদৃশ বিমান আবার?”

২৮০. “জন্মিয়াছে হেথা নাগ অগণন—
তব পতিপুত্র-অনুজীবিগণ।
ত্যজি দুষ্টভাব, কার্য্যে ও বচনে
হও রত সদা আশ্রিত-পালনে;
পূর্ণ আয়ুষ্কাল যাপি এ বিমানে
যাবে শেষে ঊর্দ্ধ্বতর দিব্যধামে।”

২৮১. “সচিব যাঁহার তুমি, নিশ্চয় সে নরবর
তোমার বিহনে, প্রাজ্ঞ, পেয়েছেন দুঃখ বড়।
দুঃখিত যদিও এবে, শোকার্ত্ত হৃদয় তাঁর,
দেখিলে তোমায় সুখী হইবেক পুনর্ব্বার।”

২৮২. “বলিলে যা,” নাগজায়ে সাধুদের ধর্ম্ম তাহা;
তাহা হ’তে ভাল কিছু নাই।
বিজ্ঞজনোচিত বাক্য অতীব সুবিবেচিত
শুনি তব তৃপ্তি আমি পাই।
ঈদৃশী বিপৎ যবে উপস্থিত হয়, নাগি,
তখনই জানিতে পারা যায়,
কি বিশিষ্ট প্রজ্ঞাবলে মাদৃশ পণ্ডিতজন
অভিভূত নাহি হয় তায়।”

২৮৩. “বল ত, পূর্ণক কি হে বিনামূল্যে লভেছে তোমায়?
অথবা তোমায় কি সে দ্যূতে করিয়াছে পরাজয়?
বলে সেই, ‘আনিয়াছি না করি অসাধু ব্যবহার’।
বল, শুনি, কি প্রকারে হস্তগত হইলে তাহার?”

২৮৪. “যে রাজা আমার প্রভু ইন্দ্রপ্রস্থধামে,
হইলেন অক্ষদ্যুতে পরাজিত তিনি।
দ্যূতপণরূপে দত্ত আমি, নাগজায়ে।
লভিলা পূর্ণক মোরে ধর্ম্ম-অনুসারে,
অসাধু উপায় কোন না করি প্রয়োগ।”

২৮৫. করিয়াছিলেন যে যে প্রশ্ন নাগরাজ,
নাগী তবে জিজ্ঞাসিলা পণ্ডিতে সে সব।

২৮৬. বরুণের প্রশ্নোত্তর দিয়া সুধীবর
করিয়াছিলেন তাঁর সন্তোষসাধন;
নাগীর প্রশ্নের(ও) সেই মত সদুত্তরে
সন্তোষসাধন সুধী করিলেন তাঁর।

২৮৭. নাগরাজ, নাগজায়া, প্রসন্ন উভয়ে
হয়েছেন বুঝি সুধী অবিকলচেতা
নির্ভয়, অরোমাঞ্চিত—বলিলা দু’জনে,

২৮৮. “কোন চিন্তা নাই, নাগ। মিত্র বলি মোরে
বধিতে নারিবে আর—ত্যজ এ ভাবনা;
আছি দাঁড়াইয়া আমি। আমার দেহের
মাংসে কিংবা হৃৎপিণ্ডে থাকে যদি তব
প্রয়োজন, স্বহস্তেই করিয়া ছেদন
সাধন করিব তাহা, বলিবে যেরূপে।”

নাগরাজ বলিলেন :

২৮৯. প্রজ্ঞাই হৃৎপিণ্ড হয় পণ্ডিত জনের।
পরম সন্তোষ মোরা করিয়াছি লাভ
অতুলা প্রজ্ঞার তব পেয়ে পরিচয়।
যাহার অনুন নাম[1], লভুক সে এবে
তনয়াকে আমাদের, রাখুক তোমায়
অদ্যই সে কুরুরাজ্যে ইন্দ্রপ্রস্থধামে।

ইহা বলিয়া বরুণ ইরন্দতীকে পূর্ণকের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। পূর্ণক ভার্য্যা লাভ করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং মহাসত্ত্বের সহিত শিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

২৯০. ইরন্দতীলাভে হ'য়ে প্রহৃষ্ট-অন্তর
মহোল্লাসে বলিলেন পূর্ণক তখন
কুরুরাজ্যমাত্যবরে,

২৯১. "প্রসাদে তোমার
করিলাম ভার্য্যা লাভ; এ উপকারের
উপযুক্ত প্রতিদান করিব নিশ্চয়।
দিনু এই মহামণি; করহ গ্রহণ!
কুরুদেশে পৌঁছাইয়া দিতেছি তোমায়।

মহাসত্ত্বও পূর্ণকের প্রশংসা করিয়া বলিলেন :

২৯২. "থাক যেন, কাত্যায়ন, ভার্য্যাসহ তব
অচ্ছেদ্য প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া সতত।
করহ সানন্দচিত্তে, প্রসন্ন অন্তরে
মণি মোরে দান, যক্ষ। দাও পৌঁছাইয়া
সত্বর আমাকে তুমি ইন্দ্রপ্রস্থধামে।"

২৯৩. তুলি অশ্বপৃষ্ঠে কুরুরাজ্যমাত্যবরে
পূর্ণক বসান তাঁরে সম্মুখে নিজের।
মহাপ্রজ্ঞ বিদুরকে ল'য়ে এই ভাবে
ইন্দ্রপ্রস্থ-অভিমুখে করিলা গমন।

২৯৪. মনোগতি শীঘ্র অতি; শীঘ্র ততোহধিক
হইল আকাশপথে গতি পূর্ণকের।
নিমেষ না হ'তে গত কুরুরাজামাত্যে

---

[1]। অর্থাৎ যাহার নাম 'পূর্ণক'।

লয়ে তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে হন উপস্থিত।

অতঃপর পূর্ণক বলিলেন :

২৯৫. হের এই ইন্দ্রপ্রস্থপুরী রমণীয়া,
নানা খণ্ডে সুবিভক্তা, আম্রবণ সব
রয়েছে চৌদিকে ওর, অহো কি সুন্দর!
দাও হে বিদায়; হল স্ত্রীলাভ আমার;
তুমিও স্বগৃহে, সুধী হলে প্রত্যাগত।

ঐদিন প্রত্যূষকালে রাজা ধনঞ্জয় এক স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। স্বপ্নটী এই : রাজভবনের দ্বারদেশে যেন একটী মহাবৃক্ষ রহিয়াছিল; উহার স্কন্ধ প্রজ্ঞাময়, শাখাপ্রশাখা দশশীল, ফল পঞ্চগোরস[১], অলঙ্কৃত হস্তী ও অশ্বসমূহ যেন উহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন এবং বহুলোকে যেন কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিয়া ভক্তিভরে উহার পূজা করিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ সেখানে এক কৃষ্ণকায় ব্যক্তি দেখা দিল; তাহার পরিধান রক্তবস্ত্র, কর্ণে রক্তপুষ্পের কুণ্ডল, হস্তে আয়ুধ। সে আসিয়াই বৃক্ষটীকে সমূলে ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। লোকে তাহা দেখিয়া পরিদেবন করিতে লাগিল; সে তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া ছিন্ন বৃক্ষটীকে টানিতে টানিতে লইয়া গেল; কিন্তু কিয়ৎকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া উহা পূর্ব্বস্থানেই স্থাপিত করিয়া চলিয়া গেল। রাজা এই স্বপ্নের মর্ম্ম উদ্ঘাঁনপূর্ব্বক স্থির করিলেন, 'মহাবৃক্ষটী আর কিছুই নয়, উহা বিদুর পণ্ডিত, যে ব্যক্তি বহুলোকের পরিদেবনের কর্ণপাত না করিয়া উহাকে সমূলে ছেদন করিয়া লইয়া গিয়াছিল, সেও আর কেহ নয়, সেই মাণবক, যে বিদুর পণ্ডিতকে লইয়া গিয়াছে। সেই লোকটা যে বৃক্ষটীকে আনিয়া পুনর্ব্বার যথাস্থানে রাখিয়া গিয়াছে, ইহা দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, সে পণ্ডিতকে আনয়নপূর্ব্বক ধর্ম্মসভায় রাখিয়া চলিয়া যাইবে। অতএব তিনি সেই দিনই পণ্ডিতের দর্শন লাভ করিবেন।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, সমস্ত নগর ও ধর্ম্মসভা সুসজ্জিত করাইলেন, পূর্ব্বকথিত এক শত একজন ভূপতি এবং পৌর ও জানপদগণে পরিবৃত হইয়া বলিলেন, "তোমরা চিন্তা করিও না; অদ্যই পণ্ডিতকে এখানে দেখিতে পাইবে।" সকলকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া তিনি পণ্ডিতের আগমনপ্রতীক্ষায় ধর্ম্মসভায় বসিয়া রহিলেন; এদিকে পূর্ণকও পণ্ডিতকে ধর্ম্মসভাদ্বারে অবতারণ করিয়া উপস্থিত লোকদিগের মধ্যে স্থাপন করিলেন এবং ইরন্দতীকে লইয়া নিজের দেবনগরে চলিয়া গেলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

---

[১]। পঞ্চগোরস—ক্ষীর, দধি, তক্র, নবনীত ও সর্পিঃ।

২৯৬. কুরুজামাত্যবরে ধর্ম্মসভামাঝে
দিলা নামাইয়া সেই যক্ষ দিব্যরূপ;
আজানেয় অশ্বে পুনঃ করি আরোহণ
করিলা আকাশ-পথে তখন(ই) প্রস্থান।

২৯৭. দরশন পুনর্ব্বার পেয়ে বিদুরের
লভিলা পরমা প্রীতি কুরুরাজ মনে;
উঠিয়া আসন হ'তে বিস্তারিয়া বাহু
করিলেন আলিঙ্গন অকম্পিত দেহে;
সকলের পুরোভাগে, সভাজন মাঝে
বসালেন সুধীবরে উত্তম আসনে।

বিদুরের সঙ্গে সস্নেহ সম্ভাষণ-প্রতিসম্ভাষণানন্তর রাজা মধুরস্বরে বলিলেন :

২৯৮. সারথি সজ্জিত রথ চালায় যেমন,
তুমিও তেমনি সদা উপদেশদানে
সৎপথে চালাও আমা সবে, বিজ্ঞবর।
কুরুরাজ্যবাসী সব দর্শনে তোমার
কত যে সন্তুষ্ট, তাহা কি বলিব আর?
মাণবকহস্ত হতে বল, কি উপায়ে
মুক্তি লভি ফিরি তুমি আসিলে এখানে?

মহাসত্ত্ব বলিলেন :

২৯৯. 'বলিলেন মাণবক যাঁরে, নন তিনি
নর, হে নৃপশার্দ্দুল! পূর্ণকের নাম
বোধ হয় আছে তব শ্রবণ-গোচর।
ইনি সে পূর্ণক, প্রভো, মহা-ঋদ্ধিমান,
যক্ষরাজ কুবেরের সচিব প্রধান।

৩০০. মহাকায়, শ্বেতবর্ণ, মহাবীর্য্যবান
বরুণ নামক রাজা উরগভবনে;
কন্যা তাঁর ইরন্দতী সর্ব্বাংশে সদৃশী
পিতার মাতার যিনি; পূর্ণক তাঁহার
হয়েছিলা পাণিপীড়নাভিলাষী, দেব।

৩০১. সুমধ্যা সে প্রিয়া নাগসুতার কারণ
পূর্ণক করিলা চেষ্টা বধিতে আমায়
ভার্য্যালাভ ভাগ্যে তাঁর ঘটেছে এখন;
মহামণি করি লাভ আমিও তাঁহার

পাইয়াছি অনুমতি ফিরিতে এখানে।

মহারাজ, আমি চতুস্পোষধিক প্রশ্নের যে সদুত্তর দিয়াছিলাম,[১] তাহাতে প্রসন্ন হইয়া সেই নাগরাজ আমাকে একটী মণি দিয়া পূজা করিয়াছিলেন। তিনি নাগলোকে প্রতিগমন করিলে বিমলা দেবী, মণি কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহাতে বিমলার মনে ধর্ম্মকথা শুনিবার ইচ্ছা হয় এবং আমার হৃৎপিণ্ড পাইবার জন্য তাঁহার দোহদ জন্মিয়াছে, এই কথা বলেন। নাগরাজ ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার কন্যা ইরন্দতীকে বলিয়াছিলেন, "বিদুরের হৃদয়মাংস পাইবার জন্য তোমার মাতার দোহদ হইয়াছে; তাহা আনিতে সমর্থ, এমন স্বামী লাভ করিবার চেষ্টা কর।" স্বামীর অন্বেষণে বাহির হইয়া ইরন্দতী বৈশ্রবণের ভাগিনেয় পূর্ণক নামক যক্ষকে দেখিতে পান। পূর্ণক তাঁহার প্রতি অনুরাগবান হইয়াছেন দেখিয়া ইরন্দতী তাঁহাকে পিতার নিকট লইয়া যান। নাগরাজ বলেন যে, তিনি বিদুরের হৃদয়-মাংস আনয়ন করিতে পারিলে ইরন্দতীতে লাভ করিবেন। পূর্ণক বিপুলগিরিতে গিয়া রাজচক্রবর্ত্তী-পরিভোগ্য মণি আহরণ করেন এবং আপনার সঙ্গে দ্যূতক্রীড়ায় জয়ী হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হন। তিনি আমার গৃহে তিন দিন ছিলেন; তাহার পর আমাকে তাঁহার অশ্বের পুচ্ছ ধরাইয়া হিমালয় পর্ব্বতে লইয়া যান। তিনি প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, বৃক্ষের ও পর্ব্বতের আঘাতে আমার মৃত্যু হইবে; কিন্তু তাহা হইল না দেখিয়া তিনি ঊর্দ্ধস্থ সপ্তমস্তরের বৈরম্ভ বায়ু[২] সঙ্গে লইয়া আমার দিকে উল্লম্ফন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে, আমাকে ষষ্টিযোজন উচ্চ কালাগিরির উপরে স্থাপিত করিয়া সিংহাদির বেশে নানারূপ ভয় দেখাইলেন; কিন্তু কিছুতেই আমাকে মারিতে পারিলেন না। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি আমাকে বধ করিতে চান কেন?' তিনি ইহার উত্তরে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন; আমি তাঁহাকে সাধুনরধর্ম্ম শুনাইলাম; তাহা শুনিয়া তিনি প্রসন্ন হইলেন, এবং আমাকে এখানে ফিরাইয়া আনিতে ইচ্ছা করিলেন। অতঃপর আমি তাঁহাকে লইয়া নাগভবনে গমন করিলাম এবং নাগরাজ ও বিমলাকে ধর্ম্মকথা শুনাইলাম। তাহাতে নাগলোকের সকলেই পরমসন্তোষ লাভ করিল। আমি নাগলোকে ছয় দিন বাস করিলে নাগরাজ পূর্ণকের হস্তে ইরন্দতীকে সম্প্রদান করিলেন। ইহাতে অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া পূর্ণক সেই মহামণি দিয়া আমার অর্চ্চনা করিলেন, নাগরাজের অনুমত্যনুসারে আমাকে মনোময় অশ্ববরে তুলিলেন, আমাকে সম্মুখের আসনে এবং ইরন্দতীকে পশ্চাতে বসাইয়া নিজে মধ্যমাসনে উপবিষ্ট হইলেন, আমাকে

---

[১]। এই খণ্ডের ১৭৮ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

[২]। বৈরম্ভ বায়ুর সম্বন্ধে ৫ম খণ্ডের ১৪৮ম ও ২৭৪ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

এখানে আনিয়া সভামধ্যে নামাইয়া দিলেন এবং ইরন্দতীকে লইয়া নিজের নগরে চলিয়া গেলেন। অতএব বুঝিতে পারিলেন, মহারাজ যে, "পূর্ণক তাঁহার প্রিয়া সেই সুধ্যমা নাগকন্যার জন্যই আমার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং শেষে আমারই প্রজ্ঞাবলে তিনি ভার্য্যা লাভ করিয়াছেন। আমার ধর্ম্মকথা শুনিয়া নাগরাজ প্রসন্নচিত্তে আমাকে ফিরিতে অনুমতি দিয়াছেন এবং আমি পূর্ণকের নিকট হইতে এই সর্ব্বকামদ রাজচক্রবর্ত্তী-পরিভোগ্য মহামণি প্রাপ্ত হইয়াছি। মহারাজ, আপনি এই মণি গ্রহণ করুন।" ইহা বলিয়া বিদুর রাজাকে সেই মণি দান করিলেন। রাজা প্রত্যূষকালে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, এখন তাহা নগরবাসীদিগকে বলিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "ভো নাগরিকগণ, আমি আজ যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর :

৩০২. জন্মিল অপূর্ব্ববৃক্ষ প্রাসাদের দ্বারে :
প্রজ্ঞাময় কাণ্ড তার; শীলসমুচ্চয়ে
গঠিত হয়েছে তার শাখা ও প্রশাখা;
ধর্ম্মে আর অর্থে পুষ্ট সেই তরুবর;
ফল আর পঞ্চবিধ—ক্ষীর, নবনীত,
দধি, তক্র, সর্পিঃ আর; বেষ্টিত সর্ব্বতঃ
গো-অশ্ব-মাতঙ্গ দ্বারা;

৩০৩. পূজিতে সে তরু
হইল প্রবৃত্ত লোকে মহাসমারোহে;
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ বা বাজায়।
হেন কালে অকস্মাৎ পুরুষ ভীষণ
ছেদি সেই তরু লয়ে করিল গমন।
হয়েছেন গৃহে মোর সেই মহাতরু
সমাগত পুনর্ব্বার; এস, সবে মিলি
বিধিমত পূজা তাঁর করিব এখন।

৩০৪. লভি অনুগ্রহ মোর সন্তুষ্ট যাহারা,
কর সবে আজ নিজ সন্তোষ প্রকাশ;
উপহার সুপ্রচুর করি আনয়ন
পূজ এই তরুবরে মনের উল্লাসে।

৩০৫. আমার এ রাজ্যে বদ্ধ রয়েছে যাহারা,
বন্ধন হইতে মুক্ত হোক সবে আজ।
বিদুর বন্ধনমুক্ত হলেন যেমন,
সেইরূপে দাও মুক্তি বদ্ধজীবগণে।

৩০৬. হউক এ রাজ্যে মহোৎসব এক মাস;
রাখুক লাঙ্গল তুলি কৃষিজীবিগণ[১]
পল্লান্নে করাও সবে ব্রাহ্মণভোজন।
উপচিয়া পড়ে মদ্য, হেন পূর্ণ পাত্র
হাতে লয়ে মদ্যপেরা স্ব স্ব পানাগারে
বসিয়া করুন পান ইচ্ছা যত হয়।

৩০৭. রাজপথ সমুদায় কর সুসজ্জিত;
আহ্বানি আনহ সেথা বারাঙ্গণাগণে
শান্তিরক্ষা হেতু কর ব্যবস্থা এমন,
না পারে করিতে যেন একে অপরের
কোনরূপ ক্ষতি কভু, কর এইরূপে
সকলে মিলিয়া পূজা এ তরুবরের।

রাজা এইরূপ বলিলে :

৩০৮. রাজপত্নী, রাজপুত্র, বৈশ্য ও ব্রাহ্মণ—
সকলেই করিলেন সত্বর প্রেরণ
বহুবিধ উপহার, অন্ন আর পান
বিদুর পণ্ডিতবরে দেখাতে সম্মান।

৩০৯. গজারোহ-অশ্বারোহ-রথি-পত্তিগণ,
সকলেই করিলেন সত্বর প্রেরণ
বহুবিধ উপহার, অন্ন আর পান
বিদুর পণ্ডিতবরে দেখাতে সম্মান।

৩১০. সমবেত হয়ে পৌরজানপদগণ,
সকলেই করিলেন সত্বর প্রেরণ
বহুবিধ উপহার, অন্ন আর পান
বিদুর পণ্ডিতবরে দেখাতে সম্মান।

৩১১. হেরি বিদুরকে গৃহে প্রত্যাগত
হয় মগ্ন সবে আনন্দসাগরে।
দেখি তাঁরে সবে হরষের বেগে
উত্তরীয় বাস সঞ্চালন করে।[২]

একমাস পরে উৎসব শেষ হইল। অতঃপর মহাসত্ত্ব যেন বুদ্ধকৃত্য সম্পাদন

---

[১]। 'উন্নঙ্গলা মাসমিমং করন্তু।'

[২]। 'চেলুক্খেপো অবত্তথা'। ইহা সাহেবী 'waving of handkerchief'-এর মত।

করিতে লাগিলেন; তিনি সমস্ত লোককে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন, রাজাকে উপদেশ দিলেন এবং যতদিন জীবিত ছিলেন, এইভাবে অতিবাহিত করিয়া স্বর্গপরায়ণ হইলেন। তাঁহার উপদেশানুসারে চলিয়া রাজা এবং কুরুরাজ্যবাসী অন্য সকলেও দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক আয়ুঃক্ষয়ান্তে স্বর্গপুরী পূর্ণ করিতে গেলেন।

[এইরূপ ধর্ম্মদেশন শেষ করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নয়, পূর্ব্বেও তথাগত প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও উপায়কুশল ছিলেন।

সমবধান : তখন বর্ত্তমান রাজকুলের মাতাপিতা ছিলেন বিদুরের মাতাপিতা, রাহুলমাতা ছিলেন বিদুরের জ্যেষ্ঠা ভার্য্যা; রাহুল ছিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র; সারিপুত্র ছিলেন নাগরাজ বরুণ, মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন সেই সুপর্ণরাজ, অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র; আনন্দ ছিলেন রাজা ধনঞ্জয় এবং আমি ছিলাম বিদুর পণ্ডিত।]

---

৫৪৬. মহাউন্মার্গ-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে প্রজ্ঞাপারমিতার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় উপবিষ্ট হইয়া তথাগতের প্রজ্ঞা পারমিতা বর্ণনা করিতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন, "অহো! তথাগতের কি অসামান্য প্রজ্ঞা। ইহা মহিয়সী ও বিশ্বব্যাপিনী; ইহা যেমন রসবতী, তেমনই প্রত্যুৎপন্না; ইহা সুতীক্ষ্ণা ও বিরুদ্ধবাদ-খণ্ডনকুশলা। এই অপার প্রজ্ঞাবলে তিনি কূটদন্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে, সভিক প্রভৃতি পরিব্রাজকদিগকে, অঙ্গুলিমাল প্রভৃতি দস্যুদিগকে, আলবক প্রভৃতি যক্ষদিগকে, শক্র প্রভৃতি দেবতাদিগকে এবং বকপ্রভৃতি ব্রহ্মাদিগকে[২] সম্পূর্ণরূপে বিনয়ী করিয়া স্বমতে দীক্ষিত

---

[১]। উন্মার্গ—ভূগর্ভে খাত পয়ঃপ্রণালী, সুরুঙ্গ বা বর্ত্ম—ইংরাজী tunnel বা mine শব্দের তুল্যার্থবাচক।

[২]। কূটদন্ত—মগধরাজ্যের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি খানুমৎনগরে বাস করিতেন। ইনি একদিন যজ্ঞার্থ বহু পশুবধের আয়োজন করিয়াছিলেন, এমন সময়ে বুদ্ধদেব সেখানে উপস্থিত হইয়া বুঝাইয়া দেন যে, দানই প্রকৃত যজ্ঞ; অন্য যজ্ঞ বৃথা। তখন কূটদন্ত পঞ্চশত শিষ্যসহ বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন।

সভিক—ইনি একজন বিখ্যাত তার্কিক। ইনি প্রথমে গৌতমকে তরুণবয়স্ক বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন, কিন্তু শেষে তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। শাস্তা তখন বেণুবনে অবস্থিতি করিতেন।
আলবক—এই নামধেয় এক যক্ষ গৌতমকে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন করেন এবং উত্তরশ্রবণে প্রীত হইয়া বুদ্ধশাসনে প্রবিষ্ট হন। চতুর্থ খণ্ডের (মহাকৃষ্ণ-জাতক) ১২৪-১২৫ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

করিয়াছেন, সহস্র সহস্র লোককে প্রব্রজ্যা দিয়া মার্গফলের অধিকারী করিয়াছেন। ভিক্ষুরা এইরূপে শাস্তার মহাপ্রজ্ঞার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে বসিয়া কোন্ বিষয়ের আলোচনা করিতেছ?" তাঁহারা আলোচ্যমান বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, তথাগত যে কেবল এখনই প্রজ্ঞাবান হইয়াছেন, এমন নহে, যখন তাঁহার জ্ঞানের সম্পূর্ণ পরিপক্বতা জন্মে নাই, যখন তিনি বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির আশায় বোধিসত্ত্বরূপে বিচরণ করিতেছিলেন, সেই অতীতকালেও তিনি অসাধারণ প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়াছিলেন।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

(১)

পুরাকালে মিথিলায় বিদেহ নামে এক রাজা ছিলেন। সেনক, পুক্কুশ, কবীন্দ ও দেবেন্দ্র, এই চারিজন পণ্ডিত তাঁহার ধর্ম্মানুশাসকের কাজ করিতেন। যেদিন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রতিসন্ধি লাভ করেন,[১] সেইদিন প্রত্যূষকালে রাজা এই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন—রাজাঙ্গণের চারিকোণে চারিটী অগ্নিস্তম্ভ যেন মহাপ্রাকারের সমান উচ্চ হইয়া জ্বলিতেছিল; পরে তাহাদের মধ্যে খদ্যোতপ্রমাণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উত্থিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অগ্নিস্তম্ভ চারিটীকে অতিক্রমপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকপ্রমাণ উচ্চতা লাভ করিল এবং চক্রবালসকল এরূপে উদ্ভাসিত করিয়া রহিল যে, ভূপতিত সর্ষপবীজ পর্য্যন্ত দেখা যাইতে লাগিল, দেবমানব প্রভৃতি সমস্ত লোক মাল্যগন্ধাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে লাগিল, বহুলোক তাঁহার ভিতর দিয়া গতায়াত করিল; কিন্তু কাহারও লোমকূপমাত্রও উষ্ণতা অনুভব করিল না।

এই স্বপ্ন দেখিয়া রাজা ভীত ও ত্রস্ত লইয়া শয্যাত্যাগ করিলেন এবং না জানি ইহা হইতে কি অনর্থই ঘটিবে, অরুণোদয় পর্য্যন্ত বসিয়া বসিয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকথিত পণ্ডিত চারিজন, প্রাতঃকালেই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, সুখে নিদ্রা গিয়াছেন ত?" রাজা বলিলেন, "সুখ কোথায় পাইব? আমি এই দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি।" তাহা শুনিয়া সেনক পণ্ডিত বলিলেন, "ভয় পাইবেন না, মহারাজ। এ সুস্বপ্ন; ইহাতে আপনার শ্রীবৃদ্ধিই হইবে।" "কিরূপে বুঝিলেন?" "এমন একজন পঞ্চম

বক—বৌদ্ধেরা বলেন যে, ব্রহ্মলোক বহু, ব্রহ্মাও বহু। বক ব্রহ্মাদের অন্যতম। বক অনিত্যত্ববাদ স্বীকার করিতেন না; তিনি ভাবিতেন, ব্রহ্মলোক ও ব্রহ্মত্ব নিত্য। গৌতম ব্রহ্মলোকে গিয়া তাঁহার ভ্রম বুঝাইয়া দেন। বকব্রহ্ম-জাতক (৪০৫) দ্রষ্টব্য।

[১]। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্কন্ধগুলি বিনষ্ট হয়, পঞ্চস্কন্ধ আবার মিলিত হইলে জন্মান্তর ঘটে।

পণ্ডিতের আবির্ভাব হইবে, যিনি আমাদের এই চারিজনকে অতিক্রমপূর্ব্বক নিষ্প্রভ করিবেন। আমরা আপনার স্বপ্নদৃষ্ট অগ্নিস্তম্ভ চারিটী; তাহাদের মধ্যস্থলে যে অগ্নিস্তম্ভ দেখিয়াছেন, তাহাই সেই পঞ্চম পণ্ডিত। দেবলোক ও নরলোকে, কুত্রাপি তাঁহার তুল্যকক্ষ কেহ থাকিবে না।" "তিনি এখন কোথায়?" সেনক নিজের বিদ্যাবলে দিব্যচক্ষুদ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, তিনি অদ্য হয় প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিয়াছেন; নয় মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন।" তখন হইতে রাজা এই কথা স্মরণ করিয়া রাখিলেন।

তৎকালে মিথিলা নগরীর চতুর্দ্বারসমীপে পূর্ব্ব যবমধ্যক, দক্ষিণ যবমধ্যক, পশ্চিম যবমধ্যক ও উত্তর যবমধ্যক নামে চারিখানি গণ্ডগ্রাম ছিল।[১] ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব যবমধ্যক গ্রামে শ্রীবর্দ্ধন নামে এক শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। তাঁহার ভার্য্যার নাম সুমনা দেবী। যে দিনের কথা হইল, সেইদিন রাজার স্বপ্নদর্শন সময়ে, মহাসত্ত্ব ত্রয়স্ত্রিংশদভবন ত্যাগ করিয়া এই রমণীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। অপর এক সহস্র দেবপুত্রও ত্রয়স্ত্রিংশদভবন ত্যাগ করিয়া সেই গ্রামেই অন্যান্য শ্রেষ্ঠী ও অনুশ্রেষ্ঠীদিগের কুলে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিলেন। সুমনা দেবী দশমাস গর্ভধারণ করিয়া এক হেমবর্ণ পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ সময়ে শক্র নরলোক পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। মহাসত্ত্ব মাতৃগর্ভ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইতেছেন জানিয়া তিনি স্থির করিলেন, 'এই বুদ্ধাঙ্কুরকে দেবলোকে ও নরলোকে প্রকটিত করিতে হইবে।' মহাসত্ত্ব যখন ভূমিষ্ঠ হইতেছিলেন, তখন শক্র অদৃশ্যমান শরীরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার হস্তে একখণ্ড ওষধি স্থাপনপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। মহাসত্ত্ব ঐ ঔষধিখণ্ড মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তিনি যখন ভূমিষ্ঠ হইলেন, তখন তাঁহার গর্ভধারিণী কিছুমাত্র যন্ত্রণা ভোগ করিলেন না। ধর্ম্মঘট (কমণ্ডলু) হইতে জল যেমন সহজে নির্গত হয়, তিনিও সেইরূপ সহজে মাতৃগর্ভ হইতে বিনা ক্লেশে বহির্গত হইলেন। জননী তাঁহার হস্তে ঔষধি-খণ্ড দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "বাবা, তুমি এ কি পাইয়াছ?" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মা, ইহা ঔষধ।" অনন্তর তিনি সেই দিব্য ঔষধ মাতার হস্তে দিয়া বলিলেন, "মা, এই ঔষধ লও; যাহার যে কোন পীড়া হউক না কেন, তাহাকেই এই ঔষধ দিও।" সুমনা দেবী তুষ্ট ও প্রহৃষ্ট হইয়া শ্রীবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠীকে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন। শ্রীবর্দ্ধন সাত বৎসর শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন; তিনি সুমনার কথায় অতি আহ্লাদিত হইয়া ভাবিলেন, "এই কুমার মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত

---

[১]। যব—স্বনামখ্যাত শস্য; যবের ক্ষেত্র। যবমধ্যক গ্রাম বলিলে চারিদিকে কৃষিক্ষেত্রবেষ্টিত গ্রাম বুঝায়। মিথিলার চারিদিকে এইরূপ চারিখানি গ্রাম ছিল। ইহাদিগকে যথাক্রমে পুব গাঁ, দক্ষিণ গাঁ, পশ্চিম গাঁ ও উত্তর গাঁ বলা যাইতে পারে।

হইবার সময়ে ঔষধ লইয়া আগমন করিয়াছে; জন্মমুহূর্ত্তেই মাতার সঙ্গে কথা বলিয়াছে। এরূপ পুণ্যশীলসত্ত্বপ্রদত্ত ঔষধ নিশ্চয় মহাফলপ্রদ হইবে। তিনি ঐ ঔষধ শিলে ঘষিয়া অল্পমাত্র ললাটে মাখিলেন; অমনি তাঁহার সপ্তবর্ষের শিরোযন্ত্রণা দূর হইল, নিমিষের মধ্যে পদ্মপত্র হইতে যেন জল সরিয়া গেল। তিনি হর্ষভরে বলিতে লাগিলেন, 'অহো! এই ঔষধের কি অদ্ভুত ক্ষমতা।"

মহাসত্ত্ব যে ঔষধ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, একথা সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইল; যত ব্যাধিগ্রস্ত লোক, সকলে শ্রেষ্ঠীর গৃহে গিয়া ঔষধ চাহিতে লাগিল; দিব্যেষধ শিলে ঘষিয়া ও জলে গুলিয়া শ্রেষ্ঠীর লোকজন সকলকেই একটু একটু দিত; তাহা শরীরে মাখিবামাত্র সকলেরই পীড়োপশম হইত; ব্যাধিমুক্ত লোকেরা মহানন্দে বলিয়া বেড়াইত, "শ্রীবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠীর গৃহে যে ঔষধ আছে, তাহার অতি অদ্ভুত ক্ষমতা।" মহাসত্ত্বের নামকরণ দিবসে শ্রীবর্দ্ধন ভাবিলেন, 'পূর্ব্ব পুরুষদিগের নামানুসারে আমার পুত্রের নাম রাখিবার প্রয়োজন নাই; বৎস আমার ঔষধনামা হউক।' ইহা স্থির করিয়া তিনি পুত্রের "ঔষধকুমার" এই নাম রাখিলেন। তাহার পর তিনি আবার ভাবিলেন, 'আমার পুত্র মহাপুণ্যবান; সে একাকী জন্মগ্রহণ করে নাই; তাহার সঙ্গে একই সময়ে আরও অনেক বালক জন্মিয়াছে।' তিনি অনুসন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন, সেদিন আরও এক সহস্র কুমার ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। তিনি এই সকল বালকের জন্য বস্ত্র ও ধাত্রী প্রেরণ করিলেন, এবং তাহারা ঔষধকুমারের সহচর হইবে, এই অভিপ্রায়ে আপন পুত্রের ন্যায় তাহাদেরও মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পাদন করাইলেন। তাহারা প্রতিদিন অলঙ্কৃত হইয়া বোধিসত্ত্বের সহিত ক্রীড়া করিবার জন্য আনীত হইতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব তাহাদের সঙ্গে খেলাধূলা করিয়া দিন দিন বড় হইতে লাগিলেন। সপ্তমবর্ষকালে তাঁহার দেহ সুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় মনোহর হইল।

ঔষধকুমার যখন এই সকল সহচরের সহিত গ্রামমধ্যে ক্রীড়া করিতেন, তখন কখনও কখনও হস্তি প্রভৃতি প্রাণী তাঁহাদের ক্রীড়া-ভূমির ভিতর দিয়া চলিয়া যাইত; বাতাতপের সময়েও বালকেরা ক্লান্ত হইত। একদিন অকালে মেঘ উঠিল; তাহা দেখিয়া নাগবল ঔষধকুমার ছুটিয়া এক গৃহে প্রবেশ করিলেন; অন্যান্য বালক তাঁহার পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে পরস্পরের পদাঘাতে আছাড় পড়িল, তাহাতে তাহাদের জানুতে ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আঘাত লাগিল। ইহাতে মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমরা আর এভাবে ক্রীড়া করিব না; এখানে এক ক্রীড়াশালা নির্ম্মাণ করিতে হইবে।' তিনি সহচরদিগকে বলিলেন, "এস, আমরা এখানে এমন একটা ক্রীড়াশালা প্রস্তুত করি, যাহার মধ্যে ঝড়ে, জলে, রৌদ্রে সকল সময়েই আমরা ইচ্ছামত দাঁড়াইতে, বসিতে বা শুইতে পারিব। তোমরা এজন্য সকলেই এক এক কাহণ আনিও।" এই কথায় সহস্র বালক সহস্র

কার্ষাপণ আনয়ন করিল। ঔষধকুমার প্রধান সূত্রধরকে ডাকাইয়া বলিলেন "এই স্থানে ক্রীড়াশালা প্রস্তুত করিতে হইবে। তুমি (খরচের জন্য) এই হাজার কাহণ লও।"

সূত্রধার "যে আজ্ঞা" বলিয়া কার্ষাপণগুলি লইল, ভূমি সমান করিল, খুঁটা কাটিয়া সূতালি করিল, কিন্তু তাহা মহাসত্ত্বের ভাল লাগিল না; তিনি সূত্রধরকে কিরূপে সূতালি করিতে হইবে, তাহা বুঝাইয়া বলিলেন, "এইরূপে সূতালি করিলে ঠিক হইবে।" "প্রভু, আমার নিজের যেমন বিদ্যা, সেইরূপই সূতালি করিয়াছি; তাহা ছাড়া অন্য কোনরূপ জানি না। যদি তাহা না জান, তবে আমাদের অর্থ লইয়া কিরূপে ক্রীড়াশালা প্রস্তুত করিবে? আচ্ছা, তুমি সূতা লও; আমি তোমাকে সূতালি করিয়া দেখাইতেছি।" ইহা বলিয়া তিনি সেই সূত্রধারের দ্বারা সূতা ধরাইলেন এবং নিজে এমন সূতালি করিলেন যে, বোধ হইতে লাগিল, স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া সব ঠিকঠাক করিয়া দিয়াছেন। তাহার পর তিনি সূত্রধারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন ত তুমি এইপ্রকার সূতালি করিতে পারিবে?" "না মহাশয়; আমি পারিব না।" "আমি দেখাইয়া দিলে পারিবে ত?" "পারিব।" তখন মহাসত্ত্ব ঐ ক্রীড়াশালার নির্ম্মাণসম্বন্ধে এমন ব্যবস্থা করিলেন যে, তাহার এক অংশ অভ্যাগতদিগের বাসার্থ, এক অংশ অনাথদিগের বাসার্থ, এক অংশ অনাথা নারীদিগের প্রসবার্থ, এক অংশ আগন্তুক বণিকদিগের পণ্যভাণ্ডরক্ষার্থ ব্যবহৃত হইতে পারে এবং প্রত্যেক প্রকোষ্ঠেরই দ্বার বহির্দ্দিকে খোলা যায়। তিনি উহার মধ্যেই ক্রীড়া-ভূমি, বিচারগৃহ ও ধর্ম্মসভার পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠ রাখিয়া দিলেন। এইরূপে শালাটীর নির্ম্মাণ শেষ হইলে তিনি চিত্রকর ডাকাইলেন এবং নিজেই তাহাদের পরীক্ষা করিয়া তাহাদের দ্বারা উহা চিত্রিত করাইলেন। চিত্র শেষ হইলে, ঐ ক্রীড়াশালা শক্রের সুধর্ম্মাসভার ন্যায় দেখাইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতেও শালাটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইল না বিবেচনা করিয়া তিনি একটী পুষ্করিণী খনন করাইবার অভিপ্রায় করিলেন। পুষ্করিণী খনন করা হইলে তিনি রাজমিস্ত্রী[১] ডাকাইলেন, কোথায় কি করিতে হইবে, নিজেই তাহা নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে অর্থ দিলেন এবং সহস্রবঙ্ক[২] ও শততীর্থযুক্ত পুষ্করিণী নির্ম্মাণ করাইলেন। পঞ্চবিধ পদ্ম-বিভূষিত হইয়া এই পুষ্করিণী নন্দন সরোবরের শোভা ধারণ করিল। মহাসত্ত্ব তাহার তীরে বহুবিধ ফুল ও ফলের

১। ইট্ঠকবড্ঢকি—(ইষ্টকবর্দ্ধকী)।

২। বঙ্ক = বাঁক। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে পুষ্করিণীটীর চারিধার আঁকা বাঁকা ছিল। তীর্থ = ঘাট। পুষ্করিণীখনন পূর্ব্বে হইয়াছিল; পরে রাজমিস্ত্রীরা আসিয়া ঘাট বান্ধিয়া দিয়াছিল।

গাছ রোপণ করাইলেন; অচিরে এই উদ্যানও নন্দন কাননের ন্যায় রমণীয় হইল। মহাসত্ত্ব এই ক্রীড়াশালার নিকটে দানব্রতে রত হইলেন; ধার্ম্মিক শ্রমণব্রাহ্মণগণ, দূরদেশাগত অতিথিগণ ও গ্রামবাসিগণ সেখানে দান পাইতে লাগিল। তাঁহার এই অদ্ভুত ক্রিয়া সর্ব্বত্র প্রকটিত হইল; তাঁহার ক্রীড়াশালায় বহুলোক যাইতে লাগিল। মহাসত্ত্ব সেখানে বসিয়া উপস্থিত লোকদিগের অভাব ও অভিযোগের যুক্তাযুক্ততা বিচার করিতেন। ফলতঃ তাঁহার ব্যবহারে বোধ হইতে লাগিল যেন বুদ্ধাবির্ভাবকাল উপস্থিত হইয়াছে।

এদিকে সপ্তবর্ষ অতীত হইলে বিদেহরাজের স্মরণ হইল যে, তাঁহার পণ্ডিত চারিজন বলিয়াছিলেন, এমন একজন পণ্ডিত আবির্ভূত হইবেন, যিনি তাঁহাদিগকেও অতিক্রম করিবেন। সেই পঞ্চম পণ্ডিত এখন কোথায়, এই চিন্তা করিয়া তিনি তাঁহার বাসস্থান জানিবার জন্য নগরের চারিদ্বার দিয়া চারিজন অমাত্য প্রেরণ করিলেন। যাঁহারা অন্য দ্বারগুলি দিয়া বাহির হইলেন, তাঁহারা মহাসত্ত্বের দেখা পাইলেন না; কিন্তু যিনি পূর্ব্বদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন, তিনি পূর্ব্ববর্ণিত ক্রীড়াশালাদি দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই বিচিত্র ভবন নিশ্চয় কোন সুপণ্ডিত ব্যক্তি হয় নিজে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, নয় অন্য কাহারও দ্বারা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।' তিনি সেখানকার লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ সূত্রধার এই ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন, বল ত?" তাহারা উত্তর দিল, "কোন্ সূত্রধারই নিজের বুদ্ধিবলে এই ভবন নির্ম্মাণ করে নাই; শ্রীবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠীর পুত্র মহৌষধ পণ্ডিতের উপদেশবলে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে।' "মহৌষধ পণ্ডিতের বয়স কত?" "এই সাত বৎসর পূর্ণ হইল।" অমাত্য গণনা করিয়া দেখিলেন, রাজা যে দিন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেও ঠিক সাত বৎসর অতীত হইয়াছে; অতএব মহৌষধ কুমার হয় ত সেই পণ্ডিত। এই অনুমানে তিনি রাজার নিকট দূত পাঠাইয়া সংবাদ দিলেন, "মহারাজ, পূর্ব্বযবমধ্যক গ্রামের শ্রীবর্দ্ধনশ্রেষ্ঠীর মহৌষধ পণ্ডিত নামে এক পুত্র আছেন। তাঁহার বয়স এখন সাত বৎসর মাত্র। তিনি কিন্তু (এই অল্প বয়সেই) অতি অদ্ভুত ক্রীড়াশালা, পুষ্করিণী ও উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহাকে আপনার নিকট লইয়া যাইব কি?" রাজা এই সংবাদে তুষ্ট হইয়া সেনক পণ্ডিতকে ডাকাইলেন এবং তাঁহাকে অমাত্যের সংবাদ জানাইয়া মহৌষধ পণ্ডিতকে আনয়ন করিবেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু সেনক ঈর্ষাবশে বলিলেন, "মহারাজ, ক্রীড়াশালাদি নির্ম্মাণ করাইলেই কেহ পণ্ডিত হয় না; যে সে লোকেই এরূপ কাজ করাইতে পারে; এ সব তুচ্ছ কাজ।" ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'সেনকের এরূপ বলিবার হয় ত কোন কারণ আছে।' কিন্তু তিনি কিছু না বলিয়া দূতমুখে সেই অমাত্যকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনি ঐখানেই অবস্থিতি করিয়া আরও কিছুদিন সেই পণ্ডিতকে

পরীক্ষা করুন।” এই আদেশ পাইয়া উক্ত অমাত্য সেখানে থাকিয়া মহৌষধের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। যে যে বিষয় লইয়া পরীক্ষা হইয়াছিল, সেগুলির তালিকা এই :

মাংস, গরু, গ্রন্থি, সূত্র পুত্র, গোল, রথ, দণ্ড, শীর্ষ, সর্প, কুক্কুট হীরক,
বৃষগর্ভে বৎসজন্ম, অতণ্ডুলভক্ত পাক, বালুকানির্ম্মিত রজ্জু এক
গ্রাম হতে নগরেতে তড়াগ, উদ্যান, এই উভয়ের অদ্ভুত প্রয়াণ,
পুত্রাপেক্ষা হীন থর, কাকের কূলায়ে মণি,—ঊনিশটী প্রজ্ঞার প্রমাণ।[১]

(১) মাংস

একদিন বোধিসত্ত্ব ক্রীড়াভূমিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে একটা শ্যেন মাংসবিপণির ফলক হইতে একখণ্ড মাংস লইয়া উড়িয়া গেল। ইহা দেখিয়া কয়েকটী বালক, যাহাতে শ্যেন ভয় পাইয়া মাংসখণ্ড ফেলিয়া দেয়, এই উদ্দেশ্যে তাহাকে তাড়া করিল। শ্যেন এদিকে ওদিকে উড়িতে লাগিল; ছেলেরা উপরের দিকে তাকাইতে তাকাইতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল, কিন্তু মাটির দিকে দৃষ্টি না রাখায় পাষাণাদিতে হোঁচোঁ খাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, “আমি উহার মুখ হইতে মাংসখানা ফেলাইব কি?” ছেলেরা বলিল, “ফেলান ত, প্রভু।” “তবে দেখ।” তখন তিনি উপরের দিকে না তাকাইয়া, যেখানে শ্যেনের ছায়া পড়িয়াছিল, বাতবেগে সেইখানে ছুটিয়া গেলেন এবং করতালি দিতে দিতে এমন চীৎকার করিলেন, যে সেই শব্দ যেন পাখীটার উদর বেধ করিয়া গেল। ইহাতে সে ভয় পাইয়া মাংস ত্যাগ করিল। বোধিসত্ত্ব ছায়া দেখিয়াই বুঝিলেন, শ্যেন মাংস ত্যাগ করিয়াছে; তিনি উহা মাটিতে পড়িতে না দিয়া আকাশেই ধরিয়া ফেলিলেন। এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া সমবেত সমস্ত লোকে করতালি দিতে দিতে উচ্চৈস্বরে “সাবাস্, সাবাস্” বলিতে লাগিল। রাজার অমাত্য এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন : “মহারাজের অবগতির জন্য জানাইতেছি, ঔষধপণ্ডিত না কি এই উপায়ে শ্যেনপক্ষীকে মাংসত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছেন।” রাজা সেনক পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঔষধ পণ্ডিতকে এখানে আনাইব কি?” সেনক ভাবিলেন, ‘ঔষধপণ্ডিত আসিলে আমার গৌরব নষ্ট হইবে, এমন কি, আমি যে আছি, রাজা সে খবরও লইবেন না। অতএব তাঁহাকে এখানে আনাইতে দেওয়া হইবে না।’ তিনি ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া উত্তর দিলেন, “মহারাজ, কেবল এই কাজটুকু করিয়া কেহ পণ্ডিত হয় না। এ অতি সামান্য কাজ।” রাজা মধ্যস্থভাব অবলম্বনপূর্ব্বক

---

[১]। এই গাথা পরবর্ত্তী আখ্যায়িকাগুলি স্মরণ রাখিবার সাহায্যকল্পে কেবল কতিপয় শব্দসমষ্টি লইয়া গঠিত। ইহার অন্য কোন অর্থ নাই।

অমাত্যকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনি ওখানেই থাকিয়া আরও কিছুদিন পরীক্ষা করুন।"

(২) গরু

পূর্ব্বযবমধ্যক গ্রামবাসী এক ব্যক্তি বৃষ্টি পড়িলে চাষ করিবে এই অভিপ্রায়ে গ্রামান্তর হইতে কয়েকটা বলদ আনিয়াছিল। পরদিন সে একটা বলদের পিঠে চড়িয়া সবগুলোকে মাঠে চরাইতে লইয়া গেল এবং ক্লান্ত হইয়া অবতরণপূর্ব্বক এক স্থানে বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। এই অবসরে এক চোর আসিয়া গরুগুলি লইয়া পলায়ণ করিল। এদিকে ঐ ব্যক্তির ঘুম ভাঙ্গিল, যে গরু দেখিতে না পাইয়া নানা দিকে খুঁজিতে লাগিল এবং চোর পলাইয়া যাইতেছে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিল। সে চোরকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই আমার গরু লইয়া কোথায় যাইতেছিস্?' চোর বলিল, "বা রে! আমার গরু, আমার যেখানে ইচ্ছা, লইয়া যাইতেছি।" এই দুইজনের বিবাদ শুনিয়া বহু লোক সমবেত হইল। যখন তাহারা ক্রীড়াশালার দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল, তখন মহৌষধ পণ্ডিত তাহাদের কলহ শুনিয়া দুইজনকেই ডাকাইলেন। তাহাদের আকার প্রকার দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন, কে চোর, কে সাধু। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়াও তিনি তাহাদের বিবাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যাহার গরু, সে বলিল, "আমি এই গরু কয়টী অমুক গ্রামের অমুকের নিকট হইতে কিনিয়া ঘরে রাখিয়াছিলাম; আজ মাঠে চরাইতে আসিয়াছিলাম; সেখানে আমি ঘুমাইতেছিলাম দেখিয়া এ ব্যাঁটা চুরি করিয়া পলাইতেছিল। আমি চারিদিকে খুঁজিয়া ব্যাঁটাকে দেখিতে পাইলাম এবং পিছনে পিছনে ছুটিয়া ধরিয়া ফেলিলাম। আমি যে গরু কয়টা কিনিয়াছি, অমুক গ্রামের লোকে তাহা জানে।" চোর বলিল, "এ গুলা আমার নিজেরই পালের গরু। এ লোকটা মিছা কথা বলিতেছে।" তখন ঔষধপণ্ডিত বলিলেন, "আমি তোমাদের বিবাদের ন্যায্য বিচার করিতেছি। আমার বিচার মানিবে ত?" উভয়েই বলিল, "মানিব।" সমবেত লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে ঔষধপণ্ডিত প্রথমে চোরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই গরুগুলাকে আজ কি খাওয়াইয়াছ, ও কি পান করাইয়াছ?" সে বলিল, "আমি ইহাদিগকে যাউ পান করাইয়াছি এবং তিলের খোল ও মাষকলাই খাওয়াইয়াছি" অনন্তর গো-স্বামীকে ঐ প্রশ্ন করিলে সে উত্তর দিল, "আমি গরীব লোক; যাউ ও খোল কোথায় পাইব। আমি ঘাস খাওয়াইয়াছি।" তখন মহৌষধপণ্ডিত সমবেত লোকদিগকে তাহাদের কথা বুঝাইয়া দিয়া কতকগুলি প্রিয়ঙ্গুপত্র আনাইলেন এবং সেগুলি উদূখলে কুটিয়া ও জলে গুলিয়া গরুগুলাকে পান করাইলেন। ইহাতে গরুগুলো তৃণ বমন করিয়া ফেলিল। তখন উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে ইহা দেখিতে বলিয়া তিনি চোরকে

জিজ্ঞাসিলেন, “এখন বল্, তুই চোর কি না।” সে উত্তর দিল, “আমিই চোর।” “তবে এখন হইতে আর এমন কাজ করিস্ না।” কিন্তু বোধিসত্ত্বের অনুচরেরা তাহাকে দূরে লইয়া গিয়া লাথি, কিল, চড়ে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিল। অতঃপর বোধিসত্ত্ব তাহাকে সম্বোধন করিয়া পঞ্চশীল ব্যাখ্যা করিলেন এবং উপদেশ দিতে লাগিলেন, “দুষ্কর্ম্মের প্রত্যক্ষফল তোমার পক্ষে এত দুঃখজনক হইল; পরকালে নরকযন্ত্রণাদি আরও কত মহাদুঃখ তোমার অদৃষ্টে আছে। তুমি এখন হইতে এরূপ দুষ্কর্ম্ম ত্যাগ কর।” রাজার অমাত্য এই ঘটনা রাজাকে জানাইলেন, রাজা সেনককে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেনক বলিলেন, “মহারাজ, গরু লইয়া যে বিবাদ হয়, যে কেহ তাহার বিচার করিতে পারে। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করুন না।” রাজা মধ্যস্থভাব অবলম্বনপূর্ব্বক আবার সেইরূপ আদেশ দিলেন। (পরবর্ত্তী ঘটনাগুলির সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে; অতঃপর পূর্ব্বপ্রদত্ত তালিকামত কেবল ঘটনাগুলি বিবৃত হইবে।)

(৩) গ্রন্থি

এক দুঃখিনী নারী নানাবর্ণের সূত্র দ্বারা একটা গ্রন্থি বন্ধন করিয়া উহা গলায় হারের মত পরিত। সে উহা খুলিয়া নিজের শাড়ীর উপর রাখিয়া, বোধিসত্ত্ব যে পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন, তাহাতে স্নান করিবার জন্য নামিয়াছিল। গ্রন্থিটা দেখিয়া এক যুবতীর বড় লোভ হইল; সে উহা হাতে লইয়া বলিল, “মা, এই হারটী বড় সুন্দর হইয়াছে; ইহাতে কত খরচ পড়িয়াছে বল ত। আমিও এই রকম একটা হার তৈয়ার করিব; একবার গলায় দিয়া মাপ লইতে পারি কি?” সরলস্বভাবা দুঃখিনী বলিল, “তাতে দোষ কি? মাপ লও না।” তখন যুবতী উহা গলায় দিয়া পলায়ন করিল; তাহা দেখিয়া দ্বিতীয়া নারীও অতি শীঘ্র জল হইতে উঠিয়া শাড়ী পরিল এবং ছুটিয়া গিয়া যুবতীর শাড়ী ধরিয়া বলিল, “আমি গহনা তৈয়ার করিয়াছি; তুই যে তাহা লইয়া পলাইতেছিস!” যুবতী বলিল, “আমি তোর জিনিস লইতে যাইব কেন? এত আমারই গলার গহনা” ইহাদের কলহ শুনিয়া বিস্তর লোক জুটিল; বোধিসত্ত্ব তখন ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিতেছিলেন। যখন ঐ রমণীদ্বয় কলহ করিতে করিতে ক্রীড়াশালার দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল, তখন গণ্ডগোল শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিসের গোল হইতেছে?” অনন্তর বিবাদের কারণ জানিয়া তিনি দুইজনকেই ডাকাইলেন এবং আকার দেখিয়াই কে চুরি করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, আমি যে বিচার করিব, তাহা মানিবে ত?” দুই জনেই বলিল, “হাঁ, প্রভু, মানিব।” তখন তিনি প্রথমে চৌরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এই গহনায় কি গন্ধ মাখিয়া থাক।” সে বলিল, “আমি ইহাতে

প্রতিদিন সর্ব্বসংহারক[১] মাখিয়া থাকি।” অপরা রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর দিল, “আমি গরীব লোক, সর্ব্বসংহারক পাইব কোথায়? আমি প্রতিদিন ইহাতে প্রিয়ঙ্গু পুষ্পের গন্ধ বিলেপন করি।” ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব একটা পাত্রে জল আনাইলেন এবং তাহার মধ্যে সূতার হারটী ফেলিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি একজন গন্ধিক ডাকাইয়া বলিলেন, “এই পাত্রটার ঘ্রাণ লইয়া বল ত, কিসের গন্ধ পাওয়া যায়।” সে ঘ্রাণ লইয়া প্রিয়ঙ্গু পুষ্পের গন্ধ অনুভব করিল এবং এক নিপাতে[২] যে গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা বলিল :

নাই সর্ব্বসংহারক; প্রিয়ঙ্গুর গন্ধ শুধু পাই;
ধূর্ত্তা বলে মিথ্যা কথা, বৃদ্ধা যাহা বলে সত্য তাই।

বোধিসত্ত্ব উপস্থিত লোকদিগকে প্রকৃত ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন এবং তরুণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বল, তুই চোর কি না?” সেই যে চুরি করিয়াছে, ইহা তাহার দ্বারা তিনি স্বীকার করাইলেন। এই সময় হইতে জনসমাজে তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আরও প্রকটিত হইল।

(৪) সূত্র

এক কার্পাসক্ষেত্ররক্ষিকা নারী ক্ষেত্র রক্ষা করিবার কালে সেখানে বসিয়া বসিয়াই পরিশুদ্ধ কার্পাস লইয়া খুব সরু সুতা কাটিয়াছিল এবং ঐ সুতার গুলি বুকের কাছে আঁচলে রাখিয়া গ্রামে ফিরিতেছিল। পথে বোধিসত্ত্বের পুষ্করিণীতে স্নান করিবার জন্য সে শাড়ীখানি খুলিয়া এবং তাহার উপরে সুতার গুলিটা রাখিয়া জলে নামিল। ঐ সুতা দেখিয়া অপর এক নারীর বড় লোভ জন্মিল। সে উহা হাতে লইয়া বলিল, “তুমি ত, মা, অতি সুন্দর সুতা কাটিয়াছ।” অনন্তর সে তুড়ি দিয়া সুতার গুলিটা যেন ভাল করিয়া দেখিবার জন্য নিজের কোলের কাছে তুলিয়া লইল এবং ছুটিয়া পলাইল। (অতঃপর যাহা ঘটিল তাহা পূর্ব্ববৎ সবিস্তার বলিতে হইবে)। বোধিসত্ত্ব চৌরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “গুলি পাকাইবার সময়ে তুমি ইহার ভিতরে কি দিয়াছ?” সে বলিল, “কার্পাসের বীজ দিয়াছি।” অপরা রমণী বলিল, সে তিম্বরুফলের[৩] বীজ রাখিয়াছে। বোধিসত্ত্ব উপস্থিত লোকদিগকে উভয়েরই কথা বুঝাইয়া দিয়া সূতার গুলিটা খুলিলেন এবং তিম্বরুবীজ দেখিতে পাইয়া চৌরীর দ্বারা তাহার অপরাধ স্বীকার করাইলেন। ইহাতে সমস্ত লোকে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইল এবং “অহো! কি সুবিচার হইয়াছে!”

---

[১]। বহুবিধ গন্ধ দ্রব্যের মিশ্রণজাত গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ইহার গন্ধ অন্য সমস্ত গন্ধকে অতিক্রম করে বলিয়া ইহার নাম সর্ব্বসংহারক।

[২]। সর্ব্বসংহারক-জাতক (১১০)। তাহাতে কিন্তু কোন গাথা নাই।

[৩]। তিম্বরু বা তিন্দুক—গাব বা আবলুশ গাছ।

বলিয়া শতমুখে সাধুকার দিতে লাগিল।

(৫) পুত্র

এক রমণী মুখ ধুইবার জন্য তাহার পুত্রকে লইয়া বোধিসত্ত্বের পুষ্করিণীতে গিয়াছিল। সে পুত্রটীকে স্নান করাইয়া নিজের শাড়ীর উপর বসাইয়া রাখিল এবং মুখ ধুইয়া স্নানের জন্য পুষ্করিণীর মধ্যে অবতরণ করিল। সেই সময়ে এই যক্ষী ছেলেটীকে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে নারীবেশে সেখানে গিয়া বলিল, "সই, খাসা ছেলেটী ত? ছেলেটী কি তোমার?" "হাঁ, মা।" "ছেলেটীকে দুধ দিব কি? "দাও "। তখন যক্ষী ছেলেটীকে তুলিয়া একটু খেলা দিল এবং তাহার পরেই তাহাকে লইয়া পলাইতে উদ্যত হইল। ইহা দেখিয়া সেই নারী ছুটিয়া গিয়া যক্ষীকে ধরিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "আমার ছেলে কোথায় লইয়া যাইতেছ?' যক্ষী বলিল, 'তুমি ছেলে কোথায় পাইলে? এ ছেলে ত আমার।" তাহারা দুইজনে এইরূপ কলহ করিতে করিতে ক্রীড়াশালার দ্বারে উপস্থিত হইল। তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব উভয়কে ডাকাইলেন এবং ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিয়া যে যাহা বলিল শুনিলেন। তিনি যক্ষীর রক্তবর্ণ ও নির্নিমেষ চক্ষু দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, সে মানবী নহে; তথাপি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি বিচার করিলে তাহা তোমরা মানিবে ত?" তাহারা উভয়েই সম্মত হইল। তখন তিনি ভূমিতে একটা রেখা আঁকিয়া তাহার উপর ছেলেটীকে বসাইলেন, যক্ষীর দ্বারা উহার হাত দুখানি ও মাতার দ্বারা পা দুখানি ধরাইয়া বলিলেন, "বেশ করিয়া ধরিয়া টান; যে ছেলেটীকে টানিয়া রেখার বাহিরে লইতে পারিবে, তাহাকেই আমরা ইহার গর্ভধারিণী বলিয়া জানিব।" তাহারা দুইজনেই টানিতে আরম্ভ করিল; ছেলেটী যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল। ইহাতে মাতার বুক যেন ফাটিয়া গেল; সে ছেলেটীকে ছাড়িয়া দিয়া কান্দিতে লাগিল। তখন বোধিসত্ত্ব উপস্থিত জনসমূহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলের সম্বন্ধে কাহার হৃদয় বেশী স্নেহপ্রবণ, মায়ের না অপরের?" সকলেই বলিল, "মায়ের।" "তবে বল দেখি, এ ছেলেটীর মা কে যে ইহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে, না যে ইহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে?" "যে ছাড়িয়া দিয়াছে।" "এই ছেলেধরা রমণীকে তোমরা জান কি?" "না, আমরা ইহাকে জানি না। "এ যক্ষী; ছেলেটীকে খাইবার জন্য ধরিয়াছে।" "এ যে যক্ষী, তাহা আপনি কিরূপে বুঝিলেন?" "দেখ না, ইহার চক্ষুতে পলক ফিরে না; ইহার চক্ষু দুইটী কেমন রক্তবর্ণ। ইহার শরীরের ছায়া পড়ে নাই; অধিকন্তু এ কেমন নির্ভয় ও কেমন নিষ্ঠুর!" অনন্তর তিনি যক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল তুমি কে?" "প্রভু, আমি যক্ষী।" "ছেলেটাকে ধরিয়াছিলে কেন?" "খাইবার জন্য।" "অয়ি মূঢ়ে, পূর্ব্বে পাপ করিয়াছিলে বলিয়া যক্ষী হইয়া জন্মিয়াছ, তথাপি এখনও আবার পাপ করিতেছ! অহো, তুমি কি মূর্খ,

তুমি কি অন্ধ!” এইরূপ উপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব যক্ষীকে পঞ্চশীলে স্থাপনপূর্ব্বক বিদায় দিলেন; বালকটীর গর্ভধারিণী “আপনি চিরজীবী হউন” এই আশীর্ব্বাদ করিয়া বোধিসত্ত্বের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে ছেলেটীকে লইয়া প্রস্থান করিল।[১]

(৬) গোল

এক ব্যক্তি না কি বামন ছিল বলিয়া ‘গোল’ এবং কৃষ্ণবর্ণ ছিল বলিয়া কাল, এইরূপে গোলকাল নামে অভিহিত হইয়াছিল। সে সাত বৎসর এক গৃহস্থের বাড়ীতে খাটিয়া এক স্ত্রী লাভ করিয়াছিল। ঐ রমণীর নাম ছিল দীর্ঘতালা। একদিন গোলকাল দীর্ঘতালাকে বলিল “ভদ্রে, কিছু পিষ্ঠক ও খাদ্য পাক কর; বাপ-মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে যাইব।” দীর্ঘতালা বলিল, “তোমার বাপ-মায়ে কি প্রয়োজন?” সে পিষ্টকাদি প্রস্তুত করিতে অসম্মত হইল। কিন্তু গোলকাল একে একে তিনবার অনুরোধ করিলে সে কিছু পিষ্টক প্রস্তুত করিল। অনন্তর কিছু পাথেয় ও উপঢৌকন সঙ্গে লইয়া গোলকাল স্ত্রীর সঙ্গে যাত্রা করিল এবং চলিতে চলিতে এক নদীর তীরে উপস্থিত হইল। নদীটা অগভীর ছিল; কিন্তু তাহারা জলের ভয়ে উহা পার হইতে সাহস করিল না, কূলে দাঁড়াইয়া রহিল। ঐ সময়ে দীর্ঘপৃষ্ঠ-নামক এক দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি ঐ নদীর ধার দিয়া যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া গোলকাল ও তাহার ভার্য্যা জিজ্ঞাসা করিল, “ভাই, এই নদী গভীর, কি অগভীর?” তাহারা জল দেখিলে ভয় পায়, ইহা বুঝিয়া দীর্ঘপৃষ্ঠ বলিল, “এ নদী খুব গভীর; ইহার জলে অনেক ভয়ানক মাছ আছে।” “তুমি ভাই, কিরূপে যাইবে?” “এই নদীতে যে সকল শিশুমার, মকর প্রভৃতি থাকে, তাহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। কাজেই তাহারা আমার কোন ক্ষতি করে না।” “তবে, ভাই, দয়া করিয়া আমাদিগকেও লইয়া যাও।’ ‘এ আর বেশী কথা কি?” ইহাতে অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া তাহারা দীর্ঘপৃষ্ঠকে খাদ্য দিল; সে ভোজন শেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কাহাকে প্রথমে লইয়া যাইব?” “তোমার সইকে প্রথমে পার করাও; তাহার পরে আমায় লইয়া যাইবে।” “বেশ কথা।” ইহা বলিয়া দীর্ঘপৃষ্ঠ দীর্ঘতালাকে স্কন্ধে তুলিয়া, পাথেয় ও উপহারাদি সমস্ত হাতে লইল এবং নদীতে অবতরণ করিয়া কিয়দ্দূর যাইবার পর বসিয়া পড়িল ও জানুর উপর ভর দিয়া চলিতে লাগিল।[২] গোলকাল তীরে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, ‘নদীটা সত্য সত্যই খুব গভীর; দীর্ঘপৃষ্ঠেরই যখন এই দশা, তখন আমি ইহা

---

[১]। বাইবলের পূর্ব্বখণ্ডে য়িহুদিরাজ সলোমনের বিচারনৈপুণ্যসম্বন্ধে এইরূপ একটা গল্প আছে। ১ম খণ্ডের উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য।

[২]। ‘উক্কুটিকো নিসীদিত্বা।’ সংস্কৃত ‘উৎকটুক।’

কিছুতেই পার হইতে পারিতাম না।’ ‘এদিকে দীর্ঘপৃষ্ঠ নদীর মধ্যভাগে গিয়া দীর্ঘতালাকে বলিল, “ভদ্রে, আমি তোমার ভরণ পোষণ করিব, তুমি উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া দাসদাসীপরিবৃতা হইয়া থাকিবে। ঐ বামনটা তোমায় কি সুখ দিতে পারিবে? আমি যাহা বলি, তাহাই কর।” এই কথায় দীর্ঘতালা আপনার স্বামীর প্রতি স্নেহশূন্যা হইল এবং তৎক্ষণাৎ দীর্ঘপৃষ্ঠের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া বলিল, “নাথ, তুমি যদি আমায় কখনও ত্যাগ না কর, তবে যাহা বলিবে, তাহাই করিব।” অনন্তর উভয়ে অপর পারে উত্তীর্ণ হইয়া আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত হইল; এবং “তুমি ওখানেই থাক,” গোলকালকে এই কথা বলিয়া তাহার সমক্ষেই পিষ্টকাদি আহার করিয়া প্রস্থান করিল। ইহা দেখিয়া গোলকাল চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, “ইহারা বুঝি দুইজনে মিলিয়া আমায় ফেলিয়া পলাইল।” অনন্তর সে অপর পারের অভিমুখে ছুটিয়া একটু নামিয়া ভয়ে ফিরিল; কিন্তু শেষে অত্যন্ত ক্রোধবশতঃ হয় মরিব, নয় বাঁচিব, এই স্থির করিয়া এক লম্ফে নদীগর্ভে পড়িল। পড়িয়া দেখে, নদী অগভীর। সে নদী পার হইয়া তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া দীর্ঘপৃষ্ঠকে ধরিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, “তবে রে ব্যাঁটা চোর। তুই আমার স্ত্রীকে লইয়া কোথায় যাইতেছিস্।” সে উত্তর দিল, “ভাল রে পাজি বামনবীর। তোর স্ত্রী কোত্থেকে এল? এ ত আমার স্ত্রী।” সে গোলকালের গলা ধরিয়া পাক দিতে দিতে তাহাকে ফেলিয়া দিল। গোলকাল দীর্ঘতালার হাত ধরিয়া বলিল, “থাম, যাও কোথায়? তুমি আমার স্ত্রী; গৃহস্থের বাড়ীতে সাত বৎসর খাটিয়া তোমায় পাইয়াছি।” এইরূপ কলহ করিতে করিতে তাহারা বোধিসত্ত্বের ক্রীড়াগারের দ্বারে উপস্থিত হইল। চারিদিক্ হইতে বিস্তর লোক আসিয়া জুটিল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, “এত গোল হইতেছে কেন?” তিনি দুইজন পুরুষকেই ডাকাইয়া তাহাদের বচন-প্রতিবচন শুনিলেন এবং উভয়েই তাঁহার বিচার মানিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিলে প্রথমে দীর্ঘপৃষ্ঠকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নাম কি?” সে উত্তর দিল, “আমার নাম দীর্ঘপৃষ্ঠ।” “তোমার স্ত্রীর নাম কি?” সে দীর্ঘতালার নাম জানিত না, কাজেই অন্য একটা নাম বলিল। “তোমার মাবাপের নাম কি?” “অমুক অমুক নাম।” “তোমার স্ত্রীর মাতা পিতার নাম কি?” সে ইহাও জানিত না, কাজেই যাহা মুখে আসিল, বলিল। বোধিসত্ত্ব দীর্ঘপৃষ্ঠের ভাষা যথাকথিতভাবে লিপিবদ্ধ করাইয়া তাহাকে সে স্থান হইতে অপনীত করাইলেন এবং অপর ব্যক্তিকে ডাকাইয়া পূর্ব্ববৎ সকলের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সে যথাযথ জানিত, কাজেই প্রকৃত উত্তর দিল। তখন বোধিসত্ত্ব তাহাকেও সে স্থান হইতে অপনীত করাইয়া দীর্ঘতালাকে ডাকাইলেন এবং তাহাকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সে নিজের নাম বলিল। ইহার পর তিনি তাহার স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করিলেন;

কিন্তু সে দীর্ঘপৃষ্ঠের নাম জানিত না বলিয়া অন্য একটা নাম বলিল। "তোমার মাতা পিতার নাম কি?" সে মাতা পিতার প্রকৃত নাম বলিল। "তোমার স্বামীর মাতা পিতার নাম বল ত?" সে প্রলাপ বকিতে বকিতে যা তা নাম দিল। তখন তিনি উক্ত দুইজন পুরুষকে ডাকাইয়া উপস্থিত জনসমূহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই রমণী যাহা বলিতেছে, তাহার সহিত দীর্ঘপৃষ্ঠের কথার মিল আছে, না গোলকালের?" সকলেই উত্তর দিল, "গোলকালের।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "গোলকালই ইহার স্বামী, অপর ব্যক্তি চোর।" অনন্তর তিনি দীর্ঘপৃষ্ঠের দ্বারা স্বীকার করাইলেন যে সেই প্রকৃত চোর।

(৭) রথ

এক ব্যক্তি রথে চড়িয়া মুখ ধুইতে যাইতেছিল। এই সময়ে শক্র নরলোকের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি মহৌষধ পণ্ডিতকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'ইনি বুদ্ধাঙ্কুর; ইঁহার প্রজ্ঞাবল প্রকটিত করিতে হইবে।' তিনি মনুষ্যবেশে আগমনপূর্ব্বক রথের পশ্চাদ্ ভাগ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। রথারূঢ় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি জন্য আসিয়াছ, বাপু?" শক্র উত্তর দিলেন, "আপনার সেবা করিবার জন্য।" "বেশ কথা।" অনন্তর সে শরীরকৃত্য সম্পাদনের জন্য রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক চলিয়া গেল। অমনি শক্র রথে আরোহণ করিয়া উহা বেগে চালাইতে লাগিলেন। রথস্বামী শরীরকৃত্য সম্পাদনের পর আসিয়া দেখে শক্র রথ লইয়া পলাইয়া যাইতেছেন। সে ছুটিয়া গিয়া বলিল, "থাম, থাম; আমার রথ লইয়া কোথায় যাইতেছ?" শক্র বলিলেন, "তোমার অন্য কোন রথ হইবে; এ রথ ত আমার।" অনন্তর উভয়ে কলহ করিতে করিতে ক্রীড়াশালার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। শক্রকে আসিতে দেখিয়াই মহাসত্ত্ব বুঝিলেন, 'ইনি শক্র, কেন না, ইঁহার আকার ইঙ্গিতে ভয়ের ভাব নাই, চক্ষুও নিমেষহীন।' অতএব, অপর ব্যক্তিই যে রথস্বামী ইহাও জানিতে বাকি রহিল না। তথাপি তিনি বিবাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং শক্র তাঁহার বিচার মানিবেন, এইরূপ অঙ্গীকার করিলে বলিলেন, 'আমি রথ চালাইব, তোমরা দুইজনে পশ্চাতে পশ্চাতে রথ ধরিয়া চলিবে; যে রথস্বামী সে রথ ছাড়িবে না; কিন্তু যে রথস্বামী নহে, সে উহা ছাড়িয়া দিবে।" অনন্তর তিনি এক ব্যক্তিকে আজ্ঞা দিলেন, "রথ চালাও।" সে লোকটা রথ চালাইল; বাদী ও প্রতিবাদী রথ ধরিয়া পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল; কিন্তু যে রথস্বামী, সে কিয়দ্দূর গিয়া ছুটিতে অশক্ত হইল; সে রথ ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; শক্র কিন্তু রথের সঙ্গে ছুটিয়া চলিলেন। রথ যখন ফিরিয়া আসিল, তখন বোধিসত্ত্ব সমবেত লোকদিগকে বলিলেন, "এই ব্যক্তি একটু গিয়াই রথ ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু অপর ব্যক্তি রথের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছেন, এবং রথের সঙ্গেই ফিরিয়াছেন;

তথাপি ইঁহার শরীরে বিন্দুমাত্র স্বেদ বাহির হয় নাই; ইঁহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। ইঁহার মুখে কোন ভয়ের চিহ্ন নাই, চক্ষুতেও পলক ফিরে না। ইনি দেবরাজ শক্র।" অনন্তর তিনি শক্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন ত, আপনি দেবরাজ কি না?" শক্র বলিলেন, "হাঁ, আমি দেবরাজ।" "আপনি কি উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছেন?" "আপনার প্রজ্ঞা প্রকটিত করিবার জন্য।" "উত্তম কথা; কিন্তু আপনি আর কখনও এরূপ আচরণ করিবেন না।" তখন শক্র নিজের অনুভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক আকাশে অবস্থিত হইয়া বলিলেন, "এই বিবাদের অতি সুন্দর বিচার হইয়াছে।" অনন্তর তিনি বোধিসত্ত্বের প্রশংসা কীর্ত্তনপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন।

এই ঘটনার পর উক্ত অমাত্য নিজেই রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, মহৌষধপণ্ডিত এইরূপে রথসংক্রান্ত বিবাদের বিচার করিয়াছেন। তাঁহার প্রজ্ঞাবলে শক্রও পরাজিত হইয়াছেন। আপনি এমন বিশিষ্ট পুরুষের সহিত পরিচিত হইতেছেন না কেন?" রাজা সেনকের মত জানিবার জন্য বলিলেন, "পণ্ডিতকে আনয়ন করিব কি?" সেনক বলিলেন, 'মহারাজ, কেবল ইহাতেই কেহ পণ্ডিত হয় না; আপনি অপেক্ষা করুন; আমি আরও পরীক্ষা করিয়া দেখিব।"

সপ্তদারক প্রশ্ন সমাপ্ত

(৮) দণ্ড

একদিন রাজার লোকে মহৌষধপণ্ডিতের পরীক্ষার্থ একটী খদিরকাষ্ঠের দণ্ড আনয়ন করিয়া উহা হইতে বিতস্তি প্রমাণ গ্রহণ করিল এবং সেই অংশ কুন্দকর দ্বারা[১] উত্তমরূপে কোন্দাইয়া এই বলিয়া পূর্ব্ব যবমধ্যক গ্রামে পাঠাইল, "তোমাদের গ্রামের লোকে না কি বুদ্ধিমান, এই খদিরকাষ্ঠখণ্ডের কোন্ প্রান্ত মূল, কোন্ প্রান্ত অগ্র, তাহা স্থির কর, যদি না পার, তবে তোমাদিগকে সহস্র মুদ্রা দণ্ড দিতে হইবে।' গ্রামবাসীরা সমবেত হইয়া অনেক ভাবিল, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিল না। তখন তাহারা মণ্ডলকে বলিল, "বোধ হয়, মহৌষধপণ্ডিত এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন, তাঁহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করা যাউক।" মণ্ডল মহৌষধকে ক্রীড়াশালা হইতে ডাকাইয়া আনিলেন এবং রাজার আদেশ জানাইয়া বলিলেন, "বাবা, আমরা ত রাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না, তুমি পারিবে কি?" মহৌষধ ভাবিলেন, 'কোন দিক মূল, কোন দিক অগ্র ইহা জানিয়া রাজার কি ইষ্টসিদ্ধি হইবে? বোধ হয় আমার পরীক্ষার

---

[১]। কুন্দকর = কুন্দুরী

জন্যই রাজপুরুষেরা এই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।' তিনি বলিলেন, "আপনারা কাষ্ঠখণ্ডটী আমায় দিন, আমি ঠিক্ করিয়া দিতেছি।" তিনি উহা হাতে লইয়াই কোন্ দিক মূল, কোন্ দিক অগ্র, তাহা বুঝিতে পারিলেন, তথাপি সমবেত বহু লোকের প্রত্যয় জন্মাইবার জন্য একটী পাত্রে জল আনাইলেন, খদিরদণ্ডটীর মধ্যভাগে সূতা বান্ধিলেন এবং ঐ সূত্রের অপর প্রান্ত ধরিয়া দণ্ডটীকে জলের উপর স্থাপন করিলেন। যে দিক্ মূল সে দিক অধিক ভারী বলিয়া প্রথমে জলমগ্ন হইল। তখন মহাসত্ত্ব সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃক্ষের কোন দিক বেশী ভারী—মূলের দিক না অগ্রের দিক্?" সকলেই উত্তর দিল, "মূলের দিক্ বেশী ভারী," "তবেই বুঝিলে, এই অংশ যখন প্রথমে ডুবিল, তখন এইটাই মূলের দিক্।" ঐ সঙ্কেতে মহাসত্ত্ব ঐ কাষ্ঠখণ্ডের মূলের ও অগ্রের দিক্ দেখাইয়া দিলেন; গ্রামাবাসীরাও এই দিক্টায় মূল, এই দিক্টায় অগ্র বলিয়া রাজাকে জানাইল। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ইহা নির্ণয় করিল?" এবং যখন শুনিলেন শ্রীবর্দ্ধনশ্রেষ্ঠীর পুত্র মহৌষধ পণ্ডিত এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন, তখন সেনককে বলিলেন, "এখন সেই পণ্ডিতকে আনা যায় কি?" সেনক উত্তর দিলেন, "মহারাজ, অপেক্ষা করুন, অন্য কোন উপায় পণ্ডিতকে পরীক্ষা করিতেছি।"

(৯) শীর্ষ (মস্তক)

রাজার লোকে একদিন একটী পুরুষের ও একটী স্ত্রীর মাথার খুলি পাঠাইয়া জানাইল, "পূর্ব যবমধ্যকবাসীরা বলুক, ইহাদের কোন্টা পুরুষের ও কোনটা স্ত্রীর মাথা; না বলিতে পারিলে তাহাদিগকে সহস্র মুদ্রা দণ্ড দিতে হইবে।" গ্রামবাসীরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিয়া মহাসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিল। মহাসত্ত্ব দেখিবামাত্রই কোন্টা কি, বুঝিতে পারিলেন, কারণ লোকে বলে, পুরুষের মাথার খুলির সেলাই[১] সোজা এবং স্ত্রীলোকের মাথার খুলির সেলাই বাঁকা—এদিকে ওদিকে আঁকা বাঁকা ভাবে সাজান। এই লক্ষণ দেখিয়া মহাসত্ত্ব কোন্টা পুরুষের মাথা, কোন্টা স্ত্রীর মাথা, তাহা বলিলেন, গ্রামবাসীরাও রাজার নিকট তদনুসারে উত্তর পাঠাইল। ইহার পর যাহা ঘটিল, তাহা পূর্ব্ববৎ।

(১০) অহি (সর্প)

একদিন রাজার লোকে সর্প একটা ও একটা সর্পী আনাইয়া গ্রামবাসীদিগের নিকট পাঠাইল এবং জানাইল, ইহাদের কোনটী স্ত্রী, কোনটী পুরুষ, ইহা না বলিতে পারিলে রাজাদেশে তাহাদের সহস্র মুদ্রা দণ্ড হইবে। গ্রামবাসীরা

---

[১]। সিব্ব = সীবন—suture of the skull

পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিল; তিনি দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারিলেন। সাপের লাঙ্গুল মোঁা; সাপীর লাঙ্গুল সরু; সাপের মাথা মোঁা, সাপীর মাথা লম্বা; সাপের চোখ বড়; সাপীর চোখ ছোঁ; সর্পের বস্তিদেশ সুগোল ও মসৃণ; সর্পীর বস্তিচর্ম্ম ছিন্নবিছিন্ন। এই সকল অভিজ্ঞান দ্বারা তিনি কোন্‌টা সর্প, কোনটা সর্পী তাহা বলিয়া দিলেন। ইহার পর যাহা ঘটিল, তাহা পূর্ব্ববৎ।

(১১) কুক্কুট

একদিন রাজার আজ্ঞা হইল যে, পূর্ব্ব যবমধ্যকগ্রামবাসীদিগকে তাঁহার নিকট সর্ব্বশ্বেত, পাদবিষাণ এবং শীর্ষককুদ এমন একটী বৃষ পাঠাইতে হইবে, যে প্রতিদিন তিনবার সময় অতিক্রম না করিয়া নিনাদ করে; ইহা না পারিলে যেন তাহারা দণ্ডস্বরূপ সহস্র মুদ্রা প্রেরণ করে। এরূপ বৃষ কোথায় পাওয়া যাইবে, তাহারা জানিত না। তাহারা মহৌষধকে জিজ্ঞাসা করিল; মহৌষধ বলিলেন, "রাজার ইচ্ছা যে, তোমরা তাঁহাকে একটা সর্ব্বশ্বেত কুক্কুট পাঠাইয়া দেও। কুক্কুটের পাদনখগুলি তাহার বিষাণ; চূড়া তাহার ককুদ; সে প্রতিদিন তিনবার যথাকালে ত্রিবিধ স্বরে[১] নিনাদ করে। অতএব তোমরা এইরূপ একটী কুক্কুট পাঠাইয়া দাও।" ইহা শুনিয়া গ্রামবাসীরা রাজার নিকট ঐরূপ একটা কুক্কুট পাঠাইল।

(১২) মণি (হীরক)

শক্র মহারাজ কুশকে যে মণি দিয়াছিলেন[২] তাহা অষ্টস্থানে বক্র ছিল। উহার সূতা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। কেহই পুরাণ সূতা বাহির করিয়া উহাতে নূতন সূতা পরাইতে পারে নাই। একদিন রাজার লোকে উক্ত গ্রামবাসীদিগের নিকট সেই মণি পাঠাইয়া জানাইল, তাহাদিগকে পুরাণ সূতা বাহির করিয়া নতুন সূতা পরাইতে হইবে। কিন্তু কেহই পুরাণ সূতা বাহির করিতে পারিল না, নতুন সূতাও পরাইতে পারিল না। শেষে তাহারা মহৌষধ পণ্ডিতকে এই বৃত্তান্ত জানাইল। মহৌষধ বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই; তোমরা এক ফোঁটা মধু আনাও।" অনন্তর তিনি মধু আনাইয়া মণিটার দুই পাশের ছিদ্রে উহা মাখিলেন, কম্বলের লোমে সূতা পাকাইলেন, উহারও এক প্রান্তে মধু মাখাইলেন, এই প্রান্তের অল্প একটু অংশ ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করাইলেন এবং যে গর্ত্ত দিয়া পিপীলিকা বাহির হয়, সেইখানে মণিটাকে রাখিয়া দিলেন। পিপীলিকারা মধুর গন্ধে গর্ত্ত হইতে বাহির হইল, মণির ভিতর দিয়া পুরান সূতা খাইতে খাইতে চলিল এবং শেষে নূতন সূতারও মধুমাখা প্রান্তটি দংশন করিয়া আকর্ষণ করিতে

[১]। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত

[২]। পঞ্চম খণ্ডের কুশ-জাতক (১৯১ম পৃষ্ঠ) দ্রষ্টব্য।

করিতে উহাকে অপর ছিদ্র দ্বারা বাহির করিল। মহাসত্ত্ব যখন দেখিলেন নূতন সূত্র মণির ভিতর দিয়া বাহির হইয়াছে, তখন তিনি গ্রামবাসীদিগকে মণিটা দিয়া বলিলেন, "রাজার নিকট পাঠাইয়া দাও।" গ্রামবাসীরা রাজার নিকট মণি প্রেরণ করিল; যে উপায়ে উহাতে নূতন সূতা পরান হইয়াছে তাহা শুনিয়া রাজা বড় তুষ্ট হইলেন।

(১৩) বৃষগর্ভে বৎস জন্ম

রাজার লোকে তাঁহার মঙ্গল বৃষকে কয়েক মাস এমন উত্তমরূপে ভোজন করাইয়াছিল যে, তাহাতে তাহার উদর বিলক্ষণ স্থূল হইয়াছিল। একদিন রাজভৃত্যেরা উহার শিং ধুইয়া তাহাতে তৈল মাখাইল; বৃষটাকেও হলুদ দিয়া স্নান করাইল এবং পূর্ব্ব যবমধ্যক গ্রামে পাঠাইয়া জানাইল, "তোমার না কি বড় পণ্ডিত; এইটী রাজার মঙ্গলবৃষ; এ গর্ভধারণ করিয়াছে; ইহাকে প্রসব করাইয়া রাজার নিকট ফেরত পাঠাইবে; নচেৎ তোমাদের সহস্র মুদ্রা দণ্ড হইবে।" গ্রামবাসীরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মহৌষধের শরণ লইল; তিনি দেখিলেন, প্রতিসমস্যা দ্বারা এই সমস্যার পূরণ করিতে হইবে। তিনি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন কোন সাহসী ও বুদ্ধিমান লোক পাওয়া যায় কি যে, রাজার সঙ্গে কথা বলিতে পারে?" গ্রামবাসীরা বলিল, "এরূপ লোক পাওয়া কঠিন হইবে না।" মহৌষধ বলিলেন, "তবে তাহাকে আনয়ন কর।" গ্রামবাসীরা একজন লোক ডাকিয়া আনিল; মহাসত্ত্ব তাহাকে বলিলেন, "এস দেখি, বাপু; তোমার পিঠের উপর চুল ছড়াইয়া দাও[১] এবং চেঁচাইয়া নানারূপ বিলাপ করিতে করিতে রাজার দরজায় যাও। অন্য কেহ জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর দিও না; কেবল কান্দিতে থাকিবে; কিন্তু রাজা ডাকাইয়া তোমার কান্দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে, 'আমার পিতা প্রসব করিতে পারিতেছেন না; আজ সাতদিন প্রসববেদনা ভোগ করিতেছেন; রক্ষা করুন, মহারাজ; তাঁহাকে প্রসব করাইবার উপায় বলুন। ইহা শুনিয়া রাজা বলিবেন, 'কি প্রলাপ করিতেছ? ইহা যে অসম্ভব; পুরুষ কি কখনও প্রসব করে?' তখন তুমি বলিবে 'মহারাজ, আপনার কথা সত্য হইলে, পূর্ব্ব যবমধ্যকগ্রামবাসীরাই বা কিরূপে আপনার মঙ্গলবৃষকে প্রসব করাইবে।' মহাসত্ত্ব যে উপদেশ দিলেন, লোকটা "যে আজ্ঞা" বলিয়া ঠিক তাহাই করিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এই প্রতিসমস্যা উদ্ভাবন করিয়াছে?" যখন শুনিলেন ইহা মহৌষধ পণ্ডিতের কাণ্ড, তখন তিনি সন্তুষ্ট হইলেন।

---

[১]। পুরুষেরা দীর্ঘ কেশ রাখিত; বন্ধন খুলিয়া দিলে উহা পিঠের উপর পড়িত।

(১৪) অতণ্ডুল ভক্তপাক

আর একদিন মহৌষধের বুদ্ধিপরীক্ষার্থ আদেশ হইল, "পূর্ব্ব যবমধ্যক গ্রামবাসীরা রাজাকে এরূপ অম্লোদন প্রস্তুত করিয়া দিক্, যাহা পাক করিতে যেন বক্ষ্যমাণ আঁটী নিয়মের ব্যতিক্রম না ঘটে : বিনা তণ্ডুলে, বিধ্মানে জলে, বিনা স্থালীতে[১], বিনা উানে, বিনা অগ্নিতে, বিনা কাষ্ঠে; উহা কোন পুরুষ বা স্ত্রী লোক বহন করিয়া লইয়া যাইবে না, এবং যে বহন করিবে সে রাজপথ দিয়াও যাইবে না। এরূপ ওদন প্রেরণ করিতে না পারিলে তাহাদের সহস্র মুদ্রা দণ্ড হইবে।" গ্রামবাসীরা কর্ত্তব্য নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া মহৌষধ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিল; তিনি বলিলেন, "চিন্তা কি? বিনা তণ্ডুলে প্রস্তুত করিতে হইবে? বিলক্ষণ, তণ্ডুলের পরিবর্ত্তে ক্ষুদ লও। বিনা জলে? তুষার ব্যবহার কর। বিনা স্থালীতে? একটা মাটির পাত্রে পাক কর। বিনা উধ্মানে? কয়েকখানা কাঠ পুতিয়া তাহার উপর হাঁড়ি চাপাও। বিনা আগুনে? সাধারণ আগুনের পরিবর্ত্তে অরণি[২] হইতে আগুন জ্বাল। বিনা কাষ্ঠে? পাতা পোড়াও। এইরূপে অম্লোদন পাক করিয়া উহা একটা নূতন পাত্রে বেশ করিয়া ঠাসিয়া পূর; তাহা এক জন নপুংসকের মাথায় দাও, কারণ সে পুরুষও নয়, স্ত্রীও নয়। রাজপথে চলিতে নিষেধ আছে? তাহাকে রাজপথ ছাড়িয়া একপেয়ে পথ দিয়া রাজার নিকটে পাঠাও।" গ্রামবাসীরা তাহাই করিল; রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার বুদ্ধিতে এই আদেশ পালন করিতে পারিলে?" এবং যখন শুনিলেন মহৌষধ পণ্ডিতের বুদ্ধিতে, তখন তিনি সন্তুষ্ট হইলেন।

(১৫) বালুকা-নির্ম্মিত রজ্জু

আর একদিন মহৌষধের বুদ্ধিপরীক্ষার্থ গ্রামবাসীদিগকে বলা হইল, "রাজার দোলায় ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা হইয়াছে; রাজবাড়ীতে যে বালুকার পুরাতন যোত্র ছিল তাহা ছিন্ন হইয়াছে; তোমরা বালুকাদ্বারা একটী যোত্র পাকাইয়া পাঠাইয়া দিবে; না দিলে তোমাদের সহস্র মুদ্রা দণ্ড হইবে।" গ্রামবাসীরা নিরুপায় হইয়া মহৌষধকে জানাইল; মহৌষধ চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, এই সমস্যারও প্রতিসমস্যাদ্বারা সমাধান করিতে হইবে। তিনি গ্রামবাসীদিগকে আশ্বাস দিলেন এবং বচনকুশল দুই তিন শত লোক ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমরা রাজার নিকট যাও; বল গিয়া, 'মহারাজ, গ্রামবাসীরা বুঝিতে পারিতেছে না যে, ঐ যোত্র কি পরিমাণে স্থূল বা সূক্ষ্ম হইবে; দয়া করিয়া পুরাতন বালুকা-যোত্রের বিতস্তি-প্রমাণ, অন্ততঃ চতুরঙ্গুলি প্রমাণ পাঠাইতে আজ্ঞা হউক; উহা দেখিয়া তাহারা

১। মূলে 'উক্‌খলি' আছে।

২। পূর্ব্বে যজ্ঞের জন্য অরণি ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি মন্থন করা হইতে।

প্রয়োজনমত স্থূল বা সূক্ষ্ম যোত্র পাকাইবে।' 'আমার বাড়ীতে কখনও বালুকার যোত্র ছিল না', রাজা এই কথা বলিলে, তোমরা বলিবে, মহারাজ 'আপনি যদি বালুকার যোত্র প্রস্তুত করিতে না পারেন, তবে যবমধ্যকবাসীরা কিরূপে পারিবে?' লোক কয়টী মহৌষধের উপদেশ মত রাজার নিকট গিয়া ঐ কথা বলিল। রাজা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এই প্রতিসমস্যা বাহির করিয়াছে?" এবং যখন শুনিলেন উহা মহৌষধ পণ্ডিতের কাণ্ড, তখন তিনি তুষ্ট (সন্তুষ্ট) হইলেন।

(১৬) পুষ্করিণী (তড়াগ)

আর একদিন আদেশ হইল, রাজা জলকেলি করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; পূর্ব্ব যবমধ্যকবাসীরা পঞ্চবিধ পদ্ম-বিভূষিত একটী পুষ্করিণী প্রেরণ করুক; নচেৎ তাহাদের সহস্র মুদ্রা দণ্ড হইবে। গ্রামবাসীরা মহৌষধকে এই নূতন বিপদের কথা জানাইল। তিনি দেখিলেন, এখানেও প্রতিসমস্যার প্রয়োজন। তিনি কতিপয় বাকপটু লোক ডাকাইয়া বলিলেন, 'তোমরা (বহুক্ষণ) জলকেলি করিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিবে; আর্দ্রকেশে, আর্দ্রবস্ত্রে, পঙ্কবিলিপ্তদেহে যোত্রদণ্ড লোষ্ট্রাদি হস্তে লইয়া রাজদ্বারে যাইবে; তোমরা যে দ্বারদেশে রহিয়াছ, রাজাকে সেই সংবাদ দিবে, তিনি অনুমতি দিলে রাজভবনে প্রবেশ করিবে এবং বলিবে, 'মহারাজ পূর্ব্ব যবমধ্যকগ্রামবাসীদিগকে একটী পুষ্করিণী পাঠাইতে আদেশ করিয়াছিলেন; আমরা তদনুসারে আপনার উপযুক্ত একটী বৃহৎ পুষ্করিণী লইয়া আসিতেছিলাম; কিন্তু সে চিরকাল বনে বাস করিয়াছে; নগর দেখিয়া, রাজধানীর প্রাকার, পরিখা, অট্টালিকাদি বিলোকন করিয়া, এমন ভয় পাইল ও ত্রস্ত হইল যে, যোত্র ছিন্ন করিয়া পলায়নপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বনেই চলিয়া গেল। আমরা লোষ্ট্র-দণ্ডাদি দ্বারা প্রহার করিয়াও তাহাকে ফিরাইতে পারিলাম না। আপনি না কি বন হইতে একটী পুষ্করিণী আনাইয়াছিলেন; যদি আমাদিগকে সেই পুরান পুষ্করিণীটা দিবার আজ্ঞা করেন, তবে তাহার সহিত আমাদের পুষ্করিণীটাকে যুড়িয়া আনিতে পারি।' এই কথা শুনিয়া রাজা বলিবেন, 'আমি পূর্ব্বে কখনও বন হইতে কোন পুষ্করিণী আনি নাই, কোন পুষ্করিণীকে যুড়িয়া আনিবার জন্যও কখনও পুষ্করিণী পাঠাই নাই।' তখন তোমরা বলিবে, 'তবে যবমধ্যকগ্রামবাসীরাই বা কিরূপে পুষ্করিণী পাঠাইবে?[১] ঐ লোকগুলা মহৌষধের

---

[১]। প্রবাদ আছে, একবার বর্দ্ধমানের রাজা কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, বর্দ্ধমানে একটী পুষ্করিণীর বিবাহ হইবে; তদুপলক্ষ্যে কৃষ্ণনগরের পুষ্করিণীদিগের নিমন্ত্রণ রহিল; তাহারা যেন যথাসময়ে বর্দ্ধমানে গিয়া বিবাহোৎসবে যোগ দেয়। কৃষ্ণচন্দ্র কি উত্তর দিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া গোপাল ভাঁড়কে জিজ্ঞাসা

উপদেশ মত কার্য্য করিল; তিনি যে এই প্রতিসমস্যা উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা জানিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইলেন।

(১৭) উদ্যান

একদিন রাজা বলিয়া পাঠাইলেন, "আমার উদ্যানকেলি করিবার ইচ্ছা হইয়াছে; কিন্তু আমার উদ্যানটী পুরাতন হইয়াছে; পূর্ব্ব যবমধ্যকগ্রামবাসীরা একটা সুপুষ্পিত-তরুসংছন্ন নতুন উদ্যান প্রেরণ করুক।" মহৌষধ পূর্ব্ববৎ তাহাদিগকে আশ্বাস দিলেন এবং রাজার নিকট পূর্ব্ববৎ বলিবার জন্য লোক পাঠাইলেন।

(১৮) পুত্রাপেক্ষ হীন খর

রাজা সন্তুষ্ট হইয়া সেনককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে সেনক, এখন পণ্ডিতকে আনা যায় কি?" কিন্তু মহৌষধের পাছে সৌভাগ্যোদয় হয়, এই ঈর্ষ্যায় সেনক বলিলেন, "মহৌষধ যাহা করিয়াছেন, কেবল তাহাতেই কাহারও পাণ্ডিত্য বুঝা যায় না। আপনি আরও কিয়ৎকাল অপেক্ষা করুন।" ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'মহৌষধ শৈশব হইতেই প্রাজ্ঞ এবং আমার মন মোহিত করিয়াছেন। এতাদৃশ গূঢ় সমস্যার ব্যাখানে এবং প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্নে তিনি বুদ্ধবৎ সদুত্তর দিয়াছেন। কিন্তু সেনক ঈদৃশ পণ্ডিতকে আনিতে দিতেছেন না! সেনকের কথা আর শুনি কেন; আমি মহৌষধকে আনয়ন করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া সেই গ্রামের অভিমুখে অশ্বারোহণে যাত্রা করিলেন। পথে বিদীর্ণ-ভূমিতে তাঁহার মঙ্গলাশ্বের একখানি পদ প্রবিষ্ট হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। কাজেই তিনি সেখান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নগরে প্রতিগমন করিলেন। তখন সেনক তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "মহারাজ, পণ্ডিতকে আনিবার জন্য আপনি যবমধ্যকগ্রামে গিয়াছিলেন কি?" রাজা বলিলেন, "গিয়াছিলাম, পণ্ডিত।" "মহারাজ আমাকে অনর্থকারী বলিয়া মনে করেন; আমি আপনাকে অপেক্ষা করিতে বলিলাম; আপনি তাড়াতাড়ি যাত্রা করিলেন; কিন্তু যাইতে না যাইতেই আপনার মঙ্গলাশ্বের পা ভাঙ্গিয়া গেল" সেনকের কথায় রাজা কোন উত্তর দিলেন না। তাহার পর এক দিন তিনি আবার সেনককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বলুন ত, মহৌষধ পণ্ডিতকে এখন আনা যায় না কি?' সেনক বলিলেন, "মহারাজ, আপনি নিজে না গিয়া দূত প্রেরণ করুন। দূতমুখে বলিয়া

করিলেন। গোপাল ভাঁড় উত্তর দিলেন, "আপনি লিখিয়া দিন, আমার রাজ্যের পুষ্করিণীরা অন্যহস্তলিখিত পত্রমাত্র পাইয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা অমর্য্যাদাকর বলিয়া মনে করে; কিন্তু বর্দ্ধমানের কোন পুষ্করিণী স্বয়ং আসিয়া নিমন্ত্রণ করিলে, তাহারা বিবাহোৎসব দেখিতে যাইতে পারে।"

পাঠান, 'তোমার নিকট যাইবার কালে আমার ঘোড়ার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; এখন আমার জন্য একটী অশ্বতর বা শ্রেষ্ঠতর পাঠাইবে।'[১] মহৌষধ যদি 'অশ্বতর' পাঠাইবার কথা বুঝেন, তবে নিজে আসিবেন, আর যদি 'শ্রেষ্ঠতর' পাঠাইবার কথা বুঝেন, তবে নিজের পিতাকে পাঠাইবেন। ইহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্য পরীক্ষা করা যাইবে।" "বেশ বলিয়াছ" বলিয়া রাজা সেনকের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং দূতমুখে ঐরূপ বলিয়া পাঠাইলেন। মহৌষধ দূতের কথা শুনিয়া ভাবিলেন, 'রাজা আমাকে এবং আমার পিতাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।' তিনি পিতার নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "বাবা, রাজা আপনাকে এবং আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; আপনি সহস্র শ্রেষ্ঠিপরিবৃত হইয়া প্রথমে গমন করুন। রিক্তহস্তে যাইবেন না; নবসর্পিঃপূর্ণ একটা চন্দনকরণ্ডক লইয়া গমন করুন। রাজা আপনাকে অভিভাষণ করিয়া বলিবেন, 'গৃহপতির অনুরূপ আসন নির্ব্বাচন করিয়া উপবেশন করুন।' আপনি ঐরূপ আসন দেখিয়া তাহাতে উপবেশন করিবেন। আপনি আসনস্থ হইলে আমি উপস্থিত হইব; রাজা আমাকে অভিভাষণ করিয়া বলিবেন, 'পণ্ডিত, তুমি নিজের উপযুক্ত আসন নির্ব্বাচন করিয়া উপবেশন কর।' তখন আমি আপনার দিকে তাকাইব; আপনি এই ইঙ্গিত পাইয়া আসন হইতে উত্থিত হইবেন এবং বলিবেন, 'বাবা মহৌষধ পণ্ডিত, তুমি এই আসন গ্রহণ কর।' ইহাতে একটা প্রশ্নের সমাধানের অবসর পাওয়া যাইবে।' "বেশ, তাহাই করিতেছি" বলিয়া শ্রীবর্দ্ধনশ্রেষ্ঠী উক্তরূপে রাজভবনে গমন করিলেন, রাজদ্বারে গিয়া নিজের আগমনবার্ত্তা জানাইলেন, রাজজ্ঞায় সভায় প্রবেশ করিলেন এবং রাজাকে প্রণাম করিয়া একান্তে অবস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে অভিভাষণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "গৃহপতি, তোমার পুত্র কোথায়?" শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "সে আমার পশ্চাতে আসিতেছে।" মহৌষধ আসিতেছেন শুনিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, "তুমি নিজের অনুরূপ আসন বাছিয়া তাহা গ্রহণ কর।" শ্রীবর্দ্ধন আত্মানুরূপ আসন নির্ব্বাচন করিয়া তাহার উপর উপবেশন করিলেন।

এদিকে মহাসত্ত্ব সর্ব্বাভরণে বিভূষিত এবং সহস্র বালকপরিবৃত হইয়া অলঙ্কৃত রথারোহণে যাত্রা করিলেন। রাজধানীতে প্রবেশ করিবার কালে তিনি পরিখাপৃষ্ঠে একটা গর্দ্দভ দেখিতে পাইয়া কয়েকজন বলিষ্ঠ যুবককে আজ্ঞা দিলেন, "ছুটিয়া ঐ গাধাঁাকে ধর? কোনরূপ শব্দ করিতে না পারে এমন ভাবে উহার মুখ বান্ধ এবং চটে জড়াইয়া উহাকে কান্ধে লইয়া চল।" যুবকেরা তাহাই

---

[১]। এখানে 'শ্রেষ্ঠতর' শব্দে মঙ্গলাশ্ব হইতে উৎকৃষ্ট অশ্ব বুঝাইবে। 'অশ্বতর' শব্দটী দ্বার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

করিল। মহাসত্ত্ব বহু অনুচর লইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন; "এই ব্যক্তি নাকি শ্রীবৰ্দ্ধনশ্রেষ্ঠীর পুত্র মহৌষধ পণ্ডিত; ইনি নাকি জন্মিবার সময়ে ঔষধপাত্র হস্তে লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন; ইঁহার বুদ্ধিপরীক্ষার জন্য বার বার কত কূট প্রশ্ন করা হইয়াছিল; ইনি সকলগুলিরই সদুত্তর দিয়াছেন," সমস্ত নগরবাসী এই বলিয়া তাঁহার যশ কীৰ্ত্তন করিতে লাগিল; তাঁহাকে নির্নিমেষনেত্রে অবলোকন করিয়াও তাহাদের পূর্ণ তৃপ্তি জন্মিল না। মহাসত্ত্ব রাজদ্বারে গিয়া আপনার আগমনবাৰ্ত্তা জানাইলেন; রাজা শুনিয়া অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "মহৌষধ আমার পুত্র; সে অতি শীঘ্র এখানে আগমন করুক।" মহৌষধ তখন বালকসহস্র পরিবৃত হইয়া প্রাসাদে আরোহণ করিলেন এবং রাজাকে প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা প্রীত হইলেন এবং মধুরস্বরে অভিভাষণ পূৰ্ব্বক বলিলেন, "পণ্ডিত, তুমি নিজের অনুরূপ আসন দেখিয়া উপবেশন কর।" মহৌষধ তাঁহার পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; পূৰ্ব্বনির্দ্দিষ্ট সঙ্কেতানুসারে শ্রীবৰ্দ্ধন আসন হইতে উত্থিত হইয়া বলিলেন, "পণ্ডিত, তুমি এই আসন গ্রহণ কর।" মহৌষধ তখন তাঁহার পিতার আসনেই উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে পিত্রাসন গ্রহণ করিতে দেখিয়া সেনক-পুক্কুশ-কবীন্দ্র-দেবেন্দ্র প্রভৃতি জড়মতিগণ করতালি দিয়া ও অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন, "এই নিরেট মূর্খটাকে লোকে পণ্ডিত বলে! এ পিতাকে তুলিয়া দিয়া নিজে সেই আসনে বসিল! ইহাকে পণ্ডিত বলা যে নিতান্তই অসঙ্গত।" সভাস্থ সকলে এইরূপ পরিহাস করিতে লাগিল; রাজারও মুখ ভারী হইল। মহাসত্ত্ব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ মুখ ভারী করিলেন কি?" রাজা বলিলেন, "মুখ ভারী করিয়াছি সত্য; দূর হইতে তোমার গুণের কথা শুনিয়া তুষ্ট হইয়াছিলাম বটে; কিন্তু তোমাকে দেখিয়া তুষ্ট হইতে পারিলাম না।" "ইহার কারণ কি, মহারাজ?" "তুমি পিতাকে তুলিয়া দিয়া তাঁহার আসন গ্রহণ করিলে!" "মহারাজ, আপনি কি মনে করেন, সৰ্ব্বত্রই পুত্র অপেক্ষা পিতা উত্তম?" "তাহা মনে করি বৈ কি।" "আপনিই আমাদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন না কি যে, হয় অশ্বতর পাঠাও, নয় শ্রেষ্ঠতর পাঠাও?" অতঃপর মহাসত্ত্ব আসন হইতে উঠিয়া সেই যুবকদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তোমরা যে গাধাঁটী লইয়া আসিয়াছ, তাহা এখানে আন।" যুবকেরা গাধাঁটী তাঁহার নিকট লইয়া গেলে তিনি উহাকে রাজার পাদমূলে ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, এই গৰ্দ্দভটার মূল্য কত?" রাজা বলিলেন, "কাৰ্য্যক্ষম হইলে ইহার মূল্য অষ্ট কার্ষাপণ।" "যদি এই গৰ্দ্দভের ঔরসে কোন সৈন্ধবঘোটিকার গর্ভে একটা অশ্বতর জন্মে, তাহা হইলে সেটার মূল্য কত হইবে, মহারাজ?" "সেইরূপ অশ্বতর মহামূল্য।" "একথা বলিলেন কেন, মহারাজ? এই মাত্র না বলিলেন, সৰ্ব্বত্রই পুত্র অপেক্ষা পিতা

উত্তম। তাহা হইলে ত অশ্বতর অপেক্ষা গর্দ্দভকেই উত্তম বলা উচিত। মহারাজ, আপনার পণ্ডিতেরা এই সামান্য বিষয় জানেন না বলিয়াই ত হাততালি দিয়া আমাকে পরিহাস করিলেন। আপনার পণ্ডিতদিগের কি অদ্ভুত পাণ্ডিত্য, বলুন দেখি? আপনি কোথা হইতে এই সকল রত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন মহারাজ।" মহাসত্ত্ব চারিজন পণ্ডিতকেই বিদ্রূপ করিয়া রাজাকে এক নিপাতের নিম্নলিখিত গাথাী বলিলেন[১] :

সর্ব্বত্র কি বলা যায় পুত্র হতে পিতাকে উত্তম?
গর্দ্দভের তুলনায় অশ্বতর হবে কি অধম?[২]

মহাসত্ত্ব পুনশ্চ বলিলেন, "মহারাজ, আপনি পুত্র অপেক্ষা পিতাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিলে আমার পিতাকেই রাখিয়া আপনার কার্য্যে নিয়োজিত করুন।" মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাজা প্রীতি লাভ করিলেন; সভাস্থ সকল রাজপুরুষও মুক্তকণ্ঠে সহস্র বার সাধুকার দিয়া বলিলেন, "মহৌষধ পণ্ডিত প্রশ্নের অতি সুন্দর উত্তর দিয়াছেন।" তাঁহারা অঙ্গুলি ছোঁন ও সহস্র সহস্র চেল উৎক্ষেপণ করিয়া আপনাদের আনন্দ জানাইলেন; তাহাতে পণ্ডিত চারিজন লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন।

বোধিসত্ত্বের ন্যায় অন্য কেহই মাতাপিতার মর্য্যাদা জানেন না; এ ক্ষেত্রে যে তিনি ঈদৃশ আচরণ করিলেন, তাহা নিজের পিতাকে অবমানিত করিবার জন্য নহে। রাজা বলিয়াছিলেন; হয় অশ্বতর পাঠাও, নয় শ্রেষ্ঠতর পাঠাও। এই সমস্যার সমাধান, নিজের পাণ্ডিত্যপ্রদর্শন এবং পণ্ডিতচতুষ্টয়ের দর্পনাশ, এই তিন উদ্দেশ্যেই তিনি ইহা করিয়াছিলেন।

রাজা সন্তুষ্ট হইয়া গন্ধোদকপূর্ণ সুবর্ণ ভৃঙ্গার হইতে শ্রেষ্ঠীর হস্তে জল ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, "তুমি এখন হইতে পূর্ব্ব যবমধ্যকগ্রামখানি রাজদত্ত বলিয়া ভোগ করিতে থাক; অন্য সকল শ্রেষ্ঠী তোমার উপস্থাপক হইবে।" অতঃপর তিনি বোধিসত্ত্বের মাতার নিকট সর্ব্ববিধ অলঙ্কার প্রেরণ করিলেন। তিনি গর্দ্দভ-প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া এতই প্রসন্ন হইয়াছিলেন যে, বোধিসত্ত্বকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন, "গৃহপতি, তুমি মহৌষধকে আমায় দান কর; এ এখন আমার পুত্র হইবে।" শ্রীবর্দ্ধন বলিলেন, "মহারাজ, মহৌষধ এখনও শিশু; এখনও ইহার মুখে দুধের গন্ধ আছে। এ যখন বড় হইবে, তখন আপনার নিকটে আসিয়া থাকিবে।" ইহার উত্তরে রাজা বলিলেন,

---

১। প্রথম খণ্ডের গর্দ্দভ প্রশ্ন-জাতকে (১১১) কোন গাথা নাই।

২। গাথাটীর পাঠ বোধ হয় ঠিক নাই। থাকিলেও 'হংসী ত্বং' এই পদদ্বয়ের বাচ্য নির্ণয় করা অসাধ্য।

"তুমি এখন হইতে এই পুত্রের মায়া ছাড়; এ আজ হইতে আমার পুত্র, আমি আমার পুত্রের লালন পালন করিতে পারিব। তুমি নিশ্চিন্তমনে গৃহে ফিরিয়া যাও।" রাজা এইরূপে বিদায় দিলে শ্রীবর্দ্ধন রাজাকে প্রণাম করিয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন; তাঁহাকে বুকে লইয়া মস্তক চুম্বন করিলেন এবং কিরূপে চলিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। মহৌষধও পিতাকে প্রণাম করিয়া বিদায় দিবার কালে বলিলেন, "বাবা, আপনি কোন চিন্তা করিবেন না।"

অতঃপর রাজা মহৌষধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি অন্তঃপুরের ভিতরে আহার করিবে, না বাহিরে আহার করিবে?" মহৌষধ ভাবিলেন, 'আমার বহু অনুচর; আমার পক্ষে অন্তঃপুরের বাহিরেই আহার করা উচিত।' তিনি বলিলেন মহারাজ, "আমি বাহিরেই আহার করিব।" তখন রাজা তাঁহাকে বাসের উপযুক্ত গৃহ দেওয়াইলেন, এবং তাঁহার সহস্র বালক বন্ধু ও অন্যান্য অনুচরের আহারের, বাসস্থানের ও সমস্ত আবশ্যক দ্রব্যের সুব্যবস্থা করিলেন। এই সময় হইতে মহৌষধ রাজসেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।

(১৯) কাকের কুলায়ে মণি

রাজা আবার মহৌষধকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন নগরের দক্ষিণ দ্বারের অনতিদূরস্থ পুষ্করিণীর তীরে একটা তালবৃক্ষের উপর কাকের কুলায়ে একটী মণি ছিল। পুষ্করিণীর জলে ঐ মণির প্রতিবিম্ব দেখা যাইত। লোকে রাজাকে জানাইল, পুষ্করিণীর ভিতরে একটা মণি আছে। রাজা সেনককে ডাকাইয়া বলিলেন, "পুষ্করিণীর মধ্যে না কি একটা মণি দেখা যাইতেছে; কি উপায়ে ঐ মণিটা গ্রহণ করা যায় বলুন ত?" সেনক উত্তর দিলেন, "জল সেচিয়া ফেলিয়া মণি গ্রহণ করিতে হইবে।" "তাহাই করুন" বলিয়া রাজা সেনকের উপর মণি উদ্ধার করিবার ভার দিলেন। সেনক বহু লোক একত্র করিয়া পুষ্করিণী হইতে জল ও কাদা তুলিয়া ফেলাইলেন; তলের মাটি খোঁড়াইলেন। কিন্তু মণি দেখিতে পাইলেন না। পুষ্করিণীটা যখন আবার জলপূর্ণ হইল, তখন কিন্তু উহার মধ্যে মণির প্রতিবিম্ব দেখা যাইতে লাগিল। সেনক পূর্ব্ববৎ আবার পুষ্করিণী সেচাইলেন, কিন্তু মণি দেখিতে পাইলেন না। ইহার পর রাজা মহৌষধকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "পুষ্করিণীর মধ্যে একটা মণি দেখা যাইতেছে; সেনক জল কাদা তুলিয়া ও মাটি খুঁড়িয়াও উহা পাইলেন না; পুষ্করিণী যখন জলপূর্ণ হয়, তখনই উহার মধ্যে আবার মণি দেখা যায়। তুমি এই মণি উদ্ধার করিতে পারিবে কি?" মহৌষধ বলিলেন, "মহারাজ, এ কিছু কঠিন কাজ নয়; আমি এখনই মণি বাহির করিয়া দেখাইতেছি।" রাজা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আজ পণ্ডিতের প্রজ্ঞাবল দেখিতে পাইব।" তিনি বহু লোক সঙ্গে লইয়া পুষ্করিণীর তীরে গমন করিলেন। মহাসত্ত্ব তীরে দাঁড়াইয়া মণি দেখিতে দেখিতে ভাবিলেন

'মণিটা পুষ্করিণীর মধ্যে নাই; তাল গাছটায় আছে। তিনি বলিলেন, "মহারাজ, পুষ্করিণীর মধ্যে মণি নাই।" "কেন, পুষ্করিণীর মধ্যেই ত মণি আছে, দেখা যাইতেছে?" তখন মহাসত্ত্ব এক গামলা জল আনাইয়া বলিলেন, "দেখুন, মহারাজ, মণিটা যে কেবল পুষ্করিণীর ভিতরেই দেখা যাইতেছে এমন নয়, এই জলের গামলার ভিতরেও দেখা যাইতেছে।" "তবে মণি কোথায় আছে, বল ত?" "মহারাজ, পুষ্করিণীতে বলুন, আর গামলায় বলুন, মণিটার প্রতিবিম্ব দেখা যাইতেছে; উহা মণি নহে। মণি আছে এই তালগাছে, কাকের বাসায়; আপনি একজন লোক উঠাইয়া উহা নামাইয়া আনুন।" রাজা তাহাই করিয়া মণি আহরণ করাইলেন। মহৌষধ উহা লোকটার হাত হইতে লইয়া রাজার হাতে দিলেন। ইহা দেখিয়া সহস্র সহস্র লোকে মহাসত্ত্বকে সাধুকার দিতে লাগিল এবং সেনককে পরিহাস করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, "মণিটা ছিল তালগাছে, কাকের বাসায়, অথচ সেনক কি না বলবান লোক দিয়া পুষ্করিণীটাকে সেচাইয়া ও খোঁড়াইয়া লণ্ডভণ্ড করিলেন! দেখিতেছি, মহৌষধের মত দ্বিতীয় একটী পণ্ডিত পাওয়া অসম্ভব।" তাহারা মহাসত্ত্বের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল, রাজাও প্রসন্ন হইয়া কণ্ঠদেশ হইতে নিজ ব্যবহার্য্য মুক্তার হার লইয়া তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলেন এবং তাঁহার অনুচরসহস্রকেও এক একটী মুক্তার হার দান করিলেন। তিনি বোধিসত্ত্ব ও তাঁহার অনুচরদিগকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে দেখা করিতে হইলে তোমাদিগকে আর প্রতিহারী দ্বারা সংবাদ পাঠাইতে হইবে না।"

একোনবিংশতিপ্রশ্ন সমাপ্ত।

(২)

আর একদিন রাজা মহৌষধের সঙ্গে উদ্যানে যাইতেছিলেন। একটা কৃকণ্ঠক[১] তোরণাগ্রে বাস করিত। রাজাকে আসিতে দেখিয়া সে অবতরণপূর্ব্বক ভূমির উপর শুইয়া পড়িল। তাহার এই কাণ্ড দেখিয়া রাজা মহৌষধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল ত, পণ্ডিত, এই কৃকণ্ঠক কি করিতেছে?" মহৌষধ বলিলেন, "এ আপনার সেবা করিতেছে।" "যদি তাহাই হয়, তবে আমার সেবা করা যেন নিষ্ফল না হয়। ইহাকে পুরস্কার স্বরূপ অর্থ দান করাইবার ব্যবস্থা কর।" "মহারাজ, অর্থে ইহার কোন প্রয়োজন নাই; ইহাকে কিছু খাদ্য দিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে।" "এ কি খায়?" "মাংস খায়, মহারাজ।" "কি পরিমাণ মাংস দেওয়া কর্ত্তব্য?" "এক কাকণী[২] মূল্যে যতটা পাওয়া যায়, মহারাজ।" রাজা একজন

---

[১]। বহুরূপ (chameleon)। ইহা কৃকলাস-জাতীয় প্রাণী।

[২]। কাকণী = ২০ কপর্দ্দক। দ্বিতীয় খণ্ডের ২ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

কর্ম্মচারীকে আজ্ঞা দিলেন, "মাত্র এক কাকণী রাজোচিত দান নহে; ইহাকে প্রতিদিন অর্দ্ধমাষক মূল্যের মাংস আনাইয়া দিবে।" কর্ম্মচারী "যে আজ্ঞা" বলিয়া ঐ সময় হইতে রাজার আদেশমত মাংস দিতে লাগিল। অনন্তর এক পোষধের দিনে মাংস না পাইয়া উক্ত কর্ম্মচারী একটা অর্দ্ধ মাষকে ছিদ্র করিয়া ও উহাতে সূতা পরাইয়া কৃকণ্ঠকের গলে ঝুলাইয়া দিল। এই অর্থলাভে কৃকণ্ঠকের মনে গর্ব্ব জন্মিল। রাজা সেদিনও উদ্যানে যাইতেছিলেন; কৃকণ্ঠক তাঁহাকে আসিতে দেখিয়াও ধনপ্রাপ্তিজনিত গর্ব্ববশতঃ ভাবিল, 'বিদেহরাজ, তুমি মহাধনবান, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমারও ধন আছে।' এইরূপে আপনাকে রাজার সমান মনে করিয়া সে আর অবতরণ করিল না, তোরণাগ্রে থাকিয়াই শিরঃসঞ্চালন করিতে লাগিল।[১] রাজা তাহার এই কাণ্ড দেখিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত, আজ ত কৃকণ্ঠক পূর্ব্বের মত অবতরণ করিল না; ইহার কারণ কি বল ত?

৪. তোরণাগ্রে কৃকণ্ঠক পূর্ব্বে ত কখন
করিত না এই ভাবে শিরঃসঞ্চালন।
কি হেতু সগর্ব্বভাব আজ এর হেরি?
কারণ, পণ্ডিত, তুমি বল হে বিচারি।"

মহৌষধ বলিলেন, "আজ পোষধ-দিন; পশু বধ করা নিষিদ্ধ; সেই জন্য কর্ম্মচারী মাংস না পাইয়া ইহার গলদেশে অর্দ্ধমাষক বান্ধিয়া দিয়াছেন। তাহাতেই বোধ হয়, ইহার মনে গর্ব্বের সঞ্চার হইয়াছে।

৫. অর্দ্ধমাষকের মুখ দেখে নাই পূর্ব্বে
পেয়ে তাই মাথা এর ঘুরিয়াছে গর্ব্বে।
ভাবে মনে, হইয়াছি বড় ধনবান;
বিদেহ-নরেশে তাই করে তুচ্ছজ্ঞান।"

রাজা সেই কর্ম্মচারীকে ডাকাইয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন; সে যথাযথ উত্তর দিল। রাজা ভাবিলেন, 'মহৌষধ কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা না করিয়াই সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধের ন্যায়, কৃকণ্ঠকের মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছে।' তিনি অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া নগরের চতুর্দ্বারে যে শুল্ক গৃহীত হইত,[২] তাহা মহৌষধকে দান করিলেন, এবং কৃকণ্ঠকের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার বৃত্তি বন্ধ করিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ইহা তাঁহার পক্ষে অযুক্ত হইবে বলিয়া মহৌষধ তাঁহাকে এই

---

[১]। হিতোপদেশে দেখা যায়, মুষিক-রাজ হিরণ্যকের যখন ধন ছিল, তখন বলও ছিল; ধনহীন হইয়াই সে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

[২]। চুঙ্গি (octroi)

সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিলেন।

কৃকণ্ঠকপ্রশ্ন সমাপ্ত।

(৩)

মিথিলাবাসী পিঙ্গোত্তর-নামক এক মাণবক তক্ষশিলায় গিয়া কোন সুবিখ্যাত আচার্য্যের নিকট অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছিল। সে সাতিশয় মনোভিনিবেশের সহিত সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া আচার্য্যের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল। ঐ আচার্য্যের বংশে রীতি ছিল যে, গৃহে বয়ঃপ্রাপ্তা কোন কুমারী থাকিলে চতুষ্পাঠীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রের সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হইত। এই অধ্যাপকেরও দিব্যাঙ্গনাসদৃশী এক পরমসুন্দরী কন্যা ছিল। তিনি পিঙ্গোত্তরকে বলিলেন, "বৎস, আমি তোমাকে কন্যা দান করিব। তুমি তাহাকে লইয়া যাইবে।" এই মাণবক কিন্তু অতি হতভাগ্য ও অলক্ষ্মীবান ছিল; এদিকে আচার্য্যের কন্যা ছিলেন মহাপুণ্যবতী। মাণবক কুমারীকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি আসক্ত হইল না; কিন্তু তাঁহাকে পছন্দ না করিলেও আচার্য্যের আদেশপালনের জন্য বিবাহে সম্মতি জানাইল। আচার্য্য তখন তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন; মাণবক রাত্রিকালে অলঙ্কৃত বরশয্যায় শয়ন করিল; কিন্তু তাহার পত্নী যখন গৃহে গিয়া ঐ শয্যায় আরোহণ করিলেন, সে অমনি গোঁ গোঁ করিতে করিতে শয্যা হইতে নামিয়া মাটিতে শুইল। ইহা দেখিয়া আচার্য্য-দুহিতাও শয্যা হইতে নামিয়া তাহার কাছে গেলেন; তখন সে উঠিয়া আবার খাটের উপর গেল। আচার্য্যকন্যা আবার খাটের উপর গেলেন; সে আবার খাট হইতে নামিল। এরূপ করিবারই কথা, কারণ অলক্ষ্মী কখনও লক্ষ্মীর সহিত সম্প্রীতভাবে থাকিতে পারে না। সে রাত্রিতে ইহার পর আচার্য্যকন্যা শয্যাতেই নিদ্রা গেলেন; মাণবক মাটিতে শুইয়া থাকিল। এইরূপে এক সপ্তাহ কাটাইয়া সে আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া পত্নীসহ যাত্রা করিল; কিন্তু পথে তাহার সহিত একটীও কথা বলিল না। এইরূপে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত একসঙ্গে থাকিয়া দুইজনে মিথিলায় উপস্থিত হইল। তখন পিঙ্গোত্তর বড় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল। সে নগরের অদূরে একটী ফলবান উডুম্বর বৃক্ষ দেখিয়া তাহাতে আরোহণ করিয়া উডুম্বর ফল খাইতে লাগিল। আচার্য্যকন্যাও ক্ষুধায় কাতর হইয়াছিলেন; তিনি বৃক্ষমূলে গিয়া বলিলেন, "আমাকেও কয়েকটা ফল পাড়িয়া দাও।" পিঙ্গোত্তর বলিল, "কেন, তোর কি হাত পা নাই? নিজে গাছে উঠিয়া ফল খা না।" আচার্য্যকন্যা গাছে উঠিয়াই ফল খাইতে লাগিলেন। তিনি গাছে উঠিয়াছেন দেখিয়া পিঙ্গোত্তর, যত শীঘ্র পারিল, নামিয়া আসিল, গাছটার চারিদিকে কাঁটার বেড় দিল এবং "অলক্ষ্মীর হাত হইতে মুক্ত হইলাম" বলিয়া পলায়ন করিল। আচার্য্য-কন্যা

নামিতে পারিলেন না; তিনি গাছের উপরেই রহিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, মিথিলারাজ উদ্যানকেলি সমাপনপূর্ব্বক নগরে ফিরিতেছিলেন; তিনি আচার্য্যকন্যাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগবান হইলেন; এবং জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, "তোমার স্বামী আছে কি না?" আচার্য্যকন্যা বলিলেন, "আমার কুলদত্ত স্বামী আছে বটে, কিন্তু সে আমাকে এখানে ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছে।" অমাত্য গিয়া রাজাকে এই কথা জানাইলে, তিনি ভাবিলেন, 'অস্বামিক ধন রাজাই পাইয়া থাকেন।' তিনি আচার্য্যকন্যাকে নামাইয়া হস্তিপৃষ্ঠে তুলিলেন এবং গৃহে গিয়া তাঁহাকে অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। আচার্য্যকন্যা রাজার অতি প্রিয়া ও মনোমোহিনী হইলেন; রাজা তাঁহাকে উডুম্বর বৃক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার 'উডুম্বরা' এই নাম রাখিলেন।

ইহার পর একদিন রাজা উদ্যানে গমন করিবেন বলিয়া দ্বারগ্রামবাসীরা পথ পরিষ্কার করিতেছিল। পিঙ্গোত্তর জন খাটিত; সে কোমর বান্ধিয়া কোদাল দিয়া পথ সমান করিতে ছিল। রাস্তা পরিষ্কার হইবার পূর্ব্বেই রাজা উডুম্বরাকে সঙ্গে লইয়া রথারোহণে নগর হইতে বাহির হইলেন; সেই হতভাগ্য রাস্তা সমান করিতেছে দেখিয়া উডুম্বরা নিজের হর্ষ সংবরণ করিতে পারিলেন না; 'এই সেই অলক্ষ্মী,' ইহা ভাবিয়া তিনি পিঙ্গোত্তরের দিকে তাকাইয়া হাসিলেন। তাঁহাকে হাসিতে দেখিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি হাসিলে কেন?" উডুম্বরা বলিলেন, "মহারাজ, এই যে লোকটা রাস্তা সমান করিতেছে, এই ব্যক্তিই আমার পূর্ব্বস্বামী, এই ব্যক্তিই আমাকে উডুম্বর বৃক্ষে আরোহণ করাইয়া তাহা কন্টকে ঘিরিয়া চলিয়া গিয়াছিল; ইহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া আমি হর্ষের বেগ ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়াছি, এই সেই হতভাগ্য, ইহা ভাবিয়া হাসিয়াছি।" রাজা বলিলেন, "এ তোমার মিথ্যা কথা; তুমি আর কাহাকেও দেখিয়া হাসিয়াছ; আমি তোমার প্রাণবধ করিব।" এইরূপে তর্জ্জন করিয়া তিনি অসি উত্তোলন করিলেন; উডুম্বরা ভয় পাইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনার পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, আমি সত্য বলিয়াছি কি না।" রাজা সেনককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হে, তুমি ইহার কথা বিশ্বাস কর কি?" সেনক বলিলেন, "না মহারাজ। কে এমন সুন্দরী স্ত্রী ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে?" সেনকের উত্তর শুনিয়া উডুম্বরা আরও ভয় পাইলেন, কিন্তু রাজা ভাবিলেন, 'সেনক কি জানে; আমি মহৌষধ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।' তিনি মহৌষধকে বলিলেন :

৬. রূপবতী শীলবতী ভার্য্যারে ত্যজিয়া যায়,
এ কথা কি, মহৌষধ, তোমার বিশ্বাস হয়?

মহৌষধ বলিলেন :

৭. অবিশ্বাস্য এ ঘটনা হবেই কেন, প্রভু?
লক্ষ্মীসহ অলক্ষ্মীর মেলন কি হয় কভু?

মহৌষধের কথায় রাজা আর এই ব্যাপার লইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন না, তাঁহার মন হইতে সন্দেহ দূর হইল; তিনি মহৌষধের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "পণ্ডিত, আজ তুমি এখানে না থাকিলে, মূর্খ সেনকের কথায় এবংবিধ স্ত্রীরত্ন হারাইয়াছিলাম আর কি। তোমার বুদ্ধিবলেই আমি মহিষীকে পুনর্ব্বার লাভ করিলাম।" তিনি সহস্র মুদ্রা দিয়া মহৌষধের পূজা করিলেন; উড়ুম্বরাও রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, এই পণ্ডিতের কৃপাতেই আজ আমি প্রাণ পাইলাম; আপনার নিকট এই বর চাই যে, এখন হইতে আমি যেন এই পণ্ডিতকে আমার ভ্রাতৃস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি।" রাজা বলিলেন, "উত্তম কথা; আমি তোমাকে এই বর দিলাম।" উড়ুম্বরা কহিলেন, "মহারাজ, আজ হইতে আমি আমার ছোট ভাইটীকে না দিয়া কোন ভাল জিনিষ খাইব না; আজ হইতে সময়ে হউক, অসময়ে হউক, ইহার নিকট ভাল খাবার পাঠাইবার জন্য আমার দরজা খোলা থাকিবে; আমাকে এ বরও দিতে হইবে, মহারাজ।" "বেশ, ভদ্রে; তুমি এই বরও গ্রহণ কর।"

শ্রীকালকর্ণীপ্রশ্ন সমাপ্ত।

(৪)

আর একদিন রাজা প্রাতরাশান্তে প্রাসাদসংলগ্ন দীর্ঘচঙক্রমণে পা-চারি করিবার কালে দেখিতে পাইলেন যে, একটা মেষ ও একটা কুক্কুর পরস্পরের প্রতি মিত্রবৎ আচরণ করিতেছে। হস্তিশালায় হস্তীদিগের সম্মুখে যে ঘাস দেওয়া হইত, হস্তীরা খাইবার পূর্ব্বেই নাকি ঐ মেষটা তাহা খাইত। ইহা দেখিয়া একদিন হস্তিপালেরা তাহাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। সে যখন ভ্যা ভ্যা করিয়া পলাইতেছিল, তখন একজন ছুটিয়া গিয়া তাহার পৃষ্ঠে দণ্ডাঘাত করিয়াছিল; সে পিঠ নীচু করিয়া ও বেদনায় কাতর হইয়া রাজবাড়ীর বড় প্রাচীরের পাশে একখানা পিড়ির উপর শুইয়া পড়িল। কুক্কুরটা রাজার পাকশালায় অস্থিচর্ম্মাদি খাইয়া পুষ্ট হইয়াছিল। সেও ঐ দিন, পাচক যখন রন্ধন শেষ করিয়া বাহিরে গিয়া ঘাম মুছিতেছিল, তখন মৎস্যমাংসের গন্ধে লোভসংবরণ করিতে না পারিয়া পাকশালায় প্রবেশ করিয়াছিল এবং ঢাকনি ফেলিয়া দিয়া মাংস খাইয়াছিল। ঢাকনি পড়ার শব্দ শুনিয়া পাচক ভিতরে গিয়া কুক্কুরটাকে দেখিতে পাইয়াছিল এবং দরজা বন্ধ করিয়া ইটপাঁকেল ও লাঠি দিয়া তাহাকে প্রহার করিয়াছিল। কুক্কুরটা মুখের মাংস ফেলিয়া দিয়া খ্যাউ খ্যাউ করিতে করিতে পাকশালা হইতে বাহির হইয়াছিল। সে বাহির হইতেছে দেখিয়া

পাচক তাড়া করিয়া তাহার পিঠে সটান লাঠি মারিল। সে পিঠ নীচু করিয়া ও একখানা পা তুলিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে, মেষটা যেখানে শুইয়া ছিল, সেইখানে গেল। মেষ জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, তুমি পিঠ নীচু করিয়া আসিলে কেন?' তোমার কি বাতরোগ হইয়াছে?" কুক্কুর বলিল, "তুমিও ত, ভাই, পিঠ বাঁকা করিয়া পড়িয়া আছ; তোমার শরীরেও কি বাতরোগ প্রবেশ করিয়াছে?" মেষ তখন নিজের দুর্দ্দশার কথা বলিল; তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল "তুমি আবার পাকশালার ভিতর যাইতে পারিবে কি?" কুক্কুর বলিল, "না, ভাই; আবার গেলে আমার প্রাণ থাকিবে না। বল ত, তুমি কি আবার হস্তিশালায় যাইতে পারিবে?" "না, ভাই; আমিও সেখানে গেলে প্রাণে মারা যাইব।" তখন মেষ ও কুক্কুর উভয়েই ভাবিতে লাগিল, কি উপায়ে তাহারা জীবন ধারণ করিবে। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া মেষ বলিল, "আমরা যদি এক সঙ্গে থাকিতে পারি, তবে একটী উপায় হইতে পারে।" কুক্কুর জিজ্ঞাসিল, "কি উপায়?" মেষ বলিল, "দেখ, ভাই, এখন হইতে তুমি হস্তিশালায় যাইবে; তুমি ঘাস খাও না জানিয়া তোমার উপর হস্তিপালদিগের কোন সন্দেহ জন্মিবে না; তুমি আমার জন্য ঘাস লইয়া আসিবে; আমি মাংস খাই না জানিয়া আমার উপরও পাচকের কোন সন্দেহ হইবে না; আমি তোমার জন্য মাংস লইয়া আসিব।" ইহা অতি সুন্দর উপায় ভাবিয়া উভয়েই সম্মত হইল; কুক্কুর হস্তিশালায় গিয়া ঘাসের আটি কামড়াইয়া ধরিয়া সেই বড় প্রাচীরের নিকট রাখিত; মেষও পাকশালায় গিয়া মাংসখণ্ডে মুখ পূরিত এবং উহা লইয়া সেইস্থানে রাখিত। ইহার পর কুক্কুর মাংস খাইত; মেষ ঘাস খাইত। এই উপায়ে উভয়ে পরস্পর সম্প্রীতির সহিত সেই বড় প্রাচীরের পাশে একত্র বাস করিত। রাজা তাহাদের মিত্রভাব লক্ষ্য করিয়া ভাবিলেন, 'পূর্ব্বে কখনও ত এমন ব্যাপার দেখি নাই। ইহারা স্বভাবতঃ বৈরভাবাপন্ন হইয়াও এক সঙ্গে বাস করিতেছে!' এই বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া আমি পণ্ডিতদিগকে প্রশ্ন করিব; যাহারা আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিবে, তাহাদিগকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিব; যে সদুত্তর দিবে, তাহার বহু সম্মান করিব, বলিব যে, আর কেহই এমন পণ্ডিত নহে। আজ অবেলা হইয়াছে; কাল শয্যাত্যাগের সময় যখন পণ্ডিতেরা আসিবে, তখন প্রশ্ন করা যাইবে। ইহা স্থির করিয়া, পরদিন পণ্ডিতেরা যখন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া উপবেশন করিলেন, তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,

> ৮. জাতি বৈরী প্রাণী দুটী, করে নাই কভু যারা
> পরস্পর নিকটে গমন,[১] তারা এবে মিত্রভাবে

---

[১]। মূলে 'সত্তপদং' আছে। পরস্পরের সপ্তপদমাত্র ব্যবধানেও যাহাদিগকে একস্থানে

বিশ্রন্ত-আলাপে সুখে রহিয়াছে, বল কি কারণ?

এই প্রশ্ন করিয়া রাজা আবার বলিলেন :

৯. প্রাতরাশকালে আজ না পার তোমরা যদি
দিতে এ প্রশ্নের সদুত্তর তাড়াব সবার আমি;
রাখিতে না চাই কোন মূর্খজন সভার ভিতর।

সেনক সম্মুখের আসনে এবং মহৌষধ পশ্চাতের আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। মহৌষধ এই প্রশ্নের বিষয় চিন্তা করিয়া এবং ইহার কোন অর্থ দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন, 'এই রাজা নিতান্ত জড়মতি; ইনি নিজে চিন্তা করিয়া প্রশ্নটা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। ইনি নিশ্চয় কিছু দেখিয়াছেন। একদিনের অবকাশ পাইলে আমি এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারি। সেনক, বোধ হয়, যে কোন উপায়ে একদিনের অবকাশ লইতে পারেন।' অপর চারিজন পণ্ডিত অন্ধকারময় গৃহ-প্রবিষ্টের ন্যায় কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না। সেনক বোধিসত্ত্বের অভিপ্রায় জানিবার জন্য তাঁহার দিকে দৃষ্টি করিলেন; বোধিসত্ত্বও সেনকের দিকে দৃষ্টি করিলেন। বোধিসত্ত্ব যেভাবে তাঁহার দিকে তাকাইলেন, তাহা দেখিয়া সেনক তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন, বোধিসত্ত্বের ন্যায় পণ্ডিতও প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছেন না; তিনি আজ ইহার উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া এক দিন অবকাশ লইবার ইচ্ছা করিতেছেন। তিনি বোধিসত্ত্বের ইচ্ছাপূরণার্থ নিতান্ত সপ্রতিভভাবে উচ্চহাস্য করিয়া রাজাকে বলিলেন, "এই প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারিলে মহারাজ কি আমাদের সকলকেই নির্ব্বাসিত করিবেন?" রাজা বলিলেন, "নিশ্চয় করিব, পণ্ডিত।" "আপনি ত দেখিতেছেন, এটা অতি কূট প্রশ্ন; আমরা এখনই ইহার উত্তর দিতে পারিতেছি না। আপনাকে একটু অপেক্ষা করিতে হইবে; এত লোকের মধ্যে কূট প্রশ্নের সমাধান করিতে পারা যায় না। নির্জ্জনে চিন্তা করিয়া আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব। আপনি আমাদিগকে কিছু অবকাশ দিন।" অনন্তর সেনক মহাসত্ত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দুইটী গাথা বলিলেন :

১০. বহুজন-সমাকীর্ণ এই সভাস্থল;
বহু লোকে করিতেছে হেথা কোলাহল।
চিত্তের বিক্ষেপ হেথা ঘটে পদে পদে;
মনোভিনিবেশ নাহি হয় কোন মতে।
সে কারণে বসি হেথা প্রশ্নের উত্তর
দিতে অসমর্থ মোরা, ওহে নরেশ্বর।

দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

১১. গোপনে বিবিক্তস্থানে একাকী বসিয়া
দেখিব একাগ্রচিত্তে আমরা ভাবিয়া,
ধীরভাবে প্রশ্নের কি হবে সদুত্তর।
তখন করিব এর ব্যাখ্যা, নরেশ্বর।

রাজা এই কথা শুনিয়া মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেও বলিলেন, "বেশ, ভাবিয়াই উত্তর দিবে; না দিতে পারিলে নির্ব্বাসিত হইবে।" রাজা এইরূপে ভয় দেখাইলে পণ্ডিত চারিজন প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন। অনন্তর সেনক অপর পণ্ডিতদিগকে বলিলেন, "রাজা অতি সূক্ষ্ম প্রশ্ন করিয়াছেন; উত্তর না দিলে আমাদের মহাভয়ের কারণ হইবে। তোমরা হিতকর খাদ্য ভোজন করিয়া সাবধানে উত্তর নির্ণয়ের চেষ্টা কর।"

মহৌষধ পণ্ডিত সভা হইতে উঠিয়া উড়ুম্বরা দেবীর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি, আজ বা কাল রাজা কোন স্থানে বেশী সময় কাটাইয়াছেন?" উড়ুম্বরা বলিলেন, "দীর্ঘচঙক্রমণে বাতায়ন হইতে অবলোকন করিতে করিতে পা-চারি করিয়াছিলেন।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'তবে রাজা ইহার নিকটেই নিশ্চয় কিছু দেখিয়াছেন।' তিনি ঐ স্থানে গিয়া বহির্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মেষ ও কুকুরের কাণ্ড দেখিতে পাইলেন, এবং রাজার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গিয়াছে, এই সিদ্ধান্ত করিয়া গৃহে ফিরিলেন। অপর তিনজন পণ্ডিত বহু চিন্তা করিয়াও যখন কোন উত্তর বাহির করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা সেনকের নিকটে গমন করিলেন। সেনক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা উত্তর স্থির করিতে পারিয়াছ কি?" তাঁহারা বলিলেন, "না, আচার্য্য; আমরা কোন সমাধান করিতে পারিলাম না।" "না পারিলে তা রাজা তোমাদিগকে দূর করিয়া দিবেন। তখন উপায় কি হইবে?" "আপনি সদুত্তর পাইয়াছেন কি?" "না; আমিও কোন সদুত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না।" "আপনি যখন অপরাগ হইলেন, তখন আমাদের কি সাধ্য বলুন? কিন্তু আমরা রাজার কাছে সিংহনাদে বলিয়া আসিলাম যে, ভাবিয়া উত্তর দিব! এখন না বলিতে পারিলে রাজা ক্রুদ্ধ হইবেন; তখন আমাদের কি গতি হইবে?" "এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমাদের সাধ্যাতীত। মহৌষধ পণ্ডিত, বোধ হয়, ইহা শতপ্রকারে চিন্তা করিয়াছেন; চল, আমরা তাঁহার নিকটে যাই।"

অনন্তর উক্ত চারিজন পণ্ডিত বোধিসত্ত্বের গৃহদ্বারে গিয়া, তাঁহারা যে সেখানে অপেক্ষা করিতেছেন এই সংবাদ দিলেন, গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং একান্তে অবস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনি রাজার প্রশ্নটার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন কি?" মহৌষধ বলিলেন, "আমি না করিলে আর কে করিবে বলুন। আমি চিন্তা করিয়াছি, উত্তরও পাইয়াছি।' 'তবে

এখন আমাদিগকে বলুন।” মহৌষধ ভাবিলেন, ‘আমি যদি ইহাদিগকে উত্তরটা না বলি, তবে রাজা ইহাদিগকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিবেন এবং আমাকে সপ্তরত্ন দ্বারা পূজা করিবেন। কিন্তু ইহারা অজ্ঞান হইলেও, ইহাদের সর্ব্বনাশ ঘটিতে দেওয়া হইবে না; আমি ইহাদিগকে প্রশ্নের উত্তর বলিব।’ ইহা স্থির করিয়া তিনি পণ্ডিত চারিজনকে নিম্নাসনে উপবেশন করাইয়া হাত যোড় করিতে বলিলেন। রাজা যাহা দেখিয়াছিলেন, তিনি তাহা জানাইলেন না বটে; কিন্তু পালি ভাষায় চারিটী গাথা রচনা করিয়া এক একজনকে এক একটী শিখাইলেন এবং বিদায় দিবার সময় বলিলেন, “রাজা জিজ্ঞাসা করিলে, আপনারা এই গাথাগুলি বলিবেন।”

পণ্ডিতেরা পরদিন রাজদর্শনে গিয়া স্ব স্ব সজ্জিতাসনে উপবেশন করিলেন। অতঃপর রাজা সেনককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার প্রশ্নের উত্তর স্থির করিয়াছেন কি?” সেনক উত্তর দিলেন, ‘আমি উত্তর না জানিলে অন্য কাহার সাধ্য যে জানে?’ রাজা বলিলেন, “আপনি উত্তর দিন।” “শুনুন, মহারাজ,” ইহা বলিয়া সেনক, যে ভাবে শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই ভাবে নিজের গাথাটী বলিলেন :

১২. রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র—মেষমাংস প্রিয় সবাকার;
কুকুরের মাংস কিন্তু করে না ক কেহই আহার?
অবস্থা-বিশেষে, তবু, দেখিলাম ভাবি মনে মনে,
মেলন সম্ভবপর এ দু’য়ের বন্ধুত্ববন্ধনে।

সেনক গাথাটী বলিলেন বটে; কিন্তু তিনি ইহার অর্থ জানিতেন না। রাজা কিন্তু নিজে ঘটনাটী প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; কাজেই তিনি ভাবিলেন, সেনক তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। অতঃপর তিনি পুক্কুশকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পুক্কুশ বলিলেন, “আমি কি মূর্খ, মহারাজ?” তিনি যে গাথাটী কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন তাহা বলিলেন :

১৩. মেষচর্ম্মবিনির্ম্মিত অশ্বপৃষ্ঠ-আস্তরণ;
কুকুরের চর্ম্ম কি হে সাধে কোন প্রয়োজন?
তথাপি এ দুই প্রাণী, একে অপরের সনে
মিলিত হইতে পারে দৃঢ় বন্ধুত্ব-বন্ধনে।

পুক্কুশও গাথাটীর অর্থ বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু রাজা প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া ভাবিলেন, পুক্কুশও প্রশ্নটীর উত্তর দিতে পারিয়াছেন। ইহার পর তিনি কবীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কবীন্দ্র বলিলেন :

১৪. মেষের মস্তকে কুটিল বিষাণ; কুক্কুর বিষাণহীন;
মেষ তৃণভুক, কুক্কুর মাংসাশী, হেরি ইহা চিরদিন।

এমন বৈষম্য উভয় প্রাণীর বিদ্যমান আছে বটে;
তথাপি মিত্রতা মধ্যে ইহাদের কখন(ও) কখন(ও) ঘটে।

রাজা ভাবিলেন, কবীন্দ্রও প্রকৃত উত্তর দিয়াছেন। অনন্তর তিনি দেবেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন; দেবেন্দ্রও কণ্ঠস্থ গাথাটী বলিলেন :

১৫. মেষ বাঁচে খেয়ে তৃণ ও পলাল; কুক্কুর তাহা না খায়;
পোষা বিড়ালের পিছু পিছু সদা কুক্কুর ছুটিয়া যায়।
এমন বৈষম্য উভয় প্রাণীর বিদ্যমান আছে বটে;
তথাপি মিত্রতা মধ্যে ইহাদের কখন(ও) কখন(ও) ঘটে।

সর্ব্বশেষে রাজা মহৌষধ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি এই প্রশ্নের উত্তর জানিয়াছ কি?" মহৌষধ বলিলেন, "মহারাজ, অবীচি হইতে ভবাগ্র পর্য্যন্ত আমি ব্যতীত অন্য কেহই ইহা জানিবে না।" "তবে যাহা জান, আমায় বল।" "শুনুন, মহারাজ।" ইহা বলিয়া, মহৌষধ এই ঘটনা-সম্বন্ধে নিজে যাহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা দুইটী গাথায় বলিলেন :

১৬. আটের অর্দ্ধেক যত মেষের পাগুলি তত,
অষ্টনখ,[১] চতুষ্পদ সেই
এমন কৌশলে হরে মাংস কুকুরের তরে
জানিতে তা'পারে না কেহই।
শোধিতে এ ঋণ তার কুক্কুরও বার বার
তৃণ ও পলাল আনি দেয়।
একে অপরের সহ করে এরা অহরহ
অপহৃত খাদ্য বিনিময়।

১৭. প্রাসাদ হইতে দেখে বিদেহ-নরেন্দ্র
মেষ আর কুকুরের এ অদ্ভুত কাণ্ড।
'খেউ খেউ,' 'পূর্ণমুখ,' এরা দুইজন,
একে করে অপরের খাদ্য আহরণ।

অপর পণ্ডিতেরা যে বোধিসত্ত্বেরই সাহায্যে প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন রাজা ইহা জানিতেন না। তিনি ভাবিলেন, 'এই পাঁচজন পণ্ডিতই স্ব স্ব প্রজ্ঞাবলে উত্তর দিয়াছেন।' এই বিশ্বাসে পরম সন্তুষ্ট হইয়া তিনি বলিলেন :

১৮. মহালাভবান আমি। বড় ভাগ্য তার,
ঈদৃশ পণ্ডিতগণ সভায় যাহার।
নিগূঢ়, দুরূহ মম প্রশ্নের উত্তর

---

[১]। অর্থাৎ প্রত্যেক পায়ে ২ খানি করিয়া আটখানি খুর আছে।

দিলেন এ সুধীগণ, অহো কি সুন্দর।

অনন্তর তিনি পণ্ডিতদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যে সন্তুষ্ট হয়, তাহার পক্ষে সন্তোষকারীকেও সন্তুষ্ট করা কর্ত্তব্য।' তিনি পণ্ডিতদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিলেন :

১৯. প্রত্যেক পণ্ডিতে আমি করিলাম দান
অশ্বতরীযুত দিব্য রথ একখান;
দিলাম সমৃদ্ধিশালী গ্রাম এক আর।
পাইনু উত্তর শুনি সন্তোষ অপার।
সে কারণ যথাযোগ্য পুরস্কার দান
করিয়া রাখিব আমি সবাকার মান।

ইহা বলিয়া রাজা পণ্ডিতদিগকে উক্ত পুরস্কারগুলি দেওয়াইলেন।

দ্বাদশ নিপাতে[১] উল্লিখিত মেণ্ডকপ্রশ্ন সমাপ্ত।

(৫)

উড়ুম্বরা দেবী জানিতেন যে, সেনক প্রভৃতি মহৌষধ পণ্ডিতের সাহায্যে প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। কাজেই তিনি দেখিলেন, রাজা পাঁচজনকে সমান পুরস্কার দিয়া মুদ্গ ও মাষের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখেন নাই। তিনি স্থির করিলেন যে, তাহার কনিষ্ঠ সোদরস্থানীয় মহৌষধকে বিশিষ্ট পুরস্কার দেওয়াইতে হইবে। তিনি রাজার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, কে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন?" রাজা বলিলেন, "ভদ্রে, পাঁচজন পণ্ডিতই উত্তর দিয়াছেন।" 'মহারাজ, সেনক প্রভৃতি চারিজন কাহার সাহায্যে উত্তর দিয়াছেন, জানেন কি?' "না, ভদ্রে, আমি তাহা জানি না।" "মহারাজ, ও চারিজন কি জানে? মূর্খ চারিটীর সর্ব্বনাশ হয় দেখিয়া মহৌষধ তাহাদিগকে প্রশ্নের উত্তর শিখাইয়া দিয়াছে। আপনি কিন্তু সকলকে সমান পুরস্কার দিয়াছেন! ইহা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। মহৌষধকে বিশিষ্ট পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য।" নিজের সাহায্যে অপর চারিজন পণ্ডিত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন, মহৌষধ যে একথা প্রকাশ করেন নাই, ইহাতে রাজা সন্তুষ্ট হইলেন এবং কি উপায়ে তাঁহার প্রতি অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করা যাইতে পারে, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি স্থির করিলেন, "যাহা হইবার তাহা হইয়াছে; আমি বাছাকে আর একটী প্রশ্ন করিব এবং সে যখন উত্তর দিবে, তখন তাহাকে মহাপুরস্কার দান করিব।" অনন্তর তিনি ভাবিয়া ভাবিয়া 'শ্রীমন্দ' প্রশ্ন নির্ব্বাচন করিলেন এবং একদিন

---

[১]। মেণ্ডক-জাতক (৪৭১) ৪র্থ খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

যখন পাঁচজন পণ্ডিতই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য সুখাসনে উপবেশন করিলেন, তখন বলিলেন, "আমি সেনককে একটী প্রশ্ন করিব।" সেনক বলিলেন, "প্রশ্ন করুন, মহারাজ।" রাজা প্রশ্ন করিলেন :

২০. নির্ধন অথচ প্রাজ্ঞ, ধনী কিন্তু প্রজ্ঞাহীন—এ দুয়ের মাঝে
শ্রেষ্ঠ বলি সমাদর লভে বল, কোন্ জন পণ্ডিতসমাজে?

এই প্রশ্নটী না কি সেনকদিগের বংশে পুরুষপরম্পরায় জানা ছিল; এই জন্য তিনি অবিলম্বে উত্তর দিলেন,

২১. কি পণ্ডিত, কি বা মূর্খ, শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, কুলীনসন্তান—
সকলেই করে সেবা ধনীর, যদিও তার নাই কুলমান।
দেখি ইহা অনুক্ষণ মনে হয়, হে রাজন্, প্রাজ্ঞ হীনতর;
কমলার কৃপালাভ করেছে যে জন, তার সর্ব্বত্র আদর।

সেনকের উত্তর শুনিয়া রাজা অপর তিনজন পণ্ডিতকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না; তিনি মহৌষধকে বলিলেন :

২২. তোমাকেও মহৌষধ বলিতেছি দিতে এই প্রশ্নের উত্তর;
সর্ব্বধর্ম্মদর্শী তুমি; প্রজ্ঞা তব মহিয়সী, বুদ্ধি লোকোত্তর;
নির্দ্ধন অথচ প্রাজ্ঞ, ধনী কিন্তু প্রজ্ঞাহীন, এ দুয়ের মাঝে
শ্রেষ্ঠ বলি সমাদর লভে বল কোন জন পণ্ডিতসমাজে?

মহৌষধ বলিলেন, "শুনুন, মহারাজ।

২৩. ইহাই পরম অর্থ অজ্ঞ ভাবে মনে,
নানাপাপে রত সেই হয় সে কারণে
ঐহিক ঐশ্বর্য্যে তার লক্ষ্য অনুক্ষণ;
পরলোক-চিন্তা তার হয় না কখন।
ইহামুত্র কিন্তু তার সমান দুর্গতি;
দেহান্তে জন্মিয়া পুনঃ পায় দুঃখ অতি।
প্রাজ্ঞ আর ধনী, এই দুয়ের ভিতর
প্রাজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।"

তখন রাজা সেনকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "মহৌষধ ত প্রজ্ঞাবানকেই শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন।" সেনক বলিলেন, "মহৌষধ বালক; আজও উহার মুখে দুধের গন্ধ আছে। ও কি জানে?

২৪. বিদ্যাবলে, রূপে কিংবা কুলের গৌরবে,
কিছুতেই ধনাগম কভু না সম্ভবে।

গণ্ডমূর্খ গোরিমন্দ,[১] অতি কদাকার,
কথা কহিবার কালে মুখ হতে যার
নিঃসরে লালার স্রোত; অথচ উন্নতি
উত্তর উত্তর তার হইতেছে অতি।
লক্ষ্মী বান্ধা রয়েছেন সদা তার ঘরে;
সে কারণে লোকে তার স্তুতি গান করে।
প্রাজ্ঞ আর ধনী, এই দু'য়ের ভিতর
ধনীকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।"

রাজা মহৌষধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার উত্তরে তুমি কি বলিতে চাও?" মহৌষধ বলিলেন, "মহারাজ, সেনক কি জানেন? যেখানে ভাত ছড়ান আছে, সেখানে যেমন কাক, দধিপানোদ্যত যেমন কুক্কুর, সেনকও সেইরূপ; তিনি নিজেকেই দেখেন, কিন্তু তাঁহার মস্তকে যে মহামুদ্‌গর পতনোন্মুখ, তাহা দেখিতে পান না। শুনুন, মহারাজ :

২৫. হইয়া ঐশ্বর্য্যে মত্ত, অপ্রাজ্ঞ যে জন,
করে সে বিবিধ পাপপথে বিচরণ।
সুখদুঃখ কিছুই না থাকে চিরদিন,
কিন্তু ইহা বুঝিতে না পারে মতিহীন।
উভয়ত্র অশান্তি তাহার অনুক্ষণ,
রৌদ্র পেয়ে স্থলানীত মীনের যেমন।
প্রাজ্ঞ আর ধনী, এই দু'য়ের ভিতর
প্রাজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।"

---

[১]। গোরিমন্দ ঐ নগরেরেই অশীতিকোটি-বিভবসম্পন্ন একজন শ্রেষ্ঠী। সে দেখিতে অতি কু-রূপ ছিল; তাহার কোন পুত্র কন্যা জন্মে নাই; সে কোনরূপ বিদ্যা শিক্ষা করে নাই। সে যখন কথা কহিত, তখন তাহার হনুর উভয় পার্শ্ব হইতে লালার ধারা নিঃসৃত হইত। তাহার সর্ব্বালঙ্কারমণ্ডিতা দেবকন্যাসদৃশী দুই স্ত্রী ছিল। তাহারা নীলোৎপল হস্তে লইয়া গোরিমন্দের দুই পাশে দাঁড়াইয়া উৎপলদল দ্বারা ঐ লালা মুছিত এবং জানালা দিয়া ফেলিয়া দিত। সুরাপায়ীরা যখন পানাগারে প্রবেশ করিত, তখন তাহাদের নীলোৎপলের প্রয়োজন হইত। তাহারা গোরিমন্দের দ্বারে গিয়া "প্রভু গোরিমন্দ শ্রেষ্ঠী" বলিয়া ডাকিত; তাহাদের ডাক শুনিয়া গোরিমন্দ বাতায়নে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিত, "কি চাও তোমরা, বাপ সকল?" তখনও তাহার মুখ হইতে লালা নির্গত হইত; তাহার স্ত্রী দুইটী উহা নীলোৎপল দ্বারা মুছিয়া ফুলগুলি রাস্তায় ফেলিয়া দিত; মাতালেরা সেগুলি কুড়াইয়া জলে ধুইত এবং পরিধান করিয়া পানাগারে যাইত। গোরিমন্দ এমনই ঐশ্বর্য্যবান্ ছিল। সেনক তাহার উদাহরণ দেখাইয়া শ্রীর উৎকর্ষ বর্ণনা করিয়াছিলেন।

রাজা সেনককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি বলেন, আচার্য্য।" সেনক বলিলেন, "ও কি জানে?" মানুষের কথা থাকুক, বনজাত বৃক্ষসমূহের মধ্যেও যেটা ফলসম্পন্ন, পক্ষীরা তাহাই সেবা করিয়া থাকে।

২৬. বন মাঝে যে তরুর মিষ্ট ফল আছে,
নানা দিক হতে পাখী যায় তার কাছে।
ভোগের সামগ্রী যার আছে, আর ধন,
অর্থহেতু করে লোকে তাহার(ই) ভজন।
প্রাজ্ঞ আর ধনী, এই দু'য়ের ভিতর,
ধনীকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।"

রাজা মহৌষধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার কি উত্তর দিবে, বৎস?" মহৌষধ বলিলেন, 'এই স্থূলোদর পণ্ডিত কিছুই জানেন না। শুনুন, মহারাজ :

২৭. শক্তি আছে, তাই করে পরের পীড়ন;
অপ্রাজ্ঞ অর্জয়ে অর্থ ভোগের কারণ।
পরিণাম এর কিন্তু জানে না দুর্ম্মতি;—
নিশ্চয় হইবে তার নরকেতে গতি।
নরকে টানিবে যবে যমদূতগণ,
বৃথা সে সময়ে পাখী করিবে ক্রন্দন।
প্রাজ্ঞ আর ধনী এই দু'য়ের ভিতর
প্রাজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।"

রাজা সেনককে ইহার উত্তর দিতে বলিলেন। সেনক কহিলেন :

২৮. অন্য অন্য নদী পড়ে গঙ্গায় যখনি,
নিজ নিজ নাম গোত্র হারায় তখনি।
গঙ্গাও সাগরে পড়ি হয় লুপ্তনাম।
জগৎ যে ঋদ্ধিবশ, ইহাই প্রমাণ।
প্রাজ্ঞ আর ধনী এই দুয়ের ভিতর
ধনীকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।

রাজা মহৌষধকে ইহার উত্তর দিতে আদেশ করিলে তিনি দুইটী গাথা বলিলেন :

২৯. করিলেন সেনক যে সাগরের নাম,
অসংখ্য নিম্নগা যারে করে বারি দান,
ছুটিছে প্রচণ্ডবেগে মহোর্ম্মি যাহার,
বেলাতিক্রমের কিন্তু শক্তি নাই তার।

৩০. মূর্খের প্রলাপ-বাক্য জানিবে তেমন।
কি সাধ্য ধনের, করে প্রজ্ঞা অতিক্রম?
প্রাজ্ঞ আর ধনী এই দু'য়ের ভিতর
প্রাজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।

রাজা সেনককে জিজ্ঞাসিলেন, "ইহার কি উত্তর দিবেন, আচার্য্য?" সেনক বলিলেন, "শুনুন মহারাজ :

৩১. অসংযমী ধনী যদি বিনিশ্চয়াগারে
বসিয়া একের ধন অন্যে দান করে,
তথাপি প্রশংসে তারে আত্মীয় স্বজন
শ্রীহীন প্রাজ্ঞের ভাগ্যে ঘটে কি এমন?
প্রাজ্ঞ আর ধনী, এই দু'য়ের ভিতর
ধনীকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।"

রাজা মহৌষধকে বলিলেন, "কি বল, বৎস?" মহৌষধ উত্তর দিলেন, "শুনুন, মহারাজ। সেনক অজ্ঞ; উনি কি জানেন?

৩২. আত্মহেতু, কিংবা কভু অন্যের কারণ
অপ্রাজ্ঞ মন্দধী বলে অলীক বচন।
সভামধ্যে তাই তার নিন্দা হয় অতি,
দেহান্তে সে করে ভোগ অশেষ দুর্গতি।
প্রাজ্ঞ আর ধনী, এই দু'য়ের ভিতর
প্রাজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।"

সেনক বলিলেন :

৩৩. বহুপ্রাজ্ঞ, কিন্তু যার অল্পমাত্র ধন,
দরিদ্র, আশ্রয়হীন কিংবা যেই জন,
নিকট আত্মীয় যারা, তাহারাও সবে
সুসঙ্গত কথা তার হাসিয়া উড়াবে।
প্রজ্ঞাবলে লক্ষ্মীলাভ অসম্ভব অতি,
পরস্পরবিরোধিনী লক্ষ্মী সরস্বতী।
প্রাজ্ঞ আর ধনী, এই দু'য়ের ভিতর
ধনীকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।

রাজা বলিলেন, "বৎস মহৌষধ, তুমি কি উত্তর দিবে?" মহৌষধ বলিলেন, "মহারাজ, সেনক কিছুই জানেন না। উনি ইহলোকের কথাই ভাবেন, পরলোকের দিকে দৃষ্টি করেন না।

৩৪. আত্ম কিংবা পরহিত করিতে সাধন,
সুপ্রাজ্ঞ অলীক বাক্য বলে না কখন।
সভামধ্যে তাই সেই সমাদর পায়;
লভে সে সুগতি যবে পরলোক যায়।
প্রাজ্ঞ আর ধনী এই দুয়ের ভিতর
প্রাজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।”

সেনক বলিলেন :

৩৫. হস্তী, অশ্ব, গো, মাণিক্যখচিত কুণ্ডল,
আঢ্যকুলে জন্মিয়াছে কন্যা যে সকল,
এসব ধনীর ভোগ্য; শুধু এই নয়;
নির্ধন মাত্রেই মন ধনীর যোগায়।
প্রাজ্ঞ আর ধনী এই দু’য়ের ভিতর
ধনীকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।

মহৌষধ বলিলেন, “সেনক নিতান্ত অজ্ঞ।” তিনি নিম্নলিখিত গাথায় বিষয়টী বিশদ করিলেন :

৩৬. না বিচারি হিতাহিত কুমন্ত্রণাবশে
কুমতি পাইয়া যেই পাপপথে পশে,
সে মূর্খের সংসর্গ শ্রী করেন বর্জ্জন,
ত্যজে নিজ জীর্ণ ত্বক্ উরগ যেমন।[১]
প্রাজ্ঞ আর ধনী এই দুয়ের ভিতর
প্রাজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।

রাজা পুনশ্চ সেনককে ইহার উত্তর দিতে বলিলেন। সেনক কহিলেন, “মহারাজ, মহৌষধ বালক; ইহার কোন অভিজ্ঞতা নাই। আমি ইহার যে উত্তর দিতেছি, শুনুন।” অনন্তর মহৌষধকে নিরুত্তর করিবার উদ্দেশ্যে তিনি এই গাথা বলিলেন :

৩৭. আমরা পণ্ডিত পঞ্চ হইয়া প্রাঞ্জলি,
সেবিতেছি, নরবর, তোমায় সকলি।
ঐশ্বর্য্যে তোমার অভিভূত সর্ব্বজন,
শক্রের ঐশ্বর্য্যে যথা অন্য দেবগণ।
প্রাজ্ঞ আর ধনী’ এই দু’য়ের ভিতর

---

[১]। অর্থাৎ প্রজ্ঞা না থাকিলে শেষে ঐশ্বর্য্যও নষ্ট হয়। সর্পের জীর্ণত্বক ‘নির্মোক’ নামে অভিহিত।

ধনীকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।

ঐ গাথা শুনিয়া রাজা মনে করিলেন, 'সেনক অতি সুন্দররূপে নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমার পুত্র কি এই যুক্তি খণ্ডন করিয়া অন্য যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারিবে?' তিনি মহৌষধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি বলিবে, বৎস?" সেনক এখন যে যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, বোধিসত্ত্ব ব্যতীত অন্য কাহারও তাহা খণ্ডন করিবার সাধ্য ছিল না। কাজেই মহাসত্ত্ব নিজের জ্ঞানবলে উহা খণ্ডন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, সেনক অজ্ঞ; উনি কি জানেন? উনি নিজের দিকেই দৃষ্টিপাত করেন; প্রজ্ঞার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন না। শুনুন, মহারাজ :

৩৮. পড়িলে তেমন কোন কঠোর সঙ্কটে
ধনী হয় দাসবৎ প্রাজ্ঞের নিকটে।
বুদ্ধিমান প্রাজ্ঞ করে মীমাংসা যাহার,
পড়িলে সে ক্ষেত্রে মূর্খ দেখে অন্ধকার।
প্রাজ্ঞ আর ধনী, এই দু'য়ের ভিতর
প্রাজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।"

মহাসত্ত্ব যখন এই যুক্তি-প্রদর্শন করিলেন, তখন বোধ হইল যেন তিনি সুমেরুর পাদদেশ হইতে স্বর্ণরেণু আনয়ন করিলেন কিংবা গগনতলে পূর্ণচন্দ্র উত্থাপিত করিলেন। মহাসত্ত্ব এইরূপে প্রজ্ঞার মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন করিলে রাজা সেনককে বলিলেন, "আপনি আর কি বলিতে চান? মহৌষধের এই যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিবেন কি?" কিন্তু ভাণ্ডারের সমস্ত ধন তুলিয়া নিঃশেষ করিবার পর লোকের যে দশা ঘটে, সেনকেরও তাহাই হইল। তিনি নিরুত্তর হইয়া উদ্‌বিগ্নচিত্তে ও বিষণ্নবদনে বসিয়া রহিলেন। তিনি যদি অন্য যুক্তি প্রয়োগ করিয়া সহস্র গাথাও বলিতেন, তথাপি এই জাতক সমাপ্ত হইত না। সেনক যখন নিরুত্তর রহিলেন, তখন মহাসত্ত্ব প্রজ্ঞার মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া আর একটী গাথা বলিলেন, যেন তাহার যুক্তিবলে গভীর জলৌঘ আনীত হইল :

৩৯. প্রজ্ঞার প্রশংসা করে সাধুজন যত
শ্রীকে চায় যারা শুধু ভোগসুখে রত।
বুদ্ধদের প্রজ্ঞার তুলনা কিছু নাই
প্রজ্ঞা হতে শ্রী অধম বলি আমি তাই।

এই গাথা শুনিয়া এবং মহাসত্ত্ব যে ভাবে তাঁহার প্রশ্নের সদুত্তর দিলেন তাহা বিবেচনা করিয়া রাজা পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। মেঘ যেমন প্রচুর বারি বর্ষণ করে, তিনিও সেইরূপ মহাসত্ত্বের অর্চ্চনার জন্য নিম্নলিখিত গাথায় প্রচুর দান বর্ষণ করিলেন :

৪০. হইলাম তুষ্ট তব শুনি সদুত্তর
সমস্ত প্রশ্নের মোর, তাই পুরস্কার
তব উপযুক্ত যাহা, করিব প্রদান—
গো সহস্র, বৃষ এক, হস্তী এক, আর
উৎকৃষ্ট তুরগযুত রথ দশখানি—
লও এই সব তুমি, ভোগহেতু তব
সুন্দর ষোড়শ গ্রাম হল নিয়োজিত।

শ্রীমন্দপ্রশ্ন সমাপ্ত।

(৬)

এই সময় হইতে বোধিসত্ত্বের মান-সম্ভ্রম আরও বৃদ্ধি হইল, উড়ুম্বরা দেবী সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার আনুকূল্য করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্বের বয়স যখন ষোল বৎসর হইল, তখন উড়ুম্বরা ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার ছোট ভাইটী এখন বড় হইয়াছে; মান প্রতিপত্তিও যথেষ্ট লাভ করিয়াছে; উপযুক্তা পাত্রী আনিয়া এখন ইহার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক।' তিনি রাজাকে নিজের অভিপ্রায় জানাইলেন; রাজাও সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বেশ ত। তুমি মহৌষধকে এ কথা বল।" উড়ুম্বরা মহৌষধকে বলিলেন, 'মহৌষধ সম্মতি জানাইলেন; তখন উড়ুম্বরা বলিলেন, "তবে, ভাই, আমরা পাত্রী আনয়ন করি?" মহৌষধ ভাবিলেন, 'ইহারা পাত্রী আনিলে সে আমার মনের মত নাও হইতে পারে। আমি নিজেই পছন্দ করিব।' তিনি বলিলেন, "দেবি, আপনি কয়েকদিন রাজাকে এ সম্বন্ধে কিছু বলিবেন না; আমি নিজে খুঁজিয়া পছন্দমত পাত্রী নির্ব্বাচন করি; শেষে আপনাকে জানাইব।" উড়ুম্বরা বলিলেন, "বেশ, তাই কর।" বোধিসত্ত্ব উড়ুম্বরাকে প্রণাম করিয়া গৃহে ফিরিলেন, সঙ্গীদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন, বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দরজি সাজিলেন,[১] একাকী নগরের উত্তর দ্বার দিয়া বাহির হইলেন এবং উত্তরযবমধ্যক গ্রামে গমন করিলেন।

উত্তর গ্রামে ঐ সময়ে এক প্রাচীন জীর্ণধন শ্রেষ্ঠিপরিবার বাস করিত। এই বংশে অমরা দেবী নাম্নী এক পরমসুন্দরী, সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না ও পুণ্যবতী কন্যা ছিলেন। তিনি ঐ দিন প্রাতঃকালেই যবাগূ পাক করিয়া উহা পিতার কর্ষণস্থানে লইবার নিমিত্ত গৃহ হইতে বাহির হইয়া মহাসত্ত্ব যে পথে যাইতেছিলেন, সেই পথে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'কন্যাটি সুলক্ষণা, যদি ইহার বিবাহ না হইয়া থাকে, তবে এ আমার পাদচারিকা হইবার

---

[১]। তুন্নবায় = দরজি (তুন্ন = সূচী)।

উপযুক্তা।' অমরা দেবীও মহাসত্ত্বকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'এইরূপ পুরুষের গৃহিণী হইতে পারিলে আমি পিতৃকুলের জন্য একটা সুব্যবস্থা করিতে পারি।' মহাসত্ত্ব ভাবিলেন 'এই কুমারী বিবাহিতা, বা অবিবাহিতা, তাহা জানি না। হস্তমুদ্রা দ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। এ যদি বুদ্ধিমতী হয়, তবে আমার প্রশ্ন বুঝিতে পারিবে।' তিনি দূরে থাকিয়াই হস্তমুষ্টি করিলেন। অমরা বুঝিলেন যে, তিনি বিবাহিতা, কি অবিবাহিতা, পথিক ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তিনি নিজের মুষ্টি খুলিয়া দেখাইলেন। তখন মহাসত্ত্ব তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি, ভদ্রে?" অমরা বলিলেন, "স্বামিন, যাহা পূর্ব্বে হয় নাই, পরে হইবে না, এখনও নাই, আমার সেই নাম।" "ভদ্রে, জগতে অমর বলিয়া কিছু নাই; তোমার নাম বোধ হয়, অমরা।" "তাই বটে, স্বামিন।" "তুমি কাহার জন্য যবাগূ লইয়া যাইতেছ?" "পূর্ব্ব-দেবতার জন্য[১]।" "মাতাপিতাকেই পূর্ব্বদেবতা বলা যায়। বোধ হয়, তোমার পিতার জন্য এই যবাগূ যাইতেছ?" "হাঁ, স্বামিন।" "তোমার পিতা কি করেন?" "তিনি এককে দুই করেন।" "একের দ্বিধাকরণকে কর্ষণ বলা যায়। তোমার পিতা কৃষিকর্ম্ম করেন, ভদ্রে?" "হাঁ, মহাশয়।" "তিনি এখন কোথায় চাষ করিতেছেন?" "যেখানে একবার গেলে কেহ আর ফিরে না।" যেখানে একবার গেলে কেহ আর প্রত্যাগমন করে না, তাহা ত শ্মশান। তোমার পিতা, তবে, শ্মশানের নিকটে চাষ করিতেছেন?" "হাঁ, মহাশয়।" "তুমি আজই (ফিরিয়া) আসিবে ত?" "যদি আসে, তবে আসিব না; যদি না আসে, তবে আসিব।" "বোধ হয়, ভদ্রে, তোমার পিতা নদীতীরে চাষ করিতেছেন। নদীতে বান আসিলে তুমি ফিরিবে না; বান না আসিলে ফিরিবে।" "তাহাই বটে" এইরূপ আলাপের পর অমরা মহাসত্ত্বকে যবাগূ পান করিতে অনুরোধ করিলেন। এ অনুরোধ রক্ষা না করা অমঙ্গলসূচক হইবে মনে করিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, "দাও; পান করিব।" অমরা তখন যবাগূর ঘট নামাইলেন। মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'যদি পাত্র না ধুইয়া এবং আমাকে হাত ধুইবার জল না দিয়া যবাগূ দেয়, তবে এখানেই ইহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব।' অমরা পাত্র হইতে জল লইয়া তাঁহাকে হাত ধুইতে দিলেন, শূন্য পাত্রটী তাঁহার হাতে না রাখিয়া মাটির উপর রাখিয়া দিলেন, এবং ঘটটা আলোড়ন করিয়া তাহা হইতে যবাগূ ঢালিয়া পাত্রটী পূর্ণ করিলেন। উহাতে অন্নের ভাগ অতি অল্প ছিল। মহাসত্ত্ব বলিলেন, "ভদ্রে, তোমার যবাগূ ত বড় ঘন।" অমরা বলিলেন, "মহাশয়, আমরা জল পাই নাই।" "বটে, ক্ষেতে বুঝি জলের অভাব হইয়াছিল?" "তাহাই বটে।" অনন্তর পিতার জন্য কিছু

---

[১]। পূর্ব্বদেবতা বলিলে সংস্কৃতভাষার 'অসুর' বুঝায়, পিতৃগণকেও বুঝায়।

যবাগূ রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ তিনি বোধিসত্ত্বকে দিলেন; বোধিসত্ত্ব উহা পান করিয়া মুখপ্রক্ষালনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদ্রে, আমি তোমাদের বাড়ী যাইব। আমাকে পথ বলিয়া দাও।" "বেশ; বলিতেছি, শুনুন।" ইহা বলিয়া অমরা তাঁহাকে এক নিপাতের গাথাটী শুনাইলেন[১] :

৪১. ছাতু আর আমানির দোকান দুটা আছে;
তার পর ফুটেছে ফুল কোবিদার গাছে।
যে হাতে খায় ভাত লোক, সেই দিকে যাও;
যে হাতে খায় না কেহ, সে দিক্ ছেড়ে দাও।
যবমধ্যক গাঁয়ে যেতে গুপ্তপথ এই;
ঘটে আছে বুদ্ধি যার, জান্‌তে পারে সেই।[২]

প্রচ্ছন্নপথ প্রশ্ন সমাপ্ত।

(৭)

অমরা যে পথ নির্দ্দেশ করিলেন, সেই পথে চলিয়া বোধিসত্ত্ব তাঁহার পিতৃগৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অমরার মাতা আসন দিলেন এবং তাঁহার জন্য যবাগূ পরিবেষণ করিবেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মা, আমার কনিষ্ঠা ভগিনী অমরা আমাকে কিছু যবাগূ পান করাইয়াছেন।" অমরার মাতা বুঝিলেন যে, বোধিসত্ত্ব তাঁহার কন্যাকে পাইবার জন্য আসিয়াছেন। এই শ্রেষ্ঠিপরিবার যে দুর্দ্দশাপন্ন, ইহা জানিয়াও মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মা, আমি দরজি; কোন কাপড় সেলাই করাইবেন কি?" ঐ রমণী উত্তর দিলেন, "সেলাই করাইবার জিনিষ ত আছে; কিন্তু সেলাইয়ের মজুরী দিবার পয়সা নাই।" "মজুরীর দরকার নাই, মা। কি সেলাই করিতে হইবে, আনুন।" রমণী তখন বহু জীর্ণবস্ত্র আনয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি এক একখানা বস্ত্র আনেন, আর বোধিসত্ত্ব নিমেষের মধ্যে তাহা সেলাই করেন। যাঁহারা প্রজ্ঞাবান তাঁহাদের সকল কাজই সুসিদ্ধ হয়। বোধিসত্ত্ব সমস্ত কাপড় সেলাই করিয়া বলিলেন, 'মা, আপনি এই রাস্তার লোকদিগকে খবর দিন।' রমণী সমস্ত গ্রামবাসীদিগকে এই আগন্তুক দরজির কথা জানাইলেন। বোধিসত্ত্ব

---

[১]। প্রথম খণ্ডে 'অমরাদেবী-প্রশ্ন' (৯১২) নামে একটা জাতক বটে; কিন্তু তাহাতে কোন গাথা নাই।

[২]। অর্থাৎ আপনি প্রথমে একখানি ছাতুর দোকান, তাহার পর একখানা আমানির দোকান, তাহার পর আরও অগ্রসর হইলে একটী পুষ্পিত কোবিদার বৃক্ষ দেখিতে পাইবেন; সেখান হইতে দক্ষিণ দিকে গেলে (বাম দিকে নয়) যবমধ্যক গ্রামে পৌঁছিবেন।

কাপড় সেলাই করিয়া একদিনেই সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিলেন। অমরার মাতা প্রাতরাশের ভাত পাক করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইলেন এবং সায়ংকালে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, কি পরিমাণ অন্নব্যঞ্জন পাক করিব?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এ বাড়ীতে যে কয়জন লোক খায়, তাহাদের সকলের উপযুক্ত পাক করুন।" ইহাতে ঐ রমণী প্রচুর সুপব্যঞ্জন ও অন্ন পাক করিলেন। এদিকে অমরা দেবী সন্ধ্যাকালে মাথায় কাঠের আঁটি ও কাঁধে পাতার বোঝা লইয়া বন হইতে ফিরিলেন এবং সামনের দরজার কাছে কাঠের আঁটি ফেলিয়া পিছনের দরজা দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পিতা একটু রাত্রি হইলে ফিরিলেন। মহাসত্ত্ব নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত দ্রব্য দ্বারা ভোজন শেষ করিলেন; অমরা মাতাপিতাকে খাওয়াইলেন; শেষে নিজে আহার করিয়া প্রথমে মাতাপিতার, পরে মহাসত্ত্বের পা ধুইয়া দিলেন। মহাসত্ত্ব কয়েকদিন সেখানে অবস্থিতি করিয়া অমরাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। একদিন অমরার প্রকৃতি বুঝিবার জন্য তিনি বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি অর্দ্ধনালি চাউল লইয়া তাহাদ্বারা আমার জন্য যাউ, পিঠা ও ভাত পাক কর।" অমরা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সম্মত হইলেন। তিনি চাউল কুটিয়া গোঁা চাউলগুলি দিয়া যাউ, মাঝারি চাউল দিয়া ভাত এবং ক্ষুদগুলি দিয়া পিঠা প্রস্তুত করিলেন এবং তদনুরূপ ব্যঞ্জন রান্ধিয়া মহাসত্ত্বকে সব্যঞ্জন যবাগূ খাইতে দিলেন। যবাগূ মুখে দিবামাত্র উহার সুস্বাদে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল; কিন্তু অমরাকে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি বলিলেন, "ভদ্রে, পাক করিতে জান না; আমার চাউলগুলা নষ্ট করিলে কেন বল ত?" ইহা বলিয়া তিনি থু থু করিয়া নিষ্ঠীবনের সহিত ভূমিতে যবাগূ ফেলিয়া দিলেন। অমরা কিন্তু ইহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন না; তিনি বলিলেন, "যদি যাউ ভাল না হইয়া থাকে, তবে, প্রভু, আপনি পিঠা খাউন।" তিনি মহাসত্ত্বকে পিঠা খাইতে দিলেন; মহাসত্ত্ব পিঠা মুখে দিয়াও ঐ কাণ্ড করিলেন; ভাত মুখে দিয়া তাহাও ছ্যা ছ্যা করিয়া ফেলিয়া দিলেন, ক্রোধের ভাণ দেখাইয়া "পাক করিতে জান না, তবে কেন আমার দ্রব্য নষ্ট করিলে?" ইহা বলিতে বলিতে তিনি ঐ যাউ, পিঠা ও ভাত এক সঙ্গে চটকাইয়া অমরার শরীরে আপাদমস্তক মাখাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে দরজার কাছে বসিয়া থাকিতে বলিলেন। ইহাতেও অমরার ক্রোধ হইল না; তিনি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বসিয়া রহিলেন। ইহাতে মহাসত্ত্ব বুঝিলেন যে, অমরার মনে অহঙ্কারের লেশ নাই। তিনি বলিলেন, "ভদ্রে, এদিকে এস।" এই আদেশ একবারমাত্র শুনিয়াই অমরা তাঁহার কাছে গেলেন।

মহাসত্ত্ব যখন ঐ গ্রামে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিকটে তাম্বুল-স্থবিকার মধ্যে এক সহস্র কার্ষাপণ ও একখানি শাড়ী ছিল। এখন তিনি শাড়ীখানি বাহির করিয়া অমরার হাতে দিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, তোমার সখীদিগের সঙ্গে স্নান

করিয়া এই শাড়ী পরিয়া এস।” অমরা তাহাই করিলেন। মহাসত্ত্ব ঐ গ্রামে যে ধন অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে যে ধন আনয়ন করিয়াছিলেন, সমস্ত অমরার মাতাপিতাকে দান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া অমরাকে সঙ্গে লইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। এখানেও অমরাকে আবার পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি তাঁহাকে প্রথমে দৌবারিকের ঘরে রাখিলেন এবং দৌবারিকের স্ত্রীকে গোপনে প্রকৃত ব্যাপার বুঝাইয়া নিজের গৃহে প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর তিনি নিজের কয়েকজন লোক ডাকিয়া বলিলেন, “আমি অমুক বাড়ীতে একটী স্ত্রীলোক রাখিয়াছি। তোমরা এই সহস্র মুদ্রা লইয়া তাহার চরিত্র পরীক্ষা কর।” ইহা বলিয়া তিনি সহস্র মুদ্রা দিয়া উহাদিগকে দৌবারিকের গৃহে পাঠাইলেন। তাহারা গিয়া অমরাকে ঐ ধনের লোভ দেখাইল; কিন্তু অমরা ঘৃণার সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন; তিনি বলিলেন, “এই ধন আমার স্বামীর পায়ের ধূলিরও সহিত তুল্যমূল্য নহে।” তাহারা ফিরিয়া গিয়া মহাসত্ত্বকে এই বৃত্তান্ত জানাইল। এইরূপে মহাসত্ত্ব একে একে তিনবার অমরাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন; চতুর্থবারে বলিয়া দিলেন, “যদি সম্মত না হয়, তবে তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিবে।” লোকগুলা তাহাই করিল। মহাসত্ত্ব তখন বহুমূল্য বস্ত্রাভরণে মণ্ডিত হইয়া প্রাসাদে অবস্থিত ছিলেন; অমরা তাঁহাকে নিজের পতি বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। তিনি মহাসত্ত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রথমে হাসিলেন, পরে কান্দিলেন। মহাসত্ত্ব তাঁহাকে পরস্পর বিরোধিকার্য্যদ্বয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অমরা বলিলেন, “মহাশয়, আমি হাস্য করিবার কালে আপনার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম, ‘এই ব্যক্তি বিনা কারণে এত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন নাই; পূর্ব্বজন্মে কুশলকর্ম্ম করিয়াছিলেন বলিয়াই ইনি এরূপ ঐশ্বর্য্যবান হইয়াছেন; অহো! পুণ্যের কি মহাফল!’ মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইয়াছিল বলিয়াই আমি হাসিয়াছিলাম। কান্দিবার কালে আমার মনে হইয়াছিল, ‘হায়, ইনি অন্যের রক্ষিত ও পালিত ধন আত্মসাৎ করিতেছেন বলিয়া নরকগামী হইতেছেন।’ “এইজন্যই আমি করুণাবশে কান্দিয়াছিলাম।” এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা মহাসত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন যে, অমরা বিশুদ্ধস্বভাবা। তিনি নিজের লোকদিগকে বলিলেন, “যাও, ইহাকে রাখিয়া এস।” অমরাকে দৌবারিকের গৃহে পাঠাইয়া তিনি নিজে দরজি সাজিলেন এবং সেখানে গিয়া তাঁহার সহিত সেই রাত্রি বাস করিলেন।

মহাসত্ত্ব পরদিন প্রত্যূষে রাজভবনে গিয়া উড়ুম্বরা দেবীকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। উড়ুম্বরা রাজার অনুমতি লইয়া অমরা দেবীকে সর্ব্বাভরণে মণ্ডিত করাইয়া, মহাযানে আরোহণ করাইয়া মহা আদরযত্নের সহিত মহাসত্ত্বের গৃহে আনয়নপূর্ব্বক বিবাহোৎসব সম্পন্ন করিলেন। রাজা বোধিসত্ত্বকে সহস্রমুদ্রা

মূল্যের উপহার পাঠাইলেন, দৌবারিক প্রভৃতি অন্য নগরবাসীরাও, সকলেই উপহার পাঠাইল। অমরা রাজপ্রেরিত উপহার দুই ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগ রাজার নিকট ফেরত পাঠাইলেন; নগরবাসীরা যে সকল উপহার দিয়াছিল, সেগুলির সম্বন্ধেও তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে নগরের সকল লোকেই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইল। মহাসত্ত্ব অমরার সহিত পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন এবং রাজার ধর্ম্মার্থচর্য্যায় নিরত রহিলেন।

অনন্তর একদিন অপর পণ্ডিতত্রয় সেনকের গৃহে গমন করিলে সেনক তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখিলে, আমরা কিছুতেই এই গৃহপতি পুত্র মহৌষধের সহিত পারিয়া উঠিলাম না। এখন সে আবার নিজের চেয়েও বেশী চালাক এক স্ত্রী লইয়া আসিয়াছে। যাহাতে তাহার প্রতি রাজার মন ভাঙ্গে, এমন কোন উপায় করা যায় কি?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "আচার্য্য, আমরা ইহার কি জানি? আপনি উপায় বলুন।" "বেশ, কোন চিন্তা নাই, আমি একটা উপায় স্থির করিয়াছি। আমি রাজার চূড়ামণি অপহরণ করিয়া আনিব, পুক্কুশ! তুমি, ভাই, তাঁহার সোনার মালা আন; কবীন্দ্র! তোমাকে রাজার কম্বল আনিতে হইবে; আর দেবেন্দ্রের উপর থাকিল সুবর্ণপাদুকা আনিবার ভার।" এই পরামর্শানুসারে তাঁহারা চারিজনেই কোন না কোন কৌশলে ঐ দ্রব্য চারিটী আনয়ন করিলেন। স্থির হইল ঐগুলি গোপনে গৃহপতিপুত্র মহৌষধের আলয়ে পাঠাইতে হইবে। সেনক মণিটী একটা তক্রঘটে নিক্ষেপ করিয়া একজন দাসীর হস্ত দিয়া পাঠাইলেন। তিনি বলিয়া দিলেন, "অন্য কেহ কিনিতে চাহিলেও তাহাকে এই তক্র বেচিস্ না; কিন্তু মহৌষধের বাড়ীতে যদি কেহ চায়, তবে ঘট সুদ্ধ দিয়া আসিবি।" দাসী মহৌষধ পণ্ডিতের গৃহদ্বারে গিয়া "ঘোল নিবে গো" বলিতে বলিতে একবার এদিকে, একবার ওদিকে যাতায়াত করিতে লাগিল। অমরা দেবী দ্বারে দাঁড়াইয়াছিলেন; তিনি দাসীর কাণ্ড দেখিয়া ভাবিলেন, 'এ অন্য কোথাও যাইতেছে না; ইহার নিশ্চয় কোন কারণ আছে।' তিনি ইঙ্গিত করিয়া দাসীদিগকে সরিয়া যাইতে বলিলেন এবং নিজেই সেনকের দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এস, মা; আমি ঘোল কিনিব।' সে উপস্থিত হইলে তিনি নিজের দাসীদিগকে ডাকিলেন; কিন্তু (পূর্ব্বের সঙ্কেতানুসারে) তাহারা কেহই আসিল না। তিনি সেনকের দাসীকে বলিলেন, "যাও ত, মা; দাসীদিগকে ডাকিয়া আন।" ইহা বলিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিয়া তিনি ঘটের ভিতর হাত দিয়া মণি দেখিতে পাইলেন। দাসী ফিরিয়া আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি কাহার দাসী।" সে বলিল, "আমি সেনক পণ্ডিতের দাসী।" অমরা তখন তাহার মায়ের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহার পর বলিলেন, 'আচ্ছা মা, ঘোল দাও।' দাসী বলিল, "আর্য্যে, আপনি লইলে আমি দাম নিব না; দামের

দরকার কি? আমি ঘট সুদ্ধ দিয়া যাইব।" "বেশ, তবে তুমি এখন যাও," বলিয়া অমরা তক্র গ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে বিদায় দিয়া একটী পত্র লিখিয়া রাখিলেন 'অমুক মাসের অমুক দিনে সেনকাচার্য্য অমুকা দাসীর কন্যা অমুকার হাত দিয়া আমাকে রাজার চূড়ামণি উপহারস্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন।' অতঃপর পুক্কুশ মল্লিকাফুলের একটী করণ্ডের মধ্যে সুবর্ণমালা পাঠাইলেন; কবীন্দ্র একটা শাকসবজির ঝুড়ির মধ্যে কম্বল পাঠাইলেন; দেবেন্দ্র এক আঁটি যবের মধ্যে বান্ধিয়া সুবর্ণপাদুকা পাঠাইলেন। অমরা এ সমস্তই গ্রহণ করিলেন এবং পত্রে যে ব্যক্তি যে দ্রব্য আনিল, তাহার নাম ধাম ইত্যাদি লিখিয়া মহাসত্ত্বকে জানাইয়া সমস্ত যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন।

এদিকে ঐ পণ্ডিতচতুষ্টয় একদিন রাজভবনে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি চূড়ামণি পরিধান করেন না কেন?" রাজা বলিলেন, "পরিতেছি; মণিটা আন ত।" ভৃত্যেরা মণি দেখিতে পাইল না; অপহৃত অন্য দ্রব্যগুলিও দেখিতে পাইল না। তখন ঐ চারিজন পণ্ডিত বলিলেন, "মহারাজ, আপনার আভরণগুলি এখন মহৌষধের গৃহে; তিনিই এ সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতেছেন। এই গৃহপতিপুত্র আপনার ভয়ানক শত্রু।" ইহা বলিয়া তাঁহারা রাজার মন ভাঙ্গাইলেন। মহৌষধের হিতৈষীরা গিয়া তাঁহাকে এই বৃত্তান্ত জানাইল। মহৌষধ বলিলেন, "রাজার সঙ্গে দেখা করিয়া দেখাইব, কে চোর, কে সাধু।" তিনি রাজার নিকটে গেলেন; রাজা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন; তিনি ভাবিলেন, 'না জানি, এখানে আসিয়া কি কাণ্ড করিবে।' তিনি মহৌষধকে দেখা দিলেন না।' রাজা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন জানিয়া মহৌষধ নিজের গৃহে ফিরিয়া গেলেন। রাজা আদেশ দিলেন, "মহৌষধকে বন্দী কর।" মহৌষধ তাঁহার হিতৈষীদের মুখে এই কথা শুনিয়া স্থির করিলেন, 'এখন পলায়ন করা কর্ত্তব্য।' তিনি অমরাকে এই উদ্দেশ্য জানাইয়া ছদ্মবেশে নগরের বাহিরে গেলেন এবং দক্ষিণ যবমধ্যক গ্রামে গিয়া এক কুম্ভকারগৃহে কুম্ভকারের কাজ করিতে লাগিলেন। এদিকে নগরে মহা কোলাহল হইতে লাগিল যে, মহৌষধ পলায়ন করিয়াছেন। সেনক প্রভৃতি তাঁহার পলায়নের কথা শুনিয়া পরস্পরের অগোচরে অমরাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "কোন চিন্তা নাই; আমরাও ত অপণ্ডিত নহি।" অমরা তাঁহাদের চারিজনেরই পত্র গ্রহণ করিলেন এবং অমুক সময়ে আসিবেন বলিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা একে একে অমরার গৃহে গেলেন; অমরা তাঁহাদিগের মস্তক ক্ষুরদ্বারা মুণ্ডিত করাইলেন; তাঁহাদিগকে মলকূপের মধ্যে নিক্ষেপ করাইলেন; মহাদুঃখ দেওয়াইলেন এবং মাদুরে মুড়িয়া রাজাকে সংবাদ দিলেন। অতঃপর তিনি এই চারিজনকে ও আভরণ চারিটী লইয়া রাজভবনে গমন করিলেন এবং রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, মহৌষধ পণ্ডিত চোর নহেন; এই

চারিজনের মধ্যে সেনক মণি চোর; পুক্কুশ সুবর্ণমালা চোর; দেবেন্দ্র সুবর্ণপাদুকা চোর;[১] ইহারা অমুক মাসে অমুক দিন অমুকা দাসীর হাত দিয়া আমার নিকট এই সকল উপহার পাঠাইয়াছিল। পত্র পড়িয়া দেখুন; আপনার দ্রব্য আপনি গ্রহণ করুন; চোরদিগকেও লউন।" এইরূপে পণ্ডিত চারিজনের লাঞ্ছনার একশেষ করিয়া তিনি রাজাকে প্রণাম করিয়া নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন। বোধিসত্ত্ব পলায়ন করিয়াছেন জানিয়া তাঁহার প্রতি রাজার সন্দেহ জন্মিয়াছিল। কাজেই তিনি এই পণ্ডিত মন্ত্রী চারিজনকে আর কিছু বলিলেন না, কেবল এই বলিয়া বিদায় দিলেন, "যান, আপনারা স্নান করিয়া গৃহে ফিরুন।"

রাজার ছত্রে এক দেবতা থাকিতেন। বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মদেশনার্থ প্রতিদিন যাহা বলিতেন, এখন তাহা শুনিতে না পাইয়া তিনি ভাবিলেন, 'ইহার কারণ কি?' অনন্তর তিনি সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া স্থির করিলেন, 'যাহাতে পণ্ডিতকে আবার এখানে আনয়ন করা হয়, তাহার উপায় করিতেছি।' তিনি রাত্রিকালে ছত্রপিণ্ডিকবিবরে[২] অবস্থিত হইয়া রাজাকে চতুর্নিপাতের দেবতাপ্রশ্ন-জাতক (৩৫০) বর্ণিত "হস্তদ্বারা পাদদ্বারা করয়ে প্রহার" ইত্যাদি চারিটী প্রশ্ন করিলেন।[৩] রাজা এই সকল প্রশ্নের উত্তর জানিতেন না; "আমি ত জানি না; অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি" বলিয়া তিনি একদিনের অবকাশ প্রার্থনা করিলেন। তিনি পরদিন পণ্ডিতদিগকে সভায় উপস্থিত হইবার জন্য আদেশপত্র পাঠাইলেন। পণ্ডিতেরা বলিলেন, "আমাদের মস্তক ক্ষুরমুণ্ডিত; পথে অবতরণ করিয়া যাইতে লজ্জা হয়।" ইহা শুনিয়া রাজা তাঁহাদের জন্য নাড়িকাকার চারিটী টুপি পাঠাইলেন; বলিয়া দিলেন, তাঁহারা যেন এইগুলি মাথায় দিয়া আসেন। (লোকে বলে যে, এইরূপেই উক্ত টুপির উৎপত্তি হইয়াছিল) পণ্ডিতেরা সভায় গিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন; রাজা সেনককে বলিলেন, "অদ্য (?) কল্য রাত্রিকালে ছত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাকে চারিটী প্রশ্ন করিয়াছেন; আমি সেগুলির উত্তর জানি না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি যে, পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর দিব। আপনি প্রশ্নগুলির উত্তর বলুন।" অনন্তর তিনি প্রথম গাথায় প্রথম প্রশ্ন করিলেন :

৪২. হস্তদ্বারা, পাদদ্বারা করয়ে প্রহার;
মুখেও প্রহার সেই করে বার বার;

---

[১]। এখানে মূলে কবীন্দ্র যে কম্বলচোর, এ কথা নাই।

[২]। ছত্রের দণ্ডাগ্রভাগে যে পিণ্ড বা গোল থাকে, (যাহার মধ্যে শলাকাগুলির এক প্রান্ত প্রবিষ্ট হয়) সম্ভবতঃ তাহাই 'ছত্রপিণ্ডিক'।

[৩]। দেবতাপ্রশ্ন-জাতকে কিন্তু এই সকল প্রশ্ন নাই।

তথাপি সে প্রিয় অতি; দেখিলে তাহাকে,
উপজে আনন্দ ভূপ; বল ত সে কে?

সেনক "কাহাকে প্রহার করে?" "কি প্রহার করে?" ইত্যাদি যাহা মুখে আসিল, অসম্বন্ধ বাক্য বলিতে লাগিলেন; তিনি প্রশ্নটীর আগা, গোড়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; অন্য তিনজনও নিরুত্তর রহিলেন। ইহা দেখিয়া রাজার মনে বড় কষ্ট হইল। রাত্রিকালে দেবতা আবার দেখা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রশ্নের উত্তর জানিয়াছেন কি?" রাজা বলিলেন, আমি চারিজন পণ্ডিতকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছি; তাঁহারাও জানেন না।' "তাহারা কি জানিবে? মহৌষধ পণ্ডিত ব্যতীত অন্য কেহই ইহার উত্তর দিতে সমর্থ নহে। যদি তাঁহাকে আনয়ন করিয়া প্রশ্নের উত্তর না বলাও, তবে এই প্রজ্জ্বলিত লৌহমুদ্গার দ্বারা তোমার মস্তক চূর্ণ করিব।" রাজাকে এইরূপ তর্জ্জন করিয়া দেবতা আবার বলিলেন, "মহারাজ, অগ্নির প্রয়োজন হইলে কেহ খদ্যোতে ফুৎকার দেয় না, দুগ্ধের প্রয়োজন হইলেও কেহ শৃঙ্গ দোহন করে না।" অনন্তর তিনি উদাহরণস্বরূপ পঞ্চনিপাত-বর্ণিত খদ্যোতপ্রশ্নের[১] গাথাগুলি বলিলেন :

৪৩. নিবিলে প্রদীপ, যদি রজনীর অন্ধকারে
যায় কেহ অগ্নি-অন্বেষণে, খদ্যোত দেখিয়া পথে,
তাহাকেই অগ্নি বলি বল, কি হে, ভাবিবে সে মনে?

৪৪. গোময়-পিষ্টক ভাঙ্গি, তৃণসহ সেই চূর্ণে
দিক সেই খদ্যোত ঢাকিয়া, বার বার ফুৎকার
দিক সে, তথাপি অগ্নি উঠিবে না তাহাতে জ্বলিয়া।

৪৫. মূর্খ যে, সেই সে শুধু অনুপায় অবলম্বি
ইষ্টসিদ্ধি করিবারে চায়? গবীর বিষাণদ্বয়
দোহন করিলে কভু তা' হতে কি দুগ্ধ পাওয়া যায়?

৪৬. সেনাপতিগণ যার বাধ্য আছে অনুক্ষণ;
অমাত্যেরা বিশ্বাসভাজন; তাহাদের পরামর্শে
চালিত হইয়া সদা করে নিজ রাজ্যের পালন,—
এরূপ যে, মহীপতি, করিতে না পারে ক্ষতি
অরাতিরা কখন(ও) তাহার; নিরুদ্বেগ মনে সেই
আজীবন করে ভোগ আধিপত্য এই বসুধার।

তুমি যে অগ্নি বিদ্যমান থাকিতেও খদ্যোতে ফুৎকার দিতেছ, এরূপ রাজারা তাহা করে না। সেনকাদিকে গম্ভীর প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করিয়া তুমি বড়

---

[১]। খদ্যোতপ্রাণক-জাতকে (৩৩৪) গাথা নাই।

অবিবেচনার কাজ করিয়াছ। অগ্নি আছে, তবু কেন তুমি খদ্যোতে ফুৎকার দিতেছ, তুল আছে, তবু যেন তাহা ছাড়িয়া হস্তের সাহায্যে তৌল করিতেছ; দুগ্ধ পাইবার আশায় যেন বিষাণ দোহন করিতেছ; সেনকাদিরা কি জানে? তাহারা খদ্যোতসদৃশ; কিন্তু মহৌষধপণ্ডিত মহাগ্নিকল্প; তিনি প্রজ্ঞালোকে জাজ্বল্যমান। তাঁহাকে আনাইয়া প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা কর। আমার প্রশ্নের সদুত্তর না দিতে পারিলে তোমার জীবনান্ত করিব, ইহা যেন মনে থাকে।" রাজাকে এইরূপ ভয় দেখাইয়া সেই দেবতা অন্তর্দ্ধান করিলেন।

খদ্যোতপ্রাণকপ্রশ্ন সমাপ্ত।

(৮)

রাজা মরণভয়ে ভীত হইয়া পরদিন অমাত্যদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "বাপ সকল, তোমরা চারিজনে চারিখানি রথে চড়িয়া নগরের চার দ্বার দিয়া বাহির হও, এবং যেখানে আমার পুত্র মহৌষধ পণ্ডিতকে দেখিতে পাইবে, সেখানেই সমুচিত সম্মান দেখাইয়া তাঁহাকে আমার নিকটে আনয়ন কর।" এই আদেশ দিয়া রাজা চারিজন অমাত্যকে মহৌষধের অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে তিনজন মহৌষধের দেখা পাইলেন না; কিন্তু যিনি দক্ষিণ দ্বার দিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন, তিনি দক্ষিণ যবমধ্যক গ্রামে গিয়া দেখিলেন, মহৌষধ পলালস্তূপের উপর বসিয়া অল্প পরিমাণ সূপে সিক্ত করিয়া মুষ্টি মুষ্টি যবান্ন খাইতেছেন। মৃত্তিকা আহরণপূর্ব্বক কুম্ভকারাচার্য্যের চক্র ঘুরাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমলিপ্ত হইয়াছিল। মহৌষধ যে এমন হীন কর্ম্ম করিতেছিলেন, ইহার কারণ কি? তিনি ভাবিয়াছিলেন, 'রাজার হয় ত আশঙ্কা হইয়াছে যে, আমি তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিব; কিন্তু আমি কুম্ভকারের বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি, এ কথা শুনিলে তাঁহার সে আশঙ্কা থাকিবে না।' কাজেই তিনি ঈদৃশ নীচকর্ম্ম করিতেছিলেন। তিনি অমাত্যকে দেখিয়া বুঝিলেন যে, ঐ ব্যক্তি তাঁহারই জন্য আগমন করিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, 'আমার সৌভাগ্য ফিরিয়া আসিয়াছে; আমি আবার অমরাদেবীকর্ত্তৃক প্রস্তুত নানাবিধ সুস্বাদু খাদ্য ভোজন করিব।' তিনি মুখে দিবার জন্য যে গ্রাস তুলিয়াছিলেন, তাহা ফেলিয়া দিয়া মুখ প্রক্ষালন করিলেন; ঐ সময়ে উক্ত অমাত্যও তাঁহার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে ব্যক্তি সেনকের পক্ষভূক্ত ছিলেন। তিনি রূঢ়ভাবে বলিলেন, "কেমন, পণ্ডিত! সেনকাচার্য্যের কথাই ত ফলিয়াছে। তোমার সৌভাগ্য অস্তমিত হইয়াছে; এত বুদ্ধি দেখাইয়াও ত তুমি কোন সুফল পাইলে না! এখন সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমলিপ্ত করিয়া পলালস্তূপের উপর বসিয়া ঈদৃশ কর্দয্য খাদ্য আহার করিতেছ!

অনন্তর তিনি দশনিপাতবর্ণিত ভূরিপ্রশ্ন-জাতকের (৪৫২)[১] এই গাথা বলিলেন :

৪৮. সত্যই ত সেনকের হইল বচন
ভূরিপ্রাজ্ঞ তুমি! তবু দুর্দ্দশা এমন!
সে ঐশ্বর্য্য, সেই ধৃতি, সে বুদ্ধি তোমার
অভাব ঘুচাতে এবে সাধ্য নাই তার।
করিতেছ তাই, গৃহপতি নন্দন,
অল্প সূপে সিক্ত এই যবান্ন ভোজন।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "অরে অন্ধমূর্খ! আমি নিজের প্রজ্ঞাবলে সেই সৌভাগ্য পূর্ব্ববৎ পাইবার জন্যই এরূপ করিয়াছি।"

৪৯. দুঃখ সহি করি আমি ফলে তার সুখ উৎপাদন,
কালাকাল ভাবি করি ইচ্ছামত আত্মসঙ্গোপন;
উদ্দেশ্য-সাধনদ্বার রাখিতেছি সতর্কে খুলিয়া;
তাই পাই পরিতোষ হেন হীন যবান্ন খাইয়া।

৫০. সময় আসিবে যবে প্রয়োগ করিব সদুপায়,
সাধিব উদ্দেশ্য নিজ, সকলেই দেখিবে আমায়
আবার সৌভাগ্যশালী। পুনঃ আমি দীপ্তসিংহসম,
রাজার সভায় বসি, দেখাইব আপন বিক্রম।

ইহা শুনিয়া অমাত্য পথে আসিলেন। তিনি বলিলেন, "পণ্ডিত, ছত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা রাজাকে একটী প্রশ্ন করিয়াছেন; রাজা চারিজন পণ্ডিতের নিকটেই তাহার উত্তর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই উত্তর দিতে পারেন নাই। সেইজন্য রাজা আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "তবেই ত তুমি প্রজ্ঞার প্রভাব দেখিতে পাইলে। এ সময়ে ঐশ্বর্য্য সুফল দিতে পারে না; প্রজ্ঞাবানেরাই একমাত্র শরণ্য।" মহাসত্ত্ব এইরূপে প্রজ্ঞার ক্ষমতা বর্ণন করিলেন। রাজা বলিয়া দিয়াছিলেন, "মহাসত্ত্বকে যেখানে দেখিতে পাইবে, সেখানেই স্নান করাইয়া ও নববস্ত্র পরাইয়া তাঁহাকে আমার নিকট আনিবে।" অমাত্য সেই আজ্ঞানুসারে রাজা যে সহস্র মুদ্রা ও বস্ত্রযুগল দিয়াছিলেন, সে সমস্ত মহাসত্ত্বের হস্তে স্থাপন করিলেন। এদিকে কুম্ভকার বেচারীর ভয় হইল, সে না জানিয়া মহাসত্ত্বকে মজুর খাঁাইয়াছে; পাছে সেজন্য তাহার দণ্ড হয়। মহাসত্ত্ব তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন, "আচার্য্য, আপনার কোন ভয় নাই; আপনি আমার উপর বহু উপকার করিয়াছেন।" তিনি কুম্ভকারকে সেই সহস্র মুদ্রা দান করিয়া কর্দ্দমাক্ত শরীরেই রথে আরোহণ করিলেন। নগরে প্রবেশ

---

[১]। ভূরিপ্রশ্ন-জাতকে কিন্তু কোন গাথা নাই।

করিয়া অমাত্য রাজাকে সংবাদ দিলেন; রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাপু, তুমি কোথায় গিয়া পণ্ডিতের দেখা পাইলে?” অমাত্য বলিলেন, “তিনি দক্ষিণ যবমধ্যকগ্রামে এক কুম্ভকারের গৃহে কুম্ভকারের বৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছিলেন। আপনি আহ্বান করিয়াছেন শুনিয়া স্নান না করিয়াই মৃল্লিপ্তদেহে এখানে আসিয়াছেন।” ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, “মহৌষধ আমার শত্রু হইলে নিশ্চয় অনুচরাদি লইয়া মহাড়ম্বরে ফিরিত; সে নিশ্চিত আমার শত্রু নহে।” তিনি অমাত্যকে বলিলেন, “আমার পুত্রকে তাহার বাড়ীতে লইয়া যাও, সেখানে তাহাকে স্নান করাইয়া ও আভরণাদি পরাইয়া বল, “আমি যে সকল যানানুচরাদির ব্যবস্থা করিয়াছি, সেই সমস্ত লইয়াই যেন এখানে উপস্থিত হয়।” রাজার আদেশ শুনিয়া মহাসত্ত্ব তাহাই করিলেন; তিনি রাজভবনে গিয়া নিজের আগমনবার্ত্তা জানাইলেন এবং প্রবেশ করিতে অনুমতি পাইয়া রাজাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে অবস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া তাহার মনের ভাব পরীক্ষা করিবার জন্য এই গাথা বলিলেন :

৫১. রয়েছে ঐশ্বর্য্য বহু, ভাবি ইহা চিতে
কেহ কেহ পাপকর্ম্ম না চায় করিতে।
পাছে লোকে নিন্দা করে, এই আশঙ্কায়
কোন কোন লোকে পাপপথে নাহি যায়।
বিপুল ঐশ্বর্য্যলাভে ইচ্ছা যদি তব,
এখনি সমর্থ তুমি অর্জ্জিতে সে সব।
তবু, মহৌষধ, তুমি, বল কি কারণ
না কর আমার কোন অনিষ্টসাধন?

বোধিসত্ত্ব বলিলেন :

৫২. আত্মসুখহেতু, ভূপ, পণ্ডিত যে জন
পাপকর্ম্ম সম্পাদন করে না কখন।
সম্পত্তি হয়েছে নষ্ট দারিদ্র্যপীড়নে
পাইতেছে দুঃখ বহু; তবু সাধুজনে
ছন্দ কিংবা দ্বেষবশে ধর্ম্ম নাহি ত্যজে;
সুচরিত ধর্ম্ম তারা সমভাবে ভজে।

বোধিসত্ত্বকে পরীক্ষা করিবার জন্য রাজা ক্ষত্রিয়মায়ার[১] আশ্রয় লইয়া আবার বলিলেন :

---

[১]। ক্ষত্রিয়েরা আত্মদুষ্কৃতির সমর্থনার্থ যে অসার যুক্তি প্রদর্শন করেন।

৫৩. মৃদু কি দারুণ, যে কোন উপায়ে ঘুচাও নিজের দৈন্য;
ধর্ম্মের কথা ভাবিও পশ্চাতে; নাই পথ ইহা ভিন্ন।

মহাসত্ত্ব বৃক্ষের উপমা প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন :

৫৪. "যে তরুর ছায়া সেবি লভে তৃপ্তি অনুক্ষণ,
তা'র(ই) শাখা করিতে ছেদন পারে কি করিতে কেহ?
যে পারে, সে পাপাত্মারে মিত্রদ্রোহী বলে সাধুজন।[১]

মহারাজ, যে ব্যক্তি পরিভুক্ত তরুর শাখা ভাঙ্গে, তাহাকেই যদি লোকে মিত্রদ্রোহী বলে, তবে, বলুন ত নরহন্তাকে (উপকারকপ্রভুহন্তাকে) আরও কত ঘৃণার্হ আখ্যা দিতে হয়? আপনি আমার পিতাকে প্রচুর ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছেন; আমিও আপনার বহু অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি। আপনার ন্যায় উপকারকের অনিষ্ট করিব এবং লোকে আমাকে মিত্রদ্রোহী বলিবে, ইহা কি সম্ভবপর?" এইরূপে সর্ব্বতোভাবে নিজের অমিত্রদ্রোহিভাব ব্যক্ত করিয়া মহাসত্ত্ব পরবর্ত্তী গাথায় রাজার দোষ দেখাইয়া তাঁহার নিন্দা করিলেন :

৫৫. ধর্ম্ম শিক্ষা দেন যিনি, নিরাকৃত করেন সংশয়,
হিতকারী ভাবি প্রাজ্ঞ শরণ তাঁহার(ই) সদা লয়।
মিত্রতা তাঁহার সঙ্গে, হেন মূর্খ আছে কোন্ জন,
শুনিয়া পরের কথা না বিচারি করয় ছেদন?

অনন্তর তিনি দুইটী গাথায় রাজাকে উপদেশ দিলেন :

৫৬. অলস গৃহস্থ, কামী, প্রজ্ঞাহীন প্রব্রাজক, আর
যে রাজা উভয় পক্ষ না জানিয়া করেন বিচার,
পণ্ডিত, অথচ যিনি স্বভাবতঃ ক্রোধপরায়ণ,—
অসাধু বলিয়া সবে জানে এই পঞ্চবিধ জন।

৫৭. উভয় পক্ষের কথা সাবধানে করিয়া শ্রবণ,
ক্ষত্রিয় ভূপাল যিনি, করিবেন বিবাদ ভঞ্জন।
রাজা যদি সুবিচার করেন সতত স্থির মনে
কীর্ত্তি বৃদ্ধি হয় তাঁর; গুণ গান করে সর্ব্বজনে?[২]

ভুরিপ্রশ্ন সমাপ্ত।

---

[১]। মহাবোধি-জাতক (৫২৮), ৩০শ গাথা, মুকপঙ্গু-জাতক (৫৩৮), ১০ম গাথা এবং বিদুরপণ্ডিত-জাতক (৫৪৫), ২২৭ম গাথা।

[২]। এই গাথা দুইটী রথলট্ঠি-জাতকে (৩৩২) এবং মণিকুণ্ডল-জাতকেও (৩৫১) পাওয়া গিয়াছে।

(৯)

মহাসত্ত্ব এইরূপ বলিলে রাজা তাঁহাকে সমুচ্ছ্রিত শ্বেতচ্ছত্র রাজপল্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন এবং নিজে নিম্ন আসন গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন, "পণ্ডিতবর, শ্বেতচ্ছত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাকে চারিটী প্রশ্ন করিয়াছেন; আমি চারিজন পণ্ডিতকেই তাহাদের উত্তর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; কিন্তু কেহই সেগুলির উত্তর জানেন না। তুমি, বৎস, এখন সেই প্রশ্ন কয়টার সদুত্তর দাও।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, ছত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতাই হউন, আর চতুর্মহারাজাদিই হউন, যিনি যে প্রশ্ন করিবেন, তাহারই সদুত্তর দিব। দেবতা কি কি প্রশ্ন করিয়াছেন, বলুন ত।" দেবতা যে ক্রমে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তদনুসারে রাজা প্রথম গাথা বলিলেন :

৫৮. হস্তদ্বারা, পাদদ্বারা করয় প্রহার,
মুখেও প্রহার সেই করে বার বার
তথাপি সে প্রিয় অতি, দেখিতে তাহাকে
উপজে আনন্দ, ভূপ; বল ত সে কে।[১]

গাথাটী শুনিবামাত্রই মহাসত্ত্ব তাহার অর্থ, গগনতলে সমুদিত চন্দ্রবৎ সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন, "শুনুন, মহারাজ; 'হন্তি' অর্থাৎ পহরতি (প্রহার করে); 'পরিসুম্ভতি' = পহরতি য়েব। 'সবেতি'—সো এবং করন্তো পিয়ো হোতি (এরূপ করিয়াও সে প্রিয় হয়)। 'কন্তেনমভিপস্সসীতি' অর্থাৎ দেবতা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হে রাজন, এইরূপ করিয়াও যে প্রিয় হয়, সে কে?" এই বর্ণনা দ্বারা কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করা হইতেছে? এখন গাথার অর্থ বলিতেছি। যখন শিশু জননীর ক্রোড়ে আনন্দে খেলা করে, তখন সে হাত পা ছুড়িয়া জননীকে প্রহার করে; তাঁহার চুল টানিয়া ছেঁড়ে, মুখে কিল মারে। জননী আদর করিয়া বলেন, "তবে, রে চোরের ছেলে! তুই আমাকে এত মারিস কেন?" তিনি স্নেহবশে এইরূপ বলেন, স্নেহবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া শিশুকে বুকের মধ্যে স্তনান্তরে টানিয়া লন; বার বার তাহাকে চুম্বন করেন। এই সময়ে শিশুর পিতা অপেক্ষাও সে তাঁহার প্রিয়তর হয়।

গগনতলে যেন সূর্য্যকে উত্থাপন করিলেন, এইভাবে মহাসত্ত্ব প্রশ্নের উত্তরটী বিশদ করিয়া দিলেন। তাঁহার সদুত্তর দেবতা ছত্রপিণ্ডিক বিবর হইতে নির্গত হইয়া অর্দ্ধাঙ্গে দেখা দিলেন এবং বলিলেন, "প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়াছি।" তিনি মহাসত্ত্বকে মধুর স্বরে সাধুকার দিলেন এবং রত্ন-করণ্ডকে দিব্য পুষ্পগন্ধ আনয়ন

---

[১]। হন্তি হত্থেহি পাদেহি মুখং চ পরিসুম্ভতি স বে রাজা পিয়ো হোতি কং তেনং অভিপস্সসি।

করিয়া তাঁহার পূজা করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। রাজাও মহাসত্ত্বকে পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া অপর একটী গাথায় দ্বিতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন :

৫৯. গালাগালি দিয়া খুব তাড়াইয়া দেয়,
ফিরিতে বিলম্ব তার তবু নাহি সয়।
কেন না সে প্রিয় অতি; দেখিলে তাহাকে
উপজে আনন্দ। ভূপ, বল ত সে কে?[১]

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, ছেলের যখন বয়স সাত বৎসর হয়, এবং সে মায়ের ফুট ফরমাইজ খাটিতে পারে," তখন মা তাহাকে বলেন, 'মাঠে যা; বাজারে যা'; ছেলে বলে, 'যদি মোণ্ডা দাও, মিঠাই দাও[২], তবে যাব।' মা বলেন, 'এই নে; মিঠাই দিচ্ছি;' ছেলে উহা খাইয়া বলে, 'বা, তুমি বাড়ীতে ঠাণ্ডা ছায়ায় বসিয়া থাকিবে, আর বুঝি বাহিরে ছুটাছুটি করিয়া তোমার ফরমাইজ খাটিব'? সে হাত পা নাড়িয়া ও মুখভঙ্গী করিয়া মায়ের দিকে ছুটিয়া যায়; মাও ক্রোধে লাঠি হাতে লইয়া বলেন, 'তবে, রে পাজি, তুই বসিয়া বসিয়া আমার মিঠাই খাবি, আর মাঠে গিয়া একটু কাজ করিতে পারিবি না!' মাতার তর্জ্জনে ছেলে ছুটিয়া পলায়ন করে; মাতা তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হন; কিন্তু ধরিতে না পারিয়া বলেন, 'দু হ, হতভাগা; চোরেরা যেন তোকে টুক্‌রা টুক্‌রা করে কেটে ফেলে।' তিনি ছেলেকে এইরূপ যত পারেন গালি দেন; কিন্তু মুখে যাহা বলেন, মনে তাহার কণামাত্র ইচ্ছা করেন না; ছেলে কখন ফিরিবে কেবল তাহাই ভাবেন। ছেলে গিয়া সারাদিন পথে পথে খেলা করে; সন্ধ্যাকালে বাড়ীতে ফিরিতে সাহস না পাইয়া কোন জ্ঞাতির বাড়ীতে যায়; মাতা পথের দিকে তাকাইয়া থাকেন; সে ফিরিতেছে না দেখিয়া ভাবেন, 'বাছা আমার বোধ হয় ভয়ে আসিতেছে না;' তাঁহার হৃদয় শোকপূর্ণ হয়; তিনি সাশ্রুনয়নে জ্ঞাতিদের বাড়ীতে খুঁজিতে যান; সেখানে ছেলেকে দেখিয়া তাহাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করে; তাহার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলেন, "বাপ আমার, তুই কি আমার কথা সত্যি মনে করেছিলি?" এই সময়ে তাঁহার মনে পুত্রস্নেহ প্রগাঢ় হয়। ইহাতেই দেখা যায়, "মহারাজ, ক্রোধের সময়ে মাতার নিকট পুত্র পূর্ব্বাপেক্ষাও প্রীতিভাজন হইয়া থাকে।" মহাসত্ত্ব এইরূপে দ্বিতীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিলে দেবতা পূর্ব্ববৎ তাঁহার পূজা করিলেন; রাজাও তাঁহাকে পূজা করিয়া তৃতীয় প্রশ্ন

---

[১]। এই গাথা দুইটী রথট্‌ঠি-জাতকে (৩৩২) এবং মণিকুণ্ডল-জাতকেও (৩৫১) পাওয়া গিয়াছে।

[২]। মূলে 'খাদনিয়ং ভোজনিয়ং' আছে। 'খাদ্য' ও 'ভোজ্য' সম্বন্ধে ২য় খণ্ডের ১৩২ম পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

জিজ্ঞাসা করিতে চাহিলেন। মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, প্রশ্নটী কি, শুনি।" ইহার উত্তরে রাজা এই গাথা বলিলেন :

৬০. মিছামিছি দোষ দেয়, করে জ্বালাতন,
তবু তার প্রিয়, সে কে, বল ত, রাজন্?

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, যখন স্বামী ও স্ত্রী নিভৃত স্থানে দাম্পত্যকেলিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহারা পরস্পরের প্রতি অলীক দোষারোপ করে—বলে যে, তুমি আমাকে ভালবাস না, তোমার মনের টান অন্যদিকে, ইত্যাদি। এইরূপে একে যখন অপরের সম্বন্ধে মিছামিছি অভিযোগ করিতে থাকে, তখন তাহাদের পরস্পরের প্রেম আরও বৃদ্ধি পায়। মহারাজ, উক্ত প্রশ্নের ইহাই উত্তর জানিবেন।" উত্তর শুনিয়া দেবতা মহাসত্ত্বকে পূর্ব্ববৎ পূজা করিলেন। রাজাও তাঁহার পূজা করিয়া আরও একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাহিলেন, এবং মহাসত্ত্ব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে অনুমতি দিলে চতুর্থ গাথা বলিলেন :

৬১. অন্নপান-বস্ত্র-শয্যা আসনাদি
দ্রব্য, নানাবিধ লয়ে চলি যায়;
তবু প্রিয়পাত্র গৃহস্থের সেই।
বল, শুনি, সে কে? শুধাই তোমায়।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, এই প্রশ্নটিতে ধার্ম্মিক শ্রমণব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। শ্রদ্ধাবান গৃহস্থগণ ইহলোকে ও পরলোকে বিশ্বাস করেন; কাজেই তাঁহারা দানব্রতী হন এবং দান করিতে চান। ধার্ম্মিক শ্রমণব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের নিকট ভিক্ষা চান, এবং ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য লইয়া তাহা ভোগ করেন। ইহা দেখিয়া গৃহস্থেরা মনে করেন, 'আমরা ধন্য; ইঁহারা আমাদের নিকট ভিক্ষা চান; আমাদের অন্নাদি ভোগ করেন।' এইরূপে তাঁহারা উক্ত শ্রমণব্রাহ্মণদিগের প্রতি আরও প্রীতিমান হন। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, শ্রমণব্রাহ্মণেরা যাচঞালব্ধ দ্রব্য ভোগ করিবার কালে ঐ সকল দ্রব্যের পূর্ব্বস্বামীদিগের অপ্রীতিভাজন হওয়া দূরে থাকুক, আরও প্রীতির পাত্র হন।" প্রশ্নের এই উত্তর শুনিয়া দেবতা পূর্ব্ববৎ মহাসত্ত্বের পূজা করিলেন, তাঁহাকে সাধুকার দিলেন, এবং "ভো পণ্ডিত, আপনি ইহা গ্রহণ করুন।" বলিয়া তাঁহার পাদমূলে সপ্তরত্নপূর্ণ একটী রত্নকরণ্ডক নিক্ষেপ করিলেন। রাজাও অতিমাত্র প্রসন্ন হইয়া মহাসত্ত্বকে সৈনাপত্য দান করিলেন। এইরূপে তখন হইতে মহাসত্ত্বের গৌরব আরও বৃদ্ধি হইল।

দেবতাপৃষ্ট প্রশ্ন সমাপ্ত।

(১০)

ইহার পর সেনকাদি পণ্ডিতচতুষ্টয় মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, "গৃহপতির পুত্র ত এখন আরও বাড়িয়া উঠিল; উহাকে অপদস্থ করিবার উপায় কি?" অনন্তর সেনক বলিলেন, "বেশ ত; আমি একটা উপায় বাহির করিয়াছি। গৃহপতিপুত্রের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিব, কাহার নিকট রহস্য বলা যাইতে পারে? সে উত্তর দেয় যে, কাহারও কাছে রহস্য প্রকাশ করা উচিত নহে, তবে আমরা গিয়া রাজার মন ভাঙ্গাইব—বলিব যে মহারাজ, এই গৃহপতিপুত্র আপনার অহিতকামী।" ইহা স্থির করিয়া ঐ চারিজন মহৌষধের গৃহে গেলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আমরা একটী প্রশ্ন করিতে আসিয়াছি।" মহৌষধ বলিলেন, "কি প্রশ্ন, বলুন।" তখন সেনক জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন ত, পণ্ডিত, লোকের কোন বিষয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য।" মহৌষধ উত্তর দিলেন, "সত্যে।" "সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কি করা উচিত?" "ধন উপার্জ্জন করিতে হইবে।" "ধনলাভের পর কি করিতে হইবে?" "সুমন্ত্রণা শিক্ষা করিতে হইবে[১]।" "তাহার পর" "নিজের গুপ্তকথা পরকে বলিবে না।" ইহা শুনিয়া ঐ চারি ব্যক্তি মহৌষধকে ধন্যবাদ দিয়া হৃষ্টমনে ফিরিয়া গেলেন; তাঁহারা ভাবিলেন, 'এখন আমরা এই গৃহপতিপুত্রকে বেশ অপদস্থ করিতে পারিব।' তাঁহারা রাজার নিকটে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, গৃহপতির পুত্রটা আপনার পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" রাজা বলিলেন, "আমি আপনাদের কথা বিশ্বাস করি না। সে কখনও আমার অনিষ্টকামী হইবে না।" কিন্তু এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়াও তাঁহারা বলিলেন, "মহারাজ, বিশ্বাস করুন যে, আমরা সত্যই বলিতেছি। যদি বিশ্বাস না হয়, তবে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, কাহার নিকট রহস্য প্রকাশ করা যাইতে পারে?" সে আপনার শত্রু না হইলে উত্তর দিবে, 'অমুকের নিকট রহস্য বলা যাইতে পারে;' যদি শত্রু হয়, তবে বলিবে, 'গুপ্তকথা অগ্রে কাহারও নিকট ব্যক্ত করা উচিত নয়; মনোরথ পূর্ণ হইলেই উহা প্রকাশ করা যাইতে পারে।' "তাহার উত্তর শুনিলেই আপনি আমাদের কথা বিশ্বাস করিবেন; আপনার সংশয় নিরাকৃত হইবে।" "বেশ, তাহাই করা যাউক" বলিয়া রাজা তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং একদিন সকলে সভায় সমবেত হইলে বিংশতিনিপাতবর্ণিত পণ্ডিত-প্রশ্নের[২] প্রথম গাথা বলিলেন :

---

[১]। 'মন্তো গহেতব্বো'। পাঠান্তর 'মিত্তো'; অর্থাৎ মিত্রলাভ করিতে হইবে। ইহাই বোধ হয় সুসঙ্গত।

[২]। চতুর্থ খণ্ড; পঞ্চপণ্ডিত-জাতক (৫০৮) ইহাতে কিন্তু কোন গাথা নাই।

৬২. সমবেত সভায় পণ্ডিত পঞ্চজন;
প্রশ্ন এক মোর সবে করুন শ্রবণ—
ভাল হোক, মন্দ হোক, রহস্য নিজের
কে শুনিলে আশঙ্কা না থাকে বিপদের?

রাজা ইহা বলিলে সেনক তাঁহাকে আত্মপক্ষ আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন :

৬৩. তুমি হে, ভূপাল, ভর্ত্তা আমা সবাকার;
বহিতেছ আমাদের পালনের ভার।
দয়া করি বুঝাইয়া দাও নরবর,
কি বা তব অভিপ্রায়, কি রুচি তোমার।
বুঝিয়া পণ্ডিত পঞ্চ দিবেন সকলে
প্রশ্নের উত্তর নিজ নিজ বুদ্ধিবলে।

রাজা কামপরায়ণ ছিলেন; তিনি বলিলেন :

৬৪. শীলবতী, পতিগতপ্রাণা যে রমণী,
প্রিয়ঙ্করী সদা পতিচ্ছন্দানুবর্ত্তিনী,
ভাল হোক্, মন্দ হোক্, রহস্য পতির
সে শুনিলে আশঙ্কা না থাকে বিপত্তির।

ইহা শুনিয়া সেনক ভাবিলেন, 'রাজা এখন আমার পক্ষপাতী হইয়াছেন।' তিনি সন্তুষ্ট হইয়া, নিজে যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন তাহা বুঝাইবার জন্য বলিলেন :

৬৫. রোগে ও ব্যসনে যার করেছি রক্ষণ,
আমা বিনা নাই, অন্য যাহার শরণ,
ভাল হোক, মন্দ হোক, রহস্য আমার
সে সখা শুনিলে নাই হেতু আশঙ্কার।

অতঃপর রাজা পুক্কুশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সম্বন্ধে আপনার কি মত, পণ্ডিত মহাশয়? কাহার নিকট রহস্য প্রকাশ করা যাইবে?" পুক্কুশ বলিলেন :

৬৬. সোদর কনিষ্ঠ, জেষ্ঠ, অথবা মধ্যম,
হয় যদি ধীরচেতা, শীলপরায়ণ,
ভাল হোক, মন্দ হোক, রহস্য ভ্রাতার
সে শুনিলে থাকে না ক হেতু আশঙ্কার।

অনন্তর রাজা কবীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এই উত্তর দিলেন :

৬৭. মনোমত আজ্ঞাবহ, মহাপ্রজ্ঞাবান
কুলক্রমাগত পথে করে যে প্রয়াণ[১],
হেন পুত্রে ভাল, মন্দ রহস্য নিজের
বলিলে থাকেনা কোন শঙ্কা বিপদের।

ইহা শুনিয়া রাজা দেবেন্দ্রকে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন; দেবেন্দ্র বলিলেন :

৬৮. জননী, ভূপালশ্রেষ্ঠ, পালেন সন্তানে
কত যত্নে, কত স্নেহে! তাঁর সন্নিধানে,
ভাল হোক্, মন্দ হোক্, রহস্য নিজের
প্রকাশিলে আশঙ্কা না থাকে বিপদের।

উক্ত চারিজনকে একে একে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া পরিশেষে রাজা মহৌষধকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "পণ্ডিতবর, তোমার মত কি?" মহৌষধ বলিলেন :

৬৯. গুহ্য যাহা, গুহ্য তাহা রাখাই উচিত;
গুহ্যের প্রকার কভু না হয় বিহিত।
যাবৎ না হয় নিজ অভীষ্ট নিষ্পন্ন,
সযতনে গুহ্য সুধী রাখে প্রতিচ্ছন্ন।
হবে যবে ইষ্টলাভ, ইচ্ছা যদি হয়,
প্রকাশ করিতে গুহ্য নাহি কোন ভয়।

মহৌষধ পণ্ডিতের এই উত্তর শুনিয়া রাজা অসন্তুষ্ট হইলেন, সেনক রাজার মুখ এবং রাজা সেনকের মুখ চাওয়া চাহি করিতে লাগিলেন। মহৌষধ তাঁহাদের এই কাণ্ড দেখিয়া বুঝিলেন, 'এই চারি ব্যক্তি পূর্ব্বেই আমার প্রতি রাজার মন বিরূপ করিয়াছে; এখন যে প্রশ্ন হইল, তাহা কেবল আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য।'

রাজা ও অমাত্যগণ এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে সূর্য্য অস্তমিত হইল; লোকে গৃহে দীপ জ্বালিল। মহৌষধ ভাবিলেন, 'রাজকার্য্য বড় দায়িত্বপূর্ণ[২]; না জানি এখন কি হইবে। শীঘ্রই এখান হইতে প্রস্থান করা কর্ত্তব্য।' ইহা স্থির করিয়া তিনি আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং রাজাকে

---

[১]। মূলে 'অনুজাত' পুত্রের সম্বন্ধে এই কথা বলা হইয়াছে। অনুজাত= যে পিতার সদৃশ ও কুলধর্ম্ম রক্ষক। 'অভিজাত' (অতিজাত) পুত্র কুলের গৌরব আরও বৃদ্ধি করে; কিন্তু 'অবজাত' পুত্র কুলধন ক্ষয় করিয়া কুলকে অধঃপাতে দেয়।

[২]। 'রাজকম্মানি নাম ভারিয়ানি'। রাজাদের কার্য্য বড় দুর্জ্ঞেয়, এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে।

প্রণাম করিয়া যাইতে যাইতে চিন্তা করিলেন, 'ইহাদের একজন বলিল মিত্রের নিকট, একজন বলিল ভ্রাতার নিকট, একজন বলিল পুত্রের নিকট এবং একজন বলিল মাতার নিকট রহস্য প্রকাশ করা যাইতে পারে। বোধ হয়, ইহারা হয় নিজেরা এইরূপে রহস্য প্রকাশ করিয়াছে, নয় অন্য কাহাকেও প্রকাশ করিতে দেখিয়াছে, এবং যাহা দেখিয়াছে তাহাই এখন বলিতেছে।' এইরূপ ভাবিয়া তিনি স্থির করিলেন, 'যাহাই হউক, আমাকে আজই বিশেষ করিয়া জানিতে হইতেছে।'

সেনকাদি চারিজন অন্যান্য দিন রাজভবন হইতে বাহির হইয়া প্রাসাদদ্বার সন্নিহিত একটা ভক্তোর্মাণের[১] উপর কিয়ৎক্ষণ বসিতেন এবং আপনাদের কৃত্যাকৃত্য-সম্বন্ধে মন্ত্রণা করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিতেন। মহৌষধ ভাবিলেন, 'আমি যদি ডোঙ্গাঁর তলদেশে গিয়া শুইয়া থাকি, তবে ইহাদের রহস্য জানিতে পারিব।' তিনি ডোঙ্গাটা তোলাইয়া উহার নিম্নদেশে বিছানা পাতাইলেন এবং উহা আবার যথাস্থানে রাখাইয়া নিজে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবার কালে তিনি অনুচরদিগকে বলিলেন, "পণ্ডিত চারিজন মন্ত্রণা করিয়া যখন চলিয়া যাইবেন, তখন তোমরা আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবে। তাহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া চলিয়া গেল।

এদিকে সেনক রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ, আপনি ত আমাদিগকে বিশ্বাস করেন না; এখন কিরূপ হইল?' রাজা ঔচিত্যানৌচিত্য বিবেচনা না করিয়াই ভেদকদিগের কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং ভীতত্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "বলুন ত, সেনক, এখন কি করা যায়?" সেনক বলিলেন, মহারাজ, কালক্ষেপ না করিয়া, কাহাকেও কিছু না জানাইয়া, গৃহপতিপুত্রের প্রাণবধ করা আবশ্যক। "সেনক, তুমি ছাড়া আর কেহই আমার হিতচেষ্টা করে না। তুমি নিজের বন্ধুদিগকে লইয়া দ্বারান্তরালে অবস্থান করিবে এবং গৃহপতিপুত্র প্রাতঃকালে যখন আমার দর্শনলাভার্থ আসিবে, তখন খড়গদ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিবে।" ইহা বলিয়া রাজা সেনকের হস্তে নিজের উৎকৃষ্ট তরবারিখানি দিলেন। সেনক প্রভৃতি চারিজনেই বলিলেন, "যে আজ্ঞা, মহারাজ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; আমরা তাহাকে বধ করিব।" ইহা বলিয়া তাঁহারা সভাগৃহ হইতে বাহির হইলেন এবং "আমরা এতদিনে শত্রুর পৃষ্ঠ দেখিলাম (অর্থাৎ শত্রুকে নাশ করিলাম), ইহা ভাবিতে ভাবিতে সেই ডোঙ্গার

---

[১]। ভক্ত+উর্মাণ = ভাত রাখিবার বৃহৎ পাত্র বা ডোঙ্গা। বোধ হয়, ইহাতে ভাত রাখিয়া ভিখারীদিগকে বিতরণ করা হইত। বিকাল বেলা ডোঙ্গাটা উল্টা করিয়া রাখা হইত, কাজেই সেনক প্রভৃতি উহার পিঠে বসিতে পারিতেন।

পিঠে গিয়া বসিলেন।”

অনন্তর সেনক বলিলেন, “ওহে, আমাদের মধ্যে কে গৃহপতিপুত্রকে আঘাত করিবে?” অপর তিনজন তাঁহারই স্কন্ধে এই ভার অর্পণ করিলেন; তাঁহারা বলিলেন, “আচার্য্য, আপনিই আঘাত করিবেন।” তাহার পর সেনক জিজ্ঞাসিলেন, “ভাল, তোমরা বলিলে, অমুকের অমুকের কাছে রহস্য প্রকাশ করা যাইতে পারে; ইহা কি তোমরা নিজেরা করিয়া বুঝিয়াছ, বা অন্য কাহাকেও করিতে দেখিয়াছ, কিংবা কাহারও কাছে শুনিয়াছ?” “ও কথা এখন থাকুক, আচার্য্য। আপনি ত মত দিলেন যে, বন্ধুর নিকট রহস্য প্রকাশ করা যাইতে পারে। ইহার ফল কি আপনি স্বকৃতকর্ম্মে পরীক্ষা করিয়াছেন?” “তাহা জানিয়া তোমাদের লাভ কি?” “বলুন না, আচার্য্য।” “আমার রহস্য রাজা জানিতে পারিলে আমার প্রাণ থাকিবে না।” “কোন ভয় নাই, আচার্য্য; আপনার রহস্য ভেদ করিবে, এখানে এমন কেহই নাই; আপনি বলুন।” সেনক নখদ্বারা ডোঙ্গাটায় আঘাত করিয়া বলিলেন, “কে জানে যে, গৃহপতিপুত্রটী এই ডোঙ্গার নীচে নাই?” “আচার্য্য, গৃহপতিপুত্র এখন ঐশ্বর্য্যবান হইয়াছে; সে কখনও ডোঙ্গার নীচে প্রবেশ করিবেন না। সে এখন ধনে মানে মত্ত। আপনি বলুন না।” পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া সেনক নিজের রহস্য প্রকাশ করিলেন : “এই নগরে অমুকী বেশ্যা ছিল, জান ত?” “জানি, আচার্য্য।” “এখন তাহাকে দেখিতে পাও কি?” “না আচার্য্য, তাহাকে এখন দেখিতে পাই না।” “আমি শালবনে তাহার সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া, শেষে অলঙ্কারের লোভে তাহাকে বধ করিয়াছি, এবং তাহারই বস্ত্রে অলঙ্কারগুলি বান্ধিয়া পুটুলিটা আমার বাড়ীর অমুক তালায় অমুক ঘরে নাগদন্তে ঝুলাইয়া রাখিয়াছি। কিন্তু যতদিন লোকে সেই বেশ্যাটার কথা ভুলিয়া না যাইতেছে, ততদিন ঐ সকল অলঙ্কার ব্যবহার করিতে পারিতেছি না। এরূপ ভয়ানক, রাজদণ্ডার্হ অপরাধ করিয়াও আমি তাহা একজন বন্ধুর নিকট প্রকাশ করিয়াছি। সেই বন্ধু এপর্য্যন্ত কাহাকেও এ কথা বলেন নাই। এই জন্যই আমি বলিয়াছি যে, বন্ধুর নিকট রহস্য প্রকাশ করা যাইতে পারে।” মহাসত্ত্ব সেনকের এই রহস্যটী আমূল সমস্ত প্রণিধানসহকারে শুনিয়া রাখিলেন। পুক্কুশ আপন রহস্য বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন, “আমার ঊরুদেশে কুষ্ঠ আছে; আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রাতঃকালেই কাহাকেও না জানাইয়া ঐ ক্ষত ধৌত করে, উহাতে ঔষধ লাগায় এবং ক্ষতস্থান নেকড়া দিয়া বান্ধে। রাজা যখন আমার প্রতি মৃদুচিত্ত হন, তখন অনেক সময়ে ‘এস পুক্কুশ’ বলিয়া আমাকে আহ্বান করেন এবং আমার ঊরুর উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়েন। যদি তিনি আমার কুষ্ঠের কথা জানিতে পারেন, তবে কি আমার প্রাণ রাখিবেন? কিন্তু এই ব্যাপার আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা

ভিন্ন আর কেহই জানে না। এই জন্যই আমি বলিয়াছি যে, ভ্রাতার নিকট রহস্য প্রকাশ করা যায়।' কবীন্দ্র তাঁহার রহস্য এইরূপে বর্ণন করিলেন—"আমি কৃষ্ণপক্ষের পোষধ দিনে নরদেব-নামক এক যক্ষকর্ত্তৃক অভিভূত হই। তখন আমি ক্ষিপ্ত কুক্কুরের ন্যায় বিলাব করিয়া থাকি। আমার পুত্রকে আমি এই ব্যাপার বলিয়াছি। আমি যক্ষকর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়াছি জানিলেই, সে আমাকে অন্তঃপ্রকোষ্ঠে বান্ধিয়া শোওয়াইয়া রাখে, দরজা বন্ধ করিয়া দেয় এবং যাহাতে কেহ আমার চীৎকার শুনিতে না পায়, এই উদ্দেশ্যে বাহিরে গিয়া লোকজন ডাকিয়া বৈঠক করিয়া গান বাজনা করে। এইজন্যই আমি বলিয়াছি যে, পুত্রের নিকট রহস্য বলিতে পারা যায়।" অতঃপর ইঁহারা তিনজনেই দেবেন্দ্রকে তাঁহার রহস্য জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবেন্দ্র বলিলেন, "আমি মণি পরিষ্কারকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, শক্র কুশরাজকে যে শ্রীসম্পাদক মহামণি দিয়াছিলেন,[১] সেই রাজকীয় মণি অপহরণ করিয়া আমার মাতার হস্তে দিয়াছি; তিনি কাহাকেও একথা বলেন নাই। আমি যখন রাজভবনে যাই, তখন তিনি উহা আমাকে দিয়া থাকেন; আমি সেই মণির প্রভাবে শ্রীসম্পন্ন হইয়া রাজভবনে প্রবেশ করি। সেই জন্যই রাজা তোমাদের সঙ্গে কোন আলাপ করিবার পূর্ব্বে আমার সঙ্গে কথা বলেন; আমার ভরণ-পোষণের জন্য প্রতিদিন আট, ষোল, বত্রিশ, চৌষট্টি কাহণ পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন। কিন্তু রাজা যদি জানিতেন যে আমি তাঁহার মহামণি লুকাইয়া রাখিয়াছি, তবে কি আমার প্রাণ থাকিত? এই জন্যই আমি বলিয়াছি যে, মাতার নিকট রহস্য প্রকাশ করা যাইতে পারে।"

উক্ত চারিজনেরই রহস্য মহাসত্ত্বের নিকট প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইল : তাঁহারা যেন স্ব স্ব উদর বিদীর্ণ করিয়া অন্ত্রগুলি বাহির করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে পরস্পরের নিকট গুহ্য প্রকাশ করিয়া তাঁহারা বলিলেন, "দেখিবেন, যেন ভুল না হয়; কাল ভোরে আসিয়া গৃহপতিপুত্রের প্রাণবধ করিতে হইবে।" অনন্তর তাঁহারা আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

তাঁহারা চলিয়া গেলে মহাসত্ত্বের অনুচরেরা আসিয়া ডোঙ্গাটা তুলিয়া তাঁহাকে লইয়া গেল। তিনি স্নান করিলেন, বেশ-বিন্যাস করিলেন, উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজন করিলেন; এবং তাঁহার ভগিনী উডুম্বরা দেবী সেই রাত্রিতেই তাঁহার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিবেন, ইহা অনুমান করিয়া দ্বারদেশে একজন বিশ্বস্ত লোক রাখিয়া তাহাকে বলিলেন, "কেহ রাজবাড়ী হইতে আসিলে শীঘ্রই তাহাকে আমার নিকটে লইয়া যাইবে।" অতঃপর তিনি শয্যাপৃষ্ঠে শয়ন করিলেন।

ঐ সময়ে রাজাও শয়ন করিয়া মহৌষধের গুণাবলী স্মরণপূর্ব্বক

---

[১]। কুশ-জাতক, ৫ম খণ্ড, ১৯১ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

ভাবিতেছিলেন, 'মহৌষধের বয়স্ যখন সাত বৎসর মাত্র, তখন হইতে সে আমার সেবা করিতেছে। সে কখনও আমার কোন অনিষ্ট করে নাই; দেবতা যখন আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তখন মহৌষধ না থাকিলে আমার জীবনই রক্ষা হইত না। প্রতিহিংসাপরায়ণ শত্রুদিগের কথা শুনিয়া আমি এই অদ্বিতীয় পণ্ডিতের 'প্রাণবধ কর' বলিয়া তাহাদিগের হস্তে খড়্গ দিয়াছি! আহো! আমি কি অন্যায় কাজই করিয়াছি! কাল হইতে আমি ত এই পণ্ডিতবরকে দেখিতে পাইব না!' এইরূপ চিন্তায় রাজার মনে মহাশোক জন্মিল; শরীর হইতে ঘর্ম্ম ছুটিল; শোকবেগে তাঁহার চিত্তের শান্তি অপগত হইল। উডুম্বরা দেবী তাঁহার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন; তিনি রাজার অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন, 'আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি, না অন্য কোন কারণে রাজার শোক জন্মিয়াছে? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন :

৭০. দুর্মনায়মান, ভূপ, আজ কি কারণ?
কেন না বলিছ আজ মধুর বচন?
বিমনা হয়েছ আজ কোন্ দুশ্চিন্তায়?
করেছে কি অপরাধ দাসী তব পায়?

রাজা বলিলেন :

৭১. "প্রাজ্ঞ মহৌষধ বধ্য, কেন না সে শত্রু তব,'
একথা বলিল মোরে সেনকাদি মন্ত্রী সব।
বধিতে সে মহাপ্রাজ্ঞে দিনু আজ্ঞা না বিচারি;
ভাবি তাহা এবে মনে হইয়াছে দুঃখ ভারী।

ইহা শুনিয়া উডুম্বরা মহাসত্ত্বের জন্য পর্ব্বতপ্রমাণ শোকভারে নিষ্পেষিত হইতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'কোন উপায়ে রাজাকে এখন সান্ত্বনা দিয়া, ইনি যখন নিদ্রিত হইবেন, তখন আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সংবাদ দিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন, "আপনিই ত ইহা করিয়াছেন। আপনিই সেই গৃহপতিপুত্রকে মহৈশ্বর্য্য দান করিয়া বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। আপনিই তাহাকে সৈনাপত্য দান করিয়াছেন। এখন লোকে বলিতেছে, সে আপনার শত্রু হইয়াছে। শত্রুকে ত কখনও ছোট মনে করিয়া তুচ্ছ করা যায় না। কাজেই মহৌষধের প্রাণবধ করাই আবশ্যক। আপনি সে জন্য চিন্তা করিতেছেন কেন?" সান্ত্বনা পাইয়া রাজার শোকবেগ হ্রাস হইল; তিনি নিদ্রিত হইলেন; উডুম্বরা শয্যা ত্যাগ করিয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং এই পত্র লিখিলেন : "মহৌষধ, পণ্ডিত চারিজন তোমার সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিয়া রাজাকে বিরূপ করিয়াছে; তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং কাল প্রাসাদের দ্বারদেশে তোমার বধের আজ্ঞা দিয়াছেন। কাল রাজভবনে না আসিলেই তোমার পক্ষে ভাল হয়; যদি আসিবে,

তবে নগরবাসীদিগকে হস্তগত করিয়া বাধা দিতে সমর্থ হইয়া আসিও।” তিনি এই পত্রখানি একটা মোদকের ভিতর পুরিলেন, মোদকটী একগাছা সূতা দিয়া জড়াইলেন, উহা একটা নূতন পাত্রে রাখিলেন, উহার উপর সুগন্ধ চূর্ণ ছড়াইয়া দিলেন, পাত্রের মুখটা নিজের নামাঙ্কিত মুদ্রা দিয়া বন্ধ করিলেন এবং উহা একজন পরিচারিকার হাতে দিয়া বলিলেন, “তুমি এই মোদক আমার কনিষ্ঠকে দিয়া এস।” পরিচারিকা তাহাই করিল। পরিচারিকা রাত্রিকালে কিরূপে রাজভবনের বাহিরে গেল, তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে; কারণ রাজা প্রথমেই উড়ুম্বরাকে এই বর দিয়াছিলেন, (যে তাঁহার পরিচারিকারা যখন ইচ্ছা বাহিরে যাইতে পারিবে); কাজেই কেহ তাহাকে বারণ করিল না। বোধিসত্ত্ব রাজ্ঞীদত্ত উপহার গ্রহণ করিয়া পরিচারিকাকে বিদায় দিলেন; সে ফিরিয়া উড়ুম্বরাকে সেই কথা জানাইল। তখন উড়ুম্বরা গিয়া রাজার সঙ্গে আবার এক শয্যায় শয়ন করিলেন। বোধিসত্ত্বও মোদকটী ভাঙ্গিয়া পত্রখানি পাঠ করিলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝিয়া কর্ত্তব্য অবধারণপূর্ব্বক শয়ন করিলেন।

পরদিন পণ্ডিত চারিজন প্রত্যূষেই খড়গ হস্তে লইয়া দ্বারান্তরালে মহৌষধের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা মহৌষধের দেখা না পাইয়া বিষণ্নমনে রাজার নিকট গেলেন; রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনারা গৃহপতিপুত্রকে বধ করিয়াছেন ত?” তাঁহারা বলিলেন, “না, মহারাজ, আমরা তাহার দেখা পাইতেছি না।” এদিকে মহাসত্ত্ব অরুণোদয়কালেই জানিতে পারিলেন যে, নগর তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। তিনি স্থানে স্থানে রক্ষী স্থাপিত করিয়া, বহু অনুচরপরিবৃত হইয়া মহাড়ম্বরে রথারোহণ পূর্ব্বক রাজদ্বারে গমন করিলেন; রাজা প্রাসাদবাতায়ন উদ্ঘাটনপূর্ব্বক অবলোকন করিতেছিলেন; মহাসত্ত্ব অবতরণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রাজা ভাবিলেন, ‘এ আমার শত্রু হইলে কখনও প্রণাম করিত না। তিনি মহাসত্ত্বকে ডাকাইয়া নিজে আসন গ্রহণ করিলেন, এবং যেন কিছুই জানেন না, এই ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘বৎস, তুমি কাল গিয়াছ; আজ এত বিলম্বে আসিলে। আমাকে তুমি এমন ভাবে পরিত্যাগ কর কেন?

৭২. প্রদোষ-সময়ে কল্য করিলে গমন,
ফিরিতে বিলম্ব এত হল কি কারণ?
কি শুনি, কি শঙ্কা তব হয়েছে অন্তরে?
বলেছে কি কেহ কিছু হে প্রাজ্ঞ তোমারে?
বল সত্য, কিছু মাত্র না করি গোপন
এখন(ই) উত্তর তব করিব শ্রবণ।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, “আপনি পণ্ডিত চারিজনের কথা শুনিয়া আমার বধের

আজ্ঞা দিয়াছেন। সেই জন্যই আমি আসি নাই।” তিনি রাজাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন :

৭৩. গত রজনীতে, ভূপ, ভার্য্যাকে গোপনে
বলিয়া থাকেন যদি, “বধ্য মহৌষধ,”
দেখুন ত ভাবি মনে, গুহ্য আপনার
হ’ল নাকি উদ্ঘাটিত? বলিলেন যাহা,
তখন(ই) তা’ হল মম শ্রবণগোচর।

ইহা শুনিয়া রাজা বুঝিলেন, উড়ুম্বরা সেই সময়েই মহৌষধকে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজ্ঞীর মুখের দিকে তাকাইলেন। তাহা দেখিয়া মহৌষধ বলিলেন, “মহারাজ, আপনি রাজ্ঞীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেছেন কেন। আমি অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান সমস্তই জানি; মানিলাম, মহারাজ, যে আপনার রহস্য আপনার ভার্য্যাই প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আচার্য্য সেনকপুক্কুশাদির রহস্য আমাকে কে বলিয়াছে, ভাবিয়া দেখুন ত? আমি ইহাদেরও রহস্য জানি।” অনন্তর তিনি সেনকের রহস্য বলিলেন :

৭৪. শালবনে সেনক যে করেছিল, ভূপ,
মহাপাপকর্ম্ম এক, আর্য্য-বিগর্হিত,
গোপনে বন্ধুকে তাহা বলিল দুর্ম্মতি।
আত্মগুহ্য কথা সেই করিল প্রকাশ
তখন(ই) তা’ হল মম শ্রবণগোচর।

রাজা সেনকের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কথা সত্য কি!” সেনক বলিলেন, “হাঁ মহারাজ।” রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বন্ধনাগারে লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। অতঃপর মহৌষধ পুক্কুশের রহস্য বলিলেন :

৭৫. আছে পুক্কুশের, ভূপ, ঊরুদেশে রোগ,
স্পর্শের অযোগ্য যাহা নৃপতিগণের।
বলিলেন সঙ্গোপনে এ রহস্য তিনি
ভ্রাতাকে নিজের। তাহা জানিলাম আমি।

রাজা পুক্কুশের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহা সত্য কি?” পুক্কুশ বলিলেন, “হাঁ মহারাজ।” তখন রাজা তাঁহাকে বন্ধনাগারে প্রেরণ করিলেন। তাহার পর মহৌষধ কবীন্দ্রের রহস্য প্রকাশ করিলেন :

৭৬. নরদেব-যক্ষাবেশে জন্মে কবীন্দ্রের
বড়ই ঘৃণিত পীড়া কখন কখন।
বলিলেন সঙ্গোপনে এ রহস্য তিনি
পুত্রকে নিজের। তাহা জানিলাম আমি।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “সত্য কি, কবীন্দ্র?” কবীন্দ্র বলিলেন, “সত্য।” রাজা তাঁহাকেও বন্ধনাগারে প্রেরণ করিলেন। পরিশেষে মহৌষধ দেবেন্দ্রের রহস্য উদ্ঘাটন করিলেন :

৭৭. আটপলে মহামণি আপনার, নৃপ,
তব পিতামহে যাহা করিলেন দান
পুরাকালে দেবরাজ, দেবেন্দ্রের এবে
হইয়াছে হস্তগত। বলিলেন তিনি
নিজের মাতাকে এই আত্মগুহ্য কথা।
হল তাহা প্রকাশিত; জানিলাম আমি।

রাজা দেবেন্দ্রকেও জিজ্ঞাসা করিলেন, “সত্য কি?” দেবেন্দ্র বলিলেন, “সত্য।” রাজা তাঁহাকেও বন্ধনাগারে প্রেরণ করিলেন। যাঁহারা বোধিসত্ত্বকে বধ করিবেন বলিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এইরূপে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইলেন। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, “আমি এই নিমিত্তই কহিয়াছিলাম যে, নিজের গুহ্য কথা অপরকে বলিতে নাই; যাঁহারা ‘বলা যায়’ এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইলেন।” অনন্তর তিনি ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য কয়েকটী গাথা বলিলেন :

৭৮. গুহ্য যাহা, গুহ্য তাহা রাখাই উচিত;
গুহ্যের প্রকাশ কভু না হয় বিহিত।
যাবৎ না হয় নিজ অভীষ্ট নিষ্পন্ন,
সযতনে গুহ্য সুধী রাখে প্রতিচ্ছন্ন।
হবে যবে ইষ্টলাভ, ইচ্ছা যদি হয়,
প্রকাশ করিতে গুহ্য নাহি কোন ভয়।

৭৯. নয় গুহ্য প্রকাশের যোগ্য কদাচন;
নিধিবৎ সদা ইহা করিবে রক্ষণ।
রহস্য প্রকাশ পেলে হিত যে হয় না,
সুধীদের ভালমত আছে তাহা জানা।

৮০. রমণী, অমিত্র, আর মিত্র স্বার্থন্বেষী,
সার্থহেতু মন যার হয় বিচলিত,
মিত্রবেশে বলে এক, ভাবে অন্য রূপ—
পণ্ডিত যে, কখন(ও) সে ইহাদের ঠাঁই
নিজের রহস্য, ভূপ, করে না প্রকাশ।

৮১. অজ্ঞাত রহস্য নিজ যে করে প্রকাশ।
কার(ও) ঠাঁই, থাকে সেই মন্ত্রভেদ-ভয়ে

চিরজীবনের তরে দাসবৎ তার।

৮২. যতই অধিক লোকে গুহ্য কার(ও) জানে,
উদ্বেগ তাহার বাড়ে সেই পরিমাণে।
একারণ গুহ্য তব প্রকাশিতে নাই
স্ত্রী-পুত্র-জননী-বন্ধু, কভূ কার(ও) ঠাঁই।

৮৩. দিবসে বিবিক্ত স্থানে করিবে মন্ত্রণা,
রাত্রিকালে মৃদুস্বরে। আছে লুকাইয়া
শুনিতে মন্ত্রণা তব লোক কত স্থানে।
শুনিলে তাহারা শীঘ্র ঘটে মন্ত্রভেদ।[১]

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'ইহারা স্বয়ং রাজবৈরী হইয়াও মহৌষধকে আমার বৈরী প্রতিপন্ন করিতে চায়!' তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ দিলেন, "যাও, এই লোক চারিটাকে নগরের বাহির করিয়া হয় শূলে আরোপণ কর, নয় ইহাদের শিরশ্ছেদ কর।" রাজকিঙ্করেরা তাঁহাদের বাহুগুলি পিঠমোড়া দিয়া বান্ধিল এবং প্রতি চৌমাথায় শতবার প্রহার করিতে করিতে লইয়া চলিল। ইহা দেখিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, এই চারি ব্যক্তি আপনার বহুদিনের অমাত্য। ইঁহাদের অপরাধ ক্ষমা করুন।" রাজা তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন এবং পণ্ডিতদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহাদিগকে মহাসত্ত্বের হস্তে দাসরূপে অর্পণ করিলেন। মহাসত্ত্ব তাঁহাদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দিলেন। রাজা বলিলেন, "তবে ইহারা আমার রাজ্যে বাস করিতে পারিবে না।" তিনি তাঁহাদিগের নির্ব্বাসনের আজ্ঞা দিলেন। তখন মহাসত্ত্ব আবার বলিলেন, "মহারাজ, এই অজ্ঞানান্ধদিগকে ক্ষমা করুন।" তাঁহার অনুরোধে রাজা উক্ত চারি ব্যক্তিকে ক্ষমা করিলেন এবং পুনর্ব্বার স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। রাজা ভাবিলেন, 'যখন শত্রুর প্রতিও মহৌষধের এইরূপ মৈত্রীভাব, তখন অন্যের প্রতি ইঁহার মনের ভাব না জানি আরও কত মধুর!" ইহা চিন্তা করিয়া তিনি মহৌষধের প্রতি অতীব প্রসন্ন হইলেন। এই সময় হইতে উক্ত চারিজন পণ্ডিত উৎপাটিত বিষদন্ত সর্পের ন্যায় নির্ব্বিষ হইয়া মহাসত্ত্বের বিরুদ্ধে আর কিছু বলিতে সাহস পাইলেন না।

পঞ্চপণ্ডিতপ্রশ্ন এবং পরিভেদ-কথা সমাপ্ত।

(১১)

এই সময় হইতে মহাসত্ত্ব রাজার অর্থধর্ম্মানুশাসক হইলেন। তিনি ভাবিতেন 'শ্বেতচ্ছত্র রাজার বটে; কিন্তু আমাকেই ত রাজ্যের সুশাসন করিতে হয়।

---

[১]। পঞ্চমখণ্ডের পাণ্ডুর-জাতকের (৫১৮) ১৫-১৯শ গাথা।

অতএব আমাকে নিয়ত অপ্রমত্ত ভাবে চলিতে হইবে।' তিনি নগরে একটী মহাপ্রাকার নির্ম্মাণ করাইলেন, এবং ক্ষুদ্রপ্রাকারগুলির দ্বার ও অট্টালক সুরক্ষিত করিলেন। প্রাকারগুলির অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থানেও অনেক অট্টালক নির্ম্মিত হইল এবং নগরের চতুর্দ্দিকে তিনটী পরিখা খাত হইল—জলপরিখা, কর্দ্দমপরিখা ও শুষ্ক পরিখা। নগরের অভ্যন্তরে যে সকল জীর্ণ গৃহ ছিল, তিনি সেগুলি মেরামত করাইলেন; বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ খনন করাইয়া সে গুলিতে জল রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং নগরের সমস্ত শস্যভাণ্ডার ধান্যাদি খাদ্যশস্য দ্বারা পূর্ণ করাইয়া রাখিলেন। যে সকল তাপস হিমালয় হইতে রাজকুলে আগমন করিতেন, তিনি তাঁহাদিগের দ্বারা কর্দ্দম ও কুমুদবীজ[১] আনাইতেন। জলনির্গমের জন্য যে সকল নর্দ্দমা ছিল, তিনি সেগুলি পরিষ্কার করাইলেন এবং নগরের বহির্ভাগেও যে সকল জীর্ণ গৃহ ছিল সেগুলি মেরামত করাইলেন। এরূপ করিবার কারণ কি? অনাগত ভয়ের প্রতিবাহনই এই সকল কার্য্যের উদ্দেশ্য।

নগরে নানাদেশ হইতে বণিকেরা আসিতেন। মহাসত্ত্ব তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন।" "আমরা অমুক স্থান হইতে আসিতেছি," বণিকেরা এইরূপ উত্তর দিলে মহাসত্ত্ব আবার জিজ্ঞাসা করিতেন, "আপনাদের রাজা কি ভালবাসেন?" তাহারা বলিতেন, 'অমুক দ্রব্য।' এইরূপ কথোপকথনের পর মহাসত্ত্ব তাঁহাদিগকে সম্মানের সহিত বিদায় দিতেন; নিজের একশত একজন যোদ্ধাকে আহ্বান করিয়া বলিতেন, "বাপু সকল, আমি যে সকল উপহার দিতেছি, সেইগুলি লইয়া একশত এক রাজধানীতে গমন কর এবং তোমাদের স্ব স্ব হিতকামনায় তত্রত্য রাজাদিগকে উপহারগুলি দান কর। তাহার পর সেই সেই স্থানেই বাস করিয়া রাজাদিগের সেবায় নিরত হইবে এবং তাঁহাদের কার্য্য ও মন্ত্রণা জানিয়া আমাকে সংবাদ দিবে। আমি তোমাদের দারাপত্যদিগের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিব।" তিনি কোন রাজাকে উপহার দিবার জন্য কুণ্ডল, কাহারও জন্য সুবর্ণপাদুকা, কাহারও জন্য সুবর্ণমালা নির্ম্মাণ করাইতেন, ঐ সকল উপহারে নিজের নামাক্ষর চিহ্নিত করাইতেন, এবং সেগুলি উক্ত যোদ্ধাদিগের হাতে দিয়া বলিতেন, "যখন আমার প্রয়োজন হইবে, তখন এই সকল অক্ষরের অর্থ বিজ্ঞাপন করা যাইবে।" যোদ্ধারা উক্ত উপহারসমূহ লইয়া এক এক জনে এক রাজধানীতে যাইতেন, এবং তত্রত্য রাজাকে দিয়া বলিতেন, 'আমি মহারাজকে সেবা করিবার জন্য আসিয়াছি।' "কোথা হইতে

---

[১]। পাঠান্তরে কর্দ্দমের পরিবর্ত্তে 'কুদ্রুস'-নামক শস্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু 'কদ্দম' পাঠই গ্রাহ্য; কারণ, পরে দেখা যাইবে, ইহারই সাহায্যে এক রাত্রিতে ৬০ হাত দীর্ঘ কুমুদনল জন্মিয়াছিল।

আসিয়াছ?” জিজ্ঞাসিলে তাঁহারা যে স্থান হইতে গিয়াছেন, তাহা না বলিয়া অন্য স্থানের নাম করিতেন। উপহার পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া রাজারা তাঁহাদিগকে কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, এবং তাঁহারা ক্রমশ রাজাদিগের বিশ্বাসভাজন হইতেন।

এ সময়ে একবল রাজ্যে শঙ্খপাল-নামক রাজা আয়ুধ সজ্জিত ও সেনা সমবেত করিতেছিলেন। তাঁহার রাজধানীতে যে চর গিয়াছিলেন, তিনি মহৌষধকে পত্রে সমস্ত জানাইয়া লিখিলেন : “এখানকার এই সংবাদ; কিন্তু কি উদ্দেশ্যে যে এই আয়োজন হইতেছে, তাহা জানিতে পারি নাই; আপনি কাহাকেও পাঠাইয়া তত্ত্ব অবগত হউন।” এই সংবাদ পাইয়া মহাসত্ত্ব এক শুকপোতককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “সৌম্য, তুমি একবল রাজ্যে গিয়া দেখ, রাজা শঙ্খপাল কি করিতেছেন, তাহার পর জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়া আমাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাও।” তিনি শুকশাবককে মধুমিশ্রিত লাজ ভক্ষণ করাইলেন, তাহার পক্ষসন্ধিদ্বয়ে শতপাক, সহস্রপাক তৈল মাখাইলেন এবং পূর্ব্বদিকের বাতায়নে অবস্থিত হইয়া উহাকে ছাড়িয়া দিলেন। শুকপোতক একবল নগরে গিয়া সেই চরের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জম্বুদ্বীপের কোথায় কি হইতেছে, অনুসন্ধান করিতে করিতে কাম্পিল্য রাজ্যের উত্তর পঞ্চাল নগরে উপস্থিত হইল।

উত্তর পঞ্চালে তখন চূড়নী ব্রহ্মদত্ত-নামক এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন। কৈবর্ত্ত নামে এক প্রাজ্ঞ ও সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ তাহার অর্থধর্ম্মানুশাসক ছিলেন। একদিন কৈবর্ত্ত প্রত্যূষকালে (ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে) বিনিদ্র হইয়া দীপালোকে অলঙ্কৃত শয়নকক্ষ অবলোকন করিতে করিতে নিজের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, “আমার এই ঐশ্বর্য্য প্রকৃতপক্ষে কাহার? ইহা অন্য কাহারও নহে; ইহা চূড়ানী ব্রহ্মদত্তের। যিনি এত ঐশ্বর্য্যের দাতা, তাঁহাকে সমস্ত জম্বুদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান রাজা করা আবশ্যক। তাহা করিতে পারিলে আমিও তাঁহার প্রধান পুরোহিত হইব।” এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি প্রভাত হইবামাত্র রাজার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজের সুনিদ্রা হইয়াছিল ত?” ইহার পর তিনি বলিলেন, “মহারাজ, একটা মন্ত্রণার বিষয় আছে।” রাজা বলিলেন, “আজ্ঞা করুন, আচার্য্য।” “মহারাজ, নগরের মধ্যে নিভৃত স্থান পাওয়া অসম্ভব; চলুন আমরা উদ্যানে যাই।” “বেশ, তাহাই করা যাউক, আচার্য্য,” ইহা বলিয়া রাজা তাঁহার সহিত উদ্যানে যাত্রা করিলেন এবং সেনা বাহিরে রাখিয়া এবং স্থানে স্থানে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া কেবল তাঁহাকে লইয়া উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক মঙ্গলশিলাপট্টে উপবেশন করিলেন। শুকপোতক এই ব্যাপার দেখিয়া ভাবিল, ‘নিশ্চয় ইহার কোন কারণ আছে; আজ মহৌষধ পণ্ডিতকে বলিবার উপযুক্ত কিছু

শুনিতে পাইব।’ সে উদ্যানে প্রবেশ করিয়া মঙ্গলশালবৃক্ষের পত্রান্তরে বিলীন হইয়া বসিয়া থাকিল।

রাজা কৈবর্ত্তকে বলিলেন, “কি বলিবেন, বলুন আচার্য্য।” কৈবর্ত্ত বলিলেন, “আপনার কান আমার দিকে আনুন; আমাদের মন্ত্র চতুষ্কর্ণ[১] হইবে। মহারাজ, যদি আমার কথামত কাজ করেন, তবে আপনাকে জম্বুদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান রাজা করিতে পারিব।” রাজা অতীব আগ্রহের সহিত কৈবর্ত্তের কথা শুনিলেন এবং আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, “বলুন আচার্য্য; আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব।” “মহারাজ, আসুন, আমরা সেনা সংগ্রহ করিয়া প্রথমতঃ একটা ক্ষুদ্র নগর অবরোধ করি। আমি ক্ষুদ্র (পশ্চাৎ) দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশপূর্ব্বক রাজাকে বলিব, ‘মহারাজ, যুদ্ধে আপনার কোন প্রয়োজন নাই; আপনি কেবল আমাদের বশ্যতা স্বীকার করুন, আপনার রাজ্য আপনারই থাকিবে। যদি যুদ্ধ করেন, তবে আমাদের এই বিপুল বাহিনীদ্বারা নিশ্চয় আপনার মহাপরাজয় ঘটিবে।’ তিনি যদি আমার কথামত কাজ করেন, তবে তাঁহাকে আমাদের পক্ষভুক্ত করিয়া লইব; নচেৎ যুদ্ধে তাঁহার প্রাণান্ত করিব এবং তাঁহার ও আমাদের, এই দুই সেনা লইয়া একটীর পর একটী নগর অধিকার করিতে করিতে জম্বুদ্বীপের সমস্ত রাজ্য আত্মসাৎ করিয়া জয়পানোৎসব করিব।” এইরূপে একশত একজন রাজাকে আমাদের নগরে আনয়ন করিব; উদ্যানে আপান-মণ্ডপ প্রস্তুত করিব, সেখানে আসীন হইয়া ঐ সকল রাজা বিষমিশ্রিত সুরা পান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে; আমরা তাহাদের শবগুলি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিব। এইরূপে একশত একটা রাজ্য আমাদের হস্তগত হইবে; আপনি জম্বুদ্বীপের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান রাজা বলিয়া পরিগণিত হইবেন।” রাজা বলিলেন, “এ অতি উত্তম প্রস্তাব, আচার্য্য; আমি ইহা কার্য্যে পরিণত করিব।” “মহারাজ, মন্ত্র চতুষ্কর্ণ, ইহা যেন মনে থাকে। আর কেহ যেন ইহা জানিতে না পায়। আপনি কালক্ষেপ না করিয়া শীঘ্র যুদ্ধযাত্রা করুন!” রাজা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “যে আজ্ঞা; আমি তাহাই করিতেছি।” শুকপোতক সমস্ত শুনিতেছিল; মন্ত্রণা শেষ হইলে সে, লোকে যেমন ওলন ফেলে, সেইরূপে শাখা হইতে কৈবর্ত্তের মস্তকোপরি মলপিণ্ড নিক্ষেপ করিল। “এ কি” বলিয়া যেমন তিনি হাঁ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে তাকাইলেন, অমনি শুকশাবক তাহার মুখের মধ্যে আর একটা মলপিণ্ড ফেলিয়া দিল এবং “কিরি, কিরি” রবে শাখা হইতে উড্ডীন হইয়া বলিল, “কৈবর্ত্ত, তুমি ভাবিয়াছিলে, তোমার মন্ত্র চতুষ্কর্ণ; এখন ইহা ষট্‌কর্ণ হইল; পরে অষ্টকর্ণ হইয়া বহুশতকর্ণ হইবে।” কৈবর্ত্ত প্রভৃতি “ধর” “ধর” বলিয়া চীৎকার করিতে

---

[১]। তুং—যটকর্ণৈর্ভিদ্যতে মন্ত্রঃ।

লাগিলেন; কিন্তু শুকপোতক বাতবেগে মিথিলায় গিয়া মহৌষধের গৃহে প্রবেশ করিল। উক্ত শুকপোতকের একটা নিয়ম এই ছিল যে, কোন স্থান হইতে কোন সংবাদ আনিলে, উহা যদি কেবল মহৌষধের নিকটেই বক্তব্য হইত, তবে সে তাঁহার স্কন্ধোপরি অবতরণ করিত; এবং যদি উহা আমরা দেবীরও শ্রোতব্য হইত, তবে সে তাঁহার ক্রোড়ে অবতরণ করিত। এবার সে তাঁহার স্কন্ধোপরি অবতরণ করিল। এই সঙ্কেতে লোকে মনে করিল যে, কোন গুহ্য কথা আছে; কাজেই তাহারা সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। মহৌষধ তাহাকে লইয়া প্রাসাদের সর্ব্বোচ্চতলে অধিরোহণপূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস, কি দেখিয়াছ ও কি শুনিয়াছ, বল।" সে বলিল, "আমি সমস্ত জম্বুদ্বীপে আর কোথাও কোন রাজা হইতে ভয়ের কারণ দেখিতে পাই নাই, কিন্তু উত্তর পঞ্চাল নগরে চূড়নী ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত রাজাকে উদ্যানে লইয়া গিয়া এক চতুষ্কর্ণ মন্ত্রণা করিয়াছেন; আমি শাখান্তরালে বসিয়া তাঁহার মুখে মলপিণ্ড নিক্ষেপ করিয়া আসিলাম।" অনন্তর সে যাহা দেখিয়াছিল ও যাহা শুনিয়াছিল, সমস্ত বৃত্তান্ত মহৌষধের নিকট সবিস্তর বলিল। মহৌষধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা পুরোহিতের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন কি?" শুকশাবক বলিল 'হাঁ, তিনি সম্মতি দিয়াছেন।' মহৌষধ শুকশাবকের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য যাহা কিছু কর্ত্তব্য তাহা করিলেন এবং তাহাকে কোমলাস্তরণযুক্ত সুবর্ণ পঞ্জরে শোওয়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন; 'কৈবর্ত্ত বোধ হয় জানেন না যে, আমি মহৌষধ কি প্রকৃতির লোক। আমি তাঁহার মন্ত্রণাটী কিছুতেই কার্য্যে পরিণত হইতে দিব না।' নগরে যে সকল দুঃস্থ লোক বাস করিত, মহৌষধ তাহাদিগকে সরাইয়া নগরের বাহিরে বাস করাইলেন, এবং রাজ্যের জানপদ ও নগরোপকণ্ঠবাসী ঐশ্বর্য্যশালী গৃহস্থদিগকে আনাইয়া নগরমধ্যে বাস করাইলেন। তিনি বহু ধন ধান্যও সঞ্চয় করিয়া রাখিলেন।

এদিকে চূড়নী ব্রহ্মদত্ত কৈবর্ত্তের পরমর্শানুসারে চতুরঙ্গিণী সেনাসহ যাত্রা করিয়া একটা নগর অবরোধ করিলেন। কৈবর্ত্ত পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কৌশলে ঐ নগরে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যুদ্ধ করিলে তাঁহার অনিষ্টের সম্ভাবনাই অধিক। ঐ রাজা চূড়নী ব্রহ্মদত্তের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। অতঃপর তাঁহার ও নিজের এই দুই সেনা লইয়া চূড়নী ব্রহ্মদত্ত এক বিদেহরাজ ব্যতীত জম্বুদ্বীপের অপর সমস্ত রাজাকে আপনার বশ্যতাপন্ন করিলেন। বোধিসত্ত্বের চরেরা সংবাদ দিতে লাগিলেন; "ব্রহ্মদত্ত এতগুলি নগর অধিকার করিলেন; আপনি সাবধান হইবেন।" ব্রহ্মদত্ত সাত বৎসর সাত মাস ও সাত দিনে বিদেহ ব্যতীত জম্বুদীপস্থ অন্য সমস্ত রাজ্য জয় করিয়া কৈবর্ত্তকে বলিলেন, "আচার্য্য, চলুন আমরা মিথিলায় গিয়া বিদেহরাজ্য জয় করি।" কৈবর্ত্ত বলিলেন, "মহারাজ, যে নগর মহৌষধ পণ্ডিতের বাসস্থান, আমরা তাহা অধিকার করিতে

সমর্থ হইব না। মহৌষধ বহুপ্রাজ্ঞ এবং উপায়কুশল।” কৈবর্ত্ত ব্রহ্মদত্তের নিকট একে একে মহৌষধের গুণাবলী এমনভাবে বর্ণনা করিলেন, যে বোধ হইল যেন আকাশে চন্দ্রমণ্ডল[১] উদিত হইল। কৈবর্ত্ত নিজেও উপায়কুশল ছিলেন; তিনি ব্রহ্মদত্তকে ভুলাইবার জন্য বলিলেন, “মিথিলা রাজ্যের আয়তন ক্ষুদ্র; সমস্ত জম্বুদ্বীপের আধিপত্য আমাদের পক্ষে যথেষ্ট[২]; মিথিলায় আমাদের প্রয়োজন কি?” তিনি রাজাকে এইভাবে বুঝাইয়া দিলেন; বশ্যতাপন্ন রাজারা কিন্তু বলিলেন, “আমরা মিথিলা অধিকার করিয়া জয়পানোৎসবে প্রবৃত্ত হইব।” কৈবর্ত্ত তাঁহাদিগকেও বারণ করিলেন। তিনি বলিলেন, “মিথিলা গ্রহণ করিলে আমাদের কি লাভ? সেখানকার রাজা এক হিসাবে আমাদের অনুগতও বটে। চলুন, আমরা উত্তর পঞ্চালে প্রতিগমন করি।” কৈবর্ত্ত রাজাদিগকে এইরূপ বুঝাইলেন; তাঁহারাও তাঁহার কথামত নিবর্ত্তন করিলেন। তখন মহাসত্ত্বের চরেরা তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, ব্রহ্মদত্ত একশত একজন অনুগত রাজার সহিত, মিথিলায় না গিয়া নিজের রাজধানীতেই ফিরিয়াছেন। ইহার উত্তরে মহাসত্ত্ব লিখিয়া পাঠাইলেন, “এখন হইতে ব্রহ্মদত্ত কখন কি করেন, তাহা জানাইও।”

এদিকে, ব্রহ্মদত্ত এখন কি করিবেন, কৈবর্ত্তের সহিত তাহা মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। স্থির হইল যে, এখন জয়পানোৎসব করিতে হইবে। সে জন্য রাজোদ্যান অলঙ্কৃত হইল; রাজা ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন, উদ্যানে সহস্র ভাণ্ড পূর্ণ করিয়া সুরা রাখ, নানাবিধ মৎস্য মাংস প্রভৃতির আয়োজন কর। মহৌষধের চরেরা এ সংবাদও তাঁহাকে জানাইলেন, কিন্তু সুরার সঙ্গে বিষ মিশাইয়া যে রাজাদের প্রাণান্ত করিতে হইবে, এ কথা তাঁহারা জানিতেন না। মহাসত্ত্ব কিন্তু শুকপোতকের মুখে এ চক্রান্ত অবগত হইয়াছিলেন। তিনি চরদিগকে লিখিয়া পাঠাইলেন, “কোন্ দিন সুরা পানোৎসব হইবে নিশ্চয় জানিয়া আমাকে সংবাদ দিবে।” চরেরা জানিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলেন। তাহা শুনিয়া মহৌষধ ভাবিলেন, ‘মাদৃশ ব্যক্তি জীবিত থাকিতে এতগুলি রাজার প্রাণান্ত ঘটিলে অতি পরিতাপের কারণ হইবে। আমি এই সকল ব্যক্তির সহায় হইব।’ এক সহস্র যোদ্ধা তাঁহার সঙ্গে এক সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তিনি উহাদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, ‘ভাই সকল, চূড়নী ব্রহ্মদত্ত না কি উদ্যান সজ্জিত করিয়া একশত একজন রাজার সঙ্গে সুরাপান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তোমরা গিয়া, ঐ সকল রাজা স্ব স্ব সজ্জিত আসনে উপবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই, চূড়নী ব্রহ্মদত্তের

১। ‘চন্দমণ্ডলং উট্ঠাপেন্তো’ এই পাঠ গ্রহণ করিলাম।

২। মিথিলাও কিন্তু জম্বুদ্বীপের অংশ।

পার্শ্ববর্ত্তী মহার্হ আসনখানি 'এই আসন আমাদের রাজার' ইহা বলিয়া গ্রহণ করিবে। ঐ সকল রাজার লোকেরা জিজ্ঞাসা করিবে, 'তোমরা কাহার লোক?' তোমরা উত্তর দিবে, 'আমরা বিদেহরাজের লোক।' ইহাতে তাহারা তোমাদের সঙ্গে কলহ করিবে, বলিবে, 'আমরা এই সাত বৎসর সাত মাস সাত দিন নানা রাজ্য জয় করিয়া বেড়াইলাম; এক দিনও ত বিদেহরাজকে দেখিতে পাইলাম না। তিনি আবার কি রাজা? যাও, তাঁহার জন্য সকলের পশ্চাতে একটা আসন দেখিয়া লও।' তোমরা বলিবে, 'ব্রহ্মদত্ত ব্যতীত আর কেহই আমাদের রাজার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নন।' এইরূপে কলহ বৃদ্ধি করিয়া তোমরা বলিবে, 'আমাদের রাজার জন্য যদি উপযুক্ত আসন না পাওয়া যায়, তবে তোমাদিগকেও সুরাপান করিতে ও মৎস্য-মাংস খাইতে দিব না।' তোমরা মহাচীৎকার ও উল্লম্ফন করিতে করিতে তাহাদের মনে ত্রাস জন্মাইবে, বড় বড় লগুড়ের আঘাতে সুরাভাণ্ডগুলি ভাঙ্গিবে, মৎস্য মাংস প্রভৃতি ছড়াইয়া আহারের অযোগ্য করিবে, মহাবেগে সেনার মধ্যে প্রবেশ করিবে, দেবনগরপ্রবিষ্ট অসুরগণের ন্যায় কোলাহল উৎপাদন করিয়া বলিবে, 'আমরা মিথিলাবাসী মহৌষধ পণ্ডিতের লোক; যদি সাধ্য থাকে, আমাদিগকে ধর।' তোমরা যে সেখানে গিয়াছ, তাহা এইরূপে সকলকে জানাইয়া এখানে ফিরিয়া আসিবে।' যোদ্ধারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহার আদেশমত কার্য্য করিতে সম্মত হইল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পঞ্চবিধ আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক নগর হইতে নিষ্ক্রমণ করিল। তাহারা উত্তর পঞ্চালে গিয়া নন্দনকাননের ন্যায় সুসজ্জিত রাজোদ্যানে প্রবেশ করিল, সুসজ্জিত শ্বেতচ্ছত্র, একশত একজন রাজার আসন প্রভৃতির মহতী শোভা দেখিতে পাইল এবং মহৌষধ যাহা যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, সমস্তই সম্পন্ন করিল। তাহারা তত্রত্য সমস্ত লোক সংক্ষুব্ধ করিয়া মিথিলাভিমুখে প্রতিবর্ত্তন করিল; রাজপুরুষেরা গিয়া ব্রহ্মদত্তকে এই ব্যাপার জানাইল; তিনি বিষপ্রয়োগের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপে ব্যর্থ হইল দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন; একশত একজন রাজাও ক্রুদ্ধ হইলেন, কারণ তাঁহারা বিনামূল্যে লভ্য সুরাপান হইতে বঞ্চিত হইল। ব্রহ্মদত্ত উক্ত রাজাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "চলুন, আমরা মিথিলায় গিয়া খড়্গাঘাতে বিদেহরাজের মাথাা কাটি এবং উহা পাদদলিত করিয়া আবার এখানে বসিয়া মনের সুখে জয়পান করি। আপনারা স্ব স্ব সৈন্য যুদ্ধযাত্রার্থ সজ্জিত করুন।" অনন্তর কোন গুপ্তস্থানে গিয়া তিনি কৈবর্ত্তকেও এই সঙ্কল্প জানাইলেন। তিনি বলিলেন, "আসুন আচার্য্য, যে শত্রু আমাদের ঈদৃশ ব্যবস্থার অন্তরায় হইয়াছে, তাহাকে ধরিতেই হইবে। এই একশত একজন রাজার অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা আছে; তাহা লইয়া আমরা মিথিলায় যাইব।" ব্রাহ্মণ সুপণ্ডিত ছিলেন; তিনি ভাবিলেন, "মহৌষধ পণ্ডিতকে

পরাভুত করিব, আমাদের এমন সাধ্য নাই। এই অভিযান শেষে আমাদেরই লজ্জার কারণ হইবে। অতএব রাজাকে নিবর্ত্তন করা যাউক।” ইহা চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, “ইহা বিদেহরাজের ক্ষমতায় ঘটে নাই; ইহা মহৌষধ পণ্ডিতের চক্রান্ত। এই মহৌষধ মহানুভাব; যতদিন তিনি মিথিলা রক্ষা করিবেন, ততদিন ঐ নগর সিংহরক্ষিতা গুহার ন্যায় দুর্জ্জয়। আপনি যাহা করিতে চাহিতেছেন, তাহা শেষে আমাদেরই লজ্জার কারণ হইবে। অতএব এ অভিযানে কাজ নাই।” রাজা কিন্তু ক্ষত্রিয়-স্বভাবসুলভ অভিমানবশতঃ এবং ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া বলিলেন, “সে মহৌষধ কি করিবে?” তিনি কৈবর্ত্তের কথায় কর্ণপাত না করিয়া একশত একজন রাজাকে লইয়া এবং অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা দ্বারা পরিবৃত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কৈবর্ত্ত রাজাকে নিজের উপদেশ মত চালাইতে অক্ষম হইয়া ভাবিলেন, ‘রাজাদিগের ইচ্ছার বিরোধী হইয়া চলা সঙ্গত নয়।’ কাজেই তিনিও রাজার অনুগমন করিলেন।

এদিকে সেই এক সহস্র যোদ্ধা এক রাত্রিতেই মিথিলায় ফিরিয়া, উত্তর পঞ্চালে যে কাণ্ড করিয়া আসিয়াছে, মহাসত্ত্বকে তাহা জানাইল। তিনি প্রথমে যে সব চর পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারাও পত্রী লিখিয়া জানাইলেন, “চূড়নী ব্রহ্মদত্ত বিদেহরাজকে বন্দী করিবার জন্য একশত একজন রাজা সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিয়াছেন; আপনি সাবধান হইবেন।” ইহার পর ক্রমাগত সংবাদ আসিতে লাগিলন, “ব্রহ্মদত্ত আজ অমুক স্থানে; আজ অমুক স্থানে পৌঁছিয়াছেন; অমুক দিন তিনি মিথিলায় উপস্থিত হইবেন।” এই সকল সংবাদ পাইয়া মহাসত্ত্ব অধিকতর সাবধান হইলেন। বিদেহরাজ লোকমুখপরম্পরায় শুনিলেন যে, ব্রহ্মদত্ত না কি তাঁহার রাজধানী অধিকার করিতে আসিতেছেন।

অবিলম্বে একদিন সন্ধ্যা হইতে না হইতেই ব্রহ্মদত্ত শত সহস্র উল্কা[১] জ্বালাইয়া সমস্ত মিথিলাপুরী পরিবেষ্টন করিলেন। তিনি নগরের চতুর্দ্দিকে প্রাকারের আকারে এক পঙ্ক্তিতে হস্ত, এক পঙ্ক্তিতে রথ এবং এক পঙ্ক্তিতে অশ্ব সন্নিবেশিত করিলেন এবং স্থানে স্থানে এক এক দল যোদ্ধা রাখিলেন। তাঁহার সৈনিকগণ হুহুঙ্কার করিতে লাগিল, উল্লম্ফন করিতে লাগিল, বাহু স্ফোঁন করিতে লাগিল, চীৎকার করিতে লাগিল, নৃত্য করিতে লাগিল ও গর্জ্জন করিতে লাগিল। আততায়ীদিগের দীপালোকে ও যুদ্ধাভরণের আভাসে সপ্তযোজনায়তনা মিথিলানগরী সমুদ্ভাসিত হইল; হস্তী, অশ্ব, রথ, পত্তি, তূর্য্য প্রভৃতির শব্দে পৃথিবী যেন বিদীর্ণ হইতেছে, এমন বোধ হইল। সেনক প্রভৃতি চারিজন পণ্ডিত প্রকৃত ব্যাপার জানিতেন না; তাঁহারা মহাকোলাহল শুনিয়া রাজার নিকটে গিয়া

---

[১]। উল্কা = মশাল।

বলিলেন, "মহারাজ, ভয়ঙ্কর কোলাহল শুনা যাইতেছে; কি কাণ্ড ঘটিয়াছে তাহা জানিতে পারি নাই; ব্যাপারটা ত জানা আবশ্যক, মহারাজ।" ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "বোধ হয়, ব্রহ্মদত্ত আসিয়াছেন।" তিনি প্রাসাদ-বাতায়ন খুলিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিলেন যে, সত্যসত্যই ব্রহ্মদত্ত আসিয়াছেন। ইহাতে অতিমাত্র ভীত হইয়া তিনি বসিয়া বসিয়া ঐ চারিজন পণ্ডিতকে বলিতে লাগিলেন, "এতদিনে আমাদের প্রাণ গেল; ব্রহ্মদত্ত কালই আমাদের সকলের জীবনান্ত করিবেন।" মহাসত্ত্বও ব্রহ্মদত্তের উপস্থিতি জানিতে পারিলেন; তিনি নির্ভয় সিংহের ন্যায় বিচরণপূর্ব্বক নগরের সমস্ত অংশে রক্ষী নিয়োজিত করিয়া রাজাকে আশ্বাস দিবার জন্য প্রাসাদে আরোহণ করিলেন এবং রাজাকে নমস্কার করিয়া একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা আশ্বস্ত হইলেন; তিনি ভাবিলেন; 'আমার এই পুত্র মহৌষধ পণ্ডিত বিনা আর কেহই আমার উপস্থিত দুঃখ মোচন করিতে পারিবে না।' তিনি বলিলেন :

১. সর্ব্বসেনা সঙ্গে লয়ে পঞ্চাল রাজ্যের
ব্রহ্মদত্ত অবরোধ করিলা এ পুরী।
অপ্রমেয় সেনাবল পঞ্চালরাজের;
ভাবি তাই হইয়াছি ভীত, মহৌষধ।

২. অশ্বারোহ, গজারোহ,[১] পত্তি অগণন,
সর্ব্ববিধ রণশাস্ত্রে নিপুণ যাহারা—
সমর্থ অজ্ঞাতভাবে প্রবেশি নগরে
আনিতে অরাতি-শির—পঞ্চালের সেনা
হয়েছে গঠিত হেন মহাযোধ লয়ে।
ভেরীর, শঙ্খের শব্দ শুনি যুদ্ধকালে
জানে ওরা কি করিতে হইবে কখন।
শুন ওরা করিছে কি ভীষণ গর্জ্জন।

৩. লৌহবিদ্যা-বিশারদ কর্ম্মকারগণ
করেছে নির্ম্মাণ বর্ম্ম-শিরস্ত্রাণ আদি।

[১]। মূলে 'সেনা' পদের "পিট্ঠিমতী' এই বিশেষণ আছে। টীকাকার বলেন, 'পিট্ঠিয়া আনীতে দব্বসম্ভারে গহেত্বা বিচরন্তেন বড়্ঢকীবলেন সমন্নাগতা;" অর্থাৎ শস্ত্রের ভার পিঠে লইয়া একদল সূত্রধার সেই সেনার সঙ্গে আসিয়াছিল। কিন্তু আমি নূতন পালি অভিধানের অনুসরণ করিয়া 'পিট্ঠী' শব্দে 'গজপৃষ্ঠারোহী' ও 'অশ্বপৃষ্ঠারোহী' অর্থই প্রকাশ করিলাম। কারণ এই অর্থ মূলের অব্যবহিত পরবর্ত্তী 'পত্তিমতী' পদের সহিত সুসঙ্গত। টীকাকারের ব্যাখ্যায় কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

পরি তাহা, পরি নানা উজ্জ্বলাভরণ
সহস্র সহস্র শূর আছে ও সেনায়,
কেহ অশ্বে, কেহ গজে করি আরোহণ।[১]
কর্ম্মকার, সূত্রধার, গজাচার্য্য আদি
শিল্পী সব রয়েছে নিরত অনুক্ষণ
প্রয়োজনমত কার্য্য করিতে সাধন।
অলঙ্কৃতা এই সেনা লক্ষ লক্ষ ধ্বজে।

৪. গূঢ়মন্ত্র মহাপ্রাজ্ঞ মন্ত্রী দশ জন
আছেন সেনায় না কি পঞ্চালরাজের।
ততোহধিক প্রজ্ঞাবতী জননী রাজার
একাদশ স্থান নিজে করি অধিকার
লন পরিচালনের ভার ও সেনার।[২]

---

[১]। মূলে 'সেনা' পদের 'বামারোহিণী' এই বিশেষণ আছে। টীকাকার বলেন, "হত্থী চ অস্সে চ আরোহন্তা বামপস্সেন আরোহন্তীতি বামারোহিণীতি বুচ্চন্তি" অর্থাৎ হস্তী বা অশ্বে, আরোহণ করিবার কালে লোকে তাহার বামপার্শ্ব হইতে উঠে, এইজন্য গজসাদী ও অশ্বসাদীদিগকে 'বামারোহ' বলা যায়।

[২]। ব্রহ্মদত্তের মাতা তলতার বুদ্ধিসম্বন্ধে টীকাকার একটী গল্প দিয়াছেন : একদিন না কি একটা লোক এক নালিকা তণ্ডুল, কিছু পাথেয়ান্ন এবং এক সহস্র কার্ষাপণ লইয়া নদী পার হইতেছিল। সে নদীর মধ্যভাগে গিয়া গভীর জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে তীরস্থ লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "যে পার, আমাকে উদ্ধার কর; আমার সঙ্গে এক নালি চাউল, এক পাত্র ভাত এবং এক হাজার কাহণ আছে। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে আমি যাহা ভাল মনে করি, তাহাই পুরস্কার দিব।" এক বলবান ব্যক্তি ইহা শুনিয়া কষিয়া কাপড় পরিল এবং নদীতে পড়িয়া তাহাকে হাত ধরিয়া উপরে তুলিল। তাহার পর সে বলিল, "আমাকে কি দিবে, দাও।" লোকটা বলিল, "হয় তণ্ডুলনালি, নয় অন্নপুট লও।" "বা! আমি নিজের প্রাণ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া তোমাকে বাঁচাইলাম; আমি ওসব জিনিষে কি করিব? আমাকে কাহণগুলি দাও।" "আমি বলিয়াছিলাম, এই তিন জিনিষের মধ্যে আমি যাহা ভাল মনে করি, তাহাই দিব; এখন যাহা ভাল মনে করিতেছি, তাহাই দিতেছি; ইচ্ছা হয়, গ্রহণ কর; না হয় চলিয়া যাও।" ঐ বলবান ব্যক্তি নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে এই ব্যাপার জানাইল; সে বলিল, "উহার যাহা ভাল মনে হইতেছে, তাহাই দিতেছে; তুমি উহাই গ্রহণ কর।" বলবান্ ব্যক্তি কিন্তু তাহা করিল না; সে বিনিশ্চয়াগারে গিয়া বিচারকদিগের নিকট অভিযোগ করিল; তাঁহারাও সমস্ত শুনিয়া মধ্যস্থের মতেই মত দিলেন। বলবান ব্যক্তি ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া রাজার নিকট প্রতিবিচার প্রার্থনা করিল। রাজা সুবিচার করিতে জানিতেন না। তিনি বিচারকদিগকে ডাকাইয়া সমস্ত শুনিলেন এবং যে ব্যক্তি নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া আর একজনকে উদ্ধার করিয়াছিল, তাহারই প্রতিকূলে বিচার করিলেন। ঐ

৫. একশত একজন ক্ষত্রিয় ভূপাল,
পরাক্রান্ত কিন্তু এবে হৃতরাজ্য সবে—
আসিয়াছে ব্রহ্মদত্তে সাহায্য করিতে।
বড়ই মনের দুঃখে, মহাভয়ে তারা
হয়েছে আজ্ঞানুবর্ত্তী পঞ্চালরাজের।

৬. বলে তারা মুখে যাহা, তুষিতে পাঞ্চালে
সম্পাদে তাহাই সবে; নাই ইচ্ছা, তবু
প্রিয়ভাবে ব্রহ্মদত্তে সন্তাষে সতত।
নাই ইচ্ছা, তবু করি বশ্যতা স্বীকার
হইয়াছে অনুগামী পঞ্চারাজের।

৭. এ বিপুলা সেনা লয়ে পঞ্চলাধিপতি
করিয়াছে, মহৌষধ, ত্রিসন্ধিবেষ্টিত[১]
বিদেহের রাজধানী মিথিলা নগরী।
করিতেছে চারিদিকে পরিখা খনন।

৮. জ্বলিতেছে উল্কা সব দেখ চতুর্দ্দিকে

সময়ে রাজমাতা তলতাদেবী অদূরে থাকিয়া রাজার কুবিচার প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। তিনি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, তুমি বুঝিয়া সুঝিয়া বিচার করিলে ত?" রাজা বলিলেন, "মা, আমি যথাজ্ঞান বিচার করিয়াছি; আপনি ইহা হইতে ভাল বিচার করিতে পারেন ত করুন।" "তাহাই করিতেছি" বলিয়া তলতাদেবী নদী হইতে উদ্ধৃত সেই ব্যক্তিকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাপু, তোমার হাতের দ্রব্য তিনটা ভূমিতে রাখ ত।" সে দ্রব্য তিনটী ভূমিতে রাখিল। তখন তলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি জলে পড়িয়া কি বলিয়াছিলে?" সে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিল এখনও তাহাই বলিল। তখন তলতা বলিলেন, "এই দ্রব্য তিনটার মধ্যে তুমি যাহা ভাল মনে কর, তাহা তুলিয়া লও।" সে কার্ষাপণগুলি তুলিয়া কিয়দ্দূর চলিয়া গেল। তখন তলতা তাহাকে আবার ডাকাইয়া বলিলেন, "বাছা, তুমি তবে সহস্র কার্ষাপণই ভাল মনে কর।" সে বলিল, "হাঁ মা।" "তুমি বলিয়াছিলে কি না যে, এই তিন দ্রব্যের মধ্যে আমি যাহা ভাল মনে করি, তাহাই দিব?" "হাঁ, আমি তাহাই বলিয়াছিলাম।" "তবে তোমার উদ্ধারকর্ত্তাকে সহস্র কার্ষাপণই দাও।" লোকটা নিরুপায় হইয়া রোদন ও পরিদেবন করিতে করিতে কার্ষাপণগুলিই দিল। তলতার এই সুবিচার দেখিয়া রাজা ও অমাত্যগণ সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে সাধুকার দিলেন; তলতার প্রজ্ঞার কথা সর্ব্বত্র প্রকটিত হইল।

[১]। টীকাকার বলেন, 'হস্তী ও রথসমূহের অন্তর্ব্বর্ত্তীভাগ এক সন্ধি; রথ ও অশ্বের অন্তর্ব্বর্ত্তীভাগ এক সন্ধি এবং অশ্ব ও পদাতিদিগের অন্তর্ব্বর্ত্তীভাগ এক সন্ধি। পূর্ব্বে কিন্তু বলা হইয়াছে যে, হস্তিপ্রাকার, রথপ্রাকার ও অশ্বপ্রাকার, এই তিন প্রাকার দ্বারা নগর অবরুদ্ধ হইয়াছিল। ইহার সঙ্গে পদাতি-পঙ্ক্তি যোগ না করিলে ত্রিসন্ধি পাওয়া যায় না।

অগণন, নভস্তলে নক্ষত্রের মত।
কর নির্দ্ধারণ, বৎস, কি উপায়ে এই
আসন্ন বিপৎ হতে পাব পরিত্রাণ।

রাজার কথা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই রাজা মরণভয়ে অতীব ভীত হইয়াছেন; যেমন রোগার্ত্তের শরণ বৈদ্য; ক্ষুধার্ত্তের শরণ ভোজন, পিপাসার্ত্তের শরণ পানীয়, সেইরূপ ইঁহারও শরণ আমা ভিন্ন অন্য কেহ নয়। অতএব ইঁহাকে আশ্বাস দেওয়া যাউক।' ইহা স্থির করিয়া মহাসত্ত্ব মনঃশিলাতলস্থ সিংহের ন্যায় গম্ভীরনাদে বলিলেন, "কোন ভয় নাই, মহারাজ। আপনি নিশ্চিন্তমনে রাজসুখ সেবা করিতে থাকুন। লোকে যেমন লোষ্ট্রহস্তে লইয়া কাক তাড়ায়, কিংবা ধনু হাতে লইয়া মর্কট তাড়ায়, আমিও সেইরূপ অবলীলাক্রমে এই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী এমন ভাবে পলায়নপর করিব যে, কেহ নিজের উদরাচ্ছাদনখানি পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারিবে না।

৯. থাকুন নিশ্চিন্ত, নৃপ; কোন ভয় নাই;
লভুন বিশ্রাম, পাদ করি প্রসারণ।
করুন চিত্তের সদা স্ফুর্ত্তি সম্পাদন
রাজসুখ-ভোগে। আমি করিব উপায়,
হবে যাতে ব্রহ্মদত্ত পলায়নপর,
পরিত্যাগ করি এই পঞ্চাল-বাহিনী।"

রাজাকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া মহৌষধ প্রাসাদের বাহিরে গেলেন এবং নগরে উৎসবভেরী বাজাইতে আজ্ঞা দিলেন। তিনি নাগরিকদিগকে বলিলেন, "তোমারা কোন দুশ্চিন্তা করিও না; এক সপ্তাহকাল মালাগন্ধবিলেপন ভোগ কর; পানভোজনে প্রবৃত্ত হও; উৎসবকেলি করিতে থাক। নগরে যেখানে সেখানে লোকে ইচ্ছামত প্রচুর মদ্যপান করুক, গান করুক, বাদ্য করুক, নৃত্য করুক, চীৎকার করুক, গর্জ্জন করুক, বাহু স্ফোঁন করুক। ইহাতে যে ব্যয় হইবে, আমি তাহা দিব। আমার নাম মহৌষধ পণ্ডিত; আমার কি ক্ষমতা, একবার দেখ।" ইহা শুনিয়া নগরবাসীরা আশ্বস্ত হইল এবং উক্তরূপে আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিল। যাহারা নগরের বহির্ভাগে বাস করিত, তাহারা এই গীতবাদ্যের শব্দ শুনিতে পাইল। পশ্চাদ্দার দিয়া লোকে নগরে প্রবেশ করিতে লাগিল। শত্রু ব্যতীত অন্য কোন লোক দেখিলে তাহাকে বন্দী করিবার নিয়ম ছিল না; কাজেই বাহিরের লোকেও নগরের ভিতরে যাইতে পারিল। তাহারা নগরে প্রবেশ করিয়া উৎসবমত্ত নাগরিকদিগকে দেখিতে লাগিল।

চূড়নী ব্রহ্মদত্ত নগরের কোলাহল শুনিয়া অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভো অমাত্যগণ; আমরা অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া নগর অবরোধ

করিয়াছি; তথাপি নগরবাসীদিগের কোন ভয় বা উদ্বেগের লক্ষণ দেখা যাইতেছে না; তাহারা মহানন্দে, মনের স্ফুর্ত্তিতে বাহু স্ফোঁান করিতেছে, চীৎকার করিতেছে, গান করিতেছে। ইহার কারণ কি বলুন ত?" তাঁহার নিকট মহাসত্ত্বের যে সকল গুপ্তচর ছিলেন, তাঁহারা মিথ্যা বলিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন : "আমরা একটা কার্য্যোপলক্ষ্যে পশ্চাদ্দার দিয়া নগরে প্রবেশ করিয়াছিলাম এবং উৎসবনিমগ্ন লোকসমূহ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'জম্বুদ্বীপের সমস্ত রাজা আসিয়া তোমাদের নগর অবরোধ করিয়াছেন; আর তোমরা সকলে অতি অসতর্ক ভাবে রহিয়াছ। ব্যাপার কি বল ত?" তাহারা বলিয়াছিল, "আমাদের রাজার কুমারকালে একটা বাসনা ছিল যে, জম্বুদ্বীপের সমস্ত রাজা নগর পরিবেষ্টন করিলে তিনি উৎসব করিবেন। আজ তাঁহার সেই মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে; এই নিমিত্ত তিনি উৎসব ভেরী বাজাইতে আজ্ঞা দিয়া স্বয়ং মহাতলে মহাপানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।"

ইহা শুনিয়া ব্রহ্মদত্তের মহাক্রোধ হইল; তিনি একদল সেনাকে আজ্ঞা দিলেন, "নগরের চারিদিকে যেখানে সেখানে গিয়া পড়; পরিখা ভেদ (পূর্ণ) করিয়া প্রাকার মর্দ্দন কর; তোরণাট্টলকগুলি চূরমার কর; নগরে প্রবেশ করিয়া, লোকে যেমন শকটে কুষ্মাণ্ড বোঝাই করে, সেই ভাবে নাগরিকদিগের মাথা বোঝাই কর, এবং বিদেহরাজের মাথাঁা আমার নিকট লইয়া আইস।" এই আদেশ পাইয়া বীর্য্যবান যোধগণ নানাবিধ আয়ুধ লইয়া নগরদ্বারসমীপে ছুটিয়া গেল; মহাসত্ত্বের লোকে তপ্ত মল[১] বর্ষণ, কর্দ্দমসেচন এবং পাষাণাদিনিক্ষেপ দ্বারা তাহাদিগকে এমন উপদ্রুত করিল যে, তাহারা হঠিয়া গেল। যাহারা প্রাকার ভগ্ন করিবার উদ্দেশ্যে পরিখার মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাদিগকেও প্রাকার ও পরিখার অন্তর্ব্বর্ত্তী অট্টালকসমূহে অবস্থিত লোকে শরশক্তিতোমরাদির প্রহারে দলে দলে নিহত করিল। পণ্ডিতের যোদ্ধাগণ ব্রহ্মদত্তের যোদ্ধাদিগকে হস্তভঙ্গী দেখাইয়া নানাপ্রকারে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং প্রাকারের উপর বিচরণ করিতে করিতে সুরাপান করিয়া ও মৎস্যমাংস খাইয়া সুরাপাত্র ও মাংসাদিপাকের শূলগুলি হাত বাড়াইয়া দেখাইয়া বলিতে লাগিল, "তোমরা খাদ্যপানীয় না পেয়ে থাক ত কিছুক্ষণের জন্য ভিতরে এস না? কিছু খেয়ে যাও।" ফলতঃ ব্রহ্মদত্তের সেনা কিছুই করিতে না পারিয়া, তাঁহার নিকটে ফিরিয়া গিয়া বলিল, "মহারাজ, ঋদ্ধিমান (ঐন্দ্রজালিক) ব্যতীত অন্য কেহই পরিখা পার হইতে পারে না।"

---

[১]। মূলে 'পক্কমাল' আছে। হয় ইহা 'পক্কমল' হইবে; নচেৎ 'সক্খরকদ্দম' এই পাঠান্তর গ্রহণ করিতে হইবে। সক্খরা = খাপড়া; ভাঙ্গা হাঁড়ি ইত্যাদি।

ব্রহ্মদত্ত মিথিলার পুরোভাগে চারি পাঁচ দিন অতিবাহিত করিলেন; কিন্তু নগর অধিকার করিবার কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর তিনি কৈবর্ত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, আমরা ত নগর অধিকার করিতে অসমর্থ; এক প্রাণীও ইহার নিকটে পর্য্যন্ত যাইতে পারিল না! এখন কর্ত্তব্য কি?" কৈবর্ত্ত বলিলেন, "ও কথা রেখে দিন, মহারাজ। নগরমাত্রেই বাহির হইতে জল পায়। আমরা জল বন্ধ করিয়া নগর অধিকার করিব। নগরবাসীরা জলাভাবে কাতর হইয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিবে।" রাজা বলিলেন, "এ একটা ভাল উপায় বটে।" তিনি জল বন্ধ করিবারই ব্যবস্থা করিলেন; তাঁহার লোকে অপর কাহাকেও জলাশয়গুলিতে যাইতে দিল না। মহাসত্ত্বের গুপ্তচরেরা একখানি পত্রে এই বৃত্তান্ত লিখিয়া উহা একটা শরের কাণ্ডে বান্ধিলেন এবং ঐ শর নগর মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। মহাসত্ত্ব প্রথমেই আজ্ঞা দিয়া রাখিয়াছিলেন, যে কেহ শরকাণ্ডে পত্র দেখিতে পাইবে, সে যেন তৎক্ষণাৎ উহা তাঁহার নিকট লইয়া যায়। কাজেই যখন একজন যোদ্ধা ঐ শর দেখিতে পাইল, তখন(ই) সে উহা তুলিয়া লইয়া মহাসত্ত্বকে দেখাইল। তিনি ব্রহ্মদত্তের উপায় অবগত হইয়া ভাবিলেন, 'মহৌষধের যে কত পাণ্ডিত্য তাহা ত ব্রহ্মদত্তের জানা নাই!' তিনি ষাঁ হাত লম্বা একখানা বাঁশ দুই ভাগে চিরাইয়া উহার ভিতরের গাটগুলি কাটাইয়া ফেলিলেন, এবং ঐ দুই খণ্ড পুনর্ব্বার যোড়াইয়া চামড়া দিয়া বান্ধাইয়া তাহার উপর কাদা লেপাইলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তিনি ঋদ্ধিমান তাপসগণের দ্বারা হিমালয় হইতে কর্দ্দম ও কুমুদবীজ আনাইয়াছিলেন। এখন পুষ্করিণীর তীরে সেই কর্দ্দমে সেই বীজ রোপণ করিলেন এবং বীজের উপরে ঐ বাঁশটা রাখিয়া উহা জলে পূর্ণ করিলেন। এক রাত্রির মধ্যেই কুমুদনল এত বর্দ্ধিত হইল যে, তাহার পুষ্পটী বাঁশের আগার এক অরত্নি উপরে শোভা পাইতে লাগিল।[১] তখন নলটা উৎপাটন করাইয়া তিনি নিজের ভৃত্যদিগের হাতে দিয়া বলিলেন, "এটা ব্রহ্মদত্তকে দাও।" ভৃত্যেরা উহা বলয়াকারে কুণ্ডলিত করিয়া নিক্ষেপ করিবার কালে বলিল, "ওহে ব্রহ্মদত্তের লোকজন; তোমরা ক্ষিদেয় মরো না; এই কুমুদটা লও; ফুলটা দিয়া গা সাজাও; দণ্ডটা পেট পূরে খাও।" ব্রহ্মদত্তের সেবকদিগের মধ্যে মহাসত্ত্বের যে সকল গুপ্তচর ছিলেন, তাঁহাদেরই একজন কুমুদনলটা তুলিয়া লইলেন এবং উহা ব্রহ্মদত্তের নিকটে লইয়া বলিলেন, "দেখুন, মহারাজ, এই পুষ্পের দণ্ডটা! পূর্ব্বে এত দীর্ঘ দণ্ড কেহ কখনও দেখে নাই।" ব্রহ্মদত্ত বলিলেন, "মাপ ত।" গুপ্তচরেরা ষাট হাত দণ্ড 'আশী হাত হইল' বলিলেন। 'ইহা কোথায় জন্মে' জিজ্ঞাসিলে একজন চর মিথ্যা কথার ঘটা

---

[১]। অরত্নি = কনুই হইতে কনিষ্ঠার অগ্র পর্য্যন্ত।

করিয়া বলিলেন, “মহারাজ, আমি একদিন পিপাসার্ত্ত হইয়া সুরাপানের জন্য পশ্চাদ্দার দিয়া নগরে প্রবেশ করিয়াছিলাম; দেখিলাম সেখানে নগরবাসীদিগের জলকেলির জন্য একটা প্রকাণ্ড পুষ্করিণী আছে; বহুলোকে নৌকায় চড়িয়া সেখানে ফুল তুলিতেছে। এই কুমুদনল সেই পুষ্করিণীর তীরসন্নিধানে জন্মিয়াছে। গভীর জলে জন্মিলে ইহা শত হস্ত দীর্ঘ হইত।” ইহা শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত কৈবর্ত্তকে বলিলেন, “জলক্ষয় করিয়া নগর অধিকার করিব, এ আশা বৃথা। আপনি এ মন্ত্রণা ত্যাগ করুন।” কৈবর্ত্ত বলিলেন, “তবে, মহারাজ, আমরা শস্য বন্ধ করিয়া নগর অধিকার করিব, কারণ নগরবাসীরা বাহির হইতেই শস্য পাইয়া থাকে।” “বেশ, তাহাই করুন, আচার্য্য।” বোধিসত্ত্ব পূর্ব্ববৎ এই মন্ত্রণাও জানিতে পারিলেন; তিনি ভাবিলেন, ‘কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণ ত আমার পাণ্ডিত্যের প্রমাণ জানেন না!’ তিনি প্রাকারমস্তকে কর্দ্দম দেওয়াইয়া তাহাতে ধান্য রোপণ করাইলেন। বোধিসত্ত্বদিগের অভিপ্রায় সকল সময়েই সফল হয়। এক রাত্রির মধ্যেই ধান গাছগুলি অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া প্রাকারের উপরি দেখা দিল; তাহা দেখিয়া ব্রহ্মদত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, “ওহে, প্রাকারের উপর হরিদ্‌বর্ণ ও কি দেখা যাইতেছে?” মহাসত্ত্বের একজন গুপ্তচর যেন তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, “মহারাজ, গৃহপতিপুত্র মহৌষধ অনাগত ভয়ের আশঙ্কায় রাজ্যের সর্ব্বস্থান হইতে ধান্য আহরণ করাইয়া ভাণ্ডারসমূহ পূর্ণ করাইয়াছেন এবং যাহা উদ্‌বৃত্ত ছিল, তাহা প্রাকারপার্শ্বে নিক্ষেপ করাইয়াছেন। সেই নিক্ষিপ্ত ধান্য রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া এবং বৃষ্টিতে সিক্ত হইয়া এখন গাছে পরিণত হইয়াছে। আমি একদিন কোন কার্য্যবশতঃ পশ্চাদ্দার দিয়া নগরে গিয়াছিলাম এবং প্রাকারপার্শ্বস্থ ধান্যরাশি হইতে এক মুষ্টি লইয়া রাস্তায় ছড়াইয়াছিলাম। ইহা দেখিয়া লোকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছিল, ‘বোধ হয়, তোমার ক্ষিদে পেয়েছে; কাপড়ের কোণে ধান বান্ধিয়া লও এবং বাড়ীতে গিয়া রান্ধাইয়া খাও।’ ইহা শুনিয়া রাজা কৈবর্ত্তকে বলিলেন, “আচার্য্য, নগর অধিকার করিবার জন্য ধান্য ক্ষয় করা অসম্ভব। এ উপায়ও অনুপায়।” কৈবর্ত্ত বলিলেন, “তবে, মহারাজ, ইন্ধনক্ষয় দ্বারা আমরা ইহা জয় করিব। সকল নগরেই বাহির হইতে ইন্ধন গিয়া থাকে।” “তাহাই করুন, আচার্য্য,” ইহা বলিয়া রাজা এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। মহাসত্ত্ব পূর্ব্ববৎ ইহা জানিতে পারিলেন; তিনি প্রাকারমস্তকে রাশীকৃত দারু রাখিলেন; সেগুলি ধানগাছের উপর দিয়া দেখা যাইতে লাগিল। মহাসত্ত্বের লোকেরা ব্রহ্মদত্তের লোকদিগকে পরিহাস করিয়া বলিতে লাগিল, “ক্ষিদে পেয়েছে? এই কাঠ লও; ইহা দিয়া যাউভাত পাক করিয়া খাও গিয়া।” ইহা বলিয়া তাহারা বড় বড় কাঠ ফেলিয়া দিতে লাগিল। ব্রহ্মদত্ত প্রাকারমস্তকের দিকে দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঐ যে কাঠের মত

দেখা যাইতেছে, উহা কি?” বোধিসত্ত্বের গুপ্তচরেরা বলিলেন, “গৃহপতিপুত্র অনাগত ভয়ের সম্ভাবনা দেখিয়া প্রচুর কাষ্ঠ আহরণ করাইয়াছেন এবং প্রতি গৃহের পশ্চাদ্‌ভাগে রাখাইয়াছেন। যে কাঠ রাখিবার আর স্থান পাওয়া যায় নাই, তাহা প্রাকারের পার্শ্বে নিক্ষেপ করা হইতেছে।” ইহা শুনিয়া রাজা কৈবর্ত্তকে বলিলেন, “আচার্য্য, নগর অধিকার করিবার জন্য দারুক্ষয় ঘটানও অসম্ভব। অতএব এ উপায় ছাড়িয়া দিন।” কৈবর্ত্ত বলিলেন, “ভাবিলেন না, মহারাজ। আরও উপায় আছে” “আবার কি নূতন উপায়, আচার্য্য? আমি ত আপনার উপায়ের অন্ত পাইতেছি না। আমরা কিছুতেই বিদেহের রাজধানী হস্তগত করিতে পারিব না। চলুন, আমরা স্বীয় নগরে প্রতিগমন করি।” “মহারাজ, চূড়নী ব্রহ্মদত্ত একশত একজন রাজার সাহায্য পাইয়াও বিদেহ জয় করিতে পারিলেন না, ইহা যে বড় লজ্জার কারণ হইবে। কেবল মহৌষধই যে পণ্ডিত তাহা নয়; আমিও পণ্ডিত বটি। আমি একটা কৌশল প্রয়োগ করিতেছি।” “কি কৌশল, আচার্য্য?” “আমি ধর্ম্মযুদ্ধ করিব।” “ধর্ম্মযুদ্ধ কাহাকে বলে?” “মহারাজ, এ যুদ্ধ সেনায় সেনায় নয় : দুই রাজার দুই পণ্ডিত এক স্থানে উপস্থিত হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি অপরকে বন্দনা করিবেন, তিনিই পরাজিত হইবেন। মহৌষধ এই মন্ত্র (ব্যবস্থা?) জানেন না; আমি বৃদ্ধ, তিনি যুবক; তিনি আমাকে দেখিয়া নিশ্চয় প্রণাম করিবেন; তাহাতেই বিদেহরাজ পরাজিত হইবেন। আমরা বিদেহরাজকে এইরূপে পরাস্ত করিয়া স্বীয় নগরে প্রতিগমন করিব। ইহাতে আমাদের লজ্জার কোন কারণ থাকিবে না। মহারাজ, ইহারই নাম ধর্ম্মযুদ্ধ।” মহাসত্ত্ব পূর্ব্ববৎ উপায়ে এই চক্রান্তও অবগত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, ‘কৈবর্ত্ত যদি আমাকে পরাজয় করেন, তবে আমার পণ্ডিত নাম বৃথা।’ ব্রহ্মদত্ত বলিলেন, “এ অতি উত্তম কৌশল, আচার্য্য।” তিনি এই পত্র লেখাইয়া বিদেহরাজের নিকট পাঠাইলেন : “কল্য পণ্ডিতদ্বয়ের মধ্যে ধর্ম্মযুদ্ধ হইবে। যথাধর্ম্ম ও বিনাপক্ষপাতে উভয়ের জয় পরাজয় ঘটিবে। যিনি ধর্ম্মযুদ্ধ করিবেন না, তিনি পরাজিত বলিয়া গণ্য হইবেন।” এই পত্র পাইয়া বিদেহরাজ মহাসত্ত্বকে ডাকাইলেন এবং তাঁহাকে বৃত্তান্ত জানাইলেন। মহাসত্ত্ব বলিলেন, “এ উত্তম প্রস্তাব, মহারাজ। আপনি বলিয়া পাঠান যে, কাল সকালেই ধর্ম্মযুদ্ধ হইবে। পশ্চিম দ্বারের নিকট যেন ধর্ম্মযুদ্ধ-মণ্ডল সজ্জিত থাকে এবং ধর্ম্মযুদ্ধ দেখিবার জন্য যেন সেখানে সকলে সমবেত হয়।” ইহা শুনিয়া রাজা আগত দূতের হস্তে উত্তর দেওয়াইলেন। পরদিন বিদেহের লোকে কৈবর্ত্তের পরাজয় কামনা করিয়া পশ্চিমদ্বারের নিকট ধর্ম্মযুদ্ধ-মণ্ডল সজ্জিত করিল। ব্রহ্মদত্তের অনুচর সেই একশত একজন রাজা, কি জানি কি ঘটে, এই আশঙ্কায় কৈবর্ত্তকে রক্ষা করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইলেন। অনন্তর তাঁহারা ধর্ম্মযুদ্ধ-মণ্ডলে গিয়া

উপবেশনপূর্ব্বক পূর্ব্বমুখে অবলোকন করিতে লাগিলেন; কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণও তাহাই করিলেন।

বোধিসত্ত্ব প্রাতঃকালেই গন্ধোদকে স্নান করিয়া শতসহস্রমূল্যের কাশীজাত বস্ত্র পরিধান করিলেন, যেখানে যাহা আবশ্যক, সর্ব্ববিধ আভরণে মণ্ডিত হইলেন এবং নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্য ভোজন করিয়া বহু অনুচরসহ রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। রাজা আদেশ দিলেন, "আমার পুত্র আমার কক্ষে প্রবেশ করুক।" তখন বোধিসত্ত্ব তাঁহার নিকটে গিয়া নমস্কারপূর্ব্বক এক পার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস মহৌষধ, কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ, বল।" মহৌষধ বলিলেন, "আমি ধর্ম্মযুদ্ধ মণ্ডলে যাইব।" "আমাকে কি করিতে হইবে, বল।" "মহারাজ, আমি কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণকে মণি দ্বারা বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। আমাকে আপনার সেই আটপ'লে মহামণিটা দিলে ভাল হয়।" "বেশ ত, তুমি উহা লও।" বোধিসত্ত্ব মণি গ্রহণ করিলেন, রাজাকে প্রণাম করিয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন এবং তাঁহার সহজাত সেই সহস্র যোদ্ধা দ্বারা পরিবৃত হইয়া নবতি সহস্র কার্ষাপণ মূল্যের শ্বেত সৈন্ধবযুক্ত রথবরে আরোহণপূর্ব্বক প্রাতরাশবেলায় নগরদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

"এখনি আসিবেন, এখনি আসিবেন" মনে করিয়া কৈবর্ত্ত তাঁহার আগমন পথের দিকে তাকাইয়া ছিলেন; অবিরত মাথা তুলিয়া তাকাইতে তাকাইতে তাহার গ্রীবাটা যেন লম্বা হইয়াছিল; রৌদ্রে তাঁহার শরীর হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছিল। বহু অনুচরপরিবৃত মহাসত্ত্ব উদ্বেলিত সমুদ্রের মত, কেশরীর ন্যায় নির্ভয়ে, অরোমাঞ্চিতদেহে নগর দ্বার উদ্‌ঘাঁন করাইয়া নগরের বাহির হইলেন এবং রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক কেশরিবিক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার অলৌকিক রূপ দেখিয়া ব্রহ্মদত্তের অনুচর সেই একশত একজন রাজা সহস্র সহস্রবার উচ্চৈস্বরে বলিতে লাগিলেন, "অহো! ইনিই বুঝি শ্রীবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠীর পুত্র সেই মহৌষধ পণ্ডিত, যিনি প্রজ্ঞাবলে জম্বুদ্বীপে অদ্বিতীয়।" অমরগণপরিবৃত শক্রের মত অনুপম শ্রীসম্পন্ন মহৌষধ সেই মহামণি হস্তে লইয়া কৈবর্ত্তের সম্মুখে অবস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কৈবর্ত্ত প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিলেন না; তিনি প্রত্যুদগমন করিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত মহৌষধ, আমরা দুইজনেই পণ্ডিত; আমি তোমার নিকটেই এতকাল অবস্থিতি করিতেছি; ইহার মধ্যে তুমি এক দিনও আমাকে কোন উপহার প্রেরণ করিলে না! ইহা না করিবার কারণ কি?" মহৌষধ বলিলেন, "পণ্ডিতবর! আমি আপনার উপযুক্ত উপহার অনুসন্ধান করিতেছিলাম; অদ্য এই মহামণি লাভ করিয়াছি। দয়া করিয়া ইহা গ্রহণ করুন; পৃথিবীতে ইহার তুল্য অন্য কোন মণি নাই।" মহৌষধের হস্তে সেই জাজ্বল্যমান মহামণি দেখিয়া কৈবর্ত্ত ভাবিলেন, সত্য সত্যই বুঝি আমাকে

এই মণি দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। "বেশ ত, উহা আমায় দাও," বলিয়া তিনি হস্ত প্রসারণ করিলে মহাসত্ত্ব বলিলেন, "গ্রহণ করুন" এবং মণিটা কৈবর্ত্তের প্রসারিত হস্তের অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগে নিক্ষেপ করিলেন। ব্রাহ্মণ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা সেই গুরুভার মণি ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না; উহা গড়াইয়া গিয়া মহাসত্ত্বের পাদমূলে পড়িল। ব্রাহ্মণ লোভবশতঃ উহা ধরিতে গিয়া মহাসত্ত্বের পাদমূলে অবনত হইলেন; অমনি মহাসত্ত্ব এক হস্তে তাঁহার স্কন্ধাস্থি এবং এক হস্তে তাঁহার কটিদেশ ধরিয়া তাঁহাকে উঠিতে না দিয়া বলিতে লাগিলেন, "উঠুন আচার্য্য; উঠুন শীঘ্র! আমি বয়সে ছোট–আপনার পৌত্রের মত; আপনি আমাকে প্রণাম করিবেন না।" তিনি এইরূপ বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের ললাট ও মুখ বার বার মাটিতে ঘষিতে লাগিলেন; তাহাতে কৈবর্ত্তের মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হইল। অনন্তর "ওরে অন্ধ মূর্খ, তুই আমার নিকট প্রণাম পাইতে চাস্!" বলিয়া তিনি কৈবর্ত্তকে গলা ধাক্কা দিয়া ছুড়িয়া ফেলিলেন; ব্রাহ্মণ এক শ চল্লিশ হাত দূরে গিয়া পড়িলেন এবং উঠিয়াই পলায়ন করিলেন। মহামণিটা মহাসত্ত্বের অনুচরেরা তুলিয়া লইল। "উঠুন, উঠুন, আমাকে প্রণাম করিবেন না"–বোধিসত্ত্বের এই কথাগুলি জনসঙ্ঘের মহাকোলাহল অতিক্রম করিয়া শ্রুত হইয়াছিল; দর্শকেরাও সমস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল যে, কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণ মহৌষধের পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিয়াছেন। কৈবর্ত্ত যে মহাসত্ত্বের পাদমূলে অবনত হইয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মদত্ত স্বয়ং এবং তাঁহার একশত একজন রাজানুচরও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, "আমাদের পণ্ডিত যখন মহৌষধকে প্রণাম করিলেন, তখন আমাদেরই পরাজয় ঘটিল। মহৌষধ ত আমাদের প্রাণ রাখিবেন না!' কাজেই তাঁহারা স্ব স্ব অশ্বে আরোহণ করিয়া উত্তরপঞ্চালাভিমুখে পলায়ন আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া বোধিসত্ত্বের অনুচরেরা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল।" "ঐ দেখ, চূড়নী ব্রহ্মদত্ত তাঁহার একশত একজন রাজা লইয়া পলাইয়া যাইতেছেন।" ইহা শুনিয়া ঐ সকল রাজা মরণভয়ে আরও দ্রুতবেগে ছুটিয়া সৈন্যব্যূহ ছিন্নভিন্ন করিলেন। তখন বোধিসত্ত্বের লোকে চীৎকার করিয়া ও লম্ফঝম্ফ করিয়া আরও অধিক কোলাহল করিতে লাগিল। অতঃপর মহাসত্ত্ব সৈন্যসহ নগরে ফিরিয়া গেলেন; ব্রহ্মদত্তের সেনা পলায়ন করিয়া তিন যোজন অতিক্রম করিল। তাহা দেখিয়া কৈবর্ত্ত অশ্বারোহণে ললাটের রক্ত পুঁছিতে পুঁছিতে তাহাদিগকে গিয়া ধরিলেন এবং অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়াই বলিতে লাগিলেন, "ভো যোধগণ! তোমরা পলায়ন করিও না; আমি গৃহপতিপুত্রকে বন্দনা করি নাই। তোমরা থাম, থাম।" কিন্তু কেহই থামিল না; তাহারা কৈবর্ত্তকে গালি দিতে দিতে ও পরিহাস করিতে করিতে ছুটিয়াই চলিল। তাহারা বলিল, "অরে পাপধর্ম্মা দুষ্ট ব্রাহ্মণ! তুই

ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে গিয়া, যে তোর পৌত্রের চেয়েও ছোট, তাহাকে কি না প্রণাম করিলি! তোর অকর্ত্তব্য কিছুই নাই রে!" কৈবর্ত্ত কত নিষেধ করিলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়াই ছুটিতে লাগিল। কৈবর্ত্ত তখন মহাবেগে সেনার মধ্যভাগে গিয়া বলিলেন, "ওহে, তোমরা আমার কথা বিশ্বাস কর। আমি তোমাকে প্রণাম করি নাই। সে মহামণির লোভ দেখাইয়া আমাকে বঞ্চনা করিয়াছে।" এইরূপে নানা প্রকারে তিনি সেই সকল রাজাকে বুঝাইলেন, নিজের কথায় বিশ্বাস করাইলেন এবং ছত্রভঙ্গ সৈনিকদিগকে ফিরাইয়া আনিলেন।

ব্রহ্মদত্তের সেই সেনা এত বিপুলা ছিল যে, এক এক জন যোদ্ধা এক এক মুষ্টি ধূলি বা এক একটা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলেও কেবল যে মিথিলার সমস্ত পরিখা পূর্ণ হইত তাহা নহে; ঐ সমস্ত পূর্ণ করিয়া প্রাকারের সমান রাশীকৃত হইত। কিন্তু বোধিসত্ত্বদিগের অভিপ্রায় সকল সময়েই সিদ্ধ হয় বলিয়া তাহাদের এক ব্যক্তিও নগরাভিমুখে এক মুষ্টি ধূলি বা একটা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিল না; তাহারা ফিরিয়া স্কন্ধাবারে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া থাকিল। ব্রহ্মদত্ত কৈবর্ত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি?" "মহারাজ, আমরা ক্ষুদ্রদ্বার দিয়া কাহাকেও বাহির হইতে দিব না; তাহা করিলে আগম নিগম বন্ধ হইবে। নগরবাসীরা বাহির হইতে না পারিয়া ভীত ও নিরুৎসাহ হইবে এবং দ্বার খুলিয়া দিবে; আমরা গিয়া তখন শত্রুদিগকে পরাভূত করিব।" এ মন্ত্রণাও পূর্ব্বকথিত উপায়ে মহৌষধের জ্ঞানগোচর হইল। তিনি ভাবিলেন, 'এই সেনা দীর্ঘকাল এখানে অবস্থিতি করিলে আমরা শান্তি পাইব না; অতএব এমন চক্রান্ত করিবে যে, ইহারা পলায়ন করে।' অমাত্যদিগের মধ্যে কে মন্ত্রণাকুশল, ইহা ভাবিয়া অনুকৈবর্ত্ত নামক এক ব্যক্তির কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি অনুকৈবর্ত্তকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আচার্য্য, আপনাকে আমার একটা কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে।" অনুকৈবর্ত্ত বলিলেন, "কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।" "আপনি গিয়া প্রাকারের উপর দাঁড়ান এবং আমাদের কোন প্রহরীকে অনবহিত দেখিলে বার বার ব্রহ্মদত্তের লোকজনের অভিমুখে পূপমৎসামাংসাদি নিক্ষেপপূর্ব্বক বলুন, 'ওহে, তোমরা এই সকল দ্রব্য ভোজন কর; তোমরা উদবিগ্ন হইও না; আরও কয়েকদিন এখানে থাকিবার চেষ্টা কর; নগরবাসীরা পঞ্জরাবদ্ধ কুক্কুটের মত ভীত ও উদবিগ্ন হইয়া অচিরেই দ্বার উদঘাটন করিবে; তখন তোমরা বিদেহরাজকে এবং দুষ্ট গৃহপতিপুত্রকে ধরিতে পারিবে।' আমাদের লোকেরা এই কথা শুনিতে পাইয়া আপনাকে গালি দিবে; ব্রহ্মদত্তের লোকের সমক্ষেই আপনার হাত পা বান্ধিবে, আপনাকে বাঁশের বাখারি দিয়া প্রহার করিতেছে এরূপ দেখাইবে, আপনাকে প্রাকার হইতে নামাইয়া আপনার

চুলগুলি পাঁচটী চূড়ার আকারে বান্ধিবে,[১] আপনার শরীরে ইষ্টক চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে, গলায় করবীর মালা পরাইবে[২], কয়েকবার আপনাকে এমন প্রহার করিবে যে তাহাতে আপনার পৃষ্ঠে প্রহারের দাগ ফুলিয়া উঠিবে, পুনর্ব্বার আপনাকে প্রাকারের উপর লইয়া যাইবে, সেখানে শিকার মধ্যে ফেলিবে এবং 'যা, ব্যাটা মন্ত্রভেদক' বলিয়া রজ্জুদ্বারা নামাইয়া ব্রহ্মদত্তের লোকদিগের হাতে দিবে। ব্রহ্মদত্তের লোকে তখন আপনাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইবে; তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, 'তুমি কি দোষ করিয়াছিলে?' আপনি উত্তর দিবেন, 'মহারাজ, আমি পূর্ব্বে যথেষ্ট সম্মানভাজন ছিলাম; কিন্তু আমি মন্ত্রভেদক, এই সন্দেহে ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহপতিপুত্র রাজাকে বলিয়া আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছে। আমার সর্ব্বস্বাপহারক গৃহপতিপুত্রের মস্তকটা যাহাতে মহারাজের পায়ে আনিয়া দিতে পারি, সেই উদ্দেশ্যে, আপনার লোকজন উদবিগ্ন হইয়াছে দেখিয়া, ভয় পাইয়া আমি তাহাদিগকে কিছু খাদ্য ও ভোজ্য দিয়াছিলাম। এই অপরাধে পূর্ব্বতন বৈরভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া গৃহপতিপুত্র আমার যে দুর্দ্দশা করিয়াছে তাহা সমস্তই আপনার লোকেরা জানে।' এইরূপে ও অন্যান্য উপায়ে আপনি ব্রহ্মদত্তের বিশ্বাসভাজন হইবেন। তাঁহার বিশ্বাস জন্মিলে বলিলেন, 'মহারাজ, আপনি যখন আমাকে পাইয়াছেন, তখন কোন চিন্তার কারণ নাই। ধরিয়া রাখুন যে, বিদেহরাজ ও গৃহপতিপুত্র উভয়েই নিহত হইয়াছেন। এই নগরপ্রাকারের কোন্ অংশ দুর্ভেদ্য, কোন্ অংশ দুর্ব্বল, পরিখার কোন অংশে কুম্ভীরাদি আছে, কোন অংশে নাই, সমস্তই আমার জানা আছে। আমি শীঘ্রই এই নগর অধিকার করিয়া আপনাকে দিতেছি।' ব্রহ্মদত্ত বিশ্বাস করিয়া আপনার সম্মান করিবেন; বলবাহনও আপনার হস্তে দিবেন। আপনি তখন তাঁহার সেনাকে পরিখার ব্যালকুম্ভীরসমাকীর্ণ স্থানে লইয়া যাইবেন। সৈনিকেরা কুম্ভীরাদির ভয়ে প্রাকারে অবতরণ করিতে চাহিবে না; তখন আপনি বলিবেন, 'মহারাজ, গৃহপতিপুত্র আপনার সেনা হাত করিয়াছে। একশত একজন রাজা এবং কৈবর্ত্ত প্রভৃতি আপনার অনুচরদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই, যিনি গৃহপতিপুত্রের নিকট হইতে উৎকোচ না লইয়াছেন। ইঁহারা আপনাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকলেই গৃহপতিপুত্রের বশ্যতাপন্ন; কেবল আমি একা আপনার অনুগত সেবক। আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, মহারাজ, তবে সকল রাজাকেই আদেশ দিন যে, তাঁহারা স্ব স্ব আভরণ পরিধান করিয়া আপনার

---

[১]। পঞ্চচূড়া দাসত্বের বা তাদৃশী অন্য কোন দুর্দ্দশার চিহ্ন (পঞ্চম খণ্ড ১৫২ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)।

[২]। বধ্য ব্যক্তিদিগের গলে রক্তকরবীর মালা পরাইবার প্রথা ছিল (তৃতীয় খণ্ড ২৬শ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)।

দর্শনার্থ উপস্থিত হউন। গৃহপতিপুত্র তাঁহাদিগকে নিজের নামাঙ্কিত যে সকল বস্ত্রাভরণ-খড়্গাদি দিয়াছেন, সেগুলি দেখিলে আপনার সংশয় দূর হইবে।' আপনি এরূপ বলিলে রাজা তাহাই করিবেন, মৎপ্রদত্ত বস্ত্রাদি দেখিয়া আপনার কথায় নিঃসন্দেহ হইবেন এবং ভয় পাইয়া রাজা প্রভৃতিকে বিদায় দিবেন। অতঃপর তিনি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, 'এখন আমার কর্ত্তব্য কি?' আপনি বলিবেন, 'মহারাজ, গৃহপতিপুত্র বহু মায়া জানে; আপনি যদি আরও কিছুদিন এখানে থাকেন, তবে সে আপনার সমস্ত সেনাই হাত করিয়া আপনাকে বন্দী করিবে। অতএব কালবিলম্ব না করিয়া অদ্যই নিশীথ সময়ে অশ্বপৃষ্ঠে পলায়ন করা যাউক; পরহস্তে যেন আমাদের মরণ না ঘটে।' আপনার কথায় রাজা তাহাই করিবেন, "আপনি তাঁহার পলায়নকালে ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগকে সংবাদ দিবেন।" ইহা শুনিয়া অনুকৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণ বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনি উত্তম উপায় স্থির করিয়াছেন; আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিতেছি।" "তবে আপনাকে কিছু প্রহার সহ্য করিতে হইবে।" "আপনি আমার প্রাণটা এবং হাত পা চারিখানি বাদে আর যাহা আছে, ইচ্ছামত কাটুন, ছিঁড়ুন, কোন আপত্তি নাই।"

অতঃপর মহাসত্ত্ব অনুকৈবর্ত্তের গৃহস্থিত পরিজনবর্গের প্রতি মহাসম্মান দেখাইলেন, পূর্ব্বকথিত ভাবে তাঁহাকে প্রহারাদি করাইলেন এবং রজ্জুর সাহায্যে অবতরণ করিয়া ব্রহ্মদত্তের লোকদিগের হস্তে সমর্পণ করাইলেন। ব্রহ্মদত্ত অনুকৈবর্ত্তের পরীক্ষা করিয়া তাঁহার কথা বিশ্বাস করিলেন, তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইয়া তাঁহাকেই সেনাপরিচালনের ভার দিলেন; তিনিও যোধগণকে ব্যালকুম্ভীরসঙ্কুল স্থানে নামাইলেন। যাহারা প্রথমে অবতরণ করিল, তাহারা কুম্ভীরাদির দ্বারা আক্রান্ত এবং অট্টালিকাস্থ লোকের শক্তি তোমরাদির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত ও বিনষ্ট হইল। ইহা দেখিয়া আর কেহই ভয়ে ঐ স্থানে যাইতে পারিল না। তখন অনুকৈবর্ত্ত ব্রহ্মদত্তের নিকটে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনার হিতের জন্য যুদ্ধ করিবে, এমন লোক ত কেহই নাই। ইহারা সকলেই উৎকোচ পাইয়া বিপক্ষের বশীভূত হইয়াছে। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, রাজাদিগকে ডাকাইয়া তাঁহাদের পরিহিত বস্ত্রাদিতে অঙ্কিত অক্ষরগুলি অবলোকন করুন।" রাজা তাহাই করাইলেন এবং সকলেরই বস্ত্রে মহাসত্ত্বের নাম অঙ্কিত আছে দেখিয়া স্থির করিলেন, তাঁহারা সত্য সত্যই উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আমার কর্ত্তব্য কি, আচার্য্য?" অনুকৈবর্ত্ত বলিলেন, "মহারাজ, অন্য কর্ত্তব্য কিছুই নাই; আপনি এখানে বিলম্ব করিলে গৃহপতিপুত্র আপনাকে ধরিয়া ফেলিবে। সত্য বটে, আচার্য্য কৈবর্ত্ত আঘাতের চিহ্ন লইয়া বেড়াইবেন; কিন্তু তিনিও উৎকোচ গ্রহণ

করিয়াছেন; তিনি মহামণি পাইয়া আপনাকে তিন যোজন পর্য্যন্ত পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে আপনার বিশ্বাস জন্মাইয়া এখানে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। তিনিও বিশ্বাসঘাতক। আমার বিবেচনায় এখানে আর এক রাত্রিও অবস্থান করা নিরাপদ নয়; অদ্যই নিশীথকালে পলায়ন করা কর্ত্তব্য। আমি ছাড়া, মহারাজ, আপনার আর কোন সুহৃৎ নাই।” ব্রহ্মদত্ত বলিলেন, “তবে আচার্য্য, আপনি আমার জন্য অশ্ব সজ্জিত করাইয়া গমনের উপায় ঠিক করিয়া রাখুন।” ইহা শুনিয়া অনুকৈবর্ত্ত বুঝিলেন, ব্রহ্মদত্ত নিশ্চয় পলায়ন করিবেন। তিনি বলিলেন, “মহারাজ, ভয় পাইবেন না।” রাজাকে এই আশ্বাস দিয়া তিনি বাহিরে গিয়া বোধিসত্ত্বের গুপ্তচরদিগকে বলিলেন, “ব্রহ্মদত্ত আজ পলাইবে; তোমরা কেহ ঘুমাইও না।” চরদিগকে এইরূপে সতর্ক করিয়া তিনি রাজার জন্য একটী অশ্ব এমন ভাবে সাজাইলেন যে, আরোহী যতই রশ্মি আকর্ষণ করিবেন, অশ্বটা ততই দ্রুতবেগে ছুটিবে। অতঃপর মধ্যমযামে তিনি রাজাকে জানাইলেন, “মহারাজ, অশ্ব সজ্জিত, পলায়নের সময়ও উপস্থিত।” রাজা অশ্বে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন; অনুকৈবর্ত্তও আর একটী অশ্বে আরোহণ করিয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন, এরূপ দেখাইলেন; কিন্তু তিনি সামান্য পথ মাত্র রাজার সঙ্গে গিয়া ফিরিলেন। বল্গা পরাইবার কৌশলে এমন ঘটিল যে, পুনঃ পুনঃ রশ্মিদ্বারা আকৃষ্ট হইলেও রাজার অশ্বটা ছুটিয়াই চলিল। এদিকে অনুকৈবর্ত্ত সেনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “চূড়নী ব্রহ্মদত্ত পলায়ন করিয়াছেন।” গুপ্তচরেরাও স্ব স্ব অনুচরগণের সঙ্গে ঐরূপ চীৎকার করিতে লাগিলেন। একশত একজন রাজা ভাবিলেন, ‘মহৌষধ পণ্ডিত নগরদ্বার খুলিয়া বাহির হইয়াছেন। তিনি ত এখন আমাদের প্রাণ রাখিবেন না।’ এই চিন্তায় তাঁহারা এমন ভয় পাইলেন যে, স্ব স্ব উপভোগ ও পরিভোগের দ্রব্যভাণ্ডাদির দিকে দৃক্‌পাত না করিয়াই তৎক্ষণাৎ পলায়নপর হইলেন। তাহা দেখিয়া মহৌষধের লোকেরা আরও উচ্চৈস্বরে বলিল, “রাজারাও পলায়ন করিলেন।” এই চীৎকার শুনিয়া দ্বারাট্টলকস্থ সৈনিকেরাও গর্জ্জন করিয়া উঠিল এবং বাহু স্ফোটন করিতে লাগিল। ফলতঃ ঐ সময়ে পৃথিবী যেন বিদীর্ণ হইল, সমুদ্র যেন সংক্ষুব্ধ হইল; তখন সমস্ত নগরের অন্তর্ভাগ ও বহির্ভাগ এককোলাহলে নিনাদিত হইল। ব্রহ্মদত্তের সেই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা একবাক্যে বলিয়া উঠিল, “মহৌষধ না কি পঞ্চালরাজকে এবং তাঁহার একশত একজন অনুচররাজকে বন্দী করিয়াছেন!” তাহারা মরণভয়ে ভীত হইল এবং আপনাদিগকে নিতান্ত অসহায় মনে করিয়া কোমরের কাপড় পর্য্যন্ত ফেলিয়া ছুট দিল; সমস্ত স্কন্ধাবার জনশূন্য হইল। চূড়নী ব্রহ্মদত্ত একশত একজন রাজার সঙ্গে স্বীয় রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন; এদিকে, পরদিন বিদেহের সৈনিকেরা নগরদ্বার খুলিয়া বহির্গত হইল এবং শত্রু

শিবিরে বহু লুণ্ঠনলভ্য দ্রব্য দেখিতে পাইল। তাহারা মহাসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, "আমরা এই সকল দ্রব্যের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিব?" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "শত্রুরা যে সকল দ্রব্য ফেলিয়া গিয়াছে, তাহা আমাদেরই প্রাপ্য। রাজাদিগের দ্রব্যগুলি আমাদের রাজাকে দাও; শ্রেষ্ঠীদিগের এবং কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণের দ্রব্যগুলি আমার নিকট আনয়ন কর; অবশিষ্ট দ্রব্য নগরবাসীরা গ্রহণ করুক।" শত্রুশিবিরে বিদেহবাসীরা এত মহার্ঘ দ্রব্য পাইল যে, সেগুলি নগরে বহন করিয়া লইতে অর্দ্ধমাস অতিবাহিত হইল। মহাসত্ত্ব অনুকৈবর্ত্তের মহাসম্মান করিলেন; ঐ সময় হইতে মিথিলাবাসীরা প্রচুর সুবর্ণের অধিকারী হইল।

(১২)

ব্রহ্মদত্ত সেই সকল রাজার সঙ্গে উত্তরপঞ্চালে প্রতিগমন করিলেন। ইহার এক বৎসর পরে একদিন কৈবর্ত্ত দর্পণে মুখ দেখিবার কালে ললাটে সেই ক্ষত-চিহ্ন দেখিয়া ভাবিলেন, "ইহা সেই গৃহপতিপুত্রের কার্য্য। সেই আমাকে এতগুলি রাজার সমক্ষে লজ্জাভাজন করিয়াছে।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং আবার ভাবিতে লাগিলেন, 'হায়, আমি কবে সেই শত্রুর পৃষ্ঠ দেখিতে পারিব (অর্থাৎ কবে তাহাকে নষ্ট করিতে পারিব)! একটা উপায় আছে; আমাদের রাজার কন্যা পঞ্চালচণ্ডী পরম সুন্দরী—ঠিক যেন একটী অপ্সরা। বিদেহরাজকে এই কন্যারত্ন দান করিব, ইহা জানাইয়া তাঁহাকে কামলুব্ধ করিতে পারিলে, গিলিতবড়িশ মৎস্যকে যেমন লোকে টানিয়া তুলে, আমরাও তাঁহাকে ও মহৌষধকে সেইরূপ এখানে আনিয়া উভয়েরই প্রাণনাশপূর্ব্বক জয়পানোৎসব করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া কৈবর্ত্ত ব্রহ্মদত্তের নিকেট গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, একটা মন্ত্রণা আছে।' ব্রহ্মদত্ত বলিলেন, "আচার্য্য, আপনার মন্ত্রণার মাহাত্ম্যে একবার দ্বিতীয় বস্ত্রখানি হইতেও বঞ্চিত হইয়াছিলাম। এখন আবার কি করিবেন? আপনি নীরব থাকুন।" "মহারাজ, এখন যে উপায় বাহির করিয়াছি, তাহার মত অন্য কোন উপায় নাই।" "কি উপায়, বলুন তবে।" "মহারাজ, মন্ত্রণার সময় কেবল আমরা দুইজনেই থাকিব।" "বেশ, তাহাই হউক।" তখন ব্রাহ্মণ রাজাকে প্রাসাদের উচ্চতলে লইয়া গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, বিদেহরাজকে কামপ্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া এখানে আনয়নপূর্ব্বক গৃহপতিপুত্রসহ নিধন করিব।" "উপায়টী সুন্দর বটে; কিন্তু কি প্রকারে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিব, কি প্রকারেই বা এখানে আনিব?" "মহারাজ, আপনার কন্যা পঞ্চালচণ্ডী পরমাসুন্দরী। কবিদিগের দ্বারা তাঁহার অলৌকিক রূপ এবং হৃদয়োন্মাদক চাতুর্য্য ও বিলাস গীতবদ্ধ করাইতে হইবে। লোকে মিথিলায় গিয়া সেই সকল কাব্য গান করিবে। যখন আমরা জানিতে পারিব যে, বিদেহরাজ এইরূপ গুণকীর্ত্তন শুনিয়া পঞ্চালচণ্ডীর প্রতি অনুরক্ত

হইয়াছেন এবং ভাবিতেছেন, ঈদৃশ স্ত্রীরত্ন লাভ না করিতে পারিলে রাজত্বই বৃথা, তখন আমি মিথিলায় গিয়া বিবাহের দিন স্থির করিয়া আসিব। বিদেহরাজ গিলিতবড়িশ মৎস্যের ন্যায় গৃহপতিপুত্রটাকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিবেন; তখন আমরা উভয়েরই প্রাণান্ত করিব।" কৈবর্ত্তের প্রস্তাব শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত সন্তুষ্ট হইলেন; তিনি বলিলেন, "আচার্য্য, আপনি অতি উত্তম উপায় বাহির করিয়াছেন; আমি ইহাই অবলম্বন করিব।" একটা শারিকা ব্রহ্মদত্তের শয়নকক্ষে থাকিয়া কখন কি ঘটে, তাহা দেখিত; সে রাজার ও কৈবর্ত্তের এই মন্ত্রণা শুনিল ও মনে করিয়া রাখিল।

অনন্তর ব্রহ্মদত্ত সুনিপুণ গাথাকারদিগকে ডাকাইয়া তাহাদিগকে বহু ধন দিলেন এবং নিজের কন্যাকে দেখাইয়া বলিলেন, "আপনারা এই কন্যার রূপসম্পত্তি বর্ণন করিয়া একটী কাব্য রচনা করুন।" কবিরা অনেকগুলি অতি মধুর গান বান্ধিয়া রাজাকে শুনাইলেন। রাজা তাঁহাদিগকে আবার বহু ধন দিলেন। অতঃপর নটগণ কবিদিগের নিকট ঐ সকল গান শিখিয়া জনসমাজের নিকট গাইতে লাগিল। এইরূপে বহুস্থানে ঐ সকল গীত সুপরিচিত হইল। গীতগুলি জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত হইয়াছে জানিয়া রাজা গায়কদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাপু সকল, তোমরা কয়েকটা বড় বড় পক্ষী ধরিয়া রাত্রিকালে তাহাদিগকে লইয়া বৃক্ষে আরোহণ করিবে, বৃক্ষে বসিয়াই গান করিবে এবং প্রভাত হইলে ঐ পক্ষীদের গলদেশে কাঁসার মন্দিরা বান্ধিয়া ছাড়িয়া দিবে ও নিজেরা নামিয়া আসিবে।" রাজার এইরূপ করাইবার অভিপ্রায় ছিল যে, সকলে যেন জানিতে পায়, দেবতারাও পঞ্চালচণ্ডীর সৌন্দর্য্যগাথা গান করেন। ইহার পর তিনি কবিদিগকে আবার ডাকাইয়া বলিলেন, "জম্বুদ্বীপতলে অন্য কোন রাজাই পঞ্চালচণ্ডীর ন্যায় লোকললামভূতা কুমারীর উপযুক্ত নন; কেবল বিদেহরাজই তাঁহাকে বিবাহ করিবার যোগ্য, এইভাবে, বিদেহপতির ঐশ্বর্য্য এবং পঞ্চালচণ্ডীর রূপ কীর্ত্তন করিয়া আপনারা আরও কয়েকটা গীত রচনা করুন।" কবিরা সেইরূপ গীত বান্ধিয়া রাজাকে জানাইলেন; রাজা তাঁহাদিগকে বহু ধন পুরস্কার দিলেন এবং গায়কদিগকে আদেশ করিলেন, "আপনারা মিথিলায় গিয়া এতদিন যেভাবে গান করিয়াছেন, এখনও সেইভাবে এই সকল গীত গান করুন।" ইহা বলিয়া তিনি ঐ সকল ব্যক্তিকে মিথিলায় প্রেরণ করিলেন। কবিরা গীতগুলি গান করিতে করিতে যথাকালে মিথিলায় উপনীত হইলেন এবং সেখানে লোকসমাজের নিকট গান করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া সহস্র সহস্র লোকে বাহবা দিয়া তাঁহাদিগকে প্রচুর পুরস্কার দিল। তাঁহারা রাত্রিকালে বৃক্ষে বসিয়া গান করিতেন এবং প্রভাতে পক্ষীদের গলে কাঁসার মন্দিরা বান্ধিয়া নামিয়া আসিতেন। আকাশে মন্দিরা বাজিতেছে শুনিয়া

সমস্ত নগরবাসী বলাবলি করিত যে, পঞ্চালরাজকন্যার শ্রীসৌভাগ্য-গাথা দেবতারাও গান করেন।

ক্রমে এই বৃত্তান্ত বিদেহরাজের শ্রবণগোচর হইল। তিনি কবিদিগকে ডাকাইয়া নিজের বাসভবনে একদিন গান শুনিবার জন্য সমাজ করিলেন এবং 'চূড়নী ব্রহ্মদত্ত এইরূপ অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী কন্যাকে আমায় সম্প্রদান করিবেন' ইহা ভাবিয়া পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বহু ধন দিলেন। কবিরা উত্তরপঞ্চালে ফিরিয়া ব্রহ্মদত্তকে এই সংবাদ জানাইলেন। তাহা শুনিয়া কৈবর্ত্ত বলিলেন, "আমি এখন, মহারাজ, বিবাহের দিন স্থির করিবার জন্য যাত্রা করিব।" ব্রহ্মদত্ত বলিলেন, "বেশ কথা, আচার্য্য। আপনার কি কি দ্রব্য আবশ্যক, আজ্ঞা করুন।" "বেশী কিছু নয়; সামান্য উপঢৌকন দিলেই চলিবে।" "গ্রহণ করুন" বলিয়া রাজা উপঢৌকনের দ্রব্য দিলেন। কৈবর্ত্ত তাহা লইয়া বহু অনুচরেরসহিত বিদেহ রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া রাজধানীতে মহাকোলাহল উত্থিত হইল; সকলেই বলিতে লাগিল, "চূড়নী রাজা নাকি মিত্রতা স্থাপন করিবেন; তিনি আমাদের রাজাকে নিজের কন্যা দান করিবেন।" বিদেহরাজ এই সকল কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলেন; মহাসত্ত্বও শুনিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, 'কৈবর্ত্তের আগমন আমার ভাল লাগিতেছে না; সে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছে, তাহা তত্ত্বতঃ জানা আবশ্যক।' চূড়নীর সভায় তাঁহার যে সকল গুপ্তচর ছিল, তিনি তাঁহাদিগের নিকট পত্র লিখিয়া বৃত্তান্ত কি, জিজ্ঞাসিলেন। তাঁহারা উত্তর দিলেন, "এই মন্ত্রণার গূঢ় অভিপ্রায় কি, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই; রাজা ও কৈবর্ত্ত শয়ন কক্ষে বসিয়া মন্ত্রণা করিয়াছিলেন। রাজার কিন্তু শয়নপালিকা এক শারিকা আছে; সে, বোধ হয়, প্রকৃত বৃত্তান্ত জানে।" তখন মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'শত্রু যাহাতে দুরভিসন্ধিসিদ্ধির অবকাশ না পায়, তাহা করিতে হইবে। আমি এই সুবিভক্ত নগর এমনভাবে সাজাইব যে, কৈবর্ত্ত ইহার কোন ভাগই দেখিতে পাইবে না, কেবল সজ্জিত পথ দিয়াই যাতায়াত করিবে।' তিনি নগরদ্বার হইতে রাজভবন এবং রাজভবন হইতে আত্মভবন পর্য্যন্ত সমস্ত পথের উভয় পার্শ্বে মাদুরের পর্দ্দা খাটাইলেন, মাথার উপরেও মাদুর ঢাকা দেওয়াইলেন; ঐ সকল পর্দ্দায় ও মাদুরে নানাবিধ জীবজন্তু ও পুষ্পলতা চিত্রিত হইল; ভূতলে পুষ্পরাশি বিকীর্ণ হইল। তিনি স্থানে স্থানে পূর্ণ ঘট স্থাপন করাইয়া তাহার সহিত কদলীতরু বান্ধাইলেন এবং মধ্যে মধ্যে ধ্বজ উত্তোলন করাইয়া রাখিলেন। কৈবর্ত্ত নগরে প্রবেশ করিয়া ইহার সুবিভক্ত অংশগুলি দেখিতে পাইলেন না। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার অভ্যর্থনার জন্যই রাজা নগর সুসজ্জিত করিয়াছেন। যাহাতে তিনি নগর দেখিতে না পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই যে এরূপ আয়োজন হইয়াছে, ইহা তিনি

বুঝিতে পারিলেন না। তিনি গিয়া রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করিয়া উপঢৌকন অর্পণ করিলেন, প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন এবং অভিনন্দিত ও সম্মানিত হইয়া দুইটী গাথায় নিজের আগমনের কারণ বিজ্ঞাপন করিলেন :

১০. "পঞ্চাল-নৃমণি মৈত্রীকামনায়
দিতে চান নানা রতন[১] তোমায়।
এবে মঞ্জু-প্রিয়ভাষী দূতগণ
করুক সতত গমনাগমন
পঞ্চাল হইতে বিদেহ অঞ্চলে
কভু বা বিদেহ হইতে পঞ্চালে।

১১. মিষ্টবাক্যে তারা করুক এখন
উভয় রাজ্যের প্রীতি সম্পাদন।
হো'ক একীভূত পঞ্চাল-বিদেহ;
বিরোধ দেখিতে না পাইবে কেহ।

রাজা প্রথমে আমাদের অন্য কোন মহামাত্রকে পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবটী হৃদয়গ্রাহী করিয়া বলিবার নিমিত্ত অন্য কেহই আমার মত সমর্থ নহে, এইজন্য আমাকেই প্রেরণ করিয়াছেন; বলিয়া দিয়াছেন, 'আচার্য্য, আপনি গিয়া বিদেহরাজকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসুন।' "চলুন মহারাজ; আপনি পরমসুন্দরী কুমারীরত্ন লাভ করিবেন, আমাদের রাজার সহিত আপনার মিত্রতাও সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।" কৈবর্ত্তের কথায় বিদেহরাজ সন্তুষ্ট হইলেন; পঞ্চালচণ্ডীর রূপের কথা শুনিয়াই তিনি তাঁহার প্রতি অনুরাগবান হইয়াছিলেন, এখন ভাবিলেন, এই পরমসুন্দরী রমণীরত্ন তাঁহারই হইবে। তিনি বলিলেন, "আচার্য্য, আপনার সঙ্গে না মহৌষধ পণ্ডিতের ধর্ম্মযুদ্ধে বিবাদ হইয়াছিল? আপনি গিয়া আমার পুত্রের সঙ্গে দেখা করুন; আপনারা উভয়েই পণ্ডিত, পরস্পরের নিকট ক্ষমা লাভ করিয়া, এখন কি কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে মন্ত্রণা করুন এবং যাহা স্থির করিবেন, এখানে আসিয়া আমায় বলুন।" "আমি পণ্ডিতের সহিত দেখা করিতেছি," ইহা বলিয়া কৈবর্ত্ত মহৌষধের দর্শন-লাভার্থ প্রস্থান করিলেন।

ঐ দিন মহৌষধ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, পাপধর্ম্মা কৈবর্ত্তের সঙ্গে আলাপ করিবেন না। তিনি প্রাতঃকালেই কিছু ঘৃত পান করিলেন, সমস্ত গৃহ প্রচুর গোময়দ্বারা লেপন করাইলেন, স্তম্ভগুলিতে তেল মাখাইলেন, বাসগৃহ

---

[১]। বলা বাহুল্য যে, এই সকল রত্নের মধ্যে স্ত্রীরত্নই (পঞ্চালচণ্ডী) সর্ব্বপ্রধান।

হইতে তাঁহার নিজের শয়নার্থ একখানি পট্টাচ্ছাদিত খট্টা[১] ব্যতীত অন্য সমস্ত খট্টাসনাদি অপসারিত করাইলেন, এবং পরিচারকদিগকে বলিয়া রাখিলেন, 'কৈবর্ত্ত যখন কিছু বলিতে আরম্ভ করিবে, তখন তোমরা কহিবে, 'ঠাকুর পণ্ডিতের সঙ্গে কোন কথা বলিবেন না, তিনি আজ ঘৃত পান করিয়াছেন।' আমি যখন তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতে উদ্যত হইব, তখন আমাকে নিষেধ করিবে—বলিবে, "প্রভু, আজ আপনি ঘৃত পান করিয়াছেন; কোন কথা বলিবেন না।" এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া মহাসত্ত্ব সাতটী দ্বারকোষ্ঠকে প্রহরী রাখিয়া নিজে রক্তবস্ত্রদ্বারা শরীর আচ্ছাদনপূর্ব্বক পট্টাচ্ছাদিত খট্টায় শুইয়া রহিলেন। কৈবর্ত্ত প্রথম দ্বারকোষ্ঠকের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "পণ্ডিত কোথায়?" সেখানকার প্রহরীরা বলিল, "ঠাকুর, বেশী চেঁচাইবেন না; যদি আসিতে হয়, চুপ করিয়া আসুন; পণ্ডিত আজ ঘৃতপান করিয়াছেন; বেশী শব্দ শুনিলে তাঁহার অসুখ করিবে।" অন্যান্য দ্বারকোষ্ঠকেও প্রহরীরা এইরূপ বলিল। কৈবর্ত্ত ক্রমে সপ্তম দ্বারকোষ্ঠক অতিক্রম করিয়া মহৌষধের নিকট উপস্থিত হইলেন, মহৌষধ যেন তাঁহার সঙ্গে কথা বলিবেন, এমন ভাব দেখাইলেন। অমনি পার্শ্বস্থ পরিচারকেরা বারণ করিয়া বলিল, "দেব, আপনি কথা বলিবেন না; আপনি বেশী ঘি খাইয়াছেন; এই দুষ্ট ব্রাহ্মণের সঙ্গে আলাপ করিবার প্রয়োজন নাই।" কৈবর্ত্ত মহৌষধের নিকটে গিয়া না পাইলেন বসিবার আসন, না পাইলেন তাঁহার শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইবার একটু স্থান। তিনি আর্দ্র গোময়লিপ্ত স্থান অতিক্রম করিয়া অন্য এক স্থানে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া এক ব্যক্তি চোখ বুজিল, এক ব্যক্তি ভ্রূকুটি করিল, এক ব্যক্তি কনুই চুলকাইল। তাহাদের এই সকল কাণ্ড দেখিয়া কৈবর্ত্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি চলিলাম, পণ্ডিত।" অমনি আর এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "ওরে দুষ্ট বামুণ, চেঁচাস না বলছি; যদি চেঁচাবি, তোর হাড় গুঁড়া করিব।" ইহাতে কৈবর্ত্ত অত্যন্ত ভয় পাইলেন; তিনি দেখিবার জন্য মুখ ফিরাইলেন। তখন এক ব্যক্তি বাঁশের বাখারি দিয়া তাঁহার পিঠে আঘাত করিল; এক ব্যক্তি গলাধাক্কা দিয়া তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল; আর একজন তাঁহার পিঠে চড় মারিতে লাগিল। তিনি দ্বীপিমুখমুক্ত মৃগের ন্যায় মহাভয়ে পলায়ন করিয়া রাজভবনে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে রাজা ভাবিতেছিলেন, 'আজ আমার পুত্র এই সংবাদ শুনিয়া নিশ্চয় সন্তোষ লাভ করিবে, পণ্ডিতদ্বয়ের মধ্যেও ধর্ম্মসম্বন্ধে বহু আলাপ হইবে, তাঁহারা দুইজনেই পরস্পরকে ক্ষমা করিবেন। অহো! ইহাতে আমার কি লাভই হবে!'

---

[১]। 'পট্টমঞ্চনক' বোধ হয় নেয়াড়ের খাটিয়া। ভোরে ঘি খাওয়া, বোধ হয়, বর্ত্তমানকালের 'ক্যাষ্টর অয়েল' খাওয়ার মত। ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা।

তিনি কৈবর্ত্তকে দেখিয়া মহৌষধের সহিত সাক্ষাৎকার হইল কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন :

১২. হ'ল কি, কৈবর্ত্ত, দেখা মহৌষধ সনে?
ক'রেছ ত পরস্পরে ক্ষমা দুই জনে?
হ'য়েছে ত মহৌষধ সন্তুষ্ট এখন?
বিস্তারিয়া বল সব, করিব শ্রবণ।

ইহা শুনিয়া কৈবর্ত্ত বলিলেন, "মহারাজ, আপনি তাহাকে পণ্ডিত মনে করেন; কিন্তু তাহা অপেক্ষা অসৎপুরুষ ভূভারতে নাই।

১৩. অনার্য্যস্বভাব সেই; অসম্ভব সঙ্গে প্রীতি তার;
একগুঁয়ে, স্বার্থপর;—ছোটলোক বলে কারে আর?
দেখি মোরে উপস্থিত একটীও কথা না বলিল;
মূক বা বধিরবৎ মুখপানে তাকায়ে রহিল।"

কৈবর্ত্তের কথা শুনিয়া রাজা মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু কোনরূপ তিরস্কার না করিয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুচরদিগকে সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং বাসগৃহ দেওয়াইলেন এবং "আচার্য্য, আপনি গিয়া এখন বিশ্রাম করুন" ইহা বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তাহার পর তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার পুত্র সুপণ্ডিত; সে লোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করিতে জানে; অথচ ইঁহার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে নাই; কোনরূপ সন্তোষের চিহ্নও দেখায় নাই; সম্ভবতঃ সে কোন অনাগত ভয়ের কারণ দেখিয়াছে।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি নিজে একটা গাথা রচনা করিলেন :

১৪. নিশ্চিত উদ্দেশ্য এই অন্য কেহ না পারে বুঝিতে;
বীর্য্যবান লোকে শুধু মর্ম্ম এর পারে নিরখিতে।
তাই বুঝি কাঁপিতেছে ভবিষ্যৎ ভয়ে মোর দেহ;
ছাড়ি নিজ রাজ্য কি হে, পরহস্তে যায় কভু কেহ?

'কৈবত্ত ব্রাহ্মণ যে এখানে আসিয়াছেন, তাহাতে কোন দুরভিসন্ধি আছে, বোধ হয়, আমার পুত্র এইরূপ ভাবিয়াছে। ইনি মৈত্রীস্থাপনের জন্য আসেন নাই; আমাকে কামলোভে ভুলাইয়া স্বীয় নগরে লইয়া যাইবেন, সম্ভবতঃ এই উদ্দেশ্যেই ইনি আগমন করিয়াছেন। মহৌষধ পণ্ডিত এইরূপ ভাবী ভয়েরই কারণ দেখিতে পাইয়াছেন।' মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে রাজা শঙ্কান্বিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সেনকাদি পণ্ডিত চারিজন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন রাজা সেনককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উত্তর পঞ্চালে গিয়া চূড়নীরাজের কন্যাকে এখানে আনয়ন করিবার কথা হইতেছে। আপনি এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন কি?" সেনক উত্তর দিলেন, "বলেন কি,

মহারাজ; শ্রী যখন নিজেই আসিতেছেন, তখন তাঁহাকে প্রহারদ্বারা পলায়নপর করা কি বুদ্ধিমানের কাজ? আপনি যদি সেখানে গিয়া রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তবে জম্বুদ্বীপে এক চূড়নী ব্রহ্মদত্ত ব্যতীত আপনার সমকক্ষ অন্য কোন রাজাই থাকিবে না। তাহার কারণ এই যে, আপনি সর্ব্বপ্রধান রাজার জামাতা হইবেন। তিনি জানেন যে, অন্য সকল রাজাই তাঁহার অনুগত; কেবল বিদেহরাজই তাঁহার সমকক্ষ; এই জন্যই তিনি জম্বুদ্বীপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রূপবতী নিজের কন্যাকে আপনার পাদচারিকা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আপনি তাঁহার কথামত কাজ করুন; আমরাও আপনার অনুগ্রহে বস্ত্রালঙ্কার প্রাপ্ত হইব।" অতঃপর বিদেহরাজ অপর তিনজন পণ্ডিতের মত জিজ্ঞাসা করিলেন; তাঁহারাও সেনকের মতে মত দিলেন।

রাজা পণ্ডিতদিগের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন; এদিকে কৈবর্ত্ত নিজের বাসগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজার নিকট বিদায় লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমরা আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না; এখন আমরা প্রস্থান করিতে চাই।" রাজা যথোচিত সম্মানসহ তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

কৈবর্ত্ত প্রস্থান করিয়াছেন শুনিয়া মহাসত্ত্ব স্নানান্তে বেশভূষা করিলেন এবং রাজার দর্শনলাভার্থ প্রাসাদে গিয়া রাজাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা ভাবিলেন, "আমার পুত্র মহাপণ্ডিত, মহাকুশল এবং সুমন্ত্রণা-নিপুণ; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, সমস্তই ইহার জানা আছে। ইহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি আমার পক্ষে উত্তর পঞ্চালে যাওয়া যুক্তিযুক্ত, কি যুক্তিবিরুদ্ধ। এইরূপে, তিনি পূর্ব্বে যাহা মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন তাহা ভুলিয়া গেলেন এবং কামবশে মূঢ় হইয়া বলিলেন।

১৫. একমত হইয়াছি মোরা ছয় জনে;[১]
সকলেই সুপণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত।
যাব, কিংবা যাইব না, থাকিব এখানে,
বলহ তোমার মতে কি হয় বিহিত।

ইহা শুনিয়া মহৌষধ ভাবিলেন 'রাজা অত্যন্ত কামান্ধ হইয়াছেন এবং মোহবশত এই চারিজনের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। দেখি, গমনের দোষ দেখাইয়া ইঁহাকে ফিরাইতে পারি কি না।' ইহা ভাবিয়া তিনি চারিটী গাথা বলিলেন :

---

[১]। কৈবর্ত্ত, রাজা নিজে এবং সেনকাদি চারিজন।

১৬. জান, নরপাল, তুমি,চূড়নী কীদৃশ
মহাবল-পরাক্রান্ত নৃপতি-সমাজে।
হরিণীকে শিখাইয়া সাহায্যে তাহার
লুব্ধক প্রলোভি মৃগে বধে যে প্রকার,
চূড়নীও সেইরূপে বধিতে তোমায়
করেছেন, মহারাজ, এই আয়োজন।

১৭. মাংসে আচ্ছাদিত বক্র অংশ বড়িশের
লোভবশে মৎস্য যথা না পেয়ে দেখিতে
করে গ্রাস; বুঝে না ক মৃত্যু এতে হবে।

১৮. সেইরূপ, মহারাজ, কামবশে তুমি
চূড়নীর কন্যারূপ 'চারে' মুগ্ধ হয়ে
দেখিতে না পাইতেছ আসন্ন গমন।

১৯. উত্তর পঞ্চালে যদি যাও, হে রাজন,
অচিরে হইবে তব নিশ্চয় মরণ;
পতিত মনুষ্যপথে হরিণের মত
মহাভয় তোমার হইবে সমাগত।

এই তীব্র ভর্ৎসনায় রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'ছোঁড়াটা আমাকে নিজের দাসবৎ মনে করে। আমি যে রাজা, এ ভাব একবারও দেখায় না। জম্বুদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান রাজা আমাকে কন্যাদান করিবেন বলিয়া পাঠাইয়াছেন; ইহা জানিয়াও এ ছোঁড়া একবারও আমার মঙ্গলের জন্য হর্ষ প্রকাশ করিতেছে না, কেবলই বলিতেছে যে, আমি মূঢ় মৃগের ন্যায়, গিলিতবড়িশ মৎস্যের ন্যায়, মনুষ্যপথগত হরিণের ন্যায় বিনষ্ট হইব!' তিনি ক্রোধভরে বলিলেন :

২০. প্রকৃতই মূর্খ আমি, মূক ও বধির,
যেহেতু চেয়েছি আমি পরামর্শ তব
হেন গুরুতর রাজকর্ত্তব্য-সম্বন্ধে।
লাঙ্গলের মুষ্টি ধরি বর্দ্ধিত যে জন,
কিরূপে সে পাবে বুদ্ধি অন্যের মতন?

এইরূপে কটূক্তি ও ভর্ৎসনা করিয়া রাজা আবার বলিলেন, "গৃহপতিপুত্র আমার মঙ্গলের অন্তরায় হইতে চায়; ইহাকে এখনই দূর করিয়া দাও।

২১. গলা ধরি বহিষ্কৃত এ রাজ্য হইতে
এখন(ই) করহ এরে। অহো কি আস্পর্দ্ধা।
বলে কি না হবে যাহা মম অন্তরায়
ব্রহ্মদত্তকন্যারূপ রতন লভিতে!"

রাজার ক্রুদ্ধভাব দেখিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'যদি কেহ রাজার আদেশে আমার হাত ধরে, বা গলা ধরে, বা গায়ে হাত দেয়, তবে আমি যাবজ্জীবন লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারিব না। অতএব আমি নিজেই প্রস্থান করি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি রাজাকে নমস্কারপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রতিগমন করিলেন। রাজা কেবল ক্রোধবশে উক্তরূপ কটূক্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু বোধিসত্ত্বকে তিনি এমন শ্রদ্ধা করিতেন যে, ভৃত্যদিগকে তাঁহার কথামত কাজ করিতে আদেশ দিলেন না। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই রাজা নির্ব্বোধ; ইনি নিজের হিতাহিত বুঝিতে পারেন না; ইনি কামমোহে অন্ধ হইয়া ভাবিতেছেন যে, ব্রহ্মদত্তের কন্যাকে লাভ করিবেন; কিন্তু ভবিষ্যতে যে বিপদ ঘটিবে, তাহা বুঝিতেছেন না। উত্তর পঞ্চালে গেলে ইঁহার মহাবিনাশ ঘটিবে। ইনি আমাকে যে দুর্ব্বাক্য বলিলেন, তাহা মনে রাখা কর্ত্তব্য নহে, কারণ ইনি আমার বহু উপকারী; আমাকে বহু সম্মান ও ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছেন। আমাকে ইঁহার রক্ষা করিতেই হইবে। প্রথমে শুকপোতককে পাঠাইয়া জানা যাউক, প্রকৃত ব্যাপারটা কি? তাহার পর আমি নিজেই উত্তরপঞ্চালে যাইব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি শুকপোতককে উত্তরপঞ্চালে প্রেরণ করিলেন।

২২. রাজার সকাশ হ'তে ফিরিয়া তখন
পণ্ডিত মাঠর[১] শুকে দৌত্যে নিয়োজিয়া
বলিলেন মহাসত্ত্ব সম্বোধি তাহারে :

২৩. "এস, সৌম্য হরিৎপক্ষ, কর সিদ্ধ এবে
এক প্রয়োজন মোর; পঞ্চালারাজের
শয়নপালিকা এক রয়েছে শারিকা;

২৪. পুছ সবিস্তারে তায়; জানা আছে তার
রহস্য সমস্ত কৌশিকের[২] ও রাজার।

২৫. 'যে আজ্ঞা' বলিয়া শুক করিল স্বীকার;
উপনীত হ'ল গিয়া শারিকার পাশে।

২৬. থাকিত শারিকা সেই মধুরভাষিণী
সুবর্ণনির্ম্মিত এক সুন্দর পঞ্জরে।
সম্বোধি তাহারে শুক লাগিল বলিতে :

২৭. "এ সুন্দর গৃহে, ভদ্রে, আছ ত আরামে?
আছ ত সতত, বৈশ্যে,[১] অনাময়ে তুমি?

---

[১]। 'মাঠর' ঐ শুকের নাম।

[২]। কৈবর্ত্ত কৌশিকগোত্রজ বলিয়া এখানে 'কৌশিক' নামে বর্ণিত।

এই রম্য গৃহে থাকি পাও ত নিয়ত
মধু আর লাজ তুমি ভোজনের তরে?"

২৮. "সর্ব্বধা কুশল মোর; আছি অনাময়ে;
পাই, সৌম্য, প্রতিদিন মধু আর লাজ।

২৯. কোথা হ'তে, ভদ্র, তব হ'ল আগমন?
কে তোমারে করিয়াছে এখানে প্রেরণ?
পূর্ব্বে কভু তোমায় না দেখিয়াছি আমি।
পরিচয় পূর্ব্বে তব করি নি শ্রবণ?"

শারিকার কথা শুনিয়া শুক ভাবিল, 'আমি মিথিলা হইতে আসিয়াছি, একথা বলিলে এই পক্ষিণী প্রাণ গেলেও আমাকে বিশ্বাস করিবে না; আসিবার কালে অরিষ্টপুর নগর দেখিয়াছি। অতএব মিথ্যার আশ্রয় লইয়া বলা যাউক যে, শিবিরাজ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমি সেখান হইতে আসিয়াছি।' ইহা স্থির করিয়া সে বলিল :

৩০. শয়নপালক ছিনু শিবি—নরেশের।
দিলেন ধার্ম্মিক রাজা বদ্ধ জীবগণে
বন্ধন হইতে মুক্তি; তাই ইচ্ছামত
সর্ব্বত্র অবাধে এবে করি বিচরণ।

শারিকার জন্য সোণার টাটে মধুমিশ্রিত লাজ ও জল ছিল। সে শুককে তাহা দিয়া বলিল, "সৌম্য, তুমি বহুদূর হইতে আসিয়াছ; কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ বল ত?" ইহা শুনিয়া রহস্য জানিবার অভিপ্রায়ে শুক আবার মিথ্যা বলিল :

৩১. মধুরভাষিণী এক শারিকাকে আমি
লভেছিনু পত্নীরূপে; কিন্তু একদিন
নিমিষের মধ্যে এক শ্যেন দুরাচার
বধিল সে প্রেয়সীরে; সে দৃশ্য দারুণ
স্বচক্ষে দেখিনু, হায়, আমি অসহায়!

শারিকা জিজ্ঞাসিল, "শ্যেন কিরূপে তোমার ভার্য্যাকে বধ করিল?" শুক বলিল, শুন, ভদ্রে; আমাদের রাজা একদিন জলকেলির জন্য যাইবার কালে আমাকেও সঙ্গে যাইতে বলিয়াছিলেন। আমি ভার্য্যাকে লইয়া রাজার সঙ্গে গিয়াছিলাম এবং জলকেলি করিয়া সন্ধ্যাকালে তাঁহারই সঙ্গে ফিরিয়াছিলাম। আমি রাজার সঙ্গেই প্রাসাদে আরোহণ করিয়াছিলাম এবং গা শুকাইবার জন্য ভার্য্যাকে লইয়া বাতায়নপথে বাহির হইয়া কূটাগারে বসিয়াছিলাম। আমরা

---

[১]। 'সালিকা কির সকুনেসু বেসস্‌জাতিকা নাম।'

কূটাগার হইতে বাহির হইতেছি, এমন সময়ে একটা শ্যেন আমাদিগকে ধরিবার জন্য ছোঁ মারিল; আমি মরণভয়ে মহাবেগে পলায়ন করিলাম; কিন্তু শারিকার দেহ তখন গুরুভার ছিল; সে বেগে পলায়ন করিতে পারিল না; শ্যেনটা আমার সম্মুখেই তাহাকে মারিয়া লইয়া গেল। আমি তাহার শোকে কান্দিতেছি দেখিয়া আমাদের রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সৌম্য, তুমি কান্দিতেছ কেন?' আমি তাঁহাকে সমস্ত দুর্ঘটনা জানাইলাম। তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'কান্দিয়া কি লাভ? কান্দিও না; আর একটী ভার্য্যা অনুসন্ধান কর।' আমি বলিলাম, 'মহারাজ, একটা অনাচারা ও দুঃশীলা ভার্য্যা আনিয়া কি ফল? আমি বরং এখন হইতে একাকীই বিচরণ করিব।' রাজা বলিলেন, 'সৌম্য আমি এক শীলাচারসম্পন্না পক্ষিণীকে জানি; সে তোমার উপযুক্ত ভার্য্যা হইতে পারে। চূড়নী ব্রহ্মদত্তের শয়নপালিকা শারিকা সেই শীলবতী পক্ষিণী; তুমি সেখানে গিয়া তাহার অভিপ্রায় জান; তাহার উত্তর পাইবার অবসর প্রতীক্ষা কর এবং সে যদি তোমাকে পছন্দ করে, তবে আমাকে আসিয়া সংবাদ দাও। তখন হয় মহিষী, নয় আমি, সেখানে গিয়া তাহাকে মহাসমারোহে এখানে আনয়ন করিব।' রাজা এই আদেশ দিয়া আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। ইহাই আমার আগমনের কারণ।

৩২. "সেই শারিকার প্রতি প্রণয়বশতঃ
এসেছি তোমার পাশে; পেলে অনুমতি
উভয়ে একত্র মোরা করিব বসতি।"

শুকের কথায় শারিকা সন্তুষ্ট হইল; কিন্তু নিজের মনের ভাব না জানাইয়া, যেন ইচ্ছা নাই, ইহা দেখাইবার জন্য বলিল :

৩৩. শুক হয় শুকী সহ আবদ্ধ প্রণয়ে,
শারিক শারকাসহ—এই ত নিয়ম।
শুক সহ শারিকার দাম্পত্য-মেলন,
কিরূপে যে ঘটে, তাহা বুঝিতে না পারি।

ইহা শুনিয়া শুক ভাবিল, 'শারিকা আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছে না, কেবল নিজের গৌরব বাড়াইতেছে। এ নিশ্চয় আমাকে চায়; আমি কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়া ইহার বিশ্বাসভাজন হইব।' ইহা চিন্তা করিয়া সে বলিল :

৩৪. কামী যারে করে কামনা, লো ধনি,
হোক না ক সেই হীনা চণ্ডালিনী,
হয় দুয়ে এক মনের মেলনে।

কামে বৈসাদৃশ্য নাই, বরাননে।[১]

মানুষের মধ্যেও যে প্রণয়সম্বন্ধে জাতিগত-পার্থক্যবিচার নাই, তাহার প্রমাণ দেখাইবার জন্য শুক একটী অতীত বৃত্তান্ত উল্লেখ করিল :

৩৫. "চণ্ডালিনী জাম্ববতী হল প্রিয়া মহিষী কৃষ্ণের;
জন্ম হল গর্ভে তার দ্বারাবতীনৃপতি শিবের[২]।"

এই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া শুক বলিল, "তবেই দেখিলে, একজন ক্ষত্রিয় রাজা চণ্ডালিনীর সহবাস করিয়াছিলেন। আমরা ত তীর্য্যগজাতীয়; আমাদের সম্বন্ধে ত আপত্তি করিবার কিছুই নাই। আমরা পরস্পরের সহবাস ইচ্ছা করিলে আমাদের চিত্তই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।" অতঃপর সে আরও একটী উদাহরণ দেখাইবার জন্য বলিল :

৩৬. কিম্পুরুষী রথবতী ভালবাসে বৎস তপোধনে,
মৃগীসহ মানুষের মৈথুন হইল, বরাননে।[৩]
পীরিতে যখন মন উভয়ের মজে একবার,
ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, কিংবা নরপশু—না থাকে বিচার।

---

[১]। তুং—পীরিতে মজিলে মন, কিবা হাঁড়ী, কিবা ডোম।

[২]। 'সিবি'ও 'সিব' দুই পাঠই দেখা যায়। আমি 'সিব' পাঠই গ্রহণ করিলাম। ঘটনাটীর সম্বন্ধে টীকাকার বলেন, কাঞ্চায়ণ গোত্রজ দশ ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠর নাম বাসুদেব। তিনি একদিন দ্বারাবতী হইতে উদ্যানে যাইবার কালে দেখিলেন, চণ্ডালগ্রাম হইতে এক সুন্দরী কুমারী কোন কার্য্যবশতঃ নগরে প্রবেশ করিতেছে। দেখিবামাত্রই তিনি তাহার রূপে মুগ্ধ হইলেন; সে অস্বামিকা ইহা শুনিয়া, চণ্ডালজাতীয়া জানিয়াও, তাহাকে লইয়া রাজধানীতে ফিরিলেন এবং তাহাকে রত্নরাশির উপর বসাইয়া মহিষীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। এই চণ্ডালকন্যার নাম জাম্ববতী। তাহার পুত্র শিব পিতার মৃত্যুর পর দ্বারাবতীর রাজা হইয়াছিলেন।

[৩]। টীকাকার বলেন, পুরাকালে বৎস-নামক এক ব্রাহ্মণ বিষয়ভোগের অসারতা দেখিয়া প্রচুর ঐশ্বর্য্য পরিহারপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া হিমালয়ে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই পর্ণশালার অদূরে একটা গুহার মধ্যে বহু কিন্নরী বাস করিত। একটী ঊর্ণনাভ জাল বিস্তার করিয়া তাহাদের মস্তক ছেদ করিয়া রক্তপান করিত। কিন্নরগণ দুর্ব্বল ও শান্তস্বভাব; কিন্তু ঊর্ণনাভটা ছিল প্রকাণ্ড; কাজেই তাহারা ইহাতে বাধা দিতে পারিত না। অনন্তর তাহারা ঐ তপস্বীর শরণ লইল। তপস্বী তাহাদিগকে এই বলিয়া বিদায় দিলেন যে, তাঁহার পক্ষে প্রাণাতিপাত নিষিদ্ধ। কিন্নরদিগের মধ্যে রথবতী-নাম্নী এক কুমারী ছিল। কিন্নরেরা তাহাকে সাজাইয়া তপস্বীর নিকট গিয়া বলিল, "মহর্ষে, এই কিন্নরী আপনার পাদচারিকা হইল। আপনি দয়া করিয়া আমাদের শত্রুর নিপাত করুন।" রথবতীকে দেখিয়া তপস্বীর মন ফিরিল; তিনি মুদ্গরাঘাতে ঊর্ণনাভটা মারিলেন এবং রথবতীর সহবাসে বহু পুত্রকন্যার জনক হইয়া কালক্রমে দেহত্যাগ করিলেন।

শারিকা বলিল, "স্বামিন, চিত্ত ত চিরদিন একরূপ থাকে না; পাছে প্রিয়ের সহিত বিচ্ছেদ ঘটে, এই আশঙ্কা করিতেছি।" বুদ্ধিমান শুক স্ত্রী জাতির মায়া বেশ জানিত; সে বলিল :

৩৭. মধুর-ভাষিণী শারিকে, এখনি
করিতেছি আমি অন্যত্র প্রয়াণ;
বলিলে যা' তুমি, বুঝিলাম তাহা
অন্য কিছু নয়, শুধু প্রত্যাখ্যান।
জান না কে আমি, তাই তুমি, ধনি,
হেন তুচ্ছজ্ঞান করিলে আমায়;
রাজার বল্লভ যে বিহগবর,
ভার্য্যা তার পক্ষে দুর্লভা কোথায়?

শুকের এই কথা শুনিয়া শারিকার বুক ফাটিবার উপক্রম হইল। শুককে দর্শন করিয়া তাহার মনে যে কামানল উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে যেন সে এখন দগ্ধ হইতে লাগিল? সে সার্দ্ধগাথায় মনের ভাব প্রকাশ করিল :

৩৮. শুককুলে সুপণ্ডিত তুমি হে মাঠর
তবে কেন মিছামিছি ত্বরা' এত কর?
অতি ত্বরা করে যেই, স্ত্রীকে নাহি লভে সেই
থাক হেথা যতদিন না পাও দর্শন
পঞ্চালপতির তুমি, হে শুকনন্দন।
সকালে সন্ধ্যায় তুমি শুনিবে মৃদঙ্গধ্বনি,
জুড়াবে মধুর গানে শ্রবণযুগল;
দেখিবে রাজার কত ধন আর বল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল; শুক ও শারিকা একসঙ্গে শয়ন করিয়া দাম্পত্য সুখ ভোগ করিল। তাহারা পরস্পরের সহবাসে পরমা প্রীতি লাভ করিল। ইহার পর শুক ভাবিল, 'অতঃপর শারিকা আমার নিকট আর রহস্য গোপন রাখিবে না। এখন ইহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া (রহস্য জানিয়া) প্রস্থান করা আবশ্যক।' ইহা চিন্তা করিয়া সে বলিল, "শারিকে!" শারিকা বলিল, "কি বলিতেছেন, স্বামিন!" "আমি তোমাকে কিছু বলিবার ইচ্ছা করিয়াছি; বলিব কি?" "বলুন না স্বামিন!" "থাকুক; আজ আমাদের উৎসবের দিন; অন্য কোন দিন বলিব কি না, ভাবিয়া দেখিব।" "যাহা বলিবেন, তাহা যদি উৎসবদিবসোচিত হয়, তবে এখনি বলুন, নচেৎ বলিবেন না।" "আমার বক্তব্য উৎসবদিবসোচিতই বটে।" "তবে বলুন না।" "তোমার যদি শুনিতে আগ্রহ জন্মিয়া থাকে, তবে বলিব বৈ কি।" অনন্তর শুক রহস্য জানিবার জন্য সার্দ্ধগাথা বলিল :

৩৯. একি মহাশব্দ দূর দেশ দেশান্তরে
শ্রবণগোচর হয়? ব্রহ্মদত্তসুতা,
দেহের ঔজ্জ্বল্যে যাঁর মানে পরাজয়
দীপ্তিমতী শুকতারা—হইবেন নাকি
বিদেহপতির পাদচারিকা এখন?
ব্রহ্মদত্ত নিজে তাঁরে করিবেন দান?
অচিরে সম্পন্ন হবে বিবাহ উৎসব?

শুকের কথা শুনিয়া শারিকা বলিল, "স্বামিন! আজ এই উৎসবের দিনে আপনি কেন অমঙ্গলের কথা তুলিলেন।" শুক বলিল, "আমি ত মঙ্গলের কথাই বলিতেছি; অথচ তুমি বলিতেছ, ইহা অমঙ্গলবাচক! ইহার অর্থ কি?" "স্বামিন, যাহারা পরম শত্রু, তাহাদেরও যেন এমন মঙ্গল না ঘটে।" "ভদ্রে, সব কথা খুলিয়া বল ত।" "না স্বামিন্, আমার তাহা বলিবার সাধ্য নাই।" "ভদ্রে, তুমি যে রহস্য জান, তাহা যখনই আমার নিকট গোপন করিবে, তখন হইতেই আমাদের এক সঙ্গে বাস অসম্ভব হইবে।" অনন্তর শুকের পীড়াপীড়িতে শারিকা বলিল, "তবে শুনুন।

৪০. ব্রহ্মদত্তসুতাসহ বিদেহরাজ
বিবাহ, মাঠর, যাহা হবে সংঘটন,
না হয় শত্রুর(ও) যেন বিবাহ সেরূপ।"

শুক জিজ্ঞাসিল; "তুমি এরূপ কথা বলিতেছ কেন?" শারিকা উত্তর দিল, "শুনুন; এই বিবাহের প্রস্তাবে যে অনিষ্ট ঘটিবে, তাহা বলিতেছি।

৪১. মহারথ ব্রহ্মদত্ত বিদেহপতিকে
আনিয়া এখানে তাঁরে বধিবেন প্রাণে;
না হবেন মিত্র তাঁর তিনি কোন দিন।"

শারিকা শুকের নিকট সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিল। সুপণ্ডিত শুক তাহা শুনিয়া কৈবর্ত্তের বুদ্ধির প্রশংসা করিল। সে বলিল, "আচার্য্য উপায়কুশল; এই কৌশলে বিদেহরাজের প্রাণ বধ করা আশ্চর্য্য বটে। এরূপ অমঙ্গলের কথায় কিন্তু আমাদের কি ইষ্টানিষ্ট আছে? আমাদের পক্ষে মৌন থাকাই বিধেয়।"

শুক যে অভিপ্রায়ে উত্তর পঞ্চালে গিয়াছিল, তাহা সিদ্ধ হইল; সে ঐ রাত্রি শারিকার সহিত বাস করিয়া পরদিন বলিল, "ভদ্রে, আমি শিবিরাজ্যে গিয়া রাজাকে জানাইব যে, মনোমত ভার্য্যা লাভ করিয়াছি।" শারিকার নিকট বিদায় পাইবার জন্য সে বলিল :

৪২. সাত রাত্রি তরে মোরে দাও লো বিদায়।
এর মধ্যে গিয়া আমি বলিব, প্রেয়সি,

শিবিরাজ-মহিষীকে, শারিকার ঠাঁই
পেয়েছি বাসের স্থান আমি মনোমত।

শারিকার ইচ্ছা ছিল না যে, শুকের সঙ্গে তাহার বিচ্ছেদ ঘটে; কিন্তু শুকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া সে বলিল :

৪৩. দিতেছি বিদায় বটে সাত রাত্রি তরে;
কিন্তু সাত রাত্রি পরে তুমি, প্রাণেশ্বর,
না আসিলে ফিরি হেথা, থাকিবে না বুঝি
এ দেহে জীবন মোর, দেখিবে আসিয়া
শারিকা ত্যজেছে প্রাণ বিচ্ছেদে পতির।

শুক বলিল, "ভদ্রে, তুমি ও কি কথা বল? অষ্টম দিনে তোমাকে দেখিতে না পাইলে আমিই বা বাঁচিব কেমনে?" সে মুখে এইরূপ বলিল বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবিল, 'তুমি বাঁচ বা মর, তাহাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি কি?' সে উঠিয়া শিবিরাজ্যাভিমুখে অল্পদূর অগ্রসর হইল; তাহার পর ফিরিয়া মিথিলায় চলিয়া গেল এবং মহাসত্ত্বের স্কন্ধোপরি অবতীর্ণ হইল। মহাসত্ত্ব তাহাকে লইয়া প্রাসাদের উপরিতলে গেলেন এবং সে কি জানিয়া আসিল, জিজ্ঞাসিলেন। শুক তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। তিনিও পূর্ব্ববৎ তাহার আদরযত্ন করিলেন।

[এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৪৪. পণ্ডিত মাঠর তবে করিয়া প্রস্থান
নিবেদিল মহৌষধে শারিকার কথা।

শুকখণ্ড সমাপ্ত।

(১৩)

শুকের মুখে প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মহাসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমার ইচ্ছা না থাকিলেও রাজা উত্তর পঞ্চালে যাইবেনই যাইবেন। সেখানে গেলে কিন্তু তাঁহার মহাবিনাশ ঘটিবে। যে রাজা আমাকে এত ঐশ্বর্য্যদানে সম্মানভাজন করিয়াছেন, তাঁহার কটূক্তি মনে পোষণ করিয়া এখন তাঁহার হিতসাধন না করিলে আমি নিন্দাভাজন হইব। আমার মত পণ্ডিত ব্যক্তি জীবিত থাকিতে তিনি বিনষ্ট হইবেন কেন? আমি রাজার অগ্রেই উত্তরপঞ্চালে গিয়া চূড়নীর সহিত দেখা করিব, সুব্যবস্থা করিয়া রাখিব, বিদেহরাজের বাসের জন্য একটী নগর, ক্রোশপ্রমাণ সঙ্কীর্ণ[১] সুরুঙ্গ এবং অর্দ্ধযোজনপ্রমাণ প্রশস্ত সুরুঙ্গ

---

[১]। গব্যূতি = $\frac{১}{৪}$ যোজন অর্থাৎ প্রায় এক ক্রোশ। মূলে 'জঙ্ঘুন্মগ্‌গ' আছে। ইহার অর্থ এই

নির্ম্মাণ করাইব, চূড়নীর কন্যার অভিষেক করিয়া তাঁহাকে আমাদের রাজার পাদচারিকা করিব; আমাদের চারিদিকে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা এবং একশত একজন রাজা বেষ্টন করিয়া থাকিলেও বিদেহনাথকে রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় উদ্ধার করিয়া মিথিলায় ফিরিব। এ ভার আমার উপর থাকিল।' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মহাসত্ত্বের দেহে প্রীতির সঞ্চার হইল; তিনি হর্ষের আবেগে উদান গান করিলেন :

৪৫. নানামত সুখ করে পরিভোগ গৃহে যার,
সাধে লোকে কায়মনে হিত চিরদিন তার।

এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া মহাসত্ত্ব স্নান করিলেন এবং প্রসাদনান্তে বহু অনুচরসহ রাজভবনে গিয়া রাজাকে নমস্কারপূর্ব্বক এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ কি সত্যসত্যই উত্তর পঞ্চালে যাইবেন?" রাজা বলিলেন, "হাঁ, বৎস। পঞ্চালচণ্ডীকে লাভ না করিতে পারিলে আমার রাজ্যে কি প্রয়োজন? বৎস, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না; আমার সঙ্গেই চল। উত্তর পঞ্চালে গেলে আমার দ্বিবিধ ইষ্ট সিদ্ধ হইবে—আমি পঞ্চালচণ্ডীকে লাভ করিব, ব্রহ্মদত্তের সঙ্গেও মৈত্রী স্থাপন করিতে পারিব।" মহৌষধ বলিলেন, 'তবে, মহারাজ, আমি অগ্রে অগ্রে যাত্রা করি। আমি গিয়া আপনার বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া রাখি; আমি সংবাদ পাঠাইলে আপনি যাত্রা করিবেন।

৪৬. বিদেহরাজের যোগ্য প্রাসাদাদি করিতে নির্ম্মাণ
সুরম্য পঞ্চালপুরে অগ্রে আমি করিব প্রয়াণ।

৪৭. আপনার উপযুক্ত প্রাসাদাদি নির্ম্মিয়া যখন
সংবাদ পাঠাব আমি, করিবেন তখন গমন।"

ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'পণ্ডিত ত তবে আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন না!' তিনি অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বৎস, তোমাকে অগ্রে যাত্রা করিতে হইলে সঙ্গে কি লইয়া যাইতে চাও, বল।" মহৌষধ বলিলেন, "মহারাজ, আমি সেনা ও বাহন চাই।" "যত ইচ্ছা, লইয়া যাও।" "মহারাজ, কারাগার চারিটী খোলাইয়া চোরদিগের যে শৃঙ্খলবন্ধনাদি আছে, সেগুলি আজ্ঞা দিন; ঐ সকল চোরও আমার সঙ্গে চলুক।" "তোমার যাহা ভাল বোধ হয়, কর।" তখন মহাসত্ত্বের আদেশে কারাগারগুলি উন্মুক্ত হইল; তিনি বন্দীদিগের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া এমন সব লোক বাহির করাইলেন, যাহারা সাহসী ও মহাযোধ, যাহারা যে কর্ম্মেই নিযুক্ত হউক না কেন, তাহা সম্পাদন করিতে সমর্থ। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "আজ হইতে তোমারা আমার ভৃত্য হইলে।" তিনি এই

যে, ঐ সুরুঙ্গ দিয়া পদব্রজে যাতায়াত চলিত; কিন্তু গাড়ীঘোড়া প্রভৃতি চলিতে পারিত না।

সকল লোকের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিলেন এবং সূত্রধার, কর্ম্মকার, চর্ম্মকার, চিত্রকর প্রভৃতি অষ্টাদশ শ্রেণীর বহু সুনিপুণ শিল্পী ও বাসি-পরশু-কুদ্দাল-খনিত্র প্রভৃতি বহু অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বিপুল সেনাসহ নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৪৮. সুরম্য পঞ্চালপুর করিতে নির্ম্মাণ
মহাযশা বিদেহনাথের বাসস্থান
সর্ব্ব অগ্রে মহৌষধ করিলা প্রস্থান।

যাইবার সময়ে মহাসত্ত্ব প্রতি যোজনান্তরে একখানি গ্রাম প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং প্রতিগ্রামে একজন অমাত্য নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে বলিয়া গেলেন, "রাজা যখন পঞ্চালচণ্ডীকে লইয়া ফিরিবেন, তখন আপনি হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতি সজ্জিত করিয়া শত্রুকে নিকটস্থ হইতে দিবেন না এবং রাজাকে অতি শীঘ্র মিথিলায় পৌঁছাইয়া দিবেন।" যখন তিনি গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন, তখন তিনি আনন্দকুমার নামক এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন, "আনন্দ, তুমি তিন শত সূত্রধার লইয়া গঙ্গার উজানে যাও, সারবান কাষ্ঠ সংগ্রহপূর্ব্বক তিন শত নৌকা নির্ম্মাণ কর, আমরা যে নগর নির্ম্মাণ করিব, তাহার ব্যবহারার্থ কাঠ কাটাও, এবং লঘুকাষ্ঠদ্বারা নৌকাগুলি বোঝাই করিয়া যত শীঘ্র পার, ফিরিয়া আইস।" আনন্দকে প্রেরণ করিয়া তিনি নিজে নৌকায় গঙ্গা পার হইলেন এবং যে স্থানে অবতরণ করিলেন, সেই স্থান হইতে পা ফেলিয়া মাপিতে মাপিতে 'এই বোধ হয় অর্দ্ধ যোজন হইল; এইখানে মহাসুরুঙ্গ হইবে; এখানে আমাদের রাজার জন্য নগর নির্ম্মাণ করিব; এখান হইতে রাজভবন পর্য্যন্ত এক গব্যূতি স্থানে সঙ্কীর্ণ সুরুঙ্গ প্রস্তুত করিতে হইবে : এইরূপে সমস্ত স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া তিনি নগরে প্রবেশ করিলেন। বোধিসত্ত্ব আসিয়াছেন, শুনিয়া চূড়নী ব্রহ্মদত্ত ভাবিলেন, 'এত দিনে আমার মনোরথ পূর্ণ হইল; আমি শত্রুগণের পৃষ্ঠ দেখিবার (অর্থাৎ নিপাত করিবার) সুযোগ পাইলাম; যখন এ লোকটা আসিয়াছে, তখন বিদেহের রাজাও অচিরে আগমন করিবেন; তখন এই দুইজনেরই প্রাণবধ করিয়া 'আমি জম্বুদ্বীপে অখণ্ড আধিপত্য প্রাপ্ত হইব।' রাজা পরম সন্তোষ লাভ করিলেন, সমস্ত নগর সংক্ষুব্ধ হইল, লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, 'ইনিই না কি সেই মহৌষধ পণ্ডিত! লোকে যেমন লোষ্ট্র দ্বারা কাক তাড়ায়, ইনিও সেইরূপে অবলীলাক্রমে একশত একজন রাজাকে পলায়নপর করিয়াছিলেন।' নগরবাসীরা মহাসত্ত্বের রূপসম্পত্তি অবলোকন করিতে লগিল, তিনি রাজদ্বারে গিয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক রাজাকে সংবাদ দিলেন এবং রাজার অনুমতি পাইয়া প্রাসাদে প্রবেশপূর্ব্বক রাজাকে নমস্কার করিয়া একপার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। তখন ব্রহ্মদত্ত তাঁহাকে প্রীতি-সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"বাপু, রাজা কবে আসিবেন?" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "আমি সংবাদ পাঠাইলেই আসিবেন।" "তুমি কি উদ্দেশ্যে অগ্রে আসিলে?" "আমাদের রাজার ব্যবহারার্থ বাসভবন নির্ম্মাণ করিবার জন্য মহারাজ।" "বেশ করিয়াছ;" ইহা বলিয়া রাজা মহাসত্ত্বের সেনার খাদ্যাদির জন্য অর্থ দেওয়াইয়া তাঁহার মহাসম্মান করাইলেন, তাঁহার বাসের জন্য একটা বাড়ী দেওয়াইলেন এবং বলিলেন, "বাপু, যত দিন তোমার রাজা না আসেন, তত দিন তুমি এখানে নিরুদ্‌বেগে বাস কর, এবং আমাদের সম্বন্ধে কিছু কর্ত্তব্য দেখিলে তাহাও সম্পাদন কর।" বোধিসত্ত্ব যখন প্রাসাদে অধিরোহণ করিতেছিলেন, তখনই না কি তিনি সোপানপাদমূলে দাঁড়াইয়া ভাবিয়াছিলেন, 'এইখানে সঙ্কীর্ণ সুরুঙ্গের ছাদ থাকিবে, কাজেই সুরুঙ্গ খনন করিবার কালে যাহাতে এই সোপান পড়িয়া না যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।' অতঃপর রাজা যখন বলিলেন, 'আমাদেরও কোন কাজ যদি তুমি নিজ কর্ত্তব্য মনে কর; তবে তাহা সম্পাদন করিও', তখন মহাসত্ত্ব অবসর পাইয়া বলিলেন, "প্রাসাদে প্রবেশ করিবার কালে সোপান পাদমূলে দাঁড়াইয়া বাহিরে যে মেরামতের কাজ হইতেছে, তাহা দেখিতেছিলাম। লক্ষ্য করিলাম, আপনার মহাসোপানে একটা দোষ আছে। আপনার যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে কিছু কাঠ দিন, আমি উহা দিয়া সোপানটীকে এমন ঠিক করিয়া দিব যে, উহাতে কোন দোষ থাকিবে না।" রাজা বলিলেন, "বেশ, বাপু; তুমি সোপানটীকে ঠিক কর," অতঃপর মহাসত্ত্ব কোন্ স্থানে সুরুঙ্গের দ্বার থাকিবে, আবার তাহা ভাল করিয়া দেখিলেন, সোপানটীকে সরাইলে[১] যেখানে সুরুঙ্গের দ্বার থাকিবে, সেখানে মাটি পড়িয়া না যায়, এই জন্য তক্তা বিছাইলেন এবং সোপানটী পড়িয়া না যায় এমন ভাবে উহা সেই তক্তার উপর রাখিয়া নিশ্চল করিলেন। ব্রহ্মদত্ত তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন না; তিনি ভাবিলেন, আমার ভালর জন্যই ইহা করিতেছে। প্রথম দিন এইরূপে মেরামতের কাজে কাটাইয়া পর দিন মহাসত্ত্ব রাজাকে বলিলেন, "আমাদের রাজার জন্য যেখানে বাসভবন নির্ম্মিত হইবে, সেই স্থানটী জানিতে পারিলে, আমি উহা সুন্দররূপে সাজাইয়া রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারি।" রাজা বলিলেন, "বেশ কথা, পণ্ডিত, আমার বাড়ী ছাড়া নগরে যে বাড়ী ইচ্ছা কর, তাহাই লইতে পার।" "মহারাজ, আমরা আগন্তুক; আপনার বহু প্রিয় যোদ্ধা আছে, আমরা তাহাদের কাহারও বাড়ী লইতে গেলেই তাহারা আমাদের সঙ্গে কলহ করিবে। তখন আমরা কি করিব, বলুন ত?" "দেখ, পণ্ডিত, তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিও না; যে বাড়ী তোমাদের মনোনীত হইবে, তাহাই গ্রহণ করিবে।" "মহারাজ, তাহারা পুনঃপুনঃ আসিয়া

---

[১]। সম্ভবতঃ কাঠের সিঁড়ি; কাজেই সরাইবার সুবিধা ছিল।

আপনার নিকট অভিযোগ করিবে; তাহাতে আপনি বিরক্ত হইবেন। যদি অনুমতি দেন, তবে আমরা যতদিন সেই সকল বাড়ীতে থাকিব, ততদিন আমাদের লোকজনই দ্বারবানের কাজ করিবে; আপনার লোকে প্রবেশের অনুমতি না পাইয়া ফিরিয়া যাইবে। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে কি আমাদের, কি আপনার, কাহারও বিরক্তির সম্ভাবনা থাকিবে না।" "বেশ, সেই ব্যবস্থাই হউক" বলিয়া রাজা মহাসত্ত্বের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। মহাসত্ত্ব সোপানপাদমূলে, সোপানশীর্ষে, মহাদ্বারে[১] সর্ব্বত্র নিজের লোক রাখিলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, কাহাকেও যেন প্রবেশ করিতে না দেওয়া হয়।

অতঃপর মহাসত্ত্ব কতকগুলি লোককে বলিলেন, "তোমরা রাজমাতার গৃহে গিয়া দেখাইবে, যেন উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে।" তাহারা গিয়া দ্বারকোষ্ঠক, অলিন্দ প্রভৃতি হইতে ইষ্টক ও মৃত্তিকা সরাইতে প্রবৃত্ত হইল। এই কাণ্ড জানিতে পারিয়া রাজমাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু সকল, তোমরা আমার বাড়ী ভাঙ্গিতেছ কেন?" তাহারা উত্তর দিল, "মহৌষধ পণ্ডিত এই বাড়ী ভাঙ্গাইয়া এখানে নিজের রাজার জন্য বাড়ী প্রস্তুত করাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন।" "যদি তোমাদের রাজার জন্য বাড়ী আবশ্যক হয়, তবে এই বাড়ীতেই বাস কর না কেন?" "আমাদের রাজার সঙ্গে বহু সৈন্যসামন্ত আসিবে; এ বাড়ীতে কুলাইবে না; আমাদিগকে একটা খুব বড় বাড়ী প্রস্তুত করিতে হইবে।" "তোমরা আমাকে জান না; আমি রাজমাতা। পুত্রের কাছে গিয়া শুনি যে, ব্যাপারখানা কি?" "আমরা রাজার আদেশেই ভাঙ্গাইব, সাধ্য থাক, বারণ করুন।" ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজমাতা বলিলেন, "দেখবে এখন, আমি কি করিতে পারি।" ইহা বলিয়া তিনি রাজভবনের দিকে চলিলেন; কিন্তু দ্বারস্থ ব্যক্তিরা, "ভিতরে যেও না" বলিয়া তাঁহাকে বারণ করিল। তিনি বলিলেন, "আমি রাজমাতা!" তাহারা বলিল, "তাহা জানি, কিন্তু রাজার আদেশ, কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবে না, আপনি ফিরিয়া যান।" রাজমাতা দেখিলেন, তিনি যে উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন করিবার উপায় নাই। কাজেই তিনি ফিরিয়া নিজের বাড়ীর নিকটে দাঁড়াইয়া তাকাইয়া রহিলেন। ইহা দেখিয়া এক ব্যক্তি বলিল, "এখানে দাঁড়াইয়া কি করিতেছ, চলিয়া যাও।" সে উঠিয়া তাঁহাকে গলাধাক্কা দিয়া মাটিতে ফেলিল। রাজমাতা ভাবিলেন, 'ইহারা প্রকৃতই রাজার আজ্ঞা পাইয়া বাড়ী ভাঙ্গিতেছে; নচেৎ এরূপ করিতে সাহস পাইত না, একবার পণ্ডিতের নিকটে গিয়া দেখি।' তিনি গিয়া বলিলেন, "বাবা মহৌষধ, আমার বাড়ীটা ভাঙ্গাইতেছ কেন?" কিন্তু মহাসত্ত্ব এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না; নিকটস্থ আর এক

---

[১]। সদর দরজায়।

ব্যক্তি জিজ্ঞাসিল, "দেবি, আপনি কি বলিতেছেন?" "আমার বাড়ীখানা ভাঙ্গাইতেছেন কেন?" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "বিদেহরাজের বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইবার জন্য।" "বল কি, বাবা? এই মহানগরে বিদেহরাজের বাসোপযোগী অন্য স্থান কি পাইলে না? এই লক্ষ মুদ্রা উৎকোচ লও; অন্য কোথাও গিয়া তোমাদের রাজার জন্য বাড়ী প্রস্তুত কর।" "বেশ দেবি; আপনার বাড়ী ছাড়িয়া দিতেছি, কিন্তু আমি যে উৎকোচ লইলাম, ইহা কাহাকেও বলিবেন না। বলিলে অন্য সকলেও উৎকোচ দিয়া স্ব স্ব গৃহ ছাড়াইতে চাহিবে।" "বাবা, রাজার মাতা হইয়া উৎকোচ দিয়াছি, ইহা আমার পক্ষেও লজ্জার কারণ। আমি কাহাকেও কিছু বলিব না।" "বেশ, মা," ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব রাজমাতার নিকট লক্ষমুদ্রা গ্রহণ করিয়া তাঁহার বাড়ী ছাড়িয়া দিলেন এবং কৈবর্ত্তের বাড়ীতে গেলেন। কৈবর্ত্ত রাজদ্বারে গেলেন; সেখানে বাখারির আঘাতে তাঁহার পিঠের চামড়া উঠিয়া গেল; যে উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ করিবার কোন উপায় না দেখিয়া তিনিও শেষে লক্ষমুদ্রা দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

এই উপায়ে, সমস্ত নগরে গৃহনির্ম্মাণের স্থান নির্ব্বাচন করিতে করিতে মহাসত্ত্ব নয় কোটি কার্ষাপণ উৎকোচ পাইলেন। তিনি সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করিয়া রাজভবনে ফিরিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে পণ্ডিত, তোমার রাজার বাসোপযোগী স্থান পাইলে কি?" তিনি বলিলেন, "মহারাজ স্থান দিতে চায় না, এমন কেহই নাই; কিন্তু আমরা কোন বাড়ী লইলেই, যাহার বাড়ী সে বড় দুঃখিত হয়। তাহারা যাহা ভালবাসে, তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা আমাদেরও কর্ত্তব্য নয়। নগরের বাহিরে এক ক্রোশ দূরে গঙ্গা ও নগরের অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগে আমাদের রাজার বাসের জন্য নগর নির্ম্মাণ করিতে চাই।" ইহা শুনিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'নগরের মধ্যে যুদ্ধ করা বিপজ্জনক, কারণ যোদ্ধাদিগের মধ্যে কে স্বপক্ষ, কে বিপক্ষ, ইহা জানিতে পারা যায় না। নগরের বাহিরে যুদ্ধ করায় সুবিধা; অতএব নগরের বাহিরেই ইহাদিগকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া বধ করিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, "বেশ বলিয়াছ, মহৌষধ; তুমি যে স্থান নির্ব্বাচন করিয়াছ, সেখানেই নগর নির্ম্মাণ কর।" "তাহাই করিব, মহারাজ। কিন্তু আমরা যেখানে নতুন কাজ করিব, সেখানেই আপনার লোকজন কাঠ ও শাকসবজি প্রভৃতি আনিবার জন্য যাইতে পারে; গেলেই কলহ ঘটিবে; তাহাকে কি আপনার, কি আমাদের, সকলেরই অস্বস্তির কারণ হইবে।" "আচ্ছা পণ্ডিত, যাহাতে সে পাশ দিয়া কেহ না যায়, তাঁহার ব্যবস্থা কর।" "মহারাজ, আমাদের হস্তীগুলি জল ভালবাসে; বহুক্ষণ জলকেলি করে। তাহাতে জল ঘোলা হইবে; নগরের লোকে হয় ত চটিবে; তাহারা বলিবে, মহৌষধের আগমনকাল হইতে আমরা পানার্থ নির্ম্মল

জল পাইতেছি না।' আপনাকে এ অসুবিধাও সহ্য করিতে হইবে, মহারাজ।" রাজা বলিলেন, "তোমাদের হস্তীগুলি স্বচ্ছন্দে জলকেলি করুক।" অনন্তর তিনি ভেরীবাদন দ্বারা নগরবাসীদিগকে জানাইলেন, "যে নগর হইতে বাহির হইয়া মহৌষধের নগরনির্ম্মাণ-স্থানে যাইবে, তাহার সহস্র মুদ্রা দণ্ড হইবে।"

উল্লিখিতরূপে সুব্যবস্থা করিয়া মহাসত্ত্ব রাজাকে নমস্কারপূর্ব্বক নিজের অনুচরগণসহ নগরের বাহিরে গেলেন এবং পূর্ব্ব নির্ব্বাচিত স্থানে নগর-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি গঙ্গার অপর পারে গগগলি নামক একটী গ্রাম পত্তন করিলেন, সেখানে নিজে হস্তী, অশ্ব ও রথ এবং গো-বলীবর্দ্দ সমস্ত রাখিলেন, তাহার পর নগর-নির্ম্মাণে মন দিলেন। তিনি সমস্ত কর্ম্ম ভাগ করিয়া, কতজন লোকে কত অংশ করিবে তাহা নির্দ্দেশ করিলেন এবং তদনন্তর সুরুঙ্গ খনন করাইতে আরম্ভ করিলেন। মহাসুরুঙ্গের দ্বার হইল গঙ্গার ঘাটে, ছয় হাজার যোদ্ধা মহাসুরুঙ্গ খনন করিতে লাগিল। তাহারা বড় বড় চামড়ার থলি পূরিয়া গঙ্গায় মাটি ফেলিত, যেমন মাটি পড়িত, অমনি হাতীগুলা তাহা পায়ে দলিত; গঙ্গার স্রোত ঘোলা হইত, লোকে বলিত, "মহৌষধের আগমনকাল হইতে আমরা নির্ম্মল জল পাইতেছি না, গঙ্গা এখন আবিল জল বহন করিতেছে, ইহার কারণ কি?' মহৌষধের চরেরা বলিত, 'মহৌষধের হস্তীসমূহ না কি জলকেলি করিবার কালে কর্দ্দম আলোড়িত করিয়া উপরে তুলে, সেই জন্যই আবিল জল প্রবাহিত হইতেছে।" বোধিসত্ত্বদিগের অভিপ্রায় সর্ব্বত্রই সিদ্ধ হয়। সেইজন্য সুরুঙ্গের মধ্যস্থ তরুলতাদির মূল এবং প্রস্তরগুলি আপনা হইতে ভূগর্ভে অদৃশ্য হইল। সঙ্কীর্ণ সুরুঙ্গের দ্বার হইল উত্তর পঞ্চাল নগরের মধ্যে; সাত শ লোকে উহা খনন করিল। তাহারা চামড়ার থলিতে মাটি তুলিয়া নগরের মধ্যেই ফেলিত; মাটি ফেলিবামাত্র জল মিশাইয়া তাহা দিয়া প্রাকার নির্ম্মাণ করিত, অন্য কাজও করিত। মহাসুরুঙ্গে প্রবেশ করিবার দ্বারও নগরের মধ্যে থাকিল। ঐ দ্বারের উচ্চতা হইল আঠার হাত। উহার কবাটে এমন একটী যন্ত্র ছিল যে, একটী মাত্র ডুমনীর উপরে থাকিয়াই উহা বদ্ধ হইত। মহাসুরুঙ্গের দুই পাশ ইট দিয়া গাঁথা হইল এবং সেই ইটের উপর চুণকাম করা হইল। মাথার দিক তক্তা দিয়া ছাওয়াইয়া তক্তাগুলির তলদেশ মাটি দিয়া[১] লেপাইয়া তাহাতে শাদা রং

---

[১]। মূলে 'উল্লোক মত্তিকায়' আছে। 'উল্লোক' শব্দের অর্থ নিশ্চয় করা কঠিন। গদির নীচে এক প্রকার কাপড় ব্যবহার করা হয়; তাহাকে 'উল্লোক' বলিত। আমার মনে হয় ঐরূপ কাপড়ে মাটি মাখাইয়া তক্তার তলদেশে দেওয়া হইয়াছিল। বিবাহাদির সময়ে আমাদের দেশে পূর্ব্বে যে বরণের কুলা চিত্র করা হইত, তাহার জমিও রমণীরা এই উপায়ে প্রস্তুত করিতেন। তাঁহারা প্রথমে একখানা ন্যাক্ড়ায় এঁটেল মাটি মাখিয়া উহা কুলায় লাগাইতেন;

দেওয়া হইল। এই মহাসুরুঙ্গে সর্ব্বশুদ্ধ আশীটা বড় দরজা এবং চৌষট্টিটা ছোট দরজা থাকিল। সকল দরজাই যন্ত্রযুক্ত ছিল এবং কবাটগুলি এক একটী মাত্র ডুমনীর উপর ঘুরিয়া খুলিত ও বদ্ধ হইত। দুই পাশে বহুশত দীপালয় ছিল; সেগুলিও যন্ত্রযুক্ত ছিল; একটী খুলিলে সবগুলি খুলিত, একটা বদ্ধ করিলে সবগুলি বদ্ধ হইত। পার্শ্বদ্বয়ে আরও ছিল একশত একজন রাজার জন্য শয়নকক্ষ; প্রত্যেক কক্ষতল চিত্র আভরণে মণ্ডিত ছিল; উহার মধ্যভাগে সমুচ্ছ্রিত শ্বেতচ্ছত্র, উৎকৃষ্ট শয্যা, শয্যার পার্শ্বে সিংহাসন এবং একটী পরমসুন্দরী নারীমূর্ত্তি। হস্ত দ্বারা স্পর্শ না করিলে সেই মূর্ত্তি যে মানুষী নয়, ইহা বুঝা যাইত না। সুনিপুণ চিত্রকরেরা সুরুঙ্গের অভ্যন্তরে উভয় পার্শ্বে নানারূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল। তাহাদের চিত্র কৌশলে শক্রের বিভূতি, সুমেরুর চতুষ্পার্শ, সাগর, মহাসাগর, চতুর্মহাদ্বীপ, হিমালয়, অনবতপ্ত হ্রদ, মনঃশিলাতল, চন্দ্র, সূর্য্য, চাতুর্মহারাজিকাদি ষটকামস্বর্গ এবং তাহাদের নানাবিধ অংশ—সমস্তেরই প্রতিকৃতি সেই মহাসুরুঙ্গে দেখা যাইত। সুরুঙ্গের ভূতল রজতশুভ্র বালুকায় আস্তৃত ছিল; উপরে প্রস্ফুটিত কমলসমূহ, উভয় পার্শ্বে নানাবিধ বিপণি; মধ্যে মধ্যে গন্ধমাল্য ও পুষ্পমাল্য প্রলম্বিত। ফলতঃ সমস্ত সুরুঙ্গটী দেবরাজের সুধর্ম্মা সভার ন্যায় সমলঙ্কৃত হইল।

মহাসত্ত্ব গঙ্গার উজানে যে তিন শ সূত্রধার পাঠাইয়াছিলেন, তাহারাও তিন শত নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া সেগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্যে পূর্ণ করিয়া ঠিক ঠাক্ করিল এবং গঙ্গাপথে অবতরণ করিয়া মহাসত্ত্বকে সংবাদ দিল। তিনি নূতন নগরের অধিবাসীদিগের ব্যবহারার্থ ঐ সকল দ্রব্য লইয়া গেলেন এবং নৌকাগুলি কোন গুপ্তস্থানে রাখাইয়া বলিলেন, “আমি যখন আদেশ করিব, তখন লইয়া আসিবে।” নতুন নগরে উদক পরিখা, অষ্টাদশ হস্ত উচ্চ প্রাকার, তোরণ, অট্টালক, রাজার প্রাসাদসমূহ, হস্তিশালা, পুষ্করিণী প্রভৃতি সমস্তই সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইল; মহাসত্ত্ব চারি মাসের মধ্যে মহাসুরুঙ্গ, সঙ্কীর্ণ সুরুঙ্গ, নগর, এই সমুদায়েরই নির্ম্মাণ সমাপ্ত করিলেন এবং এই চারিমাস অতীত হইলে বিদেহরাজকে আনিবার জন্য দূত পাঠাইলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৪৯. বিদেহরাজের তরে প্রাসাদাদি করিয়া নির্ম্মাণ
দূতমুখে জানাইলা তাঁরে মহৌষধ মতিমান
“আসুন, রাজন, এবে, বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন

পরে তাহার উপর দুই এক বার মাটির লেপ দিয়া জমি সমান করিতেন; শেষে খড়ির পোঁচ দিয়া তাহার উপর চিত্র করা হইত।

হয়েছে নির্ম্মিত তব বাসহেতু সুন্দর ভবন।]

দূতের কথা শুনিয়া বিদেহরাজ মহানন্দে বহু অনুচরসহ উত্তর পঞ্চালাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৫০. শুনিয়া দূতের বাণী চতুরঙ্গ বলসহ
করিলা প্রয়াণ নরমণি মিথিলার
দেখিতে সমৃদ্ধিমতী কাম্পিল্যের রাজধানী,
অনন্ত বাহনে সমাকীর্ণ পথ যার।]

বিদেহরাজ যথাকালে গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন, মহাসত্ত্ব প্রত্যুদগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বনির্ম্মিত নগরে লইয়া গেলেন। তিনি সেখানে উৎকৃষ্ট প্রাসাদে অবস্থিতি করিয়া নানাবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজন করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর সায়াহ্নকালে নিজের আগমন জানাইবার জন্য চূড়নীর নিকট দূত পাঠাইলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৫১. কাম্পিল্যে পৌঁছিয়া ভূপ জানাইলা ব্রহ্মদত্তে,
"আসিয়াছি আমি তব বন্দিতে চরণ;

৫২. সাজায়ে স্বর্ণালঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তব
কন্যা মোরে কর দান সহ দাসীগণ।"]

দূতের কথা শুনিয়া চূড়নী মহা সন্তোষ লাভ করিলেন; তিনি ভাবিলেন, 'এখন আমার শত্রু কোথায় পলাইবে? তাহাদের দুইজনেরই মাথা কাটিয়া জয়পানোৎসব করিব।' কিন্তু মুখে কেবল হর্ষের চিহ্ন দেখাইয়া তিনি দূতের সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং বলিলেন :

৫৩. স্বাগত হে বিদেহের নৃপতিপুঙ্গব
পাইলাম প্রীতি বড় আগমনে তব।
শুভদিন, শুভক্ষণ করহ নির্ণয়,
কন্যা সম্প্রদান আমি করিব নিশ্চয়।
থাকিবে সর্ব্বাঙ্গে তার স্বর্ণ-আভরণ,
বহু দাসী সঙ্গে তার করিবে গমন।[১]

ইহা শুনিয়া দূত বিদেহরাজের নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিল, "মহারাজ,

---

[১]। বিদেহরাজ যেন তাঁহার নিকটেই উপস্থিত হইয়াছেন, ব্রহ্মদত্ত এইভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়াই গাথাটী বলিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, দূত গিয়া বিদেহরাজকে এই কথাগুলি শুনাইবে।

ব্রহ্মদত্ত বলিয়াছেন যে, এই মঙ্গলক্রিয়ার উপযুক্ত শুভলগ্ন কখন হইবে, তাহা জানুন, তিনি আপনাকে ঐ লগ্নে কন্যাদান করিবেন।" বিদেহরাজ পুনর্ব্বার দূত প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "অদ্যই শুভলগ্ন আছে।"

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৫৪. জানিতে চাহিলা তবে রাজা বিদেহের,
কখন হইবে শুভ লগ্ন বিবাহের?
শুভ লগ্ন হল স্থির, অমনি তখন
চূড়নী-সকাশে দূত করিলা প্রেরণ।

৫৫. "শুভদিন শুভক্ষণ করিয়াছি আজ(ই) স্থির"—
দূত-মুখে আবার করিলা বিজ্ঞাপন
"সাজায়ে স্বর্ণালঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তব
কন্যা মোরে কর দান সহ দাসীগণ।"]
চূড়নী রাজা বলিয়া পাঠাইলেন,

৫৬. সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারী হবে এবে ভার্য্যা তব
সুবর্ণে মণ্ডিতা, অনুগতা দাসীগণে
তোমায়, বিদেহনাথ, নিশ্চয় করিব আমি
অবিলম্বে কন্যা সম্প্রদান হৃষ্টমনে।

এই গাথা বলিয়া চূড়নী রাজা 'এখনই পাঠাইতেছি', 'এখনই পাঠাইতেছি' এইরূপ মিথ্যাকথা বলিয়া সেই একশত একজন রাজাকে সঙ্কেত দ্বারা জানাইলেন, 'আপনারা সকলে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনাসহ যুদ্ধার্থ সসজ্জ হইয়া নগর হইতে নির্গত হউন, আজ দুইজন শত্রুরই শিরশ্ছেদ করিয়া জয়পানোৎসব করা যাইবে।' এই আদেশ পাইয়া রাজারা নগর হইতে বাহির হইলেন; চূড়নী নিজে বাহির হইবার কালে তাঁহার মাতা তলতাদেবী, অগ্রমহিষী নন্দাদেবী, পুত্র পঞ্চালচণ্ড এবং কন্যা পঞ্চালচণ্ডী, এই চারিজনকে অন্যান্য অন্তঃপুরচারিণীদিগের সহিত প্রাসাদের মধ্যে রাখিয়া যাত্রা করিলেন।

বিদেহরাজের সঙ্গে যে সকল যোদ্ধা আসিয়াছিল, বোধিসত্ত্ব তাহাদিগকে প্রচুর অন্নপানাদি দিয়া তুষ্ট করিলেন। কেহ সুরা পান করিতে লাগিল, কেহ মৎস্য মাংস খাইতে লাগিল, কেহ বা দূরপথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িল। বিদেহরাজ নিজে সেনকাদি পণ্ডিতদিগকে লইয়া এবং অমাত্যগণ-পরিবৃত হইয়া প্রাসাদের অলঙ্কৃত মহাতলে বসিয়া রহিলেন। এদিকে চূড়নী রাজা অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা দ্বারা নূতন নগরটাকে চারি পঙ্‌ক্তিতে বেষ্টন করিলেন, এই চারি পঙ্‌ক্তির অন্তর্ব্বর্ত্তী অংশত্রয়ে কোন সেনা থাকিল না, সেখানে বহু শত সহস্র লোকে উল্কা জ্বালিয়া অবস্থিত হইল। ব্রহ্মদত্ত অরুণোদয় কালেই নগর

অধিকার করিবেন, এই ভাবে সেনা সজ্জিত করিয়া রাখিলেন। তাহা দেখিয়া মহাসত্ত্ব নিজের তিনশত যোদ্ধাকে বলিলেন, "তোমরা সঙ্কীর্ণ সুরুঙ্গপথে গিয়া ব্রহ্মদত্তের মাতা, অগ্রমহিষী, পুত্র ও কন্যাকে লইয়া এ পথেই আনয়নপূর্ব্বক মহাসুরুঙ্গে প্রবেশ করিবে; কিন্তু মহাসুরুঙ্গের নির্গমদ্বার খুলিবে না; আমাদের আগমন প্রতীক্ষায় উহার মধ্যেই থাকিবে; আমরা যখন আসিব, তখন তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া নির্গমদ্বারের নিকটস্থ মহাবিশাল প্রাঙ্গণে লইয়া যাইবে।" তাহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সঙ্কীর্ণ সুরুঙ্গ দিয়া অগ্রসর হইল; মহাসোপানতলে যে তক্তার মঞ্চ ছিল, তাহা খুলিল, সোপানপাদমূলে, সোপান শীর্ষে ও মহাতলে যে সকল প্রহরী এবং কুব্জাদি দেখিতে পাইল, সকলকে ধরিয়া তাহাদের হাত পা বান্ধিল, মুখ চাপা দিল, যেখানে যেখানে গুপ্তস্থান দেখিল, সেই সেই খানে তাহাদিগকে লুকাইয়া রাখিল, রাজার জন্য যে খাদ্য প্রস্তুত ছিল, তাহার কিছু খাইল, যে সকল দ্রব্য সম্মুখে পাইল সমস্ত চূর্ণ বিচূর্ণ করিল এবং প্রাসাদোপরি আরোহণ করিল। তখন তলতাদেবী, কি জানি কি ঘটিবে ভাবিয়া, নন্দাদেবী এবং রাজপুত্র ও রাজকন্যার সহিত এক শয্যায় শুইয়া ছিলেন। মহাসত্ত্বের যোদ্ধারা প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে গিয়া তাঁহাদিগকে ডাকিল। তলতা বাহির হইয়া বলিলেন, 'কি জন্য ডাকিতেছ, বাপু সকল?' তাহারা বলিল, "দেবি, আমাদের রাজা বিদেহরাজকে এবং মহৌষধকে বধ করিয়া সমস্ত জম্বুদ্বীপের একাধীশ্বর হইয়াছেন এবং একশত একজন রাজার সহিত মহাসমারোহে মহাপানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি আপনাদের এই চারিজনকে লইয়া যাইবার জন্য আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া রাজমাতা ও রাজমহিষী প্রভৃতি প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সোপানপাদমূলে দাঁড়াইলেন; বোধিসত্ত্বের লোকেরা তাঁহাদিগকে লইয়া সঙ্কীর্ণ সুরুঙ্গে প্রবেশ করিল। তাঁহারা বলিলেন, "আমরা এতকাল এখানে বাস করিতেছি; কিন্তু এ পথে ত কখনও অবতরণ করি নাই?" বোধিসত্ত্বের লোকেরা বলিল, "এ পথ সর্ব্বদা চলিবার জন্য নহে; এটা মঙ্গলবীথি; আজ মঙ্গলোৎসব হইতেছে বলিয়া রাজা আপনাদিগকে এই পথে লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিয়াছেন।" রাজমাতা, রাজমহিষী প্রভৃতি একথা বিশ্বাস করিলেন। তখন একদল তাঁহাদের চারিজনকে লইয়া চলিল; একদল ফিরিল এবং রাজভবনের কোষাগার খুলিয়া ইচ্ছামত বহুমূল্য স্বর্ণমণি প্রভৃতি লইয়া গেল। এদিকে বন্দী চারিজন অগ্রসর হইয়া মহাসুরুঙ্গে প্রবেশ করিলেন এবং তাহার দেবভবনের ন্যায় শোভা দেখিয়া ভাবিলেন, 'রাজার জন্যই বোধ হয় এস্থানটী এমন সুন্দর ভাবে সাজাইয়াছে।' বোধিসত্ত্বের লোকে ক্রমে তাঁহাদিগকে গঙ্গার অনতিদূরে লইয়া গিয়া সুরুঙ্গের মধ্যেই একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে রাখিয়া দিল, কয়েকজন সেখানে পাহারা দিতে লাগিল এবং

কয়েকজন গিয়া বোধিসত্ত্বকে জানাইল যে, রাজমাতা, রাজমহিষী প্রভৃতিকে আনয়ন করা হইয়াছে। তাহাদের কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এখন আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।' তিনি পরম পরিতোষ লাভ করিয়া বিদেহরাজের নিকট গিয়া এক পার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। কামাতুর রাজা ভাবিতেছিলেন, 'এখনই বুঝি ব্রহ্মদত্ত তাঁহার কন্যাকে পাঠাইবেন, এই বুঝি ব্রহ্মদত্ত তাঁহার কন্যাকে পাঠাইতেছেন।' তিনি পল্যঙ্ক হইতে উঠিয়া বাতায়নপথে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দেখিলেন, বহু শত সহস্র উল্কার আলোকে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত হইয়াছে এবং অসংখ্য যোদ্ধা নূতন নগরটী বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ইহাতে তাঁহার মহাভয় জন্মিল; ব্যাপার কি, এ সম্বন্ধে তিনি পণ্ডিতদিগের (সেনকাদির) সহিত আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন :

৫৭. হস্তী, অশ্ব, রথ, পত্তি—বর্ম্মধারী যোধগণ
রয়েছে নগর এই করিয়া বেষ্টন;
জ্বলিতেছে উল্কা কত বল ত, পণ্ডিতগণ,
কি হেতু হয়েছে এই মহা আয়োজন?

ইহা শুনিয়া সেনক বলিলেন, "কোন চিন্তার কারণ নাই। বহু বহু উল্কা দেখা যাইতেছে, বোধ হয় রাজা আপনাকে দান করিবার জন্য কন্যা লইয়া আসিতেছেন।" পুক্কুশও বলিলেন, "আপনি আসিয়াছেন, আপনার প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য ব্রহ্মদত্ত বোধ হয় দেহরক্ষিগণ লইয়া অবস্থিতি করিতেছেন।" এইরূপে যাঁহার মনে যেটা ভাল লাগিল, পণ্ডিতেরা সেই মত উত্তর দিলেন। কিন্তু রাজা শুনিতে পাইলেন, লোকে আদেশ দিতেছে, "অমুক স্থানে সেনা থাকুক, স্থানে রক্ষী স্থাপন কর, সকলে সতর্ক ভাবে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য কর" ইত্যাদি। ইহাতে এবং সুসজ্জিত সেনা দেখিয়া তিনি মরণভয়ে ভীত হইলেন এবং মহৌষধ কি বলেন শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া বলিলেন :

৫৮. হস্তি অশ্ব রথ-পত্তি বর্ম্মধারীগণ
রয়েছে নগর এই করিয়া বেষ্টন
জ্বলিতেছে উল্কা কত বলত পণ্ডিত
করিবে কি আমাদের ইহারা অহিত?

রাজার প্রশ্ন শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই মূর্খ রাজাকে একটু ভয় দেখান যাউক, তাহার পর আমার ক্ষমতা দেখাইয়া ইহাকে আশ্বাস দেওয়া যাইবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন :

৫৯. চূড়নীর মহাসেনা দিতেছে পাহারা
না পার যাহাতে যেতে পলাইয়া তুমি,
ঘোর শত্রু ব্রহ্মদত্ত তোমার রাজন

প্রভাতে তোমায় সেই করিবে নিধন

ইহা শুনিয়া সকলেই মরণ ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। রাজার কণ্ঠ শুষ্ক হইল, মুখে লালানিঃসরণ বন্ধ হইল, শরীরে দাহ জন্মিল। তিনি মরণভয়ে পরিবেদন করিতে করিতে দুইটি গাথা বলিলেন :

৬০. কাঁপিছে হৃৎপিণ্ড মোর শুকাইছে মুখ
কিছুতেই না পাই স্বস্তি অগ্নিদগ্ধ করি
রেখেছে প্রখর রৌদ্রে কেহ যেন মোরে

৬১. কামারের উল্কাবৎ[১] হৃদয় আমার—
অন্তরে ভীষণ জ্বালা করিতেছে ভোগ
বাহিরে লক্ষণ তার কিন্তু কিছু নাই।

রাজার পরিবেদন শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, এই মূর্খ রাজা অন্য দিন আমার কথা মত কাজ করে না, আজ ইহাকে আরও একটু নিগৃহীত করিব। তিনি বলিলেন :

৬২. কামমত্ত সুমন্ত্রণাগ্রহণ বিমুখ
তুমি ভূপ। পণ্ডিতেরা করুন এখন
উদ্ধার তোমায় এই সঙ্কট হইতে।

৬৩. আত্মপ্রীতিবত হয়ে রাজারা যখন
না শুনেন সুমন্ত্রণা হিতৈষী মন্ত্রীর
পড়েন বিপদে তাঁরা মূঢ় মৃগ যথা
না বিচারি ভালমন্দ পড়ে গিয়া ফাঁদে।

৬৪. বলেছিনু পূর্ব্বে আমি কর ত স্মরণ
মাংসে আচ্ছাদিত বক্র অংশ বড়িশের
লোভবশে মীন যথা না পেয়ে দেখিতে,
করে গ্রাস বুঝে না ক মৃত্যু এতে হবে

৬৫. সেইরূপ মহারাজ, কামবশে তুমি
চূড়নীর কন্যারূপ 'চারে' মুগ্ধ হয়ে
দেখিতে না পাইতেছ সম্মুখে বিপদ।

৬৬. উত্তর পঞ্চালে যদি করহ গমন,
অচিরে হইবে তব প্রাণান্ত নিশ্চয়।
পতিত মনুষ্যপথে হরিণের মত
মহাভয় উপস্থিত হইবে তোমার।'[১]

---

[১]। উল্কা = হাপর (furnace)।

৬৭. অঙ্কস্থিত সর্পবৎ অমাত্য অসৎ[২]
দংশে পালকেরে, নৃপ; প্রাজ্ঞ সে কারণ,
অসাধুর সঙ্গে মৈত্রী করে না ক'খন।
অসাধুসংসর্গ হয় দুঃখের নিদান।

৬৮. শীলবান, শাস্ত্রবিৎ বলি জানে যারে,
তার(ই) সঙ্গে করে প্রাজ্ঞ মিত্রতা স্থাপন।
সাধুসঙ্গ চিরদিন সুখের নিদান।

রাজা পূর্ব্বে মহাসত্ত্বকে যে গালি দিয়াছিলেন, যাহাতে ভবিষ্যতে পুত্রস্থানীয় ব্যক্তিকে আর কখনও সেরূপ কথা না বলেন, এই উদ্দেশ্যে মহাসত্ত্ব তাহা উল্লেখ করিয়া তাহাকে আরও নিগৃহীত করিলেন :

৬৯. "মূঢ় তুমি, মহারাজ; বধিরের মত
না শুনিলে, দিলাম যে হিত উপদেশ।
লাঙ্গলের মুষ্টি ধরি বর্দ্ধিত যে জন,
কি রূপে সে পাবে বুদ্ধি অন্যের মতন?

৭০. দিলা বহু গালি মোরে, বলিলে তখন,
"গলা ধরি বহিষ্কৃত এ রাজ্য হইতে
এখন(ই) করহ এরে। অহো কি আস্পর্দ্ধা।
বলে কি না হবে যাহা মম অন্তরায়
ব্রহ্মদত্ত কন্যারূপ রতন লভিতে।"[৩]

মহারাজ, আমি ত গৃহপতিপুত্র। সেনকাদি পণ্ডিতেরা আপনার হিতাসাধনোপায় যেরূপ জানেন, আমি তাহা কিরূপে জানিব? উপস্থিত ব্যাপার আমার বুদ্ধির অগোচর; আমি কেবল গৃহপতিদিগের বিদ্যা জানি। উপস্থিত ব্যাপারে কি কর্ত্তব্য, সেনকাদিই তাহা ভাল বুঝেন। তাঁহারা সুপণ্ডিত; তাঁহারাই আজ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী-পরিবৃত আপনাকে উদ্ধার করুন। বরং গলাধাক্কা দিয়া আমাকে তাড়াইতে আজ্ঞা দিন। এখন আমার নিকট উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন, মহারাজ?" মহাসত্ত্ব রাজাকে এইরূপে মনের সাধে ভর্ৎসনা করিলেন। তাহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'আমি যে দোষ করিয়াছি, মহৌষধ কেবল তাহারই উল্লেখ করিতেছে; এইরূপ বিপদ যে ঘটিবে মহৌষধ পূর্ব্বেই তাহা জানিতে পারিয়াছিল। সেই জন্যই এ আমাকে এত ভর্ৎসনা করিতেছে। কিন্তু এ

---

[১]। ৬৪, ৬৫, ৬৬ সংখ্যাযুক্ত গাথা তিনটী ১৭শ, ১৮শ ও ১৯শ গাথারই পুনরুক্তি।

[২]। কৈবর্ত্তকে লক্ষ্য করিয়া এই উপমা প্রয়োগ করা হইয়াছে।

[৩]। ২১শ গাথারই পুনরুক্তি।

যে এতদিন নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়াছিল; ইহা অসম্ভব; এ নিশ্চয় আমার রক্ষার উপায় করিয়া রাখিয়াছে।' ইহা চিন্তা করিয়া রাজা দুইটি গাথায় মহাসত্ত্বকে ভর্ৎসনা করিলেন :

৭১. পণ্ডিতেরা মহৌষধ, খোঁচা নাহি দেন
অতীতের কথা তুলি; তুমি তবে কেন
বাক্যবাণে বিন্ধিতেছে হৃদয় আমার?
রজ্জুবদ্ধ অশ্ববৎ আমি হে এখন।
প্রতোদকণ্টকে ক্ষত কর কেন আর?

৭২. উদ্ধারের পথ যদি পাও নিরখিতে
কিংবা কি উপায়ে রক্ষা হইবে জীবন
আমা সবাকার এবে তাহাই নির্দ্দেশ
কর, বৎস যাও ভুলি পূর্ব্বের সে কথা।

মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, রাজা ত মহামূর্খ। কে ভাল, কে মন্দ, তাহা ইঁহার বুঝিবার ক্ষমতা নাই। ইঁহাকে আরও একটু কষ্ট দিয়া ইঁহাকে উদ্ধার করা যাইবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন।

৭৩. উদ্ধার। দুষ্কর, ভূপ; অসম্ভব অতি
মানুষের সাধ্যাতীত উদ্ধার এখন।
উদ্ধারসাধন তব করিতে আমার
নাই শক্তি; কর যাহা ভাল বুঝ নিজে।

৭৪. ঋদ্ধিমান, সুবিখ্যাত হস্তী কোন কোন
অন্তরিক্ষ পথে না কি পারে বিচরিতে।
হেন হস্তী থাকে যদি কোন নৃপতির,
উদ্ধারিতে তাহারাই পারে এবে তাঁরে।[১]

৭৫. ঋদ্ধিমান, সুবিখ্যাত অশ্ব কোন কোন
অন্তরিক্ষপথে না কি পারে বিচরিতে।
হেন অশ্ব থাকে যদি কোন নৃপতির,
উদ্ধারিতে তাহারাই পারে এবে তাঁরে।[২]

৭৬. ঋদ্ধিমান, সুবিখ্যাত মহাবল পক্ষী কোন কোন
অন্তরিক্ষপথে সদা পারে বিচরিতে।
হেন পক্ষী থাকে যদি কোন নৃপতির,

---

[১]। টীকাকার বলেন, ষড়দন্ত ও উপোসথকুলজ হস্তীরা এইরূপ ক্ষমতাবিশিষ্ট।

[২]। টীকাকার বলেন, বলাহকাশ্বগণ এইরূপ ক্ষমতাবিশিষ্ট।

উদ্ধারিতে তাহারাই পারে এবে তাঁরে।[১]

৭৭. বুদ্ধিমান, সুবিখ্যাত যক্ষ কোন কোন[২]
অন্তরিক্ষপথে না কি পারে বিচরিতে।
হেন যক্ষ থাকে যদি কোন নৃপতির,
উদ্ধারিতে তাহারাই পারে এবে তাঁরে।

৭৮. উদ্ধার! দুষ্কর ইহা, অসম্ভব অতি;
মানুষের সাধ্যাতীত উদ্ধার এখন।
উদ্ধারসাধন তব করিতে আমার
অন্তরিক্ষপথে, ভূপ, শক্তি কোন নাই।

ইহা শুনিয়া রাজার মুখে আর কথা সরিল না। অনন্তর সেনক ভাবিলেন 'এক মহৌষধ ভিন্ন রাজার বা আমাদের, কাহারও কোন উদ্ধারকর্ত্তা নাই। রাজা কিন্তু ইহার কথা শুনিয়া এমন ভয় পাইয়াছেন, যে তাঁহার মুখ একেবারে বদ্ধ হইয়াছে। অতএব আমিই পণ্ডিতের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি দুইটি গাথা বলিলেন :

৭৯. মহার্ণবে ভগ্নপোত নৌ যাত্রী যখন
কোন্ দিকে তীরভূমি, না পেয়ে দেখিতে
যে দিকে চালায় উর্ম্মি সেই দিকে যায়
এরূপে চলিয়া শেষে লভিলে কোথাও
দাঁড়াবার স্থান তার কি সুখ তখন।

৮০. সেরূপ রাজার, আর আমা সবাকার
তুমি একা, মহৌষধ, দাঁড়াবার স্থান।
শ্রেষ্ঠ তুমি আমাদের মন্ত্রিগণ মাঝে;
নাই অন্য কার(ও) সাধ্য দুঃখ ঘুচাইতে।

অতঃপর সেনককে ভর্ৎসনা করিয়া মহাসত্ত্ব একটী গাথা বলিলেন :

৮১. উদ্ধার! দুষ্কর ইহা; অসম্ভব অতি
মানুষের সাধ্যতীত উদ্ধার এখন।
উদ্ধারিতে কিছু মাত্র সাধ্য মোর নাই।
করহ, সেনক, তুমি উপায় চিন্তন।

রাজা নিষ্কৃতিলাভের উপায় চাহিতেছিলেন; কিন্তু তাহা পাইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া মরণভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। মহাসত্ত্বের সহিত তাঁহার আর বাক্যালাপ

---

[১]। যেমন গরুড় ও সুপর্ণ।

[২]। 'সাতাগিরাদয়ো'—টীকাকার।

করিবার সাধ্য ছিল না বলিয়া তিনি ভাবিলেন, 'সেনক হয় ত কোন উপায় জানিতে পারেন।' এই জন্য তিনি সেনককে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন :

৮২. বলি যাহা, শুন সবে; মহাভয় এবে
হইয়াছে উপস্থিত আমা সবাকার।
জিজ্ঞাসি সেনকে আমি, এ ঘোর সঙ্কটে
তাঁর মতে কি করিলে পাব পরিত্রাণ?

সেনক ভাবিলেন, 'রাজা উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। শোভন হউক বা না হউক, একটা উপায় বলা যাউক।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন :

৮৩. নগরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমরা
করিব প্রয়োগ অগ্নি প্রতি বাসগৃহে;
শস্ত্রহস্তে তার পর কাটি পরস্পরে
সত্বর ত্যজিব প্রাণ আমরা সকলে।
ব্রহ্মদত্ত বধিবে যে তিল তিল করি,
এ দুঃখ কাহার(ও) ভাগ্যে নাহি ঘটে যেন।

সেনকের পরামর্শ শুনিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন; তিনি মনে মনে বলিলেন, "তোমরা স্ত্রীপুত্রদিগের জন্যই এইরূপ চিতার ব্যবস্থা কর।" অনন্তর তিনি পুক্কুশাদিকেও প্রশ্ন করিলেন; তাঁহারাও স্ব স্ব প্রজ্ঞার অনুরূপ নিতান্ত নির্ব্বোধের মত উত্তর দিলেন। রাজার প্রশ্ন এবং পণ্ডিতদিগের উত্তর এইভাবে কথিত হইয়া থাকে :

৮৪. "বলি যাহা, শুন সবে; মহাভয় এবে
হইয়াছে উপস্থিত আমা সবাকার।
জিজ্ঞাসি পুক্কুশে আমি, এ ঘোর সঙ্কটে
তাঁর মতে কি করিলে পাব পরিত্রাণ?"

৮৫. "ত্যজিব এখন(ই) প্রাণ করি বিষ পান।
ব্রহ্মদত্ত বধিবে যে তিল তিল করি,
এ দুঃখ কাহার(ও) ভাগ্যে নাহি ঘটে যেন।"

৮৬. "বলি যাহা শুন সবে; মহাভয় এবে
হইয়াছে উপস্থিত আমা সবাকার।
জিজ্ঞাসি কবীন্দ্রে আমি এ ঘোর সঙ্কটে
তাঁর মতে কি করিলে পাব পরিত্রাণ?"

৮৭. "উদ্বন্ধনে, কিংবা পড়ি প্রপাত হইতে
ত্যজিব জীবন এবে আমরা সকলে।
ব্রহ্মদত্ত বধিবে যে তিল তিল করি,

এ দুঃখ কাহারও ভাগ্যে নাহি ঘটে যেন।"

৮৮. "বলি যাহা, শুন সবে, মহাভয় এবে
হইয়াছে উপস্থিত আমা সবাকার।
জিজ্ঞাসি দেবেন্দ্রে আমি, এ ঘোর সঙ্কটে
তাঁর মতে কি করিলে পাব পরিত্রাণ?"

৮৯. "নগরের দ্বাররুদ্ধ করিয়া আমরা
করিব প্রয়োগ অগ্নি প্রতি বাসগৃহে,
শস্ত্রহস্তে তার পর কাটি পরস্পরে
সত্বর ত্যজিব প্রাণ আমরা সকলে।
নাই শক্তি আমাদের কাহার(ও), রাজন্,
করিতে মুক্তির কোন পথ নির্দ্ধারণ।
প্রজ্ঞাবলে মহৌষধ কিন্তু অনায়াসে
পারেন করিতে ত্রাণ আমা সবাকারে।"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "রাজা করিতেছেন কি? সম্মুখে অগ্নি রহিয়াছে, অথচ তিনি খদ্যোতে ফুৎকার দিতেছেন! এখন এক মহৌষধ ভিন্ন কি রাজার, কি আমাদের, কোন ত্রাণকর্ত্তা নাই। রাজা কিন্তু তাঁহার কথা শুনিয়া এমন ভয়বিহ্বল হইয়াছেন যে, তাঁহার সঙ্গে আর কথাটী পর্য্যন্ত বলিতে পারিতেছেন না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমাদিগকে প্রশ্ন করিতেছেন! আমরা ইহার কি জানি?" ইহা চিন্তা করিয়া এবং অন্য কোন উপায় না দেখিয়া সেনক যাহা বলিয়াছিলেন, তিনিও তাহাই বলিয়া তাহাতে চারিটী চরণ যোগ করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি মহৌষধের গুণ বর্ণন করিলেন :

৯০. আমার যে অভিপ্রায়, করি নিবেদন :
আমরা সকলে মিলি করি অনুরোধ
মহাপ্রাজ্ঞ মহৌষধে, 'কর রক্ষা তুমি
অনুরুদ্ধ হয়ে যদি না পারেন তিনি
অবলীলাক্রমে রক্ষা করিতে সকলে,
এই মাত্র দেখালেন সেনক যে পথ,
সে পথে চলিয়া মোরা ত্যজিব জীবন।

রাজা ইহা শুনিলেন; কিন্তু পূর্ব্বে তিনি বোধিসত্ত্বের প্রতি যে দুর্ব্ব্যবহার করিয়া ছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে কিছু বলিতে পারিলেন না; অথচ তিনি শুনিতে পারেন এইভাবে পরিদেবন লাগিলেন :

৯১. কদলি তরুর ন্যায় খুঁজিলে না কভু পাওয়া যায়;
তেমতি প্রশ্নের মোর উত্তর না পাইলাম, হায়!

৯২. শাল্মলি তরুর সার খুঁজিলে না কভু পাওয়া যায়;
তেমতি প্রশ্নের মোর উত্তর না পাইলাম, হায়!

৯৩. অস্থানে করেছি বাস; অমাত্যেরা অপদার্থ অতি,
সকল বিষয়ে অজ্ঞ, সকলেই মূর্খ, মূঢ়মতি।
নিরুদক স্থানে বাস করে যদি কুঞ্জর কখন,
শত্রুবশে পড়ে সেই, মোর(ও) এবে দুর্দ্দশা তেমন।

৯৪. কাঁপিছে হৃদপিণ্ড মোর; শুকাইছে মুখ;
কিছুতে না পাই স্বস্তি; অগ্নিদগ্ধ করি
রেখেছে প্রখর রৌদ্রে যেন কেহ মোরে।

৯৫. কামারের উল্কাবৎ হৃদয় আমার;
অন্তরে ভীষণ জ্বালা করিতেছি ভোগ;
বাহিরে লক্ষণ তার কিন্তু কিছু নাই।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বুঝিলেন ‘রাজা অত্যন্ত ভয়বিহ্বল হইয়াছেন; এখন তাঁহাকে আশ্বাস না দিলে হয় ত তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইবে ও প্রাণান্ত ঘটিবে।’ এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি রাজাকে আশ্বস্ত করিলেন।

[এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্তি করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৯৬. অর্থদর্শী, সুধীবর, প্রাজ্ঞ মহৌষধ
বিদেহ-রাজের দুঃখ হেরি, কৃপাবশে
এরূপ আশ্বাস তাঁরে দিলে তখন—]

৯৭. নাই ভয়, মহারাজ; নাই কোন ভয়;
আমিই উদ্ধার তব করিব নিশ্চয়।
রাহুগ্রস্ত চন্দ্র পায় মুক্তি যে প্রকার,
সেই মত মুক্তিলাভ হইবে তোমার।

৯৮. নাই ভয়, মহারাজ; নাই কোন ভয়,
আমিই উদ্ধার তব করিব নিশ্চয়।
রাহুগ্রস্ত সূর্য্য পায় মুক্তি যে প্রকার,
সেই মত মুক্তিলাভ হইবে তোমার।

৯৯. নাই ভয়, মহারাজ; নাই কোন ভয়,
আমিই উদ্ধার তব করিব নিশ্চয়।
পঙ্কমগ্ন নাগে লোকে তুলে যে প্রকারে
সেরূপে উদ্ধার আমি করিব তোমারে।

১০০. নাই ভয়, মহারাজ; নাই কোন ভয়;
আমিই উদ্ধার তব করিব নিশ্চয়।

দুর্দ্দশা পেটিকাবদ্ধ সর্পের যেমন,
তোমার (ও) তাদৃশী, আমি করিব মোচন।

১০১. নাই ভয়, মহারাজ; নাই কোন ভয়;
আমিই উদ্ধার তব করিব নিশ্চয়।
জালবদ্ধ মীনের দুর্দ্দশা যে প্রকার,
তোমারও তাদৃশী। আমি করিব উদ্ধার।

১০২. নাই ভয়, মহারাজ; নাই কোন ভয়;
আমিই উদ্ধার তব করিব নিশ্চয়।
নিশ্চয় উপায় আমি করিব, রাজন,
যাহাতে পাইবে ত্রাণ সবলবাহন।

১০৩. নাই ভয়, মহারাজ; নাই কোন ভয়,
আমিই উদ্ধার তব করিব নিশ্চয়।
করিব পঞ্চালসেনা আমি বিতাড়ণ,
লোষ্ট্রে ক্ষেপি কাকে লোকে তাড়ায় যেমন।

১০৪. প্রজ্ঞায় কি ফল হয়? কোন্ প্রয়োজন
বুদ্ধিমান অমাত্যে বা করিবে সাধন,
সঙ্কটে পড়িলে প্রভু রক্ষিতে তাঁহায়
উপায় করিতে যদি পারা নাহি যায়?

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাজা আশ্বস্ত হইলেন, তিনি ভাবিলেন, 'এতক্ষণে আমি প্রাণ পাইলাম।' বোধিসত্ত্ব সিংহনাদ করিলে সকলেই সন্তুষ্ট হইল। তখন সেনক জিজ্ঞাসিলেন, 'পণ্ডিত, আপনি আমাদের সকলকে কি উপায়ে লইয়া যাইবেন, বলুন ত?' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি আপনাদিগকে অলঙ্কৃত সুরুঙ্গপথে লইয়া যাইব; আপনারা সজ্জিত হউন।" অনন্তর তিনি যোদ্ধাদিগকে সুরুঙ্গের দ্বার খুলিতে আজ্ঞা দিলেন :

১০৫. উঠ হে যুবকগণ, খোল শীঘ্র করি
সুরুঙ্গের দ্বার, আর প্রকোষ্ঠগুলির;
যাবেন বিদেহরাজ সুরুঙ্গের পথে।

যোদ্ধারা উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল; অমনি সমস্ত সুরুঙ্গ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া দেবসভার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১০৬. পণ্ডিতেরা ভৃত্যগণ আজ্ঞা পেয়ে তাঁয়
খুলিল সুরুঙ্গদ্বার, সার্গল কবাট
রুদ্ধ ও উন্মুক্ত হ'ত যন্ত্রবলে যার।]

যোদ্ধারা সুরুঙ্গদ্বার খুলিয়া মহাসত্ত্বকে জানাইল; তিনি রাজাকে জানাইলেন, "মহারাজ, সময় উপস্থিত; আপনি প্রাসাদ হইতে অবতরণ করুন।" রাজা অবতরণ করিলেন; সেনক নিজের মস্তক হইতে উষ্ণীষ খুলিয়া লইলেন, উত্তরাসঙ্গও খুলিলেন। ইহা দেখিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, "কি করিতেছেন?" সেনক বলিলেন, "পণ্ডিত, সুরুঙ্গপথে যাইতে হইলে শিরোবেষ্টন খুলিয়া দৃঢ়রূপে কচ্ছ বন্ধন করা আবশ্যক।" "সেনক, আপনি ভাবিবেন না যে, এই সুরুঙ্গ দিয়া যাইবার কালে দেহ অবনত করিয়া জানুর উপর ভর দিয়া প্রবেশ করিতে হইবে। যদি হাতীর উপর চড়িয়া যাইতে চান, তবে হাতীতেই চড়ুন; এই সুরুঙ্গ আঠার হাত উঁচু; ইহার দরজা প্রকাণ্ড; আপনার যে ভাবে ইচ্ছা হয়, সুন্দর পরিচ্ছদ পরিয়া রাজার অগ্রে অগ্রে চলুন।" মহাসত্ত্ব সেনককে রাজার অগ্রে যাইতে গিয়া রাজাকে মধ্যে রাখিলেন এবং নিজে সকলের পশ্চাতে থাকিলেন। ইহার উদ্দেশ্য এই ছিল : রাজা সুরুঙ্গের শোভা দেখিতে দেখিতে যেন ধীরে ধীরে না চলেন। ঐ সুরুঙ্গের মধ্যে বহুলোকের উপযুক্ত প্রচুর যবাগূ, ভক্ত প্রভৃতি খাদ্য ছিল; লোকে যখন সেইগুলি খাইতে খাইতে ও পান করিতে করিতে এবং সুরুঙ্গটী দেখিতে দেখিতে যাইবে, তখন মহাসত্ত্ব পশ্চাদ্দেশ হইতে রাজাকে শীঘ্র শীঘ্র চলিতে উৎসাহিত করিবেন। রাজা দেবসভার ন্যায় সুসজ্জিত সুরুঙ্গ দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১০৭. সর্ব্বাগ্রে সেনক, মধ্যে সামাত্য ভূপাল;
মহৌষধ সকলের পশ্চাতে থাকিয়া
চলিলেন সে বিচিত্র সুরুঙ্গের পথে।]

বিদেহরাজ উন্মার্গে প্রবেশ করিয়াছেন জানিয়া বোধিসত্ত্বের যোদ্ধারা চূড়নীর মাতা, মহিষী, পুত্র ও কন্যাকে সুরুঙ্গের বাহিরে লইয়া সেই বিশাল অঙ্গনে রাখিয়া দিল। এ দিকে বিদেহরাজও বোধিসত্ত্বের সহিত সুরুঙ্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাজমহিষী প্রভৃতি বিদেহরাজ ও বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া বুঝিলেন যে, তাঁহারা নিশ্চয় শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছেন ও যাহারা তাঁহাদিগকে লইয়া আসিয়াছে, তাহারা মহৌষধ পণ্ডিতের লোক। এই কারণে তাঁহারা মরণভয়ে ভীত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। বিদেহরাজ পাছে পলায়ন করেন, এই আশঙ্কায় চূড়নী গঙ্গা হইতে মাত্র এক পব্যূতি দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে যখন বন্দিনীদিগের আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল, তখন একবার তাঁহার বলিতে ইচ্ছা হইল, 'নন্দদেবীর কণ্ঠস্বর।' কিন্তু পাছে লোকে পরিহাস করিয়া বলে, 'কোথায় আপনি নন্দাদেবীকে দেখিতেছেন?' এই ভয়ে তিনি নীরব রহিলেন। এদিকে মহাসত্ত্ব সেই অঙ্গনে কুমারী পঞ্চালচণ্ডীকে

রত্নরাশির উপর বসাইয়া মহিষীর পদে অভিষিক্ত করিলেন এবং বিদেহরাজকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনি ইঁহারই জন্য আগমন করিয়া ছিলেন; ইনি আপনার অগ্রমহিষী হউন।" অতঃপর তিন শত নৌকা ঘাটে আনীত হইল; রাজা অঙ্গন হইতে অবতরণপূর্ব্বক একখানি সুসজ্জিত নৌকায় আরোহণ করিলেন; সেনকাদি চারিজন পণ্ডিতও নৌকায় উঠিলেন।

[এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১০৮. সুরুঙ্গ হইতে গিয়া বাহিরে তখন
করেন বিদেহরাজ নৌকা আরোহণ।
উঠিলে নৌকায় তিনি, সুধী মহৌষধ
রাজাকে করিলা এই উপদেশ দান :

১০৯-১১০. শ্বশুরস্থানীয় এবে তব, মহারাজ,[১]
ইনি সে পঞ্চাল চণ্ড; সোদরের মত
ইঁহারে বাসিবে ভাল। এই যশস্বিনী
শ্বাশুড়ী তোমার হন; পূজিবে ইঁহারে
মাতৃজ্ঞানে, সসম্মানে সদা সাবধানে।

১১১. ইনি সে পঞ্চালচণ্ডী রাজার নন্দিনী,
পেতে যাঁরে এত ব্যগ্র হয়েছিলে তুমি।
ভার্য্যা এবে ইনি তব; সহবাসে এঁর
ভুঞ্জ সুখ; করিও না কভু অনাদর।

রাজা বলিলেন, "আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার উপদেশ পালন করিব।" (মহাসত্ত্ব রাজমাতার সম্বন্ধে কোন কথাই বলিলেন না, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে তিনি অতিবৃদ্ধা; কাজেই তাঁহার দিকে রাজার কামদৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল না)। মহাসত্ত্ব তীরে দাঁড়াইয়াই এই সকল কথা বলিলেন। রাজা মহাসঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন; নৌকাপথে শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বলিলেন, "বৎস মহৌষধ, তুমি তীরে দাঁড়াইয়াই কথা বলিতেছ!

১১২. শীঘ্র করি উঠ, বৎস, নৌকায় এখন;
তীরে দাঁড়াইয়া কেন বলিতেছে কথা?
বহু কষ্টে দুঃখ হ'তে পেয়েছি নিস্তার;
চল, মহৌষধ, মোরা যাই ত্বরা করি।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'মহারাজ, আপনার সঙ্গে আমার যাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে।

---

[১]। টীকাকার বলেন যে, ব্রহ্মদত্তের অনুপস্থিতিবশতঃ তাঁহার পুত্রকেই বিদেহপতির শ্বশুরস্থানীয় বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

১১৩. এ নয় ধর্ম্মসঙ্গত, ওহে নরনাথ।
সেনার নায়ক আমি; ছাড়ি সেনা হেথা
পারি কি নিজের মুক্তি করিতে সাধন?

১১৪. এসেছি নগরে ফেলি সেনা আমাদের।
চূড়নীর অনুমতি লয়ে, মহারথ,
লইয়া সে সেনা আমি যেতেছি পশ্চাতে।

আমাদের সেনারা অনেকে দূরদেশ হইতে আসিয়াছে বলিয়া ক্লান্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছে; কেহ কেহ বা পান ভোজন করিতেছে। আমরা যে সুরুঙ্গপথে নির্গত হইয়াছি, তাহা কেহ জানে না। আবার কেহ কেহ আমার সঙ্গে এই চারিমাস খাটিয়া পীড়িত হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে আমার সাহায্যকারী বহুলোক আছে। আমি ইহাদের একটী লোককেও পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারি না। আমি এখান হইতেই ফিরিব, এবং বিনাযুদ্ধে ব্রহ্মদত্তের অনুমতি পাইয়া আপনার সমস্ত সেনাই লইয়া আসিব। আপনি বিলম্ব না করিয়া প্রস্থান করুন; আমি আপনার গমনপথে হস্তী, রথ প্রভৃতি রাখিয়া দিয়াছি; যাইতে যাইতে যে সকল হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি ক্লান্ত হইবে, "তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া সামর্থ্যযুক্ত বাহনাদি লইয়া শীঘ্র শীঘ্র মিথিলায় প্রতিগমন করুন।" ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন :

১১৫. অল্প তব সেনাবল; যুঝিবে কেমনে
চূড়নীর সুবৃহৎ বাহিনীর সহ?
সবলের সঙ্গে যুদ্ধ করিলে দুর্ব্বল
নিজেই বিনষ্ট হয়, নাহিক সন্দেহ।

তখন বোধিসত্ত্ব বলিলেন :

১১৬. অল্প সৈন্য হয় জয়ী সুমন্ত্রণাবলে;
মহাসৈন্য নষ্ট হয় সুমন্ত্রণা বিনা;
পান যদি রাজা মন্ত্রী উপায়কুশল,
একাকী পারেন তিনি বিতাড়িতে রণে
অন্য রাজগণে, যথা উদিত ভাস্কর
রজনীর তমোরাশি করে বিতাড়ন।

অনন্তর মহাসত্ত্ব রাজাকে নমস্কারপূর্ব্বক "আপনি তবে এখন যাত্রা করুন" বলিয়া বিদায় দিলেন। 'শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইলাম; এই রাজকন্যাকে পাইয়া আমার মনোরথও পূর্ণ হইল' ইহা ভাবিয়া বিদেহরাজ মহাসত্ত্বের গুণ স্মরণ করিয়া প্রীতিবশে ও মনের আনন্দে একটী গাথার সেনকের নিকট মহৌষধ পণ্ডিতের গুণ কীর্ত্তন করিলেন :

১১৭. পণ্ডিতের সঙ্গে বাস বড় সুখকর।
হয়েছিনু মোরা সবে শত্রুহস্তগত
অসহায়—পক্ষী যথা আবদ্ধথ পঞ্জরে,
কিংবা জালবদ্ধ মীন।!—মহৌষধ সবে
করিলেন পরিত্রাণ এ মহাসঙ্কটে

ইহা শুনিয়া সেনকও একটী গাথায় মহৌষধের গুণ বর্ণনা করিলেন :

১১৮. প্রকৃতই, মহারাজ, বড় সুখকর
পণ্ডিতের সঙ্গে বাস; হয়েছিনু মোরা
শত্রুহস্তগত; পক্ষী আবদ্ধ পঞ্জরে,
কিংবা জালবদ্ধ মীন যথা অসহায়,
ঠিক সেই মত, হায়। মহৌষধ সবে
করিলেন মুক্ত আজ নিজ প্রজ্ঞাবলে।

বিদেহরাজ নদী পার হইয়া এক যোজন দূরে মহাসত্ত্ব যে গ্রাম স্থাপন করিয়া আসিয়াছিলেন, সেখানে পৌঁছিলেন। মহাসত্ত্ব ঐ গ্রামে যে সকল লোক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারা রাজাকে হস্তী, রথ প্রভৃতি বাহন এবং প্রচুর খাদ্য ও পানীয় আনিয়া দিল। এই সকল বাহন পথ চলিতে চলিতে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন গ্রামান্তরে সেগুলি ফিরাইয়া অন্য বাহনাদি লইয়া রাজা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই উপায়ে একশত যোজন অতিক্রম পূর্ব্বক তিনি পরদিন প্রাতঃকালেই মিথিলায় প্রবেশ করিলেন।

এদিকে বোধিসত্ত্ব সুরুঙ্গদ্বারে গিয়া নিজের কটিদেশ হইতে যে তরবারি প্রলম্বিত ছিল, তাহা খুলিয়া বালি খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে রাখিলেন। তাহার পর সুরুঙ্গে প্রবেশ করিয়া তিনি ঐ পথেই নগরে প্রবেশ করিলেন, গন্ধোদক স্নান করিয়া নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্য ভোজন করিলেন এবং 'আমার মনোরথ সিদ্ধ হইল', ইহা ভাবিতে ভাবিতে উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া চূড়নী ব্রহ্মদত্ত সেনা পরিচালনপূর্ব্বক উপকারী নগরের[১] নিকটবর্ত্তী হইলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১১৯. করি অতি সাবধানে নগর বেষ্টন
চূড়নী সমস্ত রাত্রি, সূর্য্যোদয়কালে
অগ্রসর হন উপকারীর নিকটে।

---

[১]। বিদেহরাজের জন্য বোধিসত্ত্ব উত্তর পঞ্চালের নিকটে যে নূতন নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, লোকে তাহার 'উপকারী' এই নাম রাখিয়াছিল।

১২০-১২১. পরি মণিময় বর্ম্ম, শর লয়ে হাতে,
বলবান ষষ্টিবর্ষবয়স্ক কুঞ্জরে
আরোহি বলিলা ব্রহ্মদত্ত মহাবল।
সম্বোধি সে সমাগত যোধগণে, যারা
সুনিপুণ ছিল নানা সমর-কৌশলে।]

সেই সেনার স্বরূপ বর্ণনা :

১২২. গজসাদী, দেহরক্ষী, রথী, পত্তিগণ—
ধনুর্ব্বেদবিশারদ, বালবেধক্ষম—
সমাগত ছিল তাঁর পতাকার তলে।

ব্রহ্মদত্ত এখন বিদেহরাজকে জীবিতাবস্থায় বন্দী করিতে আজ্ঞা দিলেন :

১২৩. দীর্ঘদন্ত ষষ্টিবর্ষবয়স্ক, সবল,
আছে যত হস্তী মোর চালাও এখনি;
মর্দ্দন করুক তার সুন্দর নগর,
হয়েছে নির্ম্মিত যাহা বিদেহের তরে।

১২৪. সিতোজ্জ্বল গোবৎসের দন্তের মতন
তীক্ষ্ণ-অগ্র, অস্থিবেধী শায়ক সকল
হউক নিক্ষিপ্ত চাপবেগে মুহুর্মুহুঃ,
পড়ুক এখনি গিয়া এদিকে, ওদিকে।

১২৫. বর্ম্মধারী, মহাবীর্য্য যুবা যোধগণ,
মাতঙ্গের সঙ্গে যারা সমর্থ যুঝিতে,
চিত্রদণ্ডযুক্তায়ুধ ধরি শীঘ্র সবে
হও সম্মুখীন গজগণের শত্রুর।

১২৬. হইয়াছে শ্রেণীবদ্ধ সহস্র সহস্র
শক্তি হেথা, তৈলধৌত ফলক যাদের
ভাস্বর, উজ্জ্বল, জ্বলে শুকতারাসম।

১২৭. অস্ত্রবলে বলীয়ান, কবচে রক্ষিত,
সংগ্রামে কভু না জানে পলাইতে যারা,
ঈদৃশ, কেয়ূরধারী যোধগণ মম
থাকিতে এখানে, বল, বিদেহের রাজা,
হয় যদি পক্ষী সেই, তবু কি প্রকারে
পারিবে পলাতে এই নগর হইতে?

১২৮. একটী একটী করি বাছিয়া বাছিয়া
এনেছি এখানে ঊনচল্লিশ সহস্র

যোধ, যাহাদের কেহ তুল্যকক্ষ নাই।
চায় তারা শুধু বীরবাঞ্ছিত গৌরব।

১২৯. দীর্ঘদন্ত, ষষ্টিবর্ষবয়স্ক, সজ্জিত,
হের গজগণ মোর, স্কন্ধে যাহাদের
শোভিছে কুমারগণ সুচারুদর্শন

১৩০. পীত-আভরণধারী; পরিয়াছে সবে
পীতবস্ত্র, পীতবর্ণ উত্তর-আসঙ্গ;
শোভে গজস্কন্ধে এরা, শোভে যে প্রকার
ইন্দ্রের নন্দনধামে দেবপুত্রগণ।

১৩১-১৩২. সুশাণিত, সিতোজ্জ্বল পাঠীনের[১] মত,
বিমল, ভাস্বর, তৈলধৌত, সমধার,
অতিদৃঢ়, সর্ব্বোৎকৃষ্ট লৌহ সুগঠিত[২]
তরবারি ধরিয়াছে নরবীরগণ,
বলবান সবে তারা, প্রহারে নিপুণ।

১৩৩. করিতেছে যোধগণ যবে বিবর্ত্তন,
অসির লোহিত কোষ, সুবর্ণে খচিত
উজলিছে সৌরকরে ঝলসি নয়ন,
নিবিড় মেঘের কোলে সৌদামিনী যথা।

১৩৪. অসিচর্ম্মব্যবহারে অতীব নিপুণ,
দৃঢ়মুষ্টিধৃতৎসরু,[৩] এমনি শিক্ষিত,
কাটিতে গজের স্কন্ধ পারে একাঘাতে,—
হেন বর্ম্মী যোধগণ পতাকা লইয়া
হইতেছে প্রধাবিত অরাতি নাশিতে।

১৩৫. ঈদৃশী সেনায় হয়ে বেষ্টিত চৌদিকে
পাবে না, বিদেহরাজ, মুক্তি তুমি আজ,
না দেখি তোমার সাধ্য মিথিলায় যেতে।

---

[১]। পাঠীন = বোয়াল মাছ।

[২]। মূলে 'সিকায়সময়া' এই পদ আছে। উৎকৃষ্ট লৌহচূর্ণের সহিত মাংস মিশাইয়া ক্রৌঞ্চ পক্ষীকে খাইতে দেওয়া হইত এবং ঐ ক্রৌঞ্চের মল দগ্ধ করিয়া যে লৌহচূর্ণ পাওয়া যাইত, তাহা আবার মাংসের সঙ্গে মিশাইয়া আর একটা ক্রৌঞ্চকে খাইতে দেওয়া হইত। একে একে সাতবার এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা যে লৌহ পাওয়া যাইত, তাহা দিয়া লোকে তরবারি গড়িত–ব্রহ্মদেশীয় টীকা।

[৩]। দৃঢ়মুষ্টিতে ধৃতৎ হইয়াছ সরু (শস্ত্রের বাঁট) যাহাদিগের দ্বারা।

বিদেহরাজকে এইরূপে তর্জ্জন করিতে করিতে, এবং এখনই তাঁহাকে বন্দী করিব, ইহা ভাবিতে ভাবিতে ব্রহ্মদত্ত বজ্রাঙ্কুশদ্বারা হস্তীকে তাড়না করিতে লাগিলেন, এবং ধর, মার, কাট বলিয়া যোধগণকে আদেশ দিতে দিতে প্রবল জলস্রোতের ন্যায় উপকারী নগরের উপরে গিয়া পড়িলেন। কে জানে কি ঘটে, এই আশঙ্কায় মহাসত্ত্বের চরগণ স্ব স্ব অনুচরগণসহ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া শারীরকৃত্য সম্পাদনানন্তর প্রাতরাশ ভোজনপূর্ব্বক সুসজ্জিত হইলেন। তিনি লক্ষমুদ্রা মূল্যের কাশীজাত বস্ত্র পরিধান করিলেন, রক্ত কম্বল দ্বারা এক স্কন্ধ আচ্ছাদিত করিলেন, এবং তাঁহার পদোচিত সপ্তরত্নখচিত দণ্ড ধারণপূর্ব্বক সুবর্ণ পাদুকা পরিধান করিলেন। অপ্সরার ন্যায় সুন্দরী রমণীরা তাঁহার পার্শ্বে চামর ব্যজন করিতে লাগিল। তিনি অলঙ্কৃত প্রাসাদের বাতায়ন উদ্ঘাটন করিয়া চূড়নীকে দেখাইয়া একবার এদিকে, একবার তাহার বিপরীত দিকে শক্রলীলায় চঙ্ক্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অলৌকিক রূপ দেখিয়া চূড়নী বিকলচিত্ত হইলেন; —'এখনই ইহাকে ধরিব' মনে করিয়া হস্তীটীকে আরও তাড়াতাড়ি চালাইতে লাগিলেন। মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'বিদেহরাজকে হাতে পাইয়াছি মনে করিয়া এই রাজা এত শীঘ্র ছুটিয়া আসিতেছেন; আমাদের রাজা যে ইঁহার পুত্র ও কন্যাকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন, তাহা ইনি জানেন না। আমি ইহাকে আমার সুবর্ণদর্পণোপম মুখ দেখাইয়া ইহা জানাইব।' ইহা স্থির করিয়া সেই বাতায়নে থাকিয়াই তিনি মধুর স্বরে চূড়নীর সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন :

১৩৬. "কেন ব্রহ্মদত্ত, হেন দ্রুতবেগে করিতেছ গজ পরিচালন তোমার?
হৃষ্টমুখে আসিতেছ; নিশ্চই ভেবেছ মনে, 'পূরিয়াছে কামনা এবার;

১৩৭. দাও ফেলি চাপ তব, কর প্রতিসংহরণ চাপ হতে ক্ষুরপ্র এখনি;
ছাড় ও সুন্দর বর্ম্ম, বৈদুর্য্যে খচিত যাহা, বৃথা এবে এ সব, নৃমণি।"

ইহা দেখিয়া চূড়নী ভাবিলেন, 'গৃহপতির পুত্রটা আমার সঙ্গে পরিহাস করিতেছে। আজই দেখিয়া লইব, ইহাকে আমি কি দণ্ড দিতে পারি।' তিনি তর্জ্জন করিয়া বলিলেন :

১৩৮. প্রসন্ন বদন তব; স্মিতমুখে কথা কও;
আমাকে দেখিয়া যেন কিছুমাত্র ভীত নও।
আসন্ন মরণ যবে, সে সময়ে মানুষের
এমন সুন্দর শোভা হয় মুখমণ্ডলের।

তাঁহারা দুজনে এইরূপ বলাবলি করিতেছেন, এই সময়ে ব্রহ্মদত্তের সৈনিকেরা মহাসত্ত্বের লৌকাতীত সৌন্দর্য্য দেখিয়া বলিল, "আমাদের রাজা মহৌষধ পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন।" চল, গিয়া শুনা যাউক, ইঁহারা কি কহিতেছেন?" ইহা বলিতে বলিতে তাহারা তাঁহাদের নিকটে গেল; মহৌষধ

রাজার তর্জ্জন শুনিয়া বলিলেন, "আপনি জানেন না যে, আমি মহৌষধ পণ্ডিত। আমি কিছুতেই আপনাকে আমায় বধ করিতে দিব না। আপনি যে চক্রান্ত করিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। আপনি এবং কৈবর্ত্ত যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা ঘটে নাই; আপনারা মুখে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে।[১]

১৩৯. বৃথা এ গর্জ্জন তব; মন্ত্রণা তোমার
গিয়াছে ভাঙ্গিয়া ভূপ; সাধ্য নাই তব
বিদেহরাজকে বন্দী করিতে এখন।
নিকৃষ্ট জাতীয় অশ্বে করি আরোহণ
ধরিতে সৈন্ধবে কেহ কভু নাহি পারে।[২]

১৪০. অমাত্য সপরিজন নৃপতি আমার
গঙ্গা পার হয়ে কল্য গিয়াছেন চলি;
পশ্চাতে তাঁহার এবে যাও যদি ছুটি
ঘটিবে দুর্দ্দশা তব, ঘটে যে প্রকার
হংসরাজ-অনুধাবী কাকের, রাজন।"

অতঃপর মহাসত্ত্ব নির্ভীক সিংহের ন্যায় অকুতোভয়ে একটী দৃষ্টান্ত দিলেন :

১৪১. কিংশুকের ফুল্লপুষ্প দেখি চন্দ্রালোকে,
ভাবি তাহা মাংসপিণ্ড পশুকুলাধম
শৃগালেরা থাকে তরু করিয়া বেষ্টন,
প্রভাতে খাইবে তাহা, এই দুরাশায়।

১৪২. কিন্তু রাত্রি হলে শেষ, উদিলে ভাস্কর
পুষ্প দেখি ভগ্নাশ যেমন তারা হয়,

১৪৩. সেইরূপ তুমি, ভূপ, বেষ্টিলা এ পুরী
বিদেহরাজকে বন্দী করিবার আশে;
ভগ্নাশ হইয়া কিন্তু যাবে এবে ফিরি,
কিংশুক পাদপ ছাড়ি শিবা যথা যায়।

মহাসত্ত্বের ভীতিশূন্য বাক্য শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত ভাবিলেন, "গৃহপতিপুত্রটা যে বড় জোরে কথা বলিতেছে! বোধ হয়, বিদেহরাজ সত্য সত্যই পলায়ন করিয়াছেন।" এই কারণে তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধ হইল; তিনি ভাবিলেন, 'পূর্ব্বে এই গৃহপতিপুত্রের কৌশলেই আমরা এমন ভাবে পলায়ন করিয়াছিলাম যে, দ্বিতীয় বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত সঙ্গে আনিতে পারি নাই; এখন আবার ইহারই চক্রান্তে

---

[১]। অর্থাৎ বিদেহরাজ সত্য সত্যই আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।

[২]। কৈবর্ত্ত নিকৃষ্টজাতীয় অশ্ব; মহৌষধ উৎকৃষ্টজাতীয় (সৈন্ধব) অশ্ব।

আমার মুষ্টিমধ্যগত মহাশত্রু পলায়ন করিয়া গেল। এবম্প্রকারে এই লোকটা আমার বহু অনিষ্ট করিয়াছে; বিদেহরাজ এবং মহৌষধ এই দুইজনকে যে দণ্ড দিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, এখন একা মহৌষধের জন্যই সেই দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া গায়ের ঝাল ঝাড়িব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি যোধগণকে আজ্ঞা দিলেন,

১৪৪. হস্ত, পদ, নাসা, কর্ণ করিয়া ছেদন
দাও এ ধূর্ত্তকে এবে দণ্ড সমুচিত।
আমার পরম শত্রু বিদেহের রাজা
হয়েছিল হস্তগত; কিন্তু এ দুর্মতি।
কৌশল করিয়া মুক্তি দিয়াছে তাহারে।

১৪৫. কর পাক মাংস এর শূলে চড়াইয়া।
আমার পরম শত্রু বিদেহের রাজা
হয়েছিল হস্তগত; কিন্তু এ দুর্মতি
কৌশল করিয়া মুক্তি দিয়াছে তাহারে।

১৪৬. বৃষচর্ম্ম, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, মৃগচর্ম্ম আদি
ভূতলে পাতিয়া লোকে শঙ্কুবিদ্ধ করি
শুকায় যেমন ভাবে, আমিও তেমনি

১৪৭. শক্তিবিদ্ধ করি এরে রাখিব পাতিয়া
ভূতলে, মরিতে সেথা তিল তিল করি।
আমার পরম শত্রু বিদেহের রাজা
হয়েছিল হস্তগত; কিন্তু এ দুর্মতি
কৌশল করিয়া মুক্তি দিয়াছে তাহারে।

ব্রহ্মদত্তের তর্জ্জন শুনিয়া মহাসত্ত্ব স্মিতমুখে চিন্তা করিলেন, 'এই রাজা জানেন না যে, আমি ইঁহার মহিষী ও অন্যান্য পরিজনকে মিথিলায় প্রেরণ করিয়াছি। এই কারণেই ইনি আমাকে এরূপ দণ্ড দিবার আদেশ দিতেছেন। ক্রোধবশে ইনি আমাকে বাণবিদ্ধ করিতে পারেন, নিজের ইচ্ছামত অন্য দণ্ডও দিতে পারেন; কাজেই ইঁহাকে শোকাভিভূত করিবার প্রয়োজন; যাহাতে ইনি হস্তীপৃষ্ঠেই বিসংজ্ঞ হইয়া পড়েন, তাহা করিতেছি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন :

১৪৮. কাট যদি হস্ত, পদ, নাসা, কর্ণ মোর;
পঞ্চালচণ্ডের জন্য ঠিক সেই মত
ব্যবস্থা বিদেহরাজ করিবে নিশ্চয়।

১৪৯. কাট যদি হস্ত, পদ, নাসা, কর্ণ মোর
পঞ্চালচণ্ডীর হস্তপদকর্ণনাসা

ছেদন বিদেহপতি করিবে নিশ্চয়।

১৫০. কাট যদি হস্ত, পদ, নাসা, কর্ণ মোর;
নন্দা মহিষীর জন্য ঠিক সেই মত
ব্যবস্থা বিদেহরাজ করিবে নিশ্চয়।

১৫১. কাট যদি হস্ত, পদ, নাসা, কর্ণ মোর
দারাপত্যাদির তব হস্তপদ আদি
ছেদন বিদেহপতি করিবে নিশ্চয়।

১৫২. শূলে চড়াইয়া মোর মাংস যদি পাক
করাও হে মূঢ়মতি পঞ্চাল-ঈশ্বর,
পঞ্চালচণ্ডের মাংস ঠিক সেই মত
করাবে বিদেহরাজ পাক নিঃসংশয়।

১৫৩. শূলে চড়াইয়া মোর মাংস যদি পাক
করাও, হে মূঢ়মতি পঞ্চাল-ঈশ্বর,
পঞ্চালচণ্ডীর মাংস ঠিক সেই মত
করাবে বিদেহরাজ পাক নিঃসংশয়।

১৫৪. শূলে চড়াইয়া মোর মাংস যদি পাক
করাও, হে মূঢ়মতি পঞ্চাল-ঈশ্বর,
নন্দামহিষীর মাংস ঠিক সেই মত
করাবে বিদেহরাজ পাক নিঃসংশয়।

১৫৫. শূলে চড়াইয়া মোর মাংস যদি পাক
করাও, হে মূঢ়মতি পঞ্চাল-ঈশ্বর,
তব দারাপত্যমাংস ঠিক সেই মত
করাবে বিদেহরাজ পাক নিঃসংশয়।

১৫৬. শক্তিবিদ্ধ করি মোরে ভূমি উপর,
রাখ যদি ফেলি, ওহে পঞ্চাল-ঈশ্বর,
পঞ্চালচণ্ডকে বিদ্ধ করি সেই মত
রাখিবে ভূতলে ফেলি রাজা বিদেহের।

১৫৭. শক্তিবিদ্ধ করি মোরে ভূমি উপর,
রাখ যদি ফেলি, ওহে পঞ্চাল-ঈশ্বর,
পঞ্চালচণ্ডীকে বিদ্ধ করি সেই মত
রাখিবে ভূতলে ফেলি রাজা বিদেহের।

১৫৮. শক্তিবিদ্ধ করি মোরে ভূমি উপর,
রাখ যদি ফেলি, ওহে পঞ্চাল-ঈশ্বর,

নন্দা মহিষীকে বিদ্ধ করি সেই মত
রাখিবে ভূতলে ফেলি রাজা বিদেহের।

১৫৯. শক্তিবিদ্ধ করি মোরে ভূমি উপর,
রাখ যদি ফেলি, ওহে পঞ্চাল-ঈশ্বর,
তব দারাপত্যে বিদ্ধ করি সেই মত
রাখিবে ভূতলে ফেলি রাজা বিদেহের।
বিদেহরাজের সঙ্গে গুপ্ত মন্ত্রণায়
করিয়াছি নির্দ্ধারণ আমি এ উপায়।

১৬০. শত পল ক্ষার দ্বারা করিয়া কোমল,[১]
সেই চর্ম্মে চর্ম্মকার যত্নসহকারে
নিরমে যে ঢাল, তাহা রক্ষে যথা দেহ,
অরাতি-নিক্ষিপ্ত শর করি প্রতিহত,

১৬১. তেমতি আমিও রক্ষি, করি সুখী সদা
যশস্বী বিদেহে; করি দুঃখ তাঁর দূর।
তোমার চক্রান্তরূপ শায়ক, নৃপণি,
করিয়াছি পুনর্ব্বার প্রতিহত আমি।

ইহা শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'গৃহপতিপুত্র বলে কি! আমি ইহাকে যেরূপ দণ্ড দিব, বিদেহরাজও আমার পুত্রদারাদিকে সেইরূপ দণ্ড দিবেন! এ জানে না যে আমি পুত্রদারাদির জন্য যথোচিত রক্ষী নিযুক্ত করিয়া আসিয়াছি। এখন মরিবার ভয়ে এ নিশ্চয় প্রলাপ করিতেছে। ইহার কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে।' মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'রাজা মনে করিতেছেন যে, আমি তাঁহার ভয়েই এরূপ বলিতেছি। ইঁহাকে প্রকৃত বৃত্তান্ত জানাইয়া দিতেছি।' তিনি বলিলেন :

১৬২. দেখ গিয়া, শূন্য এবে অন্তঃপুর তব।
দারাসূতকন্যামাতা, সবে মোর লোকে
বাহির করিয়া আনি সুরুঙ্গের পথে
করিয়াছি সমর্পণ বিদেহের হাতে।

তখন ব্রহ্মদত্ত ভাবিলেন, 'গৃহপতিপুত্র অতীব দৃঢ়তার সহিত এই কথা বলিতেছে; আমিও রাত্রিকালে গঙ্গার পার্শ্বে নন্দাদেবীর গলার স্বর শুনিয়াছিলাম। মহৌষধ মহাপ্রাজ্ঞ; হয় ত এ সত্য কথাই বলিতেছে।' এইরূপ চিন্তা করিতে

[১]। মূলে 'ফলসতং চম্মং' আছে। টীকাকার বলেন, 'ফলসতং = ফলসতপ্পমাণং বহু খারে খাদাপেত্বা মুদুভাবং উপনীতং'।

করিতে তাঁহার মনে মহাশোক জন্মিল; কিন্তু ধৈর্য্যালম্বনপূর্ব্বক, যেন শোকার্ত্ত হন নাই এইভাবে, প্রকৃত ব্যাপার জানিবার জন্য একজন অমাত্যকে প্রেরণ করিবার কালে বলিলেন,

১৬৩. যাও অন্তঃপুরে; গিয়া জান ভালরূপে
সত্য কিংবা মিথ্যা কথা বলিবেন ইনি।

অমাত্য নিজের অনুচরদিগকে লইয়া রাজভবনে গমনপূর্ব্বক দ্বার খুলিলেন এবং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, বদ্ধহস্তপাদ ও রুদ্ধমুখ অন্তঃপুর-রক্ষিগণ ও কুব্জবামনাদি নাগদন্তসমূহ হইতে প্রলম্বিত রহিয়াছে, লোকে ভোজনপাত্রাদি খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ভোজনাসামগ্রীসকল ইতস্তত ছড়াইয়া ফেলিয়াছে, রত্নকোষগুলি খুলিয়া রত্নাদি লুণ্ঠন করিয়াছে, শয়নকক্ষের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে এবং মুক্ত বাতায়নপথে কাক প্রবেশ করিয়া ইচ্ছামত বিচরণ করিতেছে। ফলত সমস্ত প্রাসাদ শ্রীহীন হইয়া লোকপরিত্যক্ত গ্রামবৎ কিংবা শ্মশানভূমিবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। তাঁহারা ফিরিয়া রাজার নিকট নিবেদন করিলেন,

১৬৪. সত্য বটে, মহৌষধ বলিলেন যাহা;
শূন্য অন্তঃপুর তব; সাগরতীরের
কাকপুরীবৎ[১] তাহা জনহীন এবে।

চূড়নী পুত্র, কন্যা, মহিষী ও মাতা এই চারিজনের বিয়োগজনিত শোকে কম্পিত হইয়া বলিলেন, "ঐ গৃহপতিপুত্রটাই আমাকে এই বিপদে ফেলিয়াছে।" তিনি মহাসত্ত্বের উপর দণ্ডাহত, আশীবিষের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইলেন। মহাসত্ত্ব রাজার আকারপ্রকার দেখিয়া ভাবিলেন, "এই রাজা মহা যশস্বী; যদি ইনি ক্রোধবশে মনে করেন, 'দূর হউক ও চারিজন! উহাদিগকে আমি চাই না', তবে ক্ষত্রিয়সুলভ অভিমানবশতঃ আমাকে দণ্ড দিতে পারেন। আচ্ছা, রাজা যেন নন্দাদেবীকে পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই, এই মনে করিয়া যদি আমি তাঁহার রূপ বর্ণনা করি, তবে কেমন হয়? রাজা নন্দার রূপগুণ স্মরণ করিয়া নিশ্চয় ভাবিবেন, "আমি যদি মহৌষধকে বধ করি, তবে ঈদৃশ স্ত্রীরত্ন হইতে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হইব।' অতএব, ভার্য্যার প্রতি স্নেহবশতঃ ইনি আমাকে দণ্ড দিবেন না।" এইরূপ চিন্তা করিয়া মহাসত্ত্ব আত্মরক্ষার জন্য প্রাসাদে অবস্থিত থাকিয়াই রক্ত-কম্বলাভ্যন্তর হইতে সুবর্ণবর্ণ বাহু বিস্তারপূর্ব্বক, নন্দার নির্গমনপথ দেখাইবার ছলে তাঁহার রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন :

---

[১]। মূলে 'কাকপট্টনকং যথা' আছে। কাকপট্টন = যে স্থানে মৎস্যলোভে কেবল কাক বাস করে, অন্য কোন জনপ্রাণী নাই।

১৬৫. এই পথে গিয়াছেন মহিষী তোমার,
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, যিনি, মধুরভাষিণী
ফলহংসীসমা, যাঁর নিতম্ববিশাল
সুবর্ণপট্টের ন্যায় সুচারুবরণ।

১৬৬. নারীকুলে শ্রেষ্ঠা সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী,
কৌষেয়বসনা, শ্যামা, নিতম্বে যাঁহার
সুগঠিত সুবর্ণ মেখলা শোভা পায়,
এই পথে তাঁকে, ভূপ, করেছি প্রেরণ।

১৬৭-১৭০.[১] অলক্তরঞ্জিত তাঁর পদযুগলের
আমরি, কি শোভা। মণিমুক্তায় খচিত
হেমমেখলায় চারু নিতম্ব বেষ্টিত।
কাঞ্চনবেদির মধ্যভাগের মতন
ক্ষীণ কটিদেশ,[২] রথ ঈষাগ্রসদৃশ
অগ্রভাগে আকুঞ্চিত দীর্ঘ কৃষ্ণাকেশ।
কুঞ্জরশুণ্ডের মত ঊরু সুবর্ত্তুল।
হেমন্তের অগ্নিশিখা মানে পরাজয়
রূপের ছটায় তাঁর। শোভে বক্ষঃস্থলে
তিন্দুক ফলের মত গোল স্তনদ্বয়।
নাতিদীর্ঘা, নাতিখর্ব্বা, তন্বী, বিম্বাধরা,
মদিরাক্ষী;[৩] মোহনবিলাসবতী সদা
(যতনে বর্দ্ধিতা ভুজবল্লী[৪] যে প্রকার,
কিংবা যথা কেলিশীলা ব্যাঘ্রের পোতিকা
পর্ব্বতের পাদদেশে), পঞ্চাঙ্গকল্যাণী,[৫]
নাতিলোমা, অলোমা বা! শোভে রোমরাজি
গিরিনদীবক্ষে যথা বেতস-লতিকা।

১। যথাসম্ভব পুনরুক্তি পরিহারের ও সুসঙ্গতিরক্ষার জন্য আমি এই চারিটী গাথা এক করিয়া অনুবাদ করিলাম।

২। তু—“মধ্যেন সা বেদিবিলগ্নমধ্য”—কুমারসং।

৩। মূলে ‘পারেবটক্খী’ (পাযাবতাক্ষী) আছে।

৪। ভুজবল্লী বা ভুজঙ্গবল্লী = পানের গাছ।

৫। ত্বক্, মাংস, কেশ, স্নায়ু ও অস্থি—এই পঞ্চাঙ্গে যে নারী সুন্দরী, তাহাকে পঞ্চাঙ্গকল্যাণী বলা যায়।

কি আর বলিব আমি? প্রকৃতি-বিষয়ে
আদ্যা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সৃষ্টি মহিষী তোমার।

মহাসত্ত্ব এইরূপে নন্দার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিলেন; তাহা শুনিয়া ব্রহ্মদত্তের বোধ হইতে লাগিল যেন, তিনি পূর্ব্বে কখনও নন্দাকে দেখেন নাই। তাঁহার মনে অকস্মাৎ প্রবল দাম্পত্য স্নেহের উৎপত্তি হইল। তিনি স্নেহাভিভূত হইয়াছেন জানিয়া মহাসত্ত্ব আর একটী গাথা বলিলেন :

১৭১. ওহে ব্রহ্মদত্ত, রাজ্যশ্রীবল্লভ,
নিশ্চয় আনন্দ উপজিবে তব,
ঘটিবে যখন নন্দার মরণ।
শমনভবনে করিব গমন
নন্দা আর আমি, দু'য়ে এক সাথে;
নাই কিছুমাত্র সংশয় তাহাতে।

মহাসত্ত্ব এইভাবে কেবল নন্দারই রূপগুণ বর্ণনা করিলেন, অন্য কাহারও সম্বন্ধে কোন কথা বলিলেন না। ইহার কারণ এই যে, লোকে প্রিয়া ভার্য্যার প্রতি যেমন আসক্ত, অন্য কাহারও প্রতি সেরূপ নহে। মহাসত্ত্ব কেবল নন্দারই রূপ কীর্ত্তন করিলেন, কেন না তিনি জানিতেন যে, গর্ভধারিণীর কথা মনে পড়িলে সেই সঙ্গে সঙ্গে তদীয় গর্ভজ পুত্রকন্যার কথাও মনে পড়িবে। ব্রহ্মদত্তের মাতা অতি বৃদ্ধা বলিয়া তিনি তৎসম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না। মহাপ্রাজ্ঞ মহাসত্ত্ব যখন মধুরস্বরে নন্দাদেবীর রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন, তখন ব্রহ্মদত্ত মনে করিলেন, নন্দা যেন তাঁহার সম্মুখে অবস্থিতা হইয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, 'মহৌষধ ভিন্ন অন্য কেহই নন্দাকে আনিয়া আমায় দিতে পারিবে না।' নন্দাকে স্মরণ করিয়া তিনি শোকার্ত্ত হইলেন। তখন মহাসত্ত্ব তাঁহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন, "মহারাজ, আপনার কোন চিন্তা নাই; মহিষী, আপনার পুত্র ও মাতা, এই তিনজনই ফিরিয়া আসিবেন। আমি ফিরিয়া গেলেই ইহার প্রমাণ পাইবেন। আপনি আশ্বস্ত হউন, নরেন্দ্র।" রাজা ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি নিজের রাজধানী সুরক্ষিত করিয়া এত বলবাহন দ্বারা উপকারী নগর অবরোধ করিয়া আছি, অথচ এই পণ্ডিত সুরক্ষিত নগর হইতেও আমার মহিষী, পুত্র, কন্যা ও মাতাকে আনয়ন করিয়া বিদেহরাজের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন! আমরা এমন ভাবে এই নগর অবরোধ করিয়া আছি, অথচ সকল প্রাণীরই অগোচরে ইনি বিদেহরাজকে সেনাবাহনসহ মিথিলায় প্রেরণ করিয়াছেন! ইহা কি ইন্দ্রজাল, না আমার দৃষ্টিভ্রম? তিনি একটী গাথায় ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন :

১৭২. শিখেছ কি দিব্য মায়া? করেছ কি চক্ষু সম্মোহন?
অবরুদ্ধ বিদেহকে কি উপায়ে করিলা মোচন?

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "আমি দিব্য মায়া জানি বৈ কি। পণ্ডিতেরা দিব্য মায়া শিখিয়াই ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে আত্মরক্ষা করেন, পরকেও রক্ষা করিয়া থাকেন।"

১৭৩. দিব্যমায়া শিখে, ভূপ, পণ্ডিত যাহারা;
মন্ত্রণা প্রয়োগে সাধে আত্মমুক্তি তারা।

১৭৪. সন্ধিচ্ছেদে সুনিপুণ যুবা শত শত
সাধিতে আমার কার্য্য রহিয়াছে রত।
তাহারাই করিয়াছে সুরুঙ্গ নির্ম্মাণ;
সে পথে বিদেহরাজ করিলা প্রস্থান।

ইহা শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত ভাবিলেন, 'অলঙ্কৃত সুরুঙ্গ দিয়া গিয়াছে! এ সুরুঙ্গ কেমন?' তিনি সুরুঙ্গ দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া মহাসত্ত্ব তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন; ভাবিলেন, 'রাজা সুরুঙ্গ দেখিতে চান; ইঁহাকে সুরুঙ্গ দেখাইতেছি।' তিনি রাজাকে সুরুঙ্গে দেখাইতে গিয়া বলিলেন :

১৭৫. "দেখ আসি সুনির্ম্মিত সুরুঙ্গ, ভূপাল;
হস্তী, অশ্ব, রথ, পত্তি অভ্যন্তরে যার
সুনিপুণ চিত্রকরে করেছে চিত্রিত।
উদ্ভাসিত দীপালোকে এ মহাসুরুঙ্গ।

মহারাজ, এই সুরুঙ্গ আমারই প্রজ্ঞাবলে নির্ম্মিত; ইহার অভ্যন্তরভাগ আলোকে এমন উদ্ভাসিত যে, মনে হইবে যেন সেখানে চন্দ্র সূর্য্য উদিত হইয়াছে। ইহা সর্ব্বত্র অলঙ্কৃত; ইহাতে অশীতি মহাদ্বার এবং চতুঃষষ্টি ক্ষুদ্র দ্বারা আছে। ইহার মধ্যে একশত একটী শয়নকক্ষ এবং বহুশত দীপগর্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। আপনি আমার সঙ্গে সম্প্রীতভাবে ও মহানন্দে সসৈন্যে উপকারী নগরে প্রবেশ করুন।" ইহা বলিয়া তিনি নগরদ্বার উদ্ঘাটন করাইলেন; ব্রহ্মদত্ত একশত একজন অনুগামী রাজার সহিত নগরে প্রবেশ করিলেন। মহাসত্ত্ব তখন প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক রাজাকে নমস্কার করিলেন এবং তাঁহাকে ও তাঁহার অনুচরদিগকে লইয়া সুরুঙ্গে প্রবেশ করিলেন। রাজা দেবনগরবৎ অলঙ্কৃত সেই অপূর্ব্ব সুরুঙ্গ দেখিয়া বোধিসত্ত্বের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন :

১৭৬. অহো কি পরম লাভ বিদেহবাসীর।
তাদৃশ প্রাজ্ঞের সঙ্গে এক গৃহে কিংবা
এক রাজ্যে বাস যারা করে, মহৌষধ,
তাহাদের(ও) মহালাভ; ধন্য তারা সবে!

অতঃপর মহাসত্ত্ব ব্রহ্মদত্তকে একশত একটী শয়নকক্ষ দেখাইলেন। তাহাদের একটীর দ্বারা খুলিলে সকলগুলিরই দ্বার খুলিয়া যাইত, একটীর দ্বার

বন্ধ করিলে সকলগুলিরই দ্বার বন্ধ হইত। রাজা সুরুঙ্গ দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, মহাসত্ত্ব তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন; রাজার সমস্ত সেনাই সুরুঙ্গে প্রবেশ করিল। ইহার পর রাজা সুরুঙ্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন জানিয়া মহাসত্ত্বও নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং অন্য কাহাকেও বাহির হইতে না দিয়া সুরঙ্গদ্বার বন্ধ করিবার নিমিত্ত অর্গলের কাছে গেলেন। অর্গলটা আকর্ষণ করিবামাত্র সুরুঙ্গের আশীটা মহাদ্বার, চৌষট্টিটা ক্ষুদ্রদ্বার, একশত একটী কক্ষদ্বার, বহুশত দীপগর্ভদ্বার যুগপৎ রুদ্ধ হইল; সমস্ত সুরুঙ্গটী লোকান্তরিক নরকের ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল; সুরুঙ্গমধ্যে সেই লোকসমূহ মহাভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

মহাসত্ত্ব পূর্ব্বদিন[1] সুরুঙ্গে প্রবেশ করিবার কালে যে খড়্গ বালুকায় প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছেন[2], এখন তাহা তুলিয়া লইয়া ভূমি হইতে এক লম্ফে আঠার হাত উচ্চে উঠিলেন; অবতরণ করিয়া রাজার হাত ধরিলেন এবং খড়্গ উত্তোলনপূর্ব্বক তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ, এই জম্বুদ্বীপের সমস্ত রাজত্ব এখন কাহার?” রাজা ভয় পাইয়া বলিলেন, “এ রাজত্ব তোমার পণ্ডিত! তুমি আমাকে অভয় দাও।” মহাসত্ত্ব বলিলেন, “ভয় নাই, মহারাজ! আমি আপনাকে বধ করিবার জন্য খড়্গ ধরি নাই, আমার প্রজ্ঞার বল দেখাইবার জন্যই ইহা ধারণ করিয়াছি।” ইহা বলিয়া তিনি খড়্গখানি রাজার হস্তে দিলেন এবং রাজা যখন খড়্গ হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তখন তাঁহাকে বলিলেন, “মহারাজ, আমাকে বধ করাই যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, তবে এখনই এই খড়্গাঘাতে আমার প্রাণান্ত করুন। আর যদি আমাকে অভয় দিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তাহাও দিন।” ব্রহ্মদত্ত বলিলেন, “পণ্ডিত, আমি ত তোমাকে অভয় দিয়াই রাখিয়াছি। তুমি কোন চিন্তা করিও না।” অনন্তর পরস্পরের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করিতেন, উভয়ে অসি স্পর্শ করিয়া এই শপথ করিলেন। তাহার পর রাজা বলিলেন, “পণ্ডিত, তুমি এতাদৃশ প্রজ্ঞাবলসম্পন্ন হইয়া রাজ্য কেন গ্রহণ করিতেছ না?” মহাসত্ত্ব বলিলেন, “মহারাজ, ইচ্ছা করিলে আমি জম্বুদ্বীপের সমস্ত রাজাকে বধ করিয়া তাঁহাদের রাজ্য আত্মসাৎ করিতে পারি। কিন্তু অন্যের প্রাণান্ত করিয়া নিজের গৌরব বৃদ্ধি করা পণ্ডিতের কর্ত্তব্য নয়।” “পণ্ডিত, বহুলোক বাহির হইবার পথ না পাইয়া পরিদেবন করিতেছে; দ্বার উদ্ঘাটন করাইয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা কর।” তখন মহাসত্ত্ব দ্বার উদ্ঘাটন করাইলেন, সমস্ত সুরুঙ্গ আলোকে উদ্ভাসিত হইল; লোকে

---

[1]। মূলে দেখা যায় ‘ভিয্যো’। কিন্তু প্রকৃত পাঠ হইবে ‘হিয্যো’ (হ্য)।

[2]। ৩১১ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

আশ্বাস পাইল; রাজারা স্ব স্ব সেনাসহ নির্গত হইয়া মহাসত্ত্বের নিকটে গেলেন; তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া মহাপ্রাঙ্গণে অবস্থিত হইলেন। রাজারা বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনার অনুগ্রহেই আমাদের প্রাণরক্ষা হইল; আর এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সুরুঙ্গের দ্বার খোলা না হইলে আমরা সকলেই মারা যাইতাম।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজগণ, কেবল এখন নয়, পূর্ব্বেও আমারই অনুগ্রহে আপনাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছে।" "সে কখন, পণ্ডিতবর?" "স্মরণ হয় কি, তখনকার কথা, যখন আপনারা আমাদের নগর ব্যতীত জম্বুদ্বীপের অন্য সমস্ত রাজ্য অধিকারপূর্ব্বক উত্তর পঞ্চালে ফিরিয়া উদ্যানে জয়পান করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন এবং আপনাদের জন্য প্রচুর সুরার আয়োজন হইয়াছিল?" "স্মরণ হয় বৈ কি, পণ্ডিত।" "ঐ সময়ে কৈবর্ত্তের দুর্মন্ত্রণায় রাজা সুরায় ও মৎস্যমাংসে বিষ মিশাইয়া আপনাদের প্রাণান্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি বিদ্যমান থাকিতে এতগুলি রাজাকে অসহায় অবস্থায় মরিতে দিব না, এই উদ্দেশ্যে আমি সেখানে নিজের লোক পাঠাইয়াছিলাম এবং সমস্ত সুরাভাণ্ডাদি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ইঁহাদের মন্ত্রণা পণ্ড করিয়াছিলাম, আপনাদেরও প্রাণরক্ষা করিয়াছিলাম।" ইহা শুনিয়া রাজারা সকলেই উদ্বিগ্নচিত্তে চূড়নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একথা সত্য কি, মহারাজ?" "হাঁ, আমি কৈবর্ত্তের কথা শুনিয়া একাজ করিয়াছিলাম। পণ্ডিত সত্যই বলিয়াছেন।" তখন রাজারা সকলে মহাসত্ত্বকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'পণ্ডিতবর, আপনি আমাদের সকলেরই রক্ষাকর্ত্তা; আপনার অনুগ্রহেই আমরা জীবিত আছি।' অনন্তর তাঁহারা নানাবিধ আভরণ দিয়া বোধিসত্ত্বের পূজা করিলেন; বোধিসত্ত্ব চূড়নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি কোন চিন্তা করিবেন না; ইহা দুষ্টমিত্রসংসর্গের দোষ; আপনি এই রাজাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" চূড়নী রাজাদিগকে বলিলেন, "আমি দুষ্টের পরামর্শে আপনাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছি; ইহাতে আমার মহা অপরাধ হইয়াছে; আমাকে ক্ষমা করুন; আর কখনও এরূপ করিব না।" তিনি ক্ষমা পাইলেন, রাজারাও পরস্পরের নিকট স্ব স্ব দোষ স্বীকারপূর্ব্বক মৈত্রীসূত্রে বদ্ধ হইলেন। অতঃপর ব্রহ্মদত্তের আদেশে বহু খাদ্যভোজ্য গন্ধমাল্যাদি আনীত হইল; চূড়নী সকলের সঙ্গে সেই সুরুঙ্গের মধ্যেই এক সপ্তাহ কাল আমোদ উৎসব করিয়া নগরে ফিরিয়া গেলেন। তিনি মহাসত্ত্বের প্রতি প্রভূত সম্মান দেখাইলেন, এবং একশত একজন রাজার সহিত প্রাসাদ-মহাতলে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজের রাজধানীতে বাস করাইবার জন্য বলিলেন :

১৭৭. বৃত্তি, ভূমি, খাদ্য, ভোজ্য দ্বিগুণ প্রমাণ,
বিবিধ ভোগের দ্রব্য করিতেছি দান।

কর কাম্য ভোগ যত ইচ্ছা হয় মনে;
যেও না বিদেহে ফিরে; থাক এইখানে।
এত ধন, এত মান বিদেহ-ঈশ্বর
পারিবেন দিতে কি তোমায়, প্রাজ্ঞবর?

রাজার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া মহৌষধ বলিলেন :

১৭৮. ধনলোভে ভর্ত্তাকে যে করে পরিহার,
ভাগ্যে ঘটে উভয়তঃ গ্লানিনিন্দা তার।
করিয়াছি পাপ, ইহা করিয়া স্মরণ
আত্মাকে ধিক্কার সেই দেয় অনুক্ষণ।
পরেও কৃতঘ্ন বলি নিন্দা করে তার;
তাই ত্যাগ করিব না প্রভুকে আমার।
যাবৎ বিদেহ, ভূপ, রহেন জীবিত,
অন্যের সেবায় আমি না হব প্রবৃত্ত।

১৭৯. ধনলোভে ভর্ত্তাকে যে করে পরিহার,
ভাগ্যে ঘটে উভয়তঃ গ্লানিনিন্দা তার।
করিয়াছি পাপ, ইহা করিয়া স্মরণ
আত্মাকে ধিক্কার সেই দেয় অনুক্ষণ।
পরেও কৃতঘ্ন বলি নিন্দা করে তার;
তাই করিব না ত্যাগ প্রভুকে আমার।
থাকিতে বিদেহ ধরাধামে বিদ্যমান,
হবে না অন্যের রাজ্যে মম অবস্থান।

ব্রহ্মদত্ত বলিলেন, "তবে প্রতিজ্ঞা কর যে, তোমার রাজা দেবত্বপ্রাপ্ত হইলে এখানে আসিবে।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, যদি তখন জীবিত থাকি, নিশ্চিত আসিব।" অতঃপর রাজা এক সপ্তাহকাল মহাসত্ত্বের মহাসম্বর্দ্ধন করিলেন; তাহার পর মহাসত্ত্ব যখন বিদায় চাহিলেন, তখন একটী গাথায় মহাসত্ত্বকে তিনি কি কি উপহার দিলেন, তাহা বলিলেন :

১৮০. সহস্র সুবর্ণনিষ্ক করিলাম দান,
কাশীরাজ্যে অবস্থিত আশীখানি গ্রাম,
চারি শত দাসী আর ভার্য্যা এক শত।
লয়ে এ সকল সর্ব্বসেনাঙ্গের সহ
নিরুদ্বেগে, মহৌষধ, যাও নিজ দেশে।

মহাসত্ত্বও রাজাকে বলিলেন, "আপনি স্বজনবর্গের জন্য ভাবিবেন না; আমার রাজা যখন প্রস্থান করেন, তখন তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছি, নন্দাদেবীকে

যেন মাতৃস্থানে এবং পঞ্চালচণ্ডকে কনিষ্ঠ সোদরস্থানে স্থাপন করেন। আপনার কন্যার অভিষেক সম্পাদন করিয়াই আমি রাজাকে বিদায় দিয়াছি। আপনি শীঘ্রই আপনার মাতার, মহিষীর ও পুত্রের দর্শন পাইবেন।" রাজা বলিলেন, "পণ্ডিত, আমি তোমার কথায় বড় সন্তুষ্ট হইলাম।" অনন্তর তিনি কন্যাকে দেয় দাসদাসী, বস্ত্রালঙ্কার, সুবর্ণরজতাদি ধন এবং অলঙ্কৃত হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতি যৌতুক মহাসত্ত্বের হাতে দিয়া বলিলেন, "এই সকল দ্রব্য পঞ্চালচণ্ডীকে দিও।" মহাসত্ত্বের সেনাবাহনাদির পরিচর্য্যার জন্যও তিনি আদেশ দিলেন :

১৮১. দ্বিগুণ দ্বিবিধ যাব[১] অশ্বহস্তিগণে কর দান;
রথিপত্তিগণে তোষ দিয়া সুপ্রচুর অন্নপান।

অনন্তর মহৌষধকে বিদায় দিবার কালে তিনি বলিলেন :

১৮২. হস্তী, অশ্ব, রথ, পত্তি— লয়ে সব করহ গমন;
মিথিলায় গিয়া পুনঃ বিদেহকে দাও দরশন।

ব্রহ্মদত্ত এইরূপে মহাসত্ত্বকে মহাসম্মানের সহিত বিদায় দিলেন; সেই একশত একজন রাজাও মহাসত্ত্বের প্রতি মহাসম্মান দেখাইয়া তাঁহাকে বহু উপহার দিলেন। তাঁহাদের সভায় মহাসত্ত্বের যে সকল গুপ্তচর ছিলেন, তাঁহারা মহাসত্ত্বকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি অসংখ্য অনুচরসহ মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ব্রহ্মদত্ত তাঁহাকে যে সকল গ্রাম দান করিয়াছিলেন, যাইতে যাইতে ঐ সকল গ্রাম হইতে কর আদায় করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। অবশেষে তিনি বিদেহরাজ্যে উপনীত হইলেন।

বিদেহরাজকে ধরিবার জন্য চূড়নী আসেন কি না, অন্য কেহই বা যদি আসে, ইহা জানাইবার জন্য সেনক পথে একজন লোক রাখিয়া গিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি মিথিলার তিন যোজন দূরে মহাসত্ত্বকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া গিয়া সংবাদ দিল, "মহৌষধ পণ্ডিত অনুচরপরিবৃত হইয়া আগমন করিতেছেন।" ইহা শুনিয়া সেনক রাজভবনে গেলেন; রাজা প্রাসাদবাতায়ন হইতে মহতী সেনা দেখিয়া ভাবিতেছিলেন, 'মহাসত্ত্বের সেনা ত ক্ষুদ্র; এ সেনা, দেখিতেছি, অতি বৃহৎ; তবে কি চূড়নী আসিয়া উপস্থিত হইলেন?' তিনি ভীতত্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন :

---

[১]। গবাদি গৃহপালিত পশুকে খোল, বিচালি, দানা প্রভৃতি মিশাইয়া যে খাদ্য দেওয়া হয়, তাহাকে এখনও আমরা 'যাব' বলি। ইহা 'যব' শব্দজ। টীকাকার বলেন, রাজা অশ্বদিগকে যব ও গোধূম, উভয় শস্যের দ্বিগুণ 'যাব' দেওয়াইলেন; পথে যাহাতে রথিপদাতিক প্রভৃতির কষ্ট না হয়, এজন্য তাহাদিগের জন্যও প্রচুর খাদ্যও পানীয় দিবার আদেশ করিলেন।

১৮৩. হস্তী, অশ্ব, রথ, পত্তি–চতুরঙ্গসমন্বিতা
সেনা অই আসিছে মহতী বল ত, পণ্ডিতগণ,
এ আবার কি ব্যাপার; হেরি ভয় পাইতেছি অতি।

সেনক তাঁহাকে প্রকৃত ব্যাপার বুঝাইবার জন্য বলিলেন, :

১৮৪. ভয় নাই, মহারাজ; আনন্দের সময় এখন;
বড়ই উত্তম দৃশ্য করিতেছ এবে দরশন।
সেনাঙ্গ সকল লয়ে মহৌষধ আসিলেন ফিরি
নিরাপদে নিজালয়ে তব, ভূপ, মুখোজ্জ্বল করি।

রাজা বলিলেন, "সেনক, মহৌষধের সঙ্গে বেশী সেনা নাই; কিন্তু এ সেনা যে অতি বৃহৎ!" সেনক বলিলেন, "মহারাজ, খুব সম্ভত, চূড়নী প্রসন্ন হইয়া মহৌষধকে এই সমস্ত অনুচর দিয়াছেন।" তখন রাজার আদেশে লোকে ভেরীবাদন দ্বারা নগরবাসীদিগকে নগর সুসজ্জিত করিতে এবং মহৌষধের প্রত্যুদগমন করিতে লাগিল। নগরবাসীরা তাহাই করিল। মহাসত্ত্ব নগরে প্রবেশপূর্ব্বক রাজভবনে গমন করিয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন; রাজা উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং পূনর্ব্বার সিংহাসনে বসিয়া প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক বলিলেন :

১৮৫. চারি জন মঞ্চে বহি শবকে শ্মশানে যথা ফেলি চলি যায়,
সেরূপ আমরা সবে ফিরিনু, কাম্পিল্য রাজ্যে ফেলিয়া তোমায়।

১৮৬. বল, শুনি, কি উপায়ে, কোন হেতুবলে তুমি, কি কৌশল করি,
লভিয়াছ মুক্তি, বৎস; ফিরিয়াছ অরাতির রাজ্য পরিহরি?

মহাসত্ত্ব বলিলেন :

১৮৭. উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যজালে মন্ত্রণা মন্ত্রণাবলে
করিলাম তাহাদের সর্ব্বতঃ বেষ্টন;
সাগরের জল যথা বেষ্টি আছে জম্বুদ্বীপে।
শক্রুহস্তে হ'তে মুক্তি লভি সে কারণ।

মহাসত্ত্বের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর, চূড়নী মহাসত্ত্বকে যে সকল উপহার দিয়াছিলেন, তিনি একটী গাথায় সেগুলি বলিলেন :

১৮৮. সহস্র সুবর্ণনিষ্ক, কাশীরাজ্যস্থিত
আশীখানি ভাল গ্রাম, দাসী চারি শত,
এক শত ভার্য্যা আর দিয়াছেন মোরে।
সেনাঙ্গ সমস্ত লয়ে নিরাপদে আমি
ফিরিয়া এসেছি এবে নিজের আলয়ে।

তখন রাজা অতিমাত্র তুষ্ট ও হৃষ্ট হইয়া একটী উদানে মহাসত্ত্বের গুণকীর্ত্তন করিলেন :

১৮৯. পণ্ডিতের সঙ্গে বাস বড় সুখকর।
হয়েছিনু মোরা সবে শত্রুহস্তগত,
অসহায়—পক্ষী যথা আবদ্ধ পঞ্জরে,
কিংবা জালবদ্ধ মীন; মহৌষধ সবে
করিলেন পরিত্রাণ সে মহাসঙ্কটে।

সেনকও রাজার কথায় সায় দিয়া বলিলেন :

১৯০. প্রকৃতই মহারাজ, বড় সুখকর
পণ্ডিতের সঙ্গে বাস; হয়েছিনু যারা
শত্রুহস্তগত; পক্ষী যথা অসহায়,
ঠিক সেই মত, হায়! মহৌষধ সবে
করিলেন মুক্তি দান নিজ প্রজ্ঞাবলে।[১]

অনন্তর রাজা নগরে উৎসব-ভেরী বাজাইবার আজ্ঞা দিলেন। তিনি নাগরিকদিগকে বলিলেন, "তোমরা এক সপ্তাহকাল উৎসবে প্রবৃত্ত হও; যে আমার অনুরক্ত, সেই যেন মহৌষধ পণ্ডিতের প্রতি মহাসম্মান দেখায় ও তাঁহাকে উঢৌকনাদি দেয়।"

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১৯১. বাজুক সকল বীণা, ভেরী ও ডেণ্ডিম;
মগধদেশজ শঙ্খ উঠুক বাজিয়া;
দুন্দুভি মধুর শব্দে বাজাও সকলে।]

পৌর ও জানপদগণ স্বভাবতঃই মহাসত্ত্বের সসম্মান অভ্যর্থনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল; ভেরীর শব্দ শুনিয়া তাহারা আরও অধিক মাত্রায় সেই সম্মান প্রদর্শন করিল।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১৯২. রাজপত্নী, রাজপুত্র, বৈশ্য ও ব্রাহ্মণ
সকলেই করিলেন সত্বর প্রেরণ
বহুবিধ উপহার, অন্ন আর পান
মহৌষধ পণ্ডিতকে করিতে সম্মান।

---

[১]। ১৮৯ এবং ১৯০ চিহ্নিত গাথা দুইটী যথাক্রমে পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৭ম ও ১১৮ম গাথার পুনরুক্তি।

১৯৩. গজসাদি-অশ্বারোহ-রথি-পত্তিগণ
সকলেই করিলেন সত্বর প্রেরণ
বহুবিধ উপহার, অন্ন আর পান
মহৌষধ পণ্ডিতকে করিতে সম্মান।

১৯৪. সমবেত হয়ে পৌরজানপদগণ
সকলেই করিলেন সত্বর প্রেরণ
নানাবিধ উপহার, অন্ন আর পান
মহৌষধ পণ্ডিতকে করিতে সম্মান

১৯৫. হেরি মহৌষধে গৃহে প্রত্যাগত
হয় মগ্ন সবে আনন্দ-সাগরে।
দেখি তাঁরে সবে হরষের বেগে
উত্তরীয়বাস সঞ্চালন করে।

উৎসবান্তে মহাসত্ত্ব রাজভবনে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, চূড়নী রাজার মাতা, মহিষী ও পুত্রকে শীঘ্র তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।" রাজা বলিলেন, "বেশ, বৎস। তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দাও।" মহাসত্ত্ব তখন সেই তিনজনের প্রতি মহাসম্মান দেখাইলেন, তাঁহার সঙ্গে উত্তর পঞ্চাল হইতে যে সকল সৈনিক আসিয়াছিল, তাহাদিগকেও সসম্মানে পুরস্কৃত করিলেন এবং নিজের লোকজন সঙ্গে দিয়া মহিষী প্রভৃতিকে ব্রহ্মদত্তের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ব্রহ্মদত্ত তাঁহাকে যে একশত ভার্য্যা ও চারি শত দাসী দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে তিনি নন্দাদেবীর সঙ্গে প্রেরণ করিলেন; তাঁহার সঙ্গে যে সেনা আসিয়াছিল, তাহাও মহিষী প্রভৃতির সঙ্গে দিলেন। এইরূপে উক্ত তিন ব্যক্তি বহু অনুচরে পরিবৃত হইয়া উত্তর পঞ্চালে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মদত্ত তাঁহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, বিদেহের রাজা তোমাদের সহিত সদব্যবহার করিয়াছিলেন ত?" রাজমাতা বলিলেন, "কি বল, বাবা? তিনি আমাকে দেবতার স্থানে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া সেবা করিয়াছেন।" নন্দাদেবী বলিলেন যে, তিনিও মাতৃস্থানে থাকিয়া বিদেহরাজের সেবা পাইয়াছেন। পঞ্চালচণ্ড বলিলেন, "তিনি কনিষ্ঠ সহোদরজ্ঞানে আমার সস্নেহ আদর যত্ন করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং বিদেহরাজকে বহু উপহার পাঠাইয়া দিলেন। ফলতঃ এই সময় হইতে উক্ত দুইজন রাজা পরস্পরের সহিত মৈত্রীসূত্রে বদ্ধ হইয়া সম্প্রীতভাবে স্ব স্ব রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

সুরুঙ্গখণ্ড সমাপ্ত।

(১৩)

পঞ্চালচণ্ডী বিদেহরাজের অতি প্রিয়া ও মনোজ্ঞা হইলেন; বিবাহের দ্বিতীয় বর্ষে তাঁহার একটী পুত্র জন্মিল। এই পুত্রের বয়স যখন দশ বৎসর হইল, তখন বিদেহরাজ দেহত্যাগ করিলেন। বোধিসত্ত্ব বালকের মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র উত্থাপিত করিয়া 'দেব, আমি তোমার মাতামহ চূড়নী রাজার নিকটে যাইব' বলিয়া বিদায় চাহিলেন। বালক রাজা বলিলেন, "আমি অল্পবয়স্ক; আপনি আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন না; আমি আপনাকে পিতৃস্থানীয় মনে করিয়া সম্মান করিব।" পঞ্চালচণ্ডীও বলিলেন, "পণ্ডিত, আপনি চলিয়া গেলে আমরা নিতান্ত অশরণ হইব; আপনি যাইবেন না।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি চূড়নীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; এখন না যাইয়া পারিতেছি না।" রাজ-ভবনের এবং নগরের লোকে সকরুণ পরিদেবন করিতে লাগিল; কিন্তু বোধিসত্ত্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া নিজের পরিচারকদিগকে লইয়া উত্তর পঞ্চাল নগরে গমন করিলেন। তিনি আসিতেছেন শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত প্রত্যুদগমনপূর্ব্বক মহাসম্মানের সহিত তাঁহাকে নগরে লইয়া গেলেন, তাঁহার বাসের জন্য একটী প্রকাণ্ড প্রাসাদ দিলেন, পূর্ব্বে তাঁহাকে যে আশীখানি গ্রাম দিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া আরও সম্পত্তি দান করিলেন; বোধিসত্ত্বও তাহার সেবা করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে ভেরী-নাম্নী এক পরিব্রাজিকা প্রতিদিন রাজভবনে আহার করিতেন; তিনি সুপণ্ডিতা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি মহাসত্ত্বকে এতদিন দেখেন নাই, কেবল লোকমুখে শুনিয়াছিলেন যে, মহৌষধপণ্ডিত রাজসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন। মহাসত্ত্বও তাঁহাকে পূর্ব্বে দেখেন নাই, কেবল শুনিয়াছিলেন যে, ভেরী-নাম্নী এই পরিব্রাজিকা রাজভবনে আহার করিয়া থাকেন।

রাজমহিষী নন্দা বোধিসত্ত্বের প্রতি বিরূপ ছিলেন, কেন না তিনিই চক্রান্ত করিয়া কিয়ৎকালের জন্য রাজার সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলেন। তিনি নিজের প্রিয়পাত্র পাঁচজন পরিচারিকাকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, "তোমরা মহৌষধের একটা দোষ বাহির করিয়া রাজাকে তাঁহার প্রতি বিরূপ করিবার চেষ্টা কর।" তখন হইতে এই পাঁচজন পরিচারিকা সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

একদিন ঐ পরিব্রাজিকা আহারান্তে রাজভবন হইতে বাহির হইতেছিলেন, এমন সময়ে রাজাঙ্গণে দেখিতে পাইলেন, বোধিসত্ত্ব রাজদর্শনে যাইতেছেন। বোধিসত্ত্ব পরিব্রাজিকাকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন। তখন পরিব্রাজিকা ভাবিলেন, 'লোকটী না কি পণ্ডিত; একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি, ইনি প্রকৃতই পণ্ডিত, বা অপণ্ডিত।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি হস্তমুদ্রাদ্বারা প্রশ্ন করিলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে দেখাইয়া নিজের করতল প্রসারিত করিলেন (হাত খুলিলেন)। এরূপ করিবার উদ্দেশ্য ছিল এই প্রশ্ন করা : 'রাজা পণ্ডিতকে বিদেশ হইতে

আনিয়া এখন তাঁহার ভরণপোষণের ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতেছেন কি না?' ভেরী হস্তমুদ্রাদ্বারা প্রশ্ন করিতেছেন বুঝিয়া মহাসত্ত্ব হস্তমুষ্টিদ্বারা তাহার উত্তর দিলেন। এই উত্তরের মর্ম্ম এই—"আর্য্যে,[১] আমাদ্বারা প্রতিজ্ঞা করাইয়া রাজা আমাকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন বটে; কিন্তু এখন তিনি এমন দৃঢ়মুষ্টি হইয়াছেন যে, আমাকে পূর্ব্বের মত কিছুই দান করেন না।" মনে মনে ইহা ভাবিয়া বোধিসত্ত্ব হস্তমুদ্রাদ্বারা প্রশ্নের উত্তর দিলেন। এই উত্তর পাইয়া ভেরী হাত তুলিয়া নিজের মস্তকে হাত বুলাইলেন। ইহা করিবার অভিপ্রায় এই : "পণ্ডিত, যদি তুমি দুররস্থ হইয়া থাক, তবে আমার ন্যায় কেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর না?" ইহা বুঝিয়া মহাসত্ত্ব নিজের উদরে হাত বুলাইলেন। তাঁহার এই উত্তরের তাৎপর্য্য : "আর্য্যে, আমার বহু পোষ্য; সেইজন্যই প্রব্রজ্যা লইতে পারি না।" এইরূপে হস্তমুদ্রাদ্বারাই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ভেরী নিজের আবাসে চলিয়া গেলেন; মহাসত্ত্বও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া রাজদর্শনে গমন করিলেন।

নন্দাদেবী যে সকল বিশ্বস্তা পরিচারিকা নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাহারা বাতায়ন হইতে ভেরী ও মহাসত্ত্বের এই বাক্যহীন কথোপকথন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাহারা চূড়নীর নিকটে গিয়া লাগাইল, "মহারাজ, মহৌষধ ভেরী পরিব্রাজিকার সঙ্গে মিলিত হইয়া রাজ্যগ্রহণাভিলাষে আপনার শত্রু হইয়াছেন।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ?" "মহারাজ, পরিব্রাজিকা যখন আহারান্তে প্রাসাদ হইতে নামিয়া যাইতেছিলেন, তখন মহৌষধকে দেখিয়া নিজের করতল প্রসারিত করিয়া দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার এরূপ করিবার উদ্দেশ্য ছিল জিজ্ঞাসা করুন যে, 'তুমি কি রাজাকে নিষ্পেষণপূর্ব্বক আমার করতলের ন্যায় বা খলমণ্ডলের ন্যায় সমতল করিয়া রাজ্য আত্মসাৎ করিতে পার না।' ইহার উত্তরে মহৌষধ খড়গগ্রহণাকারে মুষ্টি দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য : 'কয়েকদিনের মধ্যেই রাজার শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক রাজ্য আত্মসাৎ করিব।' 'বেশ, শিরশ্ছেদই কর', ইহা জানাইবার উদ্দেশ্যে পরিব্রাজিকা তখন হাত তুলিয়া নিজের মস্তক স্পর্শ করিয়াছিলেন। তখন মহৌষধ নিজের উদর স্পর্শ করিয়াছিলেন এবং ঐ সঙ্কেত দ্বারা জানাইয়াছিলেন, 'রাজার দেহটা মাঝখানে কাটিয়াই দুই টুকরা করিতে পারি।' মহারাজ, আপনি সাবধান হউন; মহৌষদের প্রাণবধ করা এখন নিতান্ত আবশ্যক।"

পরিচারিকাদিগের কথা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'আমি পণ্ডিতের কোন অনিষ্ট

---

[১]। মূলে 'অয্যো' আছে। যদি কোন পরিব্রাজকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইত, তবে এ সম্বোধনপদ চলিতে পারিত।

করিতে পারি না; পরিব্রাজিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়া শুনি, ব্যাপারটা কি?' পরদিন পরিব্রাজিকার আহারের সময়ে তিনি তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্যে, আপনি কখনও মহৌষধ পণ্ডিতকে দেখিয়াছেন কি?" পরিব্রাজিকা বলিলেন, "হাঁ, মহারাজ; কাল যখন আহারান্তে এখান হইতে যাইতেছিলাম, তখন তাঁহাকে দেখিয়াছি।" "আপনাদের মধ্যে কোন কথাবার্ত্তা হইয়াছিল কি" "কোন কথা হয় নাই; তবে শুনিয়াছিলাম, তিনি একজন পণ্ডিত;" তিনি প্রকৃত পণ্ডিত হইলে বুঝিতে পারিবেন, ইহা ভাবিয়া আমি হস্তমুদ্রা-সঙ্কেতে হাত খুলিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, 'পণ্ডিত, রাজা তোমার সম্বন্ধে মুক্তহস্ত বা সঙ্কুচিতহস্ত?—তিনি তোমার আদর যত্ন করেন বা করেন না।' তিনি হস্তমুষ্টি দ্বারা উত্তর দিয়াছিলেন, 'রাজা আমাদ্বারা প্রতিজ্ঞা করাইয়া আমাকে এখানে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন বটে; কিন্তু এখন আমায় কিছুই দেন না।' ইহার পর আমি হস্ত মুদ্রাদ্বারা নিজের মাথায় হাত বুলাইয়া জানিতে চাহিয়াছিলাম, যদি দুরবস্থাপন্ন হইয়া থাকেন, তবে কেন তিনি আমার মত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন না? ইহার উত্তরে তিনি নিজের পেটে হাত বুলাইয়া জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার বহু পোষ্য আছে, তাঁহাকে বহু উদর পূর্ণ করিতে হয়; "এইজন্যই তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে অক্ষম।" "আর্য্যে, মহৌষধ সত্য সত্যই পণ্ডিত কি?" "হাঁ মহারাজ; এই পৃথিবীতে প্রজ্ঞাবলে অন্য কেহই তাঁহার তুল্যকক্ষ নহে।" ভেরীর কথা শুনিয়া রাজা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় দিলেন। তিনি চলিয়া গেলে বোধিসত্ত্ব রাজদর্শনের জন্য প্রবেশ করিলেন। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিত, তুমি ভেরী পরিব্রাজিকাকে দেখিয়াছ কি?" "হাঁ মহারাজ; কাল যখন তিনি এখান হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়াছি। হস্তমুদ্রাদ্বারা তিনি আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আমিও তাঁহাকে হস্তমুদ্রাদ্বারাই উত্তর দিয়াছিলাম।" অনন্তর, প্রশ্ন ও উত্তরসম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, বোধিসত্ত্ব রাজাকে তাহা জানাইলেন। ইহাতে রাজা সেদিন প্রসন্ন হয়ে মহাসত্ত্বকে সৈনাপত্যে নিযুক্ত করিলেন; সমস্ত কার্য্যের ভারই তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাজা ব্যতীত অন্য কেহই তাঁহা অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্যশালী ও গৌরবভাজন রহিল না।

একদিন মহাসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, "রাজা ত অকস্মাৎ আমাকে প্রভূত ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন ও গৌরবভাজন করিয়াছেন। রাজারা কিন্তু যখন বিনাশ করিতে চান, তখনও এইরূপ অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়া থাকেন। রাজা আমার প্রকৃত সুহৃৎ কি না, তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যক। অন্য কেহ ত পরীক্ষা করিতে পারিবে না; ভেরী পরিব্রাজিকা প্রজ্ঞাবতী; তিনি কোন একটা উপায়ে পরীক্ষা করিতে পারেন।" ইহা চিন্তা করিয়া তিনি একদিন প্রচুর গন্ধমালাদি লইয়া পরিব্রাজিকার

আবাসে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অর্চ্চনা ও নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আর্য্যে, আপনি যেদিন রাজার নিকট আমার গুণের কথা বলিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে তিনি আমাকে এত ঐশ্বর্য্য দিতেছেন এবং আমাকে এরূপ গৌরবভাজন করিতেছেন যে, আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি। কিন্তু তাঁহার এই দান প্রসন্নান্তঃকরণ-সম্ভূত কি না, তাহা আমি জানি না। আমার সম্বন্ধে রাজার মনের প্রকৃত ভাব কি, আপনি যদি তাহা জানিতে পারেন, তবে বড় ভাল হয়।" পরিব্রাজিকা অঙ্গীকার করিলেন, "বেশ কথা; আমি তাহা জানিতেছি।" তিনি পরদিন যখন রাজভবনে যাইতেছিলেন, তখন উদকরাক্ষন-প্রশ্নটী[১] তাহার মনে পড়িল। তিনি ভাবিলেন 'আমি চর হইব না; কৌশলে প্রশ্ন করিয়া রাজা পণ্ডিতের সুহৃৎ কি না, জানিব। তিনি গিয়া আহারান্তে উপবেশন করিলেন; রাজাও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। ইহার পর তিনি ভাবিলেন, 'রাজা যদি পণ্ডিতের প্রতি বিরূপ হন, তবে আমি যখন প্রশ্ন করিব, তখন তাহার উত্তরে বহুলোকের সম্মুখে নিজের বিরূপ ভাব প্রকাশ করিবেন। তাহা কিন্তু ভাল হইবে না। আমি রাজাকে নিভৃতে প্রশ্ন করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন, "মহারাজ, গোপনে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।" ইহা শুনিয়া রাজা অন্য লোকজনকে সরাইয়া দিলেন। তখন পরিব্রাজিকা বলিলেন, "মহারাজ, আপনার নিকট আমার একটা প্রশ্ন আছে।" রাজা বলিলেন, "প্রশ্ন করুন, আর্য্যে; যদি জানি, উত্তর দিব।" তখন পরিব্রাজিকা উদকরাক্ষস প্রশ্নের প্রথম গাথা বলিলেন :

১৯৬. ভাবুন, হে মহারাজ, আপনারা সাত জন[২]

---

[১]। পঞ্চম খণ্ডের উদকরাক্ষস-জাতকে (৫১৭) এই প্রশ্নের উল্লেখ আছে।

[২]। রাজামাতা, রাজমহিষী নন্দা, রাজার সহোদর তীক্ষ্ণমন্ত্রী, রাজার বন্ধু ধনুঃশেখ, রাজার পুরোহিত, মহৌষধ এবং রাজা নিজে—এই সাতজন। টীকাকার।

টীকাকার বলেন : চূড়নীর পিতার নাম মহাচূড়নী; ছম্ভী ছিল তাঁহার পুরোহিত। চূড়নী যখন শিশু, সেই সময়ে তাঁহার মাতা (তলতা) পুরোহিতের সহিত অবৈধ প্রণয়সূত্রে বদ্ধ হইয়া বিষপ্রয়োগে মহাচূড়নীর প্রাণান্ত করেন এবং পুরোহিতকেই রাজত্ব দিয়া নিজে তাঁহার অগ্রমহিষী হন। একদিন চূড়নী বলিয়াছিলেন, "মা, বড় ক্ষিদে পেয়েছে।" ইহা শুনিয়া মাতা তাঁহাকে গুড়ের সহিত খাজা খাইতে দিয়াছিলেন। তখন ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি আসিয়া বালককে ঘিরিল, মাছি তাড়াইয়া খাইবার উদ্দেশ্যে বালক একটু পিছনে হঠিয়া কয়েক বিন্দু গুড়মাটিতে ফেলিল; নিজের সম্মুখে যে সকল মাছি ছিল, সেগুলাকে দূর করিয়া দিল। এইরূপে নির্মক্ষিক হইয়া সে খাজা খাইল, হাত ধুইল, মুখ প্রক্ষালন করিল এবং চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ বালকের কাণ্ড দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই বালক এখনই এই উপায়ে নির্মক্ষিক গুড় খাইল! এ যখন বড় হইবে, তখন ত আমার হাত হইতে রাজ্যই কাড়িয়া লইবে।

অতএব এখনি ইহাকে বধ করিতে হইবে।' তিনি তলতাকে এই সঙ্কল্প জানাইলেন। তলতা মুখে বলিলেন, "বেশ, তাহাই করা যাউক। আপনার প্রতি অনুরাগবশত আমি নিজের স্বামীকেও ত বধ করিয়াছি; ছেলে দিয়া আমি কি করিব? তবে বেশী লোকজনকে না জানাইয়া গোপনে ইহাকে মারিব।" তলতা ব্রাহ্মণকে এইরূপে বঞ্চনা করিলেন। তিনি বুদ্ধিমতী ও উপায়কুশলা ছিলেন; কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য একটা উপায় স্থির করিলেন। তিনি পাচককে ডাকাইয়া বলিলেন, "সৌম্য আমার পুত্র চূড়নী এবং তোমার পুত্র ধনুঃশেখ একই দিনে জন্মিয়াছে; উভয়েই শৈশব হইতে একসঙ্গে লালিত পালিত হইয়া বড় হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্বও জন্মিয়াছে। ছষ্টী এখন আমার পুত্রটীকে বধ করিতে চাহিতেছে; তুমি আমার বাছাকে রক্ষা কর।" পাচক বলিল, "আমাকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।" 'আমার পুত্র এখন হইতে প্রায় সর্ব্বদা তোমার গৃহে থাকুক; যাহাতে কাহারও মনে কোন সন্দেহ না জন্মে, এজন্য সেও তুমি কয়েকদিন একসঙ্গে পাকশালায় নিদ্রা যাও; কেহ কোন সন্দেহ করে নাই জানিলে একদিন তোমার শয্যার উপর কতকগুলি ভেড়ার হাড় রাখিবে এবং লোকে যখন ঘুমাইবে তখন পাকশালায় আগুন লাগাইবে। তাহার পর, কাহাকেও না জানাইয়া তোমার ও আমার ছেলে লইয়া অগ্রদ্বার দিয়া বাহির হইবে ও অন্য কোন রাজার রাজ্যে যাইবে; সেখানে প্রকাশ করিও না যে, আমার পুত্র রাজপুত্র। এই উপায়ে তুমি বাছাকে রক্ষা কর।" পাচক 'যে আজ্ঞা' বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। তখন তলতা তাহাকে বহু ধন দিলেন; সে তাঁহার নির্দ্দেশ মত সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিল এবং কুমারকে লইয়া মদ্রদেশস্থ শাকল নগরে গিয়া তত্রত্য রাজার পাচকের পদে নিযুক্ত হইল। মদ্ররাজ তাঁহার পুরাতন পাচককে পদচ্যুত করিলেন। বালক দুইটী নূতন পাচকের সঙ্গে রাজভবনে যাইত। একদিন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহারা কাহার ছেলে?" পাচক বলিল, "এ দুটী আমার ছেলে, মহারাজ।" এদের চেহারা ত এক নয়?" "ইহারা ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীর গর্ভে জন্মিয়াছে, মহারাজ।" এইরূপে কিয়দ্দিনের মধ্যে বালক দুইটী অন্তঃপুরস্থ সকলের বিশ্বাসভাজন হইল। তাহারা মদ্ররাজের কন্যার সঙ্গে খেলা করিত। চূড়নী ও মদ্ররাজসুতা অনুক্ষণ একসঙ্গে থাকিয়া পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইলেন; খেলিবার কালে কুমার রাজসুতার দ্বারা কন্দুক, পাশটি প্রভৃতি আনাইতেন; তিনি না আনিলে তাঁহার মাথায় আঘাত করিতেন; রাজকন্যা কান্দিয়া উঠিতেন; তাঁহার ক্রন্দন শুনিয়া রাজা বলিতেন, "কে আমার মেয়েকে মারিল?" ধাত্রীরা ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসিত; রাজকন্যা ভাবিতেন, 'এই ছেলেটী আমাকে মারিয়াছে বলিলে বাবা ইহাকে দণ্ড দিবেন। কাজেই কুমারের প্রতি অনুরাগবশতঃ তিনি প্রকৃত কথা বলিতেন না; তিনি বলিতেন, "কেহই আমায় মারে নাই।" একদিন রাজা স্বচক্ষেই দেখিলেন, কুমার তাঁহার কন্যাকে প্রহার করিতেছে। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'এই বালক পাচকের সদৃশ নহে; এ পরম সুন্দর ও নির্ভীক; দেখিলেই ইহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে! এ কখনও পাচকের পুত্র হইতে পারে না।' অতঃপর তিনি কুমারকে স্নেহ করিতে লাগিলেন। ধাত্রীরা খেলিবার জায়গায় খাদ্য লইয়া গিয়া রাজকন্যাকে দিত; রাজকন্যা তাহা হইতে কিছু কিছু তাহার খেলার সাথী অন্য ছেলেপিলেকে দিতেন। অন্য ছেলেরা অবনত দেহে হাঁটুর উপর ভর দিয়া উহা গ্রহণ করিত; চূড়নী কিন্তু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রাজকন্যার হাত হইতে উহা কাড়িয়া

যেতেছেন সাগরের পথে;
হেন কালে নরবলি পাইতে রাক্ষস এক
নৌকাখানি ধরিল দু'হাতে।
পর পর কোন্ জনে করিবেন হস্তে তার
আত্মরক্ষা তরে সমর্পণ?
সর্ব্বাগ্রে দিবেন কারে? কাহাকে বা সর্ব্বশেষে?
চাই আমি শুনিতে, রাজন্।

ইহা শুনিয়া রাজা, তাঁহার যাহা ইচ্ছা, এই গাথায় বলিলেন :

১৯৭. মাতাকে প্রথমে, মহিষীকে তার পর,
ভ্রাতৃবন্ধুপুরোহিত ক্রমে অনন্তর
রাক্ষসের গ্রাসে আমি করিব অর্পণ;
শেষে দিব আত্মবলি হ'লে প্রয়োজন।
প্রাণাপেক্ষা মহৌষধ প্রিয়তর মম;
তাহাকে রাক্ষসগ্রাসে দিব না কখন(ও)

রাজা যে মহাসত্ত্বকে পরম সুহৃৎ মনে করেন, পরিব্রাজিকা তাহা বুঝিতে পারিলেন। ইহাতেও মহাসত্ত্বের গুণ প্রকৃষ্টরূপে প্রকটিত হইল না দেখিয়া তিনি

লইতেন। রাজা এসব কাণ্ডও লক্ষ্য করিলেন। ইহার পর একদিন চূড়নীর কন্দুকটা রাজার ক্ষুদ্র পল্যঙ্কের নিম্নদেশে প্রবেশ করিলে উহা ধরিতে গিয়া চূড়নীর মনে নিজের আভিজাত্যাভিমান জাগিয়া উঠিল; 'কিছুতেই এই প্রত্যন্তরাজের শয্যার নিম্নে প্রবেশ করিব না।' এই সঙ্কল্পে তিনি একটা দণ্ডের সাহায্যে উহা বাহির করিলেন। ইহা দেখিয়া রাজার প্রতীতি হইল যে, নিশ্চয় এই কুমার পাচকের পুত্র নহে। তিনি পাচককে ডাকাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ছেলে দুইটী কাহার?" সে পূর্ব্ববৎ উত্তর দিল, "এরা আমার ছেলে।" "কে তোমার পুত্র, কে তোমার পুত্র নয় তাহা আমি জানি। সত্য কথা বল; নচেৎ তোমার প্রাণ থাকিবে না।" ইহা বলিয়া তিনি খড়্গ উত্তোলন করিলেন। তখন পাচক মরণভয়ে বলিল, "বলিতেছি, মহারাজ; আমি গোপনে বলিতে চাই।" রাজা তাহাকে গোপনে বলিবার সুযোগ দিলেন; সে অভয় প্রার্থনা করিয়া যথাভূত সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিল; রাজা তত্ত্বতঃ জানিয়া কন্যাকে নানাভরণে মণ্ডিত করিয়া কুমারের সহিত বিবাহ দিলেন।

পাচক যেদিন কুমারদ্বয়কে লইয়া উত্তর পঞ্চাল হইতে পলায়ন করিয়াছিল, সেইদিন সমস্ত নগরে কোলাহল হইতে লাগিল যে, রাজার পাকশালায় আগুন লাগায় পাচক, পাচকপুত্র এবং চূড়নীকুমার, তিনজনেই পুড়িয়া মরিয়াছেন। তলতাদেবী গিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "দেব, আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে; তাহারা তিনজনেই না কি পাকশালায় আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছে।" এই সংবাদে ব্রাহ্মণ অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন। মেষাস্থিগুলি যেন চূড়নীর অস্থি, ব্রাহ্মণকে ইহা বুঝাইয়া তলতা সেগুলি দগ্ধ করিলেন।

ভাবিলেন, 'আমি বহুলোকের সমক্ষে এই সকল লোকের গুণ কীর্ত্তন করিব; রাজা তাঁহাদিগের অগুণ দেখাইয়া কেবল পণ্ডিতের গুণই বর্ণনা করিবেন; ইহাতে নভস্তলে চন্দ্রমার ন্যায় পণ্ডিতের গুণ প্রকটিত হইবে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি অন্তঃপুরচর সকল লোক সমবেত করাইয়া রাজাকে আদিতঃ সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিলেন; রাজা পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলে তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আপনি প্রথমে মাতাকে দিবেন বলিতেছেন; কিন্তু মাতার গুণ যে বলিয়া শেষ করা যায় না; বিশেষতঃ আপনার মাতা ত অন্যের মাতার মত নন; তিনি আপনার বহু উপকার করিয়াছেন।" পরিব্রাজিকা দুইটী গাথায় এই অভিমত ব্যক্ত করিলেন :

১৯৮. ধরিলা জঠরে মাতা, করিলা পালন,
করিলা সুদীর্ঘকাল স্নেহ বিতরণ।
করিল মনন ছম্ভী বধিতে তোমায়;
পেলে পরিত্রাণ তুমি মাতার কৃপায়।
তব হিতৈষিণী এই প্রজ্ঞাবতী নারী।
রাখিয়া মেষের অস্থি তব শয্যোপরি
বলিলেন, দগ্ধ তুমি হয়েছ অনলে;
ভুলালেন পাপাত্মাকে এ কৌশলবলে।

১৯৯. হেন প্রাণদাত্রী, গর্ভধারিণী যে জন,
বুকে পিঠে রাখি যিনি করিলা পালন,
সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে, তুমি, বল, কোন দোষে
অর্পণ করিতে চাও রাক্ষসের গ্রাসে?

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "আর্য্যে, আমার মাতার বহু গুণ; তিনি যে আমার কত উপকার করিয়াছেন, তাহাও জানি। কিন্তু গুণ অপেক্ষা তাঁহার অগুণই অধিকতর।" অনন্তর তিনি দুইটী গাথায় মাতার দোষ বলিলেন :

২০০. বৃদ্ধা, তবু তরুণীর মত তিনি সদা
পরিধান অলঙ্কার করেন, যে সব
পরিধানযোগ্য নয় এখন তাঁহার।
এতই নির্লজ্জা তিনি, যত ছোট লোক—
দৌবারিক-রক্ষি-পত্তি—ডাকি অসময়ে
অট্টহাস্যে হন রতা সঙ্গে তাহাদের।

২০১. প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা যত আছেন আমার,
নিজেই তলতাদেবী করেন প্রেরণ
দূত তাঁহাদের ঠাঁই।—এই সব দোষে
রাক্ষসের গ্রামে তাঁরে নিক্ষেপিতে চাই।

ভেরী বলিলেন, "বেশ, মহারাজ, আপনার মাতাকে এই দোষে বিসর্জ্জন করুন; কিন্তু আপনার মহিষী ত গুণবতী।" অনন্তর তিনি নন্দাদেবীর গুণ কীর্ত্তন করিলেন :

২০২. রমণীর শিরোমণি, সুপ্রিয়ভাষিণী,
আশৈশব ছায়াসমা তবানুবর্ত্তিনী, শীলবতী,
২০৩. অক্রোধনা, প্রজ্ঞা-সমন্বিতা,
বুদ্ধিমতী, হিতাহিত-বিচার-নিপুণা,—
হেন গুণবতী পত্নী তোমার, রাজন!
কি দোষে রাক্ষসগ্রাসে দিতে তাঁরে চাও?

রাজা মহিষীর অগুণ বলিলেন :

২০৪. অনর্থকারক-কেলি-কামবশগত
হইয়াছি দেখি চান নিকটে আমার
সেই সব আভরণ-ধন-রত্ন আদি,
পুত্রকন্যাগণে দিতে যে সব মনন
করিয়াছি পূর্ব্বে আমি;
২০৫. স্ত্রৈণতাবশতঃ
দেই তাঁরে সুদুস্ত্যাজ্য ধন সে সকল,
কভু অল্প, কভু বহু। দিয়া কিন্তু শেষে
হইয়া বিষণ্ণ করি অনুতাপ ভোগ।
পত্নীর এ দোষ আমি করিয়া স্মরণ
রাক্ষসের গ্রাসে তাঁরে নিক্ষেপিতে চাই।

পরিব্রাজিকা বলিলেন, "আচ্ছা, মহারাজ, পত্নীকে যেন এই দোষে বিসর্জ্জন করিলেন; কিন্তু আপনার কনিষ্ঠ তীক্ষ্ণমন্ত্রিকুমার ত আপনার বহুপকারক; আপনি কি দোষে তাঁহাকে রাক্ষসের মুখে দিতে চান বলুন ত?

২০৬. রাজ্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছেন যিনি,
আনিলেন দেশে পুনঃ যে জন তোমায়,[১]

---

[১]। তীক্ষ্ণমন্ত্রীর সম্বন্ধে টীকাকার বলেন—মহাচূড়নীকে নিহত করিয়া তলতা যখন ব্রাহ্মণের সঙ্গে বাস করিতে প্রবৃত্ত হন, তীক্ষ্ণমন্ত্রী তখন মাতৃগর্ভে ছিলেন। কালক্রমে তিনি যখন বড় হইলেন, তখন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে একখানি তরবারি দিয়া বলিলেন, "তুমি এখন হইতে ইহা হাতে লইয়া আমার কাছে থাকিবে।" কুমার জানিতেন, তিনি ব্রাহ্মণেরই পুত্র; তিনি ব্রাহ্মণের কথামত খড়্গ লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। কিন্তু একদিন কোন অমাত্য তাঁহাকে বলিলেন, "কুমার, তুমি এই ব্রাহ্মণের পুত্র নও; তুমি যখন গর্ভে ছিলে, তখন

পররাজ্য বিমর্দ্দন করি যিনি, ভূপ,
বহুধন এনেছেন ভাণ্ডারে তোমার,

২০৭. ধনুর্দ্ধর-অগ্রগণ্য, মহাপরাক্রম
সোদর সার্থকনামা তীক্ষ্ণমন্ত্রী তব।
কি দোষে রাক্ষসগ্রাসে দিতে তাঁরে চাও?”

রাজা ভ্রাতার দোষ বলিলেন :

২০৮. রাজ্যের সমৃদ্ধি আমি করেছি বর্দ্ধন,
আমিই এনেছি পুনঃ এ রাজ্যে অগ্রজে,
বিমর্দ্দিয়া পররাজ্য আনি বহুধন
আমিই ভাণ্ডার পূর্ণ করেছি রাজার,

২০৯. ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ, শূর, তীক্ষ্ণ মন্ত্রণায়
তীক্ষ্ণমন্ত্রী নাম মোর হয়েছে সার্থক,
আমার(ই) প্রভাবে রাজা সুখী এত এবে,—
এই অহঙ্কারে মত্ত অনুজ এখন
তুচ্ছ জ্ঞান করে মোরে,

২১০. আসে না দেখতে
সম্মান আমার প্রতি পূর্ব্বের মতন;—

তলতাদেবী রাজাকে বধ করিয়া এই ব্যক্তিকে রাজচ্ছত্র দিয়াছেন। তুমি মহারাজ মহাচূড়নীর পুত্র।” ইহা শুনিয়া কুমার ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কোন কৌশলে তাঁহার প্রাণবধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। একদিন রাজভবনে প্রবেশ করিবার কালে তিনি তরবারিখানি জনৈক ভৃত্যের হস্তে দিয়া অপর এক ভৃত্যকে বলিলেন, “তুমি রাজদ্বারে গিয়া, ‘এ তরবারি আমার’ ইহা বলিয়া এই লোকটীর সহিত কলহ আরম্ভ কর।” কুমার রাজভবনে প্রবেশ করিলেন; ঐ দুই ব্যক্তি কলহে প্রবৃত্ত হইল। কি হেতু কলহ হইতেছে জানিবার জন্য তিনি একটা লোক পাঠাইলেন; সে ফিরিয়া গিয়া বলিল, “একখানি তরবারির জন্য।” ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসিলেন, “কি হয়েছে?” কুমার উত্তর দিলেন, “বলিতেছি;, আপনি আমাকে যে তরবারি দিয়াছেন, তাহা নাকি আর এক ব্যক্তির?” “কি বল, বৎস?” “তরবারি খানি আনাই; দেখিলেই আপনি চিনিতে পারিবেন।” “আনাও।” কুমার তখন তরবারিখানি আনাইয়া নিষ্কোষিত করিলেন এবং ব্রাহ্মণের দ্বারা পরীক্ষা করাইবার ছলে ‘দেখুন’ বলিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া একাঘাতে তাঁহার মাথাটা কাটিয়া নিজের পাদমূলে ফেলিলেন। অতঃপর রাজভবনের রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ও রাজধানী সুসজ্জিত করিয়া লোকে যখন তাঁহার অভিষেকের আয়োজন করিল, তখন তলতা জানাইলেন যে, তাঁহার অগ্রজ মদ্রারাজ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহা শুনিয়া কুমার সেনা সঙ্গে লইয়া মদ্ররাজ্যে গমন করিলেন এবং অগ্রজকে আনয়ন করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। এই সময় হইতেই কুমারের নাম হইল তীক্ষ্ণমন্ত্রী।

হেরি এ সকল দোষ ভ্রাতার আমার
রাক্ষসের গ্রাসে তারে নিক্ষেপিতে চাই।

পরিব্রাজিকা বলিলেন, "ভাল, আপনার ভ্রাতার ত এই সকল দোষ। ধনুঃশৈক্ষ্যকুমার কিন্তু আপনার বহুপকারক এবং আপনার প্রতি সদাস্নেহশীল।

২১১. উত্তর পঞ্চালে এই জন্মিলা তোমরা—
তুমি আর ধনুঃশৈক্ষ্য এক(ই) রজনীতে;
উভয়েই পরিজ্ঞাত পঞ্চাল নামেতে;
পরস্পরের মিত্র; থাক এক সঙ্গে।

২১২. সমদুঃখসুখ তব ধনুঃশৈক্ষ্য সদা;
সতত তোমার সঙ্গে ছায়ার মতন।
রহে সে; নাই ক তার অন্য কোন কাজ
অহর্নিশ। হিতচিন্তা ব্যতীত তোমার।
সাধে সে অক্লান্তভাবে সর্ব্বকৃত্য তব।
হেন উপকারী মিত্রে, বল, কোন্ দোষে
রাক্ষসের গ্রাসে তুমি চাও নিক্ষেপিতে?"

অনন্তর রাজা ধনুঃশৈক্ষ্যের দোষ বলিলেন :

২১৩. ধনুঃশৈক্ষ্য পূর্ব্বে যথা আমার সহিত
থাকি সদা অট্টহাস্য করিত, এখন(ও),
আমি যে হয়েছি রাজা, এই কথা ভুলি,
করে হাস্য পরিহাস ঠিক সেইরূপে।

২১৪. মহিষীর সঙ্গে বসি মন্ত্রণা গোপনে
করি যবে, আর্য্যে, আমি ধনু : শৈক্ষ্য সেথা
প্রবেশে অজ্ঞাতসারে, অনুমতি বিনা।

২১৫. যখন(ই) সুযোগ আর অবসর পায়,
করে সে নির্লজ্জভাবে অসম্মান মোর।
মিত্রের এ সব দোষ করি নিরীক্ষণ
রাক্ষসের মুখে তারে নিক্ষেপিতে চাই।

ভেরী বলিলেন, "মানিলাম, ধনঃশৈক্ষ্যের এ সব দোষ আছে; পুরোহিত কিন্তু আপনার বহূপকারক।" অতঃপর তিনি পুরোহিতের গুণ বর্ণনা করিলেন :

২১৬. সকল নিমিত্তপাঠে নিপুণ যে জন,
সমর্থ বুঝিতে সর্ব্ব পশুপক্ষিরব,

আগমে ব্যুৎপন্ন, দৈবোৎপাতে[১]ও দুঃস্বপ্নে
স্বস্ত্যয়নদ্বারা যিনি কুফল তাহার
করেন নিরাকরণ; যাত্রাকালে আর
গৃহপ্রবেশাদিকালে নক্ষত্র বিচারি
শুভক্ষণ যে ব্রাহ্মণ করেন নির্ণয়,

২১৭. ভূতলে ও অন্তরিক্ষে দোষগুণ কোথা
কি আছে, বুঝিতে যাঁর তুল্য কেহ নাই;
নক্ষত্রের কোষ্ঠ যাঁর নখদর্পণেতে;
হেন পুরোহিতে তুমি, কি দোষে, রাজন্,
রাক্ষসের মুখে চাও করিতে অর্পণ?

রাজা পুরোহিতের দোষ বলিলেন :

২১৮. সভামধ্যে, আর্য্যে, তিনি মুখপানে মোর
বিস্ফারিত-নেত্রে সদা থাকেন তাকায়ে।
সে রুদ্রভ্রূভঙ্গী মোর ভাল নাহি লাগে,
পুরোহিতে চাই তাই রাক্ষসকে দিতে।

ভেরী কহিলেন, "মহারাজ, আপনি বলিতেছেন যে, মাতা হইতে আরম্ভ করিয়া এই পাঁচজনকেই রাক্ষসের মুখে ফেলিয়া দিতে পারেন। আপনার নিজের যে এত সৌভাগ্য ও এত ঐশ্বর্য্য, ইহাও তৃণজ্ঞান করিয়া, আপনি মহৌষধপণ্ডিতকে রক্ষা করিবার জন্য আত্মজীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে পারেন; ইহাও বলিতেছেন। মহৌষধের আপনি এমন কি গুণ দেখিতে পাইয়াছেন?

২১৯. আসমুদ্র ক্ষিতিনাথ তুমি মহারাজ।
লইয়া অমাত্যগণে শাসিতেছ তুমি
সাগরকুণ্ডলধরা এই বসুন্ধরা।

২২০. সাম্রাজ্য বিশাল—চতুর্দ্দিগন্তবিস্তৃত,
সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে করিয়াছ লাভ;
মহাবল তুমি; একরাজ পৃথিবীতে;
সর্ব্বত্র হয়েছে যশ বিস্তৃত তোমার।

২২১. নানা জনপদ হ'তে পাইয়াছ তুমি
ষোড়শসহস্র শুভলক্ষণা রমণী,
রূপে দেবকন্যাসমা; কর্ণে তাহাদের
মণি-কুণ্ডলের আভা কিবা শোভাময়ী।

---

[১]। চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ, উল্কাপাত, দিগ্‌দাহ।

২২২. এরূপ সকল ভোগ আয়ত্ত যাহার,
না জানে অভাব যেই কাম্য পদার্থের,—
ঈদৃশ যে সুখী, সেই সদা মনে করে
সুদীর্ঘ জীবন অতি প্রিয়, মহারাজ।

২২৩. তবে তুমি কি কারণে, কোন যুক্তিবলে,
পণ্ডিতে করিতে রক্ষা দুস্ত্যাজ্য জীবন
উৎসর্গ করিতে চাও রাক্ষসের মুখে?"

রাজা পণ্ডিতের গুণ বর্ণনা করিলেন :

২২৪. যে দিন হইতে, আর্য্যে, মহৌষধ হেথা
এসেছেন, আমি কভু সে সুধীবরের
কোন কাজে অণুমাত্র দেখি নাই দোষ।

২২৫. ঘটে যদি তাঁর পূর্ব্বে মরণ আমার
পুত্রে ও প্রপৌত্রে মোর করিবেন তিনি
প্রজ্ঞাবলে নিঃসংশয় কল্যাণভাজন।

২২৬. অতীতানাগত-বর্ত্তমান, সমস্তই
প্রজ্ঞানেত্রদ্বারা তিনি পারেন দেখিতে।
এমন নির্দ্দোষ সেই মহাপুরুষকে
পারি কি রাক্ষসমুখে আমি নিক্ষেপিতে?

এতক্ষণে এই জাতককথা যথানুরূপ সমাপ্তি প্রাপ্ত হইল। পরিব্রাজিকা ভাবিলেন, পণ্ডিতের গুণ প্রকটিত করবার জন্য ইহাই পর্য্যাপ্ত নহে। লোকে সাগরবক্ষে সুবাসিত তৈল নিক্ষেপ করিলে উহা যেমন চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়, আমিও তেমনি নাগরিকদিগের সমক্ষে পণ্ডিতের গুণগ্রামের কথা সর্ব্বত প্রকটিত করিব।' তিনি রাজাকে লইয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক রাজাঙ্গনে আসন সাজাইয়া সেখানে উপবেশন করিলেন, নগরের সমস্ত লোক সমবেত করাইলেন এবং রাজাকে আবার প্রথম হইতে উদকরাক্ষস—প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; রাজাও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তখন পরিব্রাজিকা নাগরিকদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন :

২২৭. শুনহ পঞ্চালগণ রাজার বচন
পণ্ডিতের রক্ষা হেতু দুস্ত্যাজ্য নিজের প্রাণ
বিসর্জ্জিতে নন তিনি কুণ্ঠিত কখন।

২২৮. মাতা, ভার্য্যা, ভ্রাতা, বন্ধু, পুরোহিত আর
নিজে তিনি,—এই ছয় জীবের জীবন দিতে,
পণ্ডিতের রক্ষাহেতু, সঙ্কল্প তাঁহার।

২২৯. প্রজ্ঞাবলসম অন্য বল আর নাই।
সর্ব্বকার্য্যে পটিয়সী, সন্মার্গগামিনী প্রজ্ঞা;
প্রজ্ঞার অসাধ্য কিছু দেখিতে না পাই।
প্রজ্ঞার প্রত্যক্ষ ফল ঐহিক মঙ্গল;
পারত্রিক সুখ তার অদৃষ্ট যে ফল।

পরিব্রাজিকা এইরূপে মহাসত্ত্বের গুণাবলী বর্ণনদ্বারা ধর্ম্মদেশনের চূড়ান্ত করিলেন, মহামণিদ্বারা যেন রত্নময় গৃহের চূড়া নির্ম্মিত হইল।

উদক-রাক্ষস-প্রশ্ন সমাপ্ত।

মহাসুরুঙ্গের বর্ণনা ও সর্ব্বশঃ সমাপ্ত।

সমবধান :

২৩০. ছিলেন উৎপলবর্ণা ভেরী সেই কালে,
শুদ্ধোদন মহৌষধ-জনক তখন;
মহামায়া মাতা, বিম্বাসুন্দরী[১] অমরা;
২৩১. আনন্দ ছিলেন সেই শুক বিহঙ্গম;
সারিপুত্র ব্রহ্মদত্ত পঞ্চাল-ঈশ্বর;
লোকনাথ[২] নিজে মহৌষধ প্রাজ্ঞবর।
২৩২. ছিল দেবদত্ত ধূর্ত্ত কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণ,
স্থূলনন্দা ব্রহ্মদত্ত-জননী তলতা;
সুন্দরী পঞ্চালচণ্ডী, যশাস্বিকা নন্দা;
২৩৩. অম্বষ্ঠ কবীন্দ্র, প্রোষ্ঠপাদ পুক্কুশক;
পিলোতিক দেবেন্দ্র; সত্যক সেই কালে
সেনক পণ্ডিত নামে ছিলেন বিদিত।
১৩৪. দৃষ্টমঙ্গলিকা[৩] ছিলা দেবী উড়ুম্বরা;

---

[১]। 'বিম্বাসুন্দরী' যশোধরার নামান্তর।

[২]। 'লোকনাথ' বুদ্ধের একটা উপাধি।

[৩]। নন্দের পত্নীর নাম দৃষ্টমঙ্গলিকা।

সম্ভবত ২৩০ম হইতে ২৩৫ম পর্য্যন্ত পাঁচটী গাথার পাঠবিকৃতি ঘটিয়াছে। সুন্দরী মিথ্যাবাদিনী গণিকা। পঞ্চালচণ্ডীর চরিত্রে আমরা এমন কোন দোষ দেখিতে পাই নাই, যে জন্মান্তরে সে সুন্দরীর ন্যায় চরিত্রহীনা পাপিষ্ঠা ছিল, ইহা মনে করা যাইতে পারে। ব্রহ্মদেশীয় পুস্তকে লেখা আছে যে, সুন্দরী ছিল সেই শারিকা, গৌতমী ছিলেন উড়ুম্বরা (বুদ্ধের বিমাতা), অনিরুদ্ধ ছিলেন পঞ্চালচণ্ড, শোণদন্তক ছিলেন দেবেন্দ্র, কাশ্যপ ছিলেন সেনক। ইহাতেও কাশ্যপের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে, কারণ সেনক পণ্ডিত না হইয়াও পাণ্ডিত্যাভিমানী এবং এতই ঈর্য্যাপরায়ণ যে, প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপদস্থ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি

কুণ্ডলী শারিকা, ভিক্ষু লালুদায়ী তদা
ছিলা সেই বুদ্ধিহীন বিদেহের রাজা।

৫৪৭. বিশ্বন্তর-জাতক[১]

[কপিলাবস্তু নিকটবর্ত্তী ন্যগ্রোধারামে অবস্থিতি করিবার কালে শাস্তা পুষ্করবর্ষ-সম্বন্ধে[২] এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা মহাধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের পর যথাসময়ে রাজগৃহে গমনপূর্ব্বক সেখানে শীতকাল অতিবাহিত করেন। অনন্তর স্থবির উদায়ী তাঁহাকে পথ প্রদর্শন করিয়া চলিলেন; তিনি বিংশতিসহস্র অর্হনের সঙ্গে প্রথমবার কপিলাবস্তুতে প্রতিগমন করিলেন। "আমাদের জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিব" এই উদ্দেশ্যে শাক্যরাজগণ সমবেত হইলেন, এবং কোথায় তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিবেন, ইহা আলোচনা করিয়া দেখিলেন, ন্যগ্রোধ শাক্যের উদ্যানই সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয় স্থান। তাঁহারা ঐ উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করিলেন এবং গন্ধপুষ্পাদি-হস্তে প্রত্যুদগমনপূর্ব্বক নগরের বালক ও বালিকাদিগকে সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া অগ্রে প্রেরণ করিলেন। ইহার পর চলিলেন রাজকুমার ও রাজকুমারীরা। প্রবীণ শাক্যেরাও ইঁহাদের সঙ্গে মিশিলেন এবং পুষ্পগন্ধচূর্ণাদি দ্বারা ভগবানকে পূজা করিতে করিতে তাঁহাকে লইয়া

কোনরূপ দুষ্কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত নহেন।

[১]। পালি 'বেস্সন্তর'। জাতককারের মতে বৈশ্য (বেস্স)-বীথিতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়া নায়কের নাম 'বেস্সন্তর'। কিন্তু জাতকমালায় 'বিশ্বন্তর' নাম গৃহীত হইয়াছে; বাঙ্গালাভাষা প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষার অনুগামিনী বলিয়া আমিও 'বিশ্বন্তর' শব্দই ব্যবহার করিলাম। যিনি বিশ্বকে ত্রাণ করেন এই অর্থে, 'বিশ্বন্তর' শব্দের অনুকরণে, 'বিশ্বন্তর' শব্দটী অসিদ্ধ নয়।

বৌদ্ধদিগের নিকট বিশ্বন্তর-জাতক অতি পবিত্র, কারণ এই জন্মের পরেই বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থরূপে শরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাকে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয় নাই, কারণ বুদ্ধলীলাবসানে তিনি মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিশ্বন্তর দান-পারমিতা পূর্ণ করেন। তাঁহার আখ্যায়িকা পাঠ করিলে দানবীর হরিশ্চন্দ্রের কথা মনে পড়ে। এই জাতক যে এক সময়ে বঙ্গদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার সুবিদিত ছিল, জূজকের নাম হইতেই তাহা বেশ বুঝা যায়। এখনও লোকে জূজকের কথা ভুলে নাই; তাহারা দুরন্ত ছেলেমেয়েকে শান্ত করিবার জন্য জূজুক (ছেলেধরার) ভয় দেখাইয়া থাকে।

[২]। পুষ্কর = পদ্ম বা পদ্মপত্র। পদ্মপত্রের উপর বৃষ্টিপাত হইলে উহা ভিজিয়া যায় না; বৃষ্টির সমস্ত জল গড়াইয়া বাহির হইয়া যায়। 'পুষ্করবর্ষ বলিলে একরূপ অদ্ভুত বৃষ্টিপাত বুঝায়, যাহাতে যে ইচ্ছা করে, সেই জলসিক্ত হয়; যে ইচ্ছা করে না, তাহার শরীরে জল লাগে না।

ন্যগ্রোধারামে গমন করিলেন। সেখানে বিংশতিসহস্র অর্হৎ পরিবৃত হইয়া ভগবান নির্দ্দিষ্ট সুসজ্জিত বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন।

শাক্যেরা নিতান্ত অভিমানী ও মানসর্ব্বস্ব ছিলেন। সিদ্ধার্থ কুমার তাঁহাদের অপেক্ষা অল্পবয়স্ক; তিনি কাহারও বয়ঃকনিষ্ঠ, কাহারও ভাগিনেয়, কাহারও পুত্র, কাহারও নাতি, এই চিন্তা করিয়া প্রবীণেরা অল্পবয়স্ক রাজকুমারদিগকে বলিলেন, "যাও, তোমরা গিয়া প্রণাম কর; আমরা তোমাদের পশ্চাতে থাকিব।" কুমারেরা প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে ভগবান প্রবীণদিগের অভিপ্রায় বুঝিয়া ভাবিলেন, 'জ্ঞাতিরা আমাকে বন্দনা করিতেছেন না; আমি এখনই তাঁহাদের দ্বারা বন্দনা করাইতেছি।' তিনি আত্মচিত্তে অভিজ্ঞামূলক ধ্যানবল উৎপাদন করিলেন এবং আসন হইতে উত্থিত হইয়া আকাশে উৎপতনপূর্ব্বক, যেন প্রবীণ শাক্যদিগের মস্তকোপরি পদরজঃ বিকিরণ করিতেছেন এই ভাব দেখাইয়া, উত্তরকালে গণ্ড্যম্রবৃক্ষমূলে যে যমকপ্রাতিহার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল[১], সেইরূপ প্রাতিহার্য্য সম্পন্ন করিলেন। এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া শুদ্ধোদন বলিলেন, "ভদন্ত, আপনার জন্মদিনে, কালদেবল যখন আপনাকে বন্দনা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তখন আপনি পা ফিরাইয়া সেই ব্রাহ্মণের মস্তকে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া আমিও আপনাকে বন্দনা করিয়াছিলাম। ইহাই আমার প্রথম বন্দনা। বপ্রমঙ্গলের দিনে আপনি জম্বুবৃক্ষের ছায়ায় শ্রীশয়নে শয়ান ছিলেন; সূর্য্যের গতির সঙ্গে ছায়া ফিরিল না, নিশ্চল থাকিল, ইহা দেখিয়া আমি আপনার চরণ বন্দনা করিয়াছিলাম; ইহা আমার দ্বিতীয় বন্দনা। এখন আপনার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া আবার আপনার চরণ বন্দনা করিতেছি। ইহা আমার তৃতীয় বন্দনা।" ইহা বলিয়া শুদ্ধোদন যখন ভগবানকে বন্দনা করিলেন, তখন অন্য কোন শাক্যই আর তাঁহাকে বন্দনা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। জ্ঞাতিদিগের দ্বারা এইরূপে বন্দনা করাইয়া ভগবান আকাশ হইতে অবতরণপূর্ব্বক আবার নির্দ্দিষ্টাসনে আসীন হইলেন। ইহাতে তাঁহার জ্ঞাতিরা তাঁহার লোকাতীত বিভূতি উপলব্ধ করিতে পারিলেন; তিনি আসন গ্রহণ করিলে সকলেই একাগ্রচিত্ত হইয়া উপবেশন করিলেন। অতঃপর মহামেঘ উত্থিত হইয়া পুষ্করবৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিল; মহাশব্দে তাম্রবর্ণ বারিপাত হইতে লাগিল; যাহাদের ইচ্ছা হইল, তাহারা ভিজিল; যাহাদের ইচ্ছা হইল না, তাহাদের শরীরে বিন্দুমাত্র জলও পড়িল না। এই কাণ্ড দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াভিভূত হইলেন। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "অহো, বুদ্ধদিগের কি বিস্ময়কর, কি অদ্ভুত প্রভাব! দেখ না, তাঁহাদের জ্ঞাতিগণের উপর

---

[১]। শরভমৃগ জাতকের (৪৮৩) বর্ত্তমান বস্তু দ্রষ্টব্য।

কি অভূতপূর্ব্ব বৃষ্টিপাত হইতেছে!” ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, “ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আমার জ্ঞাতিগণের উপর এইরূপ পুষ্কর-বর্ষণ হইয়াছিল।” অনন্তর তাঁহাদের অনুরোধে তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে শিবিরাজ্যে জেতুত্তর নগরে শিবিমহারাজ নামক এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন। তিনি সঞ্জয়কুমার নামক এক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। কুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে শিবিমহারাজ মদ্ররাজকন্যা পৃষতীকে আনয়ন করিয়া তাঁহার সহিত বিবাহ দেন এবং তাঁহাকেই রাজ্য দান করিয়া পৃষতীকে তাঁহার অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্ত করেন। পৃষতীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত এই :

বর্ত্তমান সময়ের একনবতিকল্প পূর্ব্বে ইহলোকে বিদর্শিনামক শাস্তা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি যখন বন্ধুমতী নগরের নিকটবর্ত্তী ক্ষেমনামক মৃগদাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে কোন রাজা বন্ধুমতীর রাজাকে মহার্ঘ চন্দনসারের সহিত লক্ষমুদ্রা মূল্যের একটী সুবর্ণমালা উপহার পাঠাইয়াছিলেন। বন্ধুমতীরাজের দুই কন্যা ছিলেন। তিনি কন্যাদ্বয়কে এই উপহার দান করিবার ইচ্ছা করিয়া জ্যেষ্ঠাকে চন্দনসার এবং কনিষ্ঠাকে সুবর্ণমালা দান করিয়াছিলেন। উভয় কন্যাই স্থির করিয়াছিলেন, ‘আমরা এই দুই দ্রব্য নিজ শরীরে ধারণ করিব না; এতদ্দারা শাস্তার পূজা করিব।’ তাঁহারা রাজাকে বলিয়াছিলেন, “পিতঃ, আমরা এই চন্দনসার ও মালা দিয়া শাস্তাকে পূজা করিব।” রাজা সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে জ্যেষ্ঠা চন্দনসার চূর্ণ করাইয়া একটী করণ্ডক পূর্ণ করাইয়াছিলেন, কনিষ্ঠা সুবর্ণমালা দিয়া একটী উরশ্ছদ গঠন করাইয়াছিলেন এবং উহা আর একটী সুবর্ণকরণ্ডে রাখিয়াছিলেন। অনন্তর দুই ভগিনীই মৃগদাব-বিহারে গিয়াছিলেন; সেখানে জ্যেষ্ঠা চন্দনচূর্ণ দ্বারা দশবলের হেমবর্ণ দেহ চর্চ্চিত করিয়া যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা গন্ধকুটীরের মধ্যে বিকিরণপূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়াছিলেন, “ভদন্ত, অনাগত কালে আমি যেন ভবাদৃশ বুদ্ধের গর্ভধারিণী হই।” কনিষ্ঠাও সুবর্ণমালা দ্বারা গঠিত সেই উরশ্ছদ দিয়া তথাগতের সুবর্ণবর্ণ দেহ অর্চ্চনাপূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ‘ভদন্ত, যতদিন আমি অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত না হই, ততদিন যেন এই আভরণ আমার দেহ হইতে বিচ্যুত না হয়।’ শাস্তা বিদর্শী তাঁহাদের দুইজনেরই প্রার্থনা অনুমোদন করিয়াছিলেন। এই দুই ভগিনী আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে দেবলোকে জন্মান্তর লাভ করেন। যিনি জ্যেষ্ঠা, তিনি অতঃপর কখনও দেবলোক হইতে নরলোকে, কখনও নরলোক হইতে দেবলোকে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে করিতে এক নবতিকল্পাবসানে বুদ্ধমাতা

মায়াদেবীরূপে অবতীর্ণ হন; কনিষ্ঠাও উক্তরূপে নানা জন্ম পরিগ্রহ করিতে করিতে দশবল কাশ্যপের সময়ে কিকিরাজের কন্যারূপে শরীর পরিগ্রহ করেন। জন্মকাল হইতেই বক্ষঃস্থল সুচিত্রিত উরশ্ছদ-চিহ্নে লাঞ্ছিত ছিল বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল উরশ্ছদা। তাঁহার বয়স যখন ষোল বৎসর, তখন একদিন শাস্তা কাশ্যপের ভক্তানুমোদন[১] শ্রবণ করিয়া তাঁহার পিতা স্রোতাপত্তিফল লাভ করেন; তিনি নিজেও অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। কিকিরাজের আরও সাতটী কন্যা ছিলেন :

> শ্রমণী, শ্রমণা, গুপ্তা, সজ্ঘদাসী, ধর্ম্মা ও সুধর্ম্মা,
> ভিক্ষুদাসী—হয়েছিল ভিক্ষুণী যে—এই সাত জনা।
> বর্ত্তমান বুদ্ধের (গৌতম বুদ্ধের) সময়ে ইঁহারা যথাক্রমে
> ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণা, পটাচারা, মৃগধর-মাতা[২]
> ধর্ম্মদত্তা, মহামায়া, সিদ্ধার্থের গৌতমী বিমাতা।[৩]

ইঁহাদের মধ্যে সুধর্ম্মাই হইয়াছিলেন পৃষতী। তিনি বিদর্শী বুদ্ধের শরীর চন্দনচূর্ণ দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন; তাহারই ফলে রক্তচন্দন-চর্চ্চিত দেহের ন্যায় দেহ ধারণ করিয়া দেব ও নরলোকে জন্ম-জন্মান্তর গ্রহণ করিতেছিলেন। কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে নানাবিধ পুণ্যকর্ম্ম করিয়া তিনি দেহত্যাগের পর দেবরাজ শক্রের অগ্রমহিষীরূপে জন্মান্তর প্রাপ্ত হন। এখানে যত কাল তাঁহার পরমায়ুঃ ছিল, তাহা পূর্ণপ্রায় হইলে পঞ্চবিধ পূর্ব্ব নিমিত্ত[৪] দেখা দিল। তাঁহার আয়ুক্ষয় হইয়াছে দেখিয়া দেবরাজ শক্র একদিন তাঁহাকে মহাসমারোহে নন্দনোদ্যানে লইয়া গেলেন, অলঙ্কৃত শয্যায় শয়ন করাইলেন, নিজে শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, 'ভদ্রে, পৃষতি, আমি তোমাকে দশটী বর দিতেছি; তুমি গ্রহণ কর।' পৃষতীকে এইরূপে সম্বোধন করিয়া তিনি গাথাসহস্র-মণ্ডিত-মহাবিশ্বন্তর জাতকের প্রথম গাথা বলিলেন :

> ১. উজ্জ্বল বরণী পৃষতী আমার;
> মাগি লও তুমি দশবিধ বর;

---

[১]। অর্থাৎ আহারান্তে অনুমোদনসূচক যে কথা বলা যায়।

[২]। অর্থাৎ বিশাখা।

[৩]। ইঁহার বৃত্তান্ত প্রথমখণ্ডের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। ধম্মদিন্না = ধর্ম্মদত্তা–রাজগৃহ নগরের জনৈক শ্রেষ্ঠীর পত্নী; পতি বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে ইনিও ভিক্ষুণী-সমাজে প্রবেশ করেন এবং সাধনার বলে 'থেরী' পদবি প্রাপ্ত হন।

[৪]। দেবতাদিগের পুণ্যক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গচ্যুতির পূর্ব্বে পাঁচটী লক্ষণ দেখা দেয় :—মালা মলিন হয়; বস্ত্র মলিন হয়; রক্ষ হইতে স্বেদ নির্গত হইতে থাকে; দেহ বিবর্ণ হয়; দেবাসনে আর অভিরতি থাকে না। এই সমস্ত পূর্ব্বনিমিত্ত নামে বিদিত।

সর্ব্বাঙ্গ শোভনে! প্রিয় যা’ তোমার
হবে পৃথিবীতে, চাও তা’ সত্বর।

এইরূপে মহাবিশ্বন্তর-ধর্ম্মদেশনা দেবলোকে আবদ্ধ হইল। পৃষতী বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার স্বর্গবিচ্যুতির সময় আসিয়াছে। তিনি শক্রের কথার উত্তরে বিসংজ্ঞভাবে বলিলেন :

২. নমি, দেবরাজ, চরণে তোমার;
কি দোষ দাসীর, বল একবার।
রমণীয় এই স্বরগ হইতে
কেন চাও মোরে বিচ্যুত করিতে?
বাতাহতা, হায়, লতিকা যেমন,
করিবে অনাথা ভূতলে লুণ্ঠন।

পৃষতীর প্রমত্তভাব বুঝিতে পারিয়া শক্র দুইটী গাথা বলিলেন :

৩. হও নি অপ্রিয়া তুমি কোন দিন;
কর নাই পাপ; দোষ তব নাই;
হয়েছে তোমার পুণ্য পরিক্ষীণ;
এ কথা তোমায় বলিলাম তাই।

৪. ঘটিবে বিচ্ছেদ; আসন্ন মরণ;
বরগুলি তাই করহ গ্রহণ।
দশবিধ বর দিতেছি তোমায়;
মাগ, যাহা পেতে ইচ্ছা তব হয়!

শক্রের কথা শুনিয়া পৃষতী দেখিলেন, নিশ্চয় তাঁহার মরণ আসন্ন। তিনি এই গাথাগুলি দ্বারা বর প্রার্থনা করিলেন :

৫. দিবে যদি বর, শক্র সর্ব্বভূতেশ্বর,
হউক মঙ্গল তব; দাও এই বর;
মর্ত্ত্যলোকে যবে আমি করিব প্রয়াণ;
শিবিরাজ-গৃহে যেন পাই বাসস্থান।

৬. নীলভ্রূ-শোভিত নীল যুগল নয়ন
পাই যেন পৃথিবীতে মৃগীর মতন।
পৃষতী নামেতে যেন সবে মোরে ডাকে;
এই বর, পুরন্দর, দাও হে আমাকে।

৭. অকৃপণ, দানশীল, যশস্বী, বরদ,
যাচকের মনোরথ পুরণে নিরত,
প্রতাপে আদিত্যসম, শক্ররাজগণ

অবনত হয়ে যারে করিবে পূজন,
হেন পুত্ররত্ন যেন তোমার কৃপায়
লভি দাসী ধরাধামে সদা সুখ পায়।

৮. ধারণ করিব গর্ভ আমি যে সময়,
কুক্ষিদেশ মোর যেন অনুন্নত রয়।
সুচিত্রিত চাপবৎ মধ্যে অনুন্নত
থাকে যেন দেহ মোর তখন সতত।

৯. স্তন যেন ঝুলিয়া না পড়ে কোন দিন;
থাকুক মস্তক সদা পলিত-বিহীন;
দেহ যেন মললিপ্ত হয় না কখন;
পারি যেন বধার্হের রক্ষিতে জীবন।

১০. ময়ূর-ক্রৌঞ্চের রবে সদা নিনাদিত,
সুন্দরী রমণীগণে সদা সুশোভিত
শিবির প্রাসাদ রম্য; যেথা কুব্জগণ
বিচিত্র বিচিত্র ধ্বজ করে উত্তোলন।
জুড়ায় যেখানে সূতমাগধ সকল
সুমধুর স্তুতিগানে শ্রবণযুগল;

১১. বিচিত্র অর্গলযুক্ত কবাঁ যাহার
রোধের সময়ে করে মধুর ঝঙ্কার,
'সুরামাংস খাও' এই শুনি আমন্ত্রণ
প্রভাতে যেখানে নিদ্রা ত্যজে লোকজন,
দাও বর, শক্র, যেন আমি সে পুরীতে
রাজার মহিষী হয়ে পারি বিহরিতে।[১]

শক্র বলিলেন :

১২. সর্ব্বাঙ্গ শোভনে! আমি এ দশটী বরদান করিনু তোমায়,
শিবিরাজ-পত্নী হয়ে লভিবে সমস্ত তুমি, বলিনু নিশ্চয়।

১৩. বলিলেন দেবরাজ মঘবা,—সুজার পতি—এতেক বচন;
দিয়া দশবিধ বর পৃষতীকে সুরেশ্বর হন হৃষ্টমন।

---

[১]। টীকাকার বর দশটীর এই তালিকা দিয়াছেন : (১) শিবিরাজের অগ্রমহিষীর পদলাভ, (২) নীলনেত্রপ্রাপ্তি, (৩) নীল ভ্রূযুগল-প্রাপ্তি; (৪) 'পৃষতী' এই নামগ্রহণ, (৫) গুণধরপুত্রলাভ, (৬) অনুন্নতকুক্ষিতা, (৭) অলম্বস্তনতা, (৮) অপলিত ভাব, (৯) সুকুমার দেহলাভ, (১০) বধ্যপ্রমোচন।

বর গ্রহণ করিবার পর পৃষতী[১] দেবলোকচ্যুত হইয়া মদ্ররাজের অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হইলে দেখা গেল তাঁহার শরীর যেন চন্দনচূর্ণ বিকীর্ণ রহিয়াছে। এই নিমিত্ত নামকরণ-দিবসে লোকে তাঁহার নাম রাখিল পৃষতী[২]. মদ্ররাজ তাঁহার লালন পালনের জন্য বহুলোক নিযুক্ত করিলেন। তিনি ক্রমে বড় হইয়া ষোড়শবর্ষকালে পরমসুন্দরী যুবতীতে পরিণত হইলেন। শিবিমহারাজের স্বীয় পুত্র সঞ্জয় কুমারের জন্য তাঁহাকে জেতুত্তর নগরে লইয়া গেলেন, পুত্রকে রাজচ্ছত্র দান করিলেন এবং পুত্রের ষোড়শসহস্র পত্নীর মধ্যে তাঁহাকেই সর্ব্বোচ্চ আসনে স্থাপিত করিয়া অগ্রমহিষীর পদে বরণ করিলেন। এই জন্যই কথিত হইয়া থাকে যে,

১৪. হইয়া ত্রিদিবচ্যুতা পৃষতী ক্ষত্রিয়কুলে লভিলা জনম;
জেতুত্তর-অধিপতি সঞ্জয়ের সঙ্গে তাঁর ঘটিল মেলন।

পৃষতী সঞ্জয়ের অতি প্রিয়া ও মনোরমা হইলেন। এ দিকে শক্র ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি পৃষতীকে যে সকল বর দিয়াছি তাহার মধ্যে নয়টী পূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাকে যে পুত্রবর দিয়াছি, তাহা এখনও পূর্ণ হয় নাই। এখন সেই বর পূরণ করিতে হইতেছে।' মহাসত্ত্ব ঐ সময়ে ত্রয়স্ত্রিংশদ্ দেবলোকে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার আয়ুঃক্ষীণ হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়া শক্র তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন, "মারিষ, আপনাকে এখন মনুষ্যলোকে যাইতে হইবে। আপনি সেখানে সঞ্জয় রাজার অগ্রমহিষী পৃষতীর গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলে ভাল হয়।" তখন আরও ষষ্টিসহস্র দেবপুত্রের স্বর্গচ্যুতির সময় হইয়াছিল। শক্র মহাসত্ত্বের এবং (জেতুত্তর নগরে জন্মগ্রহণ সম্বন্ধে) এই সকল দেবপুত্রের অঙ্গীকার গ্রহণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন।

মহাসত্ত্ব স্বর্গচ্যুত হইয়া পৃষতীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন; সেই ষষ্টিসহস্র দেবপুত্রও ষষ্ঠিসহস্র অমাত্যের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। মহাসত্ত্ব গর্ভে প্রবেশ করিলে পৃষতী দোহদবতী হইয়া নগরের চারিটী দ্বারে, নগরের মধ্যভাগে এবং প্রাসাদের নিকটে ছয়টী দানশালা নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিদিন ছয়লক্ষ মুদ্রা দান করিবার অভিলাষিণী হইলেন। রাজা তাঁহার দোহদের কথা শুনিয়া নিমিত্তপাঠকদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "মহারাজ, মহিষী এক দানাভিরত পুরুষকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন। আপনার পুত্রের দানের আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই মিটিবে না।" ইহা শুনিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইলেন এবং উক্তরূপে দান বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। যেদিন বোধিসত্ত্ব পৃষতীর

---

[১]। পৃষতী এক প্রকার চিত্রহরিণী। ইহাদের শরীর লাল; তাহার মধ্যে শাদা শাদা ছিট থাকে।

গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন, সেই দিন হইতে সঞ্জয়ের অপ্রমাণ আয় হইতে লাগিল, বোধিসত্ত্বের পুণ্যপ্রভাবে জম্বুদ্বীপের সকল রাজাই শিবিরাজকে উপহার প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

গর্ভধারণকালে পৃষতী বহুপরিচারিকা-পরিবৃত হইয়া রহিলেন। দশমমাসে নগর দর্শনের ইচ্ছা করিয়া তিনি রাজাকে সেই প্রার্থনা জানাইলেন। রাজা নগরটীকে দেবনগরের মত সাজাইলেন, এবং পৃষতীকে উৎকৃষ্ট রথে তুলিয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইতে লাগিলেন। পৃষতী যখন বৈশ্যবীথির মধ্যে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার প্রসববেদনা জন্মিল। লোকে রাজাকে এই সংবাদ দিলে তিনি তখনই সেই বৈশ্যবীথিতে সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। এবং মহিষীকে তাহার মধ্যে লইয়া গেলেন। মহিষী সেখানে এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই জন্যই কথিত আছে যে,

১৫. দশমাস ধরি গর্ভে পুরী প্রদক্ষিণ
করিতেছিলেন যবে, পৃষতী আমার
বৈশ্যদের বীথিমধ্যে করিলা প্রসব।

মহাসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হইতে নির্ম্মলদেহে ও উন্মীলিত নেত্রে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র মাতার দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "দান দিব, মা। কিছু আছে কি?" "আছে বৈ কি, বাবা; যত ইচ্ছা দান কর," বলিয়া পৃষতী তাঁহার প্রসারিত হস্তে সহস্র মুদ্রাপূর্ণ স্থবিকা[১] স্থাপন করিলেন। মহাসত্ত্ব তিন জন্মে জন্মিবার পরেই কথা বলিয়াছিলেন : প্রথমতঃ 'উন্মার্গ' জন্মে, দ্বিতীয়তঃ এই জন্মে এবং পরিশেষে অন্তিমজন্মে (অর্থাৎ যে জন্মে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন)। বৈশ্যবীথিতে প্রসূত হইয়াছিলেন বলিয়া নামকরণ-দিবসে তাঁহার নাম হইল "বেস্সন্তর।" এই জন্যই কথিত হইয়া থাকে যে,

১৬. মাতৃকুল, কিংবা পিতৃকুল হ'তে
করি নাই আমি স্বনাম গ্রহণ;
বৈশ্যবীথি মাঝে হইনু প্রসূত;
নাম "বেস্সন্তর" মোর সে কারণ।

যেদিন বোধিসত্ত্ব ভূমিষ্ঠ হইলেন, সেই দিনেই এক আকাশচারিণী হস্তিনী একটা সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত সর্ব্বশ্বেত হস্তিশাবক আনিয়া, যেখানে রাজার মঙ্গলহস্তী থাকিত সেইখানে রাখিয়া গেল। মহাসত্ত্বের প্রত্যয় অর্থাৎ ব্যবহারের জন্য উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া লোকে এই হস্তীর নাম রাখিল প্রত্যয়। রাজা মহাসত্ত্বের জন্য

---

[১]। থলি।

অতিদীর্ঘাদিদোষ-রহিতা[১] চৌষট্টিজন মধুরক্ষীরবতী ধাত্রী নিযুক্ত করিলেন। মহাসত্ত্বের সঙ্গে একদিনে যে ষষ্টিসহস্র অমাত্যপুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, রাজা তাহাদেরও জন্য ধাত্রী দিলেন। মহাসত্ত্ব এই ষষ্টিসহস্র অমাত্যপুত্রের সঙ্গে বহু পরিচারক-পরিচারিকা পরিবেষ্টিত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। রাজা লক্ষমুদ্রা ব্যয় করিয়া তাঁহার ব্যবহারোপযোগী আভরণ নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু যখন মহাসত্ত্বের বয়স চারি পাঁচ বৎসর হইল, তখন তিনি সেগুলি খুলিয়া ধাত্রীদিগকে দান করিলেন; ধাত্রীরা সেগুলি ফিরাইয়া দিতে চাহিলেও তিনি গ্রহণ করিলেন না। ধাত্রীরা রাজাকে এ কথা জানাইলে তিনি বলিলেন, "আমার পুত্র যাহা দিয়াছে তাহা উপযুক্ত দানই হইয়াছে; উহা ব্রহ্মদেয় (ব্রহ্মদত্ত)[২] বলিয়া গণ্য হউক।" তিনি কুমারের জন্য আবার এক প্রস্থ আভরণ প্রস্তুত করাইলেন। কিন্তু কুমার শৈশবেই সেইগুলিও ধাত্রীদিগকে দান করিলেন। এইরূপে একে একে নয় বার অলঙ্কার গড়া হইল; কুমার নয় বার সেগুলি ধাত্রীদিগকে দিলেন।

মহাসত্ত্বের বয়স যখন আট বৎসর, তখন তিনি একদিন শয্যায় আসীন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি যাহা দান করি, তাহা সমস্তই বহিরাগত[৩]; ইহাতে আমার পরিতোষ হয় না। যাহা আমার ভিতরে আছে—আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমার দেহ—তাহাই আমার দান করিতে ইচ্ছা। কেহ যদি আমার হৃৎপিণ্ড চায়, আমি নিজের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া হৃৎপিণ্ডটা বাহির করিয়া দিব; কেহ যদি আমার চক্ষু দুইটী চায়, তবে চক্ষুই উৎপাটন করিয়া তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিব; কেহ যদি আমার শরীরের মাংস চায়, তবে সমস্ত দেহ হইতে মাংস ছেদন করিয়া তাহাকে দান করিব।' মনে মনে যখন তিনি এইরূপে তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন চতুর্নহুত ও দ্বিলক্ষ যোজন বিস্তৃতা, বিশালা পৃথিবী মত্তবারণের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে কাঁপিয়া উঠিল, পর্ব্বতরাজ সুমেরু উত্তপ্তজলসিদ্ধ বেত্রাঙ্কুরের ন্যায় জেতুত্তর নগরাভিমুখ অবনত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল, পৃথিবীর গর্জ্জনে আকাশও গর্জ্জন করিতে করিতে অকস্মাৎ বারিবর্ষণ করিল, মেঘের কোলে বিদুল্লতা স্ফূরিতে লাগিল, সাগর উদ্বেলিত হইল, ব্রহ্মালোক পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ কোলাহলময় হইল। এই জন্যই কথিত হইয়া থাকে যে—

---

[১]। এই খণ্ডের মুকপঙ্গু-জাত (৫৩৮) দ্রষ্টব্য।

[২]। 'ব্রহ্মদেয্য'=উৎকৃষ্টদান, শ্রেষ্ঠদান, রাজার দান; যাহা দিতে দাতার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

[৩]। 'বাহিরদান' এবং 'অজ্ঝত্তিকদান' সম্বন্ধে ৪র্থ খণ্ডের শিবি-জাতক (৪৯৯) দ্রষ্টব্য।

১৭. ছিলাম বালক যবে, অষ্টবর্ষ বয়স যখন
তখন(ই) প্রাসাদে বসি দান দিতে করিনু মনন।

১৮. করিলাম মনে স্থির, কেহ যদি চাবে মোর কাছে
চক্ষু-হৃৎপিণ্ড-মাংস-রক্ত আদি দেহে যাহা আছে,
তাহাও করিতে দান হইব না কাতর কখন।
এ দৃঢ় সঙ্কল্প মোর ত্রিজগৎ করুক শ্রবণ।

১৯. এ সত্য কামনা মনে করিলাম যখন নির্ভয়ে
বিস্ময়ে কাঁপিল, যেন অকস্মাৎ স্থানচ্যুত হয়ে,
বিপুলা পৃথিবী এই, সুমেরু কিরীট শিরে যার,
কর্ণে অবতংসরূপে শোভে কত কানন সুন্দর।

বোধিসত্ত্বের বয়স যখন ষোড়শবর্ষ হইল, তখনই তিনি সর্ব্ববিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। তখন পিতা তাঁহাকে রাজ্য দান করিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি পৃষতীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া মদ্ররাজকুল হইতে বোধিসত্ত্বের মাতুলকন্যা মাদ্রীকে আনয়নপূর্ব্বক ষোড়শসহস্র রমণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠাসন দান করিয়া মহাসত্ত্বের অগ্রমহিষী করিলেন। অতঃপর বোধিসত্ত্ব রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন; এবং অভিষেকের পর হইতেই প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা-দানের ব্যবস্থা করিয়া মহাদান আরম্ভ করিলেন।

কালক্রমে মাদ্রী দেবী এক পুত্র প্রসব করিলেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহাকে কাঞ্চন-জাল দ্বারা ঢাকা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম হইল জালিকুমার। তিনি যখন হাঁটিতে শিখিলেন, তখন মাদ্রী এক কন্যা প্রসব করিলেন। তাঁহাকে কৃষ্ণাজিন দ্বারা ঢাকা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম হইল কৃষ্ণাজিনা।

(২)

মহাসত্ত্ব প্রতিমাসে ছয় বার অলঙ্কৃত গজবরের স্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক ছয়টী দানশালা পরিদর্শন করিতেন। ঐ সময়ে কলিঙ্গ রাজ্যে অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। সেজন্য শস্য জন্মে নাই, ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; লোকে জীবনধারণে অসমর্থ হইয়া চৌর্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষপীড়িত জানপদগণ রাজসদনে সমবেত হইয়া রাজাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হইয়াছে; বাপু সকল?" প্রজারা তাহাদের দুঃখের কাহিনী জানাইল; "আমি বৃষ্টি বর্ষণ করাইতেছি" বলিয়া রাজা তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। তিনি যথারীতি শীলব্রত গ্রহণ করিলেন, পোষধ পালন করিতে লাগিলেন, কিন্তু বৃষ্টিবর্ষণ করাইতে পারিলেন না। তখন তিনি নাগরিকদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমি যথারীতি শীল পালন করিতেছি, পোষধী হইয়াছি, কিন্তু বৃষ্টিপাতন করিতে পারিতেছি না। এখন আমার কর্ত্তব্য কি, বল।" নাগরিকেরা বলিল, "মহারাজ,

জেতুত্তর নগরে সঞ্জয়রাজপুত্র বিশ্বন্তর দানাভিরত; তাঁহার একটী সর্ব্বশ্বেত মঙ্গলহস্তী আছে; ঐ হস্তী যেখানে যায়, সেখানেই বারিবর্ষণ হইয়া থাকে। আপনি যদি নিজে বৃষ্টিপাত ঘটাইতে অসমর্থ হন, তবে ব্রাহ্মণদিগকে পাঠাইয়া যাচঞা করাইয়া ঐ হস্তী আনয়ন করুন।" "বেশ পরামর্শ দিয়াছ" বলিয়া রাজা তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, ব্রাহ্মণদিগকে সমবেত করাইয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে আটজনকে বাছিয়া লইলেন এবং ঐ আটজনকে উপযুক্ত পাথেয় প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, "আপনারা যাত্রা করুন; বিশ্বন্তরের নিকট যাচঞা করিয়া হস্তীটা লইয়া আসুন।" ব্রাহ্মণেরা যথাকালে জেতুত্তরে উপনীত হইলেন, দানশালায় অন্ন আহার করিয়া স্ব স্ব দেহে ধূলি বিকিরণ ও কর্দ্দম লেপন করিলেন, এবং পূর্ণিমার দিন বিশ্বন্তরের নিকট হস্তী চাহিবেন এই উদ্দেশ্যে, তিনি যখন দানশালায় আসিতেছিলেন, সেই সময়ে পূর্ব্বদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণেরা সেখানে তাঁহাকে কিছু বলিবার অবকাশ না পাইয়া দক্ষিণদ্বারে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বিশ্বন্তর দানশালা পরিদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে প্রাতঃকালেই ষোলটী গন্ধোদকপূর্ণ ঘটে স্নান করিয়া আহারান্তে প্রসাধন সমাপনপূর্ব্বক অলঙ্কৃত গজবরের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পূর্ব্বদ্বারে গিয়া কোন উন্নত ভূভাগে অবস্থিত হইলেন। বিশ্বন্তর পূর্ব্বদ্বারে দান-বিতরণ পরিদর্শন করিয়া যখন দক্ষিণদ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক "বিশ্বন্তরের জয় হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহাসত্ত্ব ব্রাহ্মণদিগকে দেখিয়া তাঁহারা যেখানে ছিলেন, সেই স্থানে হস্তী চালাইলেন এবং হস্তীর স্কন্ধে আসীন থাকিয়াই প্রথম গাথা বলিলেন :

২০. হইয়াছে দীর্ঘ কক্ষলোম, নখ সব।
পঙ্কে লিপ্ত দন্তরাজি; মস্তকে সবার
ধূলি-ধূসরিত কেশ;—এ বেশে তোমরা
প্রসারি দক্ষিণ হস্ত কি চাহিছ, বল?

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা বলিলেন :

২১. শিবির পালনকর্ত্তা তুমি দানবীর;
চাহিতেছি রত্ন এক মোরা তব ঠাঁই।
ঈষাদন্ত, মহাভারবহনসমর্থ
এই গজবর তব কর, ভূপ, দান।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি আধ্যাত্মিকদানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া নিজের মস্তক প্রভৃতি দিতে অভিলাষী হইয়াছি; ইহারা ত কেবল যাহা বাহ্য বস্তু, তাহাই যাচঞা করিতেছে। ইহাদিগের মনোরথ পূর্ণ করিতেছি। ইহা স্থির করিয়া তিনি গজবরের স্কন্ধ হইতেই বলিলেন :

২২. চাহেন ব্রাহ্মণগণ রাজার বাহন,
মদস্রাবী দীর্ঘদন্ত এই গজোত্তম।
অকুণ্ঠিত চিত্তে ইহা করিলাম দান।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া—

২৩. সুদৃঢ়-সঙ্কল্প দানে শিবির পালক
অবতরি গজবর-স্কন্ধ হতে তবে
করেন ব্রাহ্মণগণে সম্প্রদান তাহা।

ঐ হস্তীর চারি পায়ের অলঙ্কারের মূল্য ছিল চারি লক্ষ মুদ্রা; পার্শ্বদ্বয়ের অলঙ্কারের মূল্য ছিল দুই লক্ষ মুদ্রা; উহার উদরের নিম্নে যে কম্বল থাকিত, তাহার মূল্য এক লক্ষ মুদ্রা; পৃষ্ঠোপরি মুক্তাজাল, কাঞ্চনজাল ও মণিজাল এই যে তিনটী জাল ছিল, সে গুলির মূল্য তিন লক্ষ মুদ্রা; কর্ণদ্বয়ে যে আভরণ ছিল তাহার মূল্য দুই লক্ষ মুদ্রা; পৃষ্ঠোপরি যে কম্বল আস্তৃত হইত, তাহার মূল্য এক লক্ষ মুদ্রা; কুম্ভের আভরণের মূল্য এক লক্ষ মুদ্রা; কপালের অবতংস তিনখানির মূল্য তিন লক্ষ মুদ্রা; কর্ণমূলের আভরণগুলির মূল্য দুই লক্ষ মুদ্রা; দন্তদ্বয়ের অলঙ্কারের মূল্য দুই লক্ষ মুদ্রা; শুণ্ডস্থ স্বস্তিকাকার আভরণের মূল্য এক লক্ষ মুদ্রা; লাঙ্গুলালঙ্কারের মূল্য এক লক্ষ মুদ্রা; ইহা ব্যতীত তাহার দেহস্থ অন্যান্য আভরণের মূল্য দ্বাবিংশতি লক্ষ, তাহার পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করিবার জন্য সিঁড়িটার মূল্য এক লক্ষ এবং ভোজন-কটাহের মূল্য এক লক্ষ—এই গুলিরই ত মূল্য হইল চতুর্ব্বিংশতি লক্ষ। আবার উহার ছত্রপৃষ্ঠে মণি, চূড়ামণি, মুক্তাহারে মণি, অঙ্কুশে মণি, কণ্ঠস্থ মুক্তাহারে মণি, কুম্ভে মণি, এইরূপ বহু মহার্ঘ মণি ছিল। পরিশেষে গজবর নিজে; তাহার মূল্যের ত ইয়ত্তাই ছিল না। মহাসত্ত্ব এই সপ্তবিধ অমূল্যধন ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। কেবল ইহাই নহে; তিনি হস্তীর সেবার জন্য হস্তিপাল প্রভৃতির সহিত পাঁচ শ ঘর পরিচারকও দান করিলেন। এই দানের প্রভাবে, পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে সেইভাবে ভূকম্পনাদি হইল।

[এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

২৪. জন্মিল ভীষণ ভয়, কাঁপিল মেদিনী,
শিহরি উঠিল সবে, যবে বিশ্বন্তর
করিলেন সম্প্রদান সেই গজবর।

২৫. পাইল ভীষণ ভয় নাগরিকগণ,
শিহরি হইল ক্ষুব্ধ, যবে বিশ্বন্তর
করিলেন সম্প্রদান সেই গজবর।

২৬. সমাকুলা হ'ল পুরী, মহা কোলাহলে
নিনাদিত চতুর্দ্দিক, যবে বিশ্বন্তর

করিলেন সম্প্রদান সেই গজবর।

সমস্ত জেতুত্তর নগর সংক্ষুব্ধ হইল। কলিঙ্গব্রাহ্মণগণ দক্ষিণদ্বারে হস্তী লাভ করিয়া তাহার পৃষ্ঠে উপবেশন করিলেন এবং বহু অনুচর-পরিবৃত হইয়া নগরের মধ্য দিয়া যাত্রা করিলেন। ইহা দেখিয়া নগরবাসীরা বলিতে লাগিল, "ভো ব্রাহ্মণগণ! তোমরা আমাদের হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?" ব্রাহ্মণেরা নানারূপ হস্তভঙ্গী করিয়া উত্তর দিলেন, "মহারাজ বিশ্বন্তর আমাদিগকে এই হস্তী দান করিয়াছেন। তোমরা জিজ্ঞাসা করিবার কে?" তাঁহারা নগরের মধ্য দিয়া গমনপূর্ব্বক দৈবানুগ্রহে উত্তরদ্বার দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নগরবাসীরা বোধিসত্ত্বের উপর ক্রুদ্ধ হইল এবং রাজদ্বারে সমবেত হইয়া উচ্চৈস্বরে তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

২৭. উঠিল ভীষণ, মহাতুমুল নিনাদ,
কাঁপিয়া উঠিল ধরা, যবে বিশ্বন্তর
করিলেন সম্প্রদান সেই গজবর।

২৮. উঠিল ভীষণ, মহাতুমুল নিনাদ,
নগরবাসীরা সবে সংক্ষুব্ধ হইল,
করিলেন বিশ্বন্তর যবে গজ দান।

২৯. উঠিল ভীষণ, মহাতুমুল নিনাদ,
শিবির পালক যবে সেই গজবর
কলিঙ্গ-ব্রাহ্মণগণে করিলেন দান।

নগরবাসীরা বিশ্বন্তরের দানে সংক্ষুব্ধ হইয়া রাজা সঞ্জয়কে এই ব্যাপার জানাইল। এই জন্যই কথিত হইয়া থাকে যে—

৩০. উগ্র[১] রাজপুত্র-বৈশ্য ব্রাহ্মণাদি নাগরিকগণ,
গজসাদি-দেহরক্ষি-রথি-পত্তি আদি অগণন,

৩১. সকল নিগমবাসী, জনপদবাসী প্রজা সবে,
কলিঙ্গেরা গজ লয়ে যেতেছে দেখিতে পেল যবে,
সমবেত হ'ল গিয়া তখনই রাজার আবাসে
উচ্চৈঃস্বরে অভিযোগ করে তারা তাঁহার সকাশে।

৩২. 'হ'ল রাজ্য ছারখার! কেন তব পুত্র বিশ্বন্তর
পূজে রাজ্যবাসী যারে, করে দান হেন গজবর?

১। 'উগ্র' শব্দটীর অর্থ টীকাকারের মতে 'উগ্গতা পঞ্ঞাতা'–সুবিখ্যাত। ইংরাজী অনুবাদে ইহা 'উগ্রক্ষত্রিয়' বলিয়া ধরা হইয়াছে।

৩৩. ঈষাবৎ দীর্ঘাকার দন্ত যার; নাই যার মত
বহিতে বিপুলভার অন্যকোন কুঞ্জর সমর্থ,
সর্ব্বশ্বেত, সর্ব্ববিধ যুদ্ধক্ষেত্রে বাছি যেই লয়
হেন স্থান, যেথা হতে করিতে পারিবে শত্রুক্ষয়,

৩৪-৩৫. এমন শত্রুদমন, কৈলাসের মত শুভ্রকায়,
মদস্রাবী, যানশ্রেষ্ঠ রাজবাহী গজোত্তমে, হায়,
কলিঙ্গ-ব্রাহ্মণগণে করিলেন দান তিনি আজ,
পাণ্ডুকম্বলাচ্ছাদন—চামরাদিসহ, মহারাজ!
নিপুণ অথর্ব্ববেদে বাছি বাছি গজাচার্য্যে আর[১]
দিয়াছেন সঙ্গে তার! অহহ, এ কি যথেচ্ছাচার!

তাহারা আরও বলিল :

৩৬. অন্নপানবস্ত্রশয্যা দাতারা করেন বটে দান;
আপত্তি তাহাতে নাই; দানার্হ ব্রাহ্মণে তাহা পান।

৩৭. কিন্তু যিনি শিবিদের কুলক্রমাগত অধীশ্বর,
করিলেন গজবর দান কেন সেই বিশ্বন্তর।

৩৮. প্রজাদের কথা মত কাজ যদি না কর, রাজন্,
তাহাদের হাতে তব পুত্রসহ ঘটিবে পতন।

প্রজাদের কথা শুনিয়া রাজার মনে হইল, তাহারা বুঝি বিশ্বন্তরের প্রাণবধ করিতে চাহিতেছে। তিনি বলিলেন :

৩৯. যা'ক রাজ্য অধঃপাতে, জনপদ হো'ক ছারখার;
শুনি প্রজাদের কথা করিবনা কখন(ও) আমার
ঔরস পুত্রকে স্বীয় রাজ্য হ'তে আমি নির্ব্বাসন;
প্রাণাধিক প্রিয় সেই; কোন দোষ করেনি কখন।

৪০. যা'ক রাজ্য অধঃপাতে, জনপদ হো'ক ছারখার;
শুনি প্রজাদের কথা করিবনা কখন(ও) আমার
আত্মজ পুত্রকে স্বীয় রাজ্য হ'তে আমি নির্ব্বাসন;
প্রাণাধিক পুত্র সেই; কোন দোষ করেনি কখন।

৪১. আর্য্য-শীলবান সেই; করি যদি তার কোন ক্ষতি,
হব আমি মহাপাপী; ঘটিবে কলঙ্ক মোর অতি।
প্রাণাপেক্ষা বাসি ভাল পরম ধার্ম্মিক বিশ্বন্তরে;
পিতা হয়ে শস্ত্রাঘাতে করিতে কি পারি বধ তারে?

---

[১]। 'সাথব্বনং'—অথর্ব্ববেদজ্ঞদিগের সহিত। অথর্ব্ববেদে গজশাস্ত্রসম্বন্ধে মন্ত্র আছে।

শিবিরাজ্যবাসীরা বলিল :

৪২. দণ্ড কিংবা শস্ত্রাঘাতে করাতে চাইনা মোরা আহত তাঁহারে;
শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে থাকিবার যোগ্য নন তিনি কারাগারে।
কর, মহারাজ, তুমি এ রাজ্য হইতে তাঁর শীঘ্র নির্ব্বাসন;
আছে যথা বঙ্কগিরি, সেখানে বসতি তিনি করুন এখন।

রাজা বলিলেন :

৪৩. বুঝিলাম শিবিদের সঙ্কল্প ইহাই;
বিরুদ্ধে ইহার আমি যেতে নাহি চাই।
এক রাত্রি মাত্র সবে দাও বিশ্বন্তরে
ভুঞ্জিতে বিষয়সুখ থাকি এ নগরে।

৪৪. প্রভাত হইলে রাত্রি, উদিলে তপন,
সমবেত হোক শিবিরাজ্যবাসিগণ;
হয়ে সবে এক মত, ইচ্ছা যদি করে,
করুক তাহারা নির্ব্বাসিত বিশ্বন্তরে।

প্রজারা রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিল, "তিনি এক রাত্রির জন্য এখানে থাকুক।" সঞ্জয় তখন তাহাদিগকে বিদায় দিলেন এবং পুত্রকে সংবাদ দিবার জন্য একজন কর্ম্মচারীকে[১] বিশ্বন্তরের নিকট যাইতে বলিলেন। কর্ম্মচারী 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বিশ্বন্তরের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা জানাইলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৪৫. উঠ, কর্ত্তা, শীঘ্র গিয়া বল বিশ্বন্তরে,
"শিবিরাজ্যবাসিগণ হইয়াছে বড়
ক্রুদ্ধ তব প্রতি, দেব; নাগরিক সবে—

৪৬. উগ্ররাজপুত্র-বৈশ্য-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি,
যোধগণ যত—গজসাদি দেহরক্ষি—
রথি-পদাতিক—সর্ব্বজনপদবাসী
হইয়াছে সমবেত দণ্ডিতে তোমায়।

৪৭. পোহাইলে এই রাত্রি, সূর্য্যোদয় কালে
একমত হয়ে শিবিদেশবাসী সবে
করিবে এ রাজ্য হতে তব নির্ব্বাসন।"

---

[১]। মূলে 'কর্ত্তা' (কত্তা) এই পদ আছে। কত্তা বা ক্ষত্তা বলিলে, রাজার কর্ম্মচারী, বিশেষতঃ সারথি বা দৌবারিক বুঝায়।

৪৮-৪৯. সঞ্জয়ের আজ্ঞা পেয়ে, ধুইয়া মস্তক,
সুন্দর বসন কর্ত্তা করি পরিধান,
কনক-বলয় পরি, কর্ণে মণিময়
কুণ্ডলযুগল, চন্দনানুলিপ্ত দেহে
হন শীঘ্র উপনীত যে রম্য ভবনে
করিতেন বিশ্বন্তর বসতি তখন।

৫০. দেখিলেন কর্ত্তা, বিরাজিছেন কুমার[১],
সেই স্বীয় রম্যাগারে, অমাত্য-বেষ্টিত,
বেষ্টিত ত্রিদশগণে বাসব যেমন।

৫১-৫২. গিয়া শীঘ্র কর্ত্তা বিশ্বন্তরের সকাশে
বলিলেন সাশ্রুমুখে প্রণমি তাঁহারে,
"ভর্ত্তা তুমি, মহারাজ, সর্ব্বকামদাতা,
আসিয়াছি নিবেদিত অশুভ সংবাদ,
অভয় তোমার ঠাঁই মাগি সে কারণ।

৫৩. শিবিরাজ্যবাসিগণ হইয়াছে বড়
ক্রুদ্ধ তব প্রতি, দেব; নাগরিকগণ
উগ্র-রাজপুত্র-বৈশ্য-ব্রাহ্মণ-সকলে,

৫৪. যোধগণ যত—গজসাদি—দেহরক্ষি
রথি-পদাতিক—সর্ব্বজনপদবাসী
হইয়াছে সমবেত দণ্ডিতে তোমায়।

৫৫. পোহাইলে এই রাত্রি, সূর্য্যোদয়কালে
একমত হয়ে শিবিদেশবাসী সবে
করিবে এ রাজ্য হতে তব নির্ব্বাসন।"

মহাসত্ত্ব বলিলেন :

৫৬. শিবিরা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ কি কারণ?
কোনই ত অপরাধ না হয় স্মরণ!
বল, কর্ত্তা, স্পষ্ট করি, জিজ্ঞাসি তোমায়,
কি দোষে তাহারা মোরে নির্ব্বাসিত চায়?

রাজকর্ম্মচারী বলিলেন :

---

[১]। বিশ্বন্তর তখন নিজেই রাজা; কিন্তু তাঁহার মাতাপিতা তখনও জীবিত বলিয়া তাঁহাকে 'কুমার' বলা হইয়াছে।—টীকাকার।

৫৭. উগ্র-রাজপুত্র-বৈশ্য-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি,
গজসাদি-দেহরক্ষি-রথি-পদাতিক,
হইয়াছে ক্রুদ্ধ সবে গজদান হেতু;
চায় তাই নির্ব্বাসিতে তোমায়, রাজন।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন :

৫৮. ধন-রত্ন-স্বর্ণ-মুদ্রা-বৈদূর্য্য প্রভৃতি
বাহ্যবস্তু দান—এ ত অতি তুচ্ছ কথা!
মাগে যদি কেহ মোর চক্ষু বা হৃদয়,
তাহাও অদেয় আমি ভাবি না কখন।

৫৯. আমার দক্ষিণ বাহু যাচে যদি কেহ,
অকাতরে ছেদি তাহা দিব আমি তারে;
দানেই পরমা প্রীতি পাই আমি মনে।

৬০. শিবিরাজ্যবাসী সবে করুক আমায়
নির্ব্বাসিত, নিহত বা সপ্তধা খণ্ডিত।
দান হ'তে কভু আমি হব না বিরত।

ইহা শুনিয়া কর্ম্মচারী নিজের বুদ্ধিমত এমন একটী আদেশ জানাইলেন, যাহা রাজা দেন নাই, নাগরিকেরাও দেয় নাই। তিনি বলিলেন :

৬১. শিবি নাগরিক আর জানপদগণ
সমবেত হ'য়ে সবে বলিতেছে এবে,
কোন্তিমারা নদীতীরে অরঞ্জর নামে
রয়েছে পর্ব্বতরাজি; অভিমুখে তার
যায় নির্ব্বাসিতগণ; সে পথে সত্বর
করুন গমন দানব্রত বিশ্বন্তর।

এক দেবতা নাকি কর্ম্মচারীর মুখ দিয়া এই কথাগুলি বলাইয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'বেশ; অপরাধীরা যে পথে প্রস্থান করে, আমিও সেই পথেই যাইব। কিন্তু নাগরিকেরা আমাকে অন্য কোন দোষে নির্ব্বাসন করিতেছে না; আমি হস্তী দান করিয়াছি এই জন্যই তাহারা আমার নির্ব্বাসন চাহিতেছে। কাজেই এ ক্ষেত্রে আমি (নির্ব্বাসনের পূর্ব্বে) সপ্তশতকাখ্য[১] মহাদান করিয়া যাইব। নাগরিকেরা আমাকে এই দান সম্পাদন করিবার জন্য একদিনের অবসর দিউক।' তিনি বলিলেন :

---

[১]। যে দানে প্রত্যেক দাতব্য পদার্থের সাতশটা থাকে।

৬২. যে পথে চলিয়া যায় অপরাধিগণ
আমিও সে পথ ধরি করিব গমন।
এক রাত্রি, এক দিন ক্ষমুক আমায়;
ইচ্ছামত করি দান লইব বিদায়।

"যে আজ্ঞা! আমি নাগরিকদিগকে এই কথা জানাইতেছি," ইহা বলিয়া কর্ম্মচারী প্রস্থান করিলেন। তাঁহাকে বিদায় দিয়া মহাসত্ত্ব জনৈক সেনানীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমি আগামী কল্য সপ্তশতকাখ্য মহাদান করিব। সপ্তশত হস্তী, সপ্তশত অশ্ব, সপ্তশত রথ, সপ্তশত নারী, সপ্তশত ধেনু, সপ্তশত দাসী ও সপ্তশত দাস সংগ্রহ করুন; এবং নানাবিধ অন্ন, পানীয়, এমন কি সুরা প্রভৃতি অন্যান্য দাতব্য দ্রব্যও আনয়ন করিয়া রাখুন।" এইরূপে সপ্তশতক মহাদানের ব্যবস্থা করিয়া তিনি অমাত্যদিগকে বিদায় দিলেন এবং একাকী মাদ্রীর ভবনে গমনপূর্ব্বক রাজকীয় পল্যঙ্কে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন।

[এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৬৩. সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মদ্রসুতাকে সম্বোধি
বলিলেন বিশ্বন্তর, "যাহা কিছু আমি,
ধন, ধান্য,

৬৪. স্বর্ণ-মুক্তা-বৈদূর্য্য প্রভৃতি
দিয়াছি তোমায়, প্রিয়ে, পৈতৃক যে ধন
পাইয়াছ আর তুমি,—সমস্ত এখন
করহ স্থাপন কোন নিরাপদ্ স্থানে।"

৬৫. সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মাদ্রী বলেন তখন,
"কোথায় এ সব, প্রভো, করিব স্থাপন?"

বিশ্বন্তর বলিলেন :

৬৬. শীলবান ব্যক্তি যাঁরা, তাঁহাদের মাঝে
যিনি যা' পাইতে যোগ্য, দাও তাহা তাঁকে
দান ভিন্ন অন্য কোন স্থানে প্রাণিগণ
নিরাপদে রক্ষিতে না পারে নিজ ধন।

মাদ্রী 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। বিশ্বন্তর তাঁহাকে আরও উপদেশ দিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন :

৬৭. পুত্রগণে ক'রো স্নেহ; শ্বশ্রূ ও শ্বশুরে
ভক্তিভরে ক'রো সেবা; ভর্ত্তা যিনি তব
হইবেন অতঃপর, পরিচর্য্যা তাঁর

করিও যতনে, মাদ্রী, কায়ে, বাক্যে, মনে।

৬৮. এ রাজ্য হইতে আমি করিলে প্রস্থান
যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত না হয়ে কোনজন
চান তব ভর্ত্তা হতে, ভর্ত্তা মনোমত
নিজেই খুঁজিয়া লবে। বিরহে আমার
না যেন শুকায়ে যায় ও বরাঙ্গ তব।

মাদ্রী ভাবিলেন, 'বিশ্বন্তর এরূপ কথা বলিতেছেন কেন?' তিনি বলিলেন, 'আর্য্য-পুত্র, আপনি আমাকে এরূপ নীতিবিরুদ্ধ কথা বলিতেছেন কেন?' বিশ্বন্তর বলিলেন, "ভদ্রে, আমি হস্তী দান করিয়াছি বলিয়া শিবিরাজ্যের লোকে ক্রূদ্ধ হইয়া আমাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিতেছে। আমি আগামী কল্য সপ্তশতকাখ্য দান করিয়া অদ্য হইতে তৃতীয় দিনে নগর হইতে নিষ্ক্রমণ করিব।

৬৯. শ্বাপদসঙ্কুল ঘোর অরণ্যে আমায়
যাইতে হইবে, প্রিয়ে। সেই মহাবনে
একাকী থাকিয়া আমি জীবিত যে রব,
এ আশা দুরাশা মাত্র, এই মনে লয়।'

৭০. সর্ব্বাঙ্গশোভনা মাদ্রী বলিল তখন,
'হেন অসঙ্গত কথা বল কি কারণ?
বলিলে, শুনিলে কিংবা প্রস্তাব এমন
হয় লোকে পাপভাক্, নিন্দার ভাজন।

৭১. একাকী যাইতে তুমি—এত ধর্ম্ম নয়।
আমি যাব সঙ্গে তব, বলিনু নিশ্চয়।
যে পথে তোমার গতি, আমার ও সে পথ;
ভুঞ্জিব সম্পদে সুখ, বিপদে বিপদ।

৭২. বলে যদি কেহ মোরে, 'ঘটিবে মরণ
তব সঙ্গে করি যদি অরণ্যে গমন;
কিন্তু জীবনের হানি হবে না আমার,
করি যদি পরিত্যাগ সংসর্গ তোমার,'
মরণই মাগিব আমি, বাঁচিতে না চাই,
যদি সদা সঙ্গে তব থাকিতে নাপাই।

৭৩. চিতানল প্রজ্বলিত করিয়া তাহায়
পুড়িয়া মরণ ভাল; ছাড়িয়া তোমায়
জীবন ধারণ, প্রভো, অসাধ্য আমার;
জীবনে-মরণে দাসী সঙ্গিনী তোমার।

৭৪-৭৫. সম বা বিষম গিরিবর্ত্মে বিচরণ
করে যে আরণ্যগজ, তাহার যেমন
পশ্চাতে পশ্চাতে যায় হস্তিনী সতত,
আমিও তোমার সঙ্গে যাব সেই মত
শিশু দুটী কোলে লয়ে; হব না কখন
দুর্ভরা তোমার আমি। সেবি অনুক্ষণ
বরঞ্চ করিব তব চিত্ত বিনোদিত;
নির্জ্জনবাসের ক্লেশ হবে অন্তর্হিত।

৭৬. যখন এ শিশু দু'টী আধ আধ স্বরে
বনে বসি বরষিবে অমৃতের ধারা,
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলে যাবে সব।

৭৭. যখন এ শিশু দু'টী আধ আধ স্বরে
কথা বলি বনে বসি খেলিবে, তখন
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৭৮. রম্য তপোবনে যবে শিশু দু'টী এই
মঞ্জুভাষে কবে কথা, শুনি, প্রাণেশ্বর,
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৭৯. রম্য তপোবনে যবে তব মঞ্জুভাষী
শিশু দু'টী খেলিবেক, হেরি, প্রাণেশ্বর,
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৮০. বনকুসুমের মালা পরিবে যখন।
রম্য তপোবনে তব এই শিশু দু'টী,
মুখচন্দ্র তাহাদের করি দরশন
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৮১. বনকুসুমের মালা পরিয়া যখন
রম্য তপোবনে তব এই শিশু দু'টী
নাচিবে, খেলিবে, তাহা হেরি, প্রাণেশ্বর
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৮২. বনকুসুমের মালা পরিয়া যখন।
রম্য তপোবনে তব এই শিশু দু'টী,
নাচিবে আনন্দে, তাহা হেরি, প্রাণেশ্বর,
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৮৩. বনকুসুমের মালা পরিয়া যখন।
রম্য তপোবনে তব এই শিশু দু'টী,
খেলিবে, দেখিয়া তাহা ওহে, প্রাণেশ্বর,
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৮৪. বন্যগজ, ষষ্টিবর্ষ বয়স্ যাহার,
চরিছে একাকী বনে; দেখিয়া তাহার
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৮৫. বন্যগজ, ষষ্টিবর্ষ বয়স্ যাহার,
বিচরিছে সায়ংপ্রাতঃ, দেখিয়া তাহার
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৮৬. যূথপতি—ষষ্টিবর্ষবয়স্ক কুঞ্জর
করেণুগণের অগ্রে চরিতে চরিতে
করিবে বৃংহণ; শুনি সেই ক্রৌঞ্চনাদ
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৮৭. পথের উভয়পার্শ্বে বনস্থলী-শোভা
নিরখি, কামদ,[১] হবে সার্থক নয়ন।
যদিও শ্বাপদকীর্ণ সে অরণ্য, তবু
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৮৮. সায়াহ্নে গহনস্থানে মৃগ পঞ্চমালী[২]
আসিতেছে ফিরি, যবে করিবে দর্শন,
কিন্নরগণের নৃত্য দেখিবে যখন,
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৮৯. প্রবাহিনীসমূহের জলের গর্জ্জন,
কিন্নরগণের গান করিয়া শ্রবণ,
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৯০. গিরিগুহাচর উলুকের উচ্চারব
হইবে তোমার যবে শ্রবণগোচর,
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

---

[১]। 'কামদং' এবং 'কামদ' উভয় পাঠই দেখা যায়। আমি 'কামদ' পাঠই গ্রহণ করিলাম। বিশ্বন্তর মাদ্রীর পক্ষে সর্ব্বকামদাতা।

[২]। টীকাকার 'পঞ্চমালী' শব্দের কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। নূতন পালি অভিধানে ইহাকে 'বন্যজন্তু বিশেষ' বলা হইয়াছে।

৯১. সিংহ ব্যাঘ্র-খড়্গি-গবয়াদি হিংস্রগণ
এক সঙ্গে নিনাদিবে যবে রাত্রিকালে,
পঞ্চাঙ্গিক[১] তুর্য্যধ্বনি ভাবি সে নিনাদে
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।"

ইহা বলিয়া মাদ্রী এমন ভাবে হিমালয়ের শোভা বর্ণন করিতে শুনিয়া বোধ হইল, তিনি যেন পূর্ব্বে ঐ অঞ্চল স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন :

৯২. বেষ্টিত ময়ূরীগণে ময়ূর যখন
আনন্দে করিবে নৃত্য পর্ব্বত-মস্তকে
বিস্তারি বিচিত্র্য পুচ্ছ, হেরি দৃশ্য সেই
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৯৩. বেষ্টিত ময়ূরীগণে ময়ূর যখন
প্রসারি চিত্রিত পুচ্ছ নাচিবে আনন্দে,
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।'[২]

৯৪. বেষ্টিত ময়ূরীগণে নীলকণ্ঠ শিখী
নাচিবে যখন, সেই শোভা নিরখিয়া
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৯৫. হিমাত্যয়ে তরুগণ পুষ্পিত হইয়া,
বিস্তারিবে চারিদিকে সৌরভ; তখন
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৯৬. হিমাত্যয়ে হরিদাবরণ-বিভূষিতা
মেদিনীর নিরখিবে শোভা মনোলোভা;
উজ্জ্বল-লোহিতবর্ণ ইন্দ্রগোপ কীট
করিবে সে বসনের বৈচিত্র্য সাধন।
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলিবে তখন।

৯৭. হিমাত্যয়ে সুপুষ্পিত হবে তরুগণ—
বিম্বজাল[৩] লোধ্র গিরিমল্লিকা প্রভৃতি—

---

[১]। আতত, বিতত, আতত-বিতত, ঘন ও সুষির—এই পঞ্চবিধ যন্ত্রের বাদ্য। আতত—যাহার এক মুখ চামে ঢাকা; বিতত—যাহার দুই মুখই চামে ঢাকা; আতত-বিতত, যেমন বীণা ইত্যাদি। ঘন—যেমন কাঁসর, করতাল ইত্যাদি। সুষির অর্থাৎ ছিদ্রযুক্ত, যেমন শাখ, বাঁশী, ডমরু।

[২]। মূলে ময়ূরের 'অণ্ডজ' এই বিশেষণ আছে। অনাবশ্যক ইহা বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

[৩]। বিম্বজাল বা বিম্বিজাল = রক্ত কুরুবক বৃক্ষ। মূলে 'লোম-পদ্মকং' এবং 'লোডড পড্ডকং' এই দুই পাঠ আছে। উভয় পাঠই ভ্রমাত্মক।

মারুত হিল্লোলে করি সৌরভ বিস্তার।
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলিবে তখন।

৯৮. হিমাত্যয়ে সুপুষ্পিতা হবে বনস্থলী;
দেখা দিবে কমলের কোরক সুন্দর।
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলিবে তখন।[১]

মাদ্রী যেন হিমালয়বাসিনী, এই ভাবে তিনি উক্ত গাথাগুলিতে হিমালয় বর্ণনা করিলেন।

হিমালয় বর্ণন সমাপ্ত।

(৩)

এদিকে পৃষতী দেবী ভাবিতেছিলেন, 'আমার পুত্রের প্রতি অতি নিষ্ঠুর আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে; তাহা শুনিয়া বাছা আমার কি করিতেছে, দেখি গিয়া।' তিনি আবৃত গোযানে আরোহণ করিয়া বিশ্বন্তরের ভবনে গমন করিলেন এবং তাঁহার শয়নকক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া বিশ্বন্তর ও মাদ্রীর কথোপকথন শুনিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন :

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৯৯. পুত্র, পুত্রবধূ বসি কক্ষ-অভ্যন্তরে
করিতেছিলেন যাহা কথোপকথন,
শুনি যশস্বিনী রাণী পৃষতী সকল
করুণ বিলাপ কত করিলেন, হায়!

১০০. "বিষপানে, কিংবা পড়ি ভৃগুস্থান হ'তে,
কিংবা উদ্বন্ধনে মৃত্যু—সেও মোর ভাল;
সর্ব্বদোষহীন মোর পুত্র বিশ্বন্তর,
নির্ব্বাসিত করিতে কি হেতু তারে চায়?

১০১. নানাবিদ্যাবিশারদ, মুক্ত-হস্ত দানে,
দানশৌণ্ড, অমৎসর, যশঃকীর্ত্তিমান, —
প্রতিপক্ষ রাজগণ গুণপাশে যার
বদ্ধ হয়ে করে পূজা, হেন দোষহীন

---

[১]। শেষের চারিটী গাথায় পুষ্পোদগমের কাল 'হেমন্তে', 'হেমন্তিকে মাসে' ও 'হেমন্তিকে' পদদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা অস্বাভাবিক, বিশেষতঃ হিমালয়ে। এই জন্য আমি 'হেমন্তিকে' পদের পরিবর্ত্তে 'হিমচ্চয়ে' (হিমাত্যয়ে, অর্থাৎ শীত ঋতুর অবসানে) এই পাঠ কল্পনা করিলাম।

বিশ্বন্তরে তারা কেন নির্ব্বাসিত চায়?

১০২. মাতার পিতার সেবা করে যে যতনে,
সম্মানে সতত তোষে কূলজ্যেষ্ঠগণে,
হেন দোষহীন মোর পুত্র বিশ্বন্তরে
কি হেতু প্রজারা বনে নির্ব্বাসিত করে?

১০৩. রাজার, রাণীর, জ্ঞাতিবন্ধু সকলের—
সমস্ত রাজ্যের হিতকারী বিশ্বন্তর!
সর্ব্ববিধদোষহীন হেন পুত্রে মোর
কি হেতু প্রজারা বনে নির্ব্বাসিত করে?'

এইরূপে করুণ পরিদেবন করিয়া এবং পুত্র ও পুত্রবধূকে আশ্বাস দিয়া পৃষতীদেবী রাজার (সঞ্জয়ের) নিকট গিয়া বলিলেন :

১০৪. মক্ষিকারা পলাইলে মৌচাক হইতে
যার ইচ্ছা সেই মধু লুঠি লয়ে যায়;
ভূতলে পড়িলে আম, যে সে আসি সেথা
কুড়াইয়া লয় তাহা; ঠিক সেই রূপ
হইবে এ রাজা তব ভোগ্য যার তার,
বিনাদোষে পুত্রে যদি কর নির্ব্বাসিত।

১০৫. ছাড়ি যাবে অমাত্যেরা এ রাজ্য তোমার;
একাকী পাইবে কষ্ট, পায় যে প্রকার
ছিন্নপক্ষ হংস শুষ্ক পল্বলে পড়িয়া।

১০৬. তাই বলি, মহারাজ, আত্মহিত তুমি
করিও না পরিহার। প্রজার কথায়
বিনাদোষে বিশ্বন্তরে পাঠা'ও না বনে।

ইহা শুনিয়া রাজা বলিতে লাগিলেন যে—

১০৭. শিবিশ্রেষ্ঠ বিশ্বন্তরে নির্ব্বাসিত করি
পালিতেছি, ভদ্রে, আমি কুলক্রমাগত
শিবিরাজধর্ম্ম আজ। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়
সত্য বটে পুত্র মোর; তথাপি তাহার
রাজ্য হতে নির্ব্বাসন ঘটিবে নিশ্চয়।

ইহা শুনিয়া পৃষতীদেবী পরিদেবন করিতে লাগিলেন :

১০৮. যাত্রাকালে অনুগামী হইত যাহার
রক্ষিগণ; সুরঞ্জিত পতাকাগ্র সব
দেখিলে হইত মনে, চলিতেছে যেন

শত শত ফুল্ল কর্ণিকার সঙ্গে তার।
সেই বিশ্বন্তর আজ বিনা দোষে, হায়,
একাকী বিজন বনে রাজ্য ছাড়ি যায়।

১০৯. যাত্রাকালে অনুগামী হইত যাহার
রক্ষিগণ; সুরঞ্জিত পতাকাগ্র সব
দেখিলে হইত মনে, চলিতেছে যেন
প্রস্ফুটিত কর্ণিকার-বন সঙ্গে তার।
সেই বিশ্বন্তর আজ বিনা দোষে, হায়,
একাকী বিজন বনে রাজ্য ছাড়ি যায়।

১১০. যাত্রাকালে অনুগামী হইত যাহার
বিচিত্রবসনধারী যোধ অগণন।
দেখিলে হইত মনে, চলিতেছে যেন
বহু ফুল্ল কর্ণিকার-তরু সঙ্গে তার।
সেই বিশ্বন্তর আজ বিনা দোষে, হায়,
একাকী বিজন বনে রাজ্য ছাড়ি যায়।

১১১. যাত্রাকালে অনুগামী হইত যাহার
বিচিত্রবসনধারী যোধ অগণন।
দেখিলে হইত মনে, চলিতেছে যেন
প্রস্ফুটিত কর্ণিকার-বন সঙ্গে তার!
সেই বিশ্বন্তর আজ বিনাদোষে, হায়,
একাকী বিজন বনে রাজ্য ছাড়ি যায়।

১১২. যাত্রাকালে সঙ্গে যার যেত এত দিন
সহস্র সহস্র যোদ্ধা করি পরিধান
ইন্দ্রগোপনিভরক্ত গান্ধার-কম্বল,
সেই বিশ্বন্তর আজ বিনাদোষে, হায়,
একাকী বিজন বনে রাজ্য ছাড়ি যায়।

১১৩. গজপৃষ্ঠে, শিবিকায়, কিংবা রথে বসি
চলিত যে এতকাল, সেই বিশ্বন্তর
কিরূপে যাইবে, হায়, পদব্রজে আজ?

১১৪. হইত চন্দনে লিপ্ত শরীর যাহার,
নৃত্যগীতধ্বনি যা'রে বিনিদ্র করিত,
কিরূপে সে পরিধান করিবে এখন
কর্কশ অজিনবাস? বহিবে কিরূপে

কুঠার, ভিক্ষার ভাণ্ড, বাঁক সেই আজ?

১১৫. কাষায় বসন কিংবা অজিন কি হেতু
আনে নাই এতক্ষণ? যাবে বনে যেই,
শিখায় না কেন তারে জানে যারা নিজে,
কিরূপে বান্ধিতে হয় শরীরে বল্কল?
স্বচক্ষে দেখিলে ইহা বুঝিবেন রাজা,
কি সুখে অরণ্যে গিয়া রবে বিশ্বন্তর।

১১৬. নির্ব্বাসিত নৃপতিরা অহো কি প্রকারে
করেন অরণ্যে গিয়া বল্কল ধারণ!
রাজকন্যা–রাজবধূ মাদ্রী, হায়, হায়,
কুশচীর[১] পরিধান করিবে কিরূপে?

১১৭. কাশীজাত বস্ত্র, কুটুম্বর দেশজাত[২]
ক্ষৌমবস্ত্র, এই সব পরে যে সতত
সে মাদ্রী কুশের চীর পরিবে কেমনে?

১১৮. শিবিকা রথাদি যানে ভ্রমিত সে সদা।
সে অনবদ্যাঙ্গী আজ পারিবে কি হায়,
বিচরিতে পদব্রজে ঘোর বনপথে?

১১৯. সুকোমল করতল; চরণ দু'খানি
কোমল পাদুকা দ্বারা থাকে সুরক্ষিত;
সে অনবদ্যাঙ্গী ভীরু পুত্রবধূ মোর
পারিবে কি পদব্রজে ভ্রমিতে অরণ্যে?

১২০. সুকোমল পদতল;—চরণযুগল
পীড়িত হইত যার সুবর্ণখচিত
কোমল পাদুকা পরি, সে অনবদ্যাঙ্গী
কিরূপে যাইবে বনে নগ্নপদে আজ?

১২১. মালা পরি যেত মাদ্রী কোথাও যখন,
ধাইত সহস্র দাসী অগ্রে অগ্রে তার;
সে অনবদ্যাঙ্গী, হায়, আজ কি পারিবে
চলিতে ভীষণ মহারণ্যে একাকিনী?

---

[১]। চীর ত্রিবিধ—বল্কল, কুশ ও ফলক।

[২]। কুটুম্বর-সম্বন্ধে এই খণ্ডের ৩১শ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

১২২. শৃগালের রব শুনি মুহুর্মুহুঃ যেই
কাঁপিয়া উঠিত ভয়ে, সে অনবদ্যাঙ্গী
কিরূপে যাইবে আজ ভয়াবহ বনে?

১২৩. ইন্দ্রগোত্রজাত বলি জানে যারে সবে,
সে পেচক রাত্রিকালে ডাকিত যখন,
শুনিতে পাইলে মাদ্রী সে বিকট রব,
সভয়ে উঠিত কাঁপি ভূতাবিষ্টাবৎ।[১]
সে অনবদ্যাঙ্গী ভীরু, হায়, কি প্রকারে
শ্বাপদসঙ্কুল বনে করিবে গমন?

১২৪. শাবক মেরেছে ব্যাধে; শূন্য নীড় হেরি
পক্ষিণী যেমন হয় শোকাতুরা অতি,
শূন্য দেখি আমি বিশ্বন্তরের ভবন
তেমতি হইব দগ্ধ চিরশোকানলে।

১২৫. শাবক মেরেছে ব্যাধ; শূন্য নীড় হেরি
শোকে জর্জ্জরিত হয় পক্ষিণী যেমন,
তেমতি আমিও হায়, তিল তিল করি
শুকায়ে মরিব প্রিয় পুত্রের বিহনে।

১২৬. শাবক মেরেছে ব্যাধে; শূন্য নীড় হেরি
দুঃখিনী পক্ষিণী যথা ইতঃস্ততঃ ধায়,
প্রিয় পুত্রে দেখিতে না পেয়ে আমি, হায়,
তেমতি ছুটিব সদা পাগলিনী-প্রায়।

১২৭. শাবক মেরেছে ব্যাধ; শূন্য নীড় হেরি
কুররী যেমন হয় শোকাতুরা অতি,
শূন্য দেখি আমি বিশ্বন্তরের ভবন
তেমতি হইব দগ্ধ চিরশোকানলে।

১২৮. শাবক মেরেছে ব্যাধ; শূন্য নীড় হেরি
শোকে জর্জ্জরিত হয় কুররী যেমন,
তেমতি আমিও, হায়, তিল তিল করি
শুকায়ে মরিব প্রিয় পুত্রের বিহনে।

---

[১]। কৌশিক ইন্দ্রের একটী নাম; আবার ইহাতে পেচকও বুঝায়। এইজন্য পেচককে ইন্দ্রগোত্রজ বলা হইয়াছে। 'বারুনীব পবেধতি'—বারুণী = যক্ষদাসী, অথবা যে রমণী ভূতাবিষ্ট হইয়াছে, এই ভাণ করিয়া লোকের ভাগ্য গণনা করে।

১২৯. শাবক মেরেছে ব্যাধ; শূন্য নীড় হেরি
দুঃখিনী কুররী যথা ইতস্ততঃ ধায়,
প্রিয় পুত্রে দেখিতে না পেয়ে আমি, হায়,
তেমতি ছুটিব সদা পাগলিনী, প্রায়।

১৩০. শূন্য দেখি মম প্রিয় পুত্রের আগার,
দুঃখানলে দগ্ধ আমি হব চিরকাল,
জলহীন পল্বলেতে চক্রবাকী যথা।

১৩১. প্রাণাধিক বিশ্বন্তরে না পেলে দেখিতে
জীর্ণা শীর্ণা হব আমি তিল তিল করি
জলহীন পল্বলেতে চক্রবাকী যথা।

১৩২. প্রাণাধিক বিশ্বন্তরে না পেলে দেখিতে
ছুটি যাব ইতঃস্ততঃ পাগলিনী প্রায়,
জলহীন পল্বলেতে চক্রবাকী যথা।

১৩৩. করিতেছি, প্রভো, আমি করুণ বিলাপ;
করে নাই পুত্র মোর কোন অপরাধ;
তথাপি তাহার যদি কর নির্ব্বাসন,
বোধ হয় দেহে আর না রবে জীবন।

এই সকল ঘটনা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১৩৪. শুনিয়া বিলাপ তাঁর শিবিনরেশের
অন্তঃপুরবাসিনীরা হয়ে সমবেত
বাহু তুলি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।

১৩৫. বিশ্বন্তরগৃহে দারা, সুত সমুদায়
শোকাবেগে হ'ল, হায়, ভূতলে লুণ্ঠিত
প্রভঞ্জন-প্রমর্দ্দিত শালতরুবৎ।

১৩৬. হইল প্রভাতা রাত্রি, উদিল ভাস্কর;
সপ্তশতকাখ্য মহাদানের উদ্দেশ্যে
দানাগারে বিশ্বন্তর করিলা গমন।

১৩৭. "দাও, সৌম্যগণ, আজ যেজন যা'চায়,
বস্ত্রার্থীকে দাও বস্ত্র, মদ্যপকে সুরা,[১]
বুভুক্ষুকে দাও অন্ন পরিতুষ্ট করি।

---

[১]। টীকাকার বলেন যে, সুরাদান নিষ্ফল হইলেও, পাছে লোকে বলে যে, বিশ্বন্তরের দানশালায় সুরা পাইলাম না, এই আশঙ্কায় তাহাও দিবার ব্যবস্থা হইবে।

১৩৮. আসিবে ভিক্ষার্থী যারা আজ এই স্থানে,
কেহ যেন কোনরূপ কষ্ট নাহি পায়;
অন্নপান করি দান তোষ সবকারে;
ধন্য ধন্য বলি তারা করুক প্রস্থান।”[১]

১৩৯. শুনি এ ঘোষণা যত ভিখারীর দল
অবিলম্বে সমবেত হল দানাগারে।
কেহ গায়, কেহ খেলে, মহানন্দে তারা,
শিবির পালক মহারাজ বিশ্বন্তর
রাজ্য ছাড়ি বনবাসে যাইতে যখন
করিতেছিলেন এই সব আয়োজন।

১৪০. বিনা দোষে বিশ্বন্তরে নির্ব্বাসিত করি
ছেদিল নির্ব্বোধ শিবিরাজ্যবাসিগণ
সেই মহাতরু, যাহা নানাবিধ ফল
অকাতরে অনুক্ষণ করিত প্রদান।

১৪১. বিনা দোষে বিশ্বন্তরে নির্ব্বাসিত করি
ছেদিল নির্ব্বোধ শিবিরাজ্যবাসিগণ
সেই কল্পতরু, যাহা সর্ব্বাকাম্যদানে
তুষিত যাচক জনে সদা অকাতরে।

১৪২. বিনা দোষে বিশ্বন্তরে নির্ব্বাসিত করি
ছেদিল নির্ব্বোধ শিবিরাজ্যবাসিগণ
কল্পতরু, যাহা সর্ব্বকামরস দিয়া
তুষিত যাচকগণে সদা অকাতরে।

১৪৩. বাল, বৃদ্ধ, মধ্যবয়স্ক—সর্ব্বজন
বাহু তুলি আরম্ভিল করিতে ক্রন্দন
শিবির পালক মহারাজ বিশ্বন্তর
স্বীয় রাজ্য ত্যজি যবে বনবাসে যান।

১৪৪. ভূতবিদ্যা-বলে[২] যারা ভাগ্য গণি বলে,

---

[১]। টীকাকার এখানে আরও একটী গাথা দিয়াছেন :—
উঠিল তুমুল শব্দ নগরে তখন—
“দানহেতু ঘটিয়াছে তব নির্ব্বাসন;
তথাপি এখন(ও) দান করিতেছ তুমি।”

[২]। ‘অতিযক্খা’ (‘ভূতবিজ্জা ইক্খণিকাপি’—টীকাকার (ভূতুড়ে, যাদুকর, দৈবজ্ঞ প্রভৃতি)

নপুংসকগণ,[১] যারা রক্ষে অন্তঃপুরে,
রাজার রমণীগণ—সবে বাহু তুলি
কান্দিতে লাগিল যবে শিবির পালক
ছাড়িয়া নিজের রাজ্য বনবাসে যান।

১৪৫. নগরে যে সব নারী ছিল সে সময়ে,
সকলেই বাহু তুলি লাগিল কান্দিতে
শিবির পালক যবে বনবাসে যান।

১৪৬. ব্রাহ্মণ, শ্রমণ আর ভিক্ষার্থী, যাহারা
উপস্থিত ছিল সেথা, বাহু তুলি সবে
কান্দিতে লাগিল বলি, "অহো কি অধর্ম্ম!

১৪৭. স্বপুরে সতত দানে মুক্তহস্ত যিনি,
শিবিদের কথামত সেই বিশ্বন্তর
স্বরাজ্য হইতে আজ হন নির্ব্বাসিত।

১৪৮. করিলেন দান যিনি হস্তী সপ্তশত,
সুশোভিত সর্ব্ববিধ আভরণে যারা,—
কপালে সুবর্ণ-পট্ট, হেমসূত্রময়
আস্তরণ পৃষ্ঠোপরি;

১৪৯. অঙ্কুশ, তোমর
হস্তে লয়ে-গজাচার্য্যগণ স্কন্ধোপরি
রয়েছে আসীন—অহো, সেই বিশ্বন্তর
হইলেন নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে।

১৫০. করিলেন দান যিনি অশ্ব সপ্তশত,
আজানেয়, সিন্ধুদেশজাত, দ্রুতগামী,
সুশোভিত সর্ব্ববিধ আভরণে যারা,

১৫১. পৃষ্ঠোপরি যাহাদের রয়েছে আসীন
ইলী আর চাপহস্তে অশ্বাচার্য্যগণ,—
সেই বিশ্বন্তর, হায়, বিনা অপরাধে
হইলেন নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে !

১৫২. করিলেন দান যিনি রথ সপ্তশত,
সবাহক, দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত,

নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

[১]। বস্‌সবর—সংস্কৃত 'বর্ষবর'।

মণ্ডিত নানালঙ্কারে, সমুচ্ছ্রিতধ্বজ;—

১৫৩. বর্ম্ম পরি চাপহস্তে সারথি নিপুণ
চালায় প্রত্যেক রথ, অহো, কি সুন্দর!
সেই বিশ্বন্তর আজ বিনা অপরাধে
হইলেন নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে।

১৫৪-১৫৫. করিলেন দান যিনি নারী সপ্তশত,
সুমধ্যমা, স্মিতমুখী, সুশ্রোণি সকলে,—
পরিধান পীতবস্ত্র, কণ্ঠে স্বর্ণহার,
সর্ব্ব অঙ্গ বিভূষিত পীত আভরণে;—
প্রত্যেক স্বতন্ত্র রথে রয়েছে তাহারা;—
সেই বিশ্বন্তর আজ বিনা অপরাধে
হইলেন নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে!

১৫৬. রজত-দোহনপাত্রসহ সপ্তশত
ধেনু দান করি, হের, বিশ্বন্তর এবে
হইলেন নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে!

১৫৭. সপ্তশত দাসী, আর দাস সপ্তশত
করি দান, হের, বিশ্বন্তর বিনা দোষে
হইলেন নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে!

১৫৮. হস্তী, অশ্ব, রথ আর অলঙ্কৃতা নারী—
এ সব করিয়া দান বিশ্বন্তর এবে
হইলেন নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে!”

১৫৯. অহো কি ভীষণ দান হইল তখন।
শিহরিল সর্ব্বলোক হেরি মহাদান,
কাঁপিল মেদিনী সেই দানের প্রভাবে।

১৬০. অহো কি ভীষণ দান হইল তখন!
শিহরিল সর্ব্বলোক হেরি মহাদান,
দান করি কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বন্তর
স্বরাজ্য হইতে যবে যান বনবাসে।

জনৈক দেবতা সমস্ত জম্বুদ্বীপের রাজাদিগকে জানাইলেন যে, বিশ্বন্তর মহাদানে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষত্রিয়কন্যাদি দান করিতেছেন। ইহা শুনিয়া রাজারা দেবতার অনুভাববলে রথে আরোহণ করিয়া জেতুত্তর নগরে গমনপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়কন্যাদি লাভ করিয়া প্রতিগমন করিলেন; ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণবৈশ্যশূদ্রেরাও দান লইয়া গেলেন। দান শেষ করিতে করিতে সায়ংকাল উপস্থিত হইল। তখন

বিশ্বন্তর নিজ ভবনে গমন করিলেন, এবং মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া পরদিনই যাত্রা করিবেন, এই উদ্দেশ্যে অলঙ্কৃত রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহাদের বাসভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মাদ্রীদেবী শ্বশুর ও শ্বশ্রূর অনুমতি লইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সঙ্গে গেলেন। মহাসত্ত্ব পিতাকে প্রণাম করিয়া জানাইলেন যে, তিনি বনবাসে যাইতেছেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১৬১. সম্বোধি ধার্ম্মিকবর সঞ্জয়ে তখন
বলিলেন বিশ্বন্তর, "নির্ব্বাসিত মোরে
করিলেন, পিতা; আমি চলিলাম, তাই,
করিতে বসতি বঙ্ক পর্ব্বতে এখন।

১৬২. বিশ্বের সমস্ত প্রাণী—ভূত, ভবিষ্যৎ,
বর্ত্তমান আছে যারা, সকলেই, ভূপ,
অতৃপ্ত-বাসনা লয়ে জীবনাবসানে
গিয়াছে বা যাবে মৃত্যুরাজের সদনে।

১৬৩. নিজের আলয়ে আমি করিয়াছি দান;
প্রজারা পেয়েছে পীড়া মনে সে কারণ।
তাহাদের(ই) কথামত এবে, মহারাজ,
হইলাম নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে!

১৬৪. সে পাপের শাস্তি ভোগ করিব এখন
খড়ুগিদ্বীপি-নিষেবিত অরণ্যে থাকিয়া;
পুণ্যার্জ্জনে সেথা আমি যাপিব জীবন;
কামপঙ্কে মগ্ন হেথা থাকুন আপনি।"

মহাসত্ত্ব পিতাকে এই চারিটী গাথা বলিয়া মাতার নিকটে গেলেন এবং প্রব্রজ্যাগ্রহণের অনুমতি চাহিলেন :

১৬৫. দাও, মাগো, অনুমতি; প্রব্রজ্যা আমার
বড় ভাল লাগে মনে; করিয়াছি দান
ইচ্ছামত এতকাল নিজের আলয়ে;
প্রজারা পেয়েছে পীড়া মনে সে কারণ!
তাদের(ই) আদেশ এবে করিতে পালন
হইলাম নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে!

১৬৬. সে পাপের শাস্তি ভোগ করিব এখন
খড়গিদ্বীপি-নিষেবিত অরণ্যে থাকিয়া;
পুণ্যার্জ্জনে সেথা আমি যাপিব জীবন;

কামপঙ্কে মগ্ন হেথা থাকুন আপনি।

ইহা শুনিয়া পৃষতীদেবী বলিলেন :

১৬৭. দিনু অনুমতি, বৎস; প্রব্রজ্যা তোমার
হউক সফল, এই করি আশীর্ব্বাদ।
কিন্তু এই সুমধ্যমা, সুশ্রোণি, কল্যাণী
মাদ্রী, এর পুত্র আর দুহিতাকে ল'য়ে
থাকুক এখানে; তার অরণ্যে কি কাজ?

বিশ্বন্তর বলিলেন :

১৬৮. দেখি যদি ইচ্ছা নাই, দাসীকেও, মাতঃ,
না চায় আমার প্রাণ লয়ে যেতে বনে,
ইচ্ছা যদি হয়, মাদ্রী পারেন যাইতে
সঙ্গে মোর বনবাসে; ইচ্ছা না থাকিলে
করুন স্বচ্ছন্দে তিনি হেথা অবস্থিতি।

পুত্রের কথা শুনিয়া সঞ্জয়ও মাদ্রীকে গৃহে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১৬৯. করিলেন অনুরোধ স্নুষাকে তখন
মহারাজ নিজে, "বৎসে, শরীর তোমার
চন্দনে চর্চ্চিত; ভ্রমি বনে বনে তুমি,
ক'রো না আচ্ছন্ন ইহা ধূলি আর মলে।

১৭০. করো' না, কল্যাণি, কুশচীর পরিধান।
সর্ব্বসুলক্ষণা তুমি; যেও না ক বনে;
বনবাস, বৎসে, দুঃখকর সাতিশয়।"

১৭১. সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মাদ্রী বলেন সঞ্জয়ে,
"বিশ্বন্তরে ছাড়ি যাহা ভুঞ্জিতে হইবে,
সে সুখে আমার কোন নাই প্রয়োজন।"

১৭২. শিবির পালক রাজা সঞ্জয় আবার
বলেন মাদ্রীকে, "বৎসে, করহ শ্রবণ
যে সব দুঃসহ দুঃখ ঘটে বনবাসে;—

১৭৩. কীট ও পতঙ্গ সেথা আছে অগণন,—
বৃশ্চিক-মশক-মধুমক্ষিকা-জলৌকা;
দংশিবে তোমায় তারা; পাবে দুঃখ বহু।

১৭৪. বনে গিয়া নদীতীরে বাস যারা করে,
তাহাদের(ও) আছে বড় ভয়ের কারণ;

মহাবল অজগর বিচরে সেখানে।
যদিও নির্ব্বিষ তারা,

১৭৫. মৃগ বা মানুষ
পাইলে নিকটে ভোগে বেষ্টি দেহ তারে
টানি লয়ে ভোজনার্থ নিজের বিবরে।

১৭৬. কৃষ্ণজটাধর, ক্রুর, ভল্লুক-নামক
মহাহিংস্র-জন্তুগণ অরণ্যে বিচরে;
তাহাদের দৃষ্টিপথে হইলে পতিত,
বৃক্ষেও আরোহি লোকে নিস্তার না পায়।

১৭৭. সোতুম্বরা নদীতীরে আরণ্য মহিষ
পালে পালে বিচরণ করে অহরহ;
তীক্ষ্ণাগ্র শৃঙ্গের দ্বারা করিয়া আঘাত
মানুষে বধিতে তারা পারে অনায়াসে।

১৭৮. মহিষাদি পশুযূথ দেখিবে যখন,
বৎস না দেখিতে পেলে ধেনু যথা ভয়ে
বিহ্বলা হইয়া কোন না পায় উপায়,
তোমার(ও) কি হইবে না, মাদ্রী, সেই দশা?

১৭৯. বনবাসে অনভিজ্ঞা তুমি, বৎস, যবে
দেখিবে, বিকটাকার প্লবঙ্গমগণ,
করিতেছে উল্লম্ফন তরুশির' পরি,
নিশ্চয় কাঁপিবে তুমি পেয়ে মহাভয়।

১৮০. শুনি শৃগালের রব, প্রাসাদে বসিয়া
কাঁপিয়াছ মুহুর্মুহু ভয় পেয়ে তুমি;
গমন করিলে বঙ্ক পর্ব্বতে এখন
দেখ ত ভাবিয়া, হবে কি দুর্দ্দশা তব!

১৮১. মধ্যাহ্নে পক্ষীরা যবে নীরব হইয়া
কুলায়ে বসিয়া থাকে, তখন(ও) অরণ্যে
শুনা যায় পশুদের ভীষণ গর্জ্জন।
কেন সেথা যেতে, বৎসে, ইচ্ছা হয় তব?'

১৮২. সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রাজপুত্রী মাদ্রী সতী
বলিলেন সবিনয়ে, "ভয়ের কারণ
আছে যত মহারণ্যে, শুনিলাম সব।
সকল(ই) সহিব আমি অম্লান বদনে;

যাইব পতির সঙ্গে, রথিবর, আমি।

১৮৩. কাশকুশপোঁগল-উশীর-বল্বজ-[১]
মঞ্জু আদি তৃণ বুকে ঠেলি দুই পাশে
আগে আগে যাব আমি; হব না ইঁহার
দুর্ব্বহা কখন(ও) বনে বিচরণকালে।

১৮৪. লভিতে মনের মত পতি কুমারীরা
কতই না করে কষ্ট! থাকে উপবাসী;
করিতে নিতম্বদেশ বিশাল নিজের
মর্দ্দন গোহনুদ্বারা করে কটি তা'রা।[২]

১৮৫. কত কষ্ট পায়, হায়, বিধবা যে নারী!
করিতে তাহাকে হয় বার বার স্নান,
অগ্নিপরিচর্য্যা আর, ত্রিসন্ধ্যা প্রত্যহ।
এহেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে!

১৮৬. কত কষ্ট পায়, হায়, বিধবা যে নারী!
উচ্ছিষ্ট খাইতে তার যোগ্য যেই নয়,
সেও চেষ্টা করে তারে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে,
হইতে নিজের সঙ্গে ব্যভিচারে রতা!
এ হেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।

১৮৭. কত কষ্ট পায়, হায়, বিধবা যে নারী!
পরপুরুষেরা তারে তুলে চুল ধরি;
মাটিতে ফেলিয়া দেয়; এত দুঃখ দিয়া
তাহাকে নিঃশঙ্ক মনে দেখে দাঁড়াইয়া!

---

[১]। পোটগল (পালি 'পোটকিল') শরজাতীয় এবং বল্বজ (পালি 'পব্বজ') নলজাতীয় তৃণ। উশীর-বীরণ (বেণা)।

[২]। এই গাথার ইংরাজী অনুবাদের সহিত টীকার কোন ঐক্য নাই। অনুবাদক 'গোহনু' শব্দটী 'গোহন' 'শব্দে' পরিবর্ত্তিত করিয়া এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। টীকাকার 'গোহনুব্বেঠনেন' পদটী 'গোহনুনা' ও 'বেঠনেন' (বেঠন = বেষ্টন) এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'বিসালকটিওনতউত্তরপস্সাব ইত্থিয়ো সামিকং লভন্তীতি কত্বা গোহনুনা কটিথালকং কোট্ঠাপেত্বা বেঠনেন পস্সানি উপনামেত্বা কুমারিকা পতিং পটিলভন্তি'। কিন্তু 'গোহনুব্বেঠন' পদের গোহনু + উব্বেঠন এইরূপ ব্যাখ্যা করাই বোধ হয় সমীচীন। উব্বেঠন = মর্দ্দন (massage)। সম্ভবত পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, গোহনুদ্বারা মর্দ্দন করিলে নিতম্ব প্রশস্ত হয়। নারীদের পক্ষে প্রশস্ত নিতম্ব সৌন্দর্য্যের একটী অঙ্গ।

এ হেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।
১৮৮. কত কষ্ট পায়, হায়, বিধবা যে নারী!
সুন্দরী[১] বিধবা কোন পাইলে দেখিতে
দিয়া তারে ধন কিছু ভাবে লোকে মনে,
হইয়াছি আমি এর প্রণয়ভাজন!
নাই তার ইচ্ছা, তবু করে জ্বালাতন,
পেচকে বায়সগণ করে যে প্রকার।
এ হেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।
১৮৯. কত কষ্ট পায় হায়, বিধবা যে নারী!
থাকে যদি জ্ঞাতিকুলে ঐশ্বর্য্য অপার,
সুবর্ণরজত পাত্রে গৃহ আভাময়,
তথাপি সোদর, সখী, সকলেই তারে
সতত গঞ্জনা দেয় বিধবা বলিয়া।
হে হেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।
১৯০. নগ্না জলহীনা নদী; নগ্ন সেই দেশ
শাসন করিতে যেথা নাই কোন রাজা;
থাকে যদি বিধবার ভ্রাতা দশজন,
তবু সে অনাথা, নগ্না, সহায়বিহীনা।
অহো কি বা দুর্ব্বিষহ বৈধবা যন্ত্রণা।
এ হেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।
১৯১. ধ্বজ হয় নির্দ্দেশক রথের যেমন,[২]
ধুমে বুঝা যায় যথা অস্তিত্ব অগ্নির,
রাজাই রাজ্যের যথা পরিচয় স্থান,
স্বামীর নামেতে তথা স্ত্রীকে জানা যায়।
অহো কি বা দুর্ব্বিষহ বৈধব্যযন্ত্রণা!
এ হেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।

---

[১]। সুক্কচ্ছবি—শুক্লচর্ম্মবিশিষ্টা অর্থাৎ গৌরাঙ্গী। 'বেধবেরা' শব্দের অর্থসম্বন্ধে নতুন পালি অভিধানে যে আলোচনা আছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। সেখানে ইহা সংস্কৃত 'বৈধবেয়' (বিধবার পুত্র) শব্দস্থানীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং জাতকের টীকার (৪র্থ খণ্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠের ও বর্ত্তমান খণ্ডের ৫০৯ম পৃষ্ঠের) অর্থ ভ্রমাত্মক বলা হইয়াছে। কিন্তু আমি সঙ্গতির অনুরোধে ইহা 'বিধবা ইত্থিকামা পুরিসা' এই অর্থেই গ্রহণ করিলাম।

[২]। ধ্বজচিহ্ন দেখিয়া রথ কাহার তাহা জানিতে পারা যায়; যেমন কপিধ্বজ, মীনকেতন ইত্যাদি।

১৯২. যে নারী সমানভাবে অম্লান বদনে
পতির সঙ্গিনী হয়, ভাবি আপনাকে
সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী, দারিদ্র্যে দরিদ্রা,
নিশ্চয় সে করে কর্ম্ম অতীব দুষ্কর;
করেন দেবতাগণ প্রশংসা তাহার।[১]

১৯৩. পরিয়া কাষায় বস্ত্র পতিসহ সদা
বিচরিব বনে আমি; বিশ্বন্তর বিনা
চাই না করিতে, প্রভো, আধিপত্য আমি
অখণ্ড এ ভূমণ্ডলে।

১৯৪. চাই না পাইতে
নানা রত্নগর্ভা এই সাগর-অম্বরা
বসুধার আধিপত্য বিশ্বন্তর বিনা।

১৯৫. আছে কি হৃদয় তার? বড় সে নিঠুরা,
পতির দুঃখের দিকে দৃক্‌পাত না করি
শুধু আত্মসুখে রতা হয় যে রমণী।

১৯৬. তাই, মহারাজ, আমি করিয়াছি স্থির,
শিবি হ'তে বিশ্বন্তর হলে নির্ব্বাসিত
আমিও হইব অনুগামিনী তাঁহার।
সর্ব্বকামপ্রদ, পিতঃ, তিনি যে আমায়!"

১৯৭. সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মদ্রারাজনন্দিনীকে
বলিলেন মহারাজ সঞ্জয় আবার,
"জালি-কৃষ্ণাজিনা অতি শিশু, সুলক্ষণে;
এ দুটি রাখিয়া যাও; আমিই করিব
সযতনে ইহাদের লালন পালন।"

১৯৮. সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মাদ্রী বলেন সঞ্জয়ে,
"প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মোর জালি-কৃষ্ণাজিনা
অরণ্যে থাকিয়া সঙ্গে করিবে ইহারা
আমাদের নির্ব্বাসন-দুঃখাপনোদন।"

১৯৯. শিবিরপালক পুনঃ বলেন মাদ্রীকে,
"শালি তণ্ডুলের অন্ন সুপক্ক মাংসের

---

[১]। তু—আর্ত্তার্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা, মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা।

সঙ্গে মিশাইয়া যারা করিত ভক্ষণ,
কিরূপে সে শিশু দু'টী বাঁচিবে খাইয়া
বনের বিস্বাদ ফল, দেখ ত ভাবিয়া!

২০০. শত-রাজি-সুশোভিত, শত পল ভারী
হিরণ্ময় পাত্রে যারা করিত ভোজন,
কিরূপে সে শিশু দু'টী বৃক্ষপত্রে এবে
করিবে আহার, পান, ভাবি দেখ মনে!

২০১. কাশীজাত বস্ত্র, ক্ষৌম কুটুম্বরজাত
পরিত যে শিশু দু'টী, কিরূপে তাহারা
কুশচীর পরিধান করিবে এখন?

২০২. সুবাহিত শিবিকারথাদি যানে যারা
করিত ভ্রমণ, এবে সেই শিশুদ্বয়
পদব্রজে বিচরিতে পারিবে কি বনে?

২০৩. সার্গল কবাটযুক্ত কূটাগারে যারা
করিতে শয়ন নিত্য, সেই শিশুদ্বয়
কিরূপে বৃক্ষের মূলে করিবে শয়ন?

২০৪. বিচিত্রকম্বলাস্তৃত পল্যঙ্কে যাহারা
করিত শয়ন, হায়, সেই শিশুদ্বয়
তৃণশয্যোপরি এবে শুইবে কেমনে?

২০৫. অগুরুচন্দন আদি গন্ধদ্রব্যে যারা
হত অনুলিপ্ত, হায়, সেই শিশুদ্বয়
হয়ে ধূলিমলাচ্ছন্ন দুঃখ পাবে কত!

২০৬. সুখে যারা এত কাল হয়েছে পালিত।
করিত যে শিশুদ্বয়ে যতনে ব্যজন
চামরময়ূরপুচ্ছ দিয়া ভৃত্যগণ,
পারিবে তাহারা সহ্য করিতে কি, হায়,
দংশমশকাদি কীটগণের দংশন?"

তাঁহারা সমস্ত রাত্রি এইরূপ কথোপকথন করিলেন; ক্রমে প্রভাত হইল, সূর্য্য উঠিল; লোকে মহাসত্ত্বের চতুঃসৈন্ধবযুক্ত রথ আনয়ন করিয়া রাজদ্বারে রাখিল। মাদ্রী শ্বশুর ও শ্বশ্রূকে প্রণাম করিয়া এবং অন্যান্য রমণীদিগকে সম্ভাষণ করিয়া ও তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া বিশ্বন্তরের অগ্রেই গিয়া রথে উঠিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

২০৭. সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রাজসুতা মাদ্রী তবে
বলিলেন সঞ্জয়কে, "করিও না, দেব
এরূপ বিলাপ আর; হ'য়ো না বিষণ্ন।
এই শিশু দুটী রবে সঙ্গে আমাদের;
যাইবে যেখানে মোরা করিব গমন।

২০৮. সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সুলক্ষণা মাদ্রী সতী
সঞ্জয়কে বলি ইহা, শিশু দু'টী ল'য়ে,
নিষ্ক্রমি প্রাসাদ হ'তে শিবিরাজপথে
অগ্রসরি আরোহণ করিলেন রথে।

২০৯. দানান্তে প্রণমি আর প্রদক্ষিণ করি
মাতা ও পিতাকে, বিশ্বন্তর তারপর

২১০. চতুরশ্বযুক্ত রথে আরোহি সত্বর
মাদ্রী-কৃষ্ণাজিনা-জালিকুমারের সহ
করিলেন যাত্রা বঙ্কগিরি-অভিমুখে।

২১১. যেখানে অনেক লোক দেখিতে তাঁহাকে
হয়েছিল সমবেত, চালাইতে রথ
প্রথমে সেখানে আজ্ঞা দিলা বিশ্বন্তর;
বলিলা সম্বোধি সবে, "চলিলাম আমি;
দাও হে বিদায়; হও সুখি, জ্ঞাতিগণ।

মহাসত্ত্ব সমবেত সমস্ত লোকে এইরূপে সম্বোধন করিয়া, এবং 'তোমরা অপ্রমত্তভাবে দানাদি সৎকার্য্যে রত থাক' এই উপদেশ দিয়া যাত্রা করিলেন। এদিকে তাঁহার মাতা ভাবিলেন, 'আমার পুত্র দানাভিরত; সে আরও দান দিউক।' এই উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্বন্তরের উভয় পার্শ্বে নানাবিধ আভরণসহ সপ্তরত্নপূর্ণ বহু শটক পাঠাইলেন। এই সকল দ্রব্য এবং মহাসত্ত্ব নিজে কেয়ূর প্রভৃতি যে সকল আভরণ ধারণ করিয়াছিলেন, সেইগুলি খুলিয়া তিনি উপস্থিত যাচকদিগকে অষ্টাদশবার দান করিলেন, এবং ইহার পরেও যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল সমস্ত বিতরণ করিলেন। তিনি নগরের বাহিরে গিয়া একবার পশ্চাতের দিকে মুখ ফিরাইয়া নগর দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার মন বুঝিয়াই যেন রথপ্রমাণ স্থানে পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া কুলালচক্রের ন্যায় আবর্ত্তনপূর্ব্বক রথখানিকে নগরাভিমুখে রাখিল; তিনি মাতাপিতার বাসভবন দেখিতে লাগিলেন। এই হেতু তখন ভূকম্পনাদি নানা বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটিল। অতএব কথিত হইয়া থাকে যে—

২১২. নিষ্ক্রান্ত নগর হ'তে হইয়া যখন
ফিরালেন মুখ তাঁর, দেখিবার তরে
যে ভবনে মাতাপিতা করিতেন বাস,
সুমেরুবনাবতংসা মেদিনী আবার
কাঁপিল তাঁহার মহাতেজের প্রভাবে।

মহাসত্ত্ব নিজে দেখিয়া মাদ্রীকে দেখাইবার জন্য বলিলেন :

২১৩. অই দেখ, মাদ্রী, মোর পৈতৃক ভবন
শিবিরাজপুরী অহো কিবা রমণীয়া!

মহাসত্ত্বের সঙ্গে একদিনে যে ষষ্টিসহস্র অমাত্য ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, অতঃপর তিনি তাঁহাদিগকে এবং অন্যান্য লোকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নগরে ফিরাইয়া দিলেন এবং যখন রথ চলিতে লাগিল, তখন মাদ্রীকে বলিলেন, "ভদ্রে, আমাদের পশ্চাতে কোন যাচক আসিতেছে কি না, লক্ষ্য করিও।" মাদ্রী এই কথায় পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন। মহাসত্ত্ব যখন সপ্তশতক দান করিয়াছিলেন, সেই সময়ে চারিজন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা নগরে গিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাজা কোথায়?' তখন শুনিতে পাইলেন যে, তিনি দান সমাপন করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহারা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি সঙ্গে কিছু লইয়া গিয়াছেন কি?" এবং উত্তর পাইলেন, "তিনি রথারোহণে গিয়াছেন।" অমনি তাঁহারা অশ্ব কয়টী চাহিয়া লইবার অভিপ্রায়ে, যে পথে বিশ্বন্তর গিয়াছিলেন সেই পথে ছুটিলেন। তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া মাদ্রী বলিলেন, "প্রভো, কয়েকজন যাচক আসিতেছে।" মহাসত্ত্ব রথ থামাইলেন; ব্রাহ্মণেরা গিয়া অশ্ব চাহিলেন; মহাসত্ত্ব তাঁহাদিগকে চারিটী অশ্বই দান করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

২১৪. ছুটিয়া ধরিল তাঁরে সে চারি ব্রাহ্মণ;
যাচিল চারিটী অশ্ব; করিলেন দান
সে চারি ব্রাহ্মণে চারি অশ্ব বিশ্বন্তর।

অশ্ব দান করিবার পরে রথের ধুর ঊর্ধ্বমুখে রহিল। অনন্তর ব্রাহ্মণেরা যেমন চলিয়া গেলেন, অমনি চারিজন দেবপুত্র রোহিতমৃগের বেশে উপস্থিত হইয়া উহাতে স্কন্ধ দিয়া চলিলেন। তাঁহারা যে দেবপুত্র, মহাসত্ত্ব ইহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন :

২১৫. হের, মাদ্রী, এ কি অতি অদ্ভুত ব্যাপার!
চারিটী লোহিত মৃগ আসিয়া এখন
সুশিক্ষিত অশ্ববৎ টানিতেছে রথ।

মহাসত্ত্ব যখন এইরূপে যাইতেছিলেন, তখন অপর এক ব্রাহ্মণ গিয়া রথখানি চাহিলেন। মহাসত্ত্ব স্ত্রীপুত্রকন্যাকে অবতরণ করাইয়া তাঁহাকে উহা দান করিলেন। যখন রথ দেওয়া হইল, তখন দেবপুত্রেরা অন্তর্দ্ধান করিলেন।

রথদানবৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

২১৬. পঞ্চম যাচক আসি মাগে রথখানি।
যেমন চাহিল সেই, অকুণ্ঠিত চিতে
করিলেন দান তারে রথ বিশ্বন্তর।

২১৭. নামাইয়া রথ হ'তে নিজ পরিজন
তুষিতে ধনার্থী সেই ব্রাহ্মণের মন,
রথখানি তৎক্ষণাৎ করিলেন দান!

এই সময় হইতে তাঁহারা পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। মহাসত্ত্ব মাদ্রীকে বলিলেন :

২১৮. তুমি কোলে লও কৃষ্ণাজিনাকে এখন;
ছোট সেই, লঘুভার; জালী বড় তার;
সে হেতু তাহার আমি লইলাম ভার।

ইহা বলিয়া তাঁহারা দুইজনে দুইটী শিশুকে কোলে লইয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

২১৯. কুমারকে লয়ে রাজা, কন্যাকে মহিষী
চলিলেন প্রীতমনে; প্রিয় কথা বলি
পরস্পরের মন তুষিতে তুষিতে।

দানখণ্ড সমাপ্ত।

(৪)

বিপরীত দিক হইতে কোন লোক আসিতেছে দেখিলেই তাঁহারা "বঙ্কপর্ব্বত কোথায়?" ইহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। লোকে উত্তর দিত "দূরে।" এই জন্য কথিত হইয়াছে :

২২০. চলিতে চলিতে যবে দেখিতাম আমি
আসিতেছে কেহ বিপরীত দিক্ হতে,
পুছিতাম তারে, "বঙ্কগিরি কতদূরে?"

২২১. পথকষ্ট আমাদের হেরি পথিকেরা
কতই করিত, অহো, করুণ বিলাপ!
বলিত, "অশেষ দুঃখ পাইবে তোমরা;

বঙ্কগিরি হেথা হ'তে আছে বহুদূরে।”

পথের উভয় পার্শ্বে বিবিধ ফলধারী বৃক্ষ দেখিয়া শিশু দুইটী (ফল পাইবার জন্য) কান্দিত; মহাসত্ত্বের অনুভাববলে ফলবান তরুগণ অবনত হইয়া তাঁহার হস্ত স্পর্শ করিত; তিনি সেগুলি হইতে সুপক্ব ফল চয়ন করিয়া তাহাদিগকে দিতেন। ইহা দেখিয়া মাদ্রী বিস্ময় প্রকাশ করিতেন। এই জন্যই কথিত হইয়াছে যে,

২২২. দেখিত পাইত যদি তরু ফলবান
বনমাঝে, শিশু দুটী করিত ক্রন্দন
ফল পাইবার তরে;

২২৩. কান্দিতেছে তারা
হেরি তরু নিজেই হইয়া অবনত
আনিয়া হাতের কাছে দিত পক্ব ফল।

২২৪. দেখি এ বিস্ময়কর অদ্ভুত ব্যাপার
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মাদ্রী পুলকিত হয়ে
শতবার সাধুকার দিতেন পতিরে :

২২৫. “অহো কি বিস্ময়কর অদ্ভুত ব্যাপার!
দেখিলে শিহরে অঙ্গ; নিজে তরুগণ
অবনত হয়ে ফল করিতেছে দান;
এতই তেজস্বী মহাভাগ বিশ্বন্তর।

জেতুত্তর নগর হইতে সুবর্ণগিরিতাল-নামক পর্ব্বত পাঁচ যোজন দূরে; সেখান হইতে কোন্তিমারা নদী পাঁচ যোজন দূরে; কোন্তিমারা হইতে অরঞ্জর নামক পর্ব্বতও পাঁচ যোজন দূরে; অরঞ্জর গিরি হইতে দুর্নিবিষ্ট ব্রাহ্মণগ্রামও পাঁচ যোজন দূরে; সেখান হইতে মাতুলগ্রামের[১] দূরত্ব দশ যোজন। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, জেতুত্তর নগর হইতে মাতুলগ্রাম ত্রিশ যোজন দূরে। কিন্তু দেবতারা এই দীর্ঘপথ সংক্ষেপ করিয়া দিলেন; বিশ্বন্তর ও তাঁহার পরিজনেরা একদিনেই মাতুলগ্রামে উপনীত হইলেন। এই জন্যই কথিত হইয়া থাকে যে—

---

[১]। ইংরাজী অনুবাদক ‘মাতুলগ্রাম’ শব্দে বিশ্বন্তরের মামার গ্রাম বুঝিয়াছেন। বিশ্বন্তর মদ্ররাজদুহিতা পৃষতীর পুত্র; মাতুলগ্রাম কিন্তু চেতরাজ্যে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই চেতরাজ্য কোথায়, তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। তথাপি ইহা যে মদ্ররাজ্যে নহে, তাহা নিশ্চিত। অতএব ‘মাতুলগ্রাম’ বিশ্বন্তরের মামার বাড়ী হইতে পারে না; বোধ হয়, কোন কারণে গ্রামটী এ নামেই পরিচিত ছিল।

২২৬. কষ্ট দেখি শিশুদের সদয় হইয়া
সংক্ষিপ্ত করেন পথ দেবতা সকল।
ছাড়িলেন জেতুত্তর নগর যে দিন,
সে দিনেই বিশ্বন্তর দেবতানুগ্রহে
পৌঁছিলেন চেত রাজ্যে পরিজনসহ!

তাঁহারা প্রাতরাশসময়ে জেতুত্তর নগর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং সায়াহ্নকালে চেতরাজ্যস্থ মাতুলগ্রামে উপনীত হইয়াছিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

২২৭. অতিক্রমি দীর্ঘপথ পৌঁছিলেন তাঁরা
সুসমৃদ্ধ চেতরাজ্যে, পরিপূর্ণ যাহা
সুপ্রচুর মাংস-সুরা-অন্নপানে সদা।

মাতুল নগরে ষাট হাজার ক্ষত্রিয়[১] বাস করিতেন। মহাসত্ত্ব নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া দ্বারদেশস্থ পান্থশালায় উপবেশন করিলেন। মাদ্রী তাঁহার পায়ের ধূলা পুছিয়া পা টিপিয়া দিয়া ভাবিলেন, 'বিশ্বন্তর যে এখানে আসিয়াছেন, নগরবাসীদিগকে এই সংবাদ দেওয়া যাউক।' তিনি গৃহের বাহিরে গিয়া বিশ্বন্তরের দৃষ্টিপথেই দাঁড়াইলেন। যে সকল স্ত্রী লোক নগর হইতে বাহিরে এবং বাহির হইতে নগরে যাতায়াত করিতেছিল, তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

২২৮. চেতের রমণীগণ সুলক্ষণা মাদ্রীকে দেখিয়া
অবিলম্বে চারিদিকে দাঁড়াইল তাঁহাকে ঘিরিয়া।
বলিতে লাগিল তারা, 'হায়, আর্য্যা মাদ্রী সুকুমারী
চলিবেন পাঁয়ে হাঁটি কি প্রকারে, বুঝিতে না পারি।

২২৯. ভ্রমিতেন যিনি পূর্ব্বে শিবিকাদি সুখদ বাহনে,
সে রাজমহিষী আজ পদব্রজে যেতেছেন বনে।"

বহুলোকে মাদ্রীকে, বিশ্বন্তরকে এবং তাঁহাদের পুত্রকন্যাদুইটীকে এইরূপে অনাথভাবে আগত দেখিয়া রাজাদিগকে জানাইল। তখন ষষ্টিসহস্র রাজা রোদন ও পরিদেবন করিতে করিতে বিশ্বন্তরের নিকট উপস্থিত হইলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

---

[১]। পরে দেখা যাইবে, ইঁহারা সকলেই 'রাজা' ছিলেন, ইহা বলা হইয়াছে। জাতকে 'ক্ষত্রিয়' ও 'রাজা' শব্দ সাধারণতঃ একার্থ। সম্ভবতঃ বৈশালীর ন্যায় এখানেও কুলতন্ত্র শাসন ছিল এবং অভিজাতগণ 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করিতেন।

২৩০. চেতের রাজারা তাঁর পাইয়া দর্শন
সাশ্রুমুখে সমবেত হলেন তখন।
শুধালেন, "মহারাজ, কুশল ত সব?
নাই ত অসুখ দেহে? পিতৃদেব তব
আছেন তা-সুস্থকায়? শিবিবাসিগণ
সুস্থদেহে করিছে ত জীবন যাপন?

২৩১. কোথা তব সেনা? কোথা অলঙ্কৃত রথ?
অশ্ব বিনা, রথ বিনা এলে দীর্ঘপথ!
ঘটেছে কি শত্রুহস্তে তব পরাজয়,
এসেছ যে হেতু হেথা লইতে আশ্রয়?

মহাসত্ত্ব রাজাদিগকে আপনার আগমনের কারণ জানাইলেন :

২৩২. কুশল আমার, সৌম্যগণ; নাই ব্যাধি;
পিতাও আছে ভাল; শিবিবাসিগণ
সুস্থদেহে করিতেছে জীবন যাপন।

২৩৩. ঈষাসমদীর্ঘদন্ত, মহাভারবহ,
সর্ব্বশ্বেত, নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ
যুদ্ধক্ষেত্রে হেন স্থান, যেথা হতে পারে
দমিতে অরাতিগণে, অরাতিদমন,

২৩৪-২৩৫. মদস্রাবী, যানোত্তম, রাজবাহী গজ,
অমলধবল যথা কৈলাস ভূধর
কলিঙ্গ ব্রাহ্মণগণে করেছিনু দান
সর্ব্বআভরণ সহ–চামরাস্তরণ,
পাণ্ডুকম্বলাচ্ছাদন, অঙ্কুশাদি আর
রতনে খচিত দ্রব্য যত ছিল তার।
দিয়াছিনু আর(ও) তার পরিচর্য্যাহেতু
নিপুণ অথর্ব্ববেদে গজাচার্য্য যারা।

২৩৬. সে হেতু আমার প্রতি ক্রুদ্ধ শিবিগণ;
পিতাও বিরূপ অতি হয়েছেন এবে।
পেয়ে নির্ব্বাসন-দণ্ড যাইতেছি তাই
বঙ্কগিরি-অভিমুখে। জান কি তোমরা
হেন কোন বনভূমি সে বঙ্কপর্ব্বতে,
পারিব থাকিতে মোরা নির্ব্বিঘ্নে যেখানে?

রাজারা বলিলেন :

২৩৭. স্বাগত, হে মহারাজ; আগমনে তব
পাইনু পরমা প্রীতি আমরা সকলে।
এ রাজ্য তোমার(ই); বল কি আছে এখানে,
দিয়া যাহা পরিতুষ্ট করিব তোমায়?

২৩৮. শাক, বিস, মধু, মাংস, শালির ওদন,
প্রস্তুত হয়েছে যাহা যত্নসহকারে,
কর ভোগ মহারাজ; ধন্য মোরা আজ
পাইয়া অতিথিরূপে তোমায় এখানে।

বিশ্বন্তর বলিলেন :

২৩৯. চাহিলা যে সব দিতে, সমস্তই আমি,
ভাব মনে, লইলাম কৃতজ্ঞহৃদয়ে।
কিন্তু রাজা করেছেন নির্ব্বাসিত মোরে;
যাব বঙ্কপর্ব্বতে সত্বর সে কারণ।
বল দেখি, অরণ্যের কোন অংশে গিয়া
থাকিতে পারিব মোরা নিরুদ্বেগে সেথা?

রাজারা বলিলেন :

২৪০. এই চেতরাজ্যে তুমি থাক, রথিবর।
আমরা ইত্যবসরে চেতবাসী সবে
যাই চলি মহারাজ সঞ্জয়ের পাশে,
করি গিয়া তাঁর ঠাঁই প্রার্থনা সকলে
হইতে তোমার প্রতি প্রসন্ন আবার।

২৪১. নিশ্চয় জানিও তুমি, চেতবাসীদের
হবে এ প্রার্থনা পূর্ণ; মহানন্দে সবে
অনুগামী হয়ে, প্রভো, তোমায় তখন
শিবিরাজ্যে পৌঁছাইয়া দিবে পুনর্ব্বার।

মহাসত্ত্ব বলিলেন :

২৪২. আপনারা যাইবেন জেতুত্তরে সবে
করিতে প্রার্থনা হেন রাজার নিকট,
বলিতে তাঁহাকে পুনঃ প্রসন্ন হইতে!
ত্যজুন সঙ্কল্প এই; শিবি দেশে রাজা
প্রকৃতিপুঞ্জের ইচ্ছা লঙ্ঘিতে অক্ষম।

২৪৩. শিবিবাসী সবে,—সেনা, নাগরিকগণ
হয়েছে অতীব ক্রুদ্ধ; আমার কারণ

রাজাকেও নির্ব্বাসিতে উদ্যত তাহারা।

রাজারা বলিলেন :

২৪৪. এই যদি প্রজাদের অবস্থা মনের
হয়ে থাকে শিবিরাজ্যে, হে রাজ্যবর্দ্ধন,
এখানেই কর তুমি রাজত্ব এখন;
করিবে তোমার সেবা চেতবাসিগণ।

২৪৫. ধনধান্যে পরিপূর্ণ পুর-জনপদ;
এ রাজ্য শাসিতে তুমি মতি কর স্থির।

বিশ্বন্তর বলিলেন :

২৪৬. রাজ্যশাসনের ইচ্ছা নাই মোর আর।
স্বরাজ্য হইতে আমি হয়ে নির্ব্বাসিত,
না চাই রাজত্ব পেতে অন্য কোন দেশে।
ইহাই সঙ্কল্প মোর, চেতবাসীগণ।

২৪৭. নির্ব্বাসিত বিশ্বন্তরে চেতবাসিগণ
রাজপদে অভিষিক্ত করেছ তোমরা
শুনিলে এ কথা, সেনা, পৌর, জানপদ,
শিবিরাজ্যে আছে যারা, হইবে কুপিত।

২৪৮. আমার(ও) অপ্রীতিকর হইবে নিশ্চয়,
শিবির, চেতের মধ্যে ঘটিলে বিরোধ
কেবল আমার জন্য; চাই না ক আমি
উভয় রাজ্যের মধ্যে ঘটাতে বিবাদ।

২৪৯. এরূপ বিবাদ সৃষ্টি করি যদি আমি,
হইবে ভীষণ যুদ্ধ বহুদিনব্যাপী
উভয় রাজ্যের মধ্যে; একের কারণ
বহুলোক পরস্পর করিবে নিধন।

২৫০. চাহিলে যে সব দিতে সমস্তই আমি,
ভাব মনে, লইলাম কৃতজ্ঞ হৃদয়ে।
কিন্তু রাজা করেছেন নির্ব্বাসিত মোরে;
যাব বঙ্কপর্ব্বত সত্বর সে কারণ।
বল দেখি, অরণ্যের কোন্ অংশে গিয়া
পারিব থাকিতে মোরা নিরুদ্বেগে সেথা।

চেতবাসীরা মহাসত্ত্বকে এইরূপে বহুবার অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তিনি রাজত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। রাজারা তাঁহার মহা আদর অভ্যর্থনা

করিলেন; কিন্তু তিনি নগরে প্রবেশ করিতে চাহিলেন না। তখন রাজারা সেই পান্থশালাই সুসজ্জিত করাইলেন; উহার চারিদিকে পর্দ্দা খাটাইলেন, অভ্যন্তরে উৎকৃষ্ট শয্যা রচনা করাইলেন, এবং উহা প্রহরিবেষ্টিত করিয়া রাখিলেন। মহাসত্ত্ব এক দিন এক রাত্রি সেই সুরক্ষিত পান্থশালায় অবস্থিতি করিয়া পরদিন প্রাতঃকালেই নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্য ভোজন করিয়া সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; চেতরাজেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া চলিলেন। ষষ্টিসহস্র ক্ষত্রিয় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চদশ যোজন গমন করিলেন এবং বনদ্বারে উপনীত হইয়া পুরোবর্ত্তী পঞ্চদশযোজনদীর্ঘ পথ বলিয়া দিলেন :

২৫১. বলিতেছি কোন্ স্থানে করিলে বসতি
অগ্নিহোত্রী রাজর্ষিরা নির্ব্বিঘ্নে থাকিয়া
পারেন একাগ্রচিত্তে তপস্যা সাধিতে।

২৫২. অই যে দক্ষিণপার্শ্বে শৈল দেখা যায়,
ও শৈলের নাম গন্ধমাদন পর্ব্বত।
গিয়া অই শৈলে দারাপুত্রকন্যাসহ
করিও বিশ্রামসুখ ভোগ কিছু কাল।

২৫৩. বিদায় তোমায়, প্রভো, দিতেছি আমরা
অশ্রুপূর্ণ নেত্রে সবে বিষণ্ন বদনে।
চলিবে উত্তরমুখে সোজাসুজি তুমি
যবে আমাদের রাজ্য যাবে পরিহরি।

২৫৪. হউক কুশল তব। আছে ততঃপর
বিপুল-নামক গিরি অতি মনোরম,
বহুবিধ শীতচ্ছায় বিটপিশোভিত।

২৫৫. হও তুমি পথে সদা কুশলভাজন।
করিবে বিপুল গিরি অতিক্রম যবে,
কেতুমতী স্রোতস্বতী পাইবে দেখিতে,
গভীরা, নিঃসৃতা যাহা গিরিগুহা হতে।

২৫৬. মহোদকা কেতুমতী, সুরম্যা তটিনী;
বিচরে বিবিধ মৎস্য নির্ভয়ে সেথায়।
করি স্নান যে নদীতে, পান করি জল
সান্ত্বনা অপত্যদ্বয়ে দাও, নরবর।

২৫৭. ঘটে না ক যেন তব বিঘ্ন কোনরূপ
দেখিবে সেখানে রম্য পর্ব্বত-শিখরে
সুন্দর মধূরফল বটতরু এক

রয়েছে শীতলচ্ছায়া বিস্তারি চৌদিকে।
২৫৮. ঘটে না ক যেন তব বিঘ্ন কোনরূপ।
দেখিবে সে স্থান ছাড়ি নালিক পর্ব্বত,
নানাদ্রুমসমাকীর্ণ, কিন্নরাধ্যুষিত।
২৫৯. তাহার ঈশান কোণে আছে সরোবর,
মুচলিন্দ নাম যার। অমল ধবল
পুণ্ডরীক পুষ্প তার আবরি সলিল
বিতরে সুগন্ধ সদা অতি মনোহর।
২৬০. অতঃপর আছে বন, দূর হ'তে যাহা
নিবিড় মেঘের মত হয় দৃশ্যমান
হরিৎ শাদ্বলে ভূমি সদাবৃত তার।
ফলবান, সুপুষ্পিত তরু অগণন
আছে সেথা। খাদ্যান্বেষী সিংবৎ তুমি
করিবে প্রবেশ সেই রমণীয় স্থানে।
২৬১. ঋতুরাজ-আগমনে তরুগণ যবে
বিবিধবরণ পুষ্পে হয় বিভূষিত,
কলকণ্ঠ বিহগের মধুর নিনাদে
মুখরিত হয় বন; করিলে কুজন
কোন পক্ষী, তৎক্ষণাৎ অন্য পক্ষী তার
প্রতিকুজনের দ্বারা জানায় উত্তর।
২৬২. নদীর উৎপত্তিস্থান, পর্ব্বত-সঙ্কট—
এ সব করিবে যবে অতিক্রম তুমি,
পাইবে দেখিতে এক পুষ্করিণী শেষে,
করঞ্জ-ককুদ[১] দ্রুম শোভে যার তটে।
২৬৩. সুপেয় সলিলে পূর্ণা, দুর্গন্ধবিহীনা,
সমতল তটযুক্তা, চতুরস্রাকারা
সেই রমা পুষ্করিণী, চারি দিকে তার
রয়েছে সুন্দর ঘাট; বিচরে নির্ভয়ে
তাহার গভীর জলে মৎস্য নানাজাতি।
২৬৪. তাহার উত্তরপূর্ব্ব কোণে গিয়া তুমি
বাসহেতু পর্ণশালা করহ নির্ম্মাণ।

---

[১]। করঞ্জ = করঞ্জক (Dalbergea Arborea)। ককুদ = অর্জ্জুন বৃক্ষ।

নির্ম্মিত হইলে শালা, দৃঢ়বীর্য্যসহ
উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা কর জীবন যাপন।

রাজারা এইরূপে বিশ্বন্তরকে পঞ্চদশ যোজন পথ বুঝাইয়া বিদায় দিলেন। তাঁহার কোন ভয়ের কারণ না জন্মে এবং কোন শত্রু তাঁহার অনিষ্ট করিবার সুযোগ না পায়, এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা বনদ্বারে একজন সুশিক্ষিত ও বহুদর্শী চেতপুত্রকে রক্ষী নিযুক্ত করিয়া বলিলেন, "তুমি এখানে থাকিয়া যাহারা বনে প্রবেশ করিবে বা বন হইতে বাহির হইবে, তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।" এই ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা নগরে প্রতিগমন করিলেন।

বিশ্বন্তর দারাপত্যসহ গন্ধমাদনে গমন করিয়া সেদিন সেখানে বাস করিলেন; অতঃপর উত্তরাভিমুখে বিপুলপর্ব্বতের পাদদেশ দিয়া গমনপূর্ব্বক তাঁহারা কেতুমতী নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। ঐ নদীর তীরে উপবেশন করিয়া তাঁহারা জনৈক বনেচরদত্ত মধুমাংস ভোজন করিলেন, তাহাকে একটী সুবর্ণসূচী উপহার দিলেন, জলে অবগাহন করিলেন, জলপান করিলেন এবং ক্লান্তি অপনোদনপূর্ব্বক প্রশান্তমনে নদী পার হইয়া অরণ্যমধ্যস্থ একটী পর্ব্বতের শিখরে পূর্ব্বকথিত বটবৃক্ষের মূলে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। সেখানে তাঁহারা বটের ফল ভোজন করিলেন, এবং আসন হইয়া উঠিয়া চলিতে চলিতে নালিক-নামক পর্ব্বতে গমন করিলেন। আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা মুচলিন্দ সরোবর দেখিতে পাইলেন। এই সরোবরের তীরদেশ দিয়া চলিতে চলিতে তাঁহারা ইহার পূর্ব্বোত্তর কোণে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর এক সঙ্কীর্ণ পথ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা বনে প্রবেশ করিলেন এবং এই বন পার হইয়া ও গিরিসঙ্কট ও নদীর উৎপত্তিস্থান অতিক্রম করিয়া তাঁহারা সেই চতুরস্র পুষ্করিণী পাইলেন।

এই সময়ে দেবরাজ শত্রু চিন্তা করিতে করিতে বিশ্বন্তরের নির্ব্বাসন-ব্যাপার জানিতে পারিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'মহাসত্ত্ব যখন হিমালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন তাঁহার জন্য উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।' তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি গিয়া বঙ্কপর্ব্বতের মধ্যে কোন উৎকৃষ্ট স্থান নির্ব্বাচনপূর্ব্বক সেখানে একটী আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া আইস।" বিশ্বকর্ম্মা বঙ্কপর্ব্বতে গিয়া দুইটী পর্ণশালা এবং দুই দুইটী চঙ্ক্রমণ, দিবাবিহার-স্থান ও রাত্রিবিহার-স্থান নির্ম্মাণ করিলেন, চঙ্ক্রমণ-কোটির স্থানে স্থানে নানাবিধ পুষ্পগুল্ম ও কদলিতরু রোপণ করিলেন, প্রব্রাজক-ব্যবহার্য্য সর্ব্ববিধ দ্রব্যের ব্যবস্থা করিলেন, "যে কেহ প্রব্রজ্যাগ্রহণাভিলাষী, সেই এই আশ্রমে বাস করিতে পারে" পর্ণশালাদ্বারে এই অক্ষরগুলি লিখিলেন এবং প্রেতযক্ষাদি অমনুষ্য ও বিকটরাবী পশুপক্ষীদিগকে ঐ অঞ্চল হইতে দূর করিয়া

দিয়া স্বর্গে প্রতিগমন করিলেন। বঙ্কপর্ব্বতে একপদী পথ দেখিতে পাইয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এখানে সম্ভবতঃ প্রব্রাজকেরা বাস করেন।' তিনি মাদ্রীকে ও পুত্রকন্যাকে আশ্রমপদদ্বারে রাখিয়া নিজে উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং অক্ষরগুলি পড়িয়া বুঝিলেন, শক্র তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি পর্ণশালার দ্বার খুলিয়া খড়গ ও ধনু নামাইয়া রাখিলেন, পরিহিত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া ঋষিবেশ গ্রহণ করিলেন, প্রব্রাজক দণ্ড হস্তে লইয়া পর্ণশালার বাহিরে গেলেন, চঙ্ক্রমণে আরোহণ করিয়া কয়েকবার এদিকে ওদিকে পাদচারণ করিলেন এবং প্রত্যেকবুদ্ধোচিত প্রশান্তির সহিত দারাপত্যদিগের নিকটে গেলেন। মাদ্রী তাঁহার পায়ে পড়িয়া কান্দিলেন এবং শেষে তাঁহারই সঙ্গে আশ্রমে গিয়া নিজের পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া তাপসীবেশ ধারণ করিলেন। তাঁহারা পুত্রকন্যাকেও তাপসসন্তানের বেশে সাজাইলেন। এইরূপে সেই চারিজন ক্ষত্রিয় বঙ্কপর্ব্বতের কুক্ষিতে বাস করিতে লাগিলেন।

মাদ্রী বিশ্বন্তরের নিকট একটী বর প্রার্থনা করিলেন, "প্রভো, আপনি বন্যফল সংগ্রহের জন্য আশ্রমের বাহিরে যাইবেন না, আপনি পুত্র ও কন্যা লইয়া এখানেই থাকিবেন; আমি গিয়া ফলমূল আনয়ন করিব।" তদনুসারে মাদ্রীই বন্যফলমূল আনয়ন করিয়া তাঁহাদের তিনজনের সেবা করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্বও মাদ্রীর নিকট বর চাহিলেন, "ভদ্রে, আমরা এখন হইতে প্রব্রাজিত; স্ত্রীরা ব্রহ্মচর্য্যের মলস্বরূপ, তুমি অতঃপর কখনও আমার নিকটে যাইবে না।" "যে আজ্ঞা" বলিয়া মাদ্রী তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

মহাসত্ত্বের মৈত্রীর প্রভাবে আশ্রমের চতুর্দ্দিকে ত্রিযোজনপ্রমাণ স্থানে তির্য্যগদিগের মধ্যেও মৈত্রীভাব সঞ্চারিত হইল। মাদ্রী প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া স্বামিপুত্রাদির জন্য পানীয় ও খাদ্য রাখিয়া দিতেন, তাঁহাদের মুখপ্রক্ষালনের জল আনিয়া দিতেন, সমস্ত আশ্রম সম্মার্জ্জন করিতেন, পুত্র ও কন্যাকে স্বামীর নিকটে রাখিয়া করণ্ড, খনিত্র ও অঙ্কুশ হস্তে লইয়া বনে প্রবেশ করিতেন, বন্যফল সংগ্রহ করিয়া করণ্ড পূর্ণ করিতেন, সায়ংকালে আশ্রমে ফিরিয়া ফলগুলি পর্ণশালায় রাখিয়া দিতেন, এবং পুত্র ও কন্যাকে স্নান করাইতেন। অনন্তর চারিজনে পর্ণশালাদ্বারে বসিয়া ফল আহার করিতেন এবং মাদ্রী পুত্র ও কন্যাকে লইয়া নিজের পর্ণশালায় প্রবেশ করিতেন। তাঁহারা এই নিয়মে উক্ত পর্ব্বতকুক্ষিতে সাত মাস বাস করিলেন।

বনপ্রবেশখণ্ড সমাপ্ত।

(৫)

তৎকালে কলিঙ্গরাজ্যে দুর্নিবিষ্ট-নামক ব্রাহ্মণগ্রামে[১] জূজকনামক এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিত। সে ভিক্ষাচর্য্যা দ্বারা একশত-কার্ষাপণ সঞ্চয় করিয়াছিল এবং উহা কোন ব্রাহ্মণ পরিবারের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া পুনর্ব্বার ধনার্জ্জনের জন্য বিদেশে গিয়াছিল। তাহার ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছিল, এদিকে সেই ব্রাহ্মণ পরিবার গচ্ছিত ধন ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছিল। জূজক যখন ফিরিয়া গিয়া তাহাদিগের নিকট ন্যস্ত ধন চাহিল, তখন তাহারা উহা প্রত্যর্পণ করিতে অসমর্থ হইয়া উহার বিনিময়ে তাহাকে অমিত্রতাপনা-নাম্নী কন্যাকে সম্প্রদান করিল। জূজক অমিত্রতাপনাকে লইয়া কলিঙ্গরাজ্যের দুর্নিবিষ্ট ব্রাহ্মণগ্রামে বাস করিতে লাগিল। অমিত্রতাপনা সম্যগরূপে জূজকের পরিচর্য্যায় রতা হইল। তত্রত্য ব্রাহ্মণযুবকগণ তাহার পাতিব্রত্য দেখিয়া স্ব স্ব ভার্য্যাকে এই বলিয়া ধিক্কার দিতে লাগিল, "দেখ ত, ঐ রমণী নিজের বৃদ্ধপতির কিরূপ সেবা করে! আর আমাদের পরিচর্য্যা করিবার কালে তোমাদের কত ত্রুটি হয়!" এইরূপে ভর্ৎসিত হইয়া ব্রাহ্মণপত্নীগণ অমিত্রতাপনাকে গ্রাম হইতে দূর করিবার চক্রান্ত করিল। তাহারা নদীতীরে সমবেত হইয়া তাহাকে ধিক্কার দিতে প্রবৃত্ত হইল।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

২৬৫. জূজক-নামক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কলিঙ্গদেশে করিত বসতি;
কিন্তু জুটেছিল তার অমিত্রতাপনা-নাম্নী বনিতা যুবতী।

২৬৬. জল আনিবার তরে নদীতীরে গিয়া যত গ্রামনারীগণ
বলিল সে রমণীরে সকলে মনের সাধে অপ্রিয় বচন।

২৬৭. "অমিত্রা জননী তোর; পিতাও অমিত্র বটে, বুঝেছি আমরা;
তাই হেন তরুণীরে বৃদ্ধের সেবার তরে দিয়াছে তাহারা।

২৬৮. জ্ঞাতিবন্ধুগণ তোর নিশ্চয় গোপনে বসি করি কুমন্ত্রণা;
সেবিতে বৃদ্ধকে, হায়, করিয়াছে সম্প্রদান যুবতী ললনা।

২৬৯. জ্ঞাতিবন্ধুগণ তোর গোপনে দুষ্কর এই করিল মন্ত্রণা;
সেবিতে বৃদ্ধকে, হায়, করিয়াছে সম্প্রদান যুবতী ললনা।

২৭০. জ্ঞাতিবন্ধুগণ তোর করিল গোপনে সবে এ পাপ মন্ত্রণা;
সেবিতে বৃদ্ধকে, হায়, করিয়াছে সম্প্রদান যুবতী ললনা।

২৭১. জ্ঞাতিবন্ধুগণ তোর গোপনে অপ্রীতিকর করিল মন্ত্রণা;
সেবিতে বৃদ্ধকে, হায়, করিয়াছে সম্প্রদান যুবতী ললনা।

---

[১]। পূর্ব্বে কিন্তু চেতরাজ্য হইতে বঙ্কপর্ব্বতে যাইবার পথেও এক দুর্নিবিষ্ট ব্রাহ্মণগ্রাম ছিল, ইহা বলা হইয়াছে।

২৭২. এ নব যৌবনে তুই সেবি বৃদ্ধ পতি, বল্, কি সুখে আছিস্?
মরণ(ও) যে এর চেয়ে শতগুণে ভাল তোর। কেন না মরিস?

২৭৩. মাতাপিতা তোর বুঝি কোথাও না ভাল বর খুঁজিয়া পাইল?
এ নব-যৌবন, রূপ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পায়ে তাই ঢালি দিল।

২৭৪. নবমীর যজ্ঞ তোর নিশ্চিত হয়ে পণ্ড[১] অগ্নিতে আহুতি
দিস্ নি কখন(ও) তুই; ঘটিয়াছে সে কারণ এমন দুর্গতি।
সুন্দরী যুবতী কন্যা কোন্ প্রাণে বাপ মায়ে দিয়াছে রে, হায়,
যাপিতে জীবন বৃথা হেন এক জরাজীর্ণ পতির সেবায়।

২৭৫. শাস্ত্রবিৎ, শীলবান, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ—এমন ব্রাহ্মণে
নিশ্চয় বলিয়াছিলি কটু বাক্য কোন দিন, এবে সে কারণে
এ নব যৌবনে তুই জরাজীর্ণ পতি লাভ করিলি রে, হায়!
জীবনে কি সুখ, বল্? ভারিলে দুর্দ্দশা তোর বুক ফেটে যায়।

২৭৬. কষ্ট বটে পায়ে লোকে সাপের কামড়ে, কিংবা শেলের খোঁচায়;
বৃদ্ধপতিসহবাসে তার(ও) চেয়ে বেশী দুঃখ যুবতীরা পায়।

২৭৭. নাই রতি, নাই কেলি জরাজীর্ণ পতিসহ, দ্যাখ ভাবি মনে।
দন্তহীন মুখে বুড়া হাসিলেও সুখ তাহে পাস্ কি, ললনে?

২৭৮. তরুণ তরুণীসহ গোপনে প্রণয়ালাপে রত যবে হয়,
মনের যা কিছু দুঃখ, সমস্তই পায়, অহো, নিমিষে বিলয়।

২৭৯. যুবতী রূপসী তুই; দেখি তোরে ভুলি যায় পুরুষের মন;
যা চলি বাপের বাড়ী, বৃদ্ধ কি করিবে তোর সন্তোষ সাধন?"

প্রতিবেশিনীদিগের এই পরিহাস শুনিয়া অমিত্রতাপনা জলের কলসী লইয়া কান্দিতে কান্দিতে গৃহে ফিরিল। জূজক তাহাকে কান্দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল :

২৮০. যাব না নদীতে আর জল আনিবার তরে;
তুমি বুড়া বলি মোরে স্ত্রীরা উপহাস করে।

জূজক বলিল :

২৮১. ক'রো না আমার সেবা; আনিও না জল আর;
আমিই আনিব জল; কর ক্রোধ পরিহার।

ব্রাহ্মণী বলিল :

---

[১]। বোধ হয় স্ত্রীলোকেরা মনোমত পতিলাভের জন্য নবমী তিথিতে এক প্রকার ব্রত করিত। ব্রতে যে পিণ্ড দেওয়া হইত, তাহাতে যদি দৈবাৎ কোন বৃদ্ধ কাকে ঠোকর দিত, তবে তাহারা আশঙ্কা করিত যে, ব্রতকর্ত্রীর ভাগ্যে বৃদ্ধ পতি জুটিবে।

২৮২. যে কুলে জন্মেছি আমি, সে কুলে রমণীগণ
করায় না পতিদ্বারা কভু জল আনয়ন।
তুমিও, ব্রাহ্মণ, যদি কর নীচ কাজ হেন,
তিলেক তোমার ঘরে রব না নিশ্চয় জেন।

২৮৩. দাস কিংবা দাসী যদি আনিয়া না দিতে পার,
নিশ্চয় তোমার সঙ্গে তিলেক না রব আর।

জূজক বলিল :

২৮৪. নাই বিদ্যা ঘটে নাই ধন ধান্য ঘরে;
পূরাব বাসনা তব, বল, কি প্রকারে?
দাস কিংবা দাসী আমি কিরূপে আনিব?
নিজেই তোমার সেবা এখন করিব।
খাটিতে তোমায়, প্রিয়ে, না হইবে আর;
থাক বসি ঘরে; কর ক্রোধ পরিহার।

ব্রাহ্মণী বলিল :

২৮৫-২৮৬. শুন, বলি, যাহা আমি করেছি শ্রবণ;—
রাজা বিশ্বন্তর নাকি আছেন এখন
বঙ্কগিরি মধ্যে করি আশ্রম নির্ম্মাণ;
তাঁহারই নিকটে গিয়া চাও তুমি দান।
মাগ গিয়া দাস কিংবা দাসী এক জন;
করিবেন রাজা তব প্রার্থনা পূরণ।

জূজক বলিল :

২৮৭. জীর্ণ ও দুর্ব্বলা আমি; দুর্গম সুদীর্ঘ পথ;
যাইতে সেখানে, প্রিয়ে, সাধ্য মোর নাই।
ক'রোনা বিলাপ—দুঃখ; ত্যজ ক্রোধ; আমি নিজে
হব রত তব পরিচর্য্যায় সদাই।

ব্রাহ্মণী বলিল :

২৮৮. সংগ্রামে না গিয়া, যুদ্ধ কিছুই না করি,
পরাজয় মানে যেই, ভীরু তারে বলি।
তুমিও, ব্রাহ্মণ, কোন চেষ্টা না করিয়া
মানিতেছ পরাজয় 'অসাধ্য' বলিয়া!

২৮৯. দাস কিংবা দাসী যদি আনিতে না পার,
নিশ্চয় তোমার ঘরে না রহিব আর
করিব অপ্রিয় কার্য্য তোমার সতত;

ভে'বে দেখ, তা'তে তব দুঃখ হবে কত।

২৯০. ঋতুর আরম্ভে কিংবা নক্ষত্রবিশেষে
যে সব সমাজোৎসব[১] হয় এই দেশে,
দেখিবে, তখন আমি পরি অলঙ্কার
পরপুরুষের সঙ্গে করিব বিহার।
দেখ ভাবি, সেই দৃশ্য করি বিলোকন
পাবে কি না মহাদুঃখ অন্তরে তখন!

২৯১. দেখিতে না পেয়ে মোরে নিকটে তোমার
করিবে তখন, বৃদ্ধ, দুঃখে হাহাকার,
আর(ও) শাদা হবে চুল, দেহ বক্রতর
সেই মহাদুঃখভার বহি নিরন্তর।

এই বৃত্তান্ত বিশদ করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

২৯২-২৯৩. ব্রাহ্মণীর বশানুগ কামার্ত্ত ব্রাহ্মণ
ভয় পেল ব্রাহ্মণীর শুনিয়া বচন।
বলে সে, "পাথেয় দিয়া পূর্ণ কর থলি;
রান্ধ পিঠা গুড় দিয়া, ভাজ কিছু পুলি;
মধু দিয়া বান্ধ লাড়ু, খেতে যাহা ভাল;
ছাতুর লাড়ুও কিছু করহ যোগাড়।

২৯৪. এক যোড়া দাস দাসী, এক জাতি হ'তে
আনিব যোগাড় করি তোমায় সেবিতে।
সেবিবে তোমায় তারা দিবারাত্র, প্রিয়ে,
প্রাণপণে; থাক তুমি নিশ্চিন্ত হইয়ে।

ব্রাহ্মণী তাড়াতাড়ি পাথেয় প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণকে জানাইল। এদিকে ব্রাহ্মণ গৃহের যে যে অংশে ভাঙ্গাচূরা ছিল, সেগুলি মেরামত করিয়া সুরক্ষিত করিল, দরজাটা মেরামত করিয়া বেশ শক্ত করিল; কলসী কলসী জল আনিয়া সমস্ত পাত্র পূর্ণ করিয়া রাখিল, এবং অবিলম্বে তপস্বীর বেশ ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিল, "ভদ্রে, এখন হইতে তুমি অসময়ে ঘরের বাহির হইও না; আমি যতদিন না ফিরি, খুব সাবধান হইয়া থাকিবে।" এই উপদেশ দিয়া সে পাদুকা পরিধান করিল, পাথেয়ের থলিটা কান্ধে ঝুলাইল এবং অমিত্রতাপনাকে প্রদক্ষিণ করিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে যাত্রা করিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

---

[১]। ঋতুর প্রাক্কালে কিংবা ঋতুর প্রারম্ভে দোলযাত্রা (হোলী) প্রভৃতি উৎসব হইয়া থাকে।

২৯৫-২৯৬. বলি ইহা, ব্রহ্মবন্ধু[১] পাদুকা পরিল;
ধীরে ধীরে প্রদক্ষিণ ভার্য্যাকে করিল।
বলিয়া অস্ফুটস্বরে “দাও গো বিদায়”
সাজিয়া তপস্বী সেই সাশ্রুনেত্রে যায়
দাস আর দাসী লাভ করিবার তরে
ধনজনে পূর্ণ শিবিরাজ্যের নগরে।[২]

সে শিবিরাজধানীতে গিয়া উপস্থিত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, “বিশ্বন্তর কোথায়?”

এই বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

২৯৭. গিয়া সেথা জিজ্ঞাসিল সমাগত জনে,
“বিশ্বন্তর রাজা, বল, আছেন কোথায়?
কোথা গেলে দরশন পাইব তাঁহার?”

২৯৮. সমাগত জন সবে বলিল তাহারে :
“তোমরাই করিয়াছ সর্ব্বনাশ তাঁর;
তোমাদের(ই) উপদ্রবে, শুন, হে ব্রাহ্মণ,
অতিদান হেতু, হায়, রাজা বিশ্বন্তর
হয়েছেন নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে;
এবে বঙ্ক পর্ব্বতে করেন তিনি বাস।

২৯৯. তোমরাই করিয়াছ সর্ব্বনাশ তাঁর;
তোমাদের(ই) উপদ্রবে, শুনহে, ব্রাহ্মণ,
অতিদান হেতু, হায়, রাজা বিশ্বন্তর
স্বরাজ্য হইতে এবে হয়ে নির্ব্বাসিত
দারাপত্যসহ বাস করেন সেখানে।

এইরূপে আমাদের রাজার সর্ব্বনাশ করিয়া আবার এখানে আসিয়াছ! দাঁড়াও।” ইহা বলিয়া তাহারা লোষ্ট্রদণ্ডাদি হাতে লইয়া জূজককে তাড়া করিল; কিন্তু সে দেবগণ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া বঙ্কপর্ব্বতেই উপনীত হইল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৩০০. ভার্য্যার তাড়নে সেই কামার্ত্ত ব্রাহ্মণ
পাইল প্রথমে দুঃখ জেতুত্তরপুরে;

১। ব্রহ্মবন্ধু—অব্রাহ্মণ, আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ।

২। অমিত্রতাপনা পূর্ব্বেই বলিয়াছিল যে, বিশ্বন্তর বঙ্কগিরিতে (গাথা ২৮৫ম) আছেন। কাজেই জূজকের শিবিরাজ্যে যাইবার কোন কারণ দেখা যায় না।

তার পর আর(ও) দুঃখ ভুঞ্জিতে সে মূঢ়
প্রবেশিল খড়্গিদ্বীপি-নিষেবিত বনে।

৩০১. বংশদণ্ড, কমণ্ডলু, চমস (যাহাতে
অগ্নিতে আহুতি দিত)—এই সব লয়ে
প্রবেশিল মহাবনে, করিতে দর্শন
যাচকের কামপ্রদ রাজা বিশ্বন্তরে।

৩০২. প্রবেশ করিল যবে মহাবনে সেই,
কোকগণ[১] ঘিরি তারে দাঁড়াইল পথে;
কান্দিতে কান্দিতে সেই ছুটিয়া চলিল,
ঘটিল দিগ্‌ভ্রম তার পেয়ে মহাভয়;
পথ হতে বহুদূরে পড়িল সরিয়া।

৩০৩. ভোগলুব্ধ দুষ্টমতি জূজক ব্রাহ্মণ
বঙ্কে গমনের পথ হারায়ে তখন
বলিতে লাগিল ভয়ে এই সব গাথা :

৩০৪. "নরর্ষভ, সদাজয়ী, অজিত সতত,
বিপদে অভয়দাতা রাজা বিশ্বন্তর
কোথায় করেন বাস, কে বলিবে মোরে?

৩০৫. যাচকগণের যিনি সদৈকশরণ,
ধরণী জীবের যথা—সেই মহারাজ
বিশ্বন্তর কোথা এবে, কে বলিবে মোরে?

৩০৬. যাচকগণের যিনি একমাত্র গতি;
নদীদের মহোদধি গতি যে প্রকার–
কোথায় সাগরোপম সেই বিশ্বন্তর
আছেন এখন, হায়, কে বলিবে মোরে?

---

[১]। টীকাকার 'কোক' শব্দ 'কুক্কুর' অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন জূজক বনে প্রবেশ করিয়াই পথ হারাইয়াছিল এবং এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বিলাপ করিয়াছিল। তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য বনদ্বারে নিয়োজিত চেতপুত্রের কুক্কুরগুলা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এ ব্যাখ্যাও অসঙ্গত নহে, কারণ পরে দেখা যাইবে, জূজক ভয় পাইয়া শেষে একটা গাছেই চড়িয়াছিল এবং বনচরের কুক্কুরগুলা তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছিল। কোক (ন্যাকড়ে) ও কুক্কুর এক জাতীয় প্রাণী হইলেও 'কোক' শব্দ 'কুক্কুর' অর্থে প্রয়োগ করা যাবে কি না, ইহা বিবেচ্য।

৩০৭. সুপেয় শীতল জলে পূর্ণ অনুক্ষণ,
পুণ্ডরীক-সমাচ্ছন্ন, সুতীর্থ, সুন্দর,
কমলকিঞ্জল্করেণুগন্ধে আমোদিত
হ্রদ যথা, সেইরূপ সর্ব্বতাপহর
বিশ্বন্তর কোথা এবে, কে বলিবে মোরে?

৩০৮. পথিপার্শ্বে জাত, শীতচ্ছায়, মনোরম
অশ্বত্থ তরুর মত যিনি অনুক্ষণ
শ্রান্তের বিশ্রামদাতা, ক্লান্তের রক্ষক,
কোথা সেই মহারাজ বিশ্বন্তর এবে,
করেন বসিত, হায়, কে বলিবে মোরে?

৩০৯. পথিপার্শ্বে জাত শীতচ্ছায়, মনোরম,
বটপাদপের মত যিনি অনুক্ষণ
শ্রান্তের বিশ্রামদাতা, ক্লান্তের রক্ষক,
কোথা সেই মহারাজ বিশ্বন্তর এবে,
করেন বসিত, হায়, কে বলিবে মোরে?

৩১০. পথিপার্শ্বে জাত, শীতচ্ছায় মনোরম
রসাল তরুর মত যিনি অনুক্ষণ
শ্রান্তের বিশ্রামদাতা, ক্লান্তের রক্ষক,
কোথা সেই মহারাজ বিশ্বন্তর এবে
করেন বসিত, হায়, কে বলিবে মোরে?

৩১১. পথিপার্শ্বে জাত, শীতচ্ছায় মনোরম
শাল পাদপের মত যিনি অনুক্ষণ
শ্রান্তের বিশ্রামদাতা, ক্লান্তের রক্ষক,
কোথা সেই মহারাজ বিশ্বন্তর এবে,
করেন বসতি, হায়, কে বলিবে মোরে?

৩১২. পথিপার্শ্বে জাত, শীতচ্ছায় মনোরম
মহা বিটপীর মত যিনি অনুক্ষণ
শ্রান্তের বিশ্রামদাতা, ক্লান্তের রক্ষক,
কোথা সেই মহারাজ বিশ্বন্তর এবে,
করেন বসতি, হায়, কে বলিবে মোরে?

৩১৩. করিতেছি এই মহাবনে হাহাকার;
কেহ যদি দয়া করি বলে একবার,
"জানি আমি বিশ্বন্তর আছেন কোথায়,"

অপার আনন্দ তবে দিবে সে আমায়।

৩১৪. করিতেছি এই মহাবনে হাহাকার;
কেহ যদি দয়া করি বলে একবার,
"জানি আমি বিশ্বন্তর আছেন কোথায়,"
নিশ্চয় সে মহাপুণ্য করিবে অর্জ্জন
"এই এক বাক্যবলে আশ্বাসি আমায়।"

বিশ্বন্তরের রক্ষকরূপে নিযুক্ত সেই চেতপুত্র মৃগ শিকার করিবার জন্য বনে বিচরণ করিতেছিলেন। তিনি জূজকের বিলাপধ্বনি শুনিতে পাইয়া ভাবিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ বিশ্বন্তরের বাসস্থানে যাইবার জন্য পরিদেবন করিতেছে; কিন্তু এ নিশ্চয় সদভিপ্রায়ে এখানে আসে নাই; এ হয় মাদ্রীকে, নয় ছেলে মেয়ে দুইটীকে পাইবার জন্য প্রার্থনা করিবে। অতএব এখানেই ইহাকে বধ করিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি জূজকের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ধনুর জ্যা আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "অরে ব্রাহ্মণ, আমি তোর প্রাণ রাখিব না।"

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৩১৫. চেতপুত্র বনেচরবেশে বিচরণ
অরণ্যে করিতেছিল; শুনি সে বিলাপ
দেখা দিয়া জূজককে বলিল তখন;
"তোরাই করিয়াছিস সর্ব্বনাশ তাঁর!
তোদের(ই) জ্বালায়, দ্যাখ্, রে দুষ্ট ব্রাহ্মণ,
অতিদানহেতু, হায়, রাজা বিশ্বন্তর
হয়েছেন নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে।
এবে বঙ্ক পর্ব্বতে করেন তিনি বাস।

৩১৬. তোরাই করিয়াছিস সর্ব্বনাশ তাঁর
তোদের(ই) জ্বালায়, দ্যাখ রে দুষ্ট ব্রাহ্মণ,
অতিদানহেতু, হায়, রাজা বিশ্বন্তর
স্বরাজ্য হইতে হয়ে নির্ব্বাসিত এবে
দারাপত্যসহ বাস করেন সেখানে।

৩১৭. পাপকর্ম্মা, পাপমতি তুই, রে ব্রাহ্মণ;
লোকালয় ছাড়ি বনে এসেছিস্ তুই
অন্বেষিতে রাজপুত্রে, অন্বেষে যেমন
জলাশয়ে নামি মৎস্য বক দুষ্টাশয়।

৩১৮. রাখিব না প্রাণ তোর আজ, রে ব্রাহ্মণ;
এই মোর শর ছুটি করিবে রে পান

শরীরের রক্ত তোর, জানিস্ নিশ্চয়।
৩১৯. কাটিব মাথাটা তোর, ছিঁড়িব কলিজা
সমস্ত বন্ধনসহ; মাংস দিয়া তোর
করিব রে যজ্ঞ আমি, পক্ষিমাংসে যথা
করে লোকে যজ্ঞ পথিদেব-তৃপ্তি হেতু।[১]
৩২০. মেদ, মাংস, শোণিত হৃদয় তোর কাটি
দিব রে মনের সাধে অগ্নিতে আহুতি।
৩২১. সুসম্পন্ন হবে যজ্ঞ, যদি, রে, আহুতি
মাংসে তোর দেই আমি; পারিবি না তুই
লয়ে যেতে নৃপতির ভার্য্যাসুতসুতা।

চেতপুত্রের কথা শুনিয়া জূজক মরণভয়ে কাঁপিতে লাগিল এবং আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা কথা বলিল :

৩২২. শুন, ওহে চেতপুত্র; অবধ্য ব্রাহ্মণ, দূত;
দূতকে বধ না কেহ করে।
এই ধর্ম্ম সনাতন অবিদিত নয় তব;
তবু চাও বধিতে আমারে!
৩২৩. শিবিরা করেছে ক্ষমা; রাজাও দেখিতে চান
পুত্রে পুনঃ; জননী পৃষতী,—
কান্দিতে কান্দিতে তাঁর চক্ষুদুটী অন্ধপ্রায়;
হয়েছেন জীর্ণা শীর্ণা অতি।
৩২৪. শুন, চেতপুত্র, তাই দূতরূপে তাঁরা মোরে
করিলেন এখানে প্রেরণ;
লয়ে যাব বিশ্বন্তরে; বল, যদি জান তুমি,
কোথা তিনি আছেন এখন।

ব্রাহ্মণ বিশ্বন্তরকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে শুনিয়া চেতপুত্র সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি কুকুরগুলাকে বান্ধিয়া ব্রাহ্মণকে গাছ হইতে নামাইলেন এবং তাহাকে দুইটী শাখার মধ্যে বসাইয়া বলিলেন :

৩২৫. প্রিয় বিশ্বন্তর মোর; তুমি দূত, প্রিয় তাঁর;
দিতেছি তোমায় আমি পূর্ণপাত্র[২] উপহার।

---

[১]। লোকে পথরক্ষিকা দেবতাদিগের তৃপ্তিসাধনার্থ কুক্কুটাদি পক্ষী বলি দিত। উৎসর্গীকৃত পক্ষীগুলিকে ‘পন্থসকুন’ বলা হইত।

[২]। পূর্ণপাত্র—নানাবিধ দ্রব্যে পূর্ণ পাত্র। কেহ কেহ সুসংবাদ আনিলে তাহাকে এইরূপ পাত্র

মৃগসক্‌থি, মধু এই লইয়া ভোজন কর;
বলিতেছি কোথা এবে রয়েছেন বিশ্বন্তর।

জূজকখণ্ড সমাপ্ত।

(৬)

চেতপুত্র জূজককে ভোজন করাইয়া তাহার পাথেয়ের জন্য এক অলাবুপাত্র-পূর্ণ মধু ও একখানি শূলপক্ব মৃগসক্‌থি দান করিলেন এবং তাহাকে আশ্রমগমন-পথে লইয়া গিয়া মহাসত্ত্বের আশ্রমের দিকে দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া উহা বর্ণন করিতে লাগিলেন :

৩২৬. অই যে দক্ষিণ পার্শ্বে শৈল দেখা যায়,
উহাই গন্ধমাদন নামে অভিহিত।
জায়াপুত্র-কন্যাসহ আছেন এখন
নির্ম্মাণি আশ্রম হোথা রাজা বিশ্বন্তর।[১]

৩২৭. ব্রাহ্মণের বেশে তিনি রত তপস্যায়
শিরে জটা, চর্ম্মবাস, শয্যা ভূমিতল।
চমস লইয়া করে[২] হুতাশনে তিনি
প্রণমি আহুতি দেন নিত্য যথাবিধি।
কখন(ও) অঙ্কুশ লয়ে বিচরেণ বনে
বৃক্ষ হতে বন্যফল পাড়িবার তরে।

৩২৮. অই রহিয়াছে বহু ফলবান তরু
অতি উচ্চ, গাঢ়নীল মেঘকূটবৎ,
অথবা অঞ্জনশৈলসম দৃশ্যমান।

৩২৯. অশ্বকর্ণ, ধব[৩] শাল, খদির, পলাশ

উপহার দেওয়া হইত। ক্রিয়াকাণ্ডের সময়ে ব্রাহ্মণদিগকে যে 'ভোজ্য' দেওয়া হয় তাহাও পূর্ণপাত্র নামে অভিহিত। ২৫৬ মুষ্টি তণ্ডুলে এক পূর্ণপাত্র ধরিবার রীতি ছিল।

[১]। পূর্বে কিন্তু বলা হইয়াছে যে, বিশ্বন্তর বঙ্ক পর্ব্বতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। বঙ্কপর্ব্বতকে গন্ধমাদনের অংশ মনে করিলে কোন বিরোধ থাকে না।

[২]। মূলে 'আসদংচ মসং' আছে। ইহা 'আসদং চমসং' হইবে। আসদ = অঙ্কুশ—ফল পাড়িবার জন্য দীর্ঘ দণ্ড বিশেষ। ইহার অগ্রভাগ অঙ্কুশাকার, কাজেই ইহা দ্বারা ফল টানিতে ও ফলের বোঁটা ছিঁড়িতে পারা যায়। প্রদেশভেদে আমরা ইহাকে আকর্ষী বা (পূর্ব্ববঙ্গে) কোটা বলি।

[৩]। ধব বা ধও গাছ। উড়িষ্যা, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলে লোকে ইহাকে ধও বলে। স্পন্দন-জাতকেও (৪৭৫) এই বৃক্ষের নাম পাওয়া গিয়াছে। 'মালুবা' এক প্রকার লতা।

মালু। প্রভৃতি তরুলতা বায়ুবেগে
দুলিতেছে, দুলে যথা মানুষেরা, যবে
একটানে বহু সুরা করে তারা পান।

৩৩০. শুনা যায় তাহাদের শাখার উপর
পাখীর মধুর গান। কলকণ্ঠ কত
কোকিলাদি বিহগেরা[১] করিয়া কুজন
বৃক্ষ হ'তে বৃক্ষান্তরে উড়ি চলি যায়।

৩৩১. শাখা-পত্র অন্তরালে বসিয়া তাহারা
সাদরে পথিকে যেন করে সম্ভাষণ।[২]
আগন্তুক, অধিবাসী সকলেই হোথা
হেরি প্রকৃতির শোভা প্রীতি সদা পায়।
নির্ম্মাণি আশ্রম হোথা রাজা বিশ্বন্তর।

৩৩২. ব্রাহ্মণের বেশে তিনি রত তপস্যায়—
শিরে জটা, চর্ম্ম বাস, শয্যা ভূমিতল।
চমস লইয়া হস্তে হুতাশনে তিনি
প্রণমি আহুতি নিত্য দেন যথাবিধি।
কখন(ও) অঙ্কুশ লয়ে বিচরেণ বনে
বৃক্ষ হতে বন্য ফল পাড়িবার তরে।

৩৩৩. কপিত্থ, পনস, আম্র, শাল, বিভীতক,
জম্বু, হরীতকি, ধাত্রী, অশ্বত্থ বদরী,

৩৩৪. তিম্বরু[৩] সুবর্ণবর্ণ, ন্যগ্রোধ, মধুক,
(সুমধুর ফুল যার), উডুম্বর আর
(যাদের সুপক্ক ফল শোভিতেছে নীচে),

৩৩৫. পারাবত,[৪] ভব্য,[৫] দ্রাক্ষা (ফল হতে যার
মধু নিঃসরণ হয়)—এই সব সেথা,
আর(ও) নানাবিধ বৃক্ষ আছে অগণন।

---

[১]। মূলে 'নজ্জুহ' পক্ষীরও নাম আছে। কিন্তু অভিধানে 'নজ্জুহ' শব্দ পাওয়া যায় না; টীকাকারও ইহার ব্যাখ্যা করেন নাই। ইহা দাত্যুহ (ডাহুক) কি?

[২]। অথবা–সমীরণ-সঞ্চারিত শাখাপত্র দ্বারা করে যেন পান্থে তরু সাদরে আহ্বান।

[৩]। আবলুশ। সাঁওতাল পরগণায় ইহাকে কেন্দ্ বলে। ইহার ফল গাবের ফলের মত।

[৪]। পারাবত বা পারেবত = গাব।

[৫]। ভব্য = সংস্কৃত 'কর্ম্মরঙ্গ'; বাঙ্গালা 'কামরাঙ্গা'।

নিজেই বিশুদ্ধ মধু আহরি সেখানে
ইচ্ছামত করি পান তৃপ্ত হয় লোকে।

৩৩৬. আম্রতরু ফল দেয় হোথা বার মাস :
কোনটী পুষ্পিত, কার(ও) হইতেছে গুটি;
কোনটীতে কাঁচা পাকা উভয় প্রকার
ভেকবর্ণ ফলগুলি যাইতেছে দেখা।

৩৩৭. দাঁড়ায়ে গাছের তলে লোকে অনায়াসে
কাঁচা পাকা আম সব হাত বাড়াইয়া
ছিঁড়িয়া লইতে পারে। বর্ণে, গন্ধে রসে
তুলনা কোথাও নাই এ সব ফলের।

৩৩৮. দেবভূমি নন্দনের তুল্য সে আশ্রম।
আশ্চর্য্য এ সব দেখি বলি সবিস্ময়ে
"অহো কি অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলাম আমি!"

৩৩৯. আছে এই মহাবনে তাল, নারিকেল,
খর্জ্জুরাদি বৃক্ষ কত। পুষ্পরাজি সব
বৃক্ষাগ্রে বিরাজে, অহো! মালার আকারে,
অথবা বিচিত্রবর্ণ ধ্বজাগ্র যেমন।
নানাবর্ণ পুষ্পে অই বন শোভা পায়
নক্ষত্র-খচিত নভোমণ্ডলের ন্যায়।

৩৪০-৩৪২. কুটজ, তগর কুষ্ঠ,[১] পাঁলি, পুন্নাগ,
কোবিদার, উদ্দালক, অগুরু, ভল্লিক,
পুত্রঞ্জীব, ককুদ, অসন, নীপ, ধব,
সরল, কোসম্ব, সোম, লবুজাদি বহু
পাদপ বিরাজে হোথা কুসুমে মণ্ডিত।
অগণন কুসুমিত শাল দূর হতে
পলালখলের মত দৃশ্যমান হয়।

৩৪৩. মনোরম ভূমিভাগে, অদূরে উহার
আবৃত কমলোৎপলে শোভে পুষ্করিণী,
নন্দকাননে যথা দেবসরোবর।

---

[১]। কুষ্ঠ—এক প্রকার সুগন্ধিকাষ্ঠ-বিশিষ্ট বৃক্ষ। নামান্তর 'কেমুক।' অসন = পিয়াশাল। ভল্লিক = ভল্লাতক (ভেলা) কি? 'কোসম্ব' ও 'সোমবৃক্ষ' কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। 'সোমবৃক্ষ = সোমলতা কি?

৩৪৪. তটরুহ তরুরাজি বসন্ত-আগমে
সুশোভিত হয় যবে কুসুম ভূষণে,
পল্লবান্তরালে মত্ত পুষ্পরসপানে
কলকণ্ঠ পিকগণ মনের আহ্লাদে
পবনে মধুর স্বরে করে সম্ভাষণ।

৩৪৫. পদ্মপত্রে ক্ষরে মধু পদ্মরেণু হতে;
বহে সেথা সমীরণ, কভু বা দক্ষিণ,
কভু বা পশ্চিম হ'তে করি বিতরণ
পদ্মরেণু সমন্তাৎ আশ্রম উপরি।

৩৪৬. স্থূল স্থূল শৃঙ্গাঁক[১] জন্মে জলে তার,
স্বয়ংজাত শালি আর প্রচুর-প্রমাণ।[২]
মীন-কুর্ম্ম-কর্কটাদি জলচরগণ
আনন্দে সে সরোবরে করে ছুটাছুটি।
বিসাগ্র হইতে ক্ষরে রস সুমধুর;[৩]
মৃণালের রস তার ক্ষীরসর্পিঃসম।

৩৪৭. সঞ্চরে সমীর সেথা বিবিধ পুষ্পের
সুগন্ধ বহন করি, ঘ্রাণ পেয়ে তার
আনন্দে মাতিয়া উঠে মন সকলের।

৩৪৮. পুষ্পগন্ধলুব্ধ অলি পুঞ্জে পুঞ্জে সেথা
গুঞ্জরি চৌদিকে ধায়, বিচরে সেখানে
বিবিধ বিচিত্রবর্ণ বিহগমিথুন
কুজনে প্রতিকুজনে তুষি পরস্পরে :

৩৪৯. নন্দিকা ও জীবপুত্র, প্রিয়া, আর নন্দা—
এই সব বিহঙ্গম বাস করে সেথা।
মধুর কুজন দ্বারা করিতেছে তারা
সতত সে রাজর্ষির কুশল কামনা।[৪]

---

[১]। শৃঙ্গাটক–সিঙ্গাড়া (পানিফল)।

[২]। মূলে 'সংসাদিয়া পসাদিয়া' আছে। সংসাদিয়া এক প্রকার স্বয়ংজাত শালি (সংস্কৃত 'স্যবংসাতিকা') কি? টীকাকার ইহার নামান্তর দিয়াছেন 'সূকরসালি'। "পসাদিয়া" বোধ হয় সংস্কৃত 'প্রসাতিকা'। ইহাও এক প্রকার স্বয়ংজাত শালি।

[৩]। মূলে ও টীকায় 'ভিংসেহি' আছে। শুদ্ধপাঠ 'ভিসেহি'। ভিস = বিস।

[৪]। মূল গাথাটী এই : নন্দিকা জীবপুত্তা চ জীবপুত্তা পিয়া চ নো

৩৫০. বিচিত্র সুরভি পুষ্পরাজি তরুশাখে
কি সুন্দর শোভা পায় মালার আকারে,
অথবা বিচিত্রবর্ণ ধ্বজাগ্র যেমন।
করেন ঈদৃশ স্থানে নির্ম্মাণি আশ্রম
জায়াপত্যসহ বাস রাজা বিশ্বন্তর।
ব্রাহ্মণের বেশে তিনি রত তপস্যায়;—
শিরে জটা, চর্ম্ম বাস; শয্যা ভূমিতল।
চমস লইয়া হস্তে হুতাশনে তিনি
প্রণমি আহুতি নিত্য দেন যথাবিধি
কখন(ও) অঙ্কুশ লয়ে বিচরেণ বনে
বৃক্ষ হ'তে বন্যফল পাড়িবার তরে

চেতপুত্র এইরূপে বিশ্বন্তরের বাসস্থান বর্ণন করিলে জূজক তুষ্ট হইয়া প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক বলিল :

৩৫১. ছাতুর এ সব মোয়া মধুদিয়া বান্ধা
মধুমাখা এই সব লাড়ু যত আছে,
দিলাম তোমায়, ভাই; করহ ভোজন।

ইহা শুনিয়া চেতপুত্র বলিলেন :

৩৫২. এসব তোমার(ই) হোক পথের সম্বল;
হেথা হ'তে আরও কিছু ল'য়ে যাও তুমি।
গমন মনের সুখে করহ ব্রাহ্মণ।

৩৫৩. অই যে সম্মুখে দেখ একপদী পথ,
গেছে উহা ঋজুভাবে অচ্যুত-আশ্রমে।
পঙ্কদন্ত, রজঃশির অচ্যুত সেখানে
করেন বসতি;

৩৫৪. তাঁর ব্রাহ্মণের বেশ;
শিরে জটা; চর্ম্ম বাস; শয্যা ভূমিতল।
চমস লইয়া হস্তে হুতাশনে তিনি

পিয়া পুত্তা পিয়া নন্দা দিজা পোক্খরণীঘরা।
বলা বাহুল্য যে 'নন্দিকা' প্রভৃতি কল্পিত নাম। টীকাকার বলেন–নন্দিকা তি আদিনি তেসং নামানি। তেসং পঠমা "সামি বেস্সন্তর ইমস্মিং বনে বসন্তো নন্দা"তি বদন্তি; দুতিয়া "ত্বং চ সুখেন জীবপুত্তা চ তে"তি বদন্তি, ততিয়া "ত্বং চ জীবপিয়পুত্তা চ তে'তি বদন্তি; চতুত্থা চ 'ত্বং চ নন্দপিয়পুত্তা চ তে"তি বদন্তি। তেন তেসং এতানেব নামানি অহেসুং।

প্রণমি আহুতি নিত্য দেন যথাবিধি।
তাঁর কাছে গিয়া তুমি জানি লও পথ।

ক্ষুদ্রবন বর্ণন সমাপ্ত।

(৭)

৩৫৫. শুনি ইহা ব্রহ্মবন্ধু চেতপুত্রে প্রদক্ষিণ করি হৃষ্টমনে
চলিল সত্বর সেই একপদী পথ দিয়া অচ্যুত-আশ্রমে।

৩৫৬. উপনীত হয়ে সেথা ভারদ্বাজ[১] অচ্যুতের পেল দরশন;
আরম্ভিল সঙ্গে তার অতঃপর ভারদ্বাজ প্রীতি-সম্ভাষণ।

৩৫৭. "কুশল ত, প্রভো, তব? শারীরিক মানসিক
কোনরূপ অসুখ ত নাই?
করেন ত উঞ্ছ দ্বারা জীবন যাপন হেথা?
ফলমূল পান ত সদাই?

৩৫৮. দংশমশকাদি কীট, সরীসৃপগণ আর
তত বেশী নাই ত এখানে?
ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ কভু করেনা ত উপদ্রব
আপনার এ ভীষণ বনে?[২]"

অচ্যুত বলিলেন :

৩৫৯. "কুশল, ব্রাহ্মণ, মোর, শারীরিক মানসিক
কোনরূপ অনাময় নাই;
উঞ্ছদ্বারা করি আমি জীবন যাপন হেথা;
ফলমূল সুপ্রচুর পাই।

৩৬০. দংশমশকাদি কীট, সরীসৃপগণ আর;
নাই হেথা বলিলেই চলে;
শ্বাপদসঙ্কুলবনে বাস করি এতকাল
জানি না ক হিংসা কারে বলে।

৩৬১. এ রম্য আশ্রমপদে একাকী বসতি আমি
করিলাম অনেক বৎসর;
কিন্তু দিনেকের তরে করি নাই ভোগ আমি
কোনরূপ রোগ কষ্টকর।

---

[১]। জূজক ভরদ্বাজ-গোত্রজ বলিয়া এই নামে অভিহিত।

[২]। এই গাথাগুলি শোণনন্দ-জাতকেও (৫৩২) পাওয়া গিয়াছে।

৩৬২. স্বাগত, হে বিপ্রবর! তব আগমনে আজ
অতি হৃষ্ট হল মোর মন।
প্রবেশি কুটীরে এবে কর পাদ প্রক্ষালন;
হও তুমি কল্যাণভাজন;

৩৬৩. তিন্দুক, পিয়াল আর মধুকাদি ক্ষুদ্র ফল
আছে হেথা প্রচুরপ্রমাণ;
ক্ষুন্নিবৃত্তি তরে তুমি সে সব ভোজন কর,
বার বার, যত চায় প্রাণ।

৩৬৪. পর্ব্বত-কন্দর হতে নির্ম্মল শীতল জল
করিয়াছি আমি আনয়ন;
ইচ্ছা যদি হয়, তবে পান করি অই জল
কর তুমি পিপাসা দমন।”

জূজক বলিল :

৩৬৫. দিলেন যে সব, প্রভো, অর্ঘরূপে মোরে,
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমি করিনু গ্রহণ।
শিবিরা করেছে নির্ব্বাসিত বিশ্বন্তরে—
সঞ্জয়ের পুত্র যিনি—দেখিতে তাঁহারে
আসিয়াছি আমি হেথা, কোথা তাঁর বাস,
জানা যদি থাকে তব, বলুন আমায়।

অচ্যুত বলিলেন :

৩৬৬. বুঝিনু উদ্দেশ্য তব নয় সাধু, যে কারণ
করিয়াছ হেথা আগমন;
বোধ হয়, লবে যাচি রাজার ভার্য্যাকে, যিনি
পতিব্রতা, রমণীরতন।

৩৬৭. যাচিবে কৃষ্ণাজিনাকে দাসী করিবার তরে;
জালীকে করিবে তুমি দাস;
মাতা-পুত্র কন্যাতিনে লইতে এ বন হ’তে
আসিয়াছ, এ মোর বিশ্বাস।
ভোগ্য বস্তু, ধনধান্য রাজার ত নাই কিছু,
যাচিবে যা’ তুমি তাঁর ঠাঁই;
করিয়াছ আগমন যে উদ্দেশ্যে তুমি, তাহা
সাধু নয়, বুঝিলাম তাই।

ইহা শুনিয়া জূজক বলিল :

৩৬৮. নই আমি, ভগবন, ক্রুদ্ধ কার(ও) প্রতি;
যাচিতে না কিছু আমি এসেছি সম্প্রতি।
সতত কল্যাণকর সাধুরদরশন;
সাধু সঙ্গে হয় লোকে সুখের ভাজন।

৩৬৯. দেখি নাই পূর্ব্বে আমি রাজা বিশ্বন্তরে,
নির্ব্বাসিত করিয়াছে শিবিরা যাঁহারে।
তাঁহার(ই) দর্শনহেতু এসেছি হেথায়;
জান যদি কোথা তিনি, বলহ আমায়।

অচ্যুত জূজকের কথা বিশ্বাস করিলেন। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আমি তোমাকে তাঁহার বাসস্থান বলিয়া দিতেছি; তুমি আজ এই আশ্রমে অবস্থিতি কর।" অনন্তর তিনি তাহাকে বন্য ফল ভোজন করাইয়া তৃপ্ত করিলেন এবং পরদিন হস্ত বিস্তার করিয়া পথ দেখাইয়া দিলেন :

৩৭০. "অই যে দক্ষিণ পার্শ্বে শৈল দেখা যায়,
উহাই গন্ধমাদন নামে অভিহিত।
জায়াপুত্রকন্যাসহ আছেন এখন
নির্ম্মাণি আশ্রম হোথা রাজা বিশ্বন্তর।

৩৭১. ব্রাহ্মণের বেশে তিনি রত তপস্যায়—
শিরে জটা; চর্ম্ম বাস; শয্যা ভূমিতল।
চমস লইয়া হস্তে হুতাশনে তিনি
প্রণমি আহুতি নিত্য দেন যথাবিধি।
কখন(ও) অঙ্কুশ লয়ে বিচরেণ বনে
বৃক্ষ হ'তে বন্য ফল পাড়িবার তরে।

৩৭২. অই রহিয়াছে বহু ফলবান তরু,
অতিউচ্চ, গাঢ়নীল মেঘকূটবৎ,
অথবা অঞ্জনশৈলসম দৃশ্যমান।
অশ্বকর্ণ, ধব, শাল, খদির, পলাশ,
মালুব প্রভৃতি তরুলতা বায়ুবেগে
দু'লে হোথা, দুলে যথা মানুষেরা, যবে
একটানে বহুসুরা করে তারা পান।

৩৭৩. শুনা যায় তাহাদের শাখার উপর
পাখীর মধুর গান। কলকণ্ঠ কত
কোকিলাদি বিহগেরা করিয়া কুজন
বৃক্ষ হ'তে বৃক্ষান্তরে উড়ি চলি যায়।

৩৭৪. শাখাপত্র-অন্তরালে বসিয়া তাহারা
সাদরে পথিকে যেন করে সম্ভাষণ।
আগন্তুক, অধিবাসী—সকলেই হোথা
হেরি প্রকৃতির শোভা প্রীতি সদা পায়।
জায়াপুত্রকন্যাসহ আছেন এখন
নির্ম্মাণি আশ্রম হোথা রাজা বিশ্বন্তর।

৩৭৫. ব্রাহ্মণের বেশে তিনি রত তপস্যায়—
শিরে জটা; চর্ম্ম বাস; শয্যা ভূমিতল।
চমস লইয়া হস্তে হুতাশনে তিনি
প্রণমি আহুতি নিত্য দেন যথাবিধি।
কখন(ও) অঙ্কুশ লয়ে বিচরেণ বনে
বৃক্ষ হ'তে বন্য ফল পাড়িবার তরে।[১]

৩৭৬. অই রম্য ভূমিভাগ রয়েছে বিতত
করেরী-মালায়;[২] সমাচ্ছন্ন অনুক্ষণ
হরিৎ শাদ্বলে, তাই, ধূলি কোন কালে
করে না ক জ্বালাতন উড়িয়া বাতাসে।

৩৭৭. ময়ুরগ্রীবাসঙ্কাশ তৃণচয় সেথা
তুলবৎ সুকোমল, সর্ব্বত্র সমান;—
চারি আঙ্গুলের বেশী বাড়ে না ক তাহা।
আম্র, জম্বু, কপিত্থ ও উড়ুম্বর তরু
(পক্বফল যাহাদের হস্তলভ্য সদা),—
এই সব, আর(ও) কত ভোগের পাদপ–
আছে হোথা, তাই উহা এত সুখকর।

৩৭৮. গিরিতটিনীরা হোথা করে নিস্যন্দন
বিমল,[৩] সুগন্ধ,[৪] শুচি সলিল সতত।
দলে দলে করে মীন গর্ব্বে বিচরণ।

---

[১]। ৩৭০ম হইতে ৩৭৫ম গাথা ৩২১ম হইতে ৩৩২ম গাথার পুনরুক্তি।

[২]। করেরী = করেরী পুষ্প। করেরী = বরুণ বৃক্ষ।

[৩]। মূলে 'বেড়ুরিয়বণ্ণসন্নিভ (বৈদূর্য্যবর্ণসন্নিভ) আছে।

[৪]। জলের গন্ধ নাই, কাজেই ইহা সুগন্ধি নয়; তবে পদ্মরেণু সংস্পর্শে ইহা 'সুগন্ধ', ইহা বলা যাইতে পারে।

৩৭৯. মনোরম ভূমিভাগে, অদূরে উহার,
আবৃত কমলোৎপলে শোভে পুষ্করিণী,
নন্দন কাননে যথা দেব সরোবর।

৩৮০. শ্বেত-নীল-রক্তভেদে বিচিত্র ত্রিবিধ
শতদলে সমাচ্ছন্ন জলরাশি তার।

এইরূপে চতুরস্র পুষ্করিণী বর্ণন করিয়া অতঃপর অচ্যুত মুচলিন্দ সরোবরের শোভা বলিতে লাগিলেন[১] :

৩৮১. মুচলিন্দ সরোবরে কমলনিকর
ক্ষৌমবৎ শুভ্র; জল আবৃত তাহার
শ্বেত সরোরুহে আর কলম্বী লতায়।

৩৮২. জল জানুপ্রমাণ গভীর যতদূর
আচ্ছন্ন সে সরোবর প্রফুল্ল কমলে;
কি গ্রীষ্মে, কি শীতে,—সর্ব্ব ঋতুতে সেখানে
রয়েছে কমলরাজি ফুটি অগণন।

৩৮৩. বিবিধ বিচিত্র পুষ্পাভরণ-মণ্ডিত
আমোদিত সরোবর সৌরভে সতত;
কুসুমের গন্ধাকৃষ্ট মধুকরগণ
মধুর গুঞ্জনে সেথা জুড়ায় শ্রবণ।

৩৮৪-৩৮৫. উদকান্তে তটদেশে রয়েছে পুষ্পিত
কদম্ব, পাঁলি, কোবিদার, কচ্চিকার,
অঙ্কোল, নাগকেশর, শ্বেতচ্ছ, শিরীষ,

---

[১]। বিশ্বন্তর-জাতকের আশ্রম ইত্যাদির বর্ণনা পড়িয়া সুধাভোজন-জাতকের (৫৩৫) ও কুণালজাতকের (৫৩৬) বনভূমি-বর্ণনার কথা মনে পড়ে। তরুলতা, পশু, পক্ষী প্রভৃতির নামের সংখ্যায় বিশ্বন্তর-জাতক পূর্ব্ববর্ত্তী জাতকদ্বয়কেও অতিক্রম করিয়াছে। বর্ণনায় পুনরুক্তি দোষ অতিবহুল—একই নাম ভিন্ন ভিন্ন গাথায় দেখা যায়; একই বিশেষণ নানা স্থানে প্রযুক্ত হইয়া নিতান্ত শ্রুতিকটু হইয়াছে। অনেকগুলি নাম অভিধানেও পাওয়া যায় না; সুতরাং পদার্থগ্রহ অসম্ভব। নিম্নে কতকগুলি অপ্রচলিত নামের যথাসাধ্য পরিচয় দিলাম।—কচ্চিকার—কুণাল-জাতকের (৫ম খণ্ড, ২৬৫ম পৃষ্ঠে) এই নাম পাওয়া গিয়াছে। অঙ্কোল—(কুণাল-জাতকের ২৬৫ম পৃঃ) = অকরকণ্ট। নির্গুণ্ডী—নিষিন্দা, সিন্ধুবার। 'পঙ্গুর' অভিধানে নাই। 'মহানামা' কি বৃক্ষ তাহা বুঝিতে পারিলাম না। অর্জুকর্ণা—পিয়াশাল (Pentaptera tomentosa)। পারিজঞ্ঞা = কতমাল, রক্তকমাল (টীকাকার)। বারণ ও সায়ন = নাগবৃক্ষ (টীকাকার)। সেতবারিসা = 'সেতচ্ছরুক্‌খা'; ইহারা শ্বেতস্কন্ধ ও মহাপর্ণ এবং ইহাদের পুষ্প কর্ণিকার পুষ্পের মত (টীকাকার)।

রক্তমাল, স্থলপদ্ম, নির্গুণ্ডী, অসন,
পঙ্গুর, বকুল, শোভাঞ্জন, কর্ণিকার,
অর্জ্জুন, কেতকী, অর্জুকর্ণা, মহানামা,
বিবিধ কদলী, শাল, শিংশপ, কিংশুক
(রক্ত-পুষ্প শোভে যার অগ্নিশিখাসম।)

৩৮৯-৩৯১. শত শতবিধ তরু আর(ও) কত আছে—
শ্বেতপর্ণী, শ্বেতাগুরু, অক্ষিব, তগর,[১]
সপ্তপর্ণী, জটামাংসী, কদলী, শল্লকী,
ছোট বড় ঋজু সব; দেখিতে সুন্দর;
সদাপুষ্পসুশোভিত। রয়েছে চৌদিকে
আশ্রমের অগ্নিশালা বেষ্টিয়া তাহারা।

৩৯২-৩৯৩. রয়েছে জলের ধারে ভূতৃণ প্রচুর
শৈবল, বরবটি, মুগ, কলম্বী, শীর্ষক,
দাসিম, কঞ্চুক আদি জলজ উদ্ভিদ।
ঢেউ খেলি বহে বায়ু উপরে তাদের;
মধু খেয়ে করে অলি মধুর গুঞ্জন।

৩৯৪. এলম্বরা নামে বল্লী দেখিবে সেখানে
উঠিয়াছে তরু'পরি; কুসুম তাহার
এমনি সুগন্ধি যে তা' করিলে ধারণ
সপ্তাহের(ও) অন্তে সেই গন্ধ পাওয়া যায়।

৩৯৫. ইন্দীবর-বিভূষিত সে মুচলিন্দের
রয়েছে উভয় পার্শ্বে এমন পাদপ,
সুগন্ধি কুসুম যার করিলে ধারণ
অদ্ধর্মাসে সৌরভ না নষ্ট হয় তার।

৩৯৬-৩৯৭. নীলপুষ্পী, শ্বেতবারী, গিরিকর্ণিকার,
কটেরুহ, তুলসী প্রভৃতি লতাগুল্মে
সমাচ্ছন্ন বনভূমি। আমোদিত তাহা
পুষ্পের সুগন্ধে সদা; সর্ব্বত্র সেখানে

---

[১]। অক্ষিব—সজিনা; আবার শোভাঞ্জনও সজিনা। 'সিবল' ও 'কুলাবর' অভিধানে নাই। শল্লকী=কুন্দূরু বৃক্ষ। ইহার নির্য্যাসের নাম 'লবান'। ফণিজ্জক—ভূতৃণ বা ভূস্তৃণ—গন্ধবেণা। 'শীর্ষক' কি তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। করোতি—বরবটি বা রাজমাস। 'দাসিম' ও 'কঞ্চুক' কি তাহা বুঝিলাম না। এলম্বরা—দ্রাক্ষাজাতীয়া একপ্রকার লতা।

অলির গুঞ্জন শুনি জুড়ায় শ্রবণ[১]

৩৯৮. ত্রিবিধ কক্কারু[২] জন্মে সেই সরোবরে;—
কুম্ভের সমান একপ্রকার তাহার;
আর দু'টী মৃদঙ্গের সম-আয়তন।

৩৯৯. সর্যপ, সবুজবর্ণ লশুন প্রচুর,
অসীতরু তালদীর্ঘ, ইন্দ্রীবর যাহা
তীরে বসি পারা যায় করিতে চয়ন,—
রয়েছে এসব মুচলিন্দ সরোবরে।[৩]

৪০০-৪০১. আস্ফোতক, সূর্য্যবল্লী, সুগন্ধি-চন্দন,
অশোক, বলিভ, ক্ষুদ্রপুষ্পিকা, অনোজ,
শোভে লয়ে পুষ্পভার মস্তক উপরি।[৪]

৪০২-৪০৩. বাসন্তী, যুথিকা (যার গন্ধ মনোহর),
কটেরুহ, নীলী, ভণ্ডী, জাতী, পদ্মোত্তর,
পাঁলি, কার্পাস,[৫] কর্ণিকার (পুষ্প যার
শোভে যথা অগ্নিশিখা কিংবা হেমজাল।

৪০৪. কি আর বর্ণিব? সেই মহাসরোবর
অতি রমণীয়; সেথা স্থলজ, জলজ
সর্ব্ববিধ পুষ্প সর্ব্বকালে শোভা পায়।

৪০৫. বহু জলচর তার জলে করে বাস—
রোহিত, নড়পি, শৃঙ্গী, মকর, কুম্ভীর,
শিশুমার আদি নানাবিধ জলচর।

৪০৬-৪০৮. ভোগের বিবিধ বস্তু আছে সেই খানে—
ষষ্ঠিমধু, ভদ্রমুস্তা, প্রিয়ঙ্গু, তালিস,
শতপুষ্প, তুঙ্গবৃন্ত, পদ্মক, নরদ,

---

[১]। নীলপুষ্পী, শ্বেতবারী ও কটেরুহ, এগুলি যে কি গাছ, তাহা বুঝা যায় না।

[২]। কক্কারু—বল্লীফল (লাউ, কুমড়া প্রভৃতি কি)?

[৩]। অসীতরু =সিনিদ্ধায় ভূমিয়ং থিতা তালাবিয় রুক্‌থা (টীকাকার)।

[৪]। আস্ফোতক = যূথিকাজাতীয়া লতাবিশেষ। বলিভ = কুম্মাণ্ড। অনোজ = রক্তপুষ্প উদ্ভিদবিশেষ। কিংশুক নামে এক প্রকার লতারও উল্লেখ দেখা যায়। পুষ্পসাদৃশ্যবশতঃ বোধ হয় এই নাম হইয়া থাকিবে।

[৫]। মূলে 'সমুদ্দকপ্পাসী' আছে। টীকায় বা অভিধানে ইহার নাম পাওয়া যায় না। আমি 'সমুদ্দ' (সমুদ্র) অংশ ছাড়িয়া কপ্পাস (কার্পাস) নামটী গ্রহণ করিলাম।

হরেণু, ঝামক, কুষ্ঠ, হরিদ্রা, হ্রীবের;
গন্ধশীল, গুগগুল, চোরক, তালতরু,
কর্পূর, কলিঙ্গআদি। নিরত এসব
পরের সেবায় নানা ভোগ্যবস্তু দানে।[১]

৪০৯-৪১৩. পুরিসালু, হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ,
পৃষত, শরভ, এণি, রোহিত হরিণ,[২]
শৃগাল, কুক্কুর, নলপুষ্পাভ, তুলিকা,
চমরী, চলনী, লঙ্ঘী প্রভৃতি বিবিধ
মর্কটজাতীয় পশু–ঝাপিত ও পিচু,
কর্কট ও কৃতামায়নামা মহামৃগ
ভল্লুক, বন্য গো, খড়গী, নকুল, কালক,
মহিষ, চিত্রক, গোধা, দ্বীপী, প্রচালক,
শশ, কোকমাংসভোজী শ্বাপদ ভীষণ,
অন্যের উচ্ছিষ্টভোজী শকুন অনেক
করে বিচরণ মুচলিন্দের চৌদিকে।

৪১৪. শ্বেতহংস-কুকুত্থক-কুক্কুট-চকোর—
শিখি-নাগ-বক-ক্রৌঞ্চ-বলাকা-টিট্টিভ—
বাদিকা-নজ্জুহ-আদি পক্ষী অগণন
বিচরে নিকটে; কেহ, করিছে কুজন
কেহ বা প্রতিকুজনে দিতেছে উত্তর।

---

[১]। এই গাথা তিনটীতে প্রধানতঃ নানারূপ সুগন্ধি উদ্ভিদের নাম আছে। উন্নক, লোলুপ প্রভৃতি কয়েকটী নাম নিতান্ত অপরিচিত বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। বিভেদক = তাল গাছ।

[২]। পুরিসালু বা পুরিসল্লু কুণাল-জাতক, (২৬তম পৃষ্ঠ) = বড়বামুখপেক্খিয়োযক্খিনীয়ো (টীকাকার)। নলসন্নিভ = নলপুষ্পবর্ণ বৃক্ষকুক্কুর (টীকাকার)। তুলিকা = পক্ষবিড়াল অর্থাৎ বাদুড়। 'সুলোপী' একপ্রকার ক্ষুদ্র হরিণ। লঙ্ঘী ও চলনী দ্রুতগামী হরিণ (বাতমৃগ)। ঝাপিত মর্কট (মুখপোড়া) হনুমান্ কি? কালক = কৃষ্ণবর্ণ মৃগ (কৃষ্ণসার কি?)। চিত্রক-চিতা বাঘ নয় ত? কিন্তু দ্বীপীও ত চিতা। ৪১২ম গাথাতে 'শোণ' ও 'সিগালের' নাম আছে; কিন্তু ৪১০ম গাথাতেও এই জন্তুদ্বয়ের নাম পাওয়া গিয়াছে। 'পম্পক' নামটীও পরিত্যক্ত হইল। ইহা ৪১২ম গাথায় মর্কট-পর্য্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ যে ইহা কোন্ জীব, তাহা বুঝা গেল না। প্রচালক = গজকুম্ভমিগা (টীকাকার)। ৪১৩ম গাথার দ্বিতীয়ার্দ্ধে 'অট্ঠাপদ' শব্দ আছে। ইহা শরভ মৃগেরই নামান্তর; এজন্য পরিত্যক্ত হইল। কিন্তু ইহাতে 'ঊর্ণনাভ'ও বুঝাইতে পারে।

৪১৫-৪১৭. তিত্তির-লোহিতপৃষ্ঠ-শ্যেন-জীবঞ্জীব-
কুলাব-প্রতিকুত্তক-পম্পক-পেচক-
কপিঞ্জর মদ্দালক স্বর্গ-চেলকেতু-
গোধক তিত্তির-ভণ্ডু-পিক-চেলাবক-
কুক্কুহ-অঙ্গহেতুক প্রভৃতি বিহগে
আকীর্ণ সে বনভূমি; হয় মুখরিত
সতত অশেষবিধ রবে তাহাদের।[১]

৪১৮. চিত্ররাজি শতপত্র[২] সুমধুরস্বর
ভার্য্যাসহ মহানন্দে করে সেথা বাস,
কুজনে প্রতিকুজনে তুষি পরস্পরে।

৪১৯. বিহগ বিচিত্রপক্ষ, মঞ্জুস্বর[৩] কত
আছে সেথা, শ্বেত অক্ষিকূট যাহাদের
বিরাজে উভয় পার্শ্বে অতি মনোরম।

৪২০. নীলগ্রীব মঞ্জুস্বর ময়ূরমিথুন
কুজনে প্রতিকুজনে তোষে পরস্পরে।

৪২১-৪২৪. কুকুত্থক, কুলীরক, কুট্টক, সারস[৪]
হস্তিলিঙ্গ, মিষ্টস্বর শুনিয়া যাহার

---

[১]। ৪১৬ম গাথায় 'পিঙ্গুক' এবং ৪১৭ম গাথায় 'উহুঙ্কার' নাম আছে। দুইটীই পেচক=বাচক। প্রথমটী লক্ষ্মী পেঁচা এবং দ্বিতীয়টী কালপেঁচা বুঝায় কি? 'স্বর্গ' শব্দের সম্বন্ধে টীকাকার বলিয়াছেন, ইহা 'বানকসকুন'। কিন্তু তাহাতে কিছুই বুঝা যায় না। ব্যাগ্‌ঘিনাস = শ্যেন।

[২]। মূলে 'নীলক' আছে। টীকার পাঠান্তরে ইহাকে 'চিত্ররাজি শতপত্র' বলা হইয়াছে।

[৩]। মূলে 'মঞ্জুস্‌সরা সিতা' আছে। আমি 'সিতা' পদটী পরিত্যাগ করিলাম, কারণ পরবর্ত্তী 'চিত্রপেখুন' পদের সহিত ইহার বিরোধ। 'সিতার' পরিবর্ত্তে 'ঠিতা' পাঠও দেখা যায়; কিন্তু তাহাও অনাবশ্যক।

[৪]। পক্ষীদিগের সমাজে কুলীরককে টানিয়া আনা নিতান্তই বিসদৃশ হইয়াছে। 'কাড়ামেয্য' ও 'বলীযক্‌খ' এই দুইটী নাম নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। 'হিঙ্গুরাজ' স্পষ্টতঃ ভিঙ্গরাজ (ভৃঙ্গরাজ) শব্দের দুষ্ট পাঠান্তর। পাকহংস-সম্বন্ধে পঞ্চমখণ্ডের ২২২ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য। মূলের 'কোট্‌ঠ' আমি কুট্টক বা কাষ্ঠকুট্টক অর্থে গ্রহণ করিলাম। মূলের 'পোক্‌খরসতক' (পুষ্করসতক) বোধ হয় সারস। 'বারণ' পক্ষীর নাম দুই বার আছে। ইহা আমি 'হস্তিলিঙ্গ' অর্থে গ্রহণ করিয়া একবার মাত্র উল্লেখ করিলাম। 'হস্তিলিঙ্গ' সম্বন্ধে পঞ্চম খণ্ডের ২৬৩ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। এই সুদীর্ঘ বনবর্ণনের টীকায় যে সকল নামের ব্যাখ্যা দেওয়া গেল না, সেগুলি 'উদ্ভিদ-বিশেষ', 'জন্তু-বিশেষ' বা 'পক্ষিবিশেষ' বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—তাহাদের সনাক্ত করা অসাধ্য। টীকাকার 'আট' পক্ষীর সম্বন্ধে বলে যে ইহা 'দব্বীমূখ'।

সায়ংপ্রাতঃ প্রতিদিন যুড়ায় শ্রবণ।
শুক, শারি, ভৃঙ্গরাজ, কুক্কুশ, কুরর,
আট, পরিবদন্তিক, হংস, জীবঞ্জীব,
অতিবল পাকহংস, কদম্ব, দাত্যূহ,
পারাবত, রবিহংস, চক্রবাকগণ
(নদীতে বিচরে যারা),—বিবিধবরণ
এ সব বিহগ সেথা করে বিচরণ।
কেহ বা কুজন করে, কেহ বা তাহার
প্রতিকুজনের দ্বারা দিতেছে উত্তর।

৪২৫. সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই মাত্র বলি :
বিবিধ-বরণ সেথা পক্ষী অগণন
নিজ নিজ ভার্য্যাসহ মনের আনন্দে
কুজনে প্রতিকুজনে তোষে পরস্পরে।

৪২৬. বিবিধবরণ বিহঙ্গম অগণন
মুচলিন্দ সরোবরে—চৌদিকে তাহার—
বরষে অমৃতধারা মধুর কূজনে।

৪২৭. কোকিল-মিথুন সেথা আছে অগণন
ভার্য্যাসহ মহানন্দে বিচরে তাহারা
কূজনে প্রতিকূজনে তুষি পরস্পরে।

৪২৮. মুচলিন্দ সরোবরে—চৌদিকে তাহার—
কলকণ্ঠ পিকগণ করে বিচরণ
বরষি অমৃতধারা মধুর-কুজনে।

৪২৯. পৃষতে, কদলিমৃগে, এণি আর নাগে
আকীর্ণ সে বনভূমি; নানা পুষ্পলতা
পল্লবে কুসুমে করে সন্তাপ হরণ।

৪৩০. প্রচুর সর্ষপ সেথা। নীবার, কলায়,
শালি (যা'র ভাত রান্ধা যায় কাষ্ঠ বিনা);
আছে বহুপরিমাণে সে বনভূমিতে।

৪৩১. অই যে সম্মুখে তব একপদী পথ,
গেছে উহা ঋজুভাবে সে আশ্রমপদে।
উৎকণ্ঠা ও ক্ষুৎপিপাসা হয় বিদূরিত
প্রবেশ করিবামাত্র সেই শান্ত স্থানে।
সেখানে সদারাপত্য রাজা বিশ্বন্তর

তপস্যা-নিয়ত হয়ে আছেন এখন।

৪৩২. ব্রাহ্মণের বেশ তিনি করেন ধারণ :
শিরে জটা; চর্ম্ম বাস; শয্যা ভূমিতল;
চমস লইয়া হস্তে হুতাশনে তিনি
প্রণমি আহুতি নিত্য দেন যথাবিধি।"

৪৩৩. শুনি অচ্যুতের কথা জূজক তখন
হৃষ্টমনে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাকে
চলিল সত্বর সেই আশ্রমাভিমুখে
যেথা রাজা বিশ্বন্তর করেন বসতি।

মহাবন বর্ণন সমাপ্ত।

(৮)

অচ্যুত যে পথ বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহার অনুসরণ করিয়া জূজক প্রথমে চতুরস্র সরোবরে উপস্থিত হইল। তখন সে ভাবিল, 'আজ অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হইয়াছে; মাদ্রী এ সময় নিশ্চয় অরণ্য হইতে আশ্রমে ফিরিয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা নানা বিঘ্ন ঘটায়; কাল যখন তিনি আবার বনে যাইবেন, তখন আমি আশ্রমে গিয়া বিশ্বন্তরের নিকট তাঁহার পুত্র ও কন্যাকে যাচঞা করিব, এবং তাঁহার ফিরিবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে লইয়া প্রস্থান করিব।' ইহা স্থির করিয়া সে একটা শৈলের উপর উঠিয়া একটু ভাল স্থান দেখিয়া সেখানে শয়ন করিল।

'সেই রাত্রিতে মাদ্রী স্বপ্ন দেখিলেন যে, একটা লোক যেন দুইখানি কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া তর্জ্জন করিতে করিতে আসিয়াছে। তাহার কর্ণদ্বয়ে রক্তবর্ণের মালা; হস্তে আয়ুধ। সে পর্ণশালায় প্রবেশপূর্ব্বক মাদ্রীর জটা ধরিয়া টানিতে টানিতে যেন তাঁহাকে ভূতলে উত্তান করিয়া ফেলিল; মাদ্রী চীৎকার করিতে লাগিলেন; সে যেন তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার চক্ষু দুইটী উৎপাটন করিল,বাহু দুইখানি ছেদন করিল এবং তাঁহার বক্ষঃস্থল চিরিয়া নিঃসৃত রক্তধারা এবং হৃদয়মাংস লইয়া চলিয়া গেল। নিদ্রা ভঙ্গের পর মাদ্রী ভীতত্রস্ত ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'হায়, কি দুঃস্বপ্ন দেখিলাম! বিশ্বন্তর ব্যতীত অন্য কেহই এ স্বপ্নের কারণ বলিতে পারিবেন না; তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' অনন্তর তিনি গিয়া মহাসত্ত্বের দ্বারে আঘাত করিলেন। মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" মাদ্রী বলিলেন, "প্রভো, আমি মাদ্রী।" "ভদ্রে, আমরা যে ব্রত অনুষ্ঠান করিতেছি, তাহা ভঙ্গ করিয়া অকালে আসিলে কেন?" "প্রভো, আমি কামবশে আসি নাই; একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি; (তাহারই ফল জানিবার জন্য আসিয়াছি)।" "বল ত, কি দুঃস্বপ্ন দেখিলে।" মাদ্রী যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন

তাহা আনুপূর্ব্বিক বলিলেন। বিশ্বন্তর এই স্বপ্নের তাৎপর্য্য বুঝিয়া ভাবিলেন, 'আমার দানপারমিতা পূর্ণ হইবে; কাল একজন যাচক আসিয়া আমার পুত্র ও কন্যাকে যাচঞা করিবে। এখন মাদ্রীকে আশ্বাস দিয়া বিদায় করা যাউক।' তিনি বলিলেন, "ভদ্রে, দুঃশয়ন ও দুর্ভোজনবশতঃ বোধ হয় তোমার চিত্ত ব্যাকুলিত হইয়াছে; তুমি ভয় করিও না।" মাদ্রীকে এইরূপ ভুলাইয়া ও আশ্বাস দিয়া তিনি বিদায় দিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে মাদ্রী সমস্ত প্রাতঃকর্ত্তব্য সম্পাদনপূর্ব্বক পুত্র ও কন্যাকে আলিঙ্গন করিয়া ও তাহাদিগের মস্তক চুম্বন করিয়া বলিলেন, "আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি; তোমরা আজ একটু সাবধান থাকিও।" তিনি মহাসত্ত্বের তত্ত্বাবধানে শিশু দুইটী রাখিবার কালেও বলিলেন, "প্রভো, ইহাদের দিকে সাবধানে দৃষ্টি রাখিবেন।" অনন্তর ঝুড়ি প্রভৃতি লইয়া চক্ষুর জল পুঁছিতে পুঁছিতে তিনি ফলমূলাহরণের জন্য বনে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে জূজক ভাবিল, 'এতক্ষণ বোধ হয় মাদ্রী আশ্রম হইতে চালিয়া গিয়াছেন।' সে পর্ব্বতসানু হইতে অবতরণ করিয়া একপদী পথে আশ্রমাভিমুখে অগ্রসর হইল। মহাসত্ত্ব পর্ণশালা হইতে বাহির হইয়া একখানা পাষাণফলকে সুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় উপবেশন করিয়া ভাবিতেছিলেন, 'এখনই যাচক উপস্থিত হইবে।' ফলতঃ সুরাসক্ত ব্যক্তি সুরাপিপাসু হইয়া যেমন কোন্ পথে সুরা আসিবে, তাহা দেখিতে থাকে, তিনিও সেইরূপ যাচকের আগমনমার্গ অবলোকন করিতেছিলেন। শিশু দুইটী তখন তাঁহার পাদমূলে ক্রীড়া করিতেছিল। পথের দিকে অবলোকনপূর্ব্বক মহাসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে আসিতে দেখিয়া, এই সাত মাস তিনি যে দানরূপ ভার নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহাই যেন পুনর্ব্বার স্কন্ধে লইয়া বলিলেন, "আসিতে আজ্ঞা হউক, ব্রাহ্মণ।" অনন্তর তিনি প্রীতমনে জালীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

৪৩৪. উঠিয়া দাঁড়াও, বৎস। আসিলেন বুঝি
ব্রাহ্মণ এখানে কেহ। দেখিয়া ইঁহাকে
জাগে আজ মনে পূর্ব্ব দানের বৃত্তান্ত;
ইহতেছে পুলকিত সর্ব্বাঙ্গ আনন্দে।

ইহা শুনিয়া কুমার বলিলেন :

৪৩৫. দেখিতেছি আমিও, আসিছে একজন;
ব্রাহ্মণের মত ওর আকার প্রকার।
আসিতেছে হেন ভাবে, চায় যেন কিছু।
অতিথি হবে এ ব্যক্তি আজ আমাদের।

ইহা বলিয়া আগন্তুকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য জালী আসন হইতে উঠিয়া তাহার প্রত্যুদগমন করিল এবং নিজে তাহার পুটুলি বহন করিতে চাহিল।

তাহাকে দেখিয়া জূজক ভাবিল, ‘এই ছেলেটাই বোধ হয় বিশ্বন্তরের পুত্র জালী কুমার; প্রথমেই ইহাকে পরুষবাক্য বলিব।’ সে “দূর হ, দূর হ” বলিয়া আঙ্গুলে তুড়ি দিতে লাগিল। কুমার ভাবিল, লোকটা অতি পরুষস্বভাব। সে তাহার দেহে পুরুষের অষ্টাদশ দোষ[১] দেখিতে পাইল। এ দিকে জূজক বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া প্রীতিসম্ভাষণ করিল :

৪৩৬. কুশল ত, প্রভো, তব? শারীরিক মানসিক
কোনরূপ অসুখ ত নাই?
করেন ত উঞ্ছদ্বারা জীবন যাপন হেথা?
ফল মূল পান ত সদাই?

৪৩৭. দংশমশকাদি কীট, সরীসৃপগণ আর
তত বেশী নাই ত এখানে?
ব্যাঘ্যাদি শ্বাপদ কভু করে না ত উপদ্রব
আপনার এ ভীষণ বনে?

বোধিসত্ত্ব তাহাকে প্রতিসম্ভাষণ করিলেন :

৪৩৮. কুশল, ব্রাহ্মণ মোর; শারীরিক মানসিক
কোনরূপ অনাময় নাই;
উঞ্ছদ্বারা করি আমি জীবন যাপন হেথা;
ফলমূল সুপ্রচুর পাই।

৪৩৯. দংশমশকাদি কীট, সরীসৃপগণ আর
নাই হেথা বলিলেই চলে;
শ্বাপদ-সঙ্কুল বনে বাস করি এত দিন
জানি না ক হিংসা কারে বলে?[২]

৪৪০. সপ্তমাস এই বনে যাপিলাম মহাদুঃখে
অতিথি না পেয়ে কোন কালে;
দেবকল্প ব্রাহ্মণের পাইলাম দরশন
অহো আজ কি সৌভাগ্যবলে।
হস্তে শোভে বংশদণ্ড, অগ্ন্যাধান, কমণ্ডলু;
দেখি তব এ পবিত্র বেশ
এত দিন পরে আজ পাইনু পরমা প্রীতি;

---

[১]। পরবর্ত্তী ৪৭৪–৪৭৬ সংখ্যক গাথায় এই দোষগুলি বর্ণিত হইবে।

[২]। এই গাথা চারিটী এবং পরবর্ত্তী ৪৪১ম হইতে ৪৪৩ম গাথা পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৫৭ম হইতে ৩৬৪ম গাথারই পুনরুক্তি।

উপজিল আনন্দ অশেষ।

৪৪১. স্বাগত, হে বিপ্রবর! তব আগমনে আজ
অতিহৃষ্ট হ'ল মোর মন;
প্রবেশি কুটীরে এবে কর পাদ প্রক্ষালন;
হও তুমি কল্যাণভাজন।

৪৪২. তিন্দুক, পিয়াল আর মধুকাদি ক্ষুদ্রফল
আছে হেথা প্রচুর প্রমাণ;
ক্ষুন্নিবৃত্তি তরে তুমি সে সব ভোজন কর
বার বার, যত চায় প্রাণ।

৪৪৩. পর্ব্বতকন্দর হ'তে নির্ম্মল শীতল জল
রাখিয়াছি করি আনয়ন;
ইচ্ছা যদি হয়, তবে পান করি অই জল
কর তুমি পিপাসা দমন।

ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ বিনা কারণে এই মহারণ্যে আগমন করেন নাই; অতএব বিলম্ব না করিয়া ইঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করা যাউক।' তিনি বলিলেন :

৪৪৪. কি উদ্দেশ্যে—কি কারণ হেথা আগমন,
জিজ্ঞাসি তোমায় আমি, বল, হে ব্রাহ্মণ।

জূজক বলিল :

৪৪৫. মহানন্দ অবিরত করি বারি দান
কখন(ও) না হয়, ভূপ, যথা ক্ষীয়মাণ,
যাচকেরা তোমাকেও ভাবে সেই মত,
ভাবে তারা হবে না ক কভু প্রত্যাখ্যাত।
তব পুত্র-কন্যা আমি এসেছি যাচিতে;
দাও শিশু দু'টী তুমি আমায় তুষিতে।

লোকে প্রসারিত হস্তে সহস্রমুদ্রাপূর্ণা স্থবিকা পাইলে আনন্দিত হয়[১] জূজকের প্রার্থনা শুনিয়া বিশ্বন্তরও সেইরূপ আনন্দিত হইলেন। তিনি পর্ব্বতপাদ উন্নাদিত করিয়া বলিলেন :

৪৪৬. অকম্পিত চিত্তে দিনু এই শিশুদ্বয়;
করিলাম প্রভু এবে এদের তোমায়।

---

[১]। বিশ্বন্তর যখন ভূমিষ্ঠ হন, তখন পৃষতী তাঁহার প্রসারিত হস্তে এইরূপ একটা থলি দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এখানে সেই বৃত্তান্তের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে।

গিয়াছেন প্রাতে বনে রাজার নন্দিনী;
সায়াহ্নে সংগ্রহি উঞ্ছ ফিরিবেন তিনি।

৪৪৭. এক রাত্রি বাস হেথা করহ, ব্রাহ্মণ;
শিশু দু'টী লয়ে প্রাতে করিবে গমন।
মাদ্রী আসি শিশুদ্বয়ে করাবেন স্নান;
করিবেন ইহাদের মস্তক আঘ্রাণ;
বিবিধ ফুলের মালা দিয়া সুশোভন
সাজাবেন পুত্র-কন্যা মনের মতন।

৪৪৮. এক রাত্রি বাস হেথা করহ, ব্রাহ্মণ;
শিশুদু'টী লয়ে প্রাতে করিবে গমন।
বিবিধ কুসুমদামে হয়ে সুশোভিত
চন্দনাদি নানা গন্ধে হয়ে অনুলিপ্ত,
নানাবিধ ফলমূল করিয়া গ্রহণ
প্রাতে এরা সঙ্গে তব করিবে গমন।

জূজক বলিল :

৪৪৯. থাকিতে না চাই হেথা; প্রস্থানই ভাল মনে করি, রথিবর;
পাছে কোন বিঘ্ন ঘটে, এহেতু প্রস্থান আমি করিব সত্বর।

৪৫০. নারী নয় দানশীলা; সীতা, অর্থী, উভয়ের(ই) প্রতিকূলে যায়;
জানে মন্ত্র, যা'র বলে নিশ্চিত অর্থের মধ্যে অনর্থ ঘটায়।

৪৫১. শ্রদ্ধাবশে দানকালে মাতার(ও) না মুখ যেন দেখে কোন জন;
দেখিলে সে পাবে বাধা তিলেন না তিষ্ঠি, তাই, করিব গমন।

৪৫২. ডাক সুতসুতা তব; জননীকে তা'রা যেন না পারে দেখিতে;
শ্রদ্ধাবশে দিলে দান দাতারা প্রচুর পুণ্য পারেন অর্জ্জিতে।

৪৫৩. ডাক সুতসুতা তব, জননীকে তা'রা যেন না পায় দেখিতে;
তুষিলে আমায় দানে নিশ্চয় ত্রিদিবে, ভূপ, পারিবে যাইতে।

বিশ্বন্তর বলিলেন :

৪৫৪. পতিব্রতা ভার্য্যা মোর, দেখিতে তাঁহারে কিন্তু
যদি তুমি না চাও, ব্রাহ্মণ,
ল'য়ে এই শিশুদ্বয়ে পিতামহে ইহাদের একবার করাও দর্শন।

৪৫৫. হেরি এ মধুরভাষী শিশু দু'টী পিতা মোর পাইবেন আনন্দ অপার;
নিশ্চয় প্রফুল্লচিত্তে সুপ্রচুর ধন তিনি দিবেন তোমায় পুরস্কার।

জূজক বলিল :

৪৫৬. পাই ভয়, রাজপুত্র, চোর বলি রাজা পাছে
সর্ব্বস্ব আমার কাড়ি লন,
দেন দণ্ড, দাসরূপে বিক্রয় করেন মোরে,
কিংবা মোরে করেন নিধন।
যাবে ধন, যাবে দাস, তখন দুর্দ্দশা মম
কি হইবে দেখ ভাবি মনে;
রিক্তহস্ত দেখি মোরে গৃহিণী ধিক্কার দিবে;
গৃহে আমি তিষ্ঠিব কেমনে?

বিশ্বন্তর বলিলেন :

৪৫৭. সুকুমার, প্রিয়ভাষী দেখিলে এ শিশু দু'টী শিবিরাজ ধার্ম্মিকপ্রধান
হবেন প্রফুল্লচিত্ত, নিশ্চয় তোমায় তিনি করিবেন বহু ধন দান।

জূজক বলিল :

৪৫৮. যে আদেশ তুমি দিতেছ আমায়,
পারিব না তাহা করিতে পালন।
পুত্রকন্যা তব লয়ে যাব আমি
ব্রাহ্মণীর পরিচর্য্যার কারণ।

এদিকে জূজকের পরুষবাক্য শুনিয়া শিশু দুইটী প্রথমে পর্ণশালার পশ্চাদভাগে পলাইয়া গেল এবং সেখান হইতে আবার পলাইয়া একটা নিবিড় গুল্মের মধ্যে লুকাইয়া রহিল। কিন্তু এখানেও তাহারা বেশীক্ষণ থাকিতে পারিল না; তাহারা আশঙ্কা করিতে লাগিল, জূজক বুঝি আসিয়া তাহাদিগকে ধরিল। তাহারা কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে নানাদিকে ছুটিতে লাগিল, সেই চতুরস্র পুষ্করিণীর তীরে গিয়া বল্কলচীবর কষিয়া বান্ধিয়া জলে নামিল এবং পদ্মের পাতা দিয়া মাথা ঢাকিয়া জলের মধ্যে লুকাইয়া রহিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৪৫৯. শুনি জূজকের পরুষ বচন
জালী, কৃষ্ণাজিনা বড় ভয় পায়।
হস্ত হ'তে তার পরিত্রাণ হেতু
এদিকে ওদিকে ছুটিয়া পলায়।

জূজক শিশু দু'টীকে দেখিতে না পাইয়া বোধিসত্ত্বকে গালি দিতে লাগিল। সে বলিল, "অহে বিশ্বন্তর, তুমি এখনই আমাকে শিশু দু'টী দিলে; কিন্তু আমি যেমন বলিলাম, আমি জেতুত্তরে যাইব না, শিশু দু'টীকে লইয়া ব্রাহ্মণীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিব, অমনি তুমি ইঙ্গিত করিয়া তাহাদিগকে সরাইলে; আর, কিছুই যেন জান না, এই ভাবে বসিয়া রহিলে! বুঝিলাম, এ ভূভারতে তোমার

মত মিথ্যাবাদী দ্বিতীয়টী নাই।” জূজকের ভর্ৎসনায় মহাসত্ত্ব কম্পিত হইলেন; ভাবিলেন, তাঁহার পুত্রকন্যা বুঝি পলায়ন করিয়াছে। তিনি বলিলেন, “ব্রাহ্মণ, তোমার চিন্তার কারণ নাই। আমি শিশু দুইটীকে আনিয়া দিতেছি।” অনন্তর আসন ত্যাগ করিয়া তিনি প্রথমে পর্ণশালার পৃষ্ঠভাগে গেলেন, বুঝিলেন যে তাহারা সেখান হইতে নিবিড় গুল্মে প্রবেশ করিয়াছে। সেখানে গিয়া পদচিহ্ন দেখিয়া তিনি পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইলেন এবং স্থির করিলেন যে তাহারা জলে নামিয়া রহিয়াছে। তখন তিনি “বৎস জালী, বৎস্য জালি” বলিয়া ডাকিলেন এবং দুইটী গাথা বলিলেন :

৪৬০. এস, প্রিয় পুত্র, হেথা; এস, প্রাণধন!
দানপারমিতা মোর করহ পূরণ।
কর সিক্ত প্রীতিরস হৃদয়ে আমার;
পালহ আদেশ, বৎস, পিতার তোমার।

৪৬১. হও তুমি নৌকা মোর, জালী প্রাণধন,
তরিব যাহাতে ভবসাগর ভীষণ;
আর না হইবে জন্ম; লভিব যে আমি
নির্ব্বাণ-অমৃত, দেবলোক অতিক্রমি।

মহাসত্ত্ব “বৎস জালী, বৎস জালি” বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন; কুমার পিতার স্বর শুনিতে পাইয়া ভাবিল, ‘ব্রাহ্মণ আমাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করুক; আমি পিতার আদেশের বিরুদ্ধে যাইব না।’ সে মাথা তুলিয়া ও পদ্মের পাতাগুলি সরাইয়া জল হইতে উপরে উঠিল এবং মহাসত্ত্বের দক্ষিণ পাদমূলে পড়িয়া তাঁহার গুল্‌ফ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। মহাসত্ত্ব বলিলেন, “বৎস, তোমার ভগিনী কোথায়?” জালী বলিল, “বাবা, প্রাণিমাত্রেই ভয় উপস্থিত হইলে আপন আপন প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা করে।” মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, অঙ্গীকারানুসারে তাঁহাকে দুইটী শিশুই দিতে হইবে। তিনি “বৎসে কৃষ্ণে” বলিয়া ডাকিলেন এবং দুইটী গাথা বলিলেন :

৪৬২. এস, বৎসে কৃষ্ণাজিনা, এস প্রাণধন;
দানপারমিতা মোর করহ পূরণ।
কর সিক্ত প্রীতিরস হৃদয়ে আমার;
পালহ আদেশ, বৎসে, পিতার তোমার।

৪৬৩. হও তুমি নৌকা মোর, কৃষ্ণে প্রাণধন,
তরিব যাহাতে ভবসাগর ভীষণ।
আর না হইবে জন্ম, লভিব যে আমি
নির্ব্বাণ-অমৃত দেবলোক অতিক্রমি।

ইহা শুনিয়া কৃষ্ণাও ভাবিল, 'আমি পিতার আদেশের বিরুদ্ধে চলিব না।' সে জল হইতে উঠিয়া মহাসত্ত্বের পাদমূলে পতিত হইল এবং দৃঢ়রূপে তাঁহার গুল্‌ফ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। শিশু দুইটীর অশ্রুবিন্দুগুলি মহাসত্ত্বের প্রফুল্লপদ্মসঙ্কাশ পাদপৃষ্ঠে এবং তাঁহার অশ্রুবিন্দুগুলি তাহাদের সুবর্ণফলকোপম পৃষ্ঠোপরি পড়িতে লাগিল। মহাসত্ত্ব শিশুদ্বয়কে উঠাইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "বৎস জালী, তুমি কি জান না যে, দান করিয়াই আমি পরমপরিতোষ লাভ করি? তুমি আমার মরোরথ পূর্ণ কর।" অনন্তর, লোকে যেমন গরুর মূল্য নির্দ্ধারণ করে, তিনিও সেইরূপে শিশু দুইটীর মূল্য নির্দ্ধারণ করিলেন। তিনি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস জালী, তুমি যদি দাসত্বমুক্ত হইতে চাও, তবে ব্রাহ্মণকে এক সহস্র নিষ্ক দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিবে। তোমার ভগিনী সুন্দরী; যদি কোন নীচ জাতীয় লোক ব্রাহ্মণকে অর্থ দিয়া ইহাকে দাসত্বমুক্ত করে, তবে ইহার জাতিনাশ হইবে। এইজন্য তোমার ভগিনী দাসত্বমুক্ত হইতে চাহিলে ব্রাহ্মণকে যেন একশত দাস, একশত দাসী, একশত হস্তী, একশত অশ্ব, একশত বৃষ এবং একশত নিষ্ক দেয়।" এইরূপে তিনি শিশু দুইটীর মূল্য নির্দ্দেশ করিলেন, তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং কমণ্ডুলুতে জল লইয়া বলিলেন, "এস, ব্রাহ্মণ।" অনন্তর তিনি সর্ব্বজ্ঞতালাভের জন্য প্রার্থনা করিয়া ভূমিতে জল নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "সর্ব্বজ্ঞতালাভ আমার পক্ষে শতগুণে, সহস্রগুণে, সহসহস্র গুণে প্রিয়তর।" এই বাক্যে পৃথিবী নিনাদিত করিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে প্রিয় পুত্র ও কন্যা দান করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৪৬৪-৪৬৫. জালী ও কৃষ্ণাজিনার হাত ধরি বিশ্বন্তর
ব্রাহ্মণকে করিলেন দান;
দিলেন তাহাই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যাহা—
ছিল তাঁর যে দু'টী সন্তান।

৪৬৬. সুত, সুতা, উভয়কে ব্রাহ্মণকে দান যবে
করিলেন হৃষ্টমনে তিনি,
হেরি এ অদ্ভুত ত্যাগ শিহরিল সর্ব্ব লোক;
দানতেজে কাঁপিল মেদিনী।

৪৬৭. সুখসম্বর্দ্ধিত যারা হয়েছিল এতকাল,
হেন সুত সুতাকে যখন
শিবিপতি বিশ্বন্তর সে নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণকে
হৃষ্টমনে করিলা অর্পণ,
"অহো কি অদ্ভূত ত্যাগ!" বলে ত্রিভুবনবাসী;

চৌদিক পূরিল কোলাহলে
শিহরিল সর্ব্বলোক হেরি এ অপূর্ব্বদান;
"ধন্য, ধন্য" সকলেই বলে।

'আমার দান সুন্দররূপে (অকুণ্ঠিতচিত্তে) প্রদত্ত হইয়াছে,' ইহা ভাবিয়া মহাসত্ত্ব প্রীতি লাভ করিলেন এবং শিশুদ্বয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। জূজক বনগুল্মে প্রবেশ করিয়া দাঁত দিয়া একটা লতা কাটিয়া আনিল; উহা দিয়া কুমারের দক্ষিণ হস্তের সহিত কুমারীর বামহস্ত বান্ধিল এবং তাহাদিগকে ঐ লতারই একপ্রান্ত দিয়া আঘাত করিতে করিতে লইয়া চলিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৪৬৮. নিঠুর ব্রাহ্মণ আনিল তখন
দাঁত দিয়া লতা করিয়া ছেদন।
লতার আঘাতে দু'জনে তাড়ায়।
কান্দিল তাহাতে শিশু দু'টী, হায়!

৪৬৯. বান্ধি রজ্জু'পাশে, দণ্ডের আঘাতে
শিশু দু'টী সেই যায় তাড়াইয়া;
এ দারুণ দৃশ্য অবিকৃতমনে
নাগিলা দেখিতে রাজা দাঁড়াইয়া।

কুমার ও কুমারীর দেহে যে যে স্থানে আঘাত লাগিল, সেই সেই স্থানেই চর্ম্ম ছিঁড়িয়া গেল ও রক্ত বাহির হইল। প্রহারের কালে তাহারা ভয় পাইয়া পিঠাপিঠি হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। অতঃপর, এক বিষম স্থান দিয়া যাইবার কালে ব্রাহ্মণের পদস্খলন হইল এবং সে আছাড় পড়িল। অমনি শিশু দুইটীর কোমল হস্ত হইতে সেই কঠিন লতাপাশ খুলিয়া গেল; তাহারা কান্দিতে কান্দিতে গিয়া মহাসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৪৭০. ব্রাহ্মণের হস্ত হ'তে মুক্তি করি লাভ
শিশুদু'টী ফিরি গিয়া সাশ্রুনেত্রে, হায়,
পিতার নিকটে তাঁর মুখ পানে চায়।

৪৭১. অশ্বত্থপত্রের মত কাঁপিতে কাঁপিতে
পিতার চরণ তারা করিল বন্দন।
প্রণমি বলিল জালী এতেক বচন :

৪৭২. মা নাই আশ্রমে এবে; তবু, বাবা, তুমি
দিতেছ এ ব্রাহ্মণকে আমা দুই জনে।
ক্ষণেক অপেক্ষা কর; মা আসুন ফিরি;

দেখি তাঁরে একবার জনমের মত।
করো শেষে ব্রাহ্মণকে, বাবা, তুমি দান।

৪৭৩. মা নাই আশ্রমে এবে; তবু বাবা তুমি
দিতেছ এ ব্রাহ্মণকে আমা দুই জনে!
যাবৎ না আশ্রমে মা আসিবেন ফিরি,
আমা দুইজনে, বাবা, দিও না ক তুমি।
তার পর যাহা ইচ্ছা করুক ব্রাহ্মণ;—
বেচুক অথবা প্রাণ বধুক মোদের।

৪৭৪. কাকের পায়ের মত পা দু'খানা ওর;[১]
নখগুলি আধা ভাঙ্গা; ঝুলে নানা স্থানে
লোলমাংস পিণ্ডাকারে শরীরে উহার;
উত্তরোষ্ঠ ঢাকিয়াছে অধরোষ্ঠখানি;
মুখ হ'তে লালাস্রোত হ'তেছে বাহির;
শূকরের দন্তবৎ লম্বা লম্বা দাঁত;
নাকটা গিয়াছে যেন ভেঙ্গে মাঝখানে;

৪৭৫. কলসীর মত মোটা উদর উহার;
পিঠ বাঁকা,—কেন যেন দিয়াছে ভাঙ্গিয়া—
এক চক্ষু ছোট ওর, এক চক্ষু বড়;
লাল দাড়ি, কটা চুল, লোলচর্ম্ম দেহে;
দেখা যায় তা'র পরি তিলক বহুল;

৪৭৬. পিঙ্গল, ত্রিভঙ্গ—কটিস্কন্ধপৃষ্ঠে বাঁকা;
বিকলাঙ্গ, অতিদীর্ঘ, পরুষস্বভাব
ব্রাহ্মণ অজিনবাসা অহো কি ভীষণ!
রাক্ষসের মত মূর্ত্তি দেখি ভয় পায়।

৪৭৭. বল কি মানুষ ওরে, কিংবা যক্ষ ঘোর,
মাংসভুক্, রক্তপায়ী? আসি গ্রাম হ'তে
এই মহাবনে ধন যাচে তব ঠাঁই!
তব পুত্রকন্যা দু'টী এমন পিশাচে

---

[১]। এই গাথাত্রয়ে অষ্টাদশবিধ পুরুষদোষ বর্ণিত হইয়াছে। মূলে জূজককে 'বলঙ্কপাদ' বলা হইয়াছে। 'বল' = কাক; জূজকের পায়ের নখগুলি লম্বা লম্বা ও আঁকা বাঁকা, এইরূপ ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। টীকাকার ইহার অর্থ দিয়াছেন 'পত্থরিতপাদ' অর্থাৎ যাহার পা খুব চওড়া।

যাবে লয়ে; তুমি যাহা দেখিবে বসিয়া!

৪৭৮. নিশ্চয় তোমার হিয়া গঠিত পাষাণে,
লৌহপাশে বদ্ধ তাহা! সন্তান তোমার
এত দুঃখ পায়, তবু কিছুই না যেন
জান তুমি, হেনভাবে রয়েছ বসিয়া!
এ মহানিষ্ঠুর ধনপিপাসু ব্রাহ্মণ
বান্ধিয়া প্রহার করে সন্তানে তোমার,
বান্ধি লয়ে যায় লোকে গরুকে যেমন;
তথাপি মধ্যস্থভাবে তুমি উদাসীন!

৪৭৯. কৃষ্ণা ত নিতান্ত শিশু; দুঃখ সে জানে না;
যূথভ্রষ্টা হরিণপোতিকা যে প্রকার
স্তন্যতরে কান্দে, বাবা, কৃষ্ণাও তেমনি
কান্দিতেছে; মরিবে সে না পাইলে মাকে।
থাকিতে এখানে তারে দাও অনুমতি।

কুমারের ঈদৃশী কাতরোক্তি শুনিয়াও মহাসত্ত্ব কোন উত্তর দিলেন না। অতঃপর কুমার মাতাপিতাকে উদ্দেশ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল :

৪৮০. জন্মিলেই দুঃখ নানা পায় জীবগণ[১];
কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বড় এই দুঃখ মোর—
পাব না দেখিতে আর মায়েরে আমার।

৪৮১. জন্মিলেই দুঃখ নানা পায় জীবগণ;
কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বড় এই দুঃখ মোর—
পাব না দেখিতে আর বাবাকে আমার।

৪৮২. না দেখিতে পেয়ে চারুদর্শনা কৃষ্ণাকে
কান্দিবেন চিরদিন দুঃখিনী জননী।

৪৮৩. না দেখিতে পেয়ে চারুদর্শনা কৃষ্ণাকে
কান্দিবেন চিরদিন শোকার্ত জনক।

৪৮৪. না দেখিতে পেয়ে চারুদর্শনা কৃষ্ণাকে
কান্দিবেন চিরদিন আশ্রমে জননী।

৪৮৫. না দেখিতে পেয়ে চারুদর্শনা কৃষ্ণাকে
কান্দিবেন চিরদিন আশ্রমে জনক।

---

[১]। ৪৮০ হইতে ৪৮৭ম গাথাগুলি শ্যামজাতকের ১৯শ প্রভৃতি গাথার সঙ্গে তুলনীয়।

৪৮৬. সায়াহ্নে, নিশীথে, শেষ যামে জাগি থাকি
কান্দিবেন চিরকাল দুঃখিনী জননী;
হইবেন শোকশীর্ণা, হয় যে প্রকার
স্বল্পতোয়া স্রোতস্বতী নিদাঘের তাপে।

৪৮৭. সায়াহ্নে, নিশীথে, শেষ যামে জাগি থাকি
কান্দিবেন চিরকাল, দুঃখিনী জনক;
হইবেন শোকশীর্ণা, হয় যে প্রকার
স্বল্পতোয়া স্রোতোবহ নিদাঘের তাপে।

৪৮৮. এই জম্বুবৃক্ষ সব, নিষিন্দা, বেদিশ,—
বিবিধ এসব তরু ত্যজিয়া আমরা
চলিলাম আজ ক্রুর ব্রাহ্মণের সাথে!

৪৮৯. অশ্বত্থ-পনস-বট-কপিত্থাদি নানা।
ফলবান বৃক্ষ আছে এ রম্য আশ্রমে;
ত্যজি এ সকল আজি চলিলাম, হায়!

৪৯০. এই যে আরাম সব, নদী মনোহরা,
হরে তৃষ্ণা সুশীতল জল দিয়া যাহা,
খেলিতাম যেথা মোরা সুখে এত দিন—
ত্যজি এ সকল আজি চলিলাম হায়!

৪৯১. অই যে ফুটিয়া আছে পর্ব্বত উপরি
বিবিধ কুসুমরাজি, পরিতাম যাহা
আভরণরূপে অঙ্গে এত দিন মোরা—
ত্যজি ও সকল আজি চলিলাম; হায়।

৪৯২. অই যে রয়েছে পাকি পর্ব্বত উপরি
বিবিধ মধুর ফল, খাইতাম যাহা
এতদিন মহাসুখে মোরা দুইজন—
ত্যজি ও সকল আজি চলিলাম, হায়!

৪৯৩. হস্তি-অশ্ব-বৃষ আদি বিবিধ জন্তুর
প্রতিকৃতি গড়ি মোরা করিতাম খেলা—
ত্যজি সে সকল আজি চলিলাম, হায়।

কুমার ভগিনীর সঙ্গে যখন এইরূপ পরিদেবন করিতেছিল, তখনই জূজক আসিয়া আবার তাহাদিগকে ধরিল এবং প্রহার করিতে করিতে লইয়া চলিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৪৯৪. শিশু দু'টী টানি লয়ে যেতেছিল জূজক যখন
বলিতে লাগিল তারা পিতাকে করিয়া সম্বোধন
"দেখিও মায়েরে বাবা, সুখে তাঁরে রেখ সর্ব্বক্ষণ,
তুমিও করোনা দুঃখ; সুখে কাল করহ যাপন।

৪৯৫. এ সব খেলার দ্রব্য—হস্তী, অশ্ব, বৃষ আমাদের
দিও তাঁকে, দেখি তাঁর উপশম হইবে শোকের।

৪৯৬. এ সব খেলার দ্রব্য—হস্তী, অশ্ব, বৃষ আমাদের
দেখিলে তাঁহার কিছু উপশম হইবে শোকের।"

পুত্রকন্যার জন্য মহাসত্ত্ব মহাশোক অনুভব করিলেন, তাঁহার হৃদয়মাংস উষ্ণ হইল; তিনি সিংহধৃত গজের ন্যায়,—রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন, কিছুতেই প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলেন না। তিনি অশ্রুপূর্ণনেত্রে পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া করুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৪৯৭. ক্ষত্রিয়প্রবর রাজা বিশ্বন্তর
করি দান গেলা কুটীর ভিতর।
লাগিলা করিতে করুণ বিলাপ,
দুঃসহ তাঁহার শোকের সন্তাপ।

৪৯৮. "কান্দিবে যখন ক্ষুধায় তৃষ্ণায়,
সন্ধ্যাকালে, পরিবেষণ-বেলায়,[১]
অনাথ এ দু'টী শিশুকে তখন
খাদ্য ও পানীয় দিবে কোন জন?

৪৯৯. সন্ধ্যাকালে, পরিবেষণ-বেলায়
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আজ শিশুদ্বয়
বলিবে যখন, 'দাও, মা খাবার,
বড় খিদে, মা গো, পেয়েছে আমার'
কে চাহিবে তাহাদের মুখপানে?
কে তুষিবে, হায়, খাদ্যপেয়-দানে?

৫০০. নাই যে পাদুকা তাহাদের পায়।
কিরূপে তাহারা ছুটি যাবে, হায়?
কাঁপিবে পা যবে শ্রমে আর ভয়ে,

---

[১]। মূলে 'সংবেসনাকালে' আছে। টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন, 'মহাজনস্স পরিভুঞ্জনকালে'। ব্রহ্মদেশীয় পুস্তকে 'পরিবেসনা' আছে।

হাত ধরি কেবা যাইবেক লয়ে?

৫০১. করে নি বাছারা কিছুমাত্র দোষ,
তথাপি ব্রাহ্মণ দেখাইল রোষ।
আমার(ই) সম্মুখে করিতে প্রহার
তিলমাত্র লজ্জা হইল না তার।
অহো কি নির্লজ্জ ও ক্রুর ব্রাহ্মণ।
বিনা অপরাধে করে সে পীড়ন।

৫০২. রাজ্যভ্রষ্ট আমি হয়েছি এখন;
তবু যদি কেহ করয় শ্রবণ,
দাস-অনুদাস অমুক আমার,
পারে কি সে তারে করিতে প্রহার?
করিলেও, হবে লজ্জিত নিশ্চয়।
কিন্তু ও ব্রাহ্মণ ক্রূর, দুষ্টাশয়
আমার(ই) সম্মুখে আমার সন্তানে
করিল প্রহার, অহো, কোন প্রাণে?

৫০৩. কুমিনে[১] আবদ্ধ মীনের মতন
দুর্দ্দশা আমার হয়েছে এখন।
প্রিয় সুত সুতা দু'টীকে আমার
গালি দিয়া ক্রূর করিল প্রহার।
স্বচক্ষে সকল হ'ল নিরখিতে;
পারিলাম না ক বাধা তারে দিতে।

অপ্রত্যস্নেহ-বশতঃ মহাসত্ত্বের মনে এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইল। 'ঐ ব্রাহ্মণ আমার সন্তানদিগকে দারুণ প্রহার করিতেছে,' ইহা ভাবিয়া তিনি শোকসংবরণ করিতে পারিলেন না, ভাবিলেন, 'অনুধাবন করিয়া ব্রাহ্মণের প্রাণসংহারপূর্ব্বক পুত্রকন্যাকে আশ্রমে ফিরাইয়া আনি।' কিন্তু ইহার পরেই তিনি চিন্তা করিলেন, 'পুত্রকন্যার এইরূপ পীড়ন দেখিয়া দুঃখে অভিভূত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ দান করিয়া দত্তবস্তুর জন্য অনুতাপ সাধুদিগের ধর্ম্মবিরুদ্ধ'। এই অর্থ ব্যক্ত করিবার জন্য দুইটী বিতর্ক-গাথা আছে :

৫০৪. হস্তে লয়ে শরাসন, বামপার্শ্বে বান্ধি তরবারি
আনিগে সন্তান দু'টী। পুত্রশোক সহিতে না পারি।[২]

[১]। মাছ ধরিবার ফাঁদ বা খাঁচা।

[২]। তৃতীয় খণ্ডের ১৯৪ম ও ১৯৫ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৫০৫. কিন্তু নয় সমুচিত দুঃখভোগ করা কোন মতে,
যদিও শিশুরা মারা যায় অই ব্রাহ্মণের হাতে।
দান করি অনুতাপ পান না ক যাঁরা সাধুজন;
আমিও এখন সেই সাধুধর্ম্ম করিব স্মরণ।

এদিকে জূজক শিশু দুইটীকে প্রহার করিতে করিতে লইয়া চলিল। তখন কুমার বিলাপ করিতে লাগিল :

৫০৬. বুঝিলাম, সত্য সেই প্রবাদ-বচন,
লোকমুখে যাহা আমি করেছি শ্রবণ—
মা যাহার নাই, পিতা সেই অভাগার
থেকেও না-থাকাবৎ; নামমাত্র সার।

৫০৭. এস, কৃষ্ণে, ত্যজি মোরা জীবন দু'জন;
এ প্রাণ রাখিতে আর নাই প্রয়োজন।
করেছেন দান পিতা ধনার্থী ব্রাহ্মণে।
মহাক্রূর এ ব্রাহ্মণ; টানে দুই জনে।
গরু যেন মোরা ভাবি টানে ও তাড়ায়;
কেমনে এমন দুঃখ সহ্য করা যায়।

৫০৮. এই জম্বুবৃক্ষ সব, নিষিন্দা, বেদিশ—
বিবিধ এ সব তরু ত্যজি, কৃষ্ণে, মোরা
চলিলাম আজ ক্রুর ব্রাহ্মণের সাথে।[১]

৫০৯. অশ্বত্থ-পনস-বট-কপিত্থাদি নানা
ফলবান বৃক্ষ আছে এ রম্য আশ্রমে—
ত্যজি এ সকল আজি চলিলাম, হায়!

৫১০. এই যে আরাম সব, নদী মনোহরা,
হরে তৃষা সুশীতল জল দিয়া যাহা;
খেলিতাম যেথা মোরা সুখে এতদিন–
ত্যজি এ সকল আজি চলিলাম, হায়।

৫১১. অই যে ফুটিয়া আছে পর্ব্বত উপরি
বিবিধ কুসুমরাজি, পরিতাম যাহা
আভরণরূপে অঙ্গে এতদিন মোরা–
ত্যজি ও সকল আজি চলিলাম, হায়!

---

[১]। ৫০৮ম হইতে ৫১৩ম গাথার সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৮৮ম হইতে ৪৯৩ম গাথা তুলনীয়।

৫১২. অই যে রয়েছে পাকি পর্ব্বত উপরি
বিবিধ মধুর ফল, খাইতাম যাহা
এতদিন মহাসুখে মোরা দুই জন—
ত্যজি ও সকল আজি চলিলাম, হায়!

৫১৩. হস্তি-অশ্ব-বৃষ আদি বিবিধ জন্তুর
প্রতিকৃতি গড়ি মোরা করিতাম খেলা—
ত্যজি সে সকল আজি চলিলাম, হায়!

জূজক আবারও এক বিষম স্থানে স্খলিতপদ হইয়া পড়িয়া গেল; কুমার ও কুমারী তাহার করধৃত হইতে মুক্ত হইয়া পলায়ন করিল এবং আহত কুক্কুটের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে একছুটে বিশ্বন্তরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৫১৪. জালী ও কৃষ্ণাজিনাকে যখন ব্রাহ্মণ
লইয়া যাইতেছিল, মুক্তি পেয়ে তারা
উভয়েই ইতস্তত ছুটিয়া পলায়।

জূজক তাড়াতাড়ি উঠিয়া সেই লতা ও দণ্ড হস্তে লইয়া প্রলয়াগ্নিসদৃশ ক্রোধাগ্নি উদগিরণ করিতে করিতে সেখানে গেল এবং "তোরা ত বেশ পলায়নবিদ্যা শিখিয়াছিস্" বলিয়া পুনর্ব্বার তাহাদের হাত বান্ধিয়া লইয়া চলিল।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৫১৫. রজ্জু আর দণ্ড লয়ে ব্রাহ্মণ তখন
বারবার প্রহার করিয়া দুই জনে
চলিল লইয়া; শিবিরাজ বিশ্বন্তর
দেখেন এ দৃশ্য, বসি নির্ব্বিকার চিতে।

এইরূপে নীত হইবার কালে কৃষ্ণাজিনা মুখ ফিরাইয়া পিতার দিকে চাহিয়া বলিল :

৫১৬. দেখ, বাবা, এ ব্রাহ্মণ যষ্টির আঘাতে
করিছে প্রহার মোরে। আমি যেন, হায়!
দাসী হয়ে জন্মিয়াছি আগারে ইহার!

৫১৭. এ নয়, ব্রাহ্মণ, বাবা। ব্রাহ্মণ যাঁহারা
ধার্ম্মিক বলিয়া তাঁরা খ্যাত সব ঠাঁই।
ব্রাহ্মণের বেশধারী যক্ষ এ নিশ্চয়;
যেতেছে লইয়া, বাবা, আমা দুই জনে
বধ করি খাবে মাংস, এই অভিপ্রায়ে।
পিশাচে ধরিয়া লয়; তুমি কি কারণ

নীরবে দর্শন কর এ দৃশ্য ভীষণ?

শিশুকন্যাটী এইভাবে বিলাপ করিতেছে এবং কাঁপিতে কাঁপিতে জূজকের সঙ্গে যাইতেছে, ইহা দেখিয়া মহাসত্ত্ব আবার মহাশোকাভিভূত হইলেন; তাঁহার হৃৎপিণ্ড উষ্ণ হইল; নিঃশ্বাসবেগের তুলনায় নাসারন্ধ্র অপ্রশস্ত বলিয়া মুখ দিয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চলিতে লাগিল। চক্ষু হইতে রক্তবিন্দুকল্প অশ্রুবিন্দু ঝরিতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন যে, এরূপ দুঃখ স্নেহদোষজ; ইহার অন্য কোন কারণ নাই; অতএব স্নেহ না করিয়া মধ্যস্থের ন্যায় থাকাই যুক্তিসঙ্গত। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি নিজের জ্ঞানবলে তাদৃশ শোকশল্যও হৃদয় হইতে উৎপাটন পূর্ব্বক প্রকৃতিস্থভাবে বসিয়া রহিলেন।

এদিকে, যতক্ষণ না জূজক শিশুদুইটীকে লইয়া গিরিদ্বার[১] পর্য্যন্ত পৌঁছিল, ততক্ষণ কুমারী বিলাপ করিয়া চলিল :

৫১৮. হয়েছে ক্ষত বিক্ষত পা'দুখানা আমাদের;
সম্মুখে সুদীর্ঘ পথ এখন(ও) দুর্গম;
পশ্চিম আকাশে এবে সূর্য্য পড়িয়াছে হেলি;
তবু পুনঃ পুনঃ তাড়া করিছে ব্রাহ্মণ।

৫১৯. এই রম্য সরোবরে, সুতীর্থ নদীর জলে,
পর্ব্বতে, কাননে দেব আছেন যাঁহারা,
পাদপদ্মে তাঁহাদের লুটায়ে মস্তক এবে
জানাই যে দুঃখভোগ করিতেছি মোরা।

৫২০. তৃণলতা-মহীরুহ-ওষধি-কানন-শৈলে
আছেন যে সব দেব, করি নিবেদন,
মায়েরে রাখুন সুখে; বলিবেন তাঁরে, যেন,
আমা দু'জনে লয়ে গিয়াছে ব্রাহ্মণ।

৫২১. মাদ্রী মাতা আমাদের; বলিবেন তাঁরে, যদি
চান তিনি মোদের করিতে অন্বেষণ,
বিলম্ব না ঘটে যেন; এখন(ই) আসুন ধেয়ে;
আর(ও) দূরে যতক্ষণ না যায় ব্রাহ্মণ।

৫২২. এই একপদী পথ, চলিতেছি যা'তে মোরা,
আশ্রম হইতে ইহা সোজা আসিয়াছে;
এ পথে আসিলে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে
হইবেন উপস্থিত আমাদের কাছে।

---

[১]। গিরিব্রজে বা পর্ব্বতবেষ্টিত স্থানে প্রবেশ করিবার দ্বার—'ঘাট'।

৫২৩. হায় রে দুঃখিনী মাতা! শিরে তোর জটাভার!
কুড়াস বনের ফল আমাদের তরে!
কি যে দুঃখ পাবি তুই যখন দেখিবি, হায়,
হৃদয়ের মণি তোর নাই আর ঘরে!

৫২৪. ফিরিতে বিলম্ব বড় ঘটেছে মায়ের আজ;
উঞ্ছ বুঝি বহু লাভ করেছেন বনে;
তাই, না জানেন তিনি, কখন আশ্রমে এসে
ধনার্থী ব্রাহ্মণ বান্ধে আমা দুই জনে।
বড়ই নিষ্ঠুর এই; রজ্জুপাশে উভয়কে
বান্ধিয়াছে; যাইতেছে টানিয়া লইয়া;
বান্ধি, টানি লোকে যথা গরুকে নির্দ্দয়ভাবে
লয়ে যায় তাহার অজ্ঞাত পথ দিয়া।

৫২৫-৫২৬. উঞ্ছ লয়ে সন্ধ্যাকালে ফিরিয়া আশ্রমে মাতা
দিতেন ব্রাহ্মণে যদি মধুমাখা ফল,
খেয়ে তাহা খুশী হয়ে নিষ্ঠুর তাড়না এত
দিন না সে; হত তার হৃদয় কোমল।
দিতেছে সে এত তাড়া, মোদের পায়ের শব্দ
দূর হ'তে শুনা যায়; এত বেগে ছুটি।—
এরূপ বিলাপ বহু করিল না দেখি মাকে
ফিরে যেতে মার কোলে সেই শিশু দু'টী।

কুমারপর্ব্ব সমাপ্ত।

(৯)

রাজা বিশ্বন্তর যখন পৃথিবী নিনাদিত করিয়া ব্রাহ্মণকে নিজের প্রিয় পুত্র ও কন্যা দান করিলেন, তখন ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্ব এককোলাহলময় হইল; এবং সেই কোলাহল হিমালয়বাসী দেবগণের হৃদয় স্পর্শ করিল। ব্রাহ্মণ কুমার ও কুমারীকে লইয়া যাইবার কালে তাহারা যে বিলাপ করিল, তাহা শুনিয়া তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "মাদ্রী যদি আজ সকাল সকাল আশ্রমে ফিরেন, তবে পুত্র কন্যাকে দেখিতে না পাইয়া বিশ্বন্তরকে জিজ্ঞাসা করিবেন এবং তাহারা জূজককে প্রদত্ত হইয়াছে জানিয়া বলবান স্নেহবশতঃ তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া মহাদুঃখ পাইবেন।" এইজন্য তাঁহারা তিন জন দেবপুত্রকে আজ্ঞা দিলেন : "তোমারা সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপীর রূপ ধারণ করিয়া মাদ্রীদেবীর গমনপথ রুদ্ধ কর; তিনি বার বার প্রার্থনা করিলেও যতক্ষণ সূর্য্য অস্তমিত না

হয়, ততক্ষণ পথ ছাড়িয়া দিবে না; তিনি যাহাতে চন্দ্রালোকে আশ্রমে প্রবেশ করেন তাহা করিবে। সিংহাদি জন্তুর আক্রমণ হইতেও তাঁহাকে রক্ষা করিবে।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :]

৫২৭. সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী[১] শুনি বিলাপ তাদের
পরস্পরে সম্বোধিয়া লাগিল বলিতে :

৫২৮. "না ফিরে সংগ্রহি উঞ্ছ রাজপুত্রী যেন
সন্ধ্যার প্রাক্কালে আজ আশ্রমে নিজের।
না পারে শ্বাপদ কোন মোদের এ বনে
বধিতে তাহারে যেন, হও সাবধান।"

৫২৯. মাদ্রী দেবী সুলক্ষণা; সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী
কেহই তাহাকে যেন বধিতে না পারে।
মরিলে সে রাজপুত্রী মরিবেক জালী;
কৃষ্ণা ত নিতান্ত শিশু—মরিবে নিশ্চয়।
মাদ্রী সুলক্ষণা; তার করিলে রক্ষণ
পতিপুত্র সকলের(ই) রক্ষিবে জীবন।

দেবপুত্রত্রয় "উত্তম প্রস্তাব" বলিয়া ঐ দেবতাদিগের আদেশ পালন করিতে অঙ্গীকার করিলেন এবং সিংহ, ব্যাঘ্র ও দ্বীপীর বিগ্রহধারণপূর্ব্বক মাদ্রীর আগমনপথে একে একে শয়ন করিয়া রহিলেন। এদিকে মাদ্রী ভাবিলেন; "আজ দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি; সকাল সকাল ফলমূল লইয়া আশ্রমে ফিরিব।" তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে, কোথায় ফলমূল পাইবেন, তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্ত হইতে খনিত্রখানি খসিয়া পড়িল, তাঁহার স্কন্ধ হইতে ঝুড়ির দড়ি ছিঁড়িয়া গেল; তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইতে লাগিল; ফলবান বৃক্ষগুলি তাঁহার দৃষ্টিতে ফলহীনরূপে প্রতীয়মান হইল; দশদিকের মধ্যে কোন্‌টা কোন্ দিক, তাহাও তাঁহার বুঝিবার সামর্থ্য রহিল না। তিনি বিমূঢ় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'পূর্ব্বে যাহা ঘটে নাই, আজ কেন তাহা ঘটিতেছে?

৫৩০. খনিত্র পড়িছে খসি হাত হ'তে মোর;
নাচিতেছে বার বার দক্ষিণ নয়ন;
ফল আছে বৃক্ষে, তবু যেন মনে হয়
ফল নাই ওতে; অহো এ কি মতিভ্রম।
দিক্ ও বিদিক্ নারি করিতে নির্ণয়।'

---

[১]। অর্থাৎ সিংহাদির রূপধারী দেবপুত্রত্রয়।

৫৩১. আসিল সায়াহ্নকাল; সূর্য্য অস্ত যায়;
চলিলেন রাজপুত্রী আশ্রমাভিমুখে।
অমনি সে ব্যালত্রয় দাঁড়াইল এসে
গমন-মার্গেতে তাঁর, অবরোধি পথ।

৫৩২. "হেলিয়া পড়েছে সূর্য্য; দূরস্থ আশ্রম।
আমি যাহা লয়ে যাব তাহাই খাইয়া
পতিপুত্রকন্যা মোর রহিবে বাঁচিয়া।

৫৩৩. ফিরিতে বিলম্ব মোর হেরি বিশ্বন্তর
একাকী কুটীরে বসি নিশ্চয় এখন
কহিছেন মিষ্ট কথা, ভুলাইতে মন
ক্ষুধার্ত পুত্রের আর কন্যার আমার।

৫৩৪. সায়াহ্ন এখন; ইহা ভোজনের বেলা;
অভাগীর শিশু দুটী খাবার না পেয়ে
ঘুমাইয়া এতক্ষণ পড়েছে নিশ্চয়,
স্তন্যপায়ী শিশুগণ স্তন্য না পাইলে
কান্দিতে কান্দিতে যথা পড়ে ঘুমাইয়া।[১]

৫৩৫. সায়াহ্ন এখন; ইহা ভোজনের বেলা;
অভাগীর শিশু দু'টী জল না পাইয়া
ঘুমাইয়া এতক্ষণ পড়েছে নিশ্চয়,
পিপাসার্ত্ত শিশুগণ না পাইলে জল,
কান্দিতে কান্দিতে যথা পড়ে ঘুমাইয়া।

৫৩৬. অথবা এ অভাগীর শিশু দু'টী এবে
দেখি দুঃখিনীর আজ বিলম্ব এমন
অগ্রসর হয়ে পথে আছে দাঁড়াইয়া
গোবৎস যেমন থাকে গাভীকে দেখিতে।

৫৩৭. অথবা এ অভাগীর শিশু দু'টী এবে
দেখি দুঃখিনীর আজ বিলম্ব এমন
অগ্রসর হয়ে পথে আছে দাঁড়াইয়া,

---

[১]। মূলে "খীরপীতা বা অচ্ছরে" আছে। টীকাকার ব্যাখ্যা করেন : "যথা খীরপীতা খীরস্‌স ব অত্থায় কন্দিত্বা তং অলভিত্বা কন্দন্তা ব নিদ্দং ওক্কমন্তি এবং ফলাফলত্থায় কন্দিত্বা তং অলভিত্বা কন্দমানা ব নিদ্দং উপগতা ভবিস্‌সন্তি।" কিন্তু 'খীরপীতা' পদের এই ব্যাখ্যা যে কিরূপে হইল তাহা বুঝা গেল না।

হংসপোত থাকে যথা পল্বল উপরি।

৫৩৮. নিশ্চয় এ অভাগীর শিশু দু'টী, হায়,
আশ্রমের অবিদূরে অগ্রসর হয়ে
রয়েছে উদ্বিগ্ন মনে দাঁড়ায়ে এখন
দুঃখিনী মায়ের আগমন-প্রতীক্ষায়।

৫৩৯. কেবল একটী পথ আছে এইখানে;
যেতে পারে তাহা দিয়া মাত্র এক জন;
দুই পাশে ডোবা, গর্ত্ত রয়েছে অনেক;
ছাড়ি ইহা অন্যদিকে চলা অসম্ভব।
কেমনে আশ্রমে আমি করিব গমন?

৫৪০. মহাবল পশুগণ রাজা কাননের;
নমস্কার করি আমি তোমা সবাকারে।
হও মোর ধর্ম্মভাই তোমরা সকলে;[১]
মাগি পথ; দয়া করি দাও হে ছাড়িয়া।

৫৪১. শ্রীমান ভূপতি বিশ্বন্তর মোর স্বামী,
রাজ্য হতে নির্ব্বাসিত হয়েছেন যিনি।
সীতাদেবী পুরাকালে বনবাস যথা
করিলা রামের সঙ্গে, আমিও তেমন
পতিসহ বনবাস করিতেছি এবে;
ভ্রমেও না করি কভু অনাদর তাঁর।

৫৪২. সায়াহ্নে ভোজনকালে তোমরাও সবে
সন্তানগণের মুখ দেখি পাও সুখ।
জালী ও কৃষ্ণাকে মোর দেখিবার তরে
আমিও হয়েছি এবে নিতান্ত উৎসুক।

৫৪৩. আনিয়াছি সুপ্রচুর ফলমূল আমি;
ভোজনের দ্রব্য বহু আছে সঙ্গে মোর।
ইহার অর্দ্ধেক আমি করিতেছি দান;
মাগি পথ; দয়া করি দাও হে ছাড়িয়া।

৫৪৪. রাজপুত্রী মাতা মোর; রাজপুত্র পিতা;
হও মোর ধর্ম্মভাই তোমরা সকলে;
মাগি পথ; দয়া করি দাও হে ছাড়িয়া।

---

[১]। কেননা তোমরা বনের রাজা; আমি মানবরাজের কন্যা ও পত্নী।

সেই দেবপুত্রত্রয় সময়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া বুঝিলেন, মাদ্রীকে পথ ছাড়িয়া দিবার কাল আসিয়াছে। এই নিমিত্ত তাঁহারা উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৫৪৫. করিলেন মাদ্রী বহু করুণ বিলাপ।
বীণার ঝঙ্কারবৎ বচন তাঁহার
শুনিয়া শ্বাপদত্রয় ছাড়ি দিল পথ।

শ্বাপদেরা অপগত হইলে মাদ্রী আশ্রমে গমন করিলেন। সেদিন পূর্ণিমার পোষধ ছিল। মাদ্রী চঙ্ক্রমণ-কোটির নিকটে গিয়া অন্যান্য দিন পুত্রকন্যাকে যে যে স্থানে দেখিতেন, আজ সেই সেই স্থানে তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া বলিতে লাগিলেন :

৫৪৬. এখানে ত অগ্রসর হইয়া বাছারা
প্রতিদিন মম আগমন-প্রতীক্ষায়
ধুলাবালি মাখি পায়ে থাকিত দাঁড়ায়ে,
বৎসবৎ, গাভী যবে ফিরে গোঠ হ'তে।

৫৪৭. এখানে ত অগ্রসর হইয়া বাছারা
প্রতিদিন মম আগমন-প্রতীক্ষায়
থাকিত দাঁড়ায়ে মাখি ধুলাবালি গায়ে,
থাকে যথা হংসপোত পল্বল উপরি!

৫৪৮. আশ্রমের অবিদূরে হেথা ত বাছারা
প্রতিদিন মম আগমন-প্রতীক্ষায়
থাকিত দাঁড়ায়ে মাখি ধুলাবালি গায়ে।

৫৪৯. মৃগশাবকের মত উৎকর্ণ হইয়া
আমার পায়ের সাড়া পাইত যখন,
ছুটিত উন্মত্তভাবে চৌদিকে তাহারা,
জানা'ত আনন্দ কত লম্ফঝম্ফ করি!
হরষে হৃদয় মোর উঠিত নাচিয়া।
সেই জালী, সেই কৃষ্ণা, হায়, কি কারণ
দিতেছে না অভাগীর দেখা এতক্ষণ?

৫৫০. শাবক রাখিয়া ঘরে ছাগী চরে মাঠে;
কূলায়ে শাবক রাখি পক্ষিণী বিচরে;
গুহাতে শাবক রাখি সিংহী মাংস খোঁজে;
আমিও আশ্রমে রাখি পুত্র কন্যা দু'টী
ফল আহরিতে বনে যাই প্রতিদিন!

কিন্তু সেই প্রাণধন জালী ও কৃষ্ণাকে
পাই না দেখিতে আমি আজ কি কারণ?

৫৫১. এই খেলিবার স্থান বাছাদের মোর;
রয়েছে পায়ের দাগ—পর্ব্বত উপরি
হস্তীর পায়ের দাগ দেখায় যেমন।
এ সব মাটির ঢিপি আশ্রমের কাছে
খেলা করিবার কালে গড়েছে তাহারা।
কিন্তু সেই প্রাণধন জালী ও কৃষ্ণাকে
পাই না দেখিতে আমি আজ কি কারণ?

৫৫২. ধূলাবালি সর্ব্ব অঙ্গে মাখিয়া বাছারা
ছুটিত আনন্দে মোরে বেষ্টি এ সময়।
আজ কেন তাহাদের দেখা নাহি পাই?

৫৫৩. অরণ্য হইতে যবে আসিতাম ফিরি,
দূর হতে দেখি মোরে ছুটি গিয়া তারা
ধরিত জড়ায়ে। আজ জালী ও কৃষ্ণাকে
পাই না দেখিতে কেন আমি এতক্ষণ?

৫৫৪. হইয়া আশ্রম হ'তে দূরে অগ্রসর
দেখিতে আসিত মোরে তারা দুইজন,
দেখে যথা ছাগশিশু ছাগী যবে ফিরে
সন্ধ্যাকালে মাঠ হতে! কোথা আজ তারা?

৫৫৫. এই পাণ্ডু বিল্বফল রয়েছে পড়িয়া,
খেলিত যা' লয়ে তারা! জালী ও কৃষ্ণাকে
পাই না দেখিতে কেন আজ এতক্ষণ?

৫৫৬. দুগ্ধে পূর্ণ হইয়াছে স্তনদ্বয় মোর;
বিপত্তি-শঙ্কায় মোর বুক ফাটি যায়;
জালী, কৃষ্ণা, অভাগীর হৃদয়ের ধন,
দিতেছে না দেখা কেন আজ এতক্ষণ?

৫৫৭. জড়িয়ে ধরিয়া কোলে একটী উঠিত;
স্তন ধরি অপরটী ঝুলিয়া থাকিত।
জালী, কৃষ্ণা, দুঃখিনীর হৃদয়ের ধন,
দিতেছে না দেখা কেন আজ এতক্ষণ?

৫৫৮. সন্ধ্যাকালে ধূলা-মাখা গায়ে বাছা দু'টী
করিত আমার কোলে কত লুঠালুঠি!

জালী, কৃষ্ণা, দুঃখিনীর হৃদয়ের ধন,
দিতেছে না দেখা কেন আজ এতক্ষণ?

৫৫৯. আমাদের এ আশ্রম ছিল এত দিন
সন্ধ্যাকালে মহানন্দ-মেলনের স্থান।
আজ কিন্তু বাছাদের অদর্শনে, হায়,
মনে হয় ঘুরিতেছে সমস্ত আশ্রম
কুলালচক্রের মত চারিদিকে মোর।

৫৬০. কি কারণ হেন আজ নিস্তব্ধ আশ্রম?
কাকোলের(ও)[১] শব্দ এবে শুনা নাহি যায়।
নিশ্চয় বাছারা মোর হারায়েছে প্রাণ।

৫৬১. কি কারণ হেন আজ নিস্তব্ধ আশ্রম?
একটী পাখীর(ও) শব্দ শুনা নাহি যায়।
নিশ্চয় বাছারা মোর হারায়েছে প্রাণ।

মাদ্রী এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে মহাসত্ত্বের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং ফলমূলের ঝুড়ি নামাইয়া রাখিলেন। মহাসত্ত্ব নীরবে বসিয়া আছেন এবং ছেলে মেয়েরা তাঁহার নিকটে নাই দেখিয়া তিনি বলিলেন :

৫৬২. নির্ব্বাক্ আপনি কেন? রাত্রিতে যে দেখেছি স্বপন
কাঁপিছে হৃদয় মোর এখন(ও) তা’ করিয়া স্মরণ।
কি ভীষণ নিস্তব্ধতা! কাকোলও নীরব রয়েছে!
ফলেছে দুঃস্বপ্ন বুঝি! জালী, কৃষ্ণা নিশ্চয় মরেছে।

৫৬৩. নির্ব্বাক্ আপনি কেন? রাত্রিতে যে দেখেছি স্বপন
কাঁপিছে হৃদয় মোর এখন(ও) তা’ করিয়া স্মরণ।
কি ভীষণ নিস্তব্ধতা! পাখীরাও নীরব রয়েছে!
ফলেছে দুঃস্বপ্ন বুঝি! জালী, কৃষ্ণা নিশ্চয় মরেছে।

৫৬৪. খেয়েছে কি, আর্য্যপুত্র, পশু কোন জালী ও কৃষ্ণারে?
অথবা নিয়াছে কেহ জনহীন বনের মাঝারে?

৫৬৫. তাহারা মধুরভাষী। শিবিরাজ সমীপে প্রেরণ
করিলা কি দূতরূপে জালী ও কৃষ্ণাকে সে কারণ?
কুটীরের মাঝে কিংবা আছে তারা এবে ঘুমাইয়া?
খেলায় হইয়া মত্ত গিয়াছে কি বাহিরে চলিয়া?

---

[১]। কাকোল = বন্য কাক, দাঁড় কাক।

৫৬৬. হস্ত-পাদ-কেশ আমি তাহাদের দেখিতে না পাই;
ছোঁ মারি শকুনে বুঝি লইয়া গিয়াছে কোন ঠাঁই?
বল, তব পায়ে পড়ি, কে হরিল আমার সন্তান?
অদর্শনে তাহাদের নিশ্চয় ত্যজিব আমি প্রাণ।

মাদ্রীর এ সকল কথা শুনিয়াও মহাসত্ত্ব নিরুত্তর রহিলেন। তখন মাদ্রী বলিলেন, "প্রভো, আমার সঙ্গে কথা বলিতেছেন না কেন? আমি কি অপরাধ করিয়াছি?

৫৬৭. দুঃখের নাহিক শেষ—রাজ্য ছাড়ি আমি
করিতেছি বনে বাস; হৃদয়ের ধন
জালী ও কৃষ্ণাকে হেথা দেখিতে না পাই।
সব চেয়ে বেশী দুঃখ কিন্তু দুঃখিনীর
আপনি যে তার সঙ্গে না বলেন কথা।
শল্যবিদ্ধ ব্রণসম এ দুঃখ আমার
দিতেছে যন্ত্রণা, যাহা সহ্য নাহি যায়।

৫৬৮. না দেখি জালীকে, আর কৃষ্ণাকে এখানে
পাইতেছি দুঃখ বড়; কাঁপিতেছে হিয়া।
আপনি যে মোর সঙ্গে না বলেন কথা,
এ দ্বিতীয় দুঃখশল্য দুর্ব্বিষহ অতি।

৫৬৯. আজ, এই রাত্রিকালে যদি মোর সনে
না করেন, আর্য্যপুত্র, কোন বাক্যালাপ,
নিশ্চয় প্রভাতে উঠি পাবেন দেখিতে
মরিয়াছে মাদ্রী, দুঃখ সহিতে না পারি।

মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়া ইহার পুত্রশোক দূর করা যাউক।' তিনি বলিলেন :

৫৭০. রাজপুত্রী তুমি মাদ্রি, পরম সুন্দরী
প্রত্যূষে অরণ্যে গিয়া একাকিনী সেথা
কাটায়ে সমস্ত দিন দেখা দিলে আসি
সন্ধ্যাকালে চন্দ্রালোকে—এ কি ব্যবহার?

মাদ্রী বলিলেন :

৫৭১. এসেছিল সরোবরে জলপান তরে
সিংহ, ব্যাঘ্র, গজ আদি প্রাণী শত শত;
শুনিতে কি পান নাই গর্জ্জন তাদের
পক্ষীর বিরাবসহ মিশি সে সময়

করেছিল বন এককোলাহলময়?[১]

৫৭২. মহারণ্যে বিচরণ করিবার কালে
বহু দুর্নিমিত্ত, প্রভো, দেখিয়াছি আজ;
পড়েছে খনিত্র খসি হস্ত হ'তে মোর;
স্কন্ধ হতে ঝুড়ি মোর পড়েছে ছিঁড়িয়া।

৫৭৩. ভয় পেয়ে মহাদুঃখে যুড়ি দুই কর
করিনু প্রণাম দশ দিকে একে একে,
অশুভ হইবে দূর এ আশায় আমি।

৫৭৪. মাগিলাম সবিনয়ে, "রক্ষ, দেবগণ।
এই ভিক্ষা চায় দাসী, সিংহ কিংবা দ্বীপী
না বধে স্বামীকে যেন; ঋক্ষ বা তরক্ষু
জালীও কৃষ্ণাকে যেন ছুঁইতে না পারে।

৫৭৫. সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী, এই তিনটা শ্বাপদ
অবরোধ করি পথ আছিল আমার।
ফিরিতে বিলম্ব আজ ঘটেছে সে হেতু।

মহাসত্ত্ব কিন্তু পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া অরুণোদয় পর্য্যন্ত আর দ্বিতীয় কথা বলিলেন না। এদিকে মাদ্রী তখন হইতে নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

৫৭৬. অবলম্বি ব্রহ্মচর্য্য, ধরি জটা শিরে
পতিপুত্র দিবারাত্র সেবিয়াছি আমি,
শিষ্য সেবে আচার্য্যকে যতনে যেমন।

৫৭৭. পরিয়া অজিন-বাস নিত্য গিয়া বনে
কতকষ্টে ফলমূল করিয়া সংগ্রহ
এনেছি তোদের(ই) জন্য, বাছারা আমার!

৫৭৮. তোদের স্নানের জন্য সোণার বরণ
এনেছি হরিদ্রা কত; খেলিবার তরে
পাণ্ডুবর্ণ বেল আমি দিয়াছি আনিয়া,
আর(ও) নানাবিধ ফল। দিতাম যখন
সে সব তোদের হাতে, বলিতাম স্নেহে,
"এই সব লয়ে খেলা কর গে, বাছারা।"

---

[১]। যখন বিশ্বন্তর পুত্রকন্যা দান করেন, তখন সেই দানের তেজে ও বিস্ময়ে পশুপক্ষিগণ এই নিনাদ করিয়াছিল।

৫৭৯. বলিতাম আর্য্যাপুত্রে, “পুত্রকন্যা লয়ে
করুন ভোজন, প্রভো, তৃপ্তিসহকারে
মৃণাল, শালুক, শৃঙ্গাঁক মধুসহ।

৫৮০. ডাকিয়া আনুন, শিশু দু’টী নিজ পাশে,
জালীকে কমল দিন, কৃষ্ণাকে কুমুদ,
মালা পরি, শিবিরাজ, নাচুক তাহারা।

৫৮১. শুনুন, হে রথিবর, কি মধুর স্বরে
গাইতে গাইতে কৃষ্ণা আসিছে আশ্রমে।”

৫৮২. রাজ্য হ’তে নির্ব্বাসিত হইয়া আমরা
সমদুঃখসুখভাবে আছি এত কাল।
জান যদি জালিকৃষ্ণা আছে কোথা এবে
বল, শিবিরাজ, কষ্ট দিও না ক আর।

৫৮৩. শ্রমণে, ব্রাহ্মণে, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণে,
শীলবানে, সুপণ্ডিতে কতই না যেন
বলেছি দুর্ব্বাক্য পূর্ব্বে, যে পাপের ফলে
জালী ও কৃষ্ণাকে আজ না পাই দেখিতে।

মাদ্রী এত বিলাপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহাসত্ত্ব কোন কথাই বলিলেন না। তাহাকে নীরব দেখিয়া মাদ্রী কান্দিতে কান্দিতে চন্দ্রালোকে সন্তান দুইটীকে খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন এবং জম্বুবৃক্ষতল প্রভৃতি যে যে স্থানে তাহারা খেলা করিত, সেই সেই স্থানে গিয়া তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন :

৫৮৪. এই জম্বুবৃক্ষসব, নিষিন্দা, বেদিশ—
বিবিধ এ সব তরু রয়েছে এখানে;
কিন্তু মোর পুত্রকন্যা দেখিতে না পাই।

৫৮৫. অশ্বত্থ-পনস-বট-কপিত্থাদি নানা
ফলবান বৃক্ষসব আছে পূর্ব্ববৎ;
কিন্তু মোর পুত্রকন্যা দেখিতে না পাই!

৫৮৬. এই যে আরাম সব; নদী মনোহরা
হরে তৃষ্ণা সুশীতল জলদানে যাহা,
খেলিত বাছারা যেথা পূর্ব্বে প্রতিদিন—
দেখা ত তাদের আমি পাই না ক আজ!

৫৮৭. অই যে ফুটিয়া আছে পর্ব্বত উপরি
বিবিধ কুসুমরাজি, আভরণরূপে

পরিত বাছারা যাহা মনের আনন্দে—
দেখা ত তাদের আমি পাই না ক আজ।

৫৮৮. অই যে রয়েছে পাকি পর্ব্বত উপরি
বিবিধ মধুর ফল, খেত যাহা তারা
যখন(ই) হইত ইচ্ছা—কোথা এবে তারা?

৫৮৯. হস্তি-অশ্ব-বৃষ আদি বিবিধ জন্তুর
প্রতিমূর্ত্তি গড়ি খেলা করিত বাছারা।
রয়েছে সে সব পড়ি। কোথা এবে তারা?

৫৯০. শ্যাম[১] ও কদলীমৃগ, শশক, পেচক
প্রভৃতি জন্তুর কত প্রতিমূর্ত্তি হেথা।
খেলিত এ সব লয়ে বাছারা আমার।
কিন্তু তারা এবে কোথা, দেখিতে না পাই।

৫৯১. ময়ূর বিচিত্রপুচ্ছ, হংস, ক্রৌঞ্চ আদি
বিবিধ পক্ষীর মূর্ত্তি রয়েছে পড়িয়া।
খেলিত এ সব লয়ে বাছারা আমার;
কিন্তু তারা এবে কোথা দেখিতে না পাই।

আশ্রমের কোথাও প্রিয় সন্তান দুইটীকে দেখিতে না পাইয়া মাদ্রী বাহিরে গেলেন এবং পুষ্পিত গুল্মবনে প্রবেশ করিয়া উহার এক একটী অংশ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন :

৫৯২. এই ত সে গুল্মবন, সকল ঋতুতে
থাকে যাহা সুশোভিত বিবিধ কুসুমে,
আসি যেথা নিত্য খেলা করিত বাছারা।
কিন্তু তারা এবে কোথা, দেখিতে না পাই।

৫৯৩. এই ত রয়েছে রম্য পুষ্করিণী সব,
চক্রবাক করে যেথা মধুর কুজন;
শ্বেত, নীল, রক্ত পদ্ম বিকসিত হয়ে
ঢাকিয়া বিমল জল রেখেছে যাদের।
খেলিত এদের তীরে বাছারা আমার।
কিন্তু তারা এবে কোথা, দেখিতে না পাই!

সন্তান দুইটীকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া মাদ্রী মহাসত্ত্বের নিকট ফিরিয়া গেলেন এবং তাঁহার বিষণ্ন মুখ দেখিয়া বলিলেন :

---

[১]। শ্যাম="খুদ্দকো সামো সুবন্ন-মিগো"—টীকাকার।

৫৯৪. চির নাই কাঠ আজ; কর নাই এতক্ষণ নদী হতে জল আনয়ন;
জ্বাল নি আগুন তুমি; জড়বৎ, মহারাজ, কি চিন্তায় হয়েছ মগন?

৫৯৫. তুমি প্রিয়তম মোর; হেরিলে তোমার মুখ সর্ব্বদুঃখ পাশরিয়া যাই;
কিন্তু হায়, কি কারণ, আসিয়া তোমার পাশে
মনে আজি শান্তি নাহি পাই?
বুঝেছি বুঝেছি আমি, যে জন্য আমার আজি
উৎকণ্ঠিত হয়েছে হৃদয়; জালী কৃষ্ণা নাই হেথা;
না দেখি তাদের মুখ ব্যাকুল হয়েছি সাতিশয়।

মাদ্রী এত বলিলেও মহাসত্ত্ব নীরব রহিলেন। তাঁহার মুখে কথা নাই দেখিয়া শোকার্ত্তা মাদ্রী আহতা কুক্কুটীর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে পূর্ব্বে যে যে স্থানে খুঁজিয়াছিলেন, আবার সেই সেই স্থানে খুঁজিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন :

৫৯৬. জানি না ক, আর্যপুত্র, আসি কোন্ জন
লুকায়ে রেখেছে মোর হৃদয়ের ধন;
অথবা কে বধিয়াছে বাছাদের প্রাণ;
পাই না ক কিছুমাত্র কাহার(ও) সন্ধান,
কাকোলের(ও) রব এবে শুনা নাহি যায়;
নিশ্চয় বাছারা মোর মারা গেছে হায়।

৫৯৭. জানি না ক, আর্য্যপুত্র, আসি কোন জন
লুকায়ে রেখেছে মোর হৃদয়ের ধন;
অথবা কে বধিয়াছে বাছাদের প্রাণ;
পাই না ক কিছুমাত্র কাহার(ও) সন্ধান,
পক্ষীদের(ও) রব এবে শুনা নাহি যায়;
নিশ্চয় বাছারা মোর মারা গেছে হায়।

কিন্তু মহাসত্ত্ব মাদ্রীর এ কথারও কোন উত্তর দিলেন না। পুত্রশোকাতুরা জননী সন্তান দুইটীকে তৃতীয়বার খুঁজিতে গেলেন এবং বায়ুবেগে সেই সকল স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এক রাত্রির মধ্যে তিনি তাহাদের অনুসন্ধানার্থ নানা স্থানে পঞ্চদশ যোজন বিচরণ করিলেন। তাহার পর প্রভাত হইল; তিনি অরুণোদয়ের পর মহাসত্ত্বের নিকট দাঁড়াইয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপ ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৫৯৮. করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ হাহাকার,
শৈলে শৈলে বনে বনে ভ্রমি বার বার
আবার আসিলা মাদ্রী আশ্রমে ফিরিয়া;

কান্দিতে লাগিলা পতিপাশে দাঁড়াইয়া।

৫৯৯. "পাই না দেখিতে, দেব, আসি কোন জন
লুকায়ে রেখেছে মোর হৃদয়ের ধন;
অথবা কে বধিয়াছে বাছাদের প্রাণ;
পাই না ক কিছুমাত্র কাহার(ও) সন্ধান।
কাকোলেরও রব এবে শুনা নাহি যায়
নিশ্চয় বাছারা মোর মারা গেছে, হায়!

৬০০. পাইনা দেখিতে, দেব, আসি কোন জন
লুকায়ে রেখেছে মোর হৃদয়ের ধন;
অথবা কে বধিয়াছে তাহাদের প্রাণ;
পাই না ক কিছুমাত্র কাহার(ও) সন্ধান।
পাখীদের(ও) রব এবে শুনা নাহি যায়;
নিশ্চয় বাছারা মোর মারা গেছে, হায়!

৬০১. পাই না দেখিতে, দেব, আসি কোন জন
লুকায়ে রেখেছে মোর হৃদয়ের ধন;
অথবা কে বধিয়াছে তাহাদের প্রাণ;
খুঁজিয়াও কিছুমাত্র পাই না সন্ধান।
তরুমূলে, বনে, শৈলে দেখিনু খুঁজিয়া;
কোথাও নাই ক তারা; বিদরিছে হিয়া।"

৬০২. গুণবতী রাজপুত্রী পরমসুন্দরী
মাদ্রীদেবী বাহু তুলি পরিতাপ করি,
না পারি করিতে আর শোক সংবরণ
ভূতলে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়িলা তখন।

"মাদ্রী বুঝি মারা গেলেন" ভাবিয়া মহাসত্ত্ব কাঁপিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, "হায়, মাদ্রী আজ অস্থানে–বিদেশে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। যদি আজ জেতুত্তর নগরে ইনি দেহত্যাগ করিতেন, তবে কত সমারোহে ইহার সৎকার হইত! শিবি ও মদ্র, উভয় রাজ্যই বিচলিত হইত। আমি একাকী বনবাসী; আমি কি করিব।" এইরূপ চিন্তায় তাঁহার মহাশোক জন্মিল; কিন্তু তিনি অবিলম্বে প্রকৃতিস্থ হইলেন, প্রকৃতই মাদ্রীর মৃত্যু হইল কি না, দেখিবার জন্য আসন হইতে উঠিয়া তাঁহার বুকে হাত দিলেন এবং দেখিলেন, দেহ তখনও উষ্ণ আছে। তখন তিনি কমণ্ডলুতে জল আনিলেন; যদিও সাতমাস তাঁহার দেহ স্পর্শ করেন নাই, তথাপি মহাশোকবেগে তিনি প্রব্রাজকধর্ম্মের দিকে আর লক্ষ্য রাখিতে পারিলেন না; তিনি অশ্রুপূর্ণনেত্রে তাঁহার মস্তক তুলিয়া নিজের

ঊরুদেশে স্থাপন করিলেন, উহাতে জল প্রোক্ষণ করিলেন, এবং বসিয়া বসিয়া তাহার মুখ ও বক্ষঃস্থল পরিমর্দ্দন করিতে লাগিলেন। মাদ্রীও ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিলেন এবং উঠিয়া সসম্ভ্রমে মহাসত্ত্বকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "প্রভো বিশ্বন্তর, আমার ছেলে মেয়ে কোথায়?" বিশ্বন্তর বলিলেন; "দেবি, আমি তাহাদিগকে এক ব্রাহ্মণের দাস হইবার জন্য দান করিয়াছি।"

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৬০৩. তখনি নিকটে গিয়া রাজা বিশ্বন্তর
মাদ্রীর মস্তকে জল করিলা প্রোক্ষণ;
লভিলা যখন সংজ্ঞা মাদ্রী পতিব্রতা,
শুনাইলা তাঁরে সত্য ঘটিয়াছে যাহা।

মাদ্রী বলিলেন, "ব্রাহ্মণকে ত পুত্রকন্যা দান করিলেন; কিন্তু আমি যে সমস্ত রাত্রি পরিদেবন করিয়া বেড়াইলাম, আমাকে এ কথা বলিলেন না কেন?" মহাসত্ত্ব বলিলেন :

৬০৪-৬০৫. ছিল না ইচ্ছা মাদ্রি দুঃখ দিতে হঠাৎ তোমায়
সে হেতু উত্তর কোন দেই নাই তোমার কথায়।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক এসেছিল ভিক্ষার্থ আশ্রমে;
তুষিয়াছি তাহাকেই প্রাণাধিক পুত্রকন্যাদানে।
মরে নি বাছারা, মাদ্রি; নাই কোন ভয়ের কারণ।
মুখ পানে চেয়ে মোর হও তুমি আশ্বস্ত এখন।
করিও না দুঃখ বেশী বাঁচি যদি নীরোগ হইয়া
হব সুখী পুনর্ব্বার পুত্রকন্যামুখ নিরখিয়া।

৬০৬. পুত্র, কন্যা, পশু আর গৃহে যত থাকে অন্য ধন,
সাধুরা করেন দান প্রার্থী যবে দেয় দরশন।
এ দান অনুমোদন কর, মাদ্রি, সুপ্রসন্নমনে;
পুত্রদানসম দান দেখিতে না পাই ত্রিভুবনে।

মাদ্রী বলিলেন :

৬০৭. সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন তোমার
করিনু এ দান আমি, শুন বিশ্বন্তর।
দানমধ্যে পুত্রদান সর্ব্বোত্তম হয়;
দিয়া তাহা মহাপুণ্য অর্জিলা নিশ্চয়।
দিয়াছ; এখন হও সুপ্রসন্ন মন;
এইরূপ আর(ও) দান করহ, রাজন্।

৬০৮. মানুষেরা স্বার্থপর। তুমি শিবীশ্বর
স্বার্থ দলি পায়ে দিলা অপত্য তোমার
দরিদ্র ব্রাহ্মণে; এতে দুঃখ মোর নাই;
দানে অভিরতি তব থাকুক সদাই।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মাদ্রি, তুমি এ কথা কহিতেছ! পুত্রদানের পর আমার যদি চিত্তপ্রসাদ না জন্মিত, তবে কি এসব বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটিত?" অনন্তর তিনি মাদ্রীকে পৃথিবীনিনাদ ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত শুনাইলেন; মাদ্রী তাঁহার দান অনুমোদন করিবার কালে নিজমুখে সেই সকল অদ্ভুত ব্যাপার কীর্ত্তন করিলেন :

৬০৯. "করিল পৃথিবী ঘোর নিনাদ তখন;
ত্রিদিববাসীরা তাহা করিল শ্রবণ।
অকালে চৌদিকে আসি বিদুৎ স্ফুরিল হাসি,
বজ্রের গর্জ্জন শুনা গেল বার বার;
পর্ব্বতে পর্ব্বতে হ'ল প্রতিধ্বনি তার।

৬১০. নারদ, পর্ব্বত ঋষি সে দান দেখিয়া খুসী;
ইন্দ্র, ব্রহ্মা, সোম, যম, কুবের প্রভৃতি
দান দেখি তুষ্ট সবে হইলেন অতি।'[১]

৬১১. বলি ইহা গুণবতী সুন্দরী সুশীলা সতী
বিশ্বন্তরে বার বার দিলা সাধুকার :
পুত্রদানসম অন্য দান নাই আর।

মহাসত্ত্ব আপনার দান বর্ণন করিলে মাদ্রীও এইরূপে তাহা পুনর্ব্বার বর্ণনা করিলেন; তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আপনি উত্তম দান করিয়াছেন।" তিনি দান বর্ণনা করিয়া উহা অনুমোদন করিতে করিতে উপবেশন করিলেন। এই নিমিত্তই শাস্তা "বলি ইহা গুণবতী" ইত্যাদি গাথা (৬১১ম) বলিলেন।

মাদ্রীপর্ব্ব সমাপ্ত।

(১০)

বিশ্বন্তর ও মাদ্রী পরস্পরের প্রীতিবর্দ্ধনার্থ এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে দেবরাজ শক্র ভাবিলেন, 'রাজা বিশ্বন্তর কল্য জূজককে পুত্রকন্যা দান করিয়া পৃথিবী নিনাদিত করিয়াছেন; এখন যদি কোন নরাধম তাঁহার নিকটে গিয়া সর্ব্বসুলক্ষণা শীলবতী মাদ্রীকে যাচঞা করে এবং

---

[১]। এই প্রসঙ্গে 'প্রজাপতি'রও নাম আছে। পালি সাহিত্যে ব্রহ্মা ও প্রজাপতি ভিন্ন ভিন্ন দেবতা।

তাঁহাকে লইয়া বিশ্বন্তরকে একাকী ফেলিয়া যায়; তবে ত তিনি নিতান্ত অসহায় ও নিঃসম্বল হইবেন। অতএব আমিই ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকটে যাইব এবং মাদ্রীকে চাহিব। ইহাতে তিনি দানপারমিতার পরাকাষ্ঠা লাভ করিবেন; মাদ্রীকে যে অন্য কেহ লইয়া যাইবে, তাহাও সম্ভবপর হইবে না; অতঃপর তাঁহার মাদ্রীকে তাঁহারই হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া আমি স্বস্থানে ফিরিয়া আসিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি সূর্য্যোদয়-কালে বিশ্বন্তরের নিকটে উপস্থিত হইলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৬১২. প্রভাতা হইলে রাত্রি সূর্যোদয়কালে
ব্রাহ্মণের বেশে শক্র গিয়া সে আশ্রমে
মাদ্রী আর বিশ্বন্তরে দিলা দরশন।

শক্র বলিলেন :

৬১৩. কুশলে ত আপনারা করেন বসতি হেথা?
কোনরূপ অসুখ ত নাই? করেন ত উঞ্ছ দ্বারা
জীবন যাপন সুখে? ফল মূল পান ত সদাই?

৬১৪. দংশমশকাদি কীট, সরীসৃপগণ আর
তত বেশী নাই ত এখানে? ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ কভু
করে না ত উপদ্রব কোনরূপ এ ভীষণ বনে?

মহাসত্ত্ব বলিলেন :

৬১৫. কুশলে রয়েছি মোরা; শারীরিক, মানসিক
কোনরূপ অনাময় নাই; উঞ্ছ আহরণ করি
রক্ষি মোরা প্রাণ হেথা; ফল মূল সুপ্রচুর পাই।

৬১৬. দংশমশকাদি কীট, সরীসৃপগণ আর
নাই হেথা বলিলেই চলে; শ্বাপদসঙ্কুল বনে
বাস করি এত কাল, নাহি জানি হিংসা কারে বলে।

৬১৭. সপ্ত মাস এই বনে আছি; বড় দুঃখ মনে,
না করি অতিথি লাভ সদা; এত দীর্ঘকাল মধ্যে
কেবল দ্বিতীয়বার দেখিলাম ব্রাহ্মণ দেবতা।
হস্তে শোভে বংশদণ্ড; পবিত্র অজিন বাস;
দেখি তব এই সাধু বেশ হইলাম ধন্য মোরা;
অতিথি লভিয়া আজ পাইলাম আনন্দ অশেষ।

৬১৮. স্বাগত, হে বিপ্রববর; তব আগমনে হেথা
অতি হৃষ্ট হইয়াছে মন। প্রবেশি কুটীরে এবে,

কর পাদ প্রক্ষালন; হও তুমি কল্যাণভাজন।

৬১৯. তিন্দুক, পিয়াল আর মধুকাদি ক্ষুদ্র ফল
আছে হেথা প্রচুর প্রমাণ; ক্ষুন্নিবৃত্তি তরে তুমি
সে সব ভোজন কর, বার বার, যত চায় প্রাণ।

৬২০. পর্ব্বত-কন্দর হ'তে নির্ম্মল শীতল জল
রাখিয়াছি করি আনয়ন; ইচ্ছা যদি হয় তব,
পান করি অই জল কর তুমি পিপাসা দমন।

ব্রাহ্মণবেশী শক্রকে এইরূপ প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন,

৬২১. কি উদ্দেশ্যে—ক কারণ হেথা আগমন?
জিজ্ঞাসি তোমায় আমি; বল হে ব্রাহ্মণ,

মহাসত্ত্ব আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শক্র বলিলেন, "মহারাজ, আমি অতি বৃদ্ধ; তথাপি আপনার ভার্য্যা মাদ্রীকে যাচঞা করিবার জন্য এত পথ পর্য্যটন করিয়া এখানে আসিয়াছি। আপনি মাদ্রীকে আমায় দিন।

৬২২. মহনদ অবিরাম করি বারি দান
কখন(ও) না হয়, ভূপ, যথা ক্ষীয়মাণ,
যাচকেরা তোমাকেও ভাবে সেই মত।
ভাবে তারা কভু না ক হবে প্রত্যাখ্যাত।
ভার্য্যাকে তোমার আমি এসেছি যাচিতে;
কর তাঁরে সম্প্রদান আমায় তুষিতে।"[১]

"কাল এক ব্রাহ্মণকে পুত্রকন্যা দুইটী দিয়াছি; মাদ্রীকে দিয়া আমি একাকী এই বনে কিরূপে থাকিব?"—মহাসত্ত্ব একথা বলিলেন না। তিনি পূর্ব্বে প্রসারিত হস্তে যেমন সহস্রমুদ্রাপূর্ণ স্থবিকা স্থাপন করিয়াছিলেন সেই ভাবে, অনাসক্তভাবে এবং অকুণ্ঠিতচিত্তে পর্ব্বত উন্নাদিত করিয়া বলিলেন :

৬২৩. অকম্পিত চিত্তে দান করিলাম যাহা তুমি
মোর ঠাঁই চাহিলে ব্রাহ্মণ; আমার যা' আছে, তাহা
গোপন করি না কভু; দানে অভিরত মোর মন।

ইহা বলিয়া তিনি অবিলম্বে কমণ্ডলুতে জল আনয়নপূর্ব্বক হস্তে জল লইয়া ব্রাহ্মণকে ভার্য্যা দান করিলেন। অমনি পূর্ববৎ অদ্ভুত কাণ্ড সকল ঘটিল।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৬২৪. ধরিয়া মাদ্রীর হাত, কমণ্ডলু লয়ে করে
শিবিরাজ্যাধিপ বিশ্বন্তর ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান

---

[১]। ৬১৫ম হইতে ৬২২ম পর্যন্ত গাথাগুলি প্রধানতঃ ৪৩৬ম হইতে ৪৪৫ম গাথার পুনরুক্তি।

করিলেন ভার্য্যা নিজ; 'ধন্য, ধন্য' বলে চরাচর।

৬২৫. ধরিয়া মাদ্রীর হাত ব্রাহ্মণকে দান যবে
হৃষ্টমনে করিলেন তিনি; হেরি এ অদ্ভুত ত্যাগ
শিহরিল সর্ব্বলোক; দানতেজে কাঁপিল মেদিনী।

৬২৬. ভ্রূকুটি-বিকার কিছু না হ'ল মাদ্রীর মুখে;
রোষ, দুঃখ নাই মনে তাঁর; নীরবে ভাবিলা সতী,
'করেন যা' মোর পতি, হবে তাহে কল্যাণ আমার।'

বিশ্বন্তর সর্ব্বজ্ঞতালাভের অভিপ্রায়েই এই মহাদান করিয়াছিলেন। এই হেতু কথিত হইয়া থাকে যে,

৬২৭. দান পারমিতা দ্বারা সম্বোধি লভিতে
পুত্র জালী, কন্যা কৃষ্ণা, পত্নী মাদ্রী পতিব্রতা,
এ তিনে করিনু দান অকুণ্ঠিত চিতে।

৬২৮. নয় দ্বেষ্য সুত সুতা, মাদ্রী দ্বেষ্যা নন;
কিন্তু সর্ব্বজ্ঞতা আমি, ভাবি প্রিয়তম মনে;
প্রিয় জনে করিলাম দান সে কারণ।

ব্রাহ্মণ হস্তে অর্পিত হইয়া মাদ্রীর মনের ভাব কিরূপ হইল, তাহা জানিবার জন্য মহাসত্ত্ব তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কোন কষ্ট হইতেছে না ত, মাদ্রী?" মাদ্রী সিংহনাদে বলিলেন, "প্রভো, আপনি আমার মুখের দিকে তাকাইয়া কি দেখিতেছেন?

৬২৯. আকৌমার আমি ভার্য্যা হয়েছি যাঁহার,
পতি যিনি মোর, যিনি জীবিত-ঈশ্বর,
যা'কে ইচ্ছা দান তিনি করুন আমায়,
বেচুন, বধুন কিংবা, দুঃখ নাহি তায়।

শক্র তাঁহাদের সাধু সংকল্প দেখিয়া অতঃপর তাঁহাদের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৬৩০. সংকল্প তাঁদের বুঝি দেবেন্দ্র তখন
বলিলেন বিশ্বন্তরে এতেক বচন :
সম্বোধি-লাভের পথে দৈব ও মানুষ বিঘ্ন
দানবলে করিয়াছ তুমি অতিক্রম;
উদ্দেশ্য তোমার ব্যর্থ হবে না কখন।

৬৩১. নিনাদিল পৃথ্বী, দান করিলা যখন;
ত্রিদিবে বসিয়া তাহা শুনে দেবগণ।

অকালে চৌদিকে আসি বিদ্যুৎ স্ফুরিল হাসি;
বজ্রের গর্জ্জন শুনা গেল বার বার;
পর্ব্বতে পর্ব্বতে হ'ল প্রতিধ্বনি তার।

৬৩২. নারদ, পর্ব্বত ঋষি এ দান দেখিয়া খুসী;
ইন্দ্র, ব্রহ্মা, সোম, যম, কুবের প্রভৃতি
দুষ্কর করিলে দেখি, তুষ্ট সবে অতি।

৬৩৩. সুদুস্ত্যাজ্য প্রিয় বস্তু পারে যেই দিতে,
যে জন দুষ্কর কার্য্য পারে সম্পাদিতে,
না পারে করিতে তার এ দৃষ্টান্ত অনুসার
অসাধু কস্মিনকালে। অসাধু যে জন,
না পারে চলিতে কভু সাধুর মতন।

৬৩৪. সাধু, অসাধুর, তাই, ভিন্ন ভিন্ন গতি।
অসাধু নরকে যায়; সাধু স্বর্গধাম পায়;
ব্যতিক্রম নাই এতে; ইহাই নিয়তি।

৬৩৫. বনে বাস করি তুমি করিয়াছ দান
পুত্র, পুত্রী, ভার্য্যা—যারা প্রাণের সমান।
করি এই মহাদান লভিয়াছ ব্রহ্মযান;[১]
অপায়ে তোমার আর হবে না পতন;
লভিবে সুফল স্বর্গে করিয়া গমন।

এইরূপে মহাসত্ত্বের দান অনুমোদনপূর্ব্বক শক্র ভাবিলেন, 'এখানে আর বিলম্ব করিব না; মাদ্রীকে আবার ইহাকেই দান করিয়া চলিয়া যাই।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন :

৬৩৬. সর্ব্বাঙ্গশোভনা মাদ্রী বনিতা তোমার।
তোমাকেই এবে এঁরে করিলাম দান।
সর্ব্বাংশে তুমিই এঁর অনুরূপ পতি;
উপযুক্তা ভার্য্যা তব ইনিও, রাজন।

৬৩৭. জল আর শঙ্খ যথা সমান-বরণ,
তোমরাও দুইজনে ঠিক সেই মত
ভিন্ন দেহে একচিত্ত, একমন সদা।

---

[১]। ব্রহ্মযান—সর্ব্বোত্তম পথ। "সেট্ঠযানং তিবিধো হি সুচরিতধম্মো এবরূপো দানধম্মো অরিয়মগ্গস্স পচ্চয়ো হোতীতি ব্রহ্মযানং তি বুচ্চতি।"—টীকাকার।

৬৩৮. রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত হইয়া আশ্রমে
করিতেছ উভয়েই বসতি এখন;
জাতিগোত্রে উভয়েই তুল্য পরস্পর।
মাতৃকুলে, পিতৃকুলে উভয়ে তোমরা
বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়জন্ম করিয়াছ লাভ;
উভয়েই পুণ্যার্জ্জন কর সমভাবে।
করিও যথানুরূপ আর(ও) বহুদান।

ইহা বলিয়া বিশ্বন্তরকে বর দিবার অভিপ্রায়ে শক্র আত্মপ্রকাশ করিলেন :

৬৩৯. আমি শক্র দেবরাজ; হেথা আগমন
কেবল তোমার হিত করিতে সাধন।
মাগ বর, বিশ্বন্তর, যাহা প্রাণে চায়;
অষ্টবর দিয়া আমি তুষিব তোমায়।

এই পরিচয় দিবার কালে শক্র প্রদীপ্ত বালসূর্য্যের ন্যায় আকাশে সমাসীন হইলেন। অনন্তর বোধিসত্ত্ব বর গ্রহণ করিলেন :

৬৪০. বর যদি দেন শক্র সর্ব্বভূতেশ্বর,
মাগি আমি তাঁর ঠাঁই প্রথম এ বর :
হউন প্রসন্ন পুনঃ জনক আমার প্রতি;
আবাসে ফিরিব যবে এখান হইতে,
ডাকি মোরে রাজ্য যেন চান তিনি দিতে।

৬৪১. দ্বিতীয় যে বর চাই, করি নিবেদন :
প্রাণবধে কার(ও) যেন,—হোক না সে অপরাধী—
না হয় আমার রুচি; বধার্হ যে জন,
তাহাকে(ও) পারি যেন করিতে মোচন।

৬৪২. তৃতীয় যে বর চাই, করি নিবেদন :
বাল, বৃদ্ধ, মধ্যমবয়স্ক সর্ব্বজন
আমার আশ্রয় লভি হয় যেন সদাসুখী;
হই যেন সকলের অনন্যশরণ।

৬৪৩. চতুর্থ এ বর, শক্র মন মোর চায় :
পরদার সেবা যেন ভ্রমেও না করি কভু;
থাকি যেন অনুরক্ত নিজের ভার্য্যায়;
রমণীর বশে যেন পড়িতে না হয়।

৬৪৪. পঞ্চম যে বর চাই, শুন মহাশয় :
দীর্ঘজীবি হয় যেন আমার তনয়;

কর্ত্তব্যসাধনে রত; পালি সদাচার ব্রত
করে যেন ধর্ম্মবলে পৃথিবীকে জয়।

৬৪৫. এই ষষ্ঠ বর আমি মাগি তব ঠাঁই :
রজনী প্রভাত হ'লে, সূর্য্যের উদয়কালে
দিব্যভক্ষ্য আমি যেন প্রতিদিন পাই,
দিয়ে, খেয়ে যাহা সুখী হইব সদাই।

৬৪৬. সপ্তম এ বর আমি মাগি মহাশয় :
অকাতরে দিব দান, তথাপি আমার যেন
বিত্তের কখন(ও) নাহি ঘটে অপচয়;
দিব সুপ্রসন্নমনে; দানান্তে আমায় যেন
অনুতাপ কিছুমাত্র পাইতে না হয়।

৬৪৭. অষ্টম যে বর চাই, নিবেদি তোমারে :
ত্যজি দেহ স্বর্গে গিয়া, লভিয়া বিশিষ্টা গতি
অনিবর্ত্তী জন্ম যেন পাই তার পরে;
তখন নির্ব্বাণ লভি যাই যেন চলি; আর
আসিতে না হয় যেন ভব-কারাগারে।[১]

অতঃপর শাস্তা বলিলেন :

৬৪৮. শুনিয়া তাঁহার কথা শক্র দেবরাজ
বলিলেন, "অচিরেই জনক তোমার
দেখিতে তোমায়, ভূপ, আসিবেন হেথা।

মহাসত্ত্বকে এইরূপে সম্ভাষণ করিয়া এবং উপদেশ দিয়া শক্র স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৬৪৯. বলি ইহা সুজম্পতি দেবেন্দ্র মঘবা
দিয়া বর বিশ্বন্তরে গেলা স্বর্গধামে।

শক্রপর্ব্ব সমাপ্ত।

(১১)

অতঃপর বোধিসত্ত্ব ও মাদ্রী শক্রদত্ত সেই আশ্রমে সম্প্রীতভাবে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে, জূজক জালী ও কৃষ্ণাকে লইয়া ষষ্ঠি দীর্ঘ পথ চলিতে

---

[১]। বিশ্বন্তর তুষিত স্বর্গে বিশিষ্টা গতি লাভ করিয়া তদনন্তর সিদ্ধার্থরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

লাগিল। দেবতারা শিশু দুইটীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সূর্য্যাস্ত হইলে জূজক তাহাদিগকে একটী গুল্মে বান্ধিয়া ভূতলে রাখিয়া নিজে হিংস্র জন্তুর ভয়ে বৃক্ষারোহণপূর্ব্বক বিটপান্তরে শুইয়া থাকিত; ইত্যবসরে এক দেবপুত্র বিশ্বন্তরের বেশে এবং এক দেবকন্যা মাদ্রীর বেশে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের বন্ধন খুলিয়া দিতেন, তাহাদের হস্তপাদ সংবাহন করিতেন, তাহাদিগকে স্নান করাইতেন ও সজ্জিত করিতেন, ভোজন করাইতেন ও দিব্য শয্যায় শয়ন করাইতেন; কিন্তু অরুণোদয় কালে বদ্ধভাবেই শয়ন করাইয়া অন্তর্হিত হইতেন। এইরূপে দেবতাদিগের অনুগ্রহ পাইয়া তাহারা বিনা কষ্টেই পথ চলিতে লাগিল। জূজক কিন্তু দেবতাদিগের অনুভাব-বলে কলিঙ্গরাজ্যে যাইতেছে মনে করিয়া পনর দিন পরে জেতুত্তর নগরে গিয়া উপস্থিত হইল। ঐ দিন প্রত্যূষকালে শিবিরাজ সঞ্জয় স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, তিনি যেন বিচারালয়ে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একটা লোক দুইটী পদ্ম আনয়ন করিয়া তাঁহার হস্তে স্থাপন করিল; তিনি পদ্মদুইটী দুই কর্ণে ধারণ করিলেন; পদ্মের রেণু তাঁহার উদরে পতিত হইল। তিনি নিদ্রাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকালেই ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া এই স্বপ্নের মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "মহারাজ, বহুদিন প্রবাসে ছিলেন, আপনার এইরূপ দুইটী বন্ধুর সমাগম হইবে।" অনন্তর তিনি প্রাতঃকালেই নানাবিধ উৎকৃষ্টরসযুক্ত দ্রব্য আহার করিয়া বিচারালয়ে আসন গ্রহণ করিলেন; একজন দেবতাও (অদৃশ্য থাকিয়া) জূজক ব্রাহ্মণকে আনয়ন পূর্ব্বক রাজাঙ্গণে স্থাপন করিলেন। ঠিক ঐ সময়ে সঞ্জয় অঙ্গনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জালী ও কৃষ্ণাকে দেখিতে পাইলেন এবং বলিলেন :

৬৫০. তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় মুখখানি শোভাপায়;
কে এক আসিছে হেথা? দেহের বরণ
স্বর্ণনিষ্কসমোজ্জ্বল, উল্কামুখবৎ[১] দীপ্ত।
জান কি তোমরা কেহ, ও কার নন্দন?

৬৫১. অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শোভা উভয়ে(ই) মনোলোভা;
উভয়ের(ই) এক রূপ আকারে প্রকারে;
একটী জালীর মত; অপরটী কৃষ্ণা যেন;
এল কি বাছারা ফিরে এতকাল পরে?

৬৫২. গুহার বাহিরে আসি সিংহ যেন দিল দেখা,
হেরিলে এ শিশুদু'টী এই মনে লয়।
অহো কি সুন্দর রূপ! বিশুদ্ধ কাঞ্চন দিয়া

---

[১]। উল্কা—কামারের হাপর।

গঠিত হয়েছে যেন এই শিশুদ্বয়।

এই রূপে রাজা তিনটি গাথা দ্বারা শিশু দুইটীকে বর্ণন করিয়া একজন অমাত্যকে আজ্ঞা দিলেন, "যাও ব্রাহ্মণকে শিশুদুইটীর সঙ্গে এখানে লইয়া এস।" অমাত্য শীঘ্র গিয়া তাহাদিগকে আনয়ন করিলেন। তখন রাজা ব্রাহ্মণকে বলিলেন :

৬৫৩. কোথা হ'তে, ভারদ্বাজ, বলুন আপনি
করিলেন আনয়ন এই শিশুদু'টী।

জূজক বলিল :

৬৫৪. পঞ্চদশ দিন পূর্বে দাতা একজন
করেছেন হৃষ্টমনে দান, মহারাজ,
এই দুই শিশু; এরা এবে মোর দাস।

রাজা বলিলেন :

৬৫৫. কি বাক্য বলিয়া তুমি সে দাতার মনে
জন্মাইলা হেন শ্রদ্ধা? কি সাধু উপায়ে
হেন দানে প্রবর্ত্তিত করিলা তাঁহারে?
কে তোমারে হেন দান করিলেন, বল।
পুত্রদানসম দান নাই যে জগতে!

জূজক বলিল :

৬৫৬. যাচকগণের যিনি সদৈকশরণ,
ধরিত্রী প্রতিষ্ঠা যথা ভূতসমূহের,
বনবাসী মহারাজ সেই বিশ্বন্তর
করিলেন মোরে নিজ পুত্রকন্যা দান।

৬৫৭. যে মহাত্মা যাচকের একমাত্র গতি,
স্রোতস্বতীসমূহের সাগর যেমন,
বনবাসী মহারাজ সেই বিশ্বন্তর
করিলেন মোরে নিজ পুত্রকন্যাদান।

ইহা শুনিয়া অমাত্যেরা বিশ্বন্তরের নিন্দা করিতে লাগিলেন :

৬৫৮. গৃহবাসী শ্রদ্ধাবান রাজা যদি কোন
করেন এমন দান, তথাপি তাঁহাকে
অকৃতকারক বলি নিন্দিবে সকলে।
নির্ব্বাসিত, বনবাসী বিশ্বন্তর এবে
কোন্ প্রাণে পুত্রকন্যা করিলেন দান?

৬৫৯. সমবেত সভ্যগণ, শুনুন সকলে,
করেছেন কি অন্যায় কাজ বিশ্বন্তর।
নিজে এবে বনবাসী, তবু কোন্ প্রাণে
দিয়াছেন নিজ পুত্রকন্যা এ ব্রাহ্মণে?

৬৬০. দাস, দাসী, অশ্ব, অশ্বতরী, হস্তি, রথ,
এ সকল(ই) দেয় লোকে। পুত্রকন্যা দান
করিলেন কেন তিনি, দেখহ বিচারি।

ইহা শুনিয়া এবং পিতার নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া জালী, নিজের বাহু দ্বারাই যেন বাতাভিহত সুমেরু পর্ব্বতকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন, এইভাবে বলিলেন :

৬৬১. বলুন ত, পিতামহ, কি দিবেন তিনি,
দাস, অশ্ব, অশ্বতরী, হস্তি-আদি এবে
অন্য ধন কিছুই না আছে গৃহে যাঁর?

রাজা বলিলেন :

৬৬২. প্রশংসা দানের তাঁর করি, বৎসগণ।
নিন্দি না তাঁহারে আমি; কিন্তু যবে দান
করিলেন পুত্রকন্যা ভিক্ষু জনে তিনি
মনের অবস্থা কি যে হয়েছিল তাঁর
সে সময়ে, ভাবি তাহা উপজে বিস্ময়।

জালী বলিল :

৬৬৩. কৃষ্ণাজিনা করেছিল বিলাপ যখন,
শুনি তাহা দুঃখ তাঁর হয়েছিল মনে;
উত্তপ্ত হৃদয়ে তিনি ছিলেন দেখিতে
ব্রাহ্মণ বান্ধিল যবে আমা দুইজনে।
রক্তবর্ণ[১] চক্ষু হ'তে অশ্রুধারা তাঁর
ঝর ঝর পড়েছিল ভূতলে তখন।

অতঃপর কুমার সঞ্জয়কে কৃষ্ণাজিনার তখনকার কথাগুলি শুনাইলেন :

৬৬৪. দেখ, বাবা, এ ব্রাহ্মণ যষ্ঠির আঘাতে
করিছে প্রহার মোরে, আমি যেন, হায়,
দাসী হয়ে জন্মিয়াছি আগারে ইহার।

---

[১]। 'রোহিণী হেব তম্বক্খী'। রোহিণী = লাল রঙের গাই।

৬৬৫. এ নয় ব্রাহ্মণ, বাবা; ব্রাহ্মণ যাঁহারা
ধার্ম্মিক বলিয়া তাঁরা খ্যাত সব ঠাঁই।
ব্রাহ্মণের বেশধারী যক্ষ এ নিশ্চয়।
যেতেছে লইয়া বাবা, আমা দুই জনে
বধ করি খাবে মাংস, এই অভিপ্রায়ে।
পিশাচে লইয়া যায়, তুমি কি কারণ
চুপ করি দেখিতেছ এ দৃশ্য ভীষণ?'[1]

ব্রাহ্মণ তখনও জালীর ও কৃষ্ণার বন্ধন খুলিয়া দিতেছে না দেখিয়া রাজা বলিলেন :

৬৬৬. রাজপুত্রী মাদ্রী মাতা, শিবিরাজসুত
দানবীর বিশ্বন্তর পিতা তোমাদের;
উঠিতে আমার কোলে পূর্ব্বে কত বার,
এবে কেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছ দূরে?

কুমার বলিল :

৬৬৭. রাজপুত্রী মাতা বটে, রাজপুত্র পিতা
কিন্তু মোরা দাস এবে এই ব্রাহ্মণের,
দাঁড়ায়ে রয়েছি দূরে এবে সেকারণ।

রাজা বলিলেন :

৬৬৮. বলিস্ না দাদা, তুই ও কথা আমায়;
শুনি উহা দুঃখে মোর বুক ফাটি যায়।
পুড়িছে চিতায় যেন শরীর আমার;
আসনে বসিয়া সুখ পাই না রে আর।

৬৬৯. বলিস না, দাদা, তুই ও কথা আবার,
শুনি যে দুর্ব্বহ মোর হয় শোকভার!
করিব নিষ্ক্রয় দিয়া তোদের মোচন;
হবি না রে দাস তোরা কাহার(ও) কখন।

৬৭০. নির্দ্ধারি তোদের মূল্য কত পরিমাণ
করিলেন বিশ্বন্তর ব্রাহ্মণকে দান,
সত্য করি বল্ শুনি, তাহাই ব্রাহ্মণ
পাইবে; তোদের হবে দাসত্বমোচন।

কুমার বলিল :

---

[1]। এই দুইটী পূর্ব্ববর্ত্তী ৫১৬ম ও ৫১৭তম গাথা।

৬৭১. বলিলেন পিতা, যবে করিলেন দান,
হইবে নিষ্ক্রয় মোর সহস্রপ্রমাণ।
গজ, অশ্ব, রথ আদি বহু দ্রব্য আর,
প্রত্যেকের শত হবে নিষ্ক্রয় কৃষ্ণার।

রাজা জালীর ও কৃষ্ণার নিষ্ক্রয় দিবার জন্য বলিলেন :

৬৭২. "উঠ কর্ত্তা[১] কর শীঘ্র ব্রাহ্মণকে দান
দাস, দাসী, গবী, বৃষ এক এক শত,
সহস্র, সুবর্ণ আর। দিয়া এ নিষ্ক্রয়
পৌত্রের, পৌত্রীর কর দাসত্ব মোচন।"

৬৭৩. করিল সত্বর কর্ত্তা ব্রাহ্মণকে দান
দাস, দাসী, গবী, বৃষ এক এক শত,
সহস্র সুবর্ণ আর। দিয়া এ নিষ্ক্রয়
জালীর, কৃষ্ণার করে দাসত্ব মোচন।

রাজা এ সকল ব্যতীত জূজককে একটী সপ্তভূমিক প্রাসাদও দান করিলেন; সে বহু অনুচর লাভ করিল এবং লব্ধ ধন যথাস্থানে রাখিয়া প্রাসাদে অধিরোহণ ও উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজনপূর্ব্বক মহার্হ শয্যায় শয়ন করিল। রাজভৃত্যেরা জালী ও কৃষ্ণাকে স্নান করাইল, খাওয়াইল এবং নানা অলঙ্কার দিয়া সাজাইল; তাদের একজনকে পিতামহ এবং একজনকে পিতামহী কোলে লইলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৬৭৪. উদ্ধারি নিষ্ক্রিয়দানে পৌত্র ও পৌত্রীকে,
করাইয়া স্নান দোঁহে, করায়ে ভোজন,
নানাবিধ আভরণে করি বিভূষিত
এক জনে রাজা, আর এক জনে রাণী
স্নেহভরে লইলেন তুলি অঙ্কোপরি।

৬৭৫. ধৌতশিরা, শুচিবাস, সর্ব্ব-আভরণে
বিভূষিত পৌত্র-পৌত্রী রাখি অঙ্কোপরি
করেন জিজ্ঞাসা পিতামহ শিবিরাজ :

৬৭৬. দুলিছে কুণ্ডল কর্ণে মধুর নিক্কণে;
সুগন্ধ পুষ্পের মালা গলে শোভা পায়;

---

[১]। কর্ত্তা—রাজার বিশ্বস্ত ভৃত্য। পঞ্চম খণ্ডে উন্মাদয়ন্তী-জাতকে এবং এই খণ্ডে বিদুরপণ্ডিত-জাতকে এই শব্দটী উক্ত অর্থে বহুবার পাওয়া গিয়াছে। ২০৮ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। জাতকমালায় 'ক্ষত্তৃ' শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সর্ব্ব আভরণে তারা বিভূষিত এবে।
হেন পৌত্র-পৌত্রী স্নেহে রাখি অঙ্কোপরি
বলেন সঞ্জয় রাজা এতেক বচন :

৬৭৭. আছেন ত, জালী, ভাল মাতা পিতা তব?
করেন ত উঞ্ছ্ দ্বারা জীবন যাপন?
ফলমূল সুপ্রচুর আছে ত সে বনে?

৬৭৮. অল্পত মশকদংশসর্পাদি সেখানে?
করে না ত উপদ্রব হিংস্র জন্তু কোন?

কুমার বলিল :

৬৭৯. সুস্থদেহে মাতা পিতা আছেন সেখানে;
করেন ধারণ প্রাণ উঞ্ছ্দ্বারা তাঁরা।
ফলমূল সুপ্রচুর আছে সেই বনে।

৬৮০. অল্পই মশকদংশসর্পাদি সেখানে;
করে না ক উপদ্রব হিংস্র জন্তু কোন।

৬৮১. খনিত্র লইয়া করে জননী মোদের
নানারূপ কন্দ[১] নিত্য করেন খনন;
কোল-ভল্লাতক-বিল্ব[২] আদি নানা ফল

৬৮২. পাড়েন অঙ্কুশ দ্বারা; করেন এ সব
আনয়ন প্রতিদিন; সবে মিলি মোরা
খাই রাত্রিকালে; ভাই বোন দুই জন
ক্ষুধা পেলে দিবসেও খাই সে সকল।

৬৮৩. বৃক্ষ হ'তে নিত্য ফল আনিতে আনিতে
শুকায়ে গিয়েছে তাঁর সোনার শরীর;
শীর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ এবে, হায় রে যেমন
সুকুমার পদ্মফুল যায় শুকাইয়া
বাতাতপে, কিংবা হস্তে করিলে মর্দ্দন।

৬৮৪. নাই সে ভ্রমরকৃষ্ণ ঘনকেশদাম,
মায়ের মস্তকে আর; বিচরেন যবে
শ্বাপদসঙ্কুল, খড়্গিদ্বীপিনিষেবিত
বিজন অরণ্যে তিনি ফল আহরণে,

---

[১]। মূলে আলু (ওল), কলম্ব, বিড়ালি ও তক্কল এই কয়েক জাতীয় কন্দের নাম আছে।
[২]। ভল্লাতক–ভেলা। ইহার ফলের এক অংশ খাদ্য; এক অংশ বিষাক্ত।

প্রায় সব কেশ শাখালতার আঘাতে
একটী একটী করে গিয়াছে ছিঁড়িয়া।

৬৮৫. শিরে জটা, কক্ষে এবে ঝল্লিকা তাঁহার;
পরিধান মৃগচর্ম্ম, শয্যা ভূমিতল।
হেন দীন বেশে দিন যাপিছেন মাতা।
অগ্নিকে করেন পূজা অবসর-কালে।

এইরূপে মাতার দুঃখকাহিনী বর্ণন করিয়া কুমার একটী গাথায় তাহার পিতামহের নিন্দা করিল :

৬৮৬. পুত্র সকলের(ই) প্রিয়, হেরি সব ঠাঁই;
কিন্তু, পিতামহ, তব পুত্রস্নেহ নাই।

রাজা নিজের দোষ স্বীকার করিয়া বলিলেন :

৬৮৭. শিবিদের শুনি কথা এ রাজ্য হইতে
বিনাদোষে বিশ্বন্তরে নির্ব্বাসিত করি
অতীব দুষ্কৃতকারী হইয়াছি আমি।
স্বপদে কুঠারাঘাত করিয়াছি, হায়![১]

৬৮৮. যা' কিছু রয়েছে ধন এখানে আমার,
সমস্তই বিশ্বন্তরে করিলাম দান;
ফিরি সে আসুক হেথা নির্ব্বাসন হ'তে;
শিবিরাজ্য পুনর্ব্বার করুক শাসন।

কুমার বলিল :

৬৮৯. শিবিনরদেব, দেব, আমার কথায়
কখন(ও) না আসিবেন ফিরিয়া এখানে।
আপনি নিজেই গিয়া, সেচি স্নেহরস
পুত্রবরে পরিতুষ্ট করুন এখন।

৬৯০. দিলেন সঞ্জয় সেনাপতিকে আদেশ :
হস্তী, অশ্ব, রথ, পত্তি-সৈনিকেরা এবে

---

[১]। মূলে 'ভূনহচ্চং কতং ময়া' আছে। 'ভূনহা' শব্দ পূর্ব্বেও পাওয়া গিয়াছে। টীকাকার অর্থ করিয়াছেন, 'বড়ঢিঘাতকম্মং' (কুশলনাশক বা উন্নতিবিরোধী কর্ম্ম)। ঋষিগণের অবমাননাকারীদিগকেও পূর্ব্বে 'ভূনহা' বলা হইয়াছে। 'ভূন' শব্দের উৎপত্তি-সম্বন্ধে আভিধানিকেরা কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। ইহাকে 'ভ্রূণ' শব্দের রূপান্তর মনে করা যায় না কি? 'ভূনহচ্চ' = ভ্রূণহত্যা অর্থাৎ মহাপাপ, এরূপ অর্থ করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে।

আয়ুধ লইয়া সবে হউন প্রস্তুত।
নিগমবাসীরা সব, বিপ্র পুরোহিত
সকলেই সঙ্গে মোর করুক গমন।

৬৯১. আন শীঘ্র যোধ ষষ্টিসহস্র-প্রমাণ,
দেখিতে সুন্দরকায়; সুসজ্জিত সবে
বিবিধ চর্ম্ম-আয়ুধাদিসহ।

৬৯২. হয় যেন পরিচ্ছদ সে সব যোধের
বিবিধ বর্ণের; কা'র(ও) নীল, কা'র(ও) পীত,
কাহার(ও) বা শুভ্রবর্ণ, কাহার(ও) উষ্ণীষ
হয় যেন রক্তবর্ণ। এই বেশে সবে
সুসজ্জিত হয়ে শীঘ্র হো'ক সমবেত।

৬৯৩-৬৯৪. নানাবৃক্ষ-সমাচ্ছন্ন, মহাভূতালয়[১]
হিমাদ্রি-গান্ধার, গন্ধমাদন পর্ব্বত,[২]
দিব্য ঔষধির ভাসে উজলে যেমন
দশদিক্ আমোদিত করিয়া সৌরভে,
সেইরূপ যোধগণ আসুক সত্বর
উদ্ভাসিয়া দশদিক্ সজ্জার প্রভায়,
অঙ্গ বিলেপনগন্ধ করি বিকিরণ।

৬৯৫. যোত শীঘ্র চতুর্দ্দশ সহস্র কুঞ্জর,
পৃষ্ঠে হেমসূত্রময় ঝালর যাদের,
কপালে সুবর্ণপট্টে করে ঝলমল।[৩]

৬৯৬. অঙ্কুশ-তোমর হস্তে সুসজ্জিত সব
গ্রামণীরা আরোহিয়া স্কন্ধে তাহাদের
অবিলম্বে সমবেত হো'ক এই খানে।

৬৯৭. যোত শীঘ্র চতুর্দ্দশ সহস্র ঘোঁক,
আজানেয়, দ্রুতগামী, সিন্ধুদেশজাত;

---

[১]। প্রত্যেক বুদ্ধ, যক্ষ প্রভৃতির বাসভূমি।

[২]। মূলে 'গন্ধর' আছে। গাথাকার বোধ হয় ইহাকেও হিমাদ্রির একটী অংশ মনে করিয়াছেন। কিন্তু হিমাদ্রির শৃঙ্গপর্য্যায়ে গান্ধারের নাম পাই নাই। পালি সাহিত্যে সচরাচর কৈলাস, চিত্রকূট, গন্ধমাদন, সুদর্শন ও কালকূট, এই পাঁচটি শৃঙ্গের উল্লেখ দেখা যায়।

[৩]। এই কয়েকটী গাথার সঙ্গে মহাজনক-জাতকের (৫৩৯) ৪৮ম প্রভৃতি কয়েকটী গাথা তুলনীয়।

৬৯৮. ইলীচাপ ধরি করে, হয়ে সুসজ্জিত
আরোহি গ্রামণীগণ পৃষ্ঠে তাহাদের
অবিলম্বে সমবেত হো'ক এইখানে।

৬৯৯. যোত শীঘ্র চতুর্দ্দশ সহস্র স্যন্দন,
লৌহে সুগঠিত সব নেমি যাহাদের,
সুবর্ণ-খচিত প্রান্ত[১] শোভে মনোহর।

৭০০. কর ধ্বজ উত্তোলন অই সব রথে।
দৃঢ়বীর্য্য, বর্ম্মচর্ম্মধর রথিগণ—
প্রহারে নিপুণ যারা—হয়ে সুসজ্জিত,
আরোহণ করি সবে নিজ নিজ রথে
টঙ্কারি ধনুক হেথা আসুক সত্বর।

রাজা এইরূপে সেনাঙ্গ সমস্ত নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'আমার পুত্রের আগমন হেতু জেতুত্তর নগর হইতে বঙ্ক পর্ব্বত পর্যন্ত অষ্ট উষভ[২] বিস্তারবিশিষ্ট একটী পথ সমতল করিয়া উহা সুসজ্জিত করিয়া রাখ। পথ কিরূপে অলঙ্কৃত হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য তিনি বলিলেন :

৭০১. নানাবিধ পুষ্প আর সঙ্গে তার লাজ
কর বিকিরণ পথে; মাল্য সচন্দন
ঝুলাও দু'পাশে; অর্ঘ হস্তে লয়ে লোকে
দাঁড়া'ক যে পথে তিনি আসিবেন ফিরি।

৭০২. বিবিধ সুরার কুম্ভ এক এক শত শত[৩]
প্রতি গ্রামদ্বারে লোকে করুক স্থাপন;
আসিবেন বিশ্বন্তর যে পথে এখানে।

৭০৩. মাংস, পূপ, শষ্কুলিকা,[৪] কুল্মাষ (যাহাতে
হয়েছে মিশ্রিত মৎস্য) রাখ স্থানে স্থানে,
আসিবেন বিশ্বন্তর যে পথে এখানে।

---

[১]। মূলে 'সুবণ্ণচিত-পক্খরে' আছে। পক্খর (সংস্কৃত 'প্রক্ষর') শব্দটী মহানারদকাশ্যপ-জাতকের ১৯শ গাথাতেও পাওয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ হয় আসনাদির ধার, প্রান্ত বা ঝালর, নয় হস্তী বা অশ্ব বা রথের আবরণবিশেষ।

[২]। এক উসভ = ২০ যষ্টি বা ১২০ হাত।

[৩]। মূলে 'মেরয়' নামক এক প্রকার মদ্যেরও উল্লেখ আছে। ইহা সংস্কৃত ভাষায় মৈরেয়'।

[৪]। শষ্কুলিকা–এক প্রকার গোলাকার তৈলভ্রষ্ট পিষ্টক; ইহা তণ্ডুলচূর্ণ, শর্করা ও তিলের সংমিশ্রণে প্রস্তুত হইত।

৭০৪. ঘৃত, তৈল, দধি, ক্ষীর, সুরা, সুপ্রচুর,
কঙ্গু ও তণ্ডুলপিষ্ট রাখ স্থানে স্থানে,
আসিবেন বিশ্বন্তর যে পথে এখানে।

৭০৫. পাচক, মোদক, নট, নর্ত্তক, গায়ক,
পাণিস্বরকুম্ভস্থূণী[১] বাজায় যাহারা,
মন্দ্রকবাদকগণ,[২] মায়াকাল আর,[৩]
(ইন্দ্রজালে করে যারা শোকাপনোদন)—
করুক লোকের চিত্ত বিনোদন সবে,
আসিবেন বিশ্বন্তর যে পথে এখানে।

৭০৬. বাজুক সকল বীণা, ভেরী ও ডিণ্ডিম;
বাজুক বিবিধ শঙ্খ, বাদ্যযন্ত্র আর
একমুখ মাত্র যার চর্ম্মে আচ্ছাদিত।

৭০৭. মৃদঙ্গ, পণব, বীণা,[৪] কুটুম্ব, তিণ্ডিম—
একসঙ্গে এ সকল উঠুক বাজিয়া।

কিরূপে পথ সাজাইতে হইবে, এইরূপে রাজা তাহা আজ্ঞা দিলেন। জূজক প্রমাণাতিরিক্ত ভোজন করিয়াছিল; সে তাহা জীর্ণ করিতে না পারিয়া সেখানেই প্রাণত্যাগ করিল। রাজা তাহার শবসৎকারান্তে নগরে ভেরীবাদন দ্বারা তাহার জ্ঞাতিবন্ধু প্রভৃতি কোন উত্তরাধিকারী আছে কি না, জানিতে চাহিলেন; কিন্তু কাহাকেও পাইলেন না। কাজেই রাজাই তাঁহার সমস্ত ধন প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর সপ্তমদিনে সমস্ত লোক সমবেত হইল; রাজা মহাসমারোহে ও বহু অনুচরসহ জালীকে পথপ্রদর্শক করিয়া রাজধানী হইতে যাত্রা করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৭০৮. শিবিদের সুসজ্জিতা সে মহতী সেনা,
জালী কুমারকে করি পথপ্রদর্শক,
বঙ্ক পর্ব্বতাভিমুখে করিল প্রয়াণ।

৭০৯. ষষ্টিবর্ষ বয়সের কুঞ্জর সকল
কচ্ছবন্ধনের কালে শুণ্ড আস্ফালিয়া

---

[১]। বিদুরপণ্ডিত-জাতকের (৫৪৩) ৬০ম গাথার টীকা দ্রষ্টব্য।

[২]। মন্দ্রক—গম্ভীরস্বরবিশিষ্ট আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ।

[৩]। মায়াকার—ঐন্দ্রজালিক।

[৪]। মূলে 'গোধা পরিবদেন্তিক' আছে। গোধা = বীণার তার। কুটুম্ব ও তিণ্ডিম যে কি যন্ত্র, তাহা বুঝা যায় না।

ক্রৌঞ্চনাদে আরম্ভিল করিতে বৃংহণ।

৭১০. আজানেয় দ্রুতগামী ঘোঁক সকল
আরম্ভিল হ্রেষারব। রথসমূহের
চক্রের ঘর্ঘরে কর্ণ হইল বধির।
চলিতে লাগিল শিবিরাজের বাহিনী
ধূলিজালে নভস্তল আবরিত করি।

৭১১. গ্রহীতব্য যাহা তাহা গ্রহণে সমর্থা
শিবিদের সুসজ্জিতা সে মহতী সেনা,
জালী কুমারকে করি পথপ্রদর্শক
বঙ্ক পর্ব্বতাভিমুখে করিল প্রয়াণ।

৭১২. মহারণ্যে ক্রমে তারা করিল-প্রবেশ,
নানাপুষ্পফলতরু রয়েছে যেখানে
বিস্তারি বিটপজাল ঢাকিয়া আকাশ।
বহুবিধ বিহঙ্গম করে সেথা বাস।

৭১৩. ভূষিতা আর্ত্তব পুষ্পে বনস্থলী যবে,
বিবিধ বিচিত্রপক্ষ বিহগেরা সেথা
মধুর কুজনে প্রতিকুজনে সতত
শ্রবণে সুধার ধারা করে বরষণ।

৭১৪. অহোরাত্র অবিরাম করি পর্য্যটন
করিল সে দীর্ঘপথ অতিক্রম সবে;
উপনীত হ'ল গিয়া সে রম্য আশ্রমে,
যেথা রাজা বিশ্বন্তর করেন বসতি।

মহারাজপর্ব্ব সমাপ্ত।

(১২)

জালীকুমার সুমুচলিন্দ সরোবরের তীরে স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়া সেই চতুর্দ্দশ সহস্র রথ আগমনমার্গাভিমুখে রাখাইলেন এবং সিংহব্যাঘ্রগণ্ডার প্রভৃতি তাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত নানা স্থানে রক্ষী নিয়োজিত করিলেন। গজাদির রবে চতুর্দ্দিক নিনাদিত হইতে লাগিল। তাহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'শত্রুরা কি আমার পিতার প্রাণবধ করিয়া আমার অনুসন্ধানে এখানে উপস্থিত হইল?' তিনি মরণভয়ে ভীত হইয়া মাদ্রীকে লইয়া পর্ব্বতে আরোহণ-পূর্ব্বক সেই সেনা অবলোকন করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৭১৫. শুনি সে নির্ঘোষ ঘোর ভয় পেয়ে বিশ্বন্তর
পর্ব্বতে করেন আরোহণ; দাঁড়ায়ে সেখানে তিনি
করেন উদ্বিগ্ন চিত্তে সে মহতী সেনা নিরীক্ষণ।

৭১৬. "শুন, মাদ্রী বন মাঝে হয়েছে উত্থিত অই
অতি ভয়ঙ্কর কোলাহল; তুরগের হ্রেষারবে
বধির হতেছে কর্ণ; দেখা যায় ধ্বজাগ্র সকল।

৭১৭. অরণ্যে ব্যাধেরা যথা, আবদ্ধ করিয়া জালে
কিংবা গর্ত্তে করিয়া পাতন রূঢ় বাক্য বলি নানা,
বার বার তীক্ষ্ণ শস্ত্রে বিদ্ধ করে বন্য পশুগণ,

৭১৮. ইহারাও সেইরূপে, বধিবে মোদের প্রাণ;
দুর্ব্বল-ঘাতক এরা সবে; বিনাদোষে নির্ব্বাসিত
হইয়াছি এই বনে; শত্রুহস্তে পড়িলাম এবে।

তাঁহার কথা শুনিয়া মাদ্রী সেনার দিকে অবলোকন-পূর্ব্বক অনুমান করিলেন যে, উহা তাঁহাদের স্বপক্ষেরই সেনা। তিনি মহাসত্ত্বকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন :

৭১৯. করিবে অনিষ্ট তব, অরাতির নাই হেন বল;
উত্তপ্ত করিতে মোরে অগ্নি কভু অর্ণবের জল।
শক্রদত্ত বরগুলি একবার করহ স্মরণ;
এসেছে করিতে এরা আমাদের উদ্ধার সাধন।

মহাসত্ত্ব তখন শোক পরিহার পূর্ব্বক মাদ্রীর সঙ্গে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া পর্ণশালাদ্বারে উপবেশন করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৭২০. পর্ব্বত হইতে অবতরি বিশ্বন্তর
বসিলেন গিয়া পর্ণশালার ভিতর।
বুঝিলেন, নাই কোন ভয়ের কারণ;
করিলেন চিত্তের দৃঢ়তা সম্পাদন।

ঠিক এই সময়ে সঞ্জয় তাঁহার মহিষীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভদ্রে পৃষতি, আমরা সকলে একসঙ্গে গেলে মহাশোকোচ্ছ্বাস হইবে; অতএব প্রথমে কেবল আমি যাইব; যখন বুঝিব যে, আমরা শোক অপনোদনপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়াছি, তুমি তখন বহু অনুচর লইয়া সেখানে যাইবে। অনন্তর কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে জালী ও কৃষ্ণা যেন যায়।" ইহা বলিয়া তিনি রথখানি ফিরাইয়া আগমনমার্গাভিমুখে রাখাইলেন এবং স্কন্ধাবাররক্ষার জন্য স্থানে স্থানে প্রহরী নিয়োজিত করিয়া অলঙ্কৃত গজস্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক পুত্রের নিকটে গমন

করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৭২১. ফিরাইয়া দিয়া রথ, সন্নিবেশি সেনা
স্কন্ধাবার-রক্ষাহেতু চলিলেন পিতা
দেখিতে পুত্রকে, যেথা অরণ্যে একাকী
বসতি করেন তিনি।

৭২২. গজস্কন্ধ হ'তে
অবতরি, এবং অংস উত্তর আসঙ্গে
আবরিয়া যান তিনি, কৃতাঞ্জলিপুটে,
অমাত্যগণের সঙ্গে, পুত্রে পুনর্ব্বার
রাজপদে অভিষিক্ত করিবার আশে।

৭২৩. দেখিলেন, মনোহরবপু পুত্র তাঁর
আছেন আসীন সেই পর্ণশালা-দ্বারে
শান্তচিত্তে ধ্যানমগ্ন; শ্রীমুখমণ্ডলে
উদ্বেগের, আশঙ্কার চিহ্নমাত্র নাই।

৭২৪. আসিছেন পিতা, ব্যগ্র দেখিতে পুত্রকে,
হেরি ইহা মাদ্রী-বিশ্বন্তর দুই জনে
প্রত্যুদ্গমন করি বন্দিলেন তাঁরে।

৭২৫. স্থাপিয়া মস্তক মাদ্রী শ্বশুরের পায়ে
করিলা প্রণাম তাঁরে; বলিলা, "ঠাকুর,
মাদ্রী আমি, স্নুষা তব; প্রণমি চরণে।"
পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া তখন
বুলাইলা হাত একে পিঠে অপরের।

কিয়ৎক্ষণ রোদন ও পরিদেবনের পর শোক কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে সঞ্জয় পুত্র ও পুত্রবধুর সঙ্গে প্রীতি সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন :

৭২৬. কুশল ত, বৎসগণ? শারীরিক, মানসিক
কোনরূপ অসুখ ত নাই? উঞ্ছ পেয়ে প্রতিদিন
বাঁচাও ত প্রাণ হেথা? ফলমূল পাও ত সদাই?

৭২৭. দংশমশকাদি কীট, সরীসৃপগণ আর
তব বেশী নাই ত এখানে? ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ কভু
করেনা ত উপদ্রব কোনরূপ এ ভীষণ বনে?

পিতার প্রশ্ন শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন :

৭২৮. কোনরূপ কষ্টেসৃষ্টে জীবন যাপন
করিতেছি হেথা মোরা। উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা
জীবিকানির্ব্বাহ, দেব, বড় দুঃখকর।

৭২৯. অশ্বকে দমন করে সারথি যেমন
দারিদ্র্যও, মহারাজ, দমে সেইরূপে
অধনকে, দর্প তার করে চুরমার।
আমরা অধন, এবে, তাই অপগত
হইয়াছে আমাদের দম্ভ, দর্প যত।

৭৩০. হয়েছি যে কৃশ মোরা, কারণ তাহার
দীর্ঘকাল অদর্শন মাতার পিতার।
হইয়াছে নির্ব্বাসিত অরণ্যে যাহারা
জাগরূক থাকে সদা শোক তাহাদের।

অনন্তর বিশ্বন্তর নিজের পুত্রকন্যার সংবাদ লইবার জন্য আবার বলিলেন :

৭৩১. দায়াদ তোমার যারা-জালী, কৃষ্ণাজিনা—
অপূর্ণ রহিল, হায়, বাঞ্ছা যাহাদের,
পড়েছে তাহারা এবে মহাক্রূর এক
ব্রাহ্মণের হাতে, পিতঃ, লয়ে গেছে সেই
টানিয়া দুজনে, গরু টানে লোকে যথা।

৭৩২. রাজপুত্রী-গর্ভজাত সেই শিশু দু'টী
আছে কোথা, বল যদি। জানা থাকে তব।
সর্পদষ্ট মানবের মত আমি এবে;
সদুত্তরদানে রক্ষ জীবন আমার।

সঞ্জয় বলিলেন :

৭৩৩. ধন দিয়া ব্রাহ্মণকে জালী ও কৃষ্ণার
করেছি নিষ্ক্রয়; কোন ভয় নাই আর।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব আশ্বস্ত হইলেন এবং পিতাকে প্রীতিসম্ভাষণ করিলেন :

৭৩৪. কুশল ত তব, পিতঃ? শরীর ত আছে ব্যাধিহীন,
পিতার, মাতার মোর হয় নি ত দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ?

রাজা বলিলেন :

৭৩৫. কুশল আমার, বৎস; শরীর রয়েছে ব্যাধিহীন;
পিতার, মাতার তবু হয় নি ক দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ।

মহাসত্ত্ব বলিলেন :

৭৩৬. যানবাহনাদি তব কার্য্যক্ষম আছে ত সকল?
রাজ্য ত সমৃদ্ধ? বর্ষে পর্জন্য ত যথাকালে জল?

রাজা বলিলেন :

৭৩৭. যানবাহনাদি মোর কার্যক্ষম রয়েছে সকল;
রাজ্যও সমৃদ্ধিশালী; বর্ষে মেঘ যথাকালে জল।

পিতাপুত্রে এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন; এদিকে পৃষতী ভাবিলেন, "এতক্ষণ তাঁহারা শোকসংবরণ করিয়া উপবিষ্ট হইয়াছেন।" ইহা স্থির করিয়া বহু অনুচরসহ পুত্রের নিকট গমন করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৭৩৮. পিতা আর পুত্র যবে কথোপকথন
করিতেছিলেন হেন, অনাবৃত পদে
পদব্রজে গিরিদ্বারে দিলা দরশন
রাজার নন্দিনী—বিশ্বন্তরের জননী।

৭৩৯. আসিছেন মাতা, ব্যগ্রা দেখিতে পুত্রকে—
হেরি ইহা মাদ্রী, বিশ্বন্তর দুইজনে
প্রত্যুদগমন করি বন্দিলেন তাঁরে।

৭৪০. স্থাপিয়া মস্তক মাদ্রী শ্বাশুড়ীর পায়ে
করিলা প্রণাম তাঁরে; বলিলা, "তোমার
পুত্রবধূ মাদ্রী, মা গো, প্রণমে চরণে।"

৭৪১. আছেন বাঁচিয়া মাদ্রী, দেখি দূর হ'তে
কুমার, কুমারী ধায় অভিমুখে তাঁর
কান্দিতে কান্দিতে, ধায় গোবৎস যেমন,
দেখিতে সে পায় যবে আসিতে মাতাকে।

৭৪২. দূর হ'তে দেখিলেন মাদ্রীও যখন
নির্ব্বিঘ্নে রয়েছে তাঁর অঞ্চলের ধন,
ভূতাবিষ্টাবৎ[১] তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে
পড়িলেন ধরাতলে সংজ্ঞা হারাইয়া।
স্তন হ'তে ক্ষীরধারা ছুটিয়া তাঁহার
পড়িল মূর্চ্ছিত শিশু দুইটির মুখে।[২]

---

[১]। মূলে 'বারুণীব পবেধন্তি' আছে। বারুণী-সম্বন্ধে এই জাতকের ১২৩ম গাথার টীকা দ্রষ্টব্য।

[২]। টীকাকার বলেন, প্রথমে মাদ্রী মূর্চ্ছিতা হইলেন; তাহার পর কুমার, কুমারী, বিশ্বন্তর,

এই সময়ে পর্ব্বতসমূহে নিনাদ শুনা যাইতে লাগিল; পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল; মহাসমুদ্র সংক্ষুব্ধ হইল, গিরিরাজ সুমেরু তাহার মস্তক অবনত করিল, ষট্‌কামাবচর দেবলোক এককোলাহলময় হইল। দেবরাজ শক্র দেখিলেন, 'ছয় জন ক্ষত্রিয় সানুচর মূর্চ্ছিত হইয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে একজনেরও শক্তি নাই যে, উঠিয়া অপরের দেহে জল সেচন করিতে পারেন। অতএব এই সময়ে পুষ্করবৃষ্টি বর্ষণ করা আবশ্যক।' ইহা স্থির করিয়া যেখানে সেই ছয়জন ক্ষত্রিয় সমাগত হইয়াছিলেন, তিনি সেখানে পুষ্করবৃষ্টি বর্ষণ করাইলেন; যাহারা ভিজিতে ইচ্ছা করিল, তাহারা ভিজিল; যাহারা ভিজিতে ইচ্ছা করিল না, তাহাদের শরীরে এক বিন্দু জলও তিষ্ঠিল না, পদ্মপত্রোপরি পতিত জলের ন্যায় গড়াইয়া চলিয়া গেল। কাজেই সেই বর্ষণ পদ্মবনে পতিত বর্ষণের মত হইল। ক্ষত্রিয় ছয়জন সংজ্ঞা লাভ করিলেন, জ্ঞাতিগণের উপরে পুষ্কর বর্ষণ এবং ভূকম্পন ইত্যাদি আশ্চর্য্যজনক কাণ্ড দেখিয়া সমাগত জনসঙ্ঘ বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৭৪৩. সমাগত জ্ঞাতিগণ হইলেন যবে,
শুনা গেল চতুর্দ্দিকে কারুণ্য-নির্ঘোষ;
নিনাদিত হ'ল গিরি; কাঁপিল মেদিনী।

৭৪৪. জ্ঞাতিগণসহ যবে রাজা বিশ্বন্তর
হইলেন সম্মানিত, জলদ তখন
অদ্ভূত পুষ্করবৃষ্টি করিল বর্ষণ।

৭৪৫-৭৪৬. নপ্তা, নপ্‌ত্রী, পুত্র, স্নুষা, সঞ্জয়, পৃষতী
একত্র মিলিত যবে হ'লেন আবার,
দেখি তাহা পুলকিত হ'ল সর্ব্বজন।
রাজ্যবাসী প্রজা সব হয়ে সমবেত
কর যুড়ি, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে
মাদ্রীকে ও বিশ্বন্তরে যাচে সবিনয়ে,
"রাজত্ব গ্রহণ কর; তোমরা দু'জন
ঈশ্বরী, ঈশ্বর হও মোদের আবার।"

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব পিতার সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে বলিলেন :

৭৪৭. করিলাম যথাধর্ম্ম রাজত্ব যখন,
পৌরজানপদগণসহ মিলি মোরে

সঞ্জয়, পৃষতী এবং তাঁহাদের অনুচরগণের মূর্চ্ছা হইল। ক্ষীরধারা না ছুটিলে শিশুদুইটীর সুকুমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া যাইত।

করিলেন নির্ব্বাসিত নিজেই আপনি।

সঞ্জয় তখন পুত্রের নিকট ক্ষমা পাইবার জন্য বলিলেন :

৭৪৮. শিবিদের কথা শুনি, বিনা অপরাধে,
রাজ্য হতে নির্ব্বাসিত করিয়া তোমায়
হয়েছি দুষ্কৃতকারী আমি, বৎস, অতি।

অনন্তর নিজের দুঃখহরণার্থ তিনি আবার কহিলেন :

৭৪৯. পিতার, মাতার দুঃখ, দুঃখ ভগিনীর
যে কোন উপায়ে—করি প্রাণান্ত পর্য্যন্ত—
করেন সাধুরা দূর! লোকধর্ম্ম এই।

ষট্‌ক্ষত্রিয় খণ্ড সমাপ্ত।

(১৩)

বোধিসত্ত্বের রাজত্ব করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাহা প্রকাশ করিলে পাছে তাঁহার গৌরব নষ্ট হয়, এজন্য এতক্ষণ তাহা বলেন নাই। এখন তিনি রাজার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। তাঁহার সম্মতি জানিতে পারিয়া সহজাত[১] সেই ষষ্টিসহস্র অমাত্য এক সঙ্গে বলিলেন :

৭৫০. (ক) স্নানের সময় এই; কর, মহারাজ,
ধূলির ঝল্লিকা ধৌত গাত্র হ'তে তব।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "ক্ষণকাল অপেক্ষা কর।" তিনি পর্ণশালার অভ্যন্তরে গিয়া ঋষিবেশ ত্যাগ করিলেন এবং তাহা এক পাশে রাখিয়া দিলেন; অতঃপর বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "এই স্থানে আমি সার্দ্ধ নব মাস শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিয়াছি; এখানেই পারমিতার পরাকাষ্ঠা লাভ করিবার জন্য দানদ্বারা পৃথিবীকে কম্পিত করিয়াছি।" ইহা বলিয়া তিনি তিনবার পর্ণশালাটি প্রদক্ষিণ করিলেন এবং উহাকে পঙ্গাঙ্গে[২] প্রণাম করিয়া অবস্থিত হইলেন। অনন্তর ক্ষৌরকার উপস্থিত হইয়া তাঁহার কেশ শ্মশ্রু কাটিয়া ছাটিয়া সুবিন্যস্ত করিল। তিনি তখন সর্ব্বাভরণ-ভূষিত হইয়া দেবরাজের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। অতঃপর সকলে তাঁহার অভিষেক সম্পাদন করিলেন। এই জন্যই কথিত হইয়া থাকে যে—

---

[১]। সহজাত—যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে একদিনে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

[২]। 'পঞ্চপতিট্‌ঠিতেন'। ললাট, দুই কনুই, কটিদেশ, দুই জানু ও দুই পা দিয়া ভূমি স্পর্শ করিয়া থাকা।

৭৫০. (খ) করি স্নান বিশ্বন্তর ধুইলা তখন
সর্ব্বাঙ্গ হইতে সব ঝল্লিকা ধুলির।

মহাসত্ত্বের তখন মহতী বিভূতি হইল; তিনি যে দিকে দৃক্‌পাত করিলেন, সেই দিক্‌ই কম্পিত হইল। মুখমঙ্গলিকেরা[১] স্বস্তিবচন পাঠ করিলেন, যুগপৎ সমস্ত তূর্য্যধ্বনি হইল, মহাসমুদ্রের কুক্ষিতে বজ্রধ্বনিবৎ শব্দ শুনা গেল; অনুচরেরা হস্তিরত্ন সাজাইয়া আনিল।[২] তিনি কটিদেশে উৎকৃষ্ট খড়্গ বন্ধন করিয়া হস্তিরত্নে আরোহণ করিলেন; অমনি তাঁহার সহজাত ষষ্টিসহস্র অমাত্য সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। লোকে তখন মাদ্রীকেও স্নান করাইয়া ও সাজাইয়া মহিষীর পদে অভিসিক্ত করিল, অভিষেকের পর তাঁহার মস্তকে অভিষেকোদক প্রোক্ষণ করিল এবং "বিশ্বন্তর তোমাকে পালন করুন" এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৭৫১. ধৌতশিরা, শুচিবস্ত্র সর্ব্বাভরণমণ্ডিত
বিশ্বন্তর করিলেন গজে আরোহণ;
বান্ধিলেন কটিদেশে কোষসহ অসি এক,
সুগঠিত, সুশাণিত, অরাতি-দমন।

৭৫২. ছিল সহজাত তাঁর যত জেতুত্তরে
পরমসুন্দরকায় সে ষষ্টিসহস্র যোধ
বেষ্টি রথিবরে এবে আনন্দিত করে।

৭৫৩. সমাগতা হয়ে সেথা শিবিকন্যাগণ
মাদ্রীকে করায় স্নান; বলে সবে, "বিশ্বন্তর
নিরন্তর যত্নে তব করুন পালন।
জালী, কৃষ্ণা, দুইজনে করে যেন প্রাণপণে
পিতার, মাতার সেবা ভক্তি-সহকারে,
ভূপাল সঞ্জয়(ও) যেন আজীবন অনুক্ষণ
সস্নেহে করেন রক্ষা, সুগাত্রি, তোমারে।"

---

[১]। মহাজনক-জাতকেও (৫৩৯) এই শব্দটী পাওয়া গিয়াছে। যাহারা স্বস্তিবাচন করে তাহারাই মুখ-মঙ্গলিক।

[২]। চক্র, হস্তী, অশ্ব, মণি, স্ত্রী গৃহপতি ও পরিনায়ক, এই সপ্তরত্ন সার্ব্বভৌমত্ব-জ্ঞাপক। মূলে 'পচ্চয়ং নাগং' আছে। টীকাকার বলেন, 'অত্তনো জাত দিবসে উপ্পন্নং হত্থিনাগং। 'প্রত্যয়' এখানে বিশ্বাসযোগ্য; যাহা হইতে ভয়ের কারণ নাই, এই অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

৭৫৪. প্রতিষ্ঠা পাইয়া পুনঃ, স্মরি পূর্ব্ব দুঃখ ক্লেশ যত
রম্য সেই গিরিব্রজে উৎসবে হইল সবে রত।

৭৫৫. প্রতিষ্ঠা পাইয়া এবে পুত্রকন্যা পাইয়া আবার
স্মরি পূর্ব্ব দুঃখ পতি লভিলেন আনন্দ অপার।

৭৫৬. প্রতিষ্ঠা পাইয়া পুনঃ পূর্ব্ব দুঃখ করিয়া স্মরণ
পুত্রকন্যাসহ পত্নী হন প্রীতিসাগরে মগন।

নিজে এইরূপ প্রীতি লাভ করিয়া মাদ্রী জালী ও কৃষ্ণাকে বলিলেন :

৭৫৭. ব্রাহ্মণ লইয়া যবে গিয়াছিল তো'দিগকে
আবার তোদের মুখ করিতে দর্শন
করেছিনু এই ব্রত আমি রে ধারণ :
অহোরাত্রে একবার আমার ছিল আহার;
অনাবৃত ভূমি নিত্য ছিল রে শয়ন।
এত কষ্টে এতদিন যেপেছি জীবন।

৭৫৮. সে ব্রত করেছে দান সুফল আমায় :
পাইয়া তোদের দেখা হৃদয় জুড়ায়।
মাতার, পিতার পুণ্যে তোরা যেন চিরদিন
যাপিস জীবন সুখে; সঞ্জয় ভুপাল
করেন তোদের যেন রক্ষা চিরকাল।

৭৫৯. জনক তোদের আর আমি, বৎসগণ,
করেছি যে যৎকিঞ্চিৎ পুণ্যের অর্জ্জন,
সেই সত্যবলে যেন হ'স দুইজনে তোরা
অজর, অমর, সদা কল্যাণভাজন।

পৃষতী দেবী ভাবিলেন, "এখন হইতে আমার পুত্রবধূ উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিবেন এবং উৎকৃষ্ট আভরণ ধারণ করিবেন।" এই উদ্দেশ্যে তিনি মনোমতো বস্ত্র ও আভরণে পূর্ণ করিয়া মাদ্রীর নিকট একটী পেটিকা প্রেরণ করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৭৬০. কার্পাসিক, ক্ষৌম[১]; আর কৌষেয়–ত্রিবিধ,
কুটুম্বর প্রভৃতি অনেক দেশজাত
বহু বস্ত্র করিলেন শ্বাশুড়ী প্রেরণ
বধূর নিমিত্ত! তাহা করি পরিধান

---

[১]। ক্ষৌম–অতসী প্রভৃতি উদ্ভিদের তন্তুজাত (linen)। কুটুম্বর-সম্বন্ধে এই খণ্ডের মহাজনক-জাতকের ৪৬শ গাথার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

ধারণ করেন মাদ্রী শোভা অনুপমা।

৭৬১. কেয়ূর, অঙ্গদ[১], ক্ষৌম, মেখলা
(মণিতে খচিত যাহা)-শ্বশ্রূ এ সকল
করিলা প্রেরণ পুত্রবধূর নিকটে।
হইয়া মণ্ডিত এই সব আভরণে
ধারণ করেন মাদ্রী শোভা অনুপমা।

৭৬২. রত্নময় গ্রৈবেয়,[২] কেয়ূর, ক্ষৌম-আদি
আভরণ নানাবিধ শ্বশ্রূ স্নেহভরে
করিলা প্রেরণ পুত্রবধূর নিকটে।
হইয়া মণ্ডিত সেই সব প্রসাধনে
ধারণ করেন মাদ্রী শোভা অনুপমা।

৭৬৩. বিবিধ বর্ণের মণিদ্বারা সুগঠিত
মুখফুল্ল উন্নতাদি[৩] শ্বশ্রূ স্নেহভরে
করিলা প্রেরণ পুত্রবধূর নিকটে।
হইয়া মণ্ডিত সেই সব আভরণে
ধারণ করেন মাদ্রী শোভা অনুপমা।

৭৬৪. উদ্‌ঘট্টন, গিঙ্গমক, পালিপাদ আর
সুবর্ণরজতময় চারু চন্দ্রহার
করিলা প্রেরণ শ্বশ্রূবধূর নিকটে।
হইয়া মণ্ডিত সে সব আবরণে
ধারণ করেন মাদ্রী শোভা অনুপমা।[৪]

৭৬৫. সূত্রবদ্ধ, সূত্রহীন সর্ব্ব আভরণ[৫]

---

[১]। অঙ্গদ–বলয়। ক্ষৌম–টীকাকারের মতে ইহা গ্রীবাপ্রসাধন বিশেষ–চিক বা neeklace।

[২]। গ্রৈবেয় বোধ হয় হার বা তৎসদৃশ কোন গ্রীবাপ্রসাধন। কেয়ূর ও ক্ষৌম পুনরুক্তি মাত্র।

[৩]। মুখফুল্ল–টীকাকারের মতে ইহা "নলাটন্তে তিলকমালাভরণং।" সিঁথির অনুরূপ কিছু কি? 'উন্নত' পদের কোন ব্যাখ্যা নাই। 'নখে'র' সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা বিবেচ্য।

[৪]। 'উদ্‌ঘট্টন' বোধ হয় এমন কোন আভরণ, যাহা পরিয়া চলিবার কালে ঝুমুর ঝুমুর শব্দ হয়। 'গিঙ্গমক' কিঙ্কিণী কি? যদি তাহা হয়, তবে ইহা কটিদেশের প্রসাধন। 'পালিপাদ'–এক প্রকার পাদপ্রসাধন–নুপূর কি? মূলে চন্দ্রহারের পরিবর্ত্তে 'মেখল' আছে। টীকাকার বলেন, ইহা সুবর্ণরজতময়। ৭৬১ম গাথাতেও মেখলার উল্লেখ আছে।

[৫]। কোন কোন আভরণ সূত্রদ্বারা গ্রথিত হয়, যেমন মুক্তাহার ইত্যাদি। কেয়ূরবলয়াদি সূত্রহীন।

যেখানে যে খাটে তাহা করি পরিধান
ধারণ করেন মাদ্রী শোভা অনুপমা—
বিরাজে নন্দনধামে দেবকন্যা যেন।

৭৬৬. ধৌতশিরা, শুচিবস্ত্রা, ভূষণমণ্ডিতা
রাজপুত্রী মাদ্রীদেবী করিলা বিরাজ,
বিরাজে ত্রিদিব-ধামে বিদ্যাধরী যথা।

৭৬৭. বিম্বাধরা রাজপুত্রী বিরাজেন এবে
চিত্রলতাবনজাতা সুবর্ণ কদলী
সমীর-হিল্লোলে দুলি বিরাজে যেমন।[১]

৭৬৮. বিচিত্র বসন আর আভরণ পরি
বিম্বাধরা[২] মাদ্রী দেবী সঞ্চরেন যবে,
মনে হয় চিত্রপত্রা পক্ষিণী বা কোন
মানুষী-বিগ্রহ ধরি বিচরে আকাশে।

৭৬৯. শক্তি-শরাঘাত সহ্য করিতে সমর্থ
নাতিবৃদ্ধ মহাকায় দীর্ঘদন্ত এক
কুঞ্জর তাঁহার তরে হইল আনীত।

৭৭০. শক্তিশরাঘাত সহ্য করিতে সমর্থ।
নাতিবৃদ্ধ মহাকায় দীর্ঘদন্ত সেই
গজস্কন্ধে করিলেন মাদ্রী আরোহণ।

এইরূপে, মাদ্রী ও বিশ্বন্তর উভয়েই মহাসমারোহে স্কন্ধাবারে গমন করিলেন। মহারাজ সঞ্জয় দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সেনাসহ একমাস কাল পর্ব্বতে ও বনে আমোদ করিলেন। মহাসত্ত্বের তেজে কোন হিংস্র পশু বা পক্ষী কাহারও ক্ষতি করিল না।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৭৭১. মহাতেজা বিশ্বন্তর; প্রভাবে তাঁহার,
যত পশু সে অরণ্যে করিত বসতি

---

[১]। চিত্রলতা শক্রের একটী প্রমোদোদ্যানের নাম। মূলে 'বিম্বাধরা' পদের পরিবর্ত্তে 'দন্তাবরণসম্পন্না' আছে। দন্তাবরণ = অধর ও ওষ্ঠ। ইহা হইতে বিম্বের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না; কিন্তু টীকাকার বলেন, ইহা 'বিম্বফলসদিসেহি দন্তাবরণেহি সমন্নাগতা'। বস্তুতঃ ব্যাখ্যাও ইহাই হইবে।

[২]। মূলে 'নিগ্রোধপত্তবিম্বোট্ঠী' আছে। বোধ হয় ইহা 'নিগ্রোধপক্কবিম্বোট্ঠী' হইবে; টীকাতে এই পাঠ ধরা হইয়াছে। ওষ্ঠের বর্ণ নিগ্রোধ-(ন্যগ্রোধ, বট) পক্কের (ফলের) বর্ণের ন্যায় এবং বিম্বের বর্ণের ন্যায়।

করিল না কোনরূপ অনিষ্ট কাহার(ও)।

৭৭২. মহাতেজা বিশ্বন্তর; প্রভাতে তাঁহার,
যত পক্ষী সে অরণ্যে করিত বসতি
করিল না কেহ কা'র(ও) হিংসা কোনরূপ।

৭৭৩. যত পশু সে অরণ্যে করিত বসতি,
সমবেত একস্থানে হইল সকলে,
চলিলেন বন ছাড়ি রাজ্য-অভিমুখে
শিবির পালক বিশ্বন্তর যে সময়।

৭৭৪. যত পক্ষী সে অরণ্যে করিত বসতি,
না করে মধুর রব আর তারা, হায়,
গেলেন অরণ্য ছাড়ি রাজ্য-অভিমুখে
শিবির পালক বিশ্বন্তর যে সময়।

৭৭৫. যত পশু সে অরণ্যে করিত বসতি
না করে মধুর রব আর তারা, হায়,
গেলেন অরণ্য ছাড়ি রাজ্য-অভিমুখে
শিবির পালক বিশ্বন্তর যে সময়।

৭৭৬. যত পক্ষী সে অরণ্যে করিত বসতি
করে না ক তারা মধুর কুজন,
গেলেন অরণ্য ছাড়ি রাজ্য-অভিমুখে
শিবির পালক বিশ্বন্তর যে সময়।

নরেন্দ্র সঞ্জয় একমাস আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত করিয়া সেনাপতিকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদ্র, আমরা বহুদিন বনে কাটাইলাম; আমার পুত্র যে পথে যাইবেন, তোমরা তাহা সুসজ্জিত করিয়াছ কি?" সেনাপতি বলিলেন, "হ্যাঁ, মহারাজ; এখন আমাদের প্রতিগমনের সময় উপস্থিত হইয়াছে।" তখন সঞ্জয় বিশ্বন্তরকে এই সংবাদ জানাইলেন এবং সেনাসহ রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বঙ্কগিরির অভ্যন্তর হইতে জেতুত্তর নগর পর্যন্ত যে ষষ্ঠি যোজনদীর্ঘ পথ সুসজ্জিত হইয়াছিল, মহাসত্ত্ব তদবলম্বনে মহাসমারোহে এবং বহু অনুচরসহ প্রস্থান করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৭৭৭. বিশ্বন্তর এতদিন ছিলেন যেখানে,
সেথা হ'তে জেতুত্তর নগর পর্য্যন্ত
বিচিত্র যে রাজমার্গ ছিল সুশোভিত,
হল সমাবৃত তাহা কুসুমাস্তরণে।

৭৭৮. সে ষষ্ঠিসহস্র যোধ, মনোহরবপু,
চৌদিকে ঘিরিল আসি রাজা বিশ্বন্তরে,
যখন অরণ্য ছাড়ি চলিলেন তিনি।

৭৭৯. পুরন্ধী, কুমার, বৈশ্য, ব্রাহ্মণ, সকলে
চৌদিকে ঘিরিল আসি রাজা বিশ্বন্তরে
যখন অরণ্য ছাড়ি চলিলেন তিনি।

৭৮০. গজসাদি-দেহরক্ষি-রথি-পত্তিগণ
চৌদিকে ঘিরিল আসি রাজা বিশ্বন্তরে
যখন অরণ্য ছাড়ি চলিলেন তিনি।

৭৮১. করোটিক,[১] চর্ম্মধর,[২] খড়গধর আর
আবৃত বিচিত্র বর্ম্মে লক্ষ লক্ষ যোধ
অগ্রে অগ্রে চলে সবে, বিশ্বন্তর যবে
জেতুত্তর-অভিমুখে করেন প্রয়াণ

রাজা দুই মাসে যষ্ঠিযোজনদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া জেতুত্তর নগরে উপস্থিত হইলেন এবং অলঙ্কৃত নগরে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাসাদে অধিরোহণ করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৭৮২. অনেক প্রাকার আর তোরণে শোভিত
অন্নপানে পরিপূর্ণ, নৃত্যগীতোৎসবে
সতত আনন্দময় রম্য রাজপুরে
অবশেষে উপনীত হইলেন তাঁরা।

৭৮৩. শিবির পালক বিশ্বন্তর যে সময়
ফিরিলা নগরে, পৌর-জানপদগণ
অপার আনন্দ লভি হ'ল সমবেত।

৭৮৪. ধনদাতা বিশ্বন্তর এসেছেন ফিরি,
শুনি ইহা বস্ত্রসঞ্চালন দ্বারা সবে
মনের আনন্দ আজ করে বিজ্ঞাপন।
ভেরী বাজাইয়া তারা জানায় সকলে,
'হইল বন্ধনমুক্ত সর্ব্বসত্ত্ব এবে।'

মহারাজ বিশ্বন্তরের আদেশে বিড়াল পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণী বন্ধনবিমুক্ত হইল।

---

[১]। যাহাদের মস্তকে করোটের আকারবিশিষ্ট শিরস্ত্রাণ (helmet) থাকে।

[২]। চর্ম্মধর–ঢালী।

তিনি যেদিন নগরে প্রবেশ করিলেন, সেই দিনই প্রত্যূষকালে ভাবিতে লাগিলেন, ‘আমি ফিরিয়া আসিয়াছি শুনিয়া কাল, রাত্রি প্রভাতা হইলেই, যাচকগণ আগমন করিবে; আমি তখন তাহাদিগকে কি দিব?’ তাঁহার এই চিন্তার প্রভাবে তৎক্ষণাৎ শক্রের আসন উত্তপ্ত হইল; শক্র চিন্তা করিয়া ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন; অমনি তিনি, মহামেঘ হইতে যেমন বারিবর্ষণ হয় সেই ভাবে, রাজভবনের পুরোবর্ত্তী ও পশ্চাদ্‌বর্ত্তী স্থানগুলিতে কটিপ্রমাণ এবং সমস্ত নগরে জানুপ্রমাণ গভীর সপ্তরত্ন বর্ষণ করাইলেন। পরদিন মহাসত্ত্ব, যাহার গৃহের পুরোবর্ত্তী ও পশ্চাদবর্ত্তীস্থানে যে রত্নবর্ষণ হইয়াছিল, তাহা তাহাকেই দেওয়াইলেন, এবং অবশিষ্ট ধন আহরণপূর্ব্বক স্বগৃহে পতিত ধনের সহিত কোষ্ঠাগারে নিক্ষেপ করাইলেন। অনন্তর তিনি যথাপূর্ব্ব নিত্যদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

৭৮৫. শিবিরাজ বিশ্বন্তর প্রবেশিলা নগরে যখন
স্বর্গ হতে দেবরাজ করিলেন সুবর্ণ বর্ষণ।

৭৮৬. অতঃপর বহু দান করি মহাপ্রাজ্ঞ বিশ্বন্তর
দেহান্তে ত্রিদিবে গিয়া লভিলেন জনম আবার।

বিশ্বন্তরবর্ণনা সমাপ্ত।

সমবধান : শাস্তা গাথাসহস্রপ্রতিমণ্ডিত বিশ্বন্তরবৃত্তান্ত দ্বারা ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক এইরূপে জাতকের সমবধান করিলেন : তখন দেবদত্ত ছিল জূজক; চিঞ্চা মাণবিকা ছিল অমিত্রতাপনা; ছন্দক ছিলেন সেই চেতপুত্র; সারিপুত্র ছিলেন অচ্যুত তাপস; অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র; মহারাজ শুদ্ধোধন ছিলেন সঞ্জয় নরেন্দ্র; মহামায়া ছিলেন পৃষতী দেবী; রাহুল-মাতা ছিলেন মাদ্রী; রাহুল ছিলেন জালী কুমার; উৎপলবর্ণা ছিলেন কৃষ্ণাজিনা; বুদ্ধের অনুচরেরা ছিলেন জাতকবর্ণিত অন্যান্য লোক এবং আমি ছিলাম বিশ্বন্তর।

[খুদ্দকনিকায়ে জাতক (ষষ্ঠ খণ্ড) সমাপ্ত]